বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম

স্বামী বিদ্যারণ্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BAUDDHA DARSHAN O DHARMA (Philosophy and Religion of Buddha) Swami Vidyaranya

© West Bengal State Book Board

© পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

প্রকাশকাল: মার্চ, ১৯৮৪

প্রকাশক:
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবমতল)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক:
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ: দুর্গা রায়

মূল্য: বত্রিশ টাকা
32 00

Published by Prof Dibyendu Hota, Chief Executive Officer. West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi

স্বামী বিদ্যারণ্য

এই পুস্তকের রচয়িতা স্বামী বিদ্যারণ্যের জীবনকাহিনী শুধু যে প্রাসঙ্গিক হইবে তাহা নহে, প্রয়োজনীয়ও বটে, কারণ যেই দুরূহ, দুর্বোধ্য ধর্ম ও দর্শন তিনি, মূলের নির্ভুল উল্লেখ সহ, প্রাঞ্জল ভাষায় সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিতে "কুশল বক্তার" অর্থাৎ এক্ষেত্রে গ্রন্থকারের পরিচয় এবং তাঁহার অসাধারণ বিদ্যার কথঞ্চিৎ ধারণা প্রয়োজন।

তাঁহার গ্রন্থাবলী শুধু যে ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের গৌরব তাহা নহে, বঙ্গসাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ; কারণ অবিজ্ঞেয় সত্ত্বার দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব আত্ম-দর্শীর দিব্যদৃষ্টিতে এমন সরল, সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য বাংলা ভাষায় আর কেহ লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

'বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম' ভিন্ন 'ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস' (৬ খণ্ড), 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী' (৩ খণ্ড), 'বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ', 'শাঙ্কর দর্শন' 'শঙ্কর দর্শন পরিচয়', 'কৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধ', 'ব্যাস দর্শন', 'ভাগবত ধর্ম ও মহাযান ধর্ম', 'ভাগবত ধর্ম ও জৈনধর্ম', 'গীতাধর্ম' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন। সবগুলিই রচনা করেছিলেন খরঋতুক্লিষ্ট ঊষর দেশের পুণ্যতীর্থ পুষ্করের উন্মুক্ত বেদযজ্ঞশালায়। গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ছিল না। অঘটন আজও ঘটে।

স্বামী বিদ্যারণ্য ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি অতীব বিদ্বান ছিলেন ত বটেই, ততোধিক জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার ভাস্বর ধী সর্বাবস্থায়, সর্ববিদ্যায়, সর্বধর্মে, সর্বশাস্ত্রে, সর্বাবরণ ভেদ করিয়া প্রকটিত হইত। প্রাচীন ঋষি-প্রদর্শিত ব্রহ্মচর্য পালনে ধী কত তেজোময়, স্মৃতি কত তীক্ষ্ণ হইতে পারে, এই ধৃতবীর্য স্বামীজি উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পূর্বাশ্রমে অধ্যাপক জীবনে বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ; আবার সন্ন্যাস-জীবনে সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ আত্মজ্ঞানী মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার মত ধীর, রাগ-দ্বেষহীন, সমদর্শী, অদ্বৈতব্রহ্মানুভূতিতে স্থিত পুরুষ কদাচিৎ অবতীর্ণ হন। তদীয় নিবন্ধরাজি ও গ্রন্থমালা পাঠেই তাঁহার বিদ্যার বিস্তৃতি বোধগম্য হইবে।

অবিভক্ত বঙ্গের চট্টগ্রামস্থ ক্ষুদ্র অজ্ঞাত কানুনগোপাড়া গ্রামের এক অতি নির্ধন দত্ত পরিবারে, প্রায় শতাব্দী পূর্বে (১৮৮৮ ইং) অন্তর্লোকের মহাধন লইয়া সুমহান পিতা রসিকচন্দ্র ও 'রত্নগর্ভা'-খ্যাতিসম্পন্না পুণ্যশীলা মাতা মুক্তকেশীর তৃতীয় পুত্র বিভূতিভূষণের আবির্ভাব হইয়াছিল। পিতৃদেব তখন প্রসিদ্ধ শিবপীঠ সীতাকুণ্ডে কর্মরত ছিলেন বলিয়া সুদর্শন সন্তানের নাম 'বিভূতিভূষণ' দিয়াছিলেন। বিভূতিভূষণ শিবের প্রসাদে বালক বাল্যকাল হইতেই বিষয়বিরক্ত সন্ন্যাসভাবাপন্ন হইলেন। তাহাও বৈদিক ধর্মের পুনঃ-সংস্থাপক শিবাবতার জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য-প্রপঞ্চিত অদ্বৈতমতাবলম্বী।

অবলীলাক্রমে বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররূপে বৃত্তিসহ চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে মিশ্রগণিতে প্রথম শ্রেণীতে এম্. এস্. সি পাস করেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের গবেষণা আরম্ভ করেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (P. R. S.), D. Sc ডিগ্রী, ইলিয়ট পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করেন। স্নাতকোত্তর বিভাগে (Post Graduate Department) মিশ্রগণিতের ও গ্রহনক্ষত্র গণিতের (Lunar and Planetory Theory) অধ্যাপক ছিলেন। (১৯১৪-২৯) ঐ সময় এবং তার পরেও কিছুকাল গণিতবিদ্যা ও পুরাতন হিন্দুগণিতের ইতিহাস বিষয়ে প্রায় ৫৮টি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে গণিতসমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং প্রাচীন ভারতে গণিতের আদিতম মৌলিক বিকাশ ও উৎকর্ষতা প্রমাণ করিয়া মাতৃভূমির হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রণীত 'হিন্দু গণিতের ইতিহাস' (History of Hindu Mathematics) ত্রিশ দশকে, তাঁহার সন্ন্যাস কালে, তাঁহার গবেষক ছাত্র অধ্যাপক Dr. A. N Singh উভয়ের যুগ্ম নামে প্রকাশ করেন, যাহা গণিত বিদ্যার প্রাথমিক বিকাশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষিদের বহু ধারণা বদলাইয়া ভারতের বিস্মৃত মনীষিদের কীর্তি প্রমাণ করিয়া বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ পুস্তক তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। তৃতীয় খণ্ড বর্তমানে Indian Journal of the History of Sciences পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার অপর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি (১৯৩৩

সালে লিখিত) 'প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষী' বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের 'গণিত' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

যেমন গণিতে তেমন ধর্ম ও দর্শন সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ ও বহুদিকে বিস্তৃত। শুধু হিন্দু দর্শনে নহে, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। এই ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীর স্মৃতিশক্তি ও অধ্যয়নের পরিধি ধারণাতীত। স্বরচিত গ্রন্থে এক একটি উক্তির সমর্থনে কয়েকটি বৈদিক, পৌরাণিক বা অর্বাচীন গ্রন্থের শ্লোক, অধ্যায়, ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি, এমন কি বিদেশী পণ্ডিতের লেখাও নির্ভুলভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ভিন্ন পুস্তকে অথবা সংস্করণে সামান্যতম পাঠভেদ থাকিলে তাহাও। অথচ তাঁহার ঘরে, অন্যান্য বিদগ্ধ পণ্ডিতের ন্যায় নিজস্ব কোন বই সংগ্রহ করেন নাই। এক একটি গ্রন্থাগারের সমুদয় পুস্তক কয়েক মাসের মধ্যেই পড়ে শেষ করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় পঠিত গ্রন্থের খুঁটিনাটি তাঁহার স্মৃতিতে ধৃত থাকিত। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন নোট রাখিতেন মাত্র। ১৯৩১-৩২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'The Science of Sulba' লিখিবার সময় তিনি কয়েকমাস মৌনাবলম্বন করিয়া একবেলা সামান্য মাত্র আহার করিয়া মেসের এক ঘরে প্রায় যেন ধ্যানস্থই রহিলেন।

তিনি চিরকুমার। পিতা মাতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। কাছে থাকিলে প্রত্যহ সকালে প্রণাম করিতেন। সন্ন্যাস অবস্থায়ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কলিকাতায় ভাইদের নিয়া মেসে থাকিতেন অতি সাধারণভাবে কৃচ্ছ্রতার মধ্যে। অনুজদেরও আহারে, বিহারে, বেশে, ব্যবহারে বিলাসবিহীন বিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন কঠোরভাবে। সন্ন্যাসের বহু বৎসর আগে হইতেই একবেলা মাত্র আহার করিতেন; তাও একটি বালকের সমান। দিবারাত্র মনন করিতেন; ঘুমাইতেন কম। ছোট বড় যেই কাজই হউক না কেন পূর্ণ মনোযোগ ও দক্ষতার সহিত করিতেন। নিষ্কাম কর্মীর ইহাই লক্ষণ। মশা মাছিও মারিতেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকেই প্রাচীন কালের ঋষি অথবা বৌদ্ধ শ্রমণ বলা চলে। মাতার অনুমতি লইয়াই (পিতা তখন স্বর্গত) সন্ন্যাস জীবনের উদ্দেশ্যে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, শুধু কৌপীন বহির্বাস মাত্র সঙ্গে লইয়া। হইতে পারে বাণীর করণ কলম সঙ্গে ছিল। অর্থ, বস্ত্র, ঝোলা, ব্যাগ

ছিল না। সন্ন্যাসাবস্থায় কোন অর্থ বা খাদ্য বা নিজস্ব কোন দ্রব্যাদি রাখিতেন না; নিজের প্রতিষ্ঠাবান ভাইদের নিকটেও কিছু চাহিতেন না। জননী স্নেহের পুত্রকে বৎসরে একবার রেলভাড়া পাঠাইয়া কাছে ডাকিয়া আনিতেন। তিনি ছিলেন তীর্থরাজ পুষ্করের সাধুসমাজের শীর্ষ, সর্বজন-বরেণ্য ব্রহ্মর্ষি 'বাঙ্গালী মহারাজ'। 'বিদ্যারণ্য' গুরুপ্রদত্ত নাম।

আজন্ম নিরামিষাহারী, বাহুল্যবিলাসবর্জিত কর্মজীবনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত, সন্ন্যাস জীবনে শ্বেতকেশ, শ্বেতশ্মশ্রুধারী, খদ্দরের কৌপীন-বহির্বাস-কতুয়ামাত্র-পরিহিত, বিত্ত-বিভব-বিহীন, সমদৃষ্টিযুক্ত, কাম-ক্রোধ-লোভজয়ী, আত্মসমাহিত ঋষি। নিজেকে প্রচার করা তাঁহার নিরতিশয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না। এতগুলি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছেন, কোথাও নিজের নাম পরিচয় দেন নাই; 'আমি' 'আমার' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। আপন মতামতও খ্যাপন করেন নাই। প্রকৃত সূত্রকারের আদর্শ। কোন শিষ্য করেন নাই। কোন মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ধর্মপ্রচারেও বাহির হন নাই। তাঁহার গুণমুগ্ধরা আশ্রম প্রতিষ্ঠার্থ অর্থ দিতে চাহিলেও প্রত্যাখ্যান করিতেন। সন্ন্যাসী অপরিগ্রহী। তাঁহার নামে কোন আশ্রম, মঠ বা সেবামন্দির প্রতিষ্ঠাও তিনি দৃঢ়তার সহিত নিষেধ করিতেন। নিজেও কোন আশ্রম বা মিশনভুক্ত ছিলেন না। ভগবান শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠেও থাকিতেন না, যদিও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ তাঁহার উপজীব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পরীক্ষানিয়ামক (Controller of Examinations) ডঃ বিনোদবিহারী দত্ত, কানুনগোপাড়া গ্রামে স্যার আশুতোষ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও রাবসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রেবতীরমণ দত্ত ও ভারত সরকারের স্বনামখ্যাত বিদেশসচিব ও রাজদূত সুবিমল দত্ত তাঁহার সহোদর ভাই।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যার ৭০ বৎসর বয়সে পুষ্করের বেদযজ্ঞশালায় তত্ত্বালোচনাকালে হঠাৎ এই ব্রহ্মর্ষির মহান আত্মা নরদেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মীভূত হইল। ব্রাহ্মসূর্য অস্তমিত হইল। ঋষি শাশ্বত মহা-পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

সুকোমল দত্ত

বিষয় নির্দেশিকা

বিষয়			পৃষ্ঠা

ধার্মিক সিদ্ধান্ত

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

দার্শনিক সিদ্ধান্তভেদ ও ধার্মিক সিদ্ধান্ত

বৌদ্‌ধ দর্শন ও ধর্ম

দার্শনিক সিদ্‌ধাংত-ভেদ

কৃষ্‌ণের এবং বুদ্‌ধের তুলনাতে অবশ্যই ভাগবতধর্মের এবং বৌদ্‌ধধর্মেরই তুলনা এক প্রকারে হইয়া গিয়াছে।[১] পরংতু তাহাতে এই তুলনা সর্বাংগীন হয় নাই। আরও কতিপয় বিষয়ে, তথা কোন কোন দৃষ্‌টিতে, উভয় ধর্মের তুলনার প্রয়োজন আছে। সেই কারণে এখন আমরা তাহা করিব।

দার্শনিক সিদ্‌ধাংত বিষয়ে,—ব্রহ্ম, জীব ও জগতের তত্ত্ব বিষয়ে, ভাগবতধর্মের সহিত যেমন জৈনধর্মের, তেমন বৌদ্‌ধধর্মেরও বিস্‌তর মতভেদ আছে, আরও বলিতে, জৈনধর্মের অপেক্ষা বৌদ্‌ধধর্মের মতভেদ সমধিক।

ভাগবতধর্মের দর্শনে এক পরমতত্ত্বের সদ্‌ভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে, যাহা এই জগৎপ্রপঞ্চের চিৎ ও অচিৎ সর্ববস্‌তুর অংতরে ও বাহিরে সর্বত্র বর্তমান আছে। উহা নিত্য। উহা মন ও বাণীর অতীত। তথাপি উপনিষদের অনুসরণে উহাকে পরব্রহ্ম, পরমাত্‌মা, ইত্যাদি বলা হয়। উহা সদা নির্বিকার একরূপেই থাকে। এক দৃষ্‌টিতে বলা হয় যে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং নির্বিশেষ, উনি কারণ নহেন, সুতরাং উহার কার্যাদি নাই। অপর দৃষ্‌টিতে বলা হয় যে উনি সগুণ, সবিশেষ, উনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্‌তিমান, প্রভৃতি,—এক কথায় সর্বধর্মবান। উনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই কারণ। উনি জগতের সৃষ্‌ট্যাদি করেন। জীবের অভ্যংতরে আত্‌মা বলিয়া অভিহিত এক অতি বিশিষ্‌ট বস্‌তু আছে, যাহা শরীর হইতে,—অপর সমস্‌ত ভাগ হইতে পৃথক্। শরীরাদি বিনশ্বর আর আত্‌মা অবিনশ্বর। শরীরাদির জন্‌ম ও মৃত্যু আছে, আর আত্‌মার জন্‌মও নাই, মৃত্যুও নাই। শরীরাদি অনিত্য, আর আত্‌মা নিত্য। আত্‌মা ব্রহ্মের এক ঔপাধিক অংশ, সুতরাং বস্‌তুত ব্রহ্মই। জগৎ অনাদি ও অনংত। সুতরাং উহাও নিত্য।

১। 'কৃষ্‌ণ ও গৌতম বুদ্‌ধ'—স্বামী বিদ্যারণ্য বিরচিত।

তবে উহার নিত্যতা ব্রহ্মের বা আত্মার নিত্যতার মতন নহে। উহা বরাবর পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। সেইহেতু উহা পরিণামী নিত্য। উহার পুনঃ পুনঃ একের পর এক করিয়া সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে। সেই দৃষ্টিতে উহাকে অনিত্যও বলা যায়।

জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মে সেইপ্রকার কোন পরমতত্ত্বের,—ব্রহ্মের কিংবা তদ্বৎ সর্বান্তর এবং সর্বব্যাপী, তথা সর্বান্তর্যামীও, অপর কোন তত্ত্বের সদ্ভাব স্বীকৃত হয় না। জৈনধর্মে, যেমন ভাগবতধর্মে, জগৎকে অনাদি ও অনন্ত, তথা পরিণামী,—এক কথায় বলিতে পরিণামী নিত্য, বলিয়া মানা হয়। পরন্তু উহার সৃষ্টি-প্রলয়বাদ মানা হয় না। সুতরাং উহাতে সৃষ্টি-প্রলয়-কর্তা আছে কি নাই?—এই প্রশ্নই উঠে না। জগতের পালক এবং বিধাতা কোন ঈশ্বরের সদ্ভাবও উহাতে মানা হয় না। উহাতে, যেমন ভাগবতধর্মে, তেমন মানা হয় যে জীবের অভ্যন্তরে আত্মা বলিয়া এক বিশিষ্ট বস্তু আছে, যাহা শরীরেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন, এবং নিত্য।

পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে "জীবের মধ্যে আত্মা বলিয়া কোন নিত্য বস্তুর সদ্ভাব বুদ্ধ মানিতেন কি মানিতেন না, তাহাও নিশ্চিত রূপে নিরূপণ করা যায় না। কারণ তিনি ঐ বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া,—স্পষ্ট ও নিঃসংদিগ্ধ বাক্যে কিছু বলেন নাই। দেহ ও দেহী বা শরীর ও শরীরী ভেদ বুদ্ধ কখন কখন করিতেন বটে, আবার কখন কখন করিতেন না। জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয়, ভাগবতধর্মীর ন্যায়, বুদ্ধও মানিতেন। পরন্তু যাহারা ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে উহাদের কর্তা মানে, তাহাদিগকে তিনি উপহাস করিতেন। জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় স্বভাবতই হইয়া থাকে বলিয়া তিনি মনে করিতেন বোধ হয়।

আবার দেখা যায়, জীব ও জগৎ বিষয়ে এই সকলকে বৌদ্ধশাস্ত্রে "অব্যাকৃত" বলা হইয়াছে,—

(১) "সাস্সতো লোকো" (=জগৎ শাশ্বত)

(২) "অসাস্সতো লোকো" (=জগৎ শাশ্বত নহে)

(৩) "অন্তবা লোকো" (=জগৎ অন্তবান অর্থাৎ সসীম, পরিচ্ছিন্ন)

(৪) "অনন্তবা লোকো" (=জগৎ অন্তবান নহে, অনন্ত)

(৫) "তং জীবং তং শরীরং" (যাহা জীব, তাহাই শরীর অর্থাৎ আত্মা ও জীব অভিন্ন)।

(৬) "অঞ্ঞং জীবং অঞ্ঞং শবীবং" (=আত্মা ও শবীব ভিন্ন ভিন্ন) এই সকলকেও বৌদ্ধশাস্ত্রে "অব্যাকত" বলা হইবাছে,—

(১) "হোতি তথাগতো পবং মবণা" (=তথাগত মবণেব পব থাকেন)

(২) "ন হোতি তথাগতো পরং মবণা" (=তথাগত মবণেব পব থাকেন না)

(৩) "হোতি চ ন হোতি চ তথাগতো পবং মবণা" (=তথাগত মবণেব পব থাকেন এবং থাকেন নাও)

(৪) "নেব হোতি ন ন হোতি তথাগতো পবং মবণা" (=তথাগত মবণেব পব থাকেনও না এবং থাকেননাও না)।

এই সকল দৃষ্টিব বা বাদেব কোনটিব সত্য-মিথ্যা সংবংধে কেহ কখনও বুদ্ধকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি প্রায় সকল সমযে একই উত্তব দিতেন, "আমি ইহাকে 'অব্যাকত' বলিয়াছি"।[১] বৎসগোত্র পবিব্রাজক আযুষ্মান মহামৌদ্গলায়নকে উক্ত দশ বিষযে প্রশ্ন কবেন এবং তিনিও প্রত্যেকটি সংবংধে বলেন যে বুদ্ধ উহাকে "অব্যাকত" বলিয়াছেন।[২] পালি "অব্যাকত" শব্দের অর্থ 'অব্যাকৃত' অর্থাৎ (বুদ্ধ কর্তৃক) ব্যাকৃত বা ব্যাখ্যাত হয় নাই। উহাদিগকে বুদ্ধ কখন কখন "অব্যাকৃত, স্থাপিত ও প্রতিক্ষিপ্ত" বলিবাছেন।[৩]

ঐ সকলকে কেন অব্যাকৃত বলিবাছেন, তাহাব হেতুও বুদ্ধ কখন কখন নির্দেশ কবিয়াছেন। তিনি কখন কখন বলিতেন যে ঐ সকল সার্থক নহে, তদুক্ত ব্রহ্মচর্যের যথাযথ পালনেব জন্য, তথা উহার পরমফল নির্বাণ লাভেব জন্য, ঐ সকলেব বিচারেব কোন প্রয়োজন নাই, তাহাবা উপযোগীও নহে। যথা, প্রোষ্ঠপাদ পবিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবেন,

"কি হেতু ভগবান এই সকলকে অব্যাকৃত বলিবাছেন ?

বুদ্ধ উত্তব কবেন,

"ন হি এতং পোট্ঠপাদ অত্থসংহিতং ন ধম্মসংহিতং ন আদিব্রহ্মচাবিয়কং,

---

১। যথা দ্রষ্টব্য—দীঘনি, পোট্ঠপাদসুত্ত (৯) [১ খং, ১৮৭-৮ পৃ]; মজ্ঝিমনি, চুলমালুংক্যসুত্ত (৬৩); সংযুত্তনি, অব্যাকতসংযুত্ত (৪৪।৭-) [৪ খং, ৩৭৫-৬ পৃষ্ঠা], ইত্যাদি। অংগুত্তরনি, উত্তিয়সুত্ত [৫ খং, ১৯৩-৫ পৃ]

২। সংযুত্তনি, অব্যাকতসংযুত্ত (৪৪।৭।২-১২) [৪ খং, ৩৯১-২ পৃ]

৩। মজ্ঝিমনি, চুলমালুংক্যসুত্ত (৬৩) [১ খং, ৪৩১ পৃ]

ন নিব্বিদায় ন বিরাগায় ন নিরোধায় ন উপসমায় ন অভিঞ্ঞায় ন সংবোধায় ন নিব্বাণায় সংবত্ততি। তস্মা তং ময়া অব্যাকতং তি।"[১]

"হে পোট্ঠপাদ। ঐ সকল অর্থ-সংযুক্ত নহে, ধর্ম-সংযুক্ত নহে, আদি-ব্রহ্মচর্যোপযোগী নহে, উহারা নির্বেদার্থ নহে, বিরাগার্থ নহে, নিরোধার্থ নহে, উপশমার্থ নহে, অভিজ্ঞার্থ নহে, সংবোধি-অর্থ নহে, নির্বাণার্থ নহে। সেই কারণে আমি উহাদিগকে অব্যাকৃত বলিয়াছি।" ভিক্ষুমালুক্যপুত্রকে[২] তথা অপর ভিক্ষুগণকেও[৩] বুদ্ধ সেই কথা বলেন। ভিক্ষু চুন্দকে তিনি শিখাইয়া দেন, কেহ যদি উঁহাকে (চুন্দকে) জিজ্ঞাসা করেন যে 'তথাগত মরণের পর থাকেন কি থাকেন না,—ইহাকে বুদ্ধ অব্যাকৃত বলিয়াছেন কেন?' উনি যেন ঠিক সেই উত্তর দেন।

"হে আয়ুষ্মান। ঐ সকল অর্থ-সংযুক্ত নহে, নির্বাণার্থ নহে। সেই কারণে ভগবান উহাদিগকে অব্যাকৃত বলিয়াছেন।"[৪]

মালুংক্য পুত্রকে বুদ্ধ আরও বিশেষ করিয়া বুঝান যে ঐ সকল দৃষ্টির কোনটি থাকিলেই যে ব্রহ্মচর্যবাস হইবে, অন্যথা হইবে না, এমন নহে। লোক শাশ্বত হউক, কিংবা অশাশ্বত হউক, জীব ও শরীর ভিন্ন হউক কিংবা অভিন্ন হউক, তথাগত মরণের পরে থাকুক কিংবা না থাকুক, ইহা সত্য যে জন্ম আছে, জরা আছে, মরণ আছে, শোক-পরিবেদনা আছে, দৌর্মনস্য-উপায়াস আছে। এই সকলকে দৃষ্টধর্মেই বিঘাতের উপায় তিনি ব্যক্ত করেন। তাহার জন্য ঐ সকল দৃষ্টির কোনটিও থাকিতে হইবে বলিয়া মনে করেন না বলিয়াই তিনি উহাদিগকে ব্যাকৃত করেন না।[৫]

১। দীঘনি, পোট্ঠপাদসুত্ত (৯) [১ খ, ১৮৮-৯ পৃ, আরও দ্রষ্টব্য—১৯১ পৃ]

২। মজ্ঝিমনি, চূলমালুংক্যসুত্ত (৬৩) [১ খ, ৪৩১-২ পৃ]

৩। সংযুত্তনি, ৫৬।৮।৩ [৫ খ, ৪১৮ পৃ]

৪। দীঘনি, পাসাদিকসুত্ত (২৯) [৩ খ, ১৩৫ পৃ], মহাকাশ্যপ সারিপুত্রকে বলেন যে তথাগত মৃত্যুর পরে থাকেন কি থাকেন না, তাহাকে বুদ্ধ 'অব্যাকৃত' বলিয়াছেন। তারপর তিনি বলেন যে বুদ্ধ এই হেতুতেই তাহাকে 'অব্যাকৃত' বলিয়াছেন,

'ন হেতং আবুসো অত্থসংহিতং নাদিব্রহ্মচারিয়কং ন নিব্বিদায় ন বিরাগায় ন নিরোধায় ন উপসমায় ন অভিঞ্ঞায় ন সংবোধায় ন নিব্বাণায় সংবত্ততি। তস্মা তং অব্যাকতং ভগবতা তি।"

—(সংযুত্তনি, কস্সপসংযুত্ত, ১৬।১২ [২ খ, ২২২-৩ পৃ]

৫। মজ্ঝিমনি, চূলমালুংক্যসুত্ত (৬৩) ১২২; আরও দ্রষ্টব্য—পূর্বে পৃষ্ঠা

বুদ্ধ কখন কখন অধিকন্তু বলিযাছেন যে উক্ত দশ দৃষ্টিব কোনটিকে চিন্তা পাপ, অকুশল , তাই তৎসংবন্ধে চিন্তা কবা উচিৎ নহে।

"হে ভিক্ষুগণ। এই পাপ, অকুশল চিত্তকে চিন্তা কবিও না,—'লোক শাশ্বত', অথবা 'লোক অশাশ্বত' ' ইত্যাদি।[১]
সেই কাবণেই তিনি ঐ সকলকে ব্যাকৃত কবেন নাই, মনে কবা যাইতে পাবে। যাহা হউক, তাই বুদ্ধ ইহাও মনে কবেন যে ঐ সকল দৃষ্টিযুক্ত শ্রমণ ব্রাহ্মণ মাবেব ফাঁদ হইতে মুক্ত হইতে পাবে না।[২]

'সংযুত্তনিকাযে' বিবৃত হইবাছে যে বৎসগোত্র পবিব্রাজক বুদ্ধকে বাব বাব জিজ্ঞাসা কবেন, কোন হেতু, কোন প্রত্যয বশত ঐ সকল দৃষ্টিগতসমূহ লোকে উৎপন্ন হয়।" বুদ্ধ প্রথমবাবে বলেন, রূপ, রূপ-সমুদয, রূপ-নিরোধ, এবং রূপ-নিবোধগামিনী প্রতিপদাব অজ্ঞানবশতই ঐ দৃষ্টিগতসমূহ লোকে উৎপন্ন হয়। অতঃপব যথাক্রমে বলেন, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব ও বিজ্ঞান বিষযে, তথা উহাব সমুদযাদি বিষযে, অজ্ঞানবশতই ঐ সকল দৃষ্টিগত উৎপন্ন হয। বুদ্ধ অনন্তব বলেন যে রূপাদিব অদর্শন, অনভিসময, অননুবোধ, অপ্রতিবোধ ইত্যাদি হেতু ঐ সকল উৎপন্ন হয়।[৩] এই প্রকারে বুদ্ধ সাক্ষাদ্ভাবে বলিয়াছেন যে ঐ সকল দৃষ্টি অজ্ঞানজ। অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন যে অবিদ্যা থাকিলেই ঐ সকল দৃষ্টিব কথা উঠে , অবিদ্যাব বিনাশ হইলে ঐ সকল বিনষ্ট হয, উঠে না।[৪]

বুদ্ধ প্রকাবান্তবেও বলিয়াছেন যে ঐ সকল দৃষ্টি অজ্ঞানজ। যথা,

বৎসগোত্র পবিব্রাজক আয়ুষ্মান মহামৌদ্গলায়নকে জিজ্ঞাসা কবেন, অন্য তীর্থ পরিব্রাজকগণকে জিজ্ঞাসা কবা গেলে, তাহাবা ঐ সকল দৃষ্টিব কোন না কোনটিকে "ব্যাকবণ" কবেন , আব শ্রমণ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করা গেলে তিনি উহাদেব কোনটা ব্যাকবণ কবেন না , তাহাব হেতু কি, প্রত্যয কি? মহামৌদ্গলাযন

১। সংযুত্তনি, ৫৬।৮।২ [৫ খং, ৪১৮ পৃ]
"হে ভিক্ষুগণ! ঐ চিন্তা অর্থসংযুক্ত নহে, আদি ব্রহ্মচর্যোপযোগী নহে, ০ নির্বাণের জন্য নহে।" (ঐ, ৫৬।৮।৩) [৫ খং, ৪১৮ পৃ]

২। মজ্ঝিমনি, নিবাপসুত্ত (২৫) [১ খং, ১৫৭-৮ পৃ]

৩। সংযুত্তনি, বচ্ছগোত্তসংযুত্ত, ৩৩।১-৫৫ [৩ খং, ২৫৭-২৬৩ পৃ], আবও দ্রষ্টব্য— ঐ দিট্ঠিসংযুত্ত সোতাপত্তিবগ্গ, (১৪।৯-১৮) [৩ খং, ২১৩-২১০ পৃ]

৪। ঐ, নিদানসংযুত্ত, কলারখত্তিয়বগ্গ (১২।৩৫।১৫, ১৬, ২১) [২ খং, ৬২-৩ পৃ] পূর্বে পৃষ্ঠা।

'এই দৃষ্টিসমূহ, হে গৃহপতি। সংকাবদৃষ্টি থাকিলেই হয, সংকাবদৃষ্টি না থাকিলে হয় না। অনংতব ঋষিদত্ত, চিত্তকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইযা, সংকাব দৃষ্টি কি, তাহা ব্যাখ্যা কবেন। তাহা পবে প্রদত্ত হইবে।

বুদ্ধ আবাব কখন কখন বলিযাছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিব প্রত্যেকটি "দুঃখময়, বিঘাতময, উপায়াসময, পবিদাহময।" যথা, বৎসগোত্র পবিব্রাজক কোন সমযে উহাদেব প্রত্যেকটিব উল্লেখ কবিযা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবেন,

"আপনি কি গৌতম। এই দৃষ্টিগত ?"

বুদ্ধ প্রতিবাবেই উত্তব করেন,

"না বৎস। আমি এই দৃষ্টিগত নহি।"

তখন বৎস জিজ্ঞাসা কবেন,

"হে গৌতম। কোন ভবকে, আদিনবকে দেখিযা আপনি এই প্রকাবে এই সমস্ত দৃষ্টিগতকে গ্রহণ কবেন না ?"

বুদ্ধ বলেন,

"হে বৎস। 'লোক শাশ্বত'—এই দৃষ্টিগত, দৃষ্টি-গহন, দৃষ্টি-কাংতাব, দৃষ্টি-বিশূক, দৃষ্টি-বিস্পংদিত ও দৃষ্টি-সংযোজন, দুঃখময, বিঘাতময়, উপাযাসময, পবিদাহময়, নির্বেদার্থ নহে, বিবাগার্থ নহে, নিবোধার্থ নহে, উপশমার্থ নহে, অভিজ্ঞার্থ নহে, সংবোধি-অর্থ নহে, নির্বাণার্থ নহে।"

অপর নয় দৃষ্টির প্রত্যেকটি সংবংধেও বুদ্ধ ঠিক সেই কথা বলেন। পবিশেষে তিনি বলেন,

"হে বৎস। এই আদিনবকে দেখিযা আমি এইসকল দৃষ্টিগতকে গ্রহণ কবি নাই।"[১]

যেহেতু বুদ্ধ ঐ সকল দৃষ্টিকে অজ্ঞানজ এবং দুঃখময বলিযা মনে কবিতেন, সেইহেতু তিনি মনে কবিতেন যে ঐ সকল দৃষ্টি থাকিতে অজ্ঞানেব এবং দুঃখেব নিবোধ হইতে পাবে না, মাবেব ফাঁদ হইতে মুক্তি হইতে পাবে না, এবং সেই কাবণে তিনি বলিতেন যে ঐ সকলকে চিংতা কবা পাপ, অকুশল।

ইহাও বোধ হয বিশেষ কবিযা বলা উচিৎ যে বুদ্ধ ঐ সকল বিষযে কিছু জানিতেন না বলিয়াই যে 'অব্যাকত' বলিতেন, তৎসংবংধে কিছু বলিতেন না

১। [illegible]

তাহা নহে। কোকনদ পরিব্রাজক আনন্দকে উক্ত দশ বিষয়ে প্রশ্ন করেন, 'অহে। আপনি কি, লোক শাশ্বত—ইহাই সত্য, অপর (মত) মিথ্যা'—এই দৃষ্টিবান?' ইত্যাদি। আনন্দ প্রতি প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে তিনি ঐ প্রকার দৃষ্টিবান নহেন। অনন্তর তিনি বলেন যে ঐ সকল "দৃষ্টিগত" মাত্র।

"হে আবুস। যত দৃষ্টিগতসমূহ, যত দৃষ্টি-স্থানসমূহ, (দৃষ্টি) অধিষ্ঠান-সমূহ, (দৃষ্টি-) পর্যুত্থানসমূহ, (দৃষ্টি) সমুত্থানসমূহ এবং (দৃষ্টি) সমুদ্ঘাতসমূহ (আছে), সেই সমস্তকে আমি জানি। সেই সমস্তকে আমি দেখি। সেই সমস্তকে জানিয়া, সেই সমস্তকে দেখিয়া আমি বলি যে 'আমি জানি না, দেখি না'। হে আবুস। (প্রকৃতপক্ষে) আমি জানি, দেখি।"[১]

সুতরাং বুদ্ধও যে সেই সমস্তকে জানিতেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পালি নিকায়ে আছে, বুদ্ধ নিজেই ভিক্ষুগণকে বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ। সদেবক, সমারক এবং সব্রহ্মক এই লোকের সদেব-মানুষ, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রজাগণ দ্বারা যাহা (যাহা) দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত পর্যেষিত এবং মন দ্বারা, অনুবিচারিত হইয়াছে, সেই সমস্তই তথাগত দ্বারা অভিসংবুদ্ধ হইয়াছে। সেইহেতুই তিনি 'তথাগত' বলিয়া অভিহিত হন।"[২]

বুদ্ধ যে কেবল উক্ত দশ দৃষ্টির কোনটিকে রাখেন না তাহা নহে। তিনি কখন কখন বলিয়াছেন যে অপর কোন দৃষ্টিকেও তিনি রাখেন না। যথা, যখন বৎসগোত্র পরিব্রাজককে, উক্ত দশ দৃষ্টি বিষয়ে, তিনি বলেন যে, "হে বৎস। এই আদিনবকে দেখিয়া আমি এইসকল দৃষ্টিগতকে গ্রহণ করি নাই," তখন বৎস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,

---

১। অংগুত্তরণি, ৯৬।১- [৫ খং, ১২৬-৮ পৃ]

২। অংগুত্তরণি, (৪।২৩।২) [১ খং, ২৩-৯ পৃ]

উপাসক ধর্মিক কোন সময়ে বুদ্ধকে বলেন,

"তুমি ইহলোক ও দেবলোকের গতি এবং চরম নির্গতি জ্ঞাত আছ। তোমার ন্যায় নিপুণ অর্থদর্শী আর কেহই নাই। তুমি বুদ্ধোত্তম কথিত হও।

"তুমি সর্ববিধ জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া জীবের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া ধর্মের প্রকাশ করিয়াছ। তুমি আবরণমুক্ত, সমদর্শী। তুমি বিমল, সর্বলোক উজ্জ্বলকারী।

* * * * *

"যেরূপ স্থবির ব্যক্তি গমনশীল শীঘ্রগামীকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ বাদশীল তীর্থীয়, আজীবিক, কিংবা নির্গ্রন্থদিগের মধ্যে কেহই প্রজ্ঞায় তোমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নয়।"

(—সুত্তনিপাত, ৩৭৭-৮, ৩৮১ (ধম্মিক সুত্ত, ২-৩, ৬)) [বংগভাষাংতর ৭৩-৪ পৃ]

"হে ভংতে! গৌতমের কোন দৃষ্টিগত আছে কি ?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে বৎস! যাহাকে দৃষ্টি-গত বলা হয়, তাহা তথাগতের অপনীত হইয়াছে। বৎস! তথাগত কর্তৃক ইহা দৃষ্ট হইয়াছে,—'রূপ এই প্রকার, রূপের সমুদয় এই প্রকার, এবং রূপের নিরোধ এই প্রকার, বেদনা ০। সংজ্ঞা ০। সংস্কারসমূহ ০। বিজ্ঞান এই প্রকার, বিজ্ঞানের সমুদয় এই প্রকার, এবং বিজ্ঞানের নিরোধ এই প্রকার। সেইহেতু সমস্ত মান্যতাসমূহের, সমস্ত মথিতসমূহের, সমস্ত অহংকার-মমকার-মান (রূপী) অনুশয়সমূহের ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, ও প্রতিনিসর্গ এবং অনুপাদান হইলে (ভিক্ষু) বিমুক্ত হয়।' আমি ইহা বলি'[১]

বুদ্ধ মনে করেন যে কোন এক দৃষ্টি পোষণ করিলে অপরের সহিত,—যাহারা ভিন্ন দৃষ্টি পোষণ করে উহাদের কাহারও না কাহারও সহিত, বাদ-বিবাদ হয়। সেই কারণে দৃষ্টি অভিনিবেশকারীগণের জীবন সুখে অতিবাহিত হয় না। আর যাহার কোন দৃষ্টিতে অভিনিবেশ থাকে না তাহার অপর কাহারও সহিত বাদ বিবাদ হয় না, সে "কেন কথং বদেয্য" ('কাহার সহিত কি প্রকারে (বা কি লইয়া) বাদ বিবাদ করিবে')?

"অত্তং নিরত্তং ন হি তস্স অত্থি
অধোসি সে দিট্ঠিং ইধ এব সব্বং।"[২]

'কেননা তাঁহার আত্মা ও নিরাত্মা নাই, যেহেতু সে ইহসংসারে সমস্ত দৃষ্টিকে ধুইয়া ফেলিয়াছে।'[৩] যাহার চিত্তের মলিনতা আছে, তাহারই কোন

১। মজ্ঝিমনি, অগ্গিবচ্ছগোত্তসুত্ত (৭২) [১ খং, ৪৮৪ পৃ]

২। সুত্তনিপাত, ৭৮৭ (দুট্ঠট্ঠকসুত্ত, ৮) আরও দ্রষ্টব্য,—উপশান্তের লক্ষণ

"ন তস্স পুত্তা পসবো খেত্তং বত্থুং চ বিজ্জতি।
অত্তং বা পি নিরত্তং বা ন তস্মিং উপলব্ভতি।"
—(সুত্তনিপাত, ৮৫৮ (পুরাভেদ-সুত্ত, ১১)

"অজ্ঝত্তং উপসংতসস ন অত্থি
অত্তং কুতো নিরত্তং বা তি।"
—(সুত্তনিপাত, ৯১৯ (তুবটক-সুত্ত, (৫)

অধ্যাত্ম=রাগদ্বেষমোহাদি

৩। 'মহানিদ্দেসে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে

"অত্তা তি সস্সত-দিট্ঠিং ন অত্থি, নিরত্তা তি উচ্ছেদ-দিট্ঠিং ন অত্থি, অত্তা তি গহিতং ন অত্থি, নিরত্তা তি মুংচিতব্বং ন অত্থি। যস্স অত্থি

না কোন দৃষ্টিতে অভিনিবেশ থাকে, আর যাহার চিত্তের মলিনতা বিধৌত হইয়া গিয়াছে, যে নির্মল হইয়াছে, তাহার কোন দৃষ্টি থাকে না।[১] তাই বুদ্ধ বলিতেন যে ভিক্ষু কখনও কাহারও সহিত কোন দৃষ্টি লইয়া বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না। সে কোন দৃষ্টি রাখিবেই না, তাহাতে তাহার কাহারও সহিত বাদ বিবাদও হইবে না।[২]

"যে নিজেকে (অপরের) সম, কিংবা (অপর হইতে) বিশেষ বা নিহীন মনে করে, সে সেই হেতু (অপরের সহিত) বিবাদ করে। ঐ তিন বিধাতে যে অবি-কংপমান, তাহার 'সম, বিশেষ' এই (বোধ) হয় না।

"যাহাতে সম-বিষম (বোধ) নাই সেই ব্রাহ্মণ কি বলিবেন, '(ইহা) সত্য', '(ইহা) মিথ্যা?' সে কি (সত্য-মিথ্যা লইয়া) কাহারও সহিত বিবাদ করিবে? সে কোন হেতুতে (অর্থাৎ কি লইয়া) বাদ প্রতি-সংযোজন করিবে?"[৩]

দীর্ঘনখ নামে জনৈক পরিব্রাজক কোন সময়ে বুদ্ধকে বলেন যে তিনি (দীর্ঘ-নখ) কোন দৃষ্টি গ্রহণ করেন না বা রাখেন না। বুদ্ধ উত্তর করেন, অনেকে বলে বটে কোন দৃষ্টি গ্রহণ করিবে না পরংতু তাহারা প্রকৃতপক্ষে এক নূতন দৃষ্টি গ্রহণ করে। বস্তুতই কোন দৃষ্টি রাখে না এমন ব্যক্তি অতি কম। কোন দৃষ্টি থাকিলেই বিবাদ উপস্থিত হইবে। তাই কোন দৃষ্টি রাখা উচিৎ নহে। একমাত্র "বিমুক্তচিত্ত (ভিক্ষুই) কাহারও সহিত সংবাদ করে না, কাহারও সহিত বিবাদ করে না, যাহা কিছু লোকে উক্ত হইয়া থাকে, উহা লইয়া, আসক্তি-রহিত হইয়া, ব্যবহার করে।" সুতরাং একমাত্র তাহারই কোন দৃষ্টি থাকে না।"[৪]

গহিতং তস্স নত্থি মুংচিতব্বং, যস্স নত্থি মুংচিতব্বং তস্স নত্থি পঞ্ঞত্তং পঞ্ঞ-ত্তংকং সমতিক্কংতো অরহা বুদ্ধি-পরিহানিং বীতিবত্তো। সো বুট্ঠবাসো চিণ্ণ-চরণো পে নত্থি তস্স পুনব্ভবো তি। অত্তং নিরত্তং ন হি তস্স অত্থি।"

—(মহানিদ্দেস, [১ খং, ৮১ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—৮২, ২৪৮ ও ৫১৩ পৃ)

উহাতে বহুল স্থলে উক্ত হইয়াছে যে " 'অত্তা' তুচ্চংতি নিট্ঠিগতং" [১ খং, ৭৩, ১০৪ পৃ], অত্তং = "অত্ত-দিট্ঠিং", "অত্ত-গাহং" [১ খং ১০৭ পৃ]।

১। সুত্তনিপাত, ৭৮৭- (দুট্ঠট্ঠকসুত্ত, ৮-) আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ৮০০, ৮০৩, ৮১১, ইত্যাদি।

২। ঐ, ৭৯৮-৮০৩, ৮৩২-৪

৩। ঐ, ৮৪২-৩ (মাগন্দিয়-সুত্ত, ৮-৯)

৪। মজ্ঝিমনিকায়, দীঘনখ-সুত্ত (৭৪) [১ খং, ৪৯০-পৃ]

এইরূপে দেখা যায়, বুদ্ধ, তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি মতে, জীবের এবং জগতের, দার্শনিক দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া, তত্ত্ব নিরূপণ করিতে চাহিতেন না; উহাদের বিষয়ে কোন দার্শনিক বাদ প্রপঞ্চিত করিতে তিনি চাহিতেন না। তিনি বলিতেন, যাহাকে তিনি মনুষ্যজীবনের পরম লক্ষ্য এবং সার্থকতা বলিয়া মনে করিতেন, সংসারে নির্বেদ, বৈরাগ্য উৎপাদন এবং উহা হইতে মুক্তি লাভ, তাহার সিদ্ধির জন্য উচ্চ দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, অধিকন্তু উহা ঐ বিষয়ে সহায়কও হয় না, বরং বিঘ্নই হয়। সুতরাং উহা পরিত্যাগ কর্তব্য। মাগন্দিয় নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধ বলেন,

হে মাগন্দিয়। দৃষ্টিবিশেষ, কিংবা শ্রুতি, কিংবা জ্ঞান, কিংবা শীলব্রত, এই সকল দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় না, ঐ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, উহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া, শান্ত ও অনাসক্ত হইয়া জন্মের বাসনায় বিরত হইবে।"[১]

তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। "হে মাগন্দিয়। · দার্শনিক বাদ সমূহের অসারতা দর্শন করিয়াও উহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া গবেষণান্তে আমি আধ্যাত্মিক শান্তির দর্শন লাভ করিয়াছি।"[২]

মাগন্দিয় ঐ মতের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে ধর্মে ঐ প্রকার মানা হয়, "ঐ ধর্ম ভ্রান্ত, (কেননা,) দার্শনিক দৃষ্টি দ্বারা কেহ কেহ শুদ্ধি লাভ করেন।"[৩] তখন বুদ্ধ কোন সাক্ষাৎ উত্তর না দিয়া তাঁহাকে এই প্রকারে ভর্ৎসনা করেন,

"হে মাগন্দিয়। তুমি দার্শনিকবাদ অনুসরণ করিয়া প্রশ্ন করিতেছ তুমি যাহা অবলম্বন করিয়াছ উহা তোমাকে মোহগ্রস্থ করিয়াছে। বিচার্য বিষয়ে তোমার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নাই। সেই হেতু তুমি ইহা মূঢ়তার পরিচায়ক মনে করিতেছ।"[৪] মাগন্দিয়ের শঙ্কার উত্তর বুদ্ধ অন্যত্র দিয়াছেন।

"শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, সুস্থ পুরুষ দেখিতেছি, মতবিশেষের দ্বারা মনুষ্যের শুদ্ধি সাধিত হয়,—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া, উহাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, শুদ্ধি লাভের আশায় মনুষ্য জ্ঞানান্বেষী হয়।

১। সুত্তনিপাত, ৮৩৯ (মাগন্দিয়সুত্ত ৫) (বাংলাভাষান্তর, ১৭৫-৬ পৃ)
২। ঐ, ৮৩৭ (ঐ, ৩) (ঐ, ১৭৫ পৃ)
৩। সুত্তনিপাত, ৮৪০ (মাগন্দিয়সুত্ত, ৬) (বাংলাভাষান্তর, ১৭৬ পৃ)
৪। ঐ, ৮৪১ (ঐ, ৭) (ঐ, ১৭৬ পৃ)

"যদি দার্শনিক মতের দ্বারা মনুষ্যের সিদ্ধি হয়, কিংবা জ্ঞান দ্বারা সে দুঃখ দূর করে, তাহা হইলে সে উপধির সহিত অন্যের দ্বারা শুদ্ধ হয়, তাহার দৃষ্টিই তাহাকে ঐরূপ কহিতে প্ররোচিত করে।" ইত্যাদি।[১]

বৌদ্ধ শাস্ত্রে আবার ইহাও দেখা যায় যে বুদ্ধ দার্শনিক বিচারও করিতেন, দার্শনিক দৃষ্টিও পোষণ করিতেন এবং তাহার উপযোগীতাও স্বীকার করিতেন। অধ্যাপক কীথ বলিয়াছেন, বুদ্ধ যে দার্শনিক চিংতা মোটেই করিতেন না, তাহা নহে। কেননা, তিনি সর্ববস্তুর অনিত্যতা বাদ অংগীকার করিয়াছেন, যাহার ফলে আত্মা-নাস্তিত্ব-বাদ, এবং পরে পরে মাধ্যমিকদিগের সর্ব-নাস্তিত্ব-বাদ বা সম্যক্-নাস্তিত্ব-বাদ (বা শূন্যবাদ) উৎপন্ন হইয়াছে। পক্ষাংতরে বুদ্ধ কর্মবাদে আত্মারূপ আধার ব্যতীতও পুনর্জন্ম নিষ্পাদনে কর্মের নিগূঢ় প্রবল শক্তিতে (অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদে) বিশ্বাস করিতেন, এবং ঐ বাদ, কর্মের মানসরূপতাকেই কেবল সত্য বলিয়া জোর দিয়া আমাদিগকে সোজাসুজি বিজ্ঞানবাদের আদর্শিকভাব (বা আদর্শবাদে) উপনীত করিয়াছে। তাঁহার এই দুই সিদ্ধাংত নিশ্চিতই উচ্চদার্শনিক, তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। এবং উহারা তেমনই কঠিন ও মৌলিক বিষয় যেমন ঐ সকলের যে কোনটি, যেগুলিকে তিনি ধর্মাচরণের অনুকূল নহে বলিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখিয়াছেন।[২]

কীথের সমর্থনে আরও বলা যাইতে পারে যে বুদ্ধ মায়াবাদ এবং জগন-মিথ্যাবাদ অংগীকার করিয়াছেন। তিনি পরিদৃশ্যমান জাগতিক পদার্থসমূহকে মায়াবী কর্তৃক মায়া দ্বারা সৃষ্ট পদার্থসমূহের ন্যায় বলিয়া, এবং সেই কারণে বিকৃত তুচ্ছ, অসার এবং বিতথ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "সব্বং বিতথমিদং" ('এই সমস্তই বিতথ')। এই সকল ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩] জগতের বিষয়ে যে সকল দৃষ্টি বুদ্ধ কর্তৃক "অব্যাকৃত, স্থাপিত ও প্রতিক্ষিপ্ত",—উহা শাশ্বত কি অশাশ্বত, সাংত কি অনংত, সেই সকল হইতে মায়াবাদ এবং জগন্-মিথ্যাবাদ কম দার্শনিক নিশ্চয় নহে।

মাগংদিয়কে বুদ্ধ বলেন যে "দার্শনিকবাদসমূহের অসারতা দর্শন করিয়া" তিনি উহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। তিনি যদি বিচারপূর্বকই ঐ দার্শনিকবাদসমূহের

১। ঐ, ৭৮৮-৭৮৯- (সুদ্ধট্ঠকসুত্ত, ১-২-) (বাংলাভাষাংতর, ১৬৬- পৃষ্ঠা)
২। Keith, *Buddhist Philosophy*, p 45.
৩। অংগুত্তরনি, চতুক্কনিপাত, ৭৭ [২ খং, ৮০ পৃ]

অসারতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তবে বলিতে হয় যে তিনি দার্শনিক বিচার করিতেন। তিনি যে বিচার দ্বারা ঐসকল বাদের অসারতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার দার্শনিক বিচার হইয়া গিয়াছে।

বুদ্ধ কখন কখন বলিয়াছেন, চারিটি বিষয় "অচিংতেয্যানি ন চিংতেতব্যানি যানি চিংতেংতো উম্মাদস্স বিঘাতসস ভাগী অস্স" (অচিংতিতব্য, চিংতা করা উচিং নহে, (কেননা) উঁহাদিগকে চিংতা করিতে থাকিলে (মনুষ্য) উন্মাদের বিঘাতের ভাগী হয়।) ঐ চারিটি বিষয় এই,—"বুদ্ধের বুদ্ধবিষয়", "ধ্যায়ীর ধ্যান বিষয়", "কর্মবিপাক", এবং "লোক-চিংতা।"

"লোকচিংতা ভিক্খবে অচিংতেয্যা ন চিংতেতব্বা যং চিংতেংতো উম্মাদস্স বিঘাতস্স ভাগী অস্স।"

'হে ভিক্ষুগণ। লোকচিংতা অচিংতিতব্য,—চিংতা করা উচিত নহে, (কেননা) উহাকে চিংতা করিতে থাকিলে (মানুষ) উন্মাদের বিঘাতের ভাগী হয়।'[১] আবার অন্য সময়ে তিনি লোক-চিংতার সমর্থন এবং প্রশংসা করিয়াছেন দেখা যায়। জনৈক ভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"কেন নু খো ভংতে লোকো নিয্যতি, কেন লোকো পরিকিস্সতি, কস্য চ উপ্পন্নস্স বসং গচ্ছতি?"

বুদ্ধ এই প্রশ্নের জন্য ভিক্ষুকে প্রশংসা করেন এবং উত্তর করেন,

"চিত্তেন খো ভিক্খু লোকো নিয্যতি চিত্তেন পরিকিস্সতি, চিত্তেন উপ্পন্নস্স বসং গচ্ছতী তি।"[২]

আচার্য বুদ্ধ ঘোষ বলেন যে চতুরার্য সত্যের জ্ঞানও প্রকৃতপক্ষে লোক বিষয়কই ("লৌকিয়ং")। "তত্র দুঃখ-জ্ঞান পর্যুত্থানাবির্ভাব-বশে প্রবর্তমান সত্কায়-দৃষ্টিকে নিবৃত্ত করে, সমুদয়-জ্ঞান উচ্ছেদ দৃষ্টিকে, নিরোধ-জ্ঞান শাশ্বত দৃষ্টিকে, মার্গজ্ঞান অক্রিয়া-দৃষ্টিকে (নিবৃত্ত করে)। অথবা, দুঃখ-জ্ঞান ধ্রুব-শুভ-সুখত্ব-ভাব-বিরহিত স্কংদসমূহে ধ্রুব-শুভ-সুখত্ব-ভাব-সংখ্যাত ফলে বিপ্রতি-পত্তিকে (নিবৃত্ত করে), সমুদয়-জ্ঞান ঈশ্বর-প্রধান-কাল-স্বভাবাদি দ্বারাই লোক প্রবর্তিত হইতেছে—এই অকারণে কারণাভিমান-প্রবর্তিত হেতুতে বিপ্রতি-

১। অংগুত্তরণি, চতুক্কনিপাত, ৭৭ [২ খং, ৮০ পৃ]
২। ঐ, ঐ, ৪।১৮৬।১ [২ খং, ১৭৭- পৃ]

পত্তিকে (নিবৃত্ত কবে), নিবোধ-জ্ঞান অরূপলোক-লোকস্তূপাদিতে অপবর্গ-গ্রাহভূত নিবোধে বিপ্রতিপত্তিকে (নিবৃত্ত কবে), মার্গ-জ্ঞান কামসুখল্লিক-আত্মকিলমথানুযোগপ্রভেদে অবিশুদ্ধিমার্গে বিশুদ্ধিমার্গ-গ্রাহবশে প্রবর্তিত উপাযে বিপ্রতিপত্তিকে নিবৃত্ত কবে। সেইহেতু ইহা কথিত হয়,

লোকে লোকপ্পভবে লোকত্থগমে সিবে চ তত্তুপাযে।
সম্মুহতি তাব নবো ন বিজ্ঞানাতি যাব সচ্চানী তি॥

“লোক, লোকেব প্রভব, লোকেব অস্তগমন, এবং উহাব শিব উপাযে মনুষ্য তাবত্ পর্যংত সংমোহ-গ্রস্ত থাকে, যাবত্ সত্যসমূহকে জানে না।”[1]

লোকেব সমুদবেব জ্ঞান দ্বাবা যে উচ্ছেদ-দৃষ্টি নিবৃত্ত হয, তাহা বুদ্ধও বলিযাছেন,

“লোকে-সমুদযং খো কচ্চান, যথাভূতং সম্মাপঞ্ঞায পস্সতো যা লোকে ন অস্মিতা সা ন হোতি।”[2]

‘হে কাত্যাযন। লোক সমুদযকে যথাভূতরূপে সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বাবা দর্শন কবিলে, লোকে যে নাস্তিতা দৃষ্টি (আছে), তাহা হয না।’

আধুনিক লেখকদিগেব অপব কেহ কেহ মনে কবেন যে বৌদ্ধধর্মে যাহা কিছু দার্শনিক বিচাব ও সিদ্ধাংত এখন পবিদৃষ্ট হইযা থাকে, সেই সকল উহাতে পবে সংযোজিত হইয়াছে, প্রাবংভে ছিল না। বিধিনিষেধাত্মক ধর্মাচবণ-পবাযণ সাধন-পদ্ধতি মাত্রই ছিল, তত্ত্ববিচাবেব কোন স্থান উহাতে ছিল না। যথা, অধ্যাপক শ্রীবাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন, “উচ্চ দার্শনিক চিংতনেব ব্যর্থতা বিষযে বুদ্ধ তাঁহাব স্বকীয শিক্ষা নিষ্কাশন কবেন। আত্মাব মুক্তি উচ্চ দার্শনিক অভিমানেব পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্যেব, কিংবা বিবামবিহীন পবিপৃচ্ছাব, কিংবা সংপ্রদাযেব সূক্ষ্ম বাদবিবাদেব দ্বাবা বিচাবেব বিশুদ্ধিব, উপব নির্ভব কবে না। চিংতাব অনিষ্পত্তি, যদিও মানুষেব বুদ্ধিব কব-বিশেষরূপ না হইতে পাবে, তাহাব নৈতিক প্রযোজনেব পক্ষে হানিকব হইযাছিল। বিচাবে অবাজকতা নৈতিক অবাজকতায় উপনীত কবিতেছিল, সেই কাবণে বুদ্ধ উচ্চ দার্শনিক আলোচনাকে

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৬শ পবি, [৫১১ পৃ]
২। সংযুত্তনিকায় [২ খং ১৭ পৃ] দ্রষ্টব্য—বিশুদ্ধিমগ্গ ১৭শ পবি [৫১৯ পৃ]

পবিব্কাবভাবে দূবত পরিহার কবিয়া চলিতে ইচ্ছা কবিলেন। যাহা কিছু উচ্চ দর্শন আমবা বৌদ্ধধর্মে পাই, তাহা মূলধর্ম নহে, উহাতে (পবে পবে) সংযোজিত হইবাছে ('অভিধর্ম')। বৌদ্ধধর্ম প্রধানতয়া মনস্তত্ত্ব, ন্যায এবং নীতিই, উচ্চদর্শন নহে।'[১] অধ্যাপক শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত বলেন, "উচ্চ দার্শনিক মূলতত্ত্ব, (যাহা) যথার্থত তথা কথিত হয়, বৌদ্ধধর্মেব প্রাবম্ভেব অবস্থাসমূহে কোন প্রধান অংশ খেলে নাই। পবংতু (উহাব) একটি দার্শনিক ভিত্তি (স্থাপন) ক্রমে প্রয়োজন হইয়া পড়িল, কেবল উহাব প্রসারের জন্য নহে, অধিকংতু উহাকে বাঁচাইযা মাত্র বাখার জন্যও। খ্রীষ্টধর্মেব ইতিহাসে ঐ ঘটনাব সমরূপ আছে। প্রাবংভে খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্মেব ন্যায, মনুষ্যজাতিব নিকট, উহাব দুঃখদুর্দশাভোগে, এক আশাব ও শাংতিব বাণী উপস্থিত কবণার্থ এক ধর্মমত বিশেষ মাত্র ছিল। পবংতু যীশুর ঐ সবল (ধর্ম) বিশ্বাস যখন নিজেকে গ্রীসের মৃত্তিকাব বপন কবিল, তখন উহা মূল প্রোথিত কবিতে পাবিল না, যতক্ষণ না প্লেটো এবং এবিষ্টোটলেব দর্শনেব সহিত এক মৈত্রী সংবংধ স্থাপন কবিতে পাবিযাছিল। সেই প্রকারে বৌদ্ধধর্মকেও তদানীংতন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ তত্ত্বচিংতকদিগেব সহিত উঁহাদেব আক্রমণ হইতে আত্মবক্ষা করিবাব জন্য, তথা উঁহাদের সংগে প্রতিদ্বংদ্বিতা কবিবাব জন্য, আদান প্রদানেব নীতি অবলংবন কবিতে হইবাছিল।"[২]

উঁহাদের ঐ অনুমান অনেকাংশে সত্য হইলেও সর্বাংশে সত্য বলিয়া মনে হয় না। কেননা, বুদ্ধের এক মৌলিক সিদ্ধাংত এই যে জগৎ অনিত্য এবং দুঃখময়। তিনি মনে কবেন যে ঐ সিদধাংত সনাতন, তথাগতগণ উৎপন্ন হউক, কিংবা না হউক "ঐ ধাতু, ধর্ম-স্থিতিতা, ও ধর্ম-নিয়ামতা স্থিতই থাকে, । তথাগত উহা অভিসংবুদ্ধ হন, অভিসংপ্রাপ্ত হন। অভিসংবুদ্ধ হইযা অভিসংপ্রাপ্ত হইযা তিনি (উহাকে) আচিখ্যান করেন, দেশনা কবেন, প্রজ্ঞাপন কবেন, প্রস্থাপিত কবেন, বিবৃত করেন, বিভক্ত কবেন, উত্থানীকৃত কবেন।" ঐ সিদ্ধাংত মূলেই বুদ্ধ আপন ধর্ম বিনয় প্রপংচিত কবেন। তিনি উহাকে "ধর্মস্থিতিতা ও ধর্মনিয়ামতা" বলিযাছেন। যেমন কীথও বলিযাছেন, ঐ সিদ্ধাংত দার্শনিক চিংতা প্রসূতই। সুতবাং উহা শুদ্ধ দার্শনিকই। অতএব বৌদ্ধধর্মের মূলে আছে, এক দার্শনিক সিদ্ধাংত।

১। S Radhakrishnan, *Ind Phil* I, p 353

২। *The Age of Imperial Unity*, p 373

বৌদ্ধধর্মের ঐ প্রকারের আর এক মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রতীত্য-সমুৎপাদ। উহাকে বুদ্ধ কতটা প্রাধান্য দিতেন, তাহা তাঁহার এই সূত্র হইতে, যাহা তিনি ভিক্ষুগণকে সময় সময় বলিতেন—প্রকৃষ্টরূপে জানা যায়।

"যো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি, যো ধম্মং পস্সতি সো পটিচ্চ সমুপ্পাদং পস্সতি।"[১]

'যে প্রতীত্যসমুৎপাদকে জানে, সেই ধর্মকে জানে, যে ধর্মকে জানে, সেই প্রতীত্যসমুৎপাদকে জানে।' সুতরাং প্রতীত্যসমুৎপাদ=ধর্ম। বুদ্ধ বলিতেন, প্রতীত্যসমুৎপাদের অজ্ঞান বশতই মনুষ্য সংসারচক্রে ঘুরিতেছে এবং নানা দুঃখ ভুগিতেছে।[২]

জগতের অনিত্যতা এবং দুঃখময়তাবাদের ন্যায়, প্রতীত্য-সমুৎপাদকেও বুদ্ধ "ধর্মস্থিতিতা ও ধর্মনিয়ামতা", তথা সনাতন বলিয়াছেন। তাঁহার পূর্বের বিপশ্যী আদি সমস্ত বুদ্ধগণও নাকি উহা প্রচার করিয়াছিলেন।[৩]

তথাগতগণ উৎপন্ন হউক, কিংবা তথাগতগণ উৎপন্ন না হউক, এই ধাতু,

১। ভিক্ষু শারিপুত্র বলেন,

"বুত্তং খো পন এবং ভগবতা যো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি, যো ধম্মং পস্সতি সো পটিচ্চ সমুপ্পাদং পস্সতি।"

—(মজ্ঝিমনি, মহাহত্থিপদোপমসুত্ত (২৮) [১ খং, ১৯১ পৃ]

'আর্যশালিস্তম্ভসূত্রে' বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় আয়ুষ্মান শারিপুত্রের নিকট ঐ বুদ্ধ বচনের রহস্য ব্যাখ্যা করেন। উহার স্বল্পবিস্তর পাঠান্তরও পাওয়া যায়। যথা,

"যো ভিক্ষবঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং পশ্যতি স ধর্মং পশ্যতি। যো ধর্মং পশ্যতি স বুদ্ধং পশ্যতি।"

"সর্ব ধর্মাঃ অচক্ষুর্দৃশ্যস্বভাবাঃ প্রতীত্যসমুৎপন্নাঃ নিঃস্বভাবাঃ। যঃ পণ্ডিতঃ প্রতীত্য-সমুৎপাদং পশ্যতি স ধর্মতাং পশ্যতি। যঃ পশ্যতি ধর্মতাং স পশ্যতি শূন্যতাং। যঃ পশ্যতি শূন্যতাং স পশ্যতি বুদ্ধম্।"

—(ভাববিবেকের 'করতলরত্ন')

আরও দ্রষ্টব্য—নাগার্জুনের 'বিগ্রহব্যাবর্তনী', ২২ ও ২৫ পৃষ্ঠা, চন্দ্রকীর্তির 'মাধ্যমিক বৃত্তি', ১৬০ পৃষ্ঠা।

ভিক্ষু অশ্বজিৎ শারিপুত্রকে বলেন, বুদ্ধের ধর্ম সংক্ষেপত বলিতে পারত এই,—

"যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতু তথাগতো আহ।
তেসং চ যো নিরোধো, এবংবাদী মহাসমণো॥"

—(বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ১।১।১৮)

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য

২। সংযুত্তনি, নিদানসংযুত্ত, বুদ্ধ-বগ্গ, (১২।৪-১০) [২ খং, ৫-১১ পৃ]

ধর্মস্থিতিতা ও ধর্ম নিয়ামতা, ইদং-প্রত্যয়তা, স্থিতই থাকে। তথাগত উহা অভিসংবুদ্ধ হন, অভিসংপ্রাপ্ত হন। অভিসংবুদ্ধ হইয়া, অভিসংপ্রাপ্ত হইয়া তিনি উহাকে আচিখ্যান করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপন করেন, প্রস্থাপিত করেন, বিবৃত করেন, বিভক্ত করেন, উত্থানী-কৃত করেন।"[১]

আচার্য বুদ্ধঘোষ মনে করেন যে 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' সংজ্ঞার

"পূর্বের পদ দ্বারা শাশ্বতাদির অভাব এবং পশ্চাতের পদ দ্বারা উচ্ছেদাদির বিঘাত, দুই (পদ) দ্বারা জ্ঞাতব্য প্রকাশিত (হইয়াছে)।"[২]

তিনি অনন্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'পূর্বের প্রত্যয়সামগ্রী-পরিদীপক 'প্রত্যয়' পদ দ্বারা ধর্মসমূহের প্রবৃত্তি প্রত্যয় পদ আছে বলাতে, উহাদের বিষয়ে শাশ্বতবাদ, অহেতুবাদ, বিষমহেতু-বাদ বশবর্তীবাদ, প্রভৃতি নানা বাদসমূহের অভাব পরিদীপিত হইয়াছে। পরের উৎপাদ-পরিদীপক 'সমুদয়' পদ দ্বারা প্রত্যয়-সামগ্রীযুক্ত ধর্মসমূহের উৎপত্তি আছে বলাতে উহাদের বিষয়ে উচ্ছেদ-বাদ, নাস্তিক-বাদ ও অক্রিয়া-বাদ বিহত হইয়াছে। 'দুই (পদ) দ্বারা' সমগ্র প্রতীত্য-সমুৎপাদ-সংজ্ঞা দ্বারা সেই সেই প্রত্যয়-সামগ্রী বশত সংততিকে অবিচ্ছিন্ন করিয়া সেই ধর্মসমূহের সংভবহেতু মধ্যম প্রতিপদ।

'সে করে, সে প্রতিসংবেদন করে, অন্যে করে, অন্যে প্রতিসংবেদন করে।'[৩]

'এই বাদ-প্রহান, জনপদ-নিরুক্তিসমূহে অভিনিবেশ সমজ্ঞাত হইয়া অনতি-ধাবন—এই জ্ঞাতব্য পরিদীপিত হইয়াছে। ইহাই 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ' সংজ্ঞা-মাত্রেরই অর্থ।"[৪]

দুঃখের সম্যক্ বিনাশের জন্য,—নির্বাণ লাভের জন্য, দার্শনিক বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই বলিয়াই যে বুদ্ধ মনে করিতেন,—যেমন তাঁহার কোন কোন উক্তি হইতে মনে হয়, তাহা নহে। কেননা, তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্ত আস্রবের সম্যক্ ক্ষয় হইলেই দুঃখের অন্ত হয়,—নির্বাণ লাভ হয়, আস্রবসমূহের মুখ্য তিনটি,—কামাস্রব, ভবাস্রব এবং অবিদ্যাস্রব, "দর্শন" (বা বিচার) দ্বারাই প্রহান করা যায়, আর কোন কোন আস্রব 'ভাবনা'

১। সংযুত্তনি, নিদানসংযুত্ত আহারবগ্গ, (১২।২০।৪) [২ খং, ২৫-৬ পৃ]
২। বিসুদ্ধি-মগ্গ, ১৭ পরি, ৫২১ পৃ
৩। সংযুত্তনি, [২ খং, ২০ পৃ]
৪। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৫২১-২ পৃ

দ্বারাই প্রহান করা যায়।[১] বুদ্ধ বলেন চতুরার্যসত্যের ভাবনা দ্বারাই সমস্ত আস্রবের ক্ষয় হয়।

"হে ভিক্ষুগণ। আমি জানিয়াই, দেখিয়াই (অর্থাৎ অনুভব করিয়াই) আস্রবসমূহের ক্ষয় বলিতেছি, না জানিয়া, না দেখিয়া নহে। হে ভিক্ষুগণ। কি জানিলে, দেখিলে আস্রবসমূহের ক্ষয় হয়? 'ইহা দুঃখ বলিয়া জানিলে, দেখিলে, হে ভিক্ষুগণ। আস্রবসমূহের ক্ষয় হয়। 'এই দুঃখ-সমুদয়'—বলিয়া জানিলে, দেখিলে, হে ভিক্ষুগণ। আস্রবসমূহের ক্ষয় হয়। 'এই দুঃখ-নিরোধ —বলিয়া জানিলে, দেখিলে, হে ভিক্ষুগণ। আস্রবসমূহের ক্ষয় হয়। 'এই দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদ'—বলিয়া জানিলে, দেখিলে, হে ভিক্ষুগণ। আস্রব-সমূহের ক্ষয় হয়। এই প্রকারে হে ভিক্ষুগণ। জানিয়াই এবং দেখিয়াই আস্রব-সমূহের ক্ষয় হয়। সেই কারণে হে ভিক্ষুগণ। 'ইহা দুঃখ' বলিয়া যোগ করণীয়, 'এই দুঃখ-সমুদয়' বলিয়া যোগ করণীয়, 'এই দুঃখ-নিরোধ' বলিয়া যোগ করণীয়, এবং 'এই দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদ' বলিয়া যোগ করণীয়।"[২]

তাই তিনি বলিয়াছেন যে চতুরার্যসত্যের সম্যক্ ভাবনা দ্বারা দৃষ্ট ধর্মেই অর্হত্ত্ব লাভ হয়, অথবা, উপাধি শেষ থাকিলে, অনাগামীতা।[৩] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, আর্যসত্যচতুষ্টয়কে মনে মনে ভাবনা করিলে সত্কায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রতপরামর্শ—এই তিন সংযোজন বিনষ্ট হয়।[৪]

১। মজ্ঝিমনি, সব্বাসবসুত্ত (২) [১ খং], পালিনিকায়ের কোন কোন সুত্ত 'ভাবনাসুত্ত' নামে অভিহিত হয়। (যথা দ্রষ্টব্য—অংগুত্তরণি, ৪ খং, ১২৫- পৃ, সংযুত্তনি, ৫ খং পৃ ১৮০, ১৮২ ও ২৭৬)

২। সংযুত্তনি, সচ্চসংযুত্ত, আসবক্খয়ো, ২৫ [৫ খং, ৪৩৪ পৃ]

—(ঐ, সত্তনিপাত, মহাযঞ্ঞবগ্গ, ৪৫ (১-২) [৪ খং, ৪৬ পৃ]

বুদ্ধ বলেন, "হে ভিক্ষুগণ। এখানে ভিক্ষুকায়ে অশুভানুপশ্যী হইয়া বিহার করে, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতসংজ্ঞী, সর্বসংস্কারসমূহে অনিত্যানুপশ্যী, আর তাহার মরণ-সংজ্ঞা অধ্যাত্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।" "ঐ পাঁচ ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে" একান্ত নির্বেদার্থ, বিরাগার্থ, নিরোধার্থ, উপশমার্থ, সংবোধার্থ সংবর্তিত হয়", "আস্রবসমূহের যথার্থ সংবর্তিত হয়।"

—(অংগুত্তরণি, পংচকনিপাত, ৬৯ ও ৭০ [৩ খং, ৮৩ পৃ]

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, অশুভ-সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা, সর্বলোকে অনভিরত সংজ্ঞা, অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্য দুঃখ-সংজ্ঞা এবং দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা এই সাত-সংজ্ঞা "ভাবিত, বহুলীকৃত (হইলে) মহাফলা, মহানিশংসা, অমৃত-গধা, অমৃতপর্যবসানা হয়।"

৩। সুত্তনিপাত (দ্বয়তানুপস্সনাসুত্ত)

৪। মজ্ঝিমনি, সব্বাসবসুত্ত (২) [১ খং]

বুদ্ধের মতে, জগতের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাও মনুষ্য নির্বাণ লাভ করে। যথা, আয়ুষ্মান মোঘরাজ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"জগত্‌কে কিরূপে দর্শন করিলে মৃত্যুরাজা দেখে না (অর্থাৎ মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ হয়)?" বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে মোঘরাজ। সদা জাগ্রতচিত্ত হইয়া জগৎকে শূন্যময় নিরীক্ষণ কর। এই প্রকারে আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু উত্তীর্ণ হইবে। যে জগত্‌কে এইরূপে নিরীক্ষণ করে, মৃত্যুরাজা তাহাকে দেখে না।"[১]

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "সব্বং বিতথং ইদং" (—এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগত্ মিথ্যাই') —এই বোধ হইতে মনুষ্য লোভ, রাগ, দ্বেষ এবং মোহ বিরহিত হয় এবং সর্প যেমন জীর্ণ পুরাতন ত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইপ্রকার আবাগমন (বিরহিত) পরিত্যাগ করে।"[২] আবার কখন বলিয়াছেন, জগতের অনিত্যতা এবং দুঃখময়তা ভাবনা দ্বারা কামাস্রব, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব—এই তিন মুখ্য আস্রব, তথা সত্কায়দৃষ্টি অস্মিমান বিনষ্ট হয়।[৩] (সংসারে) নির্বেদার্থ, (ইহপারলৌকিক সমস্ত ভোগৈশ্বর্যে) বিরাগার্থ, (জন্মমৃত্যুপ্রবাহের) নিরোধার্থ, (সুতরাং সব দুঃখের) উপশমার্থ, (তথা) অভিজ্ঞা ও সংবোধি লাভার্থ—(সংক্ষেপে) নির্বাণ লাভার্থ ঐ ভাবনা সম্যক্ হয়। তদ্ভিন্ন অপর কিছুরই দ্বারা ঐ সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। সুতরাং উহাই নির্বাণ লাভের একমাত্র মার্গ, উহাই বিশুদ্ধি লাভের একমাত্র মার্গ।[৪]

তারপর বুদ্ধ আরও মনে করেন যে নির্বাণ লাভার্থ জগতের তত্ত্বজ্ঞান অত্যাবশ্যক, কেননা, তিনি বলিয়াছেন যে নির্বাণ লাভ করিতে হইলে পণ্ডিত, বিমর্শক হইতে হইবে, যেহেতু পণ্ডিতই অভয়, অনুপদ্রব ও অনুপসর্গ, আর বাল সভয়, সোপদ্রব ও সোপসর্গ। তারপর তিনি বলিয়াছেন,

"হে আনন্দ। ভিক্ষু যখন ধাতু-কুশল হয়, আয়তন-কুশল হয়, প্রতীত্য সমুত্পাদ কুশল হয়, এবং স্থান-অস্থান-কুশল হয়, তখনই হে আনন্দ। ভিক্ষুকে পণ্ডিত বলা যায়।"

অনন্তর তিনি বলেন যে ধাতুসমূহকে নানা পর্যায়ে বিভাগ করা। (১) এক

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩। সংযুত্তনি [৩ খং, ১৫৫-৭ পৃ]; [৪ খং, ১৪৭ পৃ] ৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

"হে সভিয়! যিনি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের সর্বপ্রকার জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া সর্ববেদনায় বীতরাগ হইয়াছেন, সর্ববিদ্যা-পারদর্শী তিনি 'বেদগূ' আখ্যা লাভ করেন।

"রোগের মূল স্বরূপ নামরূপাত্মক প্রপংচের অভ্যংতর ও বাহির দর্শন করিয়া যিনি সর্বরোগের মূলবংধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি 'অনুবিদ্দিত' কথিত হন।"[১]

সংস্কৃত ও অসংস্কৃত

এই মাত্র পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে,—বুদ্ধের মতে, ভিক্ষুকে নির্বাণ লাভার্থ ধাতু-কুশল হইতে হইবে, ধাতুসমূহকে এক দৃষ্টিতে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত।[২] উঁহাদের লক্ষণ তিনি এই প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন,—

"হে ভিক্ষুগণ! সংস্কৃতের সংস্কৃত-লক্ষণসমূহ এই তিনটি। কোন তিনটি? উত্পাদ প্রজ্ঞাত হয়, ব্যয় প্রজ্ঞাত হয়, এবং স্থিতের অন্যথাত্ব প্রজ্ঞাত হয়। এই তিনটিই, হে ভিক্ষুগণ! সংস্কৃতের সংস্কৃত-লক্ষণসমূহ।

"হে ভিক্ষুগণ! অসংস্কৃতের অসংস্কৃত-লক্ষণসমূহ এই তিনটি। কোন তিনটি? উত্পাদ প্রজ্ঞাত হয় না, ব্যয় প্রজ্ঞাত হয় না, এবং স্থিতের অন্যথাত্ব প্রজ্ঞাত হয় না। এই তিনটিই, হে ভিক্ষুগণ! অসংস্কৃতের অসংস্কৃত-লক্ষণসমূহ।"[৩]

সুতরাং যাহা প্রতীত্যসমুত্পন্ন, সেই সংসার সংস্কৃত,[৪] আর যাহা প্রতীত্যসমুত্পন্ন নহে, সেই নির্বাণ অসংস্কৃত।

১। সুত্তনিপাত, ৫২৯-৫৩০ (সভিয়সুত্ত, ২০-১) [বাং ভা, ১০৪-৫ পৃ]

২। মজ্ঝিমনি, বহুধাতুকসুত্ত (১১৫) [৩ খং, ৬৩ পৃ], 'কথাবত্থু'তে (১।১।২২৫) ধৃত।

৩। অংগুত্তরণি, তিকনিপাত, ১।৪৭ [১ খং, ১৫২ পৃ]; 'কথাবত্থু'তে (১।১.২২৭) ধৃত।

৪। "তং চ খো সংখতং ওলারিকং পটিচ্চ সমুপ্পন্নং এতং সংতং এতং পনীতং যদিদং উপেখা তি।"

—মজ্ঝিমনি, ইংদ্রিয়ভাবনাসুত্ত (১৫২) [৩ খং, ২৯৯ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য (পরপৃষ্ঠায়) ঐ, ধাতুবিভংগসুত্ত (১৪০) [৩ খং, ২৪৪ পৃ]

চতুরার্য সত্যকেও সেই প্রকারে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, 'পটিসংভিদামগ্‌গে' আছে, সত্যসমূহের দুই লক্ষণ, সংস্কৃত-লক্ষণ এবং অসংস্কৃত-লক্ষণ। সংস্কৃত সত্যসমূহের উত্‌পাদ প্রজ্ঞাত হয়, ব্যয় প্রজ্ঞাত হয়, এবং স্থিতের অন্যথাত্ব প্রজ্ঞাত হয়, আর অসংস্কৃত সত্যের উত্‌পাদ প্রজ্ঞাত হয় না, ব্যয় প্রজ্ঞাত হয় না, এবং স্থিতের অন্যথাত্ব প্রজ্ঞাত হয় না। দুঃখ, দুঃখ-সমুদয় এবং মার্গ—এই তিন সত্যের উত্‌পাদ, ব্যয়, এবং স্থিতের অন্যথাত্ব প্রজ্ঞাত হয়। নিরোধ সত্যের উত্‌পাদাদি প্রজ্ঞাত হয় না।[1] 'মজ্‌ঝিমনিকায়ে'ও আছে, ভিক্ষুণী ধর্মদত্‌তা বলিয়াছেন, আর্য অষ্‌টাংগিক মার্গ সংস্কৃত।[2]

বুদ্ধ অন্য সময়ে বলেন,

হে ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে অসংস্কৃতকে উপদেশ করিব, অসংস্কৃতগামী মার্গও। তাহা শুন।

"হে ভিক্ষুগণ। অসংস্কৃত কি? এই যে হে ভিক্ষুগণ। রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় এবং মোহ-ক্ষয়—ইহাই, হে ভিক্ষুগণ। অসংস্কৃত বলিয়া উক্ত হয়।"[3]

"হে ভিক্ষুগণ। অসংস্কৃতগামী মার্গ কোনটি? কায়-গত স্মৃতি—ইহা, হে ভিক্ষুগণ। অসংস্কৃতগামী মার্গ বলিয়া উক্ত হয়।"[4]

'কথাবত্‌থু'তে (১১।২২৮) আছে

"ভব অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুত্‌পন্ন, ক্ষয়ধর্মা, ব্যয়ধর্মা, বিরাগ-ধর্মা, নিরোধ-ধর্মা, বিপরিণাম ধর্মা।"

আচার্য বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোশে' আছে

"হেতুপ্রত্যয়জনিতরূপাদয়ঃ সংস্কৃতাঃ"

অর্থাৎ, যে সকল বস্তু হেতু-প্রত্যয়-জনিত, যেমন রূপাদি, সেইসকল সংস্কৃত। রূপাদি ব্যতীত সংস্কৃতের অপর দৃষ্‌টান্তসমূহও তিনি দিয়াছেন,

"যে পুনঃ সংস্কৃতধর্মা পংচস্কংধরূপাদয়ঃ।
লোকাধ্‌বাঃ কথাবস্তু সবিমোক্ষাঃ সবস্তুকাঃ॥"

তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'লোকাধ্‌বা'=যে পথে জীব ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে; 'কথাবস্তু'=যে বস্তু কথা দ্বারা প্রকাশ করা যায়, নির্বচনীয় বস্তু; 'সবিমোক্ষ'=বিমোক্ষণীয়, এবং 'সবস্তুক'=হেতুবান, সহেতুক।

১। পটিসংভিদামগ্‌গ, ২।২।৭ [২ খং, ১০৮ পৃ]

২। মজ্‌ঝিমনি চূলবেদল্লসুত্‌ত (৪৪)

৩। সংযুত্‌তনি, অসংখত-সংযুত্‌ত (৪৩।১।১-২) [৪ খং, ৩৫৯ পৃ]; (৪৩।২।১-২) [৪ খং, ৩৬০ পৃ] (৪৩।১২।১-২) [৪ খং, ৩৬২ পৃ], ইত্যাদি।

৪। ঐ, ঐ, (৪৩।১।৩) [৪ খং, ৩৫৯ পৃ]

অনংতর তিনি পর পব বলেন শমথ ও বিপশ্যনা, সবিতর্ক সবিচাব সমাধি, অবিতর্ক-বিচাবমাত্র সমাধি ও অবিতর্ক-অবিচার সমাধি, শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্‌ত সমাধি ও অপ্রণিহিত সমাধি, চারি স্মৃতি প্রস্থান, চাবি সম্যক্ প্রধান, চারি ঋদ্‌ধি-পাদ, ইত্যাদি 'অসংস্কৃত-গামী মার্গ বলিয়া উক্ত হয।[১]

বুদ্‌ধ পব পব আবও বলেন যে তিনি অনংতকেও অনংতগামী মার্গকে, অনাস্রবকে ও অনাস্রব-গামী মার্গকে, সত্য ও সত্য-গামী মার্গকে, পারকে ও পাবগামী মার্গকে, নিপুণকে ও নিপুণগামী মার্গকে, সুদুর্দর্শকে ও সুদুর্দর্শগামী মার্গকে, অজর্জ্‌রকে ও অজর্জ্‌র-গামী মার্গকে ধ্রুবকে ও ধ্রুবগামী মার্গকে, অপ-লোকিতকে ও অপলোকিতগামী মার্গকে, অনিদর্শনকে ও অনিদর্শনগামী মার্গকে, নিষ্‌প্রপঞ্চকে ও নিষ্‌প্রপঞ্চগামী মার্গকে, শাংতকে ও শাংতগামী মার্গকে, অমৃতকে ও অমৃতগামী মার্গকে, প্রণীতকে ও প্রণীতগামী মার্গকে, শিবকে ও শিবগামী মার্গকে, ক্ষেমকে ও ক্ষেমগামী মার্গকে, তৃষ্‌ণা-ক্ষব ও তৃষ্‌ণা-ক্ষয়গামী মার্গকে, আশ্‌চর্যকে ও আশ্‌চর্যগামী মার্গকে, অদ্‌ভুতকে ও অদ্‌ভুতগামী মার্গকে, অনীতিককে[২] ও অনীতিকগামী মার্গকে, অনীতিক-ধর্মকে ও অনীতিক-ধর্মগামী মার্গকে, নির্বাণকে ও নির্বাণগামী মার্গকে, অব্যাপাদ্যকে ও অব্যাপাদ্যগামী মার্গকে, বিবাগকে ও বিবাগগামী মার্গকে, শুদ্‌ধিকে ও শুদ্‌ধিগামী মার্গকে. মুক্তিকে ও মুক্তিগামী মার্গকে, অনালয়কে ও অনালয়গামী মার্গকে, দ্বীপকে ও দ্বীপগামী মার্গকে, লেনকে ও লেনগামী মার্গকে, ত্রাণকে ও ত্রাণগামী মার্গকে, শবণকে ও শবণগামী মার্গকে, এবং প্যাবায়ণকে ও পারাষণগামী মার্গকে উপদেশ কবিব। রাগ-ক্ষয, দ্বেষ-ক্ষব ও মোহ-ক্ষয়—যাহা 'অসংস্কৃত' বলিয়া উক্ত হয়, তাহাই আবার অনংত, অনাস্রব, সত্য, পার, নিপুণ, সুদুর্দর্শ, অজর্জ্‌ব, ধ্রুব, অপলোকিত, অনির্দেশন, নিষ্‌প্রপংচ, শাংত, অমৃত, প্রণীত, শিব, ক্ষেম, তৃষ্‌ণা-ক্ষব, আশ্‌চর্য, অদ্‌ভুত, অনীতিক, অনীতিক ধর্ম, নির্বাণ, অব্যাপাদ্য, বিবাগ, শুদ্‌ধি, মুক্তি, অনালয, দ্বীপ, লেন, ত্রাণ, শবণ ও পবায়ণ বলিয়া উক্ত হয়। অসংস্কৃতগামী মার্গই, অনংতাদিগামী মার্গ।[৩] তাহাতে অসংস্কৃত, অনংত, প্রভৃতি নির্বাণের পর্যায়-সংজ্ঞা হয়।

১। সংযুত্‌তনি, অসংখত-সংযুত্‌ত (৪৩।২-১১) [৪ খং, ৩৬০-১ পৃ]; আরও দ্রষ্টব্য, [ঐ, ৩৬২- পৃ]

২। "ঈতী বুচ্‌চংতি কিলেশা" ইত্যাদি। (চুল্লনিদ্দেস, ৪৮ পৃ)

৩। সংযুত্‌তনি, অসংখত-সংযুত্‌ত, (৪৩।১৩-৪৪) [৪ খং, ৩৬৮-৩৭৩ পৃ]

বুদ্ধ সংস্কৃতকে বা কৃতকে ছাড়িয়া অসংস্কৃতকে বা অকৃতকে জানিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"হে ব্রাহ্মণ। পরাক্রম কর, কাম পরিত্যাগ কর এবং স্রোতকে ছিন্ন কর। হে ব্রাহ্মণ। তাহাতে সংস্কারসমূহের ক্ষয়কে জানিয়া অকৃত-জ্ঞ হইবে।[১] অকৃত-জ্ঞই, তাহার মতে, উত্তম পুরুষ।

"যে নর অকৃত-জ্ঞ, সংধিছেদ (কারী), হতাবকাশ ও বংতাশ, সেই উত্তম পুরুষ।"[২] স্থবির ভূত বলিয়াছেন, অসংস্কৃত পদ সর্বক্লেশ বিনাশন এবং (সর্ব) সংযোজন-বন্ধন-ছেদন। তাই উহা বিরজ, অশোক ও শান্ত পদ। ভিক্ষু যখন উহাকে ভাবনা করে, তখন পরম রতি লাভ করে, যাহা হইতে পরমতর রতি আর নাই।[৩]

ইহা বলা যাইতে পারে যে কৃত ও অকৃত বিভাগ উপনিষদেও পাওয়া যায়। যথা—'মুণ্ডকোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে ইহপরলোকের সমস্ত বস্তুই "কৃত", "অকৃত" এখানে নাই, মানুষ যখন ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারে, তখন সে কৃতে বা সংসারে নির্বিণ্ণ হইয়া অকৃতকে বিজ্ঞানার্থ শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমন করিবেক।[৪] সত্য এবং অক্ষর পুরুষই অকৃত।[৫] 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে, ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মই অকৃত।[৬]

সংক্ষিপ্ত সার

এই পর্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই,—ইষ্ট লাভের জন্য দার্শনিক সিদ্ধান্তের জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান অত্যাবশ্যক বলিয়া যেমন ভাগবতগণ তেমন বৌদ্ধগণও মানিয়া থাকেন, এবং ইষ্ট লাভের সাধন অর্থাত্ ধার্মিক আচরণ নির্মাণে উভয়েই তাহার উপযোগ করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগত্ (বা সর্ব) অনিত্য এবং দুঃখময়—এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত ভাগবতধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয়েতেই সমভাবে মানা হয়। ভাগবতধর্মে আরও মানা হয় যে এই অনিত্য এবং দুঃখময় সর্বের অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র এক কুটস্থ নিত্য এবং সুখ-স্বরূপ পরতত্ত্ব আছে। যাহা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

১। ধম্মপদ, ৩৮৩ (২৬।১) ২। ঐ, ৯৭ (৭।৮) ৩। থেরগাথা, ৫১১
৪। মুণ্ডক উ, ১।২।১২ ৫। ঐ, ১।২।১৩ ৬। ছান্দোগ্য উ, ৮।১৩।১

ঐ সচ্চিদানংদ ব্রহ্মই এই জগত্রূপে পবিদৃষ্ট হইতেছে, সুতবাং সর্ব বসতুত ব্রহ্মই। অতএব সর্ব, আপাতত যথা দৃষ্ট হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। "সর্বং বিতথমিদং"। এই সিদ্ধাংতও বৌদ্ধধর্মে মানা হব। এইরূপে এক দৃষ্টিতে,—আপাতপ্রতীবমান দৃষ্টিতে, বলা যায় যে সর্ব অনিত্য এবং দুঃখময়, সর্ব বিতথ, অপব দৃষ্টিতে,-সূক্ষ্মতত্ত্বদৃষ্টি, বলা যায় যে সর্ব বস্তুত ব্রহ্মই— "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "বাসুদেবঃ সর্বং", ইত্যাদি। ভাগবতগণেব সমস্ত ধার্মিক সিদ্ধাংত এই সূক্ষ্ম তত্ত্বদৃষ্টিমূলেই প্রপংচিত হইবাছে। ইষ্টলাভার্থ তাঁহাদেব সাধনে মুখ্যতয়া এই দৃষ্টিবই উপযোগ কবা হইয়াছে, প্রথম দৃষ্টিব ও উপবোগ বথা প্রয়োজন কবা হইয়া থাকে। প্রাথমিক বৌদ্ধধর্মে ঐ দ্বিতীব দৃষ্টিব সিদ্ধাংতেব উল্লেখ পাওবা যাব না। তদুক্ত সাধনে কেবল প্রথম দৃষ্টিব সিদ্ধাংতেবই উপবোগ কবা হয়। ইহাকেই অধ্যাপক বাধাকৃষ্ণ প্রকাবাংতবে বলিয়াছেন,

"Laying aside metaphysical speculations, he [Buddha] traces out the reign of law and order in the world of experience. Understanding according to him is to be limited to the field of experience, the laws of which it can explore"[১]

অশ্বঘোষের মত

মহাকবি অশ্বঘোষও মনে কবেন যে সাধনার ও সিদ্ধিলাভেব জন্য তত্ত্বজ্ঞান অত্যাবশ্যক বলিয়া বুদ্ধ মানিতেন। তাই তিনি বুদ্ধকে দিয়া বলাইয়াছেন,

"যে পবীক্ষক তত্ত্বদর্শন কবে নাই, (সেই হেতু) বিচিত্র বিষয় প্রচাবে স্থিত, সে আপন চিত্তকে সুখে নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।"[২]

"নামরূপকে, তথা উহার সমুদয়কে এবং উহাব নিবোধকে, যে বথাস্বভাবে বিজ্ঞাত হয়, এবং দর্শন কবে, তাহাব আস্রবসমূহ নিশ্চবই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়,— আমি বলি।"[৩]

"পৃথিবী, জল, অগ্নি, প্রভৃতি ছয় ধাতুকে যে সামান্যত এবং স্বলক্ষণত জানে,

১। Radhakrishnan, *Ind Phil* I, p 360

২। সৌংদরনংদ, ১৪।৪৮ ৩। ঐ, ১৬।৪৬

উহাদের হইতে ভিন্ন অপর কিছুকে জানে না, সে উহাদের হইতে আত্যন্তিক মোক্ষ লাভ করে।'[১] নন্দ বলেন,

"যেহেতু আমি পৃথিব্যাদি ধাতুসমূহকেই অন্যকে (বিজ্ঞান বলিয়া) জানি, এবং ঐ পৃথিব্যাদিতে কোন আত্মা নাই (বলিয়া জানি), সেই হেতু উহাদিগেতে আমার আসক্তি নাই। বাহ্যে এবং বাহিরে আমার গতি সমান।'

"যেহেতু আমি রূপাদি পঞ্চস্কন্ধসমূহকে চপল, অসার, অনাত্মক এবং বধাত্মক বলিয়া দর্শন করি, সেই হেতু আমি ঐ সকল অশিব (বস্তুসমূহ) হইতে বিমুক্ত।'

"যেহেতু আমি সর্ব অবস্থাসমূহে ইন্দ্রিয়সমূহেরই উদয় ও ব্যয় দেখি, সেই হেতু অনিত্য, নিরাত্মক এবং দুঃখস্বরূপ উহাদিগেতে আমার সংগ নাই।'

"যেহেতু আমি লোককে সমস্তানিবৃত্ত, তথা সর্বকে নিঃসার এবং অসত্ দেখি, সেই হেতু আমি ধী ও মন দ্বারা বিকল্প নহি তাহাতে আমার চঞ্চলতা নাই।' ইত্যাদি।[২]

"ধর্মের উত্পত্তিতে শ্রদ্ধা উত্তম কারণ", উহার বৃদ্ধি হইলেই ধর্ম বৃদ্ধি পায় যেমন মূলের বৃদ্ধি হইলেই দ্রুম (বৃদ্ধি পায়)।"[৩] উহা সত্য। পরন্তু,

"যাহার দর্শন ব্যাকুল এবং নিশ্চয় দুর্বল, তাহার শ্রদ্ধা পরিপ্লবা (=চঞ্চলা)। উহা (তত) কৃত্য করিতে নিশ্চয় সমর্থ হয় না।"

"যাবত্ পর্যন্ত তত্ত্ব দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয় না, তাবত্ পর্যন্ত শ্রদ্ধা বলিষ্ঠা কিংবা সুস্থিরা নিশ্চয় হয় না। সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির, তত্ত্ব দৃষ্ট হইলেই, শ্রদ্ধাবৃক্ষ সফল হয় এবং আশ্রয় (প্রদ) হয়।'[৪]

আত্মা কি নহে

ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কেহ যদি বুদ্ধকে সাক্ষাত্ভাবে জিজ্ঞাসা করিত, —আত্মা আছে কি নাই? তিনি তাহার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন।[৫] পরন্তু কি কি আত্মা নহে তাহা তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বার

১। সৌন্দরনন্দ, ১৩।৬৮ ২। ঐ, ১৮।১৪-৮ ৩। ঐ, ১২।৪০, ৪১ ৪। ঐ, ১২।৪২-৩

৫। পরন্তু আচার্য নাগার্জুন লিখিয়াছেন

> "আত্মেত্যপি প্রজ্ঞপিতমনাত্মেত্যপি দেশিতম্।
> বুদ্ধৈর্নাত্মা ন চানাত্মা কশ্চিদিত্যপি দেশিতম্॥"
>
> —(মাধ্যমিক-কারিকা, ১৮।৬)

বাব বুঝাইতেন। বথা, ধর্মপ্রবর্তনের প্রাবংভে তাঁহার প্রথম পঞ্চশিষ্যকে তিনি বুঝান যে রূপাদি আত্মা নহে, আত্মীবও নহে।

"হে ভিক্ষুগণ। রূপ আত্মা নহে। রূপ যদি আত্মা (হইত), তবে উহা অধীন হইত না। তাহা হইলে আমরা বলিতে পাবিতাম, আমাব রূপ এই প্রকাব হউক।' কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ। যেহেতু রূপ আত্মা নহে, সেইহেতু উহা বোগেব অধীন, এবং সেইহেতু আমবা বলিতে পাবি না যে 'আমাব রূপ এই প্রকাব হউক'।"

(বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব এবং বিজ্ঞান সংবংধেও বুদ্ধ পব পব অবিকল এই প্রকাব বলেন)

'এখন হে ভিক্ষুগণ। তোমবা কি মনে কব, রূপ নিত্য কি অনিত্য?

"অনিত্য, ভগবান।

"যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন কবে, না সুখ উৎপাদন কবে?

"দুঃখ উৎপাদন করে, ভগবান।

"পুনশ্চ, যাহা অনিত্য, দুঃখদায়ক বিকাবেব অধীন, উহাকে কি আমরা ভাবিতে পাবি,-'ইহা আমার, আমি ইহাই, ইহাই আমার আত্মা?'

"না ভগবান, সেইরূপ ভাবিতে পারি না।"

(বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব এবং বিজ্ঞান সংবংধেও পব পব ঠিক সেই প্রকাব প্রশ্ন প্রতিবচন আছে)।

"অতএব হে ভিক্ষুগণ। যে কোনও রূপ অতীত, অনাগত বা বর্তমান, যাহা কোনও জীবেব কিংবা জীবেব নহে, যাহা স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা উত্তম, দূবে কিংবা নিকটে, সে সমস্ত আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমাব আত্মা নহে। যে (বাবৃতি) সম্যক্ জ্ঞান লাভ কবিযাছে, তাহার এইরূপেই দর্শন কবা কর্তব্য।"

'বুদ্ধগণ কর্তৃক (কখন কখন) 'আত্মা (আছে)' বলিযাও প্রজ্ঞপিত হইযাছে, (কখন কখন) 'অনাত্মা (আছে)' (অর্থাৎ আত্মা নাই) বলিয়াও দেশিত হইয়াছে, আর কখন কখন, 'আত্মাও নাই, অনাত্মাও নাই' বলিযাও দেশিত হইয়াছে।' (পরে দ্রষ্টব্য)

(বেদনাদি সংবন্ধেও পর পর ঠিক এই প্রকার উক্তি আছে)[১] পরে পরেও তিনি শিষ্যগণকে সেই প্রকার বুঝাইয়াছেন।[২]

বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন যে পৃথিব্যাদি ধাতুসমূহও তেমন আত্মাও নহে, আত্মীয়ও নহে[৩], সংক্ষেপে বলিতে, "যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, পর্যেশিত এবং মন দ্বারা অনুবিচারিত" তাহাও আত্মা কিংবা আত্মীয় নহে। তিনি ঐ বিষয়ে সৎ শাস্ত্র এবং সৎধর্মের বেত্তা ব্যক্তিগণের জ্ঞান, তথা তত্ত্ববিৎ অর্হদ্গণের অনুভব, প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন।

"হে ভিক্ষুগণ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, যে আর্যদিগের দর্শনসংপন্ন, আর্যধর্মের কোবিদ, আর্যধর্মে বিনীত,—সৎপুরুষগণের দর্শনসংপন্ন, সৎপুরুষধর্মের কোবিদ, সৎপুরুষধর্মে বিনীত রূপকে 'ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে' বলিয়া মনে করে। বেদনাকে০। সংজ্ঞাকে০। সংস্কারকে০। বিজ্ঞানকে০। যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, পর্যেষিত এবং মন দ্বারা অনুবিচারিত, তাহাকে 'ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে' বলিয়া মনে করে।"[৪]

আপনার অনুভব সংবন্ধে অর্হৎ বলেন,

আবুস্। আমি পৃথিবী ধাতুকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করি নাই, আত্মা পৃথিবীতে আশ্রিত বলিয়াও গ্রহণ করি নাই। পৃথিবী ধাতুতে মিশ্রিত যে উপায়, উপাদান, চিত্তের অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ, অনুশয় ছিল, উহার ক্ষয় বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিসর্গ হইতে আমার চিত্ত মুক্ত হইয়াছে। ইহা আমি জানি।"[৫]

১। বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ১।৬।৩৮-৪৫ ; সংযুত্তনি, ৩।৬৭-৮
সংযুত্তনি, সড়ায়তন-সংযুত্ত, (৩৫।৩২।৪-৯) [৪ খং, ২৪-৫ পৃ]

২। যথা দ্রষ্টব্য—মজ্ঝিমনি, অলগদ্দূপমসুত্ত (২২) [১ খং, ১৩৬- পৃ], চূলসচ্চকসুত্ত (৩৫) ; মহাপুণ্ণমসুত্ত (১০১), মহারাহুলোবাদসুত্ত (৬২)
আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, নন্দকোবাদসুত্ত (১৪৬)
"রূপং চ ইদং ভিক্খবে অত্তা অভবিস্স, নয়িদং রূপং আবাধয়ে সংবত্তেয্য।"
—(সংযুত্তনি, ৩ খং, ৬৬ পৃ)
"রূপং অতীতানাগতপচ্চুপন্নং অনিচ্চং খয়ট্ঠেন, দুক্খং ভয়ট্ঠেন, অনত্ত অসারকট্ঠেনা তি।"
—(পটিসংভিদামগ্গ, [১ খং, ৫৩ পৃ]

৩। মজ্ঝিমনি, মহারাহুলোবাদসুত্ত (৬২)

৪। ঐ, অলগদ্দূপমসুত্ত (২২), ১ খং আরও দ্রষ্টব্য,—ঐ, ভদ্দেকরত্তসুত্ত (১৩১)

৫। ঐ, ছব্বিসোধনসুত্ত (১১২)

জল, তেজ, বাযু, আকাশ এবং বিজ্ঞান সংবংধেও বুদ্ধ ঠিক এই প্রকাব বলেন। পক্ষাংতবে বুদ্ধ বলেন যে "অশ্রুতবান পৃথগ্জন,—যে আর্যদিগেব দর্শন বিহীন, আর্যধর্মেব অকোবিদ্, আর্যধর্মে অবিনীত,—সৎপুরুষগণেব দর্শন বিহীন, সৎপুরুষধর্মেব অকোবিদ্, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত,—সৎপুরুষধর্মে রূপাদিব প্রত্যেকটি সংবংধে. তথা "যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, পর্যেষিত, এবং মন দ্বাবা অনুবিচাবিত, তাহাকে," মনে কবে যে "ইহা আমাব, ইহা আমি, ইহা 'আমাব' আত্মা।"[১]

বুদ্ধ অন্যত্র বলিযাছেন, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ছয় ইংদ্রিয়, তথা উহাদেব বিষয রূপাদি, উহাদেব বিজ্ঞান এবং উহাদেব সংস্পর্শ, আত্মা নহে, বেদনা এবং তৃষ্ণাও আত্মা নহে, কেননা, ঐ সকলেব উৎপত্তি তথা বিনাশও, দেখা যায।[২] যেহেতু, ঐ সকল অনিত্য, দুঃখ ও বিপবিণামদর্শী, সেইহেতু উহাদিগকে এই মনে কবা উচিৎ নহে যে 'ইহা আমি', 'ইহা আমাব' 'ইহা আমাব আত্মা।'[৩]

আয়ুষ্মান ছন্নও আয়ুষ্মান শাবিপুত্রকে প্রায় সেই প্রকাবে বলেন যে, ঐ ছয ইংদ্রিব, উহাদেব বিজ্ঞান এবং উহাদেব বিজ্ঞান দ্বাবা বিজ্ঞেব ধর্মসমূহকে তিনি মনে কবেন যে 'ইহা আমাব নহে', 'ইহা আমি নহি', 'ইহা আমাব আত্মা নহে', তাহাব কাবণ এই যে ঐ সকলেব নিবোধ আছে।[৪]

আয়ুষ্মান অশ্বজিৎ নিগ্রংথ সত্যককে বলেন যে, বুদ্ধ তাঁহাব শিষ্যগণকে এই প্রকাব উপদেশ কবেন,

"হে ভিক্ষুগণ। রূপ অনাত্মা (=আত্মা নহে), বেদনা অনাত্মা, সংজ্ঞা০, সংস্কাব০, বিজ্ঞান০, সর্বধর্ম অনাত্মা।'[৫]

সৎকায়-নিরোধ

বুদ্ধ বলেন, যখন তথাগত জগতে প্রাদুর্ভূত হন, তখন তিনি সৎকাযের (=পালি 'সক্কায') নিবোধ এবং তাহাব উপায প্রচাব কবেন।

১। মজ্ঝিমনি, অলগদ্দূপমসুত্ত (২২) [১ খং, ১৩৫ পৃ]; আবও দ্রষ্টব্য—ঐ, ভদ্দেকবত্তসুত্ত (১৩৯)

২। ঐ, ছক্ককসুত্ত (১৪৮)

৩। ঐ, চূলবাহুলোবাদসুত্ত (১৪৭)

৪। ঐ, ছন্নোবাদসুত্ত (১৪৪)

৫। ঐ, চূলসচ্চকসুত্ত (৩৫)

"তিনি ধর্ম উপদেশ করেন,—'ইতি সংকার' 'ইতি সংকার-সমুদয়', 'ইতি সংকার-নিরোধ' (এবং) 'ইতি সংকার-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদ।'"[১]

অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন, এমন কি দেবগণও

"তথাগতের (ঐ) ধর্মোপদেশ শুনিয়া পুন পুন ভয়, সংবেগ ও সংত্রাস আপন্ন হন, (এই ভাবিয়া ভাবিয়া যে),—অহো! আমরা যাহারা আমাদিগকে সতত-সমভাবে মনে করিতাম যে 'আমরা নিত্য', (প্রকৃতপক্ষে) অনিত্যই। অহো! আমরা যাহারা আমাদিগকে সতত সমভাবে মনে করিতাম যে 'আমরা ধ্রুব', (প্রকৃতপক্ষে) অধ্রুবই। অহো আমরা, যাহারা আমাদিগকে সতত সমভাবে মনে করিতাম যে 'আমরা, শাশ্বত', (প্রকৃতপক্ষে) অশাশ্বতই। অহো আমরাও নিশ্‌চর অনিত্য, অধ্রুব এবং অশাশ্বত,—সংকার-পর্যাপন্ন।"[২]

আর শ্রুতবান আর্যশ্রাবক, তাহাতে ভীত কিংবা সংত্রাসিত না হইয়া প্রসন্ন হন, কেননা সংকারের নিরোধ তাঁহার অভীষ্ট।[৩] বুদ্ধ বলেন, সংকারের নিরোধার্থ ধর্মোপদেশ শুনিয়া যাহার চিত্ত প্রসন্ন হয় না, প্রস্কন্দিত হয় না, সন্থির

১। অংগুত্তরণি, চতুক্কনিপাত, চক্কবগ্‌গ, (৩৩।২) [২ খং, ৩৩ পৃ]

—বুদ্ধ অন্যত্র বলিয়াছেন,

"তিনি ধর্ম উপদেশ করেন,—'ইতি রূপ, ইতি রূপের সমুদায়, ইতি রূপের অস্তগমন; ইতি বেদনা°; ইতি সংজ্ঞা°, ইতি সংস্কার°; ইতি বিজ্ঞান, ইতি বিজ্ঞানের সমুদয়, ইতি বিজ্ঞানের অস্তগমন।"

—(সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত, খজ্‌জনীয়বগ্‌গ (২২।৭৮।৭) [৩ খং, ৮০ পৃ]

২। অংগুত্তরণি, চতুক্কনিপাত, চক্কবগ্‌গ (৩৩।২) [২ খং, ৩৩ পৃ], সংযুত্তনি, খংদ-সংযুত্ত, খজ্‌জনীয়বগ্‌গ (২২।৭৮।৮) [৩ খং, ৮৫ পৃ]

"যদা বুদ্ধো অভিঞ্‌ঞায় ধম্মচক্কং পবত্তয়ি।
সদেবকস্স লোকস্স সত্থা অপ্‌পটিপুগ্‌গলো॥
সক্কায়ং চ নিরোধং চ সক্কায়স্স চ সংভবং।
অরিয়ং অট্‌ঠংগিকং মগ্‌গং দুক্খূপসমগামিনং॥
যে পি দীঘায়ুকা দেবা বণ্ণবন্তো যসস্সিনো।
ভীতা সংতাসং আপাদুং সীহস্সেব ইতরে মিগা তে॥
অবীতিবত্তা সক্কায়ং অনিচ্চা কির ভোময়ং।
সুত্বা অরহতো বাক্যং বিপ্‌পমুত্তস্সো তাদিনো তি॥"

—(অংগুত্তরণি, চতুক্কনিপাত, চক্কবগ্‌গ (৩৩।৩) [২ খং, ৩৪ পৃ],
সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত, খজ্‌জনীয়বগ্‌গ (২২।৭৮।১১) [৩ খং, ৮৬ পৃ]

৩। অংগুত্তরণি, চতুক্কনিপাত, সংচেতনিকবগ্‌গ (১৭৮।১-২) [২ খং, ১৬৫-৬ পৃ]

হয় না, সে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, আর যাহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, প্রস্কংদিত হয়, স্থির হয়, সে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে।[১]

সৎকায় কি, এবং উহার উৎপত্তি, তথা নিরোধ, কি প্রকারে হয়, বুদ্ধ নিজেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"হে ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে সৎকায়, সৎকায়-সমুদয়, সৎকায়-নিরোধ, এবং সৎকায়-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদ উপদেশ করিব। তোমরা শুন।[২]

"হে ভিক্ষুগণ! সৎকায় কি? উহা পংচ উপাদান স্কংধেরই বাচক। কোন পংচ? যথা, এই রূপ-উপাদানস্কংধ, বেদনা ০, সংজ্ঞা ০, সংস্কার ০, এবং বিজ্ঞান-উপাদানস্কংধ।

ইহাকেই হে ভিক্ষুগণ! সৎকায় বলে।(৪)[৩]

"হে ভিক্ষুগণ! সৎকায়-সমুদয় কি? এই যে পৌনর্ভবিকা তৃষ্ণা, রাগ-সহগতা নংদী, (যাহা) তত্র তত্র অভিনংদিনী,—যথা, এক কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, ইহাকেই, হে ভিক্ষুগণ! সৎকায়-সমুদয় বলে।'(৫)

"হে ভিক্ষুগণ! সৎকায়-নিরোধ কি? যাহা সেই তৃষ্ণার বিশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, প্রতিনিসর্গ, মুক্তি, অনালয়, তাহাকেই, হে ভিক্ষুগণ! সৎকায়-নিরোধ বলা হয়।"(৬)

"হে ভিক্ষুগণ! সৎকায়-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদ কি? এই আর্যঅষ্টাংগিক মার্গই, যথা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মাংত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, এবং সম্যক্ সমাধি,—ইহাকেই, হে ভিক্ষুগণ! সৎকায়-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদ বলা হয়।(৭-৮)[৪]

উহাদিগকে বুদ্ধ যথাক্রমে সৎকায়-অংত, সৎকায়-সমুদয়-অংত, সৎকায়-নিরোধ-অংত এবং সৎকায়-নিরোধ-গামিনী-প্রতিপদ-অংতও বলিয়াছেন,[৫] আবার

১। মজ্ঝিমনি, মহামালুংক্যসুত্ত (৬৪)   ২। পূর্বপৃষ্ঠার ৩নং টীকা

৩। আয়ুষ্মান শারিপুত্র পরিব্রাজক জংবুখাদককে বুদ্ধের এই উক্তি বিবৃত করেন। (সংযুত্তনি, জংবুখাদকসংযুত্ত (সক্কায়) (৩৮।১৫) [৪খং, ২৫৯-২৬০ পৃ]

৪। সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত, অংতবগ্গ (সক্কায) (২২।১০৫।৩-৮) [৩ খং, ১৫৯ পৃ]

ভিক্ষুণী-ধর্মদত্তা উপাসক বিশাখের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধের এই ব্যাখ্যা বিবৃত করেন। (মজ্ঝিমনি, চূলবেদল্লসুত্ত (৪৪)

৫। সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত, অংতবগ্গ (অংত) (২২।১০৩।৩-৭) [৩ খং, ১৫৭-৮ পৃ]

দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধ-গামিনী, প্রতিপদও বলিয়াছেন।[১] সুতরাং সৎকায় বা সৎকায়-অংত দুঃখই।

অপর কোন সময়ে জনৈক ভিক্ষু বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে। সৎকায়-দৃষ্টি কি প্রকারে উৎপন্ন হয়?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে ভিক্ষু। অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন,—(যে) আর্যদিগের দর্শন বিহীন, আর্য-ধর্মের অকোবিদ্‌, আর্যধর্মে অবিনীত,—সৎপুরুষগণের দর্শন বিহীন, সৎপুরুষধর্মের অকোবিদ্‌, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, রূপকে আত্মত সমনুদর্শন করে, কিংবা আত্মাকে রূপবান, কিংবা আত্মাতে রূপকে, কিংবা রূপে আত্মাকে০, বেদনাকে০, সংজ্ঞাকে০, সংস্কারকে০; বিজ্ঞানকে আত্মত সমনুদর্শন করে, কিংবা আত্মাকে বিজ্ঞানবান, কিংবা আত্মাতে বিজ্ঞানে, কিংবা বিজ্ঞানে আত্মাকে। এই প্রকারে, হে ভিক্ষু। সৎকায়-দৃষ্টি হয়।"[২]

তখন ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে। সৎকায়-দৃষ্টি কি প্রকারে হয় না?"

বুদ্ধ বলেন,

"হে ভিক্ষু। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক,—(যে) আর্যদিগের দর্শন সংপন্ন, আর্য-ধর্মের কোবিদ্‌, আর্যধর্মে সুবিনীত, সৎপুরুষগণের দর্শন সংপন্ন, সৎপুরুষধর্মের কোবিদ্‌, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, রূপকে আত্মত সমনুদর্শন করে না, কিংবা আত্মাকে রূপবান (সমনুদর্শন করে) না, কিংবা আত্মাতে রূপকে (সমনুদর্শন করে) না, কিংবা রূপে আত্মাকে (সমনুদর্শন করে না, বেদনাকে০; সংজ্ঞাকে০, সংস্কারকে০, বিজ্ঞানকে আত্মত সমনুদর্শন করে না, কিংবা আত্মাকে বিজ্ঞান-বান (সমনুদর্শন করে) না; কিংবা আত্মাতে বিজ্ঞানকে (সমনুদর্শন করে) না, কিংবা বিজ্ঞানে আত্মাকে (সমনুদর্শন করে) না। এই প্রকারে, হে ভিক্ষু। সৎকায় দৃষ্টি হয় না।"[৩]

১। সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত, অংতবগ্গ (দুক্‌খ) (২২।১০৪।৩-৭) [৩ খং, ১২৮-৯ পৃ]

২। ভিক্ষুণী ধর্মদত্তা ও উপাসক বিশাখের ঐ প্রশ্নের ঠিক এই উত্তর দেন। (মজ্‌ঝিমনি, চূলবেদল্লসুত্ত (৪৪)

৩। মজ্‌ঝিমনি, মহাপুণ্ণমসুত্ত (১০৯)

ভিক্ষু ঋষিদত্ত ও গৃহপতি চিত্তের ঐ দুই প্রশ্নেব ঠিক ঐ দুই উত্তব দেন।[১] অশ্রুতবান পৃথগ্জনেব দৃষ্টিকে বুদ্ধ "সৎকায়-সমুদয়-গামিনী প্রতিপদ" এবং "দুঃখ-সমুদয়-গামিনী সমনুপশ্যনা"ও বলিয়াছেন, আর শ্রুতবান আর্যশ্রাবকেব দৃষ্টিকে "সৎকায়-নিবোধ-গামিনী-প্রতিপদ" এবং "দুঃখ-নিরোধ-গামিনী-সমনুপশ্যনা"ও।[২] বুদ্ধ অন্য সময়ে বলেন, চক্ষুবাদি প্রাণ পর্যংত ছয় ইংদ্রিয়, উহাদেব বিষয় রূপাদি, উহাদের বিজ্ঞান, উহাদেব সংস্পর্শ এবং উহাদেব সংস্পর্শ-প্রত্যয় বশত উত্পন্ন সুখ, দুঃখ, কিংবা অদুঃখ-অসুখ-বেদনা—এই সকলকে অনিত্য বলিয়া জানিলে, দেখিলে মিথ্যা-দৃষ্টি প্রহীন হয়, দুঃখ বলিয়া জানিলে, দেখিলে সত্কায-দৃষ্টি প্রহীন হয়, এবং অনাত্মা বলিয়া জানিলে আত্মানুদৃষ্টি প্রহীন হয়।[৩]

'পটিসংভিদাযমগ্গে' আছে, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব, এবং বিজ্ঞান—ইহাদেব প্রত্যেকটিকে, কিংবা সমস্তকে, আত্মা বলিয়া, কিংবা আত্মাকে তদ্বান বলিযা, কিংবা আত্মাকে উহাকে বা উহাদিগকে, কিংবা উহাতে বা উহাদিগেতে আত্মাকে, সমনুদর্শন 'সৎকায়-দৃষ্টি'।[৪] বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"ইহসংসাবে হে আনংদ। অশ্রুতবান পৃথগজন,—(যে) সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সৎকারদৃষ্টি দ্বারা পর্যুত্থিত, সৎকাবদৃষ্টি দ্বাবা ব্যাপ্ত চিত্তে বিহাব কবে। সে উৎপন্ন সৎকারদৃষ্টিকে নিবোধ কবিবাব (প্রতিপদকে) যথার্থত জানে না। উহাব ঐ অপ্রতিবিনীত, দৃঢ়তাপ্রাপ্ত সৎকাব-দৃষ্টি অবরভাগীব সংযোজন।

"আব হে আনংদ। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক,—(যে) সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, সৎকায়-দৃষ্টি দ্বাবা পর্যুত্থিত, সৎ-কায-দৃষ্টি দ্বারা ব্যাপ্ত চিত্ত হইয়া বিহাব কবে না। সে উৎপন্ন সৎকায়-দৃষ্টিকে নিবোধ করিবাব (প্রতিপদকে) যথার্থত জানে। (সেই কারণে) উহাব ঐ সৎকায়-দৃষ্টি অনুশায়-বহিত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। '[৫]

১। সংযুত্তনি, চিত্তসংযুত্ত, ইসিদত্তো (৪১।৩।১৩-৪) [৪ খং, ২৮৭ পৃ]
২। ঐ, খংদসংযুত্ত, অত্তদীপবগ্গ (২২।৪৪।৬-১৭) [৩ খং, ৪৪ পৃ]
৩। ঐ, সড়ায়তন-সংযুত্ত, (৩৫।১৬৪-৬) [৪ খং, ১৪৭-৮ পৃ]
৪। পটিসংভিদামগ্গ, ১।৫৫।৪১ [১ খং, ১৪৯- পৃ]
৫। মজ্ঝিমনি, মহামালুংক্যসুত্ত (৬৪)

যথাস্থানে করিব। যাহা হউক, তাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যে বলে যে 'আত্মা নাই', সে বুদ্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে। বর্তমান সময়ে অধ্যাপক শ্রীরাধাকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, "আত্মা কি নহে, তাহা বুদ্ধ আমাদিগকে পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন, যদিও তিনি উহা কি তাহার কোন পরিষ্কার বর্ণনা দেন না। যাহা হউক, ইহা মনে করা ভুল হইবে যে বুদ্ধের মতে আত্মা মোটেই নাই।"[১]

আমরা এখানে দেখাইব যে বুদ্ধের অপর কতিপয় উক্তি হইতেও বুঝা যায় যে বুদ্ধ মানিতেন যে দেহাতীত আত্মা আছে।

নির্গ্রন্থ সত্যক কোন সময়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"ভো গৌতম। ∘ আপনার গৌতমের শ্রাবক শাসন-কর (=শাসনানুসারে কার্যকরী), সংদেহ-রহিত, বাদ-বিবাদ-রহিত, বিশারদতাপ্রাপ্ত হইয়া, অপরের আশ্রিত না হইয়া, নিজের শাস্তার শাসনে কি প্রকারে বিহার করে?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে অগ্নিবেশ। আমার শ্রাবক ইহসংসারে ভূত ভবিষ্যত ও বর্তমান শরীরের ভিতরে বাহিরে, স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা উত্তম, দূরে কিংবা নিকটে, যাহা কিছু রূপ আছে, সমস্ত রূপকে 'ইহা আমার নহে', 'ইহা আমি নই', ইহা আমার আত্মা নহে'—এই প্রকারে যথার্থত সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দেখে। | ∘বেদনা∘ | ∘সংজ্ঞা∘ | ∘সংস্কার∘ | ∘বিজ্ঞান∘। এই প্রকারে, হে অগ্নিবেশ। আমার শিষ্য শাস্তার শাসনে বিহার করে।"[২]

সত্যক তারপর জিজ্ঞাসা করেন,

"ভো গৌতম। কি প্রকারে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, ব্যুষিত-ব্রহ্মচর্যবাস, কৃত-করণীয়, প্রোহিত-ভার, প্রাপ্ত-সদর্থ, ভববন্ধন-রহিত, সম্যক্‌জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয়?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে অগ্নিবেশ। ভিক্ষু ইহসংসারে ভূত, ∘ সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা জানিয়া; (উহাকে) গ্রহণ না করিয়া মুক্ত হয়। ∘সংজ্ঞা∘ । ∘বেদনা∘ । ∘সংস্কার∘। ∘বিজ্ঞান∘। এই প্রকারে, হে অগ্নিবেশ। ভিক্ষু অর্হত্, ক্ষীণাস্রব, ব্যুষিত-

১। S Radhakrishnan, *Ind Phil* I, p 386
২। মজ্ঝিমনি, মহাসাচ্চকসুত্ত (৬২)

ব্রহ্মচর্য-বাস, কৃত-করণীয়, প্রোহিত-ভাব, প্রাপ্ত-সদর্থ, ভববংধন রহিত, সম্যক্-জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয়।"[১]

এই প্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে মনে হয় যে রূপাদি বর্জনের পরেও কেহ বর্তমান থাকে, যাহার রূপাদি বর্জন দ্বারা সুখ লাভ হয়। অপর এক স্থলে বুদ্ধ দৃষ্টাংত দ্বারা আরও পরিষ্কার করিয়া তাহা ভিক্ষুগণকে বুঝাইয়াছেন,—

"সেই কারণে, হে ভিক্ষুগণ। যাহা তোমাদের নহে, তাহাকে পরিত্যাগ কর, তাহাকে পরিত্যাগ চিরকাল পর্যংত তোমাদের হিতের ও সুখের জন্য হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ। কি তোমাদের নহে ?"

"হে ভিক্ষুগণ। রূপ তোমাদের নহে। উহাকে পরিত্যাগ কর। উহাকে পরি-ত্যাগ চিরকাল পর্যংত তোমাদের হিতের ও সুখের জন্য হইবে।" (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সংবংধেও পর পর এই প্রকার প্রশ্ন-প্রতিবচন আছে।)

"হে ভিক্ষুগণ। তোমরা কি মনে কর ? এই জেতবনে যত তৃণ, কাষ্ঠ, শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি আছে, সেই সমস্তকে কেহ যদি অপহরণ করে, দগ্ধ করে, কিংবা (অপর) যাহা ইচ্ছা তাহা করে, তোমাদের (মনে) কি ইহা হইবে,—এই ব্যক্তি আমাদিগকে অপহরণ করিতেছে, দগ্ধ করিতেছে, কিংবা (অপর) যাহা ইচ্ছা করিতেছে ?"

"না ভংতে।"

"তাহা কোন হেতুতে ?"

"যেহেতু হে ভংতে। ঐ সমস্ত আমাদের আত্মাও নহে, আত্মীয়ও নহে।"

"সে প্রকারেই হে ভিক্ষুগণ। যাহা তোমাদের নহে, তাহাকে পরিত্যাগ কর, তাহাকে পরিত্যাগ চিরকাল পর্যংত তোমাদের হিতের এবং সুখের জন্য হইবে" ইত্যাদি। [তাৎপর্য,—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পংচ-স্কংধ তোমাদের নহে, উহাদিগকে পরিত্যাগ কর, উহাদিগকে পরিত্যাগ চিরকাল পর্যংত তোমাদের হিতের এবং সুখের জন্য হইবে।][২]

১। মাজ্ঝিমনি, চূলসচ্চকসূত্ত (৩৫)

২। মজ্ঝিমনি, অলগদ্দূপসূত্ত (   ) [১ খং, ১৪০-১ পৃ], সংযুত্তনি [৩ খং, ৩৩-৪ পৃ], [৪ খং, ৮১-২ পৃ]

শ্রীমতী রীজ ডেভিড্স্[১] এবং মহেশ চন্দ্র ঘোষ[২]ও স্বীকার করিয়াছেন যে বুদ্ধের এই উপদেশ দ্বারা আত্ম-বাদ সমর্থিত হয়।

বুদ্ধের সময়ে অজিত কেশ-কম্বলী নামে একজন প্রসিদ্ধ আচার্য ছিলেন। উঁহার মতে,

"এই দেহ চারি মহাভূত দ্বারা গঠিত। মৃত্যু হইলে দেহের পার্থিব অংশ পৃথিবীতে গমন করিয়া পৃথিবীতে সংমিলিত হয়; দেহের জলীয় ভাগ জলে গমন করিয়া জলের সহিত সংমিলিত হয়, দেহের তেজ তেজে গমন করিয়া তেজের সহিত সংমিলিত হয়, দেহের বায়বীয় অংশ বায়ুতে গমন করিয়া বায়ুর সহিত সংমিলিত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে গমন করে। চারিজন লোকে তাহাকে শ্মশানে লইয়া যায়, তাহার অস্থি কপোতের ন্যায় শ্বেতাভ হইয়া যায় এবং আহুতি ভস্মে পরিণত হয়।... মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না।"[৩]

তাই উনি বলিতেন,

"দান নাই, ইষ্ট নাই, আহুতি নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই' ইত্যাদি।"[৪]

বুদ্ধ বলেন, এই মত "মিথ্যা দৃষ্টি", "দৃষ্টি-বিপত্তি", 'বিপরীত দর্শন",[৫] উহা "অধর্মচর্যা, বিষমচর্যা।" তাহাতে সিদ্ধ হয় যে তিনি দেহাতীত বস্তু-বিশেষের সদ্ভাব স্বীকার করিতেন, তিনি মানিতেন যে এই দেহের ত্যাগের সংগে সংগে উহার উচ্ছেদ হয় না, উহা পরলোকে গমন করে। বুদ্ধের সময়ে পায়াসী নামক জনৈক রাজা ছিলেন, যিনি ঐ প্রকারে দেহাত্মবাদী ছিলেন এবং মানিতেন যে "ইহলোক নাই, পরলোক নাই, জীব মরিয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করে না, এবং ভাল মন্দ কর্মের কোন ফল নাই।" এই মত স্থাপন করিতে তিনি নানা প্রকার যুক্তি তর্ক উদ্ভাবন করিতেন। আয়ুষ্মান কুমার কাশ্যপ তাঁহার ঐ সকল যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করেন। তাহাতে পায়াসীকে আপন মত পরিত্যাগ করিতে হয়।[৬]

১। Rhys Davids. *Buddhist, Psychology*, Supplementary Essays, 1924, p 284

২। প্রবাসী, ২৭শ ভাগ (১৩৩৪ বংগাব্দ), ১ম খণ্ড, ২০২ পৃ

৩। মজ্ঝিমনি, [১ খণ্ড, ৫১৫ পৃ]

৪। ঐ, [১৩২, ২৭৮, ৪০১, ৫১৫ পৃ], [৩ খণ্ড, ২০৫ পৃ], [৪ খণ্ড, ২৪৮ পৃ]

৫। সংযুত্তনি [১ খণ্ড, ৩৩, ১৭৪, ১৭৭, ২৫৮-৯, ৩৭০-১ পৃ]

৬। পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহা বলা যাইতে পারে যে এই মতকে পালি নিকায়ে "উচ্ছেদ-বাদ" বা "তং-জীব-তং-শরীর-বাদ" বলা হয়। শরীর ও আত্মা অভিন্ন মানিলে,—অপর কথায় শরীরকেই আত্মা মানিলে, 'আত্মা' শব্দ শরীরের এক সংজ্ঞান্তর-বিশেষ হয়, সুতরাং 'আত্মা' নামে কোন পৃথক বস্তু থাকে না। তাই উহাকে কখন কখন 'নত্থত্তা-বাদ' বলা হয়।[১]

'জাতকে' উচ্ছেদ-বাদের এই পরিচয় আছে,

"দেবতা কল্পনা-মাত্র,—পরলোক নাই।
জীবের যা কিছু সুখ, ইহলোকে ঘটে।
পাপ-পুণ্য-ফল সব হেথায় প্রকটে॥
করি দান ফলে তার হবে স্বর্গ-লাভ।
একথা কেবল না কি মূর্খের প্রলাপ॥

* * *

এ উচ্ছেদ-বাদে ।"[২]

উহাকে 'নাস্তিক-বাদ' ও বলা হইয়াছে। তারপর উহাকে এই বলিয়া নিংদা করা হইয়াছে যে উহা "মূর্খের প্রলাপ",—'মিথ্যা-বাদ'।

বুদ্ধ নাস্তিকবাদকে নিংদা করিতেন।[৩] তিনি বলিতেন যে নাস্তিকগণ "তমো-পরায়ণ।[৪] তিনি আরও বলিতেন যে তাঁহার পূর্ববর্তী কাশ্যপ বুদ্ধও নাস্তিক-বাদের নিংদা করিয়াছিলেন।

১। সংযুত্তনি, (৪৪।১০।৬) [৪ খং, ৪০০-১ পৃ]

২। মহাময়ূর-জাতক (৪৯১) [বংগভাষাংতর, ৪ খং, ২৩০ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—

"উচ্ছেদবাদী বলিতেন যে কেহই ইহলোক হইতে পরলোকে যায় না, ইহলোকে সব বিনষ্ট হয়।" —(মহাবোধি-জাতক (৫২৮) [বংগভাষাংতর, ৫ খং, ১৩৯ পৃ])

৩। দ্রষ্টব্য—সংযুত্তনি খংদ-সংযুত্ত, উপায়-বগ্গ, (১২।৬২।২০)][৩ খং, ৭৩ পৃ], অংগুত্তরনি, চতুক্ক-নিপাত, উরুবেলা-বগ্গ, (৩০।৫) [২ খং, ৩১ পৃ]

৪। বুদ্ধ নাস্তিকগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন,—(১) "তমো-তম-পরায়ণ" এবং (২) "জ্যোতি-তম-পরায়ণ।" কোশল রাজ প্রসেনজিত্‌কে তিনি বলেন,

"দলিদ্দো পুরিসো রাজা অসদ্ধো হোতি মচ্ছরী।
কদরিয়ো পাপ-সংকপ্পো মিচ্ছাদিট্ঠি অনাদরো॥
সমণে ব্রাহ্মণে বাপি অঞ্ঞে বা পি বনিব্বকে।
অক্কোসতি পরিভাসতি নত্থিকো হোতি রোসকো॥
দদমানং নিবারেতি যাচমানানাং ভোজনং।

"নত্থিক-দিট্ঠী বিসমা তুবন্নযা।"[১]

'নাস্তিক-দৃষ্টি বিষম ও তুবন্নব।' সুতবাং বুদ্ধ নাস্তিক-বাদী ছিলেন না।

আত্মার স্বরূপ

আত্মাব স্বরূপ বুদ্ধ কি বলিযা মনে করিতেন,—তাহাব উক্তিসমূহে উহাব কি আভাস পাওযা যায, তাহাবও আলোচনা কর্তব্য।

আত্মা সংবংধে তাঁহাব 'ইহা নহে, ইহা নহে' বলিযা নিষেধমুখী উক্তিসমূহ হইতে মনে হয যে বুদ্ধ আত্মাকে মন-বাণীব অগোচর, দেশ ও কালেব অতীত, বলিযা মনে কবিতেন। রূপাদি যে আত্মা নহে, কিংবা হইতে পাবে না, বুদ্ধ তাহাব এই হেতু প্রদর্শন কবিয়াছেন যে ঐ সকল অনিত্য, বিকাবী, বোগাধীন এবং দুঃখপ্রদ। তাহাতে বোধ হয় যে তিনি আত্মাকে নিত্য, নির্বিকাব, নীবোগ এবং দুঃখাতীত (বা সুখ-স্বরূপ) মানিতেন। আত্মা বিষয়ে ভাগবতধর্মেব সিদ্ধাংতও ঠিক তাহাই।

কোন সমযে বুদ্ধ আত্মা সংবংধে ছয দৃষ্টিকে খংডন কবেন। উহাদিগকে তিনি এই নিংদা কবেন যে

"হে ভিক্ষুগণ! এই সকলকে বলা হয় দৃষ্টি-গত, দৃষ্টি-গহন, দৃষ্টি-কাংতাব, দৃষ্টি-বিশুক, দৃষ্টি-কুদ্দাল, দৃষ্টি-সংযোগণ। হে ভিক্ষুগণ। দৃষ্টিব ফাঁদে নিবদ্ধ অশ্রুতবান পৃথক্জন জন্ম, জবা, মবণ, শোক, পবিবেদনা, দৌর্মনস্য-উপায়াস হইতে ছুটে না,—দুঃখ হইতে মুক্ত হয় না। ইহাই আমি বলি।"[২]

ঐ সকল আত্মবাদেব কোনটি ভাগবতধর্মেবও মান্য নহে। উহাদেব একটি এই যে,—আত্মা বক্তা, অনুভব-কর্তা, অনুভব-যোগ্য, কর্তা এবং স্বকৃত কর্মেব ভালমন্দ ফলেব ভোক্তা, ঐ আত্মা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপবিণাম-ধর্মা এবং

তাদিসো পুরিসো বাজা মীয়মানো জনাধিপ।
উপেতি নিরয়ং ঘোবং তমো-তম-পবায়নো॥ (৯)
অড্ঢো বে পুবিসো বাজা· ··।
·· ·· জ্যোতি-তম-পবায়নো॥ (১০)
(—সংযুত্তনি, কোমল-সংযুত্ত, ততিয-বগ্গ, (৩।৩।১।৯, ১০) [১ খং, ৯৬ পৃ]

১। সুত্তনিপাত, ২৪৩ (আমগংধসুত্ত, ৫)

২। মজ্ঝিমনি, সব্বাসবসুত্ত (২), ১ খং; আবও দ্রষ্টব্য—ঐ, অলগদ্দুপম-সুত্ত (২২)

শাশ্বতকাল ঐ ভাবেই থাকিবে। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি, ঐ বাদ মতে, আত্মাতে শাশ্বতকাল থাকে বলিয়া আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম হয়। স্বাভাবিক ধর্ম হইতে কেহ কখনও মুক্ত হইতে পারে না। সেই কারণে ঐ বাদের ফল এই দাঁড়ায় যে আত্মা কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং জন্মাদি হইতেও কখনও মুক্ত হইতে পারে না। তাই বুদ্ধ সত্যই বলিয়াছেন যে ঐ দৃষ্টিতে নিবদ্ধ ব্যক্তি কখনও জন্মাদি হইতে ছুটে না, দুঃখ হইতে মুক্ত হয় না। যাহা হউক, তাহাতে জানা যায় যে বুদ্ধ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিকে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন না। ভাগবতধর্মের সিদ্ধান্তও তাহাই।

বলেন নাই কেন?

এইখানে এই শংকা করা যায়,—বুদ্ধ যদি প্রকৃত পক্ষেই আত্মার সদ্ভাব মানিতেন এবং উহার স্বরূপ ঐ প্রকার বলিয়া মনে করিতেন, তবে তিনি তাহা স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত করেন নাই কেন? তাহাকে "অব্যাকৃত" রাখিয়াছেন কেন? ঐ বিষয়ে কেহ কখনও তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়া, উহাকে "স্থাপিত ও প্রতিক্ষিপ্ত" করিতেন কেন? এই শংকা খুবই স্বাভাবিক। পরন্তু ঐ বিষয়ে বুদ্ধের ঐ নীতির একাধিক হেতু অনুমান করা যায়।

এক হেতু এই যে, বুদ্ধ, যেমন ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, মনে করিতেন যে,—তাঁহার মনে এই আশংকা সতত হইত যে, কোন এক দৃষ্টি থাকিলে অপরের সহিত, যাহারা ভিন্ন দৃষ্টি পোষণ করে, উহাদের কাহারও না কাহার সহিত বাদ বিবাদ হয়। সেইহেতু কোন এক দৃষ্টিতে অভিনিবেশ-কারীর জীবন সুখে অতিবাহিত হইতে পারে না। বাদ-বিবাদ থাকিলে রাগদ্বেষ থাকে, সুতরাং নির্বাণ লাভ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যাহার কোন দৃষ্টিতে অভিনিবেশ থাকে না, তাহার কাহারও সহিত বাদ-বিবাদ হইতে পারে না, সে "কেন কথং বদেয্য" ('কাহার সহিত কি প্রকারে (বা কি লইয়া) বাদ-বিবাদ করিবে?')। বাদ-বিবাদ থাকে না বলিয়া তাহার রাগ দ্বেষও থাকে না, সুতরাং সে নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই বুদ্ধ বলিতেন যে, ভিক্ষু কোন দৃষ্টি রাখিবেই না। তাহাতে তাহার কাহারও সহিত বাদ-বিবাদও হইবে না।

বুদ্ধের সময়ে আত্মা সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচলিত ছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন প্রকারের মতবাদ অংগীকার করা হইত, এবং ঐ সকল মতবাদের খণ্ডন-মণ্ডন লইয়া বিভিন্ন সংপ্রদায়ের মধ্যে স্বল্প-বিস্তর বাদ-বিবাদ ও হইত। আত্মা সম্বন্ধে স্পষ্টবাক্যে কিছু বলিলে, ঐ সকল মতবাদের কোন একটিকে অংগীকার এবং মণ্ডন করিলে, কিংবা উহাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নূতন এক মতবাদ প্রপংচিত করিলে, ঐ বাদ-বিবাদের ভাগী হইতে হইবে কিংবা উহার বৃদ্ধি পাইবে,—তাঁহার অনুগামীগণ ঐ মতবাদ লইয়া অপরের সংগে বাদ-বিবাদ করিবে,—এই আশংকায় বুদ্ধ কিছু বলিতেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এড়াইয়া যাইতেন।

ওলডেনবার্গ বলেন, "আত্মার সদ্ভাবের নিষেধ বুদ্ধ যদি পরিহার করেন, দুর্বল-চিত্ত শ্রোতাকে তীব্র আঘাত না দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি তদ্রূপ করেন। আত্মার সদ্ভাব বা অসদ্ভাব বিষয়ক প্রশ্নের পরিহারের ভিতর দিয়া সেই উত্তর শ্রুত হয় যাহার প্রতি বৌদ্ধ শিক্ষার প্রতিজ্ঞাসমূহ ঝুঁকিয়াছিল, আত্মা নাই।'[১] অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই মত অংগীকার করিলে ইহাও মনে করিতে হইবে বুদ্ধ ইচ্ছা-পূর্বকই, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই সত্যকে ছদ্ম-বেশ দ্বারা গোপন করিয়া-ছিলেন, তারপর ওলডেনবার্গের এই মত যদি সত্য হয়, তবে নির্বাণ দাঁড়াইবে বিনাশকে, যাহা বুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। নির্বাণ শূন্যে নিপতন নহে, পরন্তু কেবল সন্তত-প্রবাহের অস্বীকার এবং আত্মার আপনাতে প্রত্যাগমন মাত্র। ইত্যাদি।[২]

"An important new reason is given for the reticence of the Buddha on these issues He is silent, not merely because knowledge of these matters does not tend to Nirvana, but because men hold various opinions regarding them (Udān, p 11, SN V 437, DN 1, 179)

—Keith, *Bud Phil.* p 44

১। Oldenberg *Buddha*, p 273
২। S Radhakrishnan, *Ind Phil*, I, p 386

কতটা বলিতেন

বুদ্ধ যে আত্মা কিংবা অপর কোন বিষয়ে কোন দৃষ্টি রাখিতেন না কিংবা ব্যাখ্যা করিতেন না, তাহা নহে। ইহা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, মনুষ্যগণকে সংসারে বিরক্ত করিয়া নির্বাণে লইয়া যাওয়া। যেই বিষয় যতটা বলিলে সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধির অনুকূল হইবে কিংবা তাহার জন্য প্রয়োজনই, বুদ্ধ সেই বিষয়ে ততটা মাত্র সাক্ষাৎভাবে স্পষ্ট বাক্যে ব্যাক্ত করিতেন, ততোধিক করিতেন না। রূপাদিকে 'ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে' ইত্যাদি বলিয়া ভাবনা উহাদিগের প্রতি রাগ বিনাশের উপায়। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"হে ভিক্ষুগণ। এইরূপ দর্শনকারী জ্ঞানী আর্যশ্রাবকের রূপের প্রতি, বেদনার প্রতি, সংজ্ঞার প্রতি, সংস্কারের প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ উপস্থিত হয়, নির্বেদ হইতে তাহার বিরাগ উপস্থিত হয়, বিরাগ হইতে সে বিমুক্তি লাভ করে।[১] সেই কারণে বুদ্ধ উহা বিশেষভাবে বার বার ব্যাক্ত করিয়াছেন এবং উহা ভাবনা করিতে বার বার উপদেশ দিয়াছেন।[২]

মধ্যপংথা

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধার্মিক আচারানুষ্ঠান বিষয়ে বুদ্ধ, কৃষ্ণের ন্যায় মধ্যপংথা-বাদী ছিলেন।[৩] দার্শনিক সিদ্ধাংতেও তিনি মধ্যপংথা-বাদ অবলংবন করেন। যথা, কাত্যায়ন-গোত্রীয় জনৈক ভিক্ষুকে বুদ্ধ বলেন,

"হে কাত্যায়ন। এই লোক দ্বয়-মিশ্রিত,—যথা অস্তিতা এবং নাস্তিতা।(৪)

১। বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ১৷৬৷৪৬

২। সাংখ্যশাসত্রেও সেই উপদেশ আছে। (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। জৈন শাস্ত্রেও সেই প্রকার উপদেশ আছে।

"সমাই পেহাই পরিব্বয়ংতো,
সিয়া মণো নিসসরই বহিদ্ধা।
ন সা মহং নো বি অহং পি তীসে,
ইচ্চেব তাও্মো বিণএজ্জ রাগং॥"

—(দশবৈকালিক সূত্র, ২৷৪)

'সমভাবে থাকিয়া পরিব্রজন করিতে করিতে মন যদি কদাচিৎ বাহিরে যায়, তবে এই বিচার করিয়া যে 'ইহা আমার নহে, আমিও ইহার নহি', (বিষয়ে) রাগকে বিনাশ করিবে।'

৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"হে কাত্যায়ন। লোকের সমুদয়কে যথাভূত সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিলে, যাহা লোকে নাস্তিতা, তাহা হয় না। হে কাত্যায়ন। লোকের নিরোধকে যথাভূত সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিলে, যাহা লোকে অস্তিতা তাহা হয় না।(৫)

"হে কাত্যায়ন। 'সর্ব আছে'—ইহা এক অংত। 'সর্ব নাই'—ইহা দ্বিতীয় অংত।"

হে কাত্যায়ন। তথাগত ঐ উভয় অংতে উপগমন না করিয়া মধ্যেই ধর্ম উপদেশ করেন।(৭)

"সংস্কারসমূহ অবিদ্যা-প্রত্যয়।"

"অবিদ্যার অশেষ বিরাগ, নিরোধ হইলে সংস্কার সমূহের নিরোধ হয়।(৮)[১] আনংদ ছন্নের নিকট বুদ্ধের ঐ উক্তি বিবৃত করেন।[২] ব্রাহ্মণ জানুশ্রেণীকেও বুদ্ধ সেই প্রকার বলেন।

"হে গৌতম। 'সর্বং অস্তি' (সর্ব আছে),—ইহা কি?"

"হে ব্রাহ্মণ। 'সর্ব আছে'—ইহা এক অংত।

"তবে হে গৌতম! 'সর্বং নাসতি' (সর্ব নাই),—ইহা কি?"

"হে ব্রাহ্মণ। 'সর্ব নাই',—ইহা দ্বিতীয় অংত।"

"হে ব্রাহ্মণ। তথাগত এই উভয় অংতে উপগমন না করিয়া মধ্যেই ধর্ম উপদেশ করেন।"

"সংস্কারসমূহ অবিদ্যা-প্রত্যয়" ইত্যাদি।[৩]

এই সকল হইতে জানা যায় যে বুদ্ধ কোন বস্তুকে আছেও বলিতেন না, নাইও বলিতেন না। সেই কারণে তিনি আত্মা আছে কি নাই, তাহা স্পষ্ট বাক্যে বলিতেন না। তিনি বলিয়াছেন,

"অত্তং নিরত্তং ন হি তস্স অত্থি
অধোসি সে দিট্ঠিমিধ এব সব্বা॥'[৪]

'তাহার (ভিক্ষুর) আত্মা ও নিরাত্মা নাই, কেননা, সে ইহসংসারে সমস্ত দৃষ্টিকেই পরিত্যাগ করিয়াছে।' এই উক্তির শেষাংশ অক্ষরশ সত্যাং নহে।

১। সংয়ুত্তনি নিদানসংয়ুত্ত, আহারবগ্গ, (১২।১৫।৪-৫, ৭-৮) [২ খং ১৭ পৃ]
২। ঐ, ঐ, ঐ, (২২।৯০।১৬-৭) [২ খং, ১৩৪-৫ পৃ]
৩। ঐ, ঐ, গহপতিবগ্গ, (১২।৪৭।৩-) [২ খং, ৭৬ পৃ]
৪। সুত্তনিপাত, ৭৮৭ (দুট্ঠট্ঠকসুত্ত, ৮)

কেননা, উপরে উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধ অস্তি-নাস্তি-দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া "মধ্যেই ধর্ম উপদেশ করেন", প্রতীত্য-সমুৎপাদই ঐ উপদেশ।[১] উহাও নিশ্চয় এক দৃষ্টি।

'ললিতবিস্তরে' আছে

"অস্তিনাস্তিবিনির্মুক্তমাত্মানৈরাত্ম্যবর্জিতং।
প্রকৃত্যা জাতিনির্দেশং ধর্মচক্রমিহোচ্যতে॥"[২]

শাশ্বত-দৃষ্টি এবং উচ্ছেদ-দৃষ্টি

মধ্যপন্থী বুদ্ধ আত্মা বিষয়ে শাশ্বত-দৃষ্টি এবং উচ্ছেদ-দৃষ্টি উভয়কেই পরিত্যাগ করিতে বলিতেন। ঐ দুই দৃষ্টি কি,—তাহা তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"হে ভিক্ষুগণ! দুই দৃষ্টিতে পরিজুষ্টিত দেবগণ এবং মনুষ্যগণ, কেহ কেহ আসক্ত থাকে ('ওলীয়ংতি') কেহ কেহ অভিধাবন করে, কিংবা চক্ষুষ্মান হইয়া দেখে। হে ভিক্ষুগণ! কেহ কেহ আসক্ত থাকে কি প্রকারে? হে ভিক্ষুগণ! (যে) দেবগণ এবং মনুষ্যগণ ভবারাম, ভবরত, ভব-সংমুদিত, তাহাদের চিত্ত ভব-নিরোধার্থ ধর্ম উপদিষ্ট হইলে, প্রস্কংধিত হয় না, প্রসাদগ্রস্ত হয় না, সংস্থিত থাকে না, অধিমুক্ত হয় না। এই প্রকারেই, হে ভিক্ষুগণ! কেহ কেহ আসক্ত থাকে। কি প্রকারে, হে ভিক্ষুগণ! কেহ কেহ অতিধাবন করে? আবার কেহ কেহ ভবেই অস্থিয়মান, হারাযমান, জুগুপ্সামান হইয়া বিভবকে অভিনংদিত করে,—(এই ভাবিয়া যে) "এই আত্মা নিশ্চয়ই, কায় ভিন্ন হইবার পর উচ্ছিন্ন হইবে, বিনষ্ট হইবে, মরণের পরে থাকিবে না, ইহাই সাধু, ইহাই প্রণীত, ইহাই যথার্থ। এই প্রকারেই হে ভিক্ষুগণ! কেহ কেহ অভিধাবন করে। কি প্রকারে হে ভিক্ষুগণ! চক্ষুষ্মান হইয়া দেখে? ইহজগতে, হে ভিক্ষুগণ!

১। আরও দ্রষ্টব্য—সংযুত্তনি, (১২।১৭।১৫) [২ খং, ২০-১ পৃ], (১২।১৮।২৩) [২ খং, ২৩ পৃ] ইত্যাদি।

২। ললিতবিস্তর, ২৬ অধ্যায় (লেফ্‌মেন সং, ৪২৬ পৃ)

নাগার্জুন বলেন,

"অস্তীতি শাশ্বতগ্রাহো নাস্তীত্যুচ্ছেদদর্শনম্।
তস্মাদস্তিত্বনাস্তিত্বে নাশ্রীয়েত বিচক্ষণ॥"

—(মাধ্যমিক কারিকা, ১৫।১০)

ভূতকে ভূতত দেখে, ভূতকে ভূতত দেখিয়া উহাব নির্বেদার্থ, বিবাগার্থ, নিবোধার্থ, প্রতিপন্ন হয। এই প্রকাবেই হে ভিক্ষুগণ চক্ষুষ্মান হইবা দেখে।"[১]

আচার্য বুদ্ধ ঘোষ লিখিয়াছেন, "'সত্ত্ব শাশ্বত' ইহা গ্রহণ-কাবীগণ আসক্ত থাকে' বলা হব, ('সত্ত্ব, কাব ভিন্ন হইবাব পব) উচ্ছিন্ন হয়',—ইহা গ্রহণ-কাবীগণ 'অভিধাবন কবে' বলা হয়।" ইহাবই সমর্থনে তিনি বুদ্ধেব ঐ বচন উদ্ধৃত কবিযাছেন।

'সংযুত্ত-নিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে[২] বুদ্ধ বলেন, "সেই আত্মা আছে, সেই লোক আছে, সে পুনর্জন্ম গ্রহণ কবে, (সে) নিত্য, ধ্রুব, অবিপবিনাম-ধর্মী'—ইহা শাশ্বত দৃষ্টি, আব "আমি ছিলাম না, আমাব ছিল না, আমি থাকিব না, আমাব থাকিবে না",—ইহা উচ্ছেদ-দৃষ্টি।

তাত্পর্য এই যে,—আত্মা দেহের উত্পত্তিব পূর্বে ছিল না এবং দেহেব বিনাশের পরেও, দেহপাতেব পবেও থাকিবে না। অপর কথায়, আত্মা দেহেব সংগে-সংগেই উত্পন্ন হয় এবং দেহেব সংগে-সংগেই বিনষ্ট হয়, ইহা উচ্ছেদ দৃষ্টি, আর আত্মা দেহেব উত্পত্তিব পূর্বেও ছিল এবং দেহপাতেব পবেও থাকিবে,—উহা কর্ম কবে, উহাব বিপাক ভোগে, এবং সেই কাবণে বারংবাব জন্ম-মৃত্যু-গ্রস্ত হইতে থাকে। উহাব এই ধর্মেব কোন পবিবর্তন হব না, এই প্রকাবে উহা নিত্য (=উত্পাদ-বহিত), ধ্রুব (=বিনাশ-বহিত) এবং অবিপবিণামধর্মী বা শাশ্বত,—ইহা শাশ্বত-দৃষ্টি। উচ্ছেদ-দৃষ্টি মানিলে কর্মবাদ মানা যায় না। বুদ্ধ কর্মবাদ মানিতেন, সেই কারণে তিনি আত্মা বিষয়ে উচ্ছেদ-দৃষ্টি মানিতেন না। শাশ্বত-দৃষ্টি মানিলে কর্ম-বাদ থাকে বটে, পবংতু নির্বাণ-বাদ মানা যায় না, জন্ম-মৃত্যু-পবংপবা হইতে জীবেব ছুটকাবা হইবে মানা যায় না। জন্ম-মৃত্যু-পবংপবাকে বুদ্ধ দুঃখ মনে কবিতেন। স্নতরাং শাশ্বত-দৃষ্টি মানিলে, ইহাও মানিতে হইবে যে দুঃখ হইতে জীবেব পবিত্রাণ কখনও হইতে পাবে না, বুদ্ধ মুক্তি-বাদ মানিতেন। সেই কাবণে তিনি আত্মা বিষবে শাশ্বত-দৃষ্টি মানিতেন না। মুক্তি-বাদকে মানিয়া, উচ্ছেদ-বাদকেও মানিলে ইহাও মানিতে হইবে যে মবণই মোক্ষ। বুদ্ধ বলিতেন, "ন অত্থি মবণন্তা মোক্খো" ('মবণ হইলেই মোক্ষ হয় না')।[৩] সেই কাবণে তিনি উচ্ছেদ-দৃষ্টি মানিতেন না।

১। এই বচন কোথাকাব জানা নাই। আচার্য বুদ্ধঘোষ উহাকে উদ্ধৃত কবিয়াছেন। (বিসুদ্ধিমগ্গ, ৫৯৪ পৃ)
২। সংযুত্তনি, ২১।৮।৯
৩। মহানিদ্দেসে (৬।১ (১২১ পৃ)) দ্রত।

ইহা বলা বাহুল্য হইবে যে, আত্মা বিষয়ে, এই ব্যাখ্যা অনুসারে, শাশ্বত-দৃষ্টি এবং উচ্ছেদ-দৃষ্টি ভাগবতধর্মেরও মান্য নহে। কেননা, উহাও ঠিক বৌদ্ধ ধর্মেরই ন্যায়, কর্মবাদ এবং মুক্তিবাদ মানে।

ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যা মতে প্রতীত্য-সমুৎপাদ-বাদ উচ্ছেদ-বাদ ও শাশ্বত-বাদকে নিষেধ করে। বুদ্ধ প্রতীত্য-সমুৎপাদ-বাদ মানিতেন,—উহাকেই তাহার ধর্ম বলিতেন।[১] সেই কারণে উচ্ছেদ-বাদও শাশ্বত-বাদ উভয়কেই তিনি পরিত্যাগ করেন।

আত্মা ও আত্মীয়

বুদ্ধ কখন কখন বলিয়াছেন যে, আত্মা থাকিলে, আত্মীয়ও থাকিবে। আত্মীয় থাকিলে, আত্মাও থাকিবে। আত্মা ও আত্মীয়ের অবিনাভাব আছে।

"হে ভিক্ষুগণ। আত্মা থাকিলে পরে, '(ইহা) আমার আত্মীয়'—ইহাও হইতে পারে?"

"হাঁ ভংতে।"

"ভিক্ষুগণ। আত্মীয় থাকিলে, '(ইহা) আমার আত্মা'—ইহাও হইতে পারে?"

"হাঁ ভংতে।"

"ভিক্ষুগণ। আত্মা এবং আত্মীয় সত্যত স্থিতত উপলব্ধ হইলে পরে, এই দৃষ্টিস্থানও থাকিবে—'সেই লোক আছে, সেই আত্মা আছে, আমি মরিয়া সেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, নির্বিকার হইব, এবং শাশ্বতী সমা তেমনই স্থিত থাকিব।' ইহা, হে ভিক্ষুগণ। কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম ভিন্ন অন্য নহে।"[২]

বুদ্ধের মতে, "পুত্রবান (ব্যক্তি) পুত্র দ্বারা শোকগ্রস্ত হয়। সেই প্রকার, গোবান (ব্যক্তি) গো দ্বারা শোকগ্রস্ত হয়। (সুতরাং) উপাধিই মনুষ্যের শোচন। যে নিরুপাধি সেই নিশ্চয় শোকগ্রস্ত হয় না।"[৩]

১। পূর্বে পৃষ্ঠা

২। মজ্ঝিমনি, অলগদ্দূপমসুত্ত (২২) [১ খং, ১৩৮ পৃ]

৩। সংযুত্তনি, মারসংযুত্ত, নংদনসংযুত্ত (৪।১।৮।২-৩) [১ খং, ১০০-৮]; সুত্তনিপাত, ৩৩-৪ (ধনিয়সুত্ত, ১৬-৭)

সুতরাং আত্মীয় থাকিতে জীব অশোক হইতে পারে না। আত্মা থাকিলে আত্মীয়ও থাকিবে। অতএব আত্মা থাকিতে অশোক হওয়া যায় না। তাই তিনি বলেন যে,

"হে ভিক্ষুগণ। আমিও এমন আত্ম-বাদ-স্বীকার দেখি না, যেই আত্ম-বাদস্বীকারকে স্বীকার করিলে শোক-পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস উত্পন্ন হইবে না।"[১]

ঐখানে বুদ্ধ 'অহং' (বা 'আমি') বুদ্ধিকেই 'আত্মা', এবং 'মম' (বা 'আমার') বুদ্ধিকেই 'আত্মীয়' বলিয়াছেন।[২] অহং-মম-বুদ্ধি বিনষ্ট না হইলে যে মুক্তি লাভ হয় না, তাহা যেমন বৌদ্ধধর্মের, তেমন ভাগবতধর্মেরও মান্য। উহা পরে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইবে। এইখানে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে আত্মীয় বা মম বুদ্ধি না গেলে তৃষ্ণা যাইবে না, তৃষ্ণা না গেলে দুঃখ যাইবে না। তাই যতক্ষণ আত্মীয় বুদ্ধি যাইবে না, ততক্ষণ দুঃখ যাইবে না, আত্মা বা অহং বুদ্ধি থাকিলে, আত্মীয় বুদ্ধিও থাকিবে। সুতরাং যতক্ষণ আত্মা বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ দুঃখও থাকিবে। তাই বুদ্ধ বলেন যে দুঃখ হইতে নির্বাণ লাভ করিতে হইলে আত্মা বা অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে। আত্মা বাস্তব সত্য হইলে উহার নাশ হইতে পারে না। তাই বুদ্ধ বলেন যে আত্মা নাই অর্থাৎ আত্মা নিত্য নহে। ইহাই তাঁহার অনাত্মবাদ।

ইহা বলা যাইতে পারে যে সাংখ্যদর্শনের মতে, অহংত্ব বা অহংকার এবং মমত্ব—উভয়েই "প্রাকৃত', বস্তুত পুরুষের নহে, প্রকৃতি "অহংকার-কৃতাত্মা", আর "মমত্ব অহংকার-কৃতাত্মক", প্রাকৃত মমত্ব দ্বারা প্রধর্ষিত হইয়াই পুরুষ নানা যোনিসমূহে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।[৩]

১। মজ্ঝিমনি, অলগদ্দূপমসুত্ত (২২) [১ খং,

২। মহাযান বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনও তাহা বলিয়াছেন,

"আত্মন্যসতি চাত্মীয়ং কুত এব ভবিষ্যতি।
নির্মমো নিরহংকারঃ শমাদাত্মাত্মনীনয়োঃ॥"

—(মাধ্যমিক কারিকা, ১৮:২)

৩। মহাভা, ১২।৩০৭।৩৪-৮, আরও দ্রষ্টব্য—

"অহংকর্তেতি চাপ্যন্যো পুণস্তত্র ।
মমায়মিতি যেনায়ং মন্যতে ন মমেতি চ॥"—(মহাভা, ১২।৩২০।১০৪)

সুতবাং জন্ম মৃত্যুপবংপবা হইতে মুক্ত হইতে হইলে মমত্ব পবিত্যাগ কবিতে হইবে, আব উহাব বীজ অহংত্বকে পবিত্যাগ না কবিলে মমত্ব যাইবে না। আবাব প্রকৃতিকে পবিত্যাগ কবিলেই 'অহং' যাইবে।[১]

ব্যবহারিক সদ্ভাব

আত্মা ও আত্মীয় (বা অহং ও মম) বুদ্ধিব পবিত্যাগের কথাতে উহাদেব সদ্ভাবও স্বীকৃত হইয়া গিবাছে। পবন্তু ঐ সদ্ভাব পাবমার্থিক হইতে পাবে না। কেননা, পাবমার্থিক হইলে উহাদেব পবিত্যাগ হইতে পাবিত না। সুতবাং অহং-মমভাবেব ব্যবহাবিক সদ্ভাব বুদ্ধ স্বীকাব কবিয়াছেন। তিনি বলেন যে এমন কি যিনি অর্হত্, তিনিও।

"অহং বদামীতি পি সো বদেয্য মম বদংতীতি পি সো বদেয্য" অর্থাত্ 'আমি' ও 'আমাব' ব্যবহাব কবিয়া থাকেন। তবে তিনি ব্যবহাব মাত্রেই ব্যবহাব কবিবা থাকেন।

"লোকে সমঞ্ঞং কুশলো বিদিত্বা বোহাবমত্তেন সো বোহবেয্যাতি।" 'কুশলকে বিদিত হইয়া লোকে সমজ্ঞ হইবা ব্যবহাব মাত্রেই তিনি ব্যবহাব করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাব কোন অভিমান থাকে না।[২]

বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"অত্তা হি অত্তনো নাথো অত্তা হি অত্তনো গতি" ইত্যাদি।[৩] তাহতে আত্মার সদ্ভাব তিনি স্বীকাব করিবাছেন। পববর্তী বৌদ্ধ পংডিতগণ বলেন যে ঐ সকল স্থলে বুদ্ধ ব্যবহাবিক দৃষ্টিতেই আত্মার সদ্ভাব অংগীকার কবিয়াছেন, ঐ ব্যবহাবিক আত্মা চিত্তই।[৪]

১। "অপেত্যাহমিমাং হিত্বা সংশ্রয়িষ্যে নিরাময়ম্।"—(মহাভা, ১২।৩০৭।৩৮ ২)।

২। "পহীনমানস্স ন সংতি গংথা।
বিধূপিতা মানগংথস্স সব্বে॥
স বীতিবত্তো বমতং সুমেধো।
অহং বদামীতি পি সো বদেয্য॥
মমং বদংতীতি পি সো বদেয্য।
লোকে সমঞ্ঞং কুশলো বিদিত্বা।
বোহাবমত্তেন সো বোহরেয্যাতি"॥
—(সংযুত্তনি, দেবতাসংযুত্ত (১।৩।৫) [১ খং, ১৪।৫ পৃ])।

৩। পূর্বে ৩৫, ৪৭ পৃষ্ঠা ৪। পবে ৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা

ব্যবহারে জীবকে বৌদ্ধ শাস্ত্রে সত্ত্ব, প্রাণ, ভূত, পুগ্গল, আত্মভাবপর্যাপন্ন, প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।[১] 'সত্ত্ব' সংজ্ঞার নিরুক্তি বুদ্ধ এই প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন।

"রূপে খো, রাধ, যো ছন্দো, যো রাগো, যা নন্দী, যা তণ্হা, তত্র সত্তো, তত্র বিসত্তো, তস্মা সত্তো তি বুচ্চতি, বেদনায়, সঞ্ঞায়, সংখারেসু, বিঞ্ঞানে যো ছন্দো, যো রাগো, যা নন্দী, যা তন্হা, তত্র সত্তো, তত্র বিসত্তো, তস্মা সত্তো তি বুচ্চতি তি।"[২]

অর্থাৎ রূপাদি পঞ্চস্কন্ধে ছন্দ, রাগ, নন্দী বা তৃষ্ণায় সক্ত, বিসক্ত বলিয়া 'সত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন বুদ্ধ ঘোষ বলিয়াছেন, 'যাঁহারা বীতরাগ তাঁহাদিগেতেও ঐ ব্যবহার রূঢ়িশব্দে অবশ্য আছে।[৩] 'পুগ্গল' সংজ্ঞার নিরুক্তি, তাঁহার মতে এই,—'পুন্' (অর্থাৎ নিরয়ে) 'গলংতি' (অর্থাৎ গমন করে) বলিয়া 'পুগ্গল'। 'আত্মভাব' বলে শরীরকে বা পঞ্চস্কন্ধকে, ঐ আত্মভাবে 'পর্যাপন্ন' বা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া জীব 'আত্ম-ভাব পর্যাপন্ন।'[৪]

আত্ম-জ্ঞান ও আত্মজ্ঞ

বুদ্ধ কখন কখন আত্মাকে জানিতে উপদেশ দিয়াছেন। যথা, 'বিনয়পিটকে' বিবৃত হইয়াছে এক পলায়িতা নারীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত কতিপয় যুবককে বুদ্ধ বলেন, 'যদি তোমরা আত্মাকে অন্বেষণ করিতে তাহা শ্রেয়তর হইত না কি?'[৫] "দীঘনিকায়ে আছে, "সত্-পুরুষ-ধর্মসমূহ সাতটি। হে আবুস্। ভিক্ষু ইহজগতে ধর্মজ্ঞ হয়, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষজ্ঞ, এবং পুদ্গলজ্ঞ।"[৬] 'অংগুত্তর নিকায়ে'ও উক্ত হইয়াছে যে ভিক্ষু ঐ সাত সত্ পুরুষ ধর্ম সমন্বাগত হয়।[৭] ঐ আত্মাকে সংধান করার, তথা আত্মজ্ঞ হওয়ার, কথা হইতে মনে হইতে পারে যে বুদ্ধ আত্মার সদ্ভাব মানিতেন। শ্রীমতী রীজডেভিড্স অধিকংতু মনে করেন যে "What Budda understood by the 'Self' is the God, who is the self of you" (আত্মা শব্দ দ্বারা বুদ্ধ যাহা বুঝিতেন, তাহা

১। যথা দ্রষ্টব্য—পটিসংভিদামগ্গ [২ খং, ১৩১ পৃ]
২। সংযুত্তনি [৩খং, ১৯০ পৃ]
৩। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৯ পরি, ৩১০ পৃ।
৪। ঐ, ৯ পরি, ৩১০ পৃ
৫। 'বিনয়পিটক', মহাবগ্গ, ১।১৪
৬। দীঘনি, সংগীতিপরিয়ায়-সুত্ত (৩৩) [৩ খং, ২৫২ পৃ], দসুত্তর-সুত্ত (৩৪) [৩ খং, ২৮৩ পৃ]।
৭। অংগুত্তরনি [৪ খং, ১১৩ পৃ]

ঈশ্বরই, যিনি তোমার আত্মা')। পরন্তু, যেমন বীণ্টার্নীজ বলিয়াছেন,[১] বৌদ্ধ শাস্ত্রের 'আত্মাকে সন্ধান করার বা জানার তাত্পর্য এই হইতে পারে যে "আত্মা বিষয়ে, তথ্যকে জান, যেমন 'অনাত্ম-লক্ষণ সূত্রে' তথা আরও অনেক সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, অর্থাত্ পাঁচ স্কন্ধসমূহ নিত্য আত্মা নহে।" এই মতের সমর্থনে বীণ্টার্নীজ 'আত্মজ্ঞ' সংজ্ঞার 'অংগুত্তরনিকায়ে' তাৎপর্য ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

"(ভিক্ষু) আত্মজ্ঞ কি প্রকারে হয় ?"

"হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু ইহজগতে আত্মাকে জানে যে 'আমি শ্রদ্ধায়, শীলে, শ্রুতে, ত্যাগে, প্রজ্ঞায় এবং প্রতিভানে এতাবত্ আছি।" হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু যদি আত্মাকে না জানে যে 'আমি শ্রদ্ধায়, শীলে, শ্রুতে, ত্যাগে, প্রজ্ঞায় এবং প্রতিভানে এতাবত্ আছি' তবে ইহজগতে 'আত্মজ্ঞ' বলিয়া উক্ত হইত না। যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু জানে যে 'আমি, শীলে, প্রতিভানে এতাবত্ আছি,' সেইহেতু 'আত্মজ্ঞ' বলিয়া উক্ত হয়।[২]

তবে বিণ্টার্নীজ ইহাও বলিয়াছেন যে

"পক্ষান্তরে, আত্মা ঐ শব্দের ব্যবহারিক অর্থে, কখনও অস্বীকৃত হয় নাই। ইহা অস্বীকৃত হয় নাই যে (এমন) এক আত্মা আছে, যাহা মনন করে, বলে, বোধ করে, কর্ম করে, এবং পুনর্জন্ম পরম্পরায় কর্মের ফলসমূহ ভোগ করে। কেবল ঐ আত্মাকে পরমার্থ সত্য, নিত্য এবং শাশ্বত চিরস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা দৃষ্টি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সুতরাং ঐ শব্দার্থে আত্মাকে অন্বেষণ করার বা জানার, আত্মাকে সংযত ও নিয়ত করার, কথা বলা, তথা মানুষ স্বকৃত কর্মের জন্য দায়ী বলা, সম্ভব।[৩]

অবৌদ্ধ লেখকদিগের মত

আত্মার সদ্ভাব বুদ্ধ মানিতেন কি মানিতেন না, সেই বিষয়ে প্রাচীন, তথা আধুনিক অবৌদ্ধ লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তাহার কিংচিৎ উল্লেখ আমরা এখানে সংক্ষেপে করিব।[৪]

১। Winternitz, "Self and non-Self in Early Buddhism", *Jha Com Vol*, pp 462-3

২। অংগুত্তরনি [৪ খং, ১১৩ পৃ]

৩। Winternitz, "Self and non-Self in Early Buddhism," *Jha Com Vol*, pp 462-3

৪। ঐ বিষয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ লেখকদিগের মত পরে উল্লিখিত হইবে।

উদ্দ্যোতকরের মত—ন্যায়াচার্য উদ্দ্যোতকর (৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ) মনে করেন যে বুদ্ধ আত্মার সদ্ভাব মানিতেন। সে কারণে যে বৌদ্ধ বলে যে 'আত্মা নাই', সে বুদ্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে। তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর আরও বলিয়াছেন,

"ন চাত্মানমনভ্যুপগচ্ছতা তথাগতদর্শনমর্থবত্তয়া ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যম্। ন চেদং বচনং নাস্তি সর্বাভিসময়সূত্রেঽভিধানাত্। তস্মান্নাস্ত্যাত্মেতি ব্রুবাণঃ সিদ্ধান্তং বাধত ইতি। তথা 'ভারং বো ভিক্ষবো দেশয়িষ্যামি, ভারহারং চ, ভারং পঞ্চস্কন্ধাঃ, ভারহারশ্চ পুদ্গল ইতি।" যশ্চাত্মা নাস্তীতি স মিথ্যাদৃষ্টিকো ভবতীতি সূত্রম্।[1]

'আরও যে আত্মাকে অভ্যুপগম করে না, সে তথাগতদর্শনকে অর্থবত্তার ব্যবস্থাপিত করিতে সমর্থ হয় না। (রূপাদি আত্মা নহে) এই বচন[2] যে নাই, তাহা নহে, কেননা, সমস্ত অভিসময় সূত্রে উহা অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং যে (বৌদ্ধ) বলে, 'আত্মা নাই' সে (বুদ্ধের) সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে। তথা, (বুদ্ধ বলিয়াছেন) "হে ভিক্ষুগণ। তোমাদিগকে ভারের এবং ভারহারের উপদেশ করিব, পঞ্চস্কন্ধই ভার এবং পুদ্গল ভারহার।" সূত্র এই যে "যে বলে 'আত্মা নাই' সে মিথ্যাদৃষ্টিক হয়।"

যোগ-ভাষ্যকার ব্যাস

পরন্তু তাঁহার বহু পূর্বে আচার্য ব্যাস, যিনি পাতঞ্জল-যোগদর্শনের ভাষ্যকার, লিখিয়াছেন যে বৌদ্ধগণ আত্মার সদ্ভাব মানেন না।

"এই প্রকারে বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষকে অপলাপকারী বৈনাশিকগণ কর্তৃক সর্বই ব্যাকুলি-কৃত হইয়াছে। অধিকন্তু তাঁহারা যে কোনখানে ভোক্তৃ-স্বরূপ কল্পনা করেন বলিয়া ন্যায়-সংগত (মার্গে) গমন করেন না। (তাঁহাদের) কেহ কেহ সত্ত্ব মাত্রকেও পরিকল্পনা করিয়া, এবং 'সেই সত্ত্ব আছে, যে পঞ্চস্কন্ধ-সমূহকে নিক্ষেপ করিয়া, 'অন্যগুলিকে' (=অপর পঞ্চ-স্কন্ধ-সমূহকে) প্রতিসন্ধি করে,'—ইহা বলিয়া পুনঃ উহা হইতে ত্রস্ত হন। তথা 'স্কন্ধসমূহের মহানির্বেদার্থ,'

১। ন্যায়বার্তিক, চৌখাম্বা সং, ৩৪২ পৃ। ২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিরাগার্থ, অমৃতপাদার্থ, প্রশান্ত্যর্থ গুরুর নিকটে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব,'—ইহা বলিয়া পুনঃ সত্ত্বের সত্ত্বকেই (=সদ্‌ভাবকেই) অপহ্নব করেন।"[১]

শংকরের মত

বেদান্তাচার্য শংকর (৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন যে বৌদ্ধগণ আত্মার সদ্‌ভাব মানেন না।

"ন হি দেহান্তরসংবন্ধিন আত্মনঃ প্রত্যক্ষেণাস্তিত্ববিজ্ঞানে লোকায়তিকা বৌদ্ধাশ্চ নঃ প্রতিকূলা স্যুর্নাস্ত্যাত্মেতি বদন্তঃ।"

"দেহান্তর সংবন্ধী আত্মার অস্তিত্ব-বিজ্ঞান যদি প্রত্যক্ষ দ্বারা হইত, তবে লোকায়তিকগণ এবং বৌদ্ধগণ আত্মা নাই বলিয়া আমাদের প্রতিকূল হইতেন না।"

"বৈনাশিকাস্ত্বহমিতিপ্রত্যয়ে জায়মানেঽপি দেহান্তরব্যতিরিক্তস্য নাস্তিমেব প্রতিজানতে।"

'পরন্তু বৈনাশিকগণ, 'অহং'—এই প্রত্যয় জাত হইলেও দেহান্তর ব্যতিরিক্ত (আত্মার) নাস্তিত্বই প্রতিজ্ঞা করেন।'[২]

'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাষ্যে শংকর বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে সর্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধগণ কোন চেতন নিত্য সত্তার, ভোক্তা জীবের কিংবা প্রশাসিতা ঈশ্বরের, সদ্‌ভাব স্বীকার করেন না।[৩] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে সমস্ত বৌদ্ধগণ,-কি বাহ্যার্থবাদী, কি বিজ্ঞানবাদী, কি শূন্যবাদী, সকলেই—আত্মার বিলোপ করেন।[৪]

১। যোগদর্শন, ৪।২১ ব্যাস-ভাষ্য।

২। বৃহ উ. ১ম অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণের সংবন্ধ-ভাষ্য।

৩। "অন্যস্য চ কস্যচিচ্চেতনস্য ভোক্তুঃ প্রশাসিতুর্বা স্থিরস্য সংহন্তুরনভ্যুপগমাৎ"
—(ব্রহ্মসূত্র, ২.২।১৮ শংকর ভাষ্য)।

"যদ্যপি ভোক্তা প্রশাসিতা বা কশ্চিচ্চেতনঃ সংহন্তা স্থিরো নাভ্যুপগম্যতে।"
"অপি চ যদ্‌ভোগার্থঃ সংঘাতঃ স্যাৎ, স নাস্তি স্থিরো ভোক্তেতি তবাভ্যুপগমঃ।'
—(ঐ, ২।২।১৯ শংকর-ভাষ্য)।

৪। বৃহ উ, ৪।৩।৭ শংকর-ভাষ্য। আরও দ্রষ্টব্য

"অসত্যাত্মেতি বাদী কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে। নাস্তীত্যপরে বৈনাশিকঃ। অস্তি নাস্তীত্যপরোঽর্ধবৈনাশিকঃ সদসদ্‌বাদী দিগ্‌বাসাঃ। নাস্তিনাস্তীত্যত্যন্তশূন্যবাদী।'
—(মাণ্ডুক্যকারিকা, ২।২৮ শংকরভাষ্য)

শীলাংকের মত

জৈনাগম 'সূত্রকৃতাংগসূত্রে' আছে,

"কোন কোন অজ্ঞানী ক্ষণযোগী পংচস্কংদসমূহ বলে। (উহাদের হইতে) অন্য কিংবা অনন্য, তথা হেতুক কিংবা অহেতুক, (আত্মার কথা) বলে না।'[১]

বৃত্তিকার শীলাংক (৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) বলিয়াছেন যে উহারা বৌদ্ধগণ[২]। হেতুক ও হেতুজাত=উত্পন্ন, অহেতুক=অনুত্পন্ন, সুতরাং নিত্য।[৩] তবে তিনি মনে করেন যে বৌদ্ধ আগমে আত্মা-প্রতিপাদক বচনও আছে।

> "তথা বৌদ্ধাগমোঽপ্যাত্মপ্রতিপাদকোঽস্তি, স চায়ম্,—
> ইত একনবতৌ কল্পে শক্ত্যা মে পুরুষো হতঃ।
> তেন কর্মবিপাকেন পাদে বিদ্ধোঽস্মি ভিক্ষবঃ॥"

তথা

> 'কৃতানি কর্মাণ্যতিদারুণানি তনুভবংত্যাত্মনি গর্হণেন।
> প্রকাশনাত্ সংবরণাচ্চ তেষামত্যংতমূলোদ্ধরণং বদামি॥'

ইত্যেবমাদি।"[৪]

যথা,—(বুদ্ধ বলিয়াছেন)

"এখন হইতে এক নবতি কল্প পূর্বে এক পুরুষ মত্কর্তৃক শক্তি দ্বারা হত হইয়াছিল। সে কর্মেরই বিপাকে, হে ভিক্ষুগণ। (আজ) আমি পাদে বিদ্ধ হইয়াছি।"

১। পংচ খংধে বয়ংতেগে বালা উ খণজোইণো।
অণ্ণো অণণ্ণো নৈবাহু হেউয়ং চ তে অহেউয়ং॥"
—(সূত্রকৃতাংগসূত্র, ১।১।১।১৭)

[পংচস্কংধান্ বদংত্যেকে বালাস্তু ক্ষণযোগিণঃ।
অন্যমনন্যং নৈবাহুর্হেতুকংচাহেতুকম্॥" —(সংস্কৃত ছায়া)

২। "'একে' কেচন বাদিনো বৌদ্ধাঃ" (শীলাংক)

৩। "তে হি বৌদ্ধাঃ যথাঽত্মষষ্ঠবাদিনঃ সাংখ্যাদয়ো ভূতব্যতিরিক্তমাত্মানমভ্যুপগতবংতো ন্যায় চ চার্বাকা ভূতাব্যতিরিক্তং চৈতন্যাখ্যমাত্মানমিষ্টবংতস্তথা নৈবাহনৈনোক্তবংতঃ, তং। হেতুভ্যো জাতো হেতুকঃ কায়াকারপরিণতভূতনিষ্পাদিত ইতি যাবত্ তথাঽহেতুকোঽনাদ্য পর্যবসিতত্বান্নিত্য ইত্যেবং তমাত্মানং তে বৌদ্ধাঃ নাভ্যুপগতবংত ইতি।' (শীলাংক)

৪। ঐ, ১।১।১।১৮ বৃত্তি (সূত্রকৃতাংগসূত্র)

"(মনুষ্য দ্বারা) কৃত অতিদারুণ কর্মসমূহ আত্ম-নিন্দা দ্বারা তনু হয়, প্রকাশন এবং সংবরণ দ্বারা উহাদের অত্যন্ত মূলোদ্ধরণ হয়, (ইহা) আমি বলি।"

ইত্যাদি।[১]

আধুনিক লেখকদিগের মত

বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিককালে টি ডবলু রীজ ডেভিড্‌স্ যতটা চর্চা করিয়াছেন, ততটা অপর কেহ করেন নাই বোধ হয়। তিনি মনে করেন যে গৌতম বুদ্ধ আত্মবাদকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অপর বিচার সমূহের—যেগুলিতে আত্মার কিংবা আত্মাসমূহের কোন স্থান বা প্রভাব মোটেই নাই, সেই বিচারসমূহের আধারে এক নূতন দর্শন নির্মাণ করিয়াছেন।[২] "গৌতম কেবল আত্মবাদের সমগ্রটা পরিত্যাগ করেন নাই, ততোধিক এমন কি মনে করিতেন যে আত্মা বিষয়ে পরম বিচার্য বিষয়সমূহের সর্বপ্রকার আলোচনা, —যাহাতে বেদান্ত এবং অপর দর্শনসমূহ মুখ্যতয়া অভিনিবিষ্ট, কেবল বালোচিত এবং ব্যর্থ নহে, অধিকন্তু একমাত্র যাহারই জন্য প্রচেষ্টার মূল্য আছে, সেই এক আদর্শের—এখানেই এবং এখনই এই বর্তমান জগতেই, অর্হত্বার সম্যক জীবনের আদর্শের, প্রকৃতপক্ষে বিরোধী।"[৩]

"বৌদ্ধ ধর্ম বলে, নৈতিক সিদ্ধান্তে, তথা জীবনের কার্যত, চারিত্র্যেও, কোন প্রকৃত অগ্রসরণ, কেবল তখনই প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়, যখন আত্মা বিষয়ে মোহসমূহ সম্পূর্ণরূপে, এবং স্বতন্ত্ররূপে এবং অন্তিমরূপে পরিত্যক্ত

১। 'সূত্রকৃতাংগসূত্রে' (১।১।১।১৮) আছে। অপরে চারি ধাতুর কথা বলেন। শীলাংক বলিয়াছেন যে উহারাও বৌদ্ধ। "তথা চোচুঃ
'চাতুর্ধাতুকমিদং শরীরং, ন তদ্‌ব্যতিরিক্ত আত্মাঽস্তীতি'।"

২। T W Rhys Davids, *Buddhist India*, London, 1911, p 257

৩। T W, Rhys Davids, *Buddhism*, p 39 আরও দ্রষ্টব্য

"Buddhism is not only independent of the theory of soul, but regards the consideration of that theory as worse than profitless, as the source of manifold delusions and superstitions Practically this comes, however, to much the same thing as the denial of the existence of the soul"

—(*Buddist Suttas*, p 294)

হব।"[১] আত্মবাদেব সংগে সংগে ঈশ্ববাদ ও বৌদ্ধধর্মে পবিত্যক্ত হইয়াছে।[২]

পবংতু তাঁহাব সহকর্মী,—তাহাব স্ত্রী, শ্রীমতী বীজ ডেভিড্স্ মনে কবেন যে বুদ্ধ আত্মাব সদ্ভাব মানিতেন।[৩] তিনি লিখিয়াছেন,

"যতদূব আমরা উহাকে খুঁজিয়া পাই, প্রাচীনতম উপদেশ (যাহাকে) আমবা বৌদ্ধ বলি, ঠিক মানুষকে বা আত্মাকে প্রত্যাখ্যান কবে না। বুদ্ধ যখন বলেন, 'আত্মাকে অন্বেষণ কব' তখন তিনি এই আদেশ কবেন যে 'ভগবানকে অন্বেষণ কব'। 'তোমাব মধ্যে পবিত্র আত্মাকে অন্বেষণ কব'।

"আত্মা শব্দ দ্বাবা বুদ্ধ যাহা বুঝিতেন তাহা ঈশ্ববই, যিনি তোমার আত্মা[৪]

"পালি সুত্তসমূহেব সর্বত্র, আমবা দেখিতে পাবি যে প্রাচীন সাংখ্যের শিক্ষাব প্রভাব উদবেষ্টিত হইতেছে; কোন এক (সাংখ্য) পদ্ধতিব নহে, পবংতু এক শিক্ষাব যাহা সংহত মানব সত্ত্বে কেবল নামরূপমাত্র দেখে নাই,—সাকাব বা সশবীব মানুষ (দেখে নাই), পবংতু (দেখিবাছে) এক পুরুষ যাহাব শবীব এবং মনোগতিসমূহ উভয়ই আছে, যেগুলি ঐ পুরুষটি হইতে পার্থক্য কবা যায়। ঐ শিক্ষায় পুরুষকে প্রত্যাখ্যান কবা হয় না, তাহা (প্রত্যাখ্যান) দূরে থাকুক, উহা মানে যে "পুরুষো' সত্তি" (পুরুষ আছেই), এবং অতি উত্তম এবং অপ্রত্যাখ্যেয় যুক্তিসমূহ হেতুতেই, (যেগুলি) সুত্তসমূহে বিবৃত হইয়াছে, (তাহা মানে)[৫]

১। *Buddism*, p 42

২। "Buddism, alike in its ethics and in its view of the past and of the future, ignores the two theories of God and the soul" (ঐ, p 9)

৩। *Calcutta Review*, November, 1927

৪। অধ্যাপক বিংটার্নীজ কর্তৃক (Self and non-Self in Early Buddhism" নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত, *Jha Com Vol*, pp 462-3 (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৫। Throughout the Pali Suttas we can see creeping up the influence of the early Sankhyayan teaching not of any 'system' but of teaching which saw in the composite human being not just *nama-rupa*, the man with a shape or body, but the man as having both a body and a set of mind-ways, distinguishable from the very man The man is not denied in that teaching; far from it 'puruso' etc it maintains and for very excellent and unanswerable reasons, given in the Suttas"

—(IH Q IX (1933), pp 585-6)

শ্রীমতী রীজ ডেভিড্স্ আরও বলেন,

'To imagine that a man like Gautama of the Sakyas was "trampling upon the Upanishadic idea of Atman as the Divine in man 'is to libel him unspeakably.'[১]

'শাক্যদিগের গৌতমের ন্যায় লোক 'আত্মা মানুষের মধ্যে ব্রহ্মই'—এই ঔপনিষত্ সিদ্ধান্তকে "পদদলিত করিতেছিলেন" বলিয়া কল্পনা করা তাঁহাকে "অকথ্যরূপে গালি দেওয়া হয়"।'

ছারবেত্স্কি লিখিয়াছেন, "বুদ্ধ ঐ সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে) নিত্য আত্মার সদ্ভাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, এবং পরিদৃশ্যমান সত্তাকে কতিপয় চরম নির্বাণের দিকে ক্রমে অভিব্যক্তিশীল পৃথক্ মূলবস্তুর সংহতিতে পর্যবসিত করিয়া এক পদ্ধতি (বা সিদ্ধান্ত) প্রস্তাব করেন, কিংবা অংগীকার করেন,[২] সুতরাং তাঁহার মতে, বুদ্ধ নিত্যাত্মবাদ মানিতেন না। টমাসের মতও তাহাই। তিনি লিখিয়াছেন, বৈদিক ধর্ম দার্শনিক সিদ্ধান্তে আত্মবাদে বিকশিত হয়। ঐ বাদে আত্মা এক পরম তত্ত্ব, হয়ত এক বিশ্বাত্মা রূপে, অথবা অনন্ত আত্মা রূপে। বৌদ্ধধর্ম এই দ্বিতীয় রূপই জানিত বলিয়া দেখা যায়। সাংখ্যদর্শনে এবং জৈনধর্মেও উহা আছে। পরন্তু বৌদ্ধধর্ম উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।[৩] আত্মার ন্যায় পরমেশ্বরকেও বৌদ্ধধর্মে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। "পরমেশ্বরের প্রত্যাখ্যানে বৌদ্ধধর্মের সাংখ্যের এবং জৈনধর্মের সহিত ঐকমত্য আছে। ঐ দুই পদ্ধতি হইতে উহার বৌদ্ধিক স্বাতন্ত্র্যের মুখ্য দাবী এই বিষয়ে যে উহা নিত্য আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করে।[৪]

কীথ লিখিয়াছেন, "আমরা ইহাতে সংদেহ করিতে পারি না যে বুদ্ধ কর্ম-বিপাকের সিদ্ধান্ত মানিতেন. আর তাহা স্বীকার করিলে উহা বিশ্বাস করা ন্যায়ত অসংভব হয় যে তিনি আত্মার প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত মানিতেন যেমন, পালি গ্রন্থসমূহে দেখান হইয়াছে।"[৫]

১। Mrs T W Rhys Davids, *A Manual of Buddism*, 1932, p 154

২। Th Stcherbatsky, *The Conception of Buddhist Nirvana*, Leningrad, 1927 p 60

৩। E J Thomas, *Life of Buddha*, p 35 ৪। ঐ, p 209

৫। A B Keith, *Bull School Orient Stud*, VI (1931), p 400

আত্মা বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের মত সম্বন্ধে, নানা আলোচনার পর, মহেশ চন্দ্র ঘোষ,[১] এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—

"(১) আত্মা নিত্য, নির্বিকার ও সুখস্বরূপ। ইহা বেদান্তেরও মত।

(২) সংসার অবিদ্যামূলক। সাংসারিক পুরুষ অবিদ্যাগ্রস্ত। কি প্রকারে নিত্য নির্বিকার আত্মা বিকারগ্রস্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহা মীমাংসা করা যায় না। বেদান্তেরও এই মত।

(৩) অবিদ্যা গ্রস্ত পুরুষ কেবল বিজ্ঞান প্রবাহ নহে, ইহা নিত্য আত্মারই ব্যবহারিক রূপ।

(৪) মুক্ত আত্মা দেশ-কালের অতীত। দেশ-কাল-মূলক ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা দেশ কালাতীত বস্তুকে জানা যায় না। এইজন্য মুক্ত আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

সুতরাং বৈদান্তিকগণের ন্যায় গৌতমও আত্মবাদী। গৌতম আপনাকে আত্মবাদী বলেন নাই, কিন্তু তিনি যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমরা আত্মবাদী বলিতে পারি।"[২]

অধ্যাপক শ্রীরাধাকৃষ্ণণ মনে করেন যে, বুদ্ধ আত্মার সদ্ভাব মানিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"(বুদ্ধের মতে) মনুষ্যেতে (এমন) কিছু আছে, (যাহা) বাস্তব এবং নিত্য, সহজ (বা অসংস্কৃত) এবং স্বয়ং বর্তমান, যাহা ক্ষণিক উপাদানসমূহের সহিত তুলনা করিয়া পৃথক-কৃত হয়, এবং যখন বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন বস্তু, যাহা বিকারী এবং বিনাশী, তাহাকে আত্মা বলা যায় কি?' তখন তিনি ইংগিতে ব্যক্ত করেন যে তাদৃশ (অবিকারী এবং অবিনাশী) আত্মা কোথাও আছে। এই মত এই বৌদ্ধ নিয়ম (বা সূত্র) দ্বারা সমর্থিত হয়,—'ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে।' এই নিষেধসমূহ অনাত্মা বা বিষয় হইতে আত্মার পরম পার্থক্য প্রকাশ-করণকে লক্ষ্য করে। উহা (আত্মা) এমন কিছু, যাহা ঐন্দ্রিয়িক নিরূপণের সম্পূর্ণরূপে বাহিরে অবস্থিত। বুদ্ধ যখন আমাদিগকে বলেন,

---

১। মহেশচন্দ্র ঘোষ, "গৌতমের ধর্মে আত্মার স্থান", প্রবাসী, ২৭ ভাগ (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬-১৩ ও ২৯৯-৩০৬।

২। ঐ, ৩০৬ পৃষ্ঠা

আত্মাকে আমাদেব দীপ করিতে (অত্ত-দীপ), আত্মাকে আমাদেব শবণ করিতে (অত্ত-সবন), তখন তিনি নিশ্চব নির্দেশ কবিয়াছেন, ক্ষণিক উপাদান-সমূহকে নহে, পরন্তু আমাদিগেতে (নিহিত) বিশ্বজনীন আত্মাকেই। আত্মাতে ব্যবহাবিক সমবায়ের অতিবিকৃত কিছু কি নাই ? পুরুষ কি পংচস্কংধসমূহেব সহিত একই ? এই প্রশ্নেব সাধাবণ উত্তব এই দেওয়া হয় যে সংপর্ক অবাচ্য। আমবা বলিতে পাবি না, পুরুষ স্কংধসমূহের সহিত কি একই, না উহাদেব হইতে ভিন্ন। শাবিপুত্র, সাতিব সহিত তাঁহাব সংবাদে মংতব্য করেন যে তথাগত পংচস্কংধসমূহ বলিবা খ্যাপিত হয় না, উহাদেব হইতে ভিন্ন বলিবাও না।[১] কতিপয বচনে[২] প্রকৃত আত্মা সনাতন ধর্মেব সহিত একীকৃত হইবাছে।"[৩]

"মানুষেব লক্ষ্য তাহাই হওবা যাহা সে।[৪] আত্মাতে বিকশিত হইতে হইবে 'ইহজীবনেই সে উপশাংত হব, শীতিভূত হব, এবং সুখ-প্রতিসংবেদী হইবা ব্রহ্মভূত আত্মা সহ বিহার করে,'[৫] আবরণসমূহ এবং শৃংখলসমূহেব অপসাবণ, (যাহা) বিশ্বজনীন আত্মাব আবির্ভাবেব জন্য অত্যাবশ্যক, এক কষ্টসাধ্য নৈতিক প্রক্রিবাই। বুদ্ধেব জোব-প্রদান লক্ষ্য অপেক্ষা মার্গেবই উপব সমধিক, পবংতু তিনি বিশ্বজনীন আত্মাব বাস্তবতাকে ইংগিতে ব্যক্ত কবিবাছেন, যাহা বিকাবশীল ঐংদ্রিবিক সংঘাতেব সহিত গুলাইয়া ফেলিবাব নহে।"[৬]

অধ্যাপক শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত লিখিয়াছেন,

"বস্তুত, নিকায়সমূহে আত্মাব সদ্ভাব, তদ্বিষয়ে সাক্ষাত্ প্রশ্নেব উত্তবে, সবাসবিভাবে প্রত্যাখ্যাত হব নাই। প্রাথমিক বৌদ্ধগণ যাহা ধাবণা

১। মজ্ঝিমনি, [১ খং, ২৫৬-পৃ]

২। অংগুত্তরনি [১খং, ১৪৯ পৃ]

৩। S Radhakrishnan, Gautama the Buddha, pp 535 আবও দ্রষ্টব্য Dhammapada (1950), Introd pp 44-6

৪। অর্থাত্ স্বরূপ-প্রাপ্তি।

৫। এই বচনেব মূল এই—

"দিট্ঠ এব ধম্মে নিচ্ছাতো নিব্বুতো সীতিভূতো সুখপটিসংবেদী ব্রহ্মভূতেন অত্তনা-বিহবতি,"—(মঝ্ঝিমনি [১খং, ৩৪৪ পৃ , ২খং, ১৫৯ পৃ] অংগুত্তরনি [২ খং, ২১১ পৃ]।

৬। *Gautama the Buddha*, p 55 ; Dhammapada, Introd, p 40

"the Buddha pointed out the reality of *nirvana*, of an absolute self, and of an absolute reality which he chose to call *dharma*"

—(*Gautama the Buddha*, p 66)

কবিত তাহা এই যে 'আত্মা' বলিয়া তাদৃশ কোন পদার্থ নাই, যাদৃশরূপে উহা অর্থাত্ স্থিতিপরায়ণ অবিপরিণামী বস্তুবিশেষ রূপে, বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে বহুত্র পরিগৃহীত হইয়াছিল।"[১]

"বৌদ্ধধর্মে নিত্য বস্তুবিশেষরূপে আত্মার ধারণা কেবল ভুল নহে, ততোধিক এই জগতের পদার্থসমূহের অবাস্তবতা এবং ক্ষণিকতা বুঝিবার পক্ষে এক বিঘ্ন রূপে কার্য করে। যখন বৌদ্ধধর্ম উদিত হয়, তখন 'আত্মা' সংজ্ঞা এত বেশী সাধারণ হইয়া গিয়াছিল যে, এবং প্রাচীন উপনিষদের আচার্যগণ কর্তৃক উহাতে আরোপিত গুণসমূহের সহিত এত অধিক সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, বৌদ্ধদিগের পক্ষে, লোকের মন হইতে সমস্ত দৃঢ়মূল ধারণাসমূহ অপসারণার্থ, উহাকে যতটা সংভব প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত, অপর কোন বিকল্প ছিল না। তারপর বৌদ্ধধর্ম এই পূর্ব-মান্যতা লইয়া যাত্রা আরংভ করে যে নির্বাণ ব্যতীত অপর যাহা কিছু, তাহা অবাস্তব, সুতরাং কোন বাস্তব আত্মা থাকিতে পারে না। কিংতু উহা 'আত্মা' শব্দকে পরিহার করিতেও পারে নাই, কেননা, বৌদ্ধ গ্রংথসমূহ আমাদিগকে বলে যে, প্রাথমিক ব্যাখ্যাতগণ তাঁহাদের সিদ্ধাংত-সমূহকে প্রব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রচলিত সংজ্ঞাসমূহ ব্যবহার না করিয়া পারেন নাই। তাঁহারা লোকের মনের উপর ইহা মুদ্রিত করিতে চাহিয়াছেন যে স্কংধ-সমূহের সংততি আছেই, যাহা কর্ম দ্বারাই প্রচলিত রাখা হইয়া থাকে, পরংতু ঐ সংততিকে প্রচলিত রাখিতে কোন স্থিতিপরায়ণ, অবিপরিণামী এবং অবিনাশী বস্তুবিশেষ নাই। অধ্যাপক ছার্বেত্সকি ইহাকে এই প্রকারে রাখিয়াছেন,—"পুদ্গল, যাহাতে অপর (দার্শনিক) পদ্ধতিসমূহ এক নিত্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বের, আত্মার উপস্থিতি কল্পনা করিয়া থাকে, বস্তুতঃ এক সংস্কারসমূহ এবং এক সংতান (মাত্রই), উহাতে স্থায়ী বা তাত্ত্বিক কিছুই নিহিত নাই, উহা অনাত্মা।"[২] আত্মার এই সংজ্ঞা কোন নিত্য বস্তুবিশেষের পরিকল্পনার মূলে আঘাত করে, এবং বৌদ্ধধর্মের অভিপ্রায়কে, যথা উহা দেখান যে জগতে (এমন) কিছুই নাই যাহাতে কেহ বাস্তব এবং নিত্যরূপে লাগিয়া থাকিতে পারে, এবং সুতরাং তাহাকে মনের (এমন) এক অবস্থা বিকশিত করিতে হইবে,

১। N Dutt, *Aspects Mahā Bud*, p 143

২। Th Stcherbatsky, *Con Bud Nirv*, p 8

যাহাতে সে নির্বাণ নামে অভিহিত চরম অবস্থাতে রহিয়া যাইবে, মধ্যে লাগিয়া থাকিবার কিছুই থাকিবে না।"[১]

"(আধুনিক) বিদ্বানগণ,—যাঁহারা বৌদ্ধশাস্ত্রে আত্মার প্রত্যাখ্যান বিষয়ক বচনসমূহকে, কোন বিশেষ স্থলে এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে কৃত আত্মার প্রত্যাখ্যানের অভিপ্রায়কে বিচার না করিয়া,—অত্যধিক আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে—প্রাথমিক বৌদ্ধগণ আত্মার সদ্ভাব স্বীকার করিতেন না, এবং সেই হেতু সম্যক্ত্বগত সত্ত্বগণ কর্তৃক প্রাপ্ত চরমতা পূর্ণ বিনাশই, সত্তার সংপূর্ণ অভাবই।"[২]

ধার্মিক সিদ্ধাংত
পরিচয়

ধার্মিক সিদ্ধাংত বা দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের সাধন বিষয়ে ভাগবতধর্মের সহিত যেমন জৈনধর্মের তেমন বৌদ্ধধর্মেরও বিস্তর ঐক্য আছে। তাহা আমরা এখন প্রদর্শন করিব। তৎপূর্বে বৌদ্ধধর্মের কিংচিৎ পরিচয় সংক্ষেপে দিতেছি।

ধর্মস্কংধ

'দীঘনিকায়ে বিবৃত হইয়াছে যে বুদ্ধের পরিনির্বাণের কিছুদিন পরে শুভ নামক জনৈক মানবক আয়ুষ্মান আনংদকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে আনংদ! ভগবান গৌতম কোন কোন ধর্মের প্রশংসা করিতেন? তিনি জনতাকে কোনগুলি শিখাইতেন, পড়াইতেন, এবং (কোনগুলিতে) প্রতিষ্ঠিত করিতেন? আনংদ বহুদিন যাবৎ বুদ্ধের সেবক ছিলেন এবং (সেইহেতু) তাঁহার নিকটেই থাকিতেন,[৩] ভগবান গৌতম যে সকল ধর্মের প্রশংসা করিতেন, তিনি জনতাকে যেগুলি শিখাইতেন, পড়াইতেন, এবং (যে গুলিতে) প্রতিষ্ঠিত করিতেন, সে সকল আনংদ সম্পূর্ণরূপে এবং যথাযথ জানেন'—ইহা ভাবিয়াই শুভ আনংদকে বুদ্ধের ধর্ম বিষয়ে ঐ জিজ্ঞাসা করেন।[৪] আনংদ উত্তর করেন,

---

১। N Dutt, *Aspects Mahā Bud.*, pp 143-4

২। ঐ, pp 144-5

৩। ভিক্ষু আনংদ স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনি (বুদ্ধের শেষ) পঁচিশ বছর মৈত্রীপূর্ণ কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম দ্বারা অনপায়িনী ছায়ার ন্যায়, বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার চংক্রমণ সময়ে পিছে পিছে অনুচংক্রমণ করিতেন। (থেরগাথা, ২৬০)।

৪। দীঘনি, সুভসুত্ত (১০) [১ খং পৃ]

"সেই ভগবান তিন (ধর্ম) স্কন্ধের প্রশংসা করিতেন, জনতাকে ঐ সকল শিখাইতেন, এবং (উহাদিগেতে) নিবিষ্ট করাইতেন ও প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ঐ তিনটি কি কি? আর্য-শীল-স্কন্ধ, আর্য-সমাধি-স্কন্ধ এবং আর্য-প্রজ্ঞা-স্কন্ধ। হে মানবক! সেই ভগবান এই তিন (ধর্ম) স্কন্ধের প্রশংসা করিতেন, জনতাকে ঐ সকল শিখাইতেন এবং (উহাদিগেতে) নিবিষ্ট করাইতেন ও প্রতিষ্ঠিত করিতেন।"[১]

বুদ্ধ বলিতেন, শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা সংপন্ন হইলেই ভিক্ষু ইহজীবনেই "আজ্ঞা"কে (অর্থাৎ পরমজ্ঞানকে, অর্হত্বকে) পায়।[২] তাহা হইতে জানা যায় যে বুদ্ধের ধর্মের মুখ্য অংগ তিনটি,—(১) শীল, (২) সমাধি, এবং (৩) প্রজ্ঞা। স্বয়ং বুদ্ধের কোন কোন উক্তি হইতেও তাহা সমর্থিত হয়। যথা, 'মহাপরিনির্বাণসুত্তে' বিবৃত আছে যে, পরিনির্বাণের পূর্বে,

"ভগবান (বুদ্ধ) ভিক্ষুগণকে বার বার এই ধর্মকথা বলিতেন—'ইহাই শীল, ইহাই সমাধি এবং ইহাই প্রজ্ঞা। শীল-পরিভাবিত (হইলেই) মহাফল (বান), মহা-আনৃশংস (বান) হয়। সমাধি-পরিভাবিত (হইলেই) প্রজ্ঞা মহাফল (বান)। মহা-আনৃশংস (বান) হয়। প্রজ্ঞা-পরিভাবিত (হইলেই) চিত্ত আস্রবসমূহ হইতে, যথা,—কামাস্রব, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব—এই তিন আস্রব হইতে নিশ্চয় সম্যক্ বিমুক্ত হয়।"[৩]

'সংযুত্তনিকায়ে' আছে, ভগবান বুদ্ধ যাবকে বলেন যে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা দ্বারাই চিত্ত পরম শুদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বোধি লাভ হয়, সুতরাং মার নিহত হয়।[৪]

পরংতু ঐ বিষয়ে ভিক্ষু শারিপুত্রের মত কিংচিৎ ভিন্ন। শারিপুত্রকে, তথা মৌদ্গল্যায়নকে, বুদ্ধ তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্য বলিতেন।[৫] শারিপুত্রের সদ্গুণ-সমূহের বুদ্ধ অতি উচ্চ প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন যে তিনি 'পণ্ডিত, মহাপ্রজ্ঞ, নানাপ্রজ্ঞ, ভাস্বরপ্রজ্ঞ, জবনপ্রজ্ঞ, নিষ্কপ্রজ্ঞ ও নির্বেধক প্রজ্ঞ',

---

১। ঐ, [১ খং, ২০৬ পৃ]।
২। মজ্‌ঝিমনি, মহাসীহনাদসুত্ত (১২) [১ খং, ৭১ পৃ])
৩। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত (১৬)
৪। সংযুত্তনি, কোসলসংযুত্ত, (৪।১।৩।৫) [১খং, ১০৩ পৃ]
৫। দীঘনি, মহাপদানসুত্ত (১৪)

উঁহার (বুদ্ধের) ধর্মে "বশীত্ব-প্রাপ্ত, পারমী-প্রাপ্ত", "তথাগত-প্রবর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্রকে শারিপুত্র ঠিক ঠিক অনুপ্রবর্তিত করিতেছে।[১] শারিপুত্র, বুদ্ধের নিজের উক্তি মতে, তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণকে বিস্তারিতরূপে ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন।[২] "শারিপুত্র চার আর্যসত্যকে বিস্তারিতরূপে আখ্যান, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, বিবরণ, বিভাজন, উত্থানীকরণ করিতে পারে।'[৩] ঐ সকল কারণে বুদ্ধ শারিপুত্রকে 'ধর্ম-সেনাপতি বলিতেন,[৪] এবং তাঁহাকে বলেন, "হে শারিপুত্র। তুমি ভিক্ষুগণকে ও ভিক্ষুণীগণকে, তথা উপাসকগণকে ও উপাসিকাগণকে, এই ধর্মপর্যায় উপদেশ করিতে থাক। হে শারিপুত্র। যে সকল অজ্ঞগণের সংদেহ হইবে,—তথাগতে কাংক্ষা, বিমতি হইবে, তাহাদের উহা দূর হইয়া যাইবে।[৫] আর ভিক্ষুগণকে বলিতেন, "হে ভিক্ষুগণ। শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে সেবন কর, ভজন কর।"[৬] সুতরাং বুদ্ধের ধর্মবিষয়ে শারিপুত্রের মতের মূল্য অনেক অধিক। তিনি কখন কখন বলিয়াছেন, "ধর্ম স্কংধ চার,—(১) শীল-স্কংধ, (২) সমাধি-স্কংধ, (৩) প্রজ্ঞা স্কংধ এবং (৪) বিমুক্তি সকংধ।"[৭] আর কখন কখন বলিয়াছেন, 'ধর্ম-স্কংধ পাঁচ,—(১) শীল-স্কংধ, (২) সমাধি-স্কংধ, (৩) প্রজ্ঞা স্কংধ, (৪) বিমুক্তি স্কংধ, এবং (৫) বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শন-স্কংধ, এই পাঁচধর্ম সাক্ষাৎ কর্তব্য।"[৮] বুদ্ধও কখন কখন চারিধর্মের ("চতুন্নং ধম্মানং") কথা বলিয়াছেন।[৯] তিনি আরও বলিয়াছেন,

"শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা, তথা অনুত্তর বিমুক্তি—এই ধর্মসমূহ যশস্বী গৌতম

১। মজ্‌ঝিমনি, অনুপদসুত্ত (১১১) সমস্ত সূত্রটিই বুদ্ধ কর্তৃক শারিপুত্রের প্রশংসা।
২। ঐ, সেবিতব্ব-নসেবিতব্বসুত্ত (১১৪)
৩। মজ্‌ঝিমনি, সচ্চবিভংগসুত্ত (১৪১)
৪। যথা দ্রষ্টব্য—
স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন "যে সকল ভিক্ষু অপরিমিত-জ্ঞানবর-ধর, অসংগ। অতুল্য-গুণ, অতুল্য-যশ, অতুল্য-বল, অতুল্য-তেজ, ধর্মচক্রানুপ্রবর্তক এবং প্রজ্ঞাপারমিতায় গত, এইরূপ ভিক্ষুগণ, হে মহারাজ। ভগবানের ধর্মনগরে ধর্মসেনাপতিগণ বলিয়া উক্ত হন।" (মিলিংদ-প্রশ্ন (ট্রেংকনের সং, ৩৪৩ পৃ))।
৫। দীঘনি, সংপসাদনিয়সুত্ত (২৮) ৬। মজ্‌ঝিমনি, সচ্চবিভংগসুত্ত (১৪১)
৭। দীঘনি, সংগীতিপরিয়ায়সুত্ত (৩৩) [৩খং, ২২৯ পৃ]।
৮। ঐ, দসুত্তরসুত্ত (৩৪) ৯। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

শীলেব সংখ্যা কম কবা হইষা থাকে। যথা শ্রামণেব গণকে দশ শীল পালন কবিতে হয়,—

(১) প্রাণাতিপাত-বিবতি, (২) অদত্তাদান-বিবতি, (৩) অব্রহ্মচর্য-বিবতি, (বা কামসমূহে মিথ্যাচার-বিবতি), (৪) মৃষাবাদ বিবতি, (৫) সুরামৈবেয় মদ্য-মাদকার্থ-বিরতি, (৬) বিকালভোজন-বিবতি, (৭) নৃত্যগীতবাদিত্ব-বিবতি (৮) মাল্য-গংধ বিলেপন-বিবতি, (৯) উচ্চাসনশয়ন-বিবতি এবং (১০) জাতরূপবজত পরিগ্রহ-বিবতি[১]।

গৃহস্থগণ, উপাসকগণ ও উপাসিকাগণ সাধাবণত উহাদেব প্রথম পাঁচটি পালন কবে। ঐগুলি 'পংচশীল' এবং পংচশিক্ষাপদ' নামে খ্যাত। পবংতু যাহাবা অধিক শ্রদ্ধালু তাহাবা উপসোথ দিনসমূহে, প্রথম অষ্টশীল, এমনকি সমস্ত দশশীলও, পালন কবিতে পাবে। গৃহস্থেব পালনীয বলিবা পংচ ও অষ্টশীলকে বুদ্ধঘোষ 'গৃহস্থশীল' বলিয়াছেন। পংচশীলকে জাতকে 'কুরুধর্ম' বলা হইয়াছে, —"কুরুধর্ম বলা হয় পংচশীলসমূহকে।"[২] তাহাদিগকে "কুরুবত্তধম্মা"ও বলা হয়। তাহার কাবণ এই যে কুরুদেশে উহাদেব বিশেষ প্রচলন ছিল।

আবও একটা কথা খুলিয়া বলা উচিত। 'বিবতি কেবল স্বযং আচবণ কবিতে নহে, অপবেব দ্বাবা সাক্ষাৎ, কিংবা পবোক্ষভাবে আচবণ কবাইতেও বিবতি। অপব কথাব বলিতে, কবণ, কাবণ ও অনুমোদন—তিনই হইতে বিবতি। যথা, বুদ্ধ বলিষাছেন,

"যে গৃহস্থধর্ম পালনপূর্বক শ্রাবক সাধু হইতে সক্ষম হন, উহাও তোমাদিগকে কহিব,

"প্রাণীকে হত্যা কবিও না, অপরেব দ্বারা হত্যা কবাইও না, অপব কর্তৃক হননেব অনুমোদন কবিও না। লোকে স্থাবব ও জংগম নির্বিশেষে সর্ব প্রাণীব প্রতি দণ্ড পবিত্যাগ কবিবে।

"যে বস্তু অপবেব দ্রব্যরূপে জ্ঞাত,—তাহা যাহাই হউক এবং যে কোন স্থানেই হউক, উহা অদত্ত হইলে শ্রাবক উহা পবিবর্জন কবিবেন, তিনি অপবকে চৌর্যে প্রবৃত্ত কবিবেন না। চৌর্যেব অনুমোদন কবিবেন না। সর্বপ্রকাব অদত্ত বস্তু তাহাব বর্জনীয় হইবে।

১। বিনয়পিটক, মহাবগ্গ ১।৩।১২ ২। কুরুধর্মজাতক (২৭৬)

জ্ঞানী অব্রহ্মচর্যকে প্রজ্জবলিত অগ্নিকুংডেব ন্যায় বর্জন কবিবেন। ব্রহ্ম-চর্যপালনে অক্ষম হইয়া পবদাবগমনে তিনি বিরত হইবেন।

"সভাগৃহে কিংবা পবিবদগৃহে কেহ কাহাবও সহিত মিথ্যা ভাষণ কবিবেন না। কেহ কাহাকেও মিথ্যাভাষণে প্রবৃত্ত কবিবেন না, মিথ্যাব অনুমোদন কবিবেন না। সর্বপ্রকাব মিথ্যা পবিবর্জনীয় হইবে।

"এই ধর্ম যে গৃহস্থেব রুচিকব হইবে, তিনি মদ্যপানে বত হইবেন না, কাহাকেও মদ্যপানে প্রবৃত্ত কবিবেন না, মদ্যপানেব অনুমোদন কবিবেন না। কাবণ পানাসক্তি উন্মত্ততাব পর্যবসিত হয়।"[১]

বুদ্ধ কখন কখন বলিয়াছেন যে শীল ত্রিবিধ,—(১) আবংভিক শীল, (২) মধ্যম শীল এবং (৩) মহাশীল। উপবোক্ত সমস্ত শীল আরংভিক শীলই। ঐগুলিই আবার যখন আবও সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতব বিচার সহকারে পবিপালিত হয়, তখন মধ্যম ও মহাশীল হব।[২]

বুদ্ধ আবাব কখন কখন বলিয়াছেন যে ধর্মাচবণ বা সমাচবণ তিন প্রকাব—(১) কায়িক, (২) বাচিক, এবং (৩) মানসিক। কায়িক ধর্মাচবণ তিন প্রকাব—প্রাণাতিপাত-বিবতি, অদিন্নাদান-বিবতি এবং কামসমূহে মিথ্যাচার বিরতি। বাচিক ধর্মাচবণ চাব প্রকাব,—মৃষাবাদ-বিবতি, পিশুনবাদ-বিরতি, পরুষবাদ-বিরতি এবং সংপ্রলাপ-বিবতি। মানসিক ধর্মাচবণ তিন প্রকার, অভিধ্যা-বিরতি, ব্যাপাদ-বিবতি এবং সম্যক্ দৃষ্টি।[৩]

শীল পালনের ফল সংবংধে বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"মহারাজ। সেই ভিক্ষু এই প্রকাব শীল-সংপন্ন হইয়া ঐ শীল-সংবার হেতু কোথাও (কাহাবও) হইতে ভীত হব না। মহাবাজ! যেমন কোন মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় বাজা সমস্ত শত্রুগণকে জব কবিয়া কোথাও হইতে কোন শত্রু হইতে ভীত হয় না, সেই প্রকাব হে মহাবাজ। ভিক্ষু এই প্রকাব শীল সংপন্ন হইবা কোথাও কাহাবও হইতে ভীত হয় না। সে এই শীলেব পালন হেতু নিজেব ভিতব নির্দোব সুখ অনুভব কবে।"[৪]

১। সুত্তনিপাত, ৩৯৩-৮ (ধম্মিকসুত্ত, ১৮-২৩) (বাংলাভাষাংতর, ৫৫-৮ পৃ)।

২। দীঘনি, ব্রহ্মজালসুত্ত (১), সামঞ্ঞফলসুত্ত (২) [১ খং,]।

৩। মজ্ঝিমনি, সালেয্যসুত্ত (৪১) [১ খং, ২৮৭ পৃ] অংগুত্তরনি, দশককনিপাত, জানুস্সোনিবগ্গ (১৭৬।৭-) [৫ খং, ২৬৬- পৃ]।

৪। দীঘনি, সামঞ্ঞফলসুত্ত (২) [১ খং, ৬৯-৭০ পৃ]।

"সে (ভিক্ষু) এই প্রকারে আর্য শীলস্কন্ধ সমন্বাগত হইয়া নিজের ভিতর অনবদ্য সুখ অনুভব করে।"[১]

শীলসংপন্ন হইলে ভিক্ষু যাহা জানিতে, পাইতে, বা হইতে আকাংখা করে, তাহাই জানিতে, পাইতে বা হইতে পারে। এমন কি, এই জন্মেই নির্বাণ লাভ করিতে পারে।[২]

শীল সংপন্ন হইলে ভিক্ষু কাম, ব্যাপাদ, স্ত্যানমৃদ্ধ, ঔদ্ধত্য ও বিচিকিৎসা—এই নীবরণ হইতে মুক্ত হয়। নিজেকে তদ্রূপ দেখিয়া তাহার প্রমোদ উৎপন্ন হয়। প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হইলে শরীর শাংত হয়। শরীর শাংত হইলে সুখানুভব হয়। তখন চিত্ত সমাহিত বা একাগ্র হয়।[৩]

শীল পালন দ্বারা গৃহস্থগণ এই সকল লাভ করে,—(১) ধন-সংপত্তি, (২) যশ, (৩) সংসদে সাহস, (৪) সজ্ঞানে মৃত্যু, এবং (৫) দেহাংতে দেবলোকে বাস।[৪] ধর্মাচারী, সমাচারী গৃহস্থ ইহলোকে কিংবা পরলোকে যাহা জানিতে, পাইতে বা হইতে ইচ্ছা করে, তাহাই জানিতে পাইতে ও হইতে পারে। এমন কি, এই জন্মেই আস্রবসমূহকে ক্ষয় করিয়া অনাস্রব বিমুক্তি এই জন্মেই লাভ করিতে পারে।[৫]

সমাধি বা চিত্ত

যেই সকল ব্যাপার হইতে বিরতিকে বৌদ্ধশাস্ত্রে শীল বলা হয়, সেই সমস্তই শারীরিক, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে বহিরিংদ্রিয়সমূহেরই। অপর কথায় বলিতে, বহিরিংদ্রিয়সমূহের সংযমার্থই উহাদের প্রয়োজন। তাই বলা হয় যে শীল শারীরিক। অতঃপর অন্তরিংদ্রিয়সমূহের সংযম সাধন করিতে হয়। দুঃখবিনাশের দ্বিতীয় সাধন মানসব্যাপার সমূহের সংযম। সুতরাং উহা মানসিক। তবে উহাকে চিত্ত বলা হয়, তথা ধ্যান এবং সমাধিও বলা হয়।

চিত্ত বা সমাধি ত্রিবিধ।

১। মজ্ঝিমনি, চুলহত্থিপদোপমসুত্ত (২৭) [১ খং, ১৮০ পৃ], মহাতণ্হাসংখয়-সুত্ত (৩৮) [১ খং ২৬৯ পৃ]।

২। ঐ, আকাঙ্খেয্যসুত্ত (৬) [১ খং, ৩৩-৬ পৃ]।

৩। দীঘনি, সামঞ্ঞফলসুত্ত (২) [১ খং]; পোট্ঠপাদসুত্ত (৯), [১ খং]।

৪। বিনয়পিটক, [১ খং, ২২৭-৮ পৃ]। ৫। মজ্ঝিমনি, সালেয্যসুত্ত (৪১) [১ খং]।

(১) সম্যক্ ব্যাবাম (বা প্রধান ও প্রহান), (২) সম্যক্ স্মৃতি, এবং (৩) সম্যক্ সমাধি। বুদ্ধ বলেন, সম্যক্ ব্যায়াম চতুর্বিধ,—

(১) অনুৎপন্ন অকুশল ধর্মসমূহেব অনুৎপাদ প্রচেব্‌টা,

(২) উৎপন্ন অকুশল ধর্মসমূহেব প্রহান প্রচেব্‌টা,

(৩) অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহেব সমুৎপাদন প্রচেব্‌টা, এবং

(৪) উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহেব সংবক্ষণ ও সংবৃদ্ধি প্রচেব্‌টা।[১]

অর্থাৎ মনে যে সকল পাপেব বা কুচিংতাব উদয় হইয়াছে, সেই সকল বিনাশ কবিতে বা বিদূবিত কবিতে, নূতন কোন কুচিংতাকে মনে উদয় হইতে না দিতে, সুচিংতাসমূহকে মনে উৎপন্ন কবিতে, এবং উৎপন্ন সুচিংতাসমূহেব "অনাশ, সথিতি, বৃদ্ধি, বিপুলতা, ভাবনার পূর্ণতাব জন্য "ইচ্ছা, উদ্যোগ, বীর্যাবংভ কবাই সম্যক্ ব্যাবাম।

সম্যক্ স্মৃতি চতুর্বিধ,—

(১) কায়ে কায়ানুস্পর্শী বিহার,

(২) বেদনাসমূহে বেদনানুস্পর্শী বিহার,

(৩) চিত্তে চিত্তানুস্পর্শী বিহাব,

এবং (৪) ধর্মে ধর্মানুস্পর্শী বিহাব (অর্থাৎ "স্মৃতিব প্রমাণেব জন্যই 'ধর্ম আছে'—এই স্মৃতি (উহার) সতত বিদ্যমান থাকে। সে অলগ্‌ন থাকিয়া বিহাব কবে। জগতের কোন কিছুকে (আমি কিংবা আমাব বলিবা গ্রহণ কবে না।)[২]

সমাধিও চতুর্বিধ,—

(১) পাঁচ নীববণকে[৩] চিত্ত হইতে দূব কবিয়া, কামসমূহ ও অকুশল ধর্মসমূহ হইতে পৃথক হইয়া, সবিতর্ক ও সবিচাব বিবেক হইতে উৎপন্ন প্রীতিসুখবান প্রথম ধ্যান প্রাপ্‌ত হইবা বিহাব,

---

১। দীঘনি, মহাসতিপট্‌ঠানসুত্ত (২২) [২ খং, ৩১২-৩ পৃ], সংগীতিপরিযায়সুত্ত (৩৩) [৩ খং, ২২১ পৃ], মজ্‌ঝিমনি, মহসকুল-উদাসীসুত্ত (৭৭) [২ খং, ১১ পৃ], ইত্যাদি।

২। দীঘনি, মহাসতিপট্‌ঠানসুত্ত (২২) [২ খং, ৩১৩ পৃ], সংগীতি পবিয়ায়সুত্ত (৩৩) [৩ খং, ২২১ পৃ]; মজ্‌ঝিমনি, মহাসকুল-উদাসীসুত্ত (৭৭) [২ খং, ১১ পৃ], ইত্যাদি।

৩। অভিধ্যা, ব্যাপাদ, সৃত্যানমৃদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, ও বিচিকিৎসা—ইহাবাই পাঁচ নীবরণ।

(২) বিতর্ক ও বিচার উপশান্ত হইলে, ভিতরের সংপ্রসাদ, চিত্তের একাগ্রতা যুক্ত বিতর্ক-বিচার-রহিত সমাধি হইতে উৎপন্ন প্রীতিসুখবান দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার,

(৩) প্রীতি এবং বিরাগেরও প্রতি উপেক্ষাবান হইয়া স্মৃতি ও সংপ্রজন্যযুক্ত ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার,

এবং (৪) সুখদুঃখের বিনাশ হইয়া স্মৃতিও উপেক্ষাবিরহিত চতুর্থধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার।[১]

শারিপুত্র বলিয়াছেন, "সমাধি তিন (প্রকার), (১) সবিতর্ক-সবিচার-সমাধি, (২) অবিতর্ক-বিচারমাত্র-সমাধি, এবং (৩) অবিতর্ক-অবিচার-সমাধি। আরও তিন সমাধি (আছে),—(১) শূন্যতা-সমাধি, (২) অনিমিত্ত-সমাধি, এবং (৩) অপ্রণিহিত-সমাধি।"[২]

ভিক্ষুণী ধর্মদিন্না বলেন, চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। চার স্মৃতি প্রস্থান সমাধি-নিমিত্ত, এবং চার সম্যক্‌প্রধান সমাধি-পরিষ্কার। আর ঐ ধর্মসমূহের আসেবন, ভাবনা, বহুলীকরণ সমাধি ভাবনা।[৩]

জাতকে আছে, "ইহলোকে তথা পরলোকে সমাধি (সুখ) হইতে শ্রেষ্ঠ (সুখ) নাই। সমাহিত (ব্যক্তি) পরকে বিহিংসা করে না, নিজেকেও না।"[৪]

প্রজ্ঞা

তৃতীয় সাধন বৌদ্ধিক ব্যাপারসমূহের সংযম। উহা দ্বিবিধ—(১) সম্যক্‌ দৃষ্টি এবং (২) সম্যক সংকল্প। বুদ্ধ বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ। সম্যগ্‌দৃষ্টি কি? হে ভিক্ষুগণ। যাহা দুঃখবিষয়ক জ্ঞান, দুঃখসমুদয়বিষয়ক জ্ঞান, দুঃখনিরোধবিষয়ক জ্ঞান এবং দুঃখনিরোধ-গামিনী প্রতিপদা বিষয়ক জ্ঞান, তাহাই, হে ভিক্ষুগণ। সম্যগ্‌দৃষ্টি কথিত হয়। হে ভিক্ষুগণ। সম্যক্‌সংকল্প কি? নৈষ্কাম্য-সংকল্প, অব্যাপাদ

১। দীঘনি, সামঞ্ঞফলসুত্ত (২) [১ খং] ইত্যাদি, মজ্‌ঝিমনি, ভয়ভেরবসুত্ত (৪) [১ খং, ২১-২ পৃ], ইত্যাদি।

২। দীঘনি সংগীতিপরিযায়সুত্ত (৩৩) [৩ খং, ২১৯ পৃ]

৩। মজ্‌ঝিমনি, চুলবেদল্লসুত্ত (৪৪) [১ খং, ৩০১ পৃ]

৪। শীলবীমংস জাতক (৩৩০ সংখ্যক)

সংকল্প, এবং অবিহিংসাসংকল্প,—ইহাই হে ভিক্ষুগণ সম্যক্‌সংকল্প কথিত হয়।'[১]

বুদ্ধ কখন কখন বলিয়াছেন, "দান কিছু নহে (অর্থাৎ নিষ্ফল), যজ্ঞ কিছু নহে, হবন কিছু নহে, সুকৃত কিংবা দুষ্কৃত কর্মসমূহের কোন ফল বিপাক নাই; ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা নাই, পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সম্যক্‌গত সম্যক্‌প্রতিপন্ন শ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই, যিনি ইহলোককে ও পরলোককে স্বয়ং জানিয়া সাক্ষাৎকার করিয়া (অপরকে) বলিবেন,"—এই সকল মিথ্যা দৃষ্টি। তদ্‌বিপরীত দৃষ্টি অর্থাৎ "দান আছে (অর্থাৎ সকল) যজ্ঞ আছে, হবন আছে, সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্মসমূহের ফল বিপাক আছে; ইহলোক আছে পরলোক আছে, মাতা আছে, পিতা আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সম্যক্‌গত, সম্যক্ প্রতিপন্ন শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছে, যিনি ইহলোককে ও পরলোককে স্বয়ং জানিয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া (অপরকে) বলিবেন"—এই সকল সম্যক্ দৃষ্টি।[২]

শারিপুত্র বলিয়াছেন,—(১) অকুশল ও অকুশলমূলকে, তথা কুশল ও কুশলমূলকে প্রকৃষ্টরূপে জানা সম্যগ্‌দৃষ্টি, ঋজুগত দৃষ্টি। প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, কামসমূহে মিথ্যাচার, মৃষাবাক্, পিশুনবাক্, পরুষবাক্, বৃথাপ্রলাপ, অভিধ্যা ও ব্যাপাদ মিথ্যাদৃষ্টি, অকুশল। লোভ, দ্বেষ ও মোহ অকুশলমূল। প্রাণাতিপাতাদি অকুশলসমূহ হইতে বিরতি সম্যক্ দৃষ্টি, কুশল। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ কুশলমূল। অথবা (২) আহার, আহারসমুদয়, আহারনিরোধ ও আহার নিরোধগামিনী প্রতিপদাকে জ্ঞান সম্যক্ দৃষ্টি। আহার চতুর্বিধ, স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম কবলিংকার আহার, স্পর্শ, মনের সংচেতনা এবং বিজ্ঞান। তৃষ্ণার সমুদয় আহার সমুদয়। তৃষ্ণার নিরোধ আহারের নিরোধ। আর্য অর্থ অষ্টাংগিক মার্গ আহার-নিরোধগামিনী-প্রতিপদা। অথবা (৩) দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখনিরোদগামিনী প্রতিপদা—এই চতুরার্য সত্যের জ্ঞান সম্যগ্‌দৃষ্টি ইত্যাদি।[৩] সংক্ষেপে বলিতে, জীব ও জগতের তত্ত্ব সংবন্ধে বুদ্ধ কর্তৃক

১। দীঘনি, মহাসতিপট্ঠানসুত্ত (২২) [২ খং, ৩১১-২ পৃ]; আরও দ্রষ্টব্য—পটিসংভিদামগ্গ [১ খং, ৪১ পৃ]।

২। মজ্‌ঝিমনি, সালেয্যসুত্ত (৪১) [১ খং, ২৮৭-৮ পৃ], বেরংজসুত্ত (৪২) [১ খং, ২৯১ পৃ], মহাচত্তারীসকসুত্ত (১১৭) [৩ খং, ৭১-২ পৃ] ইত্যাদি।

৩। মজ্‌ঝিমনি, সম্মাদিট্ঠিসুত্ত (৯)

প্রখ্যাপিত দৃষ্টির বা দর্শনের জ্ঞানকেই শারিপুত্র সম্যক্‌দৃষ্টি বলিয়াছেন। তারপর তিনি আরও বলিয়াছেন যে আর্যশ্রাবক ঐ প্রকার সম্যক্‌দৃষ্টি (সংপন্ন) হইয়া যখন "রাগানুশয়কে পরিত্যাগ করত প্রতিঘ (বা প্রতিহিংসা)-অনুশয়কে দূর করত অস্মিমান-অনুশয়কে উন্মূলিত করত অবিদ্যাকে নষ্ট করিয়া বিদ্যাকে উৎপন্ন করিয়া এই জন্মেই দুঃখের অংতকারী হয়", তখনই সে প্রকৃত সম্যক্‌দৃষ্টি (সংপন্ন) হয়।[১]

বুদ্ধ বলিয়াছেন, "প্রজ্ঞার পরিহান বশতই মানুষ সদেবক এই লোককে দেখিয়া নামরূপে নিবিষ্ট হয় এবং মনে করে যে 'উহা সত্য'। হে ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্ব সুপরিহীন, যাহারা আর্যপ্রজ্ঞা-পরিহীন। তাহারা নিশ্চয় ইহজীবনে সবিঘাত, সোপায়াস ও সপরিদাহ দুঃখে বিহার করে, (আর) কায়ের ভেদে, মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্ব অপরিহীন, যাহারা আর্যপ্রজ্ঞা-অপরিহীন। তাহারা নিশ্চয় ইহজীবনে অবিঘাত, অনুপায়াস ও অপরিদাহ সুখে বিহার করে, (আর) কায়ের ভেদে, মৃত্যুর পর সুগতি প্রাপ্ত হয়।"[২]

"যাহা নিরোধগামিনী এবং যাহা জাতিভবপরিক্ষয়কে প্রকৃষ্টরূপে সম্যক্‌ জানে, সেই প্রজ্ঞা নিশ্চয়ই ইহলোকে শ্রেষ্ঠ। সেই প্রজ্ঞাবান, তথা স্মৃতিমান, সংবুদ্ধগণকে,—যাঁহারা অংতিম শরীর ধারণ করিতেছেন, দেবগণ এবং মনুষ্যগণ শ্রদ্ধা করেন।"

"হে ভিক্ষু! উহাই পরম আর্যপ্রজ্ঞা, যাহা এই সমস্ত দুঃখসমূহের ক্ষয়ের জ্ঞান। তাহার ঐ বিমুক্তি সত্যে স্থিত, অকোপ্য (=অচল) হয়।"[৩]

স্থবির অঞ্ঞাকোণ্ডঞ্ঞ লিখিয়াছেন,

"যেমন মেঘ বায়ু দ্বারা উদ্ধৃত রজকে প্রশাংত করে, তেমন সংকল্পসমূহ, যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে, শাংত হয়। 'সর্ব সংস্কারসমূহ অনিত্য'—ইহা যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে, তখন দুঃখে নির্বিন্ন হয়, ইহা বিশুদ্ধির মার্গ। 'সর্ব সংস্কার-সমূহ দুঃখ',—'সর্ব ধর্মসমূহ অনাত্মা'—ইহা যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে, তখন দুঃখে নির্বিন্ন হয়, ইহা বিশুদ্ধির মার্গ।"[৪]

স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন, প্রজ্ঞার লক্ষণ ছেদন ও অবভাসন।[৫] তিনি দৃষ্টাংত দ্বারা তাহা বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন,—

১। ঐ, ১ খং ২। ইতিবুত্তক; ৪১

৩। মজ্‌ঝিমনি, ধাতুবিভংগসুত্ত (১৪০) [৩ খং, ২৪৫ পৃ]

৪। থেরগাথা, ৬৭৫-৮ ৫। মিলিংদপ্রশ্ন, ২।১।১৪

"হে মহারাজ। যেমন যবছেদনকারিগণ বাম হস্ত দ্বারা যবকলাপ গ্রহণ করিবা, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দাত্র গ্রহণ করিবা, দাত্র দ্বারা ছেদন করে, তেমনই হে মহারাজ! যোগাবচর মনসিকার দ্বারা মনকে গ্রহণ করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা ক্লেশকে ছেদন করে। এই রূপে মহারাজ। মনসিকার উহন-লক্ষণ এবং প্রজ্ঞা ছেদন-লক্ষণ।"[১]

"হে মহারাজ। প্রজ্ঞা উৎপদ্যমান হইবা অবিদ্যান্ধকারকে অপনীত করে, বিদ্যাবভাসকে উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোককে প্রদর্শন করে, আর্যসত্যসমূহকে প্রকটিত করে। তাহাতে যোগাবচর সর্বকে অনিত্য বলিয়া, তথা দুঃখ বলিয়া, তথা অনাত্মা বলিয়া সম্যক্ প্রজ্ঞাত হইয়া দর্শন করে। হে মহারাজ। যেমন কোন ব্যক্তি যদি অংধকার গৃহে প্রদীপ প্রবেশ করায়, প্রবিষ্ট প্রদীপ অংধকারকে অপনীত করে, অবভাস উৎপন্ন করে, আলোক প্রদর্শন করে, রূপসমূহ প্রকটিত করে, তেমনই। হে মহারাজ। প্রজ্ঞা উৎপদ্যমান হইয়া অবিদ্যান্ধকারকে অপনীত করে, বিদ্যাবভাসকে উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোককে প্রদর্শন করে, আর্যসত্যসমূহকে প্রকটিত করে। তাহাতে যোগাবচর (সর্বকে) অনিত্য বলিয়া, তথা দুঃখ বলিয়া, তথা অনাত্মা বলিয়া সম্যক্ প্রজ্ঞাত হইয়া দর্শন করে। এইরূপে, হে মহারাজ। প্রজ্ঞা অবভাস-লক্ষণ।"[২]

তিনের মধ্যে ক্রম

'দীঘনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে অংগ দেশের চংপা নগরীর প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ সোণদংড (=স্বর্ণদংড), যিনি মগধরাজ শ্রেণিক বিংবিসার কর্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য-সহিত রাজভোগ্য, রাজদায়, ব্রহ্মদেয় চংপার স্বামী ছিলেন", বুদ্ধকে বলেন,

"হে গৌতম। শীল দ্বারা প্রক্ষালিত হয় প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রক্ষালিত হয় শীল। যেখানে শীল থাকে সেখানে প্রজ্ঞা হয়; যেখানে প্রজ্ঞা থাকে সেখানে শীল হয়। শীলবানের প্রজ্ঞা (হয়), প্রজ্ঞাবানের শীল। পরংতু জগতে শীলকে প্রজ্ঞার অগ্র বলা হয়। হে গৌতম। যেমন হাত দ্বারা হাত ধৌত হয়, পদ দ্বারা পদ ধৌত হয়, তেমনই হে গৌতম। শীল-প্রক্ষালিত প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-প্রক্ষালিত শীল।"

বুদ্ধ তাহা সংপূর্ণরূপে স্বীকার করেন।[৩] শেষ বয়সে, পরিনির্বাণের কিছুকাল পূর্বে বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণকে বার বার বলিতেন যে

১। মিলিংদপ্রশ্ন, ২।১।৮ ২। ঐ, ২।১।১৪
৩। দীঘনি, সোণদংডসুত্ত (৪) [১ খং, ১২৪ পৃ]

"শীল-পরিভাবিত (হইলেই) সমাধি মহাফল (বান), মহাআনৃশংস (বান) হয়। সমাধি পরিভাবিত (হইলেই) প্রজ্ঞা মহাফল (বান), মহা অনৃশংস (বান) হয়। প্রজ্ঞাপরিভাবিত (হইলেই) চিত্ত আস্রবসমূহ হইতে, যথা,—কামাস্রব, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব হইতে, নিশ্চয় সম্যক্ বিমুক্ত হয়।"[১]

অন্যত্র বুদ্ধ বলিয়াছেন[২]

"সীলে পতিট্‌ঠায় নরো সপঞ্‌ঞো চিত্তং পঞ্‌ঞং চ ভাবয়ং।
আতাপী নিপকো ভিক্খু সো ইমং বিজটয়ে জটংতি॥"

'বুদ্ধিমান মনুষ্য শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিত্তকে এবং প্রজ্ঞাকে (ক্রমে) ভাবনা করিবে। যে নিপক ভিক্ষু (ঐ বিষয়ে) আতাপী, সে এই তৃষ্ণাকে ছেদন করে।'

"অয়ং প্রতিট্ঠা ধরণীর·পাণিনং
ইদং চ মূলং কুসলাভিবুদ্ধিয়া।
মুখং চিদং সব্বজিনানুসাসনে
যো সীলক্খংধো বর পাতিমোক্খিয়ো তি॥"

'যাহা শীলস্কংধ উহা প্রাণিগণের ধরণীবৎ প্রতিষ্ঠা। উহা কুশলের অভিবৃদ্ধির মূল। উহা সমস্ত জিনানুশাসনের মুখ। উহা প্রতিমোক্ষের শ্রেষ্ঠ।'

এই সকল হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে শীলই বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রথম সাধন। প্রজ্ঞা লাভই উহার পরম লক্ষ্য। কেননা, প্রজ্ঞা লাভ হইলেই আস্রব-সমূহের ক্ষয় হয় এবং অবিদ্যা সম্যক্ বিনষ্ট হয়। যথা, বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"হে ভিক্ষুগণ। বিপশ্যনা ভাবিত হইলে কোন অর্থ লাভ হয়? প্রজ্ঞা ভাবিত (অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হয়। প্রজ্ঞা ভাবিত হইলে কোন অর্থ লাভ হয়? যাহা অবিদ্যা তাহা প্রহীন হয়।"[৩]

"পূর্ণ প্রজ্ঞা দ্বারা অবিদ্যার অংধকারকে দূরীভূত কর।"[৪]

স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন, শীলের লক্ষণ প্রতিষ্ঠা। উহা সমস্ত কুশল ধর্মসমূহের,— (৫) ইংদ্রিয়, (৫) বল, (৭) বোধ্যংগ, (৮) মার্গ, (৪) স্মৃতিপ্রস্থান,

---

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। সংযুত্তনি, ব্রাহ্মণসংযুত্ত, ১।৬ (জটাসুত্ত), [১ খং, ১৩ পৃ]; দেবতাসংযুত্ত, ৩।৩ (জটাসুত্ত) [১ খং, ১৬৭ পৃ]।

৩। অংগুত্তরণি, দিকনিপাত, বালবগ্গ (২।৩।১০) [১ খং, ৬১ পৃ]

৪। থেরীগাথা ৩ (বাংলাভাষাংতর, ৪ পৃ]

(৪) সম্যক্‌প্রধান, (৪) ঋদ্‌ধিপাদ, (৪) ধ্যান, (৮) বিমোক্ষ, (৪) সমাধি, এবং (৪) সমাপত্তি—এই সকলের প্রতিষ্ঠা। তিনি চার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদ করিয়াছেন এবং বুদ্‌ধের পূর্বোক্ত বচনদ্বয় দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন।[১]

আচার্য বুদ্‌ধঘোষ ঐ বুদ্‌ধবচনদ্বয়ের প্রথমটি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ঐরূপে বুদ্‌ধ নির্দেশ করিয়াছেন যে শীলাদিই তাঁহার শাসনে বিশুদ্‌ধির বা 'সর্বমলবিরহিত অত্যন্তপরিশুদ্‌ধ নির্বাণে'র সরল মার্গ।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন, সুবিশুদ্‌ধ শীল সমস্ত কুশল ধর্মসমূহের আদি, আর প্রজ্ঞালাভ বৌদ্‌ধ-ধর্মের পরম লক্ষ্য। "সচিত্ত পরিয়োদপনং এবং বুদ্‌ধানুসাসনং' (নিজ চিত্তের পরিশুদ্‌ধিকরণ—ইহাই বুদ্‌ধগণের অনুশাসন)—এই বাক্য হইতে সিদ্‌ধ হয় যে প্রজ্ঞা বুদ্‌ধধর্মের শেষ সাধন।"

"শীল দ্বারা অপায়-সমতিক্রমণোপায় প্রকাশিত হয়, সমাধি দ্বারা কামধাতু সমতিক্রমণোপায়, আর প্রজ্ঞা দ্বারা সর্বভব সমতিক্রমণোপায়।

"শীল দ্বারা দুশ্‌চরিত্র-সংক্‌লেশ-বিশোধন প্রকট হয়, সমাধি দ্বারা তৃষ্‌ণা-সংক্‌লেশ-বিশোধন আর প্রজ্ঞা দ্বারা দৃষ্‌টি-সংক্‌লেশ-বিশোধন।"

কবি অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, ত্রিবিধ শীলে স্থিত হইয়াই নির্বাণের মার্গকে বিধিবৎ ভাবনা করিতে হইবে।[৩] শীল ক্‌লেশসমূহের অংকুর উৎপন্ন হইতে দেয় না যেমন অতিবৃত্ত কাল বীজসমূহের অংকুর উৎপন্ন হইতে দেয় না। শুদ্‌ধ শীলে স্থিত পুরুষের মনকে ধর্ষণ করিতে দোষসমূহ যেন অতি লজ্জিত হইয়া থাকে। সমাধি ক্‌লেশসমূহকে নিরুদ্‌ধ করে যেমন পর্বত মহান নদীসমূহের মহান বেগসমূহকে নিরুদ্‌ধ করে। সমাধিতে স্থিত হইলে দোষসমূহ নিশ্‌চয় ধর্ষণ করে না, যেমন ভুজংগসমূহ মন্ত্রবদ্‌ধ হইলে ধর্ষণ করে না। প্রজ্ঞা দোষসমূহকে নিঃশেষে হনন করে যেমন নদী বর্ষাকালে তীরস্থ বৃক্ষসমূহকে হনন করে। প্রজ্ঞা দ্বারা দগ্‌ধ হইলে দোষসমূহ বৃদ্‌ধি পায় না, যেমন বজ্রাগ্‌নি দ্বারা দগ্‌ধ হইলে বৃক্ষসমূহ বৃদ্‌ধি পায় না।[৪]

ইহা বলা যাইতে পারে যে প্রথম স্কন্ধের আচরণ গৃহস্থেরও পক্ষে সংভব, আর দ্বিতীয় স্কন্ধ অনাগারীরই জন্য সুতরাং নির্বাণ লাভার্থ আগারীর

১। মিলিন্দপ্রশ্‌ন, ২।১।৯, আরও দ্রষ্টব্য—২।১।১২ ২। বিসুদ্‌ধিমগ্‌গ
৩। সৌন্দরনন্দ, ১৬।৩০ ৪। ঐ, ১৬।৩৪-৬

বিধিকে আশ্রয় করিলে ধর্ম লাভ হইয়া থাকে ; জ্ঞান-বিধিকে আশ্রয় করিলে ক্লেশ ক্ষয় হয় ; আর যোগ-বিধিতে, শম সহকারে, প্রবৃত্ত হইলে চিত্ত বশীভূত হয়।[১]

ইহা বিশেষভাবে বলা উচিত বোধ হয় যে বুদ্ধের অনুযায়ীগণ মনে করেন যে আর্য অষ্টাংগিক মার্গ দ্বারা যে কেবল 'শান্তি, দিব্যজ্ঞান, সংবোধি এবং নির্বাণ' লাভ হয়, তাহা নহে, জীবনে অভ্যুদয়ও লাভ হয়,—সুখ, কীর্তি এবং যশও লাভ হয়। যথা স্থবির সামজ্ঞকানি বলিয়াছেন,

"সুখং সুখত্থো লভতে তদাচরং
কিত্তিং চ পাপ্পেতি যসস্স বড্ঢতি।
যো অরিযমট্ঠংগিকমঞ্জসং ঋজুং
ভাবেতি মগ্গং অমতস্স পত্তিযা তি॥[২]

অর্থাৎ আর্য অষ্টাংগিক মার্গ রূপ যে সরল ও ক্ষিপ্রগামী মার্গ আছে, উহাকে যে ব্যক্তি অমৃত প্রাপ্তির জন্য ভাবনা করে, সে অমৃত লাভ করে। আর যে ব্যক্তি সুখার্থী হইয়া উহাকে আচরণ করে, সে সুখ লাভ করে কীর্তি প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার যশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ইহা বলা যাইতে পারে যে 'মহাভারতে' এক 'অষ্টাংগ মার্গের' উল্লেখ আছে। মহর্ষি শৌনক বলেন যে ঐ অষ্টাংগ মার্গ দ্বারা,—বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া উহার সমাচারণ করিলে, দেবযান পথে গতি হয়। উহার আট অংগ এই—(১) সম্যক্-সংকল্প, (২) সম্যক্ ইংদ্রিয়-নিগ্রহ, (৩) সম্যক্ ব্রতবিশেষ, (৪) সম্যক্ গুরুসেবন, (৫) সম্যক্ আহারযোগ, (৬) সম্যক্ অধ্যয়নাগম, (৭) সম্যক্ কর্মোপন্যাস, (৮) সম্যক্ চিত্তনিরোধ।[৩]

"সংসারবিজিগীষু দেবতাগণ এই প্রকারে কর্মসমূহ করেন, এবং রাগদ্বেষ-বিনির্মুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, আদিত্যগণ এবং বসুগণ, তথা অশ্বিনীদ্বয়, (ঐ প্রকারে) যোগেশ্বর্য সংযুক্ত হইয়া এই প্রজাগণকে ধারণ করেন।[৪]

সমাধি সর্বশ্রেষ্ঠ

দুঃখ-নিরোধের মার্গের আট অংগের মধ্যে সমাধিকে শ্রেষ্ঠতম মনে করা হয়। অপর সাতটিকে উহার ভাবনার ও পরিশুদ্ধির জন্য বলিয়া মনে করা হয়,

---

১। সৌংদরনন্দ, ১৬।৩১-৬ ২। থেরগাথা, ৩৫ ৩। মহাভা, ৩।২।৭৮-৮০
৪। মহাভা, ৩।২।৮১-২

এবং সেইজন্য উহাদিগকে "সমাধি-পরিষ্কারসমূহ" বলা হয়। যথা, 'দীঘনিকায়ে' আছে,

"সম্যক্ সমাধির ভাবনার্থ এবং পরিপূরণার্থ সাত সমাধি পরিষ্কার-সমূহকে ভগবান, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, অর্হৎ সম্যক্সংবুদ্ধ উত্তমরূপে বলিয়াছেন। কোন সাত? সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মাংত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, এবং সম্যক্ স্মৃতি। এই সাত অংগসমূহ, অংগপ্রত্যংগসমূহের সহিত, সমস্ত পরিষ্কারসমূহের সহিত, চিত্তের যে একাগ্রতারূপী পরিষ্কৃতি, উহাই সম্যক্ সমাধি বলিয়া কথিত হয়। সম্যক্ দৃষ্টিবান মনুষ্য সম্যক্ সংকল্পে সমর্থ হয়। সম্যক্ সংকল্পবান্ মনুষ্য সম্যক্ বাকে সমর্থ হয়। সম্যক্ বাক্যুক্ত মনুষ্য সম্যক্ কর্মে সমর্থ হয়। সম্যক্ কর্মবান মনুষ্য সম্যক্ আজীবে সমর্থ হয়। সম্যক্ আজীব-বান মনুষ্য সম্যক্-ব্যায়ামে সমর্থ হয়। সম্যক্ ব্যায়ামবান মনুষ্য সম্যক্ স্মৃতিতে সমর্থ হয়। সম্যক্ স্মৃতিমান মনুষ্য সম্যক্ সমাধিতে সমর্থ হয়। সম্যক্ সমাধিবান মনুষ্য সম্যক্ জ্ঞানে সমর্থ হয়। সম্যক্ জ্ঞানবান মনুষ্য সম্যক্ বিমুক্তিতে সমর্থ হয়।"[১]

'মজ্ঝিমনিকায়ে' আছে, বুদ্ধ বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ। তোমাদিগকে উপনিষৎ এবং পরিষ্কার সহিত আর্যসম্যক্ সমাধি উপদেশ করিতেছি। তাহা শুন, প্রকৃষ্টরূপে মনন কর । ভিক্ষুগণ। উপনিষৎ এবং পরিষ্কার সহিত আর্যসম্যক্সমাধি কি? যথা, সম্যক্দৃষ্টি, সম্যক্সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মাংত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, ও সম্যক্ স্মৃতি। ভিক্ষুগণ। যাহা এই সাত অংগে চিত্তের একাগ্রতা পরিষ্কার, তাহাই ভিক্ষুগণ! উপনিষৎ-সহিত, পরিষ্কার-সহিত আর্যসম্যক্সমাধি বলিয়া কথিত হয়।"[২]

স্থবির নাগসেন লিখিয়াছেন, "হে মহারাজ! সমাধি প্রমুখ-লক্ষণ; (কেননা) যাহা কিছু কুশলধর্মসমূহ, তৎসমস্তই সমাধি-প্রমুখ, সমাধিনিম্ন, সমাধি-প্রবণ, সমাধিপ্রাক্ভার হয়। হে মহারাজ! ভগবান (বুদ্ধ) কর্তৃক ইহা কথিত

১। দীঘনি, জনবসভসুত্ত (১৮) [২ খং, ২১৬-৭ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—সংগীতি-পরিযায়সুত্ত (৩৩) [৩ খং, ২৫২ পৃ]।

২। মজ্ঝিমনি, মহাচত্তারীসকসুত্ত (১১৭) [৩ খং, ৭১ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—অংগুত্তরনি, [৪ খং, ৪০ পৃ]।

হইয়াছে যে,—'হে ভিক্ষুগণ! সমাধি ভাবনা কর, (কেননা) সমাহিত ব্যক্তিই যথাভূতকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে।"[১]

চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। পরন্তু ঐ একাগ্রতার স্বরূপ লইয়া, তথা বিষয় লইয়া, সমাধির ভেদ করা হয়। যথা, 'পটিসংভিদামগ্‌গে' বিবৃত হইয়াছে যে "সমাধানে প্রজ্ঞা, সমাধিভাবনাময়ে জ্ঞান" এই প্রকার—"এক সমাধি চিত্তের একাগ্রতা। দুই সমাধি,—লৌকিক সমাধি ও লোকোত্তর সমাধি। তিন সমাধি-সবিতর্ক-সবিচার সমাধি, অবিতর্ক-বিচার মাত্র সমাধি এবং অবিতর্ক-অবিচার সমাধি। চারি সমাধি,—হানভাগীয় সমাধি, স্থিতিভাগীয় সমাধি, বিশেষ ভাগীয় সমাধি এবং নির্বেদভাগীন সমাধি, ইত্যাদি।[২] শারিপুত্র বলিয়াছেন—সমাধি তিন প্রকার,—সবিতর্ক-সবিচার সমাধি, অবিতর্ক-সবিচার সমাধি, এবং অবিতর্ক-অবিচার সমাধি। অন্য প্রকারেও সমাধি তিন,—শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি এবং অপ্রনিহিত সমাধি।[৩]

সম্যক্ দৃষ্টি পূর্বগামী

সমাধির সাত পরিষ্কারসমূহের মধ্যে, বুদ্ধ বলেন, সম্যক্ দৃষ্টি পূর্বগামী। তিনি বিস্তারিত রূপে তাহা বুঝাইয়াছেন।[৪] সম্যক্‌দৃষ্টি দ্বারা মনুষ্য মিথ্যা দৃষ্টি,[৫], সংকল্প, বচন, কর্মান্ত ও আজীবকে, তথা সম্যক্ দৃষ্টি সংকল্প, বচন, কর্মান্ত ও আজীবকে জানে। অনন্তর সে যে মিথ্যা দৃষ্ট্যাদিকে ছাড়িতে এবং সম্যক্ দৃষ্ট্যাদিকে পাইতে প্রযত্ন করে, উহা তাহার সম্যক্ ব্যায়াম। সে যে, স্মৃতি পূর্বক মিথ্যা দৃষ্ট্যাদিকে ছাড়িয়া সম্যক্ দৃষ্ট্যাদিকে গ্রহণ করিয়া বিহার করে, উহা তাহার সম্যক্ স্মৃতি। এইরূপে বুদ্ধ বলেন সম্যক্ সংকল্পাদি সমস্তই সম্যক্ দৃষ্টিরই অনুগামী, সুতরাং সম্যক্ দৃষ্টি পূর্বগামী। অনন্তর তিনি বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ! সম্যক্ দৃষ্টি কি প্রকারে পূর্বগামী হয়?"

"হে ভিক্ষুগণ! সম্যক্ দৃষ্টিবানের সম্যক্ সংকল্প প্রকৃষ্টরূপে হয়।

১। মিলিন্দপ্রশ্ন, ২।১।১৩ ২। পটিসংভিদামগ্‌গ, [১ খং, পৃ ৪৮-]
৩। দীঘনি, সংগীতিপরিযায়সুত্ত (৩৩) [৩ খং, ২১৯ পৃ]।
৪। দ্রষ্টব্য—মজ্‌ঝিমনি, মহাচত্তারীসকসুত্ত (১১৭), আরও দ্রষ্টব্য—পূর্বে পৃষ্ঠা।
৫। পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সম্যক্ সংকল্পবানের সম্যক্ বচন, সম্যক্ বচনবানের সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ কর্মান্তবানের সম্যক্ আজীব, সম্যক্ আজীববানের সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ ব্যায়ামবানের সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ স্মৃতিবানের সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ সমাধিবানের সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ জ্ঞানবানের সম্যক্ বিমুক্তি হয়। হে ভিক্ষুগণ। যেখানে সম্যক্ দৃষ্টি পূর্বগামী হয়, সেইখানে জ্ঞানহেতু অনেক অকুশলধর্মসমূহ দূর হয়, (আর) কুশলধর্মসমূহের ভাবনা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়"।

"হে ভিক্ষুগণ। সম্যক্ দৃষ্টি কি প্রকারে পূর্বগামী হয়? হে ভিক্ষুগণ। সম্যক্ দৃষ্টি দ্বারা মিথ্যা দৃষ্টি বিনষ্ট হয়, তথা মিথ্যা দৃষ্টি হেতু যে সকল অকুশলধর্ম হয়, সেই সকলও বিনষ্ট হয়। সম্যক্ দৃষ্টি দ্বারা অনেক কুশলধর্ম-ভাবনা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি।[১]

"হে ভিক্ষুগণ। সূর্যের উদয়ের জন্য ইহা পূর্বংগম, ইহা পূর্বনিমিত্ত, এই যাহা অরুণোদয়। সেই প্রকারই, হে ভিক্ষুগণ। চারি আর্যসত্যের যথাভূত অভি-সময়ের জন্য ইহা পূর্বংগম, ইহা পূর্বনিমিত্ত, এই যাহা সম্যক্ দৃষ্টি।"[২]

বোধিপাক্ষিক ধর্মসমূহ

বুদ্ধ কখন কখন বলিয়াছেন যে তিনি ৩৭ ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, যেগুলিকে মন, বাণী ও কায়ে সংযত হইয়া পালন করিলে ভিক্ষু ইহলোকেই সম্যক্ সংবোধি সুতরাং নির্বাণ লাভ করিতে পারে, এবং যেগুলি সেইহেতু "বোধিপাক্ষিক ধর্মসমূহ" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[৩]

"সেই কারণে, ভিক্ষুগণ। যে সকল ধর্ম মৎকর্তৃক অভিজ্ঞাত হইয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইগুলি তোমরা উত্তমরূপে উদ্‌গ্রহণ করিয়া আসেবন করিবে, ভাবনা করিবে, বৃদ্ধি করিবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য অধ্বনীয় হয়, চিরস্থায়ী হয়, এবং বহুজনহিতার্থ, বহুজনসুখার্থ, লোকানুকম্পার্থ, দেবমনুষ্যগণের অর্থের, হিতেরও সুখের জন্য হয়। হে ভিক্ষুগণ। মৎকর্তৃক অভিজ্ঞাত হইয়া উপদিষ্ট সে ধর্মসমূহ কোনগুলি, যেগুলিকে তোমরা উত্তমরূপে সুখের জন্য হয়? সেইগুলি

১। মজ্‌ঝিমনি, মহাচত্তারীসকসুত্ত (১১৭) [৩ খং, ৭১-পৃ], অংগুত্তরনি, দশক-নিপাত, সমণসঞ্‌ঞাবগ্‌গ (১০৩।৩) [৫ খং, ২১২ পৃ], (১০৫।২) [৫ খং, ২১৪ পৃ]।

২। সংযুত্তনি, সচ্চসংযুত্ত, শিংশপাবনবগ্‌গ (৫৬।৩৭।২) [৫ খং, ৪৪২ পৃ]।

৩। দীঘনি, অগ্‌গঞ্‌ঞসুত্ত (২৭) [৩ খং, ৯৭ পৃ]।

এই—(১) চার স্মৃতি-প্রস্থান, (২) চার সম্যক্ প্রধান, (৩) চার ঋদ্ধিপাদ, (৪) পাঁচ ইংদ্রিয়, (৫) পাঁচ বল, (৬) সাত বোধ্যংগ এবং (৭) আট অষ্টাংগিক মার্গ। হে ভিক্ষুগণ! এই সমস্ত ধর্মই মৎকর্তৃক অভিজ্ঞাত হইয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, যেগুলিকে তোমরা উত্তমরূপে সুখের জন্য হয়।"[১]

সেই কারণে, হে ভিক্ষুগণ। যে সকল ধর্ম মৎকর্তৃক অভিজ্ঞাত হইয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা চার স্মৃতি-প্রস্থান, চার সম্যক্ প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পাঁচ ইংদ্রিয়, পাঁচ বল, সাত বোধ্যংগ এবং আর্য অষ্টাংগিক মার্গ, উহাদের সকলই সমগ্ররূপে সংমোদমান ও অবিবদমান হইয়া শিক্ষা কর্তব্য।"[২] ইত্যাদি।[৩] এক সূত্রে আছে,

"সপ্তত্রিংশদ্বোধি পাক্ষিকধর্মাণাঃ যথাবুদ্ধোপদিষ্টং যথাবৎ সংদর্শনং ধর্ম ইত্যুচ্যতে।"[৪]

ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্তব্য যে ৩৭ বোধিপাক্ষিক ধর্মসমূহের আটটিকে চার স্মৃতিপ্রস্থান এবং চার সম্যক্ প্রধানকে অপর আটটির-আট অষ্টাংগিকমার্গের, ও অন্তর্গত বলিয়া পরিগণনা করা হয়। ঐ দুই স্থলে উহাদের কি পার্থক্য করা হয়, তাহা আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, উহারা সকলে ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৫] চার ঋদ্ধি পাদ এই,

(১) ছংদ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-যুক্ত ঋদ্ধিপাদ,

(২) বীর্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-যুক্ত ঋদ্ধিপাদ,

(৩) চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-যুক্ত ঋদ্ধিপাদ, এবং

(৪) বিমর্শ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার-যুক্ত ঋদ্ধিপাদ।

পাঁচ ইংদ্রিয় এই,—

(১) শ্রদ্ধা-ইংদ্রিয়, (২) বীর্য-ইংদ্রিয়, (৩) স্মৃতি-ইংদ্রিয়, (৪) সমাধি-ইংদ্রিয়, এবং (৫) প্রজ্ঞা-ইংদ্রিয়।

১। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং, ১১৯-১২০ পৃ]।

২। মজ্ঝিমনি, কিংতিসুত্ত (১০৩) [২ খং, ২৩৮-পৃ]।

৩। যথা দ্রষ্টব্য—মজ্ঝিমনি, মহাসকুলউদায়ীসুত্ত (৭৭) [২ খং, ১১-৩ পৃ]; সমাগমসুত্ত (১০৪) [২ খং, ২৪৫ পৃ]; দীঘনি, সংপসাদনিয়সুত্ত (২৮) [৩ খং, ১০২ পৃ] পাসাদিকসুত্ত (২৯) [৩ খং ১২৭-৮ পৃ]।

৪। ভাববিবেকের 'করতলরত্নে' ধৃত (৯২ পৃ)। ৫। পূর্বে পৃষ্ঠা

পাঁচ বল এই,—

(১) শ্রদ্ধা-বল, (২) বীর্য-বল, (৩) স্মৃতি-বল, (৪) সমাধি-বল, (৫) প্রজ্ঞা-বল। সাত বোধ্যংগ এই —

(১) স্মৃতি-সংবোধ্যংগ, (২) ধর্মবিচয়-সংবোধ্যংগ (৩) বীর্য-সংবোধ্যংগ (৪) প্রীতি-সংবোধ্যংগ, (৫) প্রশ্রব্ধি-সংবোধ্যংগ, (৬) সমাধি-সংবোধ্যংগ, এবং (৭) উপেক্ষা-সংবোধ্যংগ।[১]

তুলনা

অহিংসা

ভাগবতধর্মের সংগে তুলনা করিলে দেখা যায়, উহার, তথা জৈনধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মও অহিংসাবাদী। বৌদ্ধশীলের এক অংগ প্রাণাতিপাত-বিরতি, উহা যেমন ভিক্ষুর, তেমন গৃহস্থেরও অতি অবশ্য পালনীয়। প্রাণাতিপাত যে কেবল নিজে করিবে না তাহা নহে, অপরকে দিয়াও করাইবে না, কাহাকেও করিতে সাহায্য করিবে না, এবং তাহার অনুমোদনও করিবে না। সংক্ষেপে বলিতে, প্রাণাতিপাত হইতে সর্বপ্রকারে নিরত হইতে হইবে। বুদ্ধ বলেন,

"প্রাণী হত্যা করিও না; প্রাণঘাতের কারণ হইও না, অপর কর্তৃক হননের অনুমোদন করিও না। সবল ও দুর্বল নির্বিশেষে সর্ব প্রাণীর প্রতি হিংসা-বিরত হইবে।"[২]

কেবল প্রাণবধ করাকেই যে হিংসা মনে করা হয়ত তাহা নহে, দংড কিংবা শস্ত্র দ্বারা কোন প্রাণীকে আঘাত করাকেও হিংসা মনে করা হইত। কাহাকেও কোন পরুষ বাক্য বলা, কিংবা মনে মনেও কাহাকেও দ্বেষ করা, কাহারও অনিষ্ট চিংতা করাও হিংসা। সংক্ষেপে বলিতে, মন, বাণী কিংবা কায় কর্ম দ্বারা কোন প্রাণীকে কোন প্রকার পীড়া কিংচিৎমাত্রও দেওয়া হিংসা। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"যে কায়, বাণী কিংবা মন দ্বারা হিংসা করে না, যে পরকে বিহিংসা করে না, সেই অহিংসক হয়।"[৩]

১। মজ্ঝিমনি, মহাসকুলউদায়ীসুত্ত (৭৭) [২ খং, পৃ ১১-], আরও দ্রষ্টব্য— দীঘনি, সংগীতিপরিয়ায়সুত্ত (৩৩)।

২। সুত্তনিপাত, ৩৯৪ (ধম্মিকসুত্ত, ১৯) (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৩। সংযুত্তনি, ব্রাহ্মণসংযুত্ত, অরহংতবগ্গ, ১।৫ (অহিংসকসুত্ত) [১ খং, ১৬৫ পৃ]।

"বাণী কিংবা শরীর দ্বারা কাহাকেও দুঃখ না দেওয়া ·ইহাই বুদ্ধগণের উপদেশ।[১]

বৃক্ষলতাদিকে এবং উহাদের বীজকে—মূলবীজ, স্কন্ধবীজ, ফলবীজ, কিংবা অগ্রবীজকে নাশ করাও হিংসা মনে করা হইত, সেই কারণে উহাদিগকে নাশ করাও নিষিদ্ধ ছিল।[২]

বুদ্ধ অহিংসাকে এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন যে,

"যে ব্যক্তি জংগম ও স্থাবর (উভয়বিধ) প্রাণিগণের প্রতি দংড পরিত্যাগ করিয়াছে, (সুতরাং) যে (প্রাণীকে স্বয়ং) হনন করে না, (অপরকে দিয়াও) হনন করায় না, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।"[৩]

পক্ষাংতরে, যে হিংসাপরায়ণ তাহাকে বুদ্ধ এই বলিয়া নিংদা করিয়াছেন যে সে নিজেকে মলিন করে, হীন করে।

"কিন্তু সে (ভিক্ষু) যদি পরুষভাষী এবং (হিংস্র) পশুর ন্যায় হিংসা রত হয়,

---

১। উদান, ৪।৬

২। ইহা বলা উচিত যে ক্ষুদ্র বৃক্ষগুল্মাদিকে, তথা অপর ক্ষুদ্রপ্রাণীকে, বধ করিলে, কিংবা পীড়া দিলেও যে হিংসা হয়, এই ধারণা বুদ্ধের মনে পরে পরে আসিয়াছিল দেখা যায়। বিনয়পিটকে (মহাবগ্গ, ৩।১।১-৩) বিবৃত হইয়াছে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রথম প্রথম সর্ব ঋতুতে সমভাবেই বিচরণ করিতেন। তাহাতে, "জনগণ বিরক্ত হইয়াছিল, ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এবং চুপে চুপে এই বলিতে লাগিল যে 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি প্রকারে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে সমভাবে পরিব্রজন করেন? তাঁহারা ক্ষুদ্রগুল্মদিগকে দলিত করেন, বৃক্ষজীবনকে আঘাত করেন; তাঁহারা অনেক ক্ষুদ্র প্রাণবান বস্তুসমূহের প্রাণ বিনাশ করেন।" ঐ কথা যখন বুদ্ধের কানে পৌঁছে, তখন তিনি এই নিয়ম করেন যে তাঁহার ভিক্ষুগণও অপর মতবাদী ভিক্ষুগণের ন্যায়, বর্ষবাস করিবে।

তাঁহার পূর্ব সাধনা সংবংধে—যখন আজীবিক ছিলেন মনে হয়—বুদ্ধ কোন সময় শারিপুত্রকে বলেন, "হে শারিপুত্র! আমি (জুগুপ্সুদিগের বা অনুকংপাকারীদিগের মধ্যে) পরম জুগুপ্সু ছিলাম। ..তখন হে শারিপুত্র! আমার জুগুপ্সা এই প্রকার ছিল,—হে শারিপুত্র! আমি প্রাণিগণকে স্মরণ করিতে করিতে গমন করিতাম, স্মরণ করিতে করিতে আগমন করিতাম, জলবিংদুতে পর্যংত আমার দয়া থাকিত—বিষম (স্থান-সমূহে) স্থিত ক্ষুদ্র প্রাণিগণকে যেন না মারি। এই প্রকারই, হে শারিপুত্র! আমার অনুকংপা ছিল।" (মজ্ঝিমনি, মহাসীহনাদসুত্ত (১২) [১ খং।

৩। সুত্তনিপাত, ৬২৯ (বাসেট্‌ঠসুত্ত, ৩৬); মজ্ঝিমনি, বাসেট্‌ঠসুত্ত (৯৮), ৩৬, ধম্মপদ, ৪০৫ (২৬।২৩)।

তাহা হইলে তাহার জীবন অতিশয় দুষ্ট হয়, সে নিজের আবিলতা বৃদ্ধি করে।"[১] সে এমন কি শ্রমণ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যও নহে।

"প্রব্রজিত নিশ্চয় পরোপঘাতী হয় না, যে পরকে হিংসা করে, সে শ্রমণ নহে।"[২]

কেহ যদি ভুলক্রমে কোন হিংসা করে, তবে বুদ্ধ বলেন, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যথা বিনয়পিটকে আছে,

"হে ভিক্ষুগণ। কেহ কোন প্রাণবান বস্তুকে প্রাণরহিত করিবে না। যদি কেহ ঐ প্রকার করে, তবে তাহাকে ধর্মবিধি অনুসারে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"[৩] হে ভিক্ষুগণ। গো-চর্ম পরিধান করিবে না। যে কেহ ঐ প্রকার করে, তাহার এক দুষ্কৃত দোষ হইবে। এবং হে ভিক্ষুগণ। (অপর) কোন (প্রাণীর) চর্মও কখনও ব্যবহার করিবে না। যে কেহ ঐ প্রকার করে, তাহার এক দুষ্কৃত দোষ হইবে॥"[৪]

'পাতিমোক্‌খে'র 'প্রায়শ্চিত্তধর্মে' আছে যে (১) কোন বৃক্ষজীবনকে বিনষ্ট করিলে, (২) কোন ব্যক্তিকে কিংবা প্রাণীকে অংগুলিদ্বারাও খোঁচা মারিলে, (৩) কোন প্রাণবান বস্তুকে স্বেচ্ছাপূর্বক প্রাণরহিত করিলে, কিংবা (৪) যে জলে প্রাণী আছে, সেই জলকে জ্ঞানত পান করিলে, ভিক্ষুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।[৫]

অহিংসার ফল সংবন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"হে ভিক্ষুগণ। আর্যশ্রাবক প্রাণাতিপাত পরিত্যাগ করত প্রাণাতিপাত হইতে প্রতিবিরত হয়। হে ভিক্ষুগণ। প্রাণাতিপাত হইতে প্রতিবিরত আর্য-শ্রাবক অপরিমাণ সত্ত্বগণকে অভয় দান করে, অবৈর দান করে, অব্যাপাদ দান করে। অপরিমাণ সত্ত্বগণকে, অভয় দান করিয়া, অবৈর দান করিয়া, অব্যাপাদ দান করিয়া, অপরিমান অভয়ের, অবৈরের, অব্যাপাদের ভাগী হয়।'[৬]

"যে ব্যক্তি (কোন প্রাণীকে স্বয়ং) হনন করে না, (অপরকে দিয়াও) হনন

১। সুত্তনিপাত, ২৭৫ (ধম্মচরিয়সুত্ত, ২) ২। ধম্মপদ, ১৮৪ (১৪।৬)

৩। প্রায়শ্চিত্তবিধি, ১১, ৬১ ও ৬২ মতে ৪। বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ৫।১০।২

৫। বিধি ১১, ৫২, ৬১ ও ৬২ যথাক্রমে।

৬। অংগুত্তরনি, অট্‌ঠকনিপাত, দানবগ্‌গ, (৩৯।৬) [৪ খং, ২৪৬ পৃ]

করায় না, (স্বয়ং) পীড়া দেয় না, (অপরকে দিয়াও) পীড়া দেওয়ায় না,—যাহার সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীভাব আছে, তাহায় প্রতি কাহারও বৈরভাব থাকে না।"[১]

ইহাও এখানে বলা উচিৎ হইবে যে ঐ প্রকার অহিংসাবাদী হইলেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মৎস্য এবং মাংস ভোজন করিতেন। লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি সিংহের গৃহে নিমন্ত্রণে বুদ্ধ, সশিষ্য মাংস ভোজন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বুদ্ধ এই নিয়ম করেন,—

"হে ভিক্ষুগণ। (তোমাদিগকে ভোজন করাইবার) উদ্দেশ্যে কৃত মাংসকে জানিয়া পরিভোজন করিবে না। যে কেহ পরিভোজন করিবে তাহার দুঃখট (দোষ) হইবে। হে ভিক্ষুগণ। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অপরিশংকিত—এই তিন কোটি পরিশুদ্ধ (অর্থাৎ ঐ সকল বিশেষভাবে তোমাদেরই জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহা যদি তোমরা না দেখিয়া থাক, না শুনিয়া থাক, কিংবা শংকা না কর, তবে) মৎস্য ও মাংস (তোমরা পরিভোজন করিতে পারিবে)।"[২]

জীবক কৌমারভৃত্যকে বুদ্ধ বলেন,

"জীবক। তিন প্রকার মাংসকে আমি অভোজ্য বলি,—দৃষ্ট, শ্রুত এবং পরিশংকিত।· ·জীবক। তিন প্রকার মাংসকে আমি ভোজ্য বলি,—অদৃষ্ট, অশ্রুত, এবং অপরিশংকিত। ।"[৩]

তিনি জীবককে আরও বলেন যে, কোন গৃহস্থ ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়া যাহা কিছু ভোজন করিতে দেয়, ভিক্ষু "অলোলুপ অমূর্চ্ছিত হইয়া, অনাসক্ত হইয়া, অবগুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, নিসৃতার বুদ্ধিতে" তাহা ভোজন করে। সে ঐ সময়ে আত্ম-পীড়ার কথা ভাবে না, পর-পীড়ার কথাও ভাবে না, আত্মা এবং পর উভয়ের পীড়াকেও ভাবে না। সেই হেতু তাহার ঐ ভোজন "কল্প্য" (=উচিৎ) হয়, নির্দোষ হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তথাগতের কিংবা তাঁহার শ্রাবকের জন্য জীব মারে সে পাঁচ প্রকারে পাপভাগী হয়,—(১) জীবকে

১। ইতিবুত্তক, ২৭, আরও দ্রষ্টব্য—

"যো ন হংতি ন খাতেতি ন জিনাতি ন জাপয়ে।
অহিংসা সব্বভুতেসু বেরং তস্স ন কেনচি॥"

—(চক্কবাকজাতক, মিলিংদপ্রশ্নে ধৃত, [৪০২ পৃ])

২। বিনয়পিটক, মহাভাগ, ৬।৪।৯

আনিতে আদেশ দিয়া, (২) জীবের গলায় দড়ি বাঁধিয়া উহাকে জোর করিয়া বধস্থানে টানিয়া আনিতে দেখিয়া দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করিয়া, (৩) উহাকে বধ করিতে আদেশ দিয়া, (৪) উহাকে মারিতে দেখিয়া দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করিয়া, এবং (৫) তথাগতকে, কিংবা তাঁহার শ্রাবককে, "অকল্প্য" (=অনুচিৎ) বস্তু ভোজন করাইয়া।[১]

বুদ্ধের মতে ভিক্ষু ঔষধার্থে প্রয়োজন হইলে, জানিয়া, শুনিয়াও মৎস্য এবং মাংস ভোজন করিতে পারে। যথা, এক সময়ে কতিপয় ভিক্ষু এমন এক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় যে, উহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে তাহাদিগের ঔষধরূপে পশুর বসাভক্ষণের প্রয়োজন হয়। তাহারা বুদ্ধের নিকট ঐ বিষয় নিবেদন করে। তখন বুদ্ধ এই অনুজ্ঞা দেন যে ভিক্ষুগণ, ঔষধার্থে প্রয়োজন হইলে, পশুর বসা, যথা, ঋক্ষ-বসা, মৎস্য-বসা, শূকর-বসা, শুশুক-বসা, গর্দভ-বসা, প্রভৃতি পরিভোজন করিতে পারিবে।[২] "হে ভিক্ষুগণ। আমি অনুজ্ঞা দিতেছি যে অমানুষিক রোগ হইলে (তোমরা ঔষধার্থ) আম-মাংস এবং আম-লোহিতও (পরিভোজন করিতে পারিবে)।[৩] সেই প্রকারে ঔষধার্থে প্রয়োজন হইলে, রুগ্ন ভিক্ষু উদ্ভিজ্জের মূল পত্রাদিও ব্যবহার করিতে পারিবে বলিয়া বুদ্ধ অনুজ্ঞা দেন।[৪]

দেবদত্ত বুদ্ধকে বলেন যে তিনি যেন এই বিধান করেন যে ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন মৎস্য কিংবা মাংস ভোজন করিবে না; করিলে দোষ হইবে। বুদ্ধ অস্বীকার করেন।[৫]

'সুত্তনিপাতে'র 'আমগন্ধ-সুত্ত' পড়িলে মনে হয়, বুদ্ধের, মাংস ভোজন হেতু, "আমগন্ধভোজী" নামে দুর্নাম হয়। জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঐ দুর্নাম দিলে বুদ্ধ উত্তর করেন যে আমগন্ধ অন্য, মাংস ভোজন নহে।"

আত্মৌপম্যদৃষ্টি-বাদ

অহিংসাবাদের সমর্থনে ভাগবতধর্মের তথা জৈনধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও আত্মৌপম্যদৃষ্টি-বাদ প্রবর্তিত হয়। যথা, 'সংযুত্তনিকায়ে', তথা 'উদানে'

১। মজ্‌ঝিমনি, জীবকসুত্ত (৫৫) [১ খং, পৃ ৩৬৯-]
২। বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ, ৬।২।১
৩। বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ ৬।২।২
৪। ঐ, ৬।৩-৫
৫। পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বিবৃত হইয়াছে যে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং তাহার স্ত্রী মল্লিকাদেবীর মধ্যে কোন সময়ে এই বিষয়ে আলোচনা হয় যে নিজের আত্মা হইতে প্রিয়তর কিছু আছে কিনা। মল্লিকাদেবী বলেন, আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কিছুই নাই।[১] ঐ আলাপের কথা রাজা বুদ্ধের নিকট বিবৃত করেন। তখন বুদ্ধ বলেন,

"সব্বা দিশানু পরিগম্ম চেতসা
নৈবাজ্ঝগা পিয়তরং অত্তনা ক্বচি।
এবং পিয়ো পুথু অত্তা পরেসং
তস্মা ন হিংসে পরং অত্তকামো তি॥"[২]

'মনে মনে সর্বদিকে গমন করিয়া (নিজের) আত্মা হইতে প্রিয়তর কিছু পাওয়া যায় না। অপর সকলের পৃথক্ পৃথক্ আত্মাও (তাহাদের নিকট) সেই প্রকার প্রিয়তর। সুতরাং আত্মকামী অপরকে হিংসা করিবেক না।'

বুদ্ধ অন্য সময়েও বলিয়াছেন

"আত্মার (নিজের) সহিত উপমাকে সার (বলিয়া) জানিয়া ভিক্ষু ইহলোকে কাহাকেও হিংসা করিবে না।'[৩]

"যথা অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহং।
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্যং ন ঘাতয়ে॥"[৪]

'যেমন আমি, তেমন ইহারা, যেমন ইহারা, তেমন আমি। (এই প্রকারে) আত্মাকে (=নিজেকে) উপমা করিয়া (কাহাকেও) হনন করিবে না, (কিংবা) হনন করাইবে না।'[৫]

"সকলেই দণ্ড হইতে ত্রস্ত হয় এবং সকলেই মৃত্যু হইতে ভীত হয়। (অতএব) আত্মাকে উপমা করত (কাহাকেও) হনন করিবে না, (কিংবা) হনন করাইবে না। সকলেই দণ্ড হইতে ত্রস্ত হয়, এবং বাঁচিয়া থাকা সকলেরই

১। ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যও তাহা বলিয়াছেন। (বৃহউ, ১।৪।৮)।

২। সংযুত্তনি, কোসলসংযুত্ত, ১ম বগ্গ (মল্লিকা), (৩।১।৮।৮) [১খং, ৭৫ পৃ]; উদান, ৫।১।

৩। সুত্তনিপাত, ৩৬৮ (সম্মপরিব্বাজনীয় সুত্ত, ১০)

৪। সুত্তনিপাত, ৭০৫ (নালকসুত্ত, ২৭)

৫। "সাকচ্চং অত্তনো বিদিত্বা
ন চ ভিক্খু হিংসেয্য কংচি লোকে।"—(ঐ, ৩৬৮ (সম্মাপরিব্বাজনীয়সুত্ত, ১০)।

প্রিয়। (অতএব) আত্মাকে উপমা করত (কাহাকেও) হনন করিবে না, (কিংবা) হনন করাইবে না।"[১]

ভূতহিতে রতি

ভাগবতধর্মীর ন্যায় বৌদ্ধ শ্রমণও কেবল যে কোন প্রাণীকে হিংসা করেন না তাহা নহে, অধিকন্তু সর্বভূতের হিতসাধনেও নিরত থাকেন। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাঁহার শীলসংপত্তির অংগরূপে হিংসা হইতে বিরতির সংগে সংগে বৌদ্ধ ভিক্ষু "দয়াবান, সমস্ত প্রাণিবর্গের হিতকামনা যুক্ত হইয়া বিহার করেন।" পিশুনবাদ হইতে বিরতির সংগে সংগে তিনি বিরোধগ্রস্ত লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে মিলন স্থাপন করিয়া থাকেন, পূর্ব হইতে মিলিত লোকদিগের মধ্যে মিত্রতা আরও বাড়াইয়া থাকেন, "মিলনাকাঙ্ক্ষী, মিলনে রত, মিলনে প্রসন্নতাবান এবং মিলন স্থাপনার্থ কথা-কারী হন।"

বুদ্ধ স্বয়ং ঐ প্রকার করেন। যথা, (১) যখন বৈশালী ভীষণ মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ধ্বংসোন্মুখ হয় তখন তথাকার লোকগণের প্রার্থনায় বুদ্ধ তথায় গমন করেন এবং 'রতন-সুত্ত' উচ্চারিত করিয়া মহামারীকে বিদূরিত করেন।[২]

(২) শাক্যগণের এবং কোলিয়গণের মধ্যে উহাদের রাজ্যের অংতর্বর্তী রোহিনী নদীর জল লইয়া যখন বিবাদ হয়,—যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়, তখন বুদ্ধ মধ্যস্থ হইয়া ঐ বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং যুদ্ধ এড়ান।[৩] (৩) বজ্জীদিগের পরস্পর সংহতি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য বুদ্ধ "সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে"র উপদেশ করেন এবং বলেন যে "যাবৎ পর্যংত এই সাত অপরিহানীয় ধর্ম বজ্জীদিগের মধ্যে থাকিবে এবং এই সাত অপরিহানীয় ধর্মে বজ্জীগণ সংদৃষ্ট হইবে, (তাবৎ পর্যংত) বজ্জীদিগের বৃদ্ধি (হইবে) বুঝিতে হইবে, হানি নহে।"[৪] এই প্রকারের দৃষ্টাংত আরও আছে।

তাহা হইতে তখনকার জনসাধারণ বুদ্ধের এই প্রশংসা করিত যে তিনি 'দয়াপরায়ণ এবং সর্বভূতানুকংপী'।

১। ধম্মপদ, ১২৯-১৩০ (১০।১-২)

২। সুত্তনিপাত, ২২২-২৩৮ (রতনসুত্ত, ১-১৭); মহাবস্তু, ১ম ভাগ, পৃ ২৯১-

৪। দ্রষ্টব্য—বৃক্ষধর্ম-জাতক (৭৪), সৃপংদন-জাতক (৪৭৫), এবং কুণাল-জাতক (৫৩৬)

৫। দীঘনি, মহাপরিনিব্বান সুত্ত (১৬)

"শ্রমণ গৌতম প্রাণাতিপাত পরিত্যাগ করত প্রাণাতিপাত হইতে প্রতিবিরত, নিহিত-দণ্ড, নিহিত-শস্ত্র, লজ্জাবান, দয়াপন্ন এবং সর্বপ্রাণভূতহিতানুকম্পী হইয়া বিহার করেন"।[১]

"শাস্তা কারুণিক' সর্বলোকানুকম্পক"[২]

"তথাগত বুদ্ধ সর্বভূতানুকম্পী"[৩]

তদানীন্তন কালে বুদ্ধের এক খ্যাতি এই যে "জাতিক্ষয়ান্তদর্শী ও হিতানুকম্পী"।[৪]

বুদ্ধ নিজেই স্বীকার করেন যে তিনি "সর্বভূতানুকম্পী"[৫] তিনি আরও বলিয়াছেন যে সমস্ত বুদ্ধগণই "লোকানুকম্পক।"[৬] 'পটিসম্ভিদামগ্গে' বিবৃত হইয়াছে যে বুদ্ধগণ নানা কারণে সত্ত্বগণের প্রতি মহাকরুণাসম্পন্ন।[৭]

মিলিন্দপ্রশ্নে উক্ত হইয়াছে যে, বৌদ্ধগণ মনে করেন যে

"বুদ্ধ কারুণিক, অনুকম্পক ও সর্ব প্রাণীর হিতৈষী, তিনি অহিত অপনোদন করিয়া হিত উৎপাদন করেন।"[৮]

স্থবির নাগসেন ইহাও বলেন যে

"হে মহারাজ। তথাগত জীবগণের হিতের জন্য (উহাদিগকে) আঘাতও করিয়া থাকেন, জীবগণের হিতের জন্য নিপাতিত করিয়াও থাকেন, জীবগণের হিতের জন্য মারিয়াও থাকেন। হে মহারাজ। তথাগত আঘাত করিয়াও জীবগণের হিতই উৎপাদন করেন, নিপাতিত করিয়াও জীবগণের হিতই উৎপাদন করেন, মরিয়াও জীবগণের হিতই উৎপাদন করেন। হে মহারাজ। যেমন মাতা-পিতা, আঘাত করিয়াও, নিপাতিত করিয়াও পুত্রগণের হিতই উৎপাদন করিয়া থাকে, ঠিক সেই প্রকারই, হে মহারাজ। তথাগত জীবগণের হিতের জন্য আঘাতও করিয়া থাকেন, জীবগণের হিতের জন্য নিপাতিত করিয়াও

১। ঐ ব্রহ্মজালসুত্ত (১) [১ খং] ২। থেরগাথা, ২৪২

৩। "তথাগতসস বুদ্ধসস সব্বভূতানুকম্পিনো" (সংযুত্তনি, দেবতাসংযুত্ত, ১৪।৫।৫) [১ খং ২৫ পৃ]। ৪। ঐ, [৫ খং ১৬৮ ও ১৮৬ পৃ]।

৫। সংযুত্তনি [১খং, ১১০-১ পৃ]; অংগুত্তরনি [২ খং ৯ পৃ]।

৬। সংযুত্তনি, চংদিমসুত্ত ও সুরিয়সুত্ত [১ খং, ৫০ ও ৫১ পৃ]।

৭। পটিসংভিদামগ্গ, ১।১৪ [১খং ১২৬-১৩১ পৃ]।

৮। মিলিন্দপ্রশ্ন, ৪।১।২৮

থাকেন ; জীবগণের হিতের জন্য মারিধাও থাকেন। হে মহারাজ। তথাগত আঘাত করিয়াও জীবগণের হিতই উৎপাদন করেন, নিপাতিত করিয়াও জীবগণের হিতই উৎপাদন করেন। যে যে উপায়ে জীবগণের গুণবৃদ্ধি হয়, সেই সেই উপায়েই তিনি সর্বজীবগণের হিতই নিশ্চয় উৎপাদন করেন।"[১]

রাজা মিলিন্দ ঐ বিষয়ে এক শংকা উৎথাপন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে বিবৃত আছে যে দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনি পরে সংঘ-ভেদ করেন, এবং সেই পাপের ফলে নরকে গিয়াছেন, এবং এই কল্পের অংত পর্যংত নরকে বাস করিবেন। রাজা মিলিন্দ বলেন যে বুদ্ধ সর্বজ্ঞ বলিয়া জানিতেন যে দেবদত্ত প্রব্রজিত হইলে সংঘভেদ করিবেন এবং ঐ অতিকঠোর শাস্তি লাভ করিবেন, সুতরাং দেবদত্তের ঐ পাপ করার ও শাস্তি লাভের হেতু বুদ্ধই, কেননা তিনি প্রব্রজিত না করিলে, দেবদত্ত ঐ পাপ করিত না। অতএব শাস্তিও পাইতেন না। সুতরাং ইহা সত্য নহে যে "বুদ্ধ কারুণিক, অনুকংপক, ।" নাগসেন উত্তর করেন, সর্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধ ইহাও জানিতেন যে দেবদত্ত, প্রব্রজিত না হইলে, অপরাপর পাপকর্মসমূহ করিয়া অনেক সহস্র কোটি কল্প পর্যংত নরক হইতে নরকাংতরে গমন করিতেন, অধঃ হইতে অধস্তরে নিপতিত হইতেন। তাঁহার ঐ সুদীর্ঘ নরকবাসকে লঘু করিবার উদ্দেশ্যেই বুদ্ধ তাহাকে প্রব্রজিত করেন।[২]

নাগসেন ঐ বিষয়ে জলের দৃষ্টাংত দিয়াছেন। "পুনশ্চ আরও হে মহারাজ। জল শীতল-স্বভাব-সংস্থিত, সেই প্রকারই হে মহারাজ। যোগী যোগাবচর কর্তৃক সর্বসত্ত্বগণের প্রতি ক্ষাংতি-মৈত্রী-অনদ্রব-সংপন্ন, হিতৈষী, অনুকংপক ভবিতব্য।"[৩]

বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে, বুদ্ধ "বিদ্যা-চরণ-সংপন্ন"। আচার্য বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তত্র বিদ্যা-সংপদ্ দ্বারা ভগবান সর্বজ্ঞতা পূর্ণ করিয়া স্থিত ; চরণ-সংপদ দ্বারা মহাকারুণিকতাকে (পূর্ণ করিয়া স্থিত)। তিনি সর্বজ্ঞতা দ্বারা সর্বসত্ত্বগণের অর্থানর্থকে জ্ঞাত হইয়া মহাকারুণিকতা দ্বারা (তাহাদিগকে) অনর্থ পরিত্যাগ করাইয়া অর্থে নিয়োজিত করেন।"[৪]

১। মিলিন্দ প্রশ্ন, ৪।১।২৯ ২। ঐ, ৪।১।৩০ ৩। বিসুদ্ধিমগগ, [ট্রেংকৃনের সং, ৩৮৩ পৃ]
৪। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৭ম পরিচ্ছেদ, বুদ্ধানুস্সতি [২০৩ পৃ]

যাহা হউক বুদ্ধগণের অনুসরণে বৌদ্ধ শ্রাবকগণ সর্বভূতানুকংপী হইতে সংকল্প করেন। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"হে বিশাখা। সেই আর্যশ্রাবক এইপ্রকার প্রতিসংচিক্ষণ করে,—'অর্হৎগণ যাবৎজীবন প্রাণাতিপাত পরিত্যাগ করত প্রাণাতিপাত হইতে প্রতিবিরত, নিহিতদংড, নিহিতশস্ত্র লজ্জাবান এবং সর্বপ্রাণভূতহিতানুকংপী হইয়া বিহার করেন। আমিও অদ্য,—এইরাত্রে, কিংবা দিবসে প্রাণাতিপাত পরিত্যাগ করত প্রাণাতিপাত হইতে প্রতিবিরত, নিহিতদংড, নিহিত শস্ত্র, লজ্জাবান্, দয়াপন্ন এবং সর্বপ্রাণভূতহিতানুকংপী হইয়া বিহার করিব। আমি এই অংগে অর্হৎগণকে অনুকরণ করিব। আর উপোসথ আমার উপবস্তু হইবে।"[১]

বুদ্ধ স্বয়ংও তাঁহার শিষ্যগণকে এই উপদেশ দিতেন,

"সর্বভূতে অনুকংপা পরবশ হইবে। কাহারও অনিষ্ট করিও না।"[২] ফলে, ভিক্ষু, বুদ্ধ বলেন, "ব্যাপাদ-দোষকে ছাড়িয়া, ব্যাপাদ-রহিতচিত্তে বিহার করে। সর্বপ্রাণীর হিতানুকংপী হইয়া ব্যাপাদ-দোষসমূহ চিত্ত হইতে প্রক্ষালন করে।[৩]

"উভিন্নমত্থং চরতি আত্মনো চ পরস্স চ"[৪]

'নিজের এবং পরের উভয়েরই অর্থ (আকাঙ্ক্ষা করিয়া), বিচরণ করে', তাহাতে যেমন নিজের, তেমন পরেরও কল্যাণ করে, অকল্যাণ করে না, যেমন নিজেকে, তেমন পরকেও দুঃখ দেয় না, ততোধিক যেমন নিজেকে তেমন পরকেও সুখ প্রদান করে।

"এই তিন পুদ্গল লোকে উৎপন্ন হইলে বহুজনহিতার্থ, বহুজন সুখার্থ এবং লোকানুকংপার্থ, দেবমনুষ্যগণের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য উৎপন্ন হয়। কোন তিন? হে ভিক্ষুগণ। তথাগত এই লোকে উৎপন্ন হন, অর্হৎ, সম্যক্‌সংবুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সংপন্ন, সুগত লোকবিৎ, অনুত্তর পুরুষদম্যসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান। পুনঃ অপর (এক) হে ভিক্ষুগণ। সেই শাস্তারই শ্রাবক (যে) অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, (ব্রহ্মচর্য) বাসকৃত, কৃতকরণীয়, ত্যক্ত-ভার, অনুপ্রাপ্ত-সদর্থ,

---

১। অংগুত্তরনি, তিকনিপাত, মহাবগ্গ (৭০।৯) [১খং, ২১১ পৃ]।

২। সুত্তনিপাত, ৩৫ (খগ্গবিষাণসুত্ত, ১)।

৩। মজ্‌ঝিমনি, চূলহত্থিপদোপমসুত্ত (২৭) [১খং, ১৮১ পৃ], মহাতন্‌হাসংখয়সুত্ত (৩৮) [১খং, ২৬৯ পৃ], ইত্যাদি।

৪। সংযুত্তনি [১খং, ১৬২ ও ২২২ পৃ]।

পরিক্ষীণ ভবসংযোজন এবং সম্যক্-আজ্ঞা-বিমুক্ত হইয়াছে।...পুনঃ অপর (এক) হে ভিক্ষুগণ। সেই শাস্তারই শ্রাবক (যে) শৈক্ষ্য, প্রাপ্তপদ, বহুশ্রুত এবং শীল-বস্তুসম্পন্ন হয়।'[১]

বুদ্ধ কখন কখন বলিতেন, যদি কাহারও সম্বন্ধে ইহা যথার্থতঃ বলা যায় যে "বহুজনহিতার্থ, বহুজনসুখার্থ, এবং লোকানুকম্পার্থ দেবমনুষ্যগণের অর্থ হিত ও সুখের জন্য, সংমোহ-রহিত এক পুরুষ লোকে উৎপন্ন হইয়াছে" তবে উহা একমাত্র তাঁহারই জন্য বলা যায়।[২] 'মজ্‌ঝিমনিকায়ে' বিবৃত আছে যে দেবতাগণ ঘোষণা করেন যে "(আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ, নন্দিয় ও কিম্বিল-) এই তিন কুলপুত্র বহুজন-হিতার্থ, বহুজনসুখার্থ এবং লোকানুকম্পার্থ দেবমনুষ্যগণের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য তৎপর।"[৩]

ইহা বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে বুদ্ধের এবং তাঁহার শিষ্যগণের ঐ পরহিত-সাধন বিশেষভাবে ধর্মেরই দ্বারা হিতসাধন,—ধর্মের অন্তর্ভূক্ত করিয়াই পরের হিত-সাধন ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগণ মনে করিতেন যে ঐ প্রকারেই,—তাহার দুঃখ নাশের উপায় করিলেই মনুষ্যের হিতসাধন হয়, সুতরাং উহা অন্য প্রকারে হিতসাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখা যায়, নির্বাণ লাভের পরে বুদ্ধের মনে হইল যে, তিনি যাহা পাইয়াছেন, তাহা অপরে বুঝিবে না, সুতরাং গ্রহণও করিবে না। তাই তিনি উহা প্রচার করিবেন না। পরন্তু পরে ব্রহ্মার প্রেরণায়, জগতের কল্যাণার্থ তিনি উহা প্রচার করিতে সম্মত হন। তখন হইতে জগতের কল্যাণ সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়। পূর্বের অনিচ্ছা তখন তীব্র আগ্রহে পরিণত হয়। তাহার শিষ্যের সংখ্যা যখন ৫৯ হয় এবং সকলে তাঁহার ন্যায় অর্হৎ হন, তখন তিনি উঁহাদিগকে লোককল্যাণার্থ ধর্ম প্রচার করিতে আদেশ করেন।

'হে ভিক্ষুগণ। আমি দিব্য এবং মানুষ সমস্ত পাশসমূহ হইতে মুক্ত। হে ভিক্ষুগণ। তোমরাও দিব্য এবং মানুষ সমস্ত পাশসমূহ হইতে মুক্ত। হে ভিক্ষুগণ। বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ এবং (বহু) লোককে অনুকম্পার্থ,

---

১। ইতিবুত্তক ৮৪,

২। মজ্‌ঝিমনি, ভয়ভেরবসুত্ত (৪) [১খং, ২১ পৃ]; মহাসীহনাদসুত্ত (১২) [১খং, ৮৩ পৃ]।

৩। ঐ, চূলগোসিংগসুত্ত (৩১) [১খং, ২১১ পৃ]।

দেবমনুষ্যগণেব হিত, অর্থ ও সুখেব জন্য বিচবণ কব। তোমবা এক একজন (পৃথক্ পৃথক্) যাইও না।। দুই দুই জন (এক সংগে) যাইবে। হে ভিক্ষুগণ। সেই ধর্মেব উপদেশ কব, যাহাব আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পবিশেষে কল্যাণ, যাহা সার্থক এবং সব্যঞ্জন্। (এইরূপে) কেবল, পবিপূর্ণ এবং পবিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ কব। (এমন) প্রাণিগণ আছে, যাহাদেব (চিত্তেব) বজ অল্প, (যাহাবা) ধর্মকে শ্রবণ না কবিলে পবিহীনতা প্রাপ্ত হইবে, ধর্মেব অজ্ঞতা হইবে। হে ভিক্ষুগণ। আমিও ধর্মদেশনার্থ উরু-বেলাব দিকে, সেনানিগমেব দিকে উপসংক্রমণ করিব।"[১]

পবিনির্বাণেব অল্প কতিপয দিন পূর্বে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বলেন,

"সেইহেতু, হে ভিক্ষুগণ। এখানে (এই জগতে) যে সকল ধর্ম মৎকর্তৃক অভিজ্ঞাত হইযা উপদিষ্ট হইযাছে, সেইগুলি তোমবা উত্তমরূপে উদ্গ্রহণ কবিয়া আসেবন কবিবে, ভাবনা করিবে, বৃদ্ধি কবিবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য অধ্বনীয হয, চিবস্থাযী হয, এবং বহুজন-হিতার্থ, বহুজন-সুখার্থ, লোকানুকংপার্থ—দেবমনুষ্যগণেব অর্থেব, হিতেব ও সুখেব জন্য হয।" ইত্যাদি।[২]

ইহাবই প্রতিধ্বনি কবিযা কবি অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন, নংদ যখন অর্হত্ব লাভ কবেন, তাহাব পর বুদ্ধ তাঁহাকে এই উপদেশ দেন,—

"অবাপ্তকার্যোঽসি পবাং গতিং গতো
ন তেঽস্তি কিংচিত্ করণীয়মণ্বপি।
অতঃ পবং সৌম্য চবানুকংপযা
বিমোক্ষযন্ কৃচ্ছ্রগতান্ পবানপি॥"[৩]

তুমি পবাগতি প্রাপ্ত হইয়াছ, (সুতরাং) কৃতকৃত্য হইযাছ, তোমাব কবণীয় অণুমাত্র কিছুও আব নাই। অতএব, হে সৌম্য। কৃচ্ছ্রগত অপব প্রাণিগণকেও বিমুক্ত কবত অনুকংপা দ্বাবা বিচরণ কব।"

স্থবিব বংগীশ বলিয়াছেন, "যেমন সূর্য উদিত হইয়া প্রাণিগণকে রূপ, শুচি ও অশুচি, কল্যাণ ও পাপ দর্শন কবায়, তেমনই ধর্মধব ভিক্ষু অবিদ্যাপিহিত জন-

---

১। বিনযপিটক, মহাবগ্গ, ১।১১।১, সংযুত্তনি, মাবসংযুত্ত, ১ম বগ্গ (৪।১।৫।২) [১খং, ১০৫ পৃ]।

২। দীঘনি, মহাপবিনিববাণসুত্ত (১৬) [২খং, ১১৯ পৃ] (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৩। সৌংদবনংদ, ১৮।৫৪

গণকে আদিত্যেব উদয়েব ন্যায়, বিবিধ পথ দর্শন কবাইবে।" উহাবই আধাবে স্থবিব নাগসেন বলিষাছেন যে অর্হত্বকে সাক্ষাৎকাব কবিতে অভিলাষী যোগীকে জনগণকে সূর্যেব ন্যায় কল্যাণ ও পাপ, লৌকিক ও লোকোত্তব, ধর্ম দর্শন কবাইতে হইবে।[১]

বুদ্ধ বলিতেন যে, যে ব্যক্তি পবহিতার্থে ধর্মেব উপদেশ কবে না, সে সেই বাজাবই মতন যে বাজ্যেব সমস্ত আয নিজেবই ভোগে লাগায, অপবকে কিছুই দেয না।[২]

বুদ্ধধর্মেব অংতর্ভুক্ত কবাব মুখ্য তাৎপর্য ছিল গার্হস্থ্য পবিত্যাগ কবাইযা ভিক্ষু কবা। তাহা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩] তাহাব অপব প্রমাণ এই যে, বুদ্ধ বলিয়াছেন,[৪]

"পত্রহীন কোবিদাব বৃক্ষেব ন্যায় গৃহীব লক্ষণসমূহ বর্জন কবিয়া বীবেব ন্যায় গৃহবংধন ছিন্ন করিয়া একাকী খড়্গবিষাণেব ন্যায বিচবণ কবিও।"

"পুত্র, দাব, পিতা, মাতা, ধন, ধান্য এবং বাংধবাদি বিভিন্ন তৃপ্তিদাযক বস্তু পবিত্যাগ কবিয়া একাকী খড়্গবিষাণের ন্যায় বিচবণ কবিও।"

গৃহীব চিহ্ন বর্জন করিয়া, চ্যুতপত্র পবিচ্ছন্ন বৃক্ষেব ন্যায়, কাষায় বস্ত্র পবিধান পূর্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রাংত হইযা একাকী খড়্গবিষাণেব ন্যায় বিচবণ কবিও।"

সুতবাং ইহা বলা যাইতে পাবে যে বুদ্ধ এবং তাঁহাব শিষ্যগণ যে লোকেব হিত সাধন কবিতেন, তাহা প্রধানতঃ লোককে গার্হস্থ্য পবিত্যাগ কবাইয়া ভিক্ষু কবিযা নির্বাণপথেব যাত্রী করিয়া।

ইহাও বোধ হয় বলা উচিৎ যে প্রত্যেক অর্হৎকেই যে ঐ প্রকারে ভূতহিতে নিরত হইতে হইবে তাহা নহে। অংততঃ কোন কোন অর্হৎ আপন ভাবেই বিভোব থাকিতেন, জগতের কাহাবও জন্য কোন চিংতা কবিতেন না, বুদ্ধ কর্তৃক প্রদত্ত, উপবে উক্ত, বাজাব দৃষ্টাংত হইতেই তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। ভিক্ষু সোনকোলীবিশ বলিয়াছেন,

১। মিলিংদপ্রশ্ন (ট্রেংকনের সং, ৩৯০ পৃ)

২। দীঘনি, লোহিচ্চ সুত্ত (১২) ৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪। সুত্তনিপাত, ৪৪, ৬০ ও ৬৪ (খগ্গবিষাণসুত্ত, ১০, ২৬ ও ৩০) (বাংলা ভাষাংতর, ৯, ১১ ও ১২ পৃষ্ঠা)

"অধিমুক্তের নৈষ্‌ক্রাম্য হয়। অব্যাপদ্যাধিমুক্তের ও উপাদানক্ষয়ের চিত্তের প্রবিবেক হয়, তৃষ্‌ণাক্ষয়াধিমুক্তের চিত্তের অসংমোহ হয়। চারিদিকের কোন বস্তুর কোন ছাপ উহাতে পড়ে না, (তাঁহার) চিত্ত সম্যক্‌ বিমুক্ত হয়। সম্যক্‌বিমুক্ত এবং শাংতচিত্ত সেই ভিক্ষুর কৃতের প্রতিচয় হয় না, করণীয় থাকে না। যেমন এক ঘন শৈল বায়ু দ্বারা চালিত হয় না, তেমন তাদির স্থিত ও বিপ্রমুক্ত চিত্তকে কেবল রূপ, রস, শব্‌দ, স্পর্শ ও গংধ, তথা ইষ্‌ট ও অনিষ্‌ট ধর্মসমূহ প্রব্যথিত করে না। তিনি ইহার (=এই পরিদৃশ্যমান জগতের) ব্যয় অনুদর্শন করিতে থাকেন।"[১]

'সুত্তনিপাতের 'খগ্‌গবিষাণসুত্ত' হইতেও মনে হয়, যে ভিক্ষু পূর্ণ অর্হৎ অবস্থার পৌঁছিয়াছেন, তিনি কিছুই না করিয়া গংডারের মত একাকী বনে বিচরণ করিবে।

তাই 'ইতিবুত্তকে' তিন প্রকার লোকের উল্লেখ আছে। (১) এক প্রকার লোক অনাবৃষ্‌টির তুল্য, অপরকে কিছু দেয় না। (২) দ্বিতীয় প্রকার লোক স্থানীয় বৃষ্‌টির তুল্য,—কতিপয়কে মাত্র কোন কোন বস্তু দেয়। (৩) তৃতীয় প্রকার লোক সর্বত্র পতিত বৃষ্‌টির মত, "সর্বভূতানুকংপক"—সকলকে সর্ব বস্তু দেয়।[২]

ইহাও বলা উচিৎ হইবে বোধ হয় যে, 'জাতকে' দেখা যায়, বুদ্ধ জ্ঞাতিগণের হিতচেষ্‌টাকে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ নাকি কোন সময়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"ভদংত। কীদৃশ লোকের সহিত ভিক্ষুদিগের প্রীতি জন্মে?"

বুদ্ধ উত্‌তর করেন,

"হয় স্ব স্ব জ্ঞাতিজনের সহিত, নয় শাক্যকুলের সহিত।"

তখন রাজা ভাবিলেন, 'আমি একটি শাক্যকন্যা আনিয়া অগ্র-মহিষী করিব, তাহা করিলে ভিক্ষুরা আমাকে জ্ঞাতি সদৃশ মনে করিয়া আমার প্রতি প্রীতিমান হইবেন।'[৩] ইহা ভাবিয়া প্রসেনজিৎ শাক্যদিগের নিকট একটা কন্যার পাণি

১। বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ, ৫।১।২৭, অংগুত্তরণি, ছক্‌কনিপাত, মহাবগ্‌গ (৫৫।১১) [৩খং, ৩৭৮-৯ পৃ]।

২। ইতিবুত্তক, ৭৫ ৩। ভদ্রশালজাতক (৪৬৫) [বংগভাষান্তর ৪খং, ১০১ পৃ]।

প্রার্থনা করেন। শাক্যগণ তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করেন। প্রসেনজিতের পুত্র বিড়ূভ উহার প্রতিশোধ লইতে শাক্যকুলকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মহতী সেনা লইয়া কপিলাবস্তুর দিকে যাত্রা করেন। বুদ্ধ কৌশলে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন এবং জ্ঞাতিকুলকে রক্ষা করেন। এই প্রকার তিন বার ঘটে। তাহাতে ভিক্ষুগণ পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে,

"দেখ ভাই, শাস্তা নিজে দেখা দিয়া রাজাকে ফিরাইয়াছেন এবং জ্ঞাতিগণকে মরণভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। শাস্তা জ্ঞাতিবর্গের এতই হিতকামী।"[১]

"দেখ ভাই, সম্যক্‌সংবুদ্ধ জ্ঞাতিগণের হিতানুষ্ঠান করেন।"[২]

রোহিনী নদীর জল লইয়া যখন শাক্যদিগের এবং কোলিয়দিগের মধ্যে মনোমালিন্য হয়, তখন বুদ্ধ তাহা জানিতে পারিয়া আকাশ পথে তথায় গমন করেন। তিনি প্রথমে রোহিনী নদীর উপরে আকাশে অবস্থান করিয়া যোগৈশ্বর্য দেখাইয়া উভয় পক্ষকে মুগ্ধ করেন, পরে আকাশ হইতে নদীতীরে অবতরণ করিয়া সদুপদেশ দিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং শান্তি স্থাপন করেন।[৩] শাক্যগণ তাঁহার জ্ঞাতি এবং কোলিয়গণ তাঁহার আত্মীয়।

তারপর 'জাতকে' দেখা যায়, বুদ্ধ যে কেবল 'ধর্মেরই দ্বারা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই পরের হিত সাধন করিতেন, তাহা নহে, পরহিতার্থ তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারেও ভাগ লইতেন। যথা, বৈশালীতে মহামারী উপস্থিত হইলে, বুদ্ধ লিচ্ছবিগণের প্রার্থনায় তথায় গমন করেন এবং মহামারীকে শান্ত করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিত্‌ এবং তাঁহার রাণী মল্লিকা দেবীর মধ্যে ভীষণ কলহ উপস্থিত হইলে, বুদ্ধ তাহা শান্ত করেন, উহাঁদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন।[৪]

বুদ্ধ তাঁহার ভক্তগণের পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধেও পরামর্শ দিতেন, দেখা যায়। যথা জনৈক ব্রাহ্মণ তাহার কন্যাদিগের বর নির্বাচন সম্বন্ধে কোন

১। ভদ্রশালজাতক (৪৬৫) বঙ্গভাষান্তর, ৪খণ্ড, ১০৭ পৃ]।

২। মহাকপিজাতক, (৪০৭) [ঐ, ৩খণ্ড, ২১১ পৃ]।

৩। দ্রষ্টব্য—বৃক্ষধর্মজাতক (৭৪), স্পন্দন-জাতক (৪৭৫) ; এবং কুণাল-জাতক (৫৩৬)।

৪। সুজাতা-জাতক (৩০৬), ভদ্রসালটক-জাতক (৫০৪) ; 'সংযুত্তনিকায়ে' (৩৭।১-৩) [৪খণ্ড, ২৩৮-৯ পৃ]) দেখা যায়, কোন কোন গুণ থাকিলে, কিংবা না থাকিলে নারী পুরুষের, তথা পুরুষ নারীর, প্রিয় কিংবা অপ্রিয় হয়, বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে তাহার উপদেশ দিতেন।

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে পরামর্শ দেন।[১]

পাত্রাপাত্র-বিচার

'জাতকে' দেখা যায়, বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষুগণকে কখন কখন বলিতেন যে 'উপযুক্ত ব্যক্তিকেই উপদেশ দিতে হয়, অপাত্রে উপদেশ দিতে নাই।' তিনি জনৈক প্রাচীন তপস্বীর দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতেন। ঐ তপস্বী নাকি পূর্বকালে বারানসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বর্তমান ছিলেন। তিনি যে উপদেশ দিয়া রাজার নিকট হইতে, দক্ষিণা স্বরূপে একখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন, এক মূর্খকে ঠিক তাই উপদেশ দিয়া কঠোর মার খাইয়াছিলেন। বুদ্ধ তাহাতে বলেন,

"কাঞ্চনে আদর নাহি করে পশুগণ।
অবহেলে উপদেশ যত মূর্খ জন।"

তিনি উপসংহারে আরও বলেন যে, তিনি স্বয়ংই ঐ তাপস ছিলেন।[২]

পরন্তু অপর এক জাতকে দেখা যায়, উপদেশ সকলকেই দিতে হইবে, অধর্ম দেখিলেই ধর্মকথা শুনাইতে হইবে। তাহাতে যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে যদি ক্রুদ্ধও বা হয়, উপদেশকে ভূষামুষ্টির মত পরিত্যাগও করে, তথাপি তাহার হিতার্থ তাহাকে উপদেশ দিতেই হইবে।[৩]

ধর্মসেনাপতি শারিপুত্র নাকি বুদ্ধের এই শেষোক্ত উপদেশকে মানিতেন, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন।

"শুনা যায় ব্যাধ, ধীবর প্রভৃতি যে সকল দুঃশীল লোক স্থবিরের নিকটে আসিত, অথবা তিনি যাহাদিগকে সময়ে সময়ে দেখিতে পাইতেন সকলেরই নিকট তিনি শীল ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, "তোমরা শীল গ্রহণ কর।" তাহারা স্থবিরকে সম্মান করিত বলিয়া তাঁহার কথা লংঘন করিতে পারিত না, তাহারা মুখে শীল গ্রহণ করিত, কিন্তু কাজে উহা রক্ষা করিত না, যাহার যে ব্যবসায় সে তাহাই করিয়া বেড়াইত। ইহা জানিয়া স্থবির একদিন নিজের সার্ধ-

১। সাধুশীল জাতক (২০০)
২। অবার্য-জাতক (৩৭৬) [বংগভাষান্তর, ৩খণ্ড, ১৩৪-৬ পৃ]
৩। গান্ধার-জাতক (৪০৬)

বিহাবিকদিগকে সংবোধন পূর্বক বলিলেন, 'দেখ, এই সকল আমাব নিকট শীলব্রত গ্রহণ কবে বটে, কিংতু পালন কবে না। সার্ধ-বিহাবিকেবা বলিলেন 'ভদংত, আপনি ইহাদেব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে শীলব্রত দিষা থাকেন, ইহাবা আপনাব আদেশ লংঘন কবিতে পাবে না বলিবাই তাহা গ্রহণ কবে। অতএব আপনি এইরূপ লোকদিগকে শীলব্রত দিবেন না।' সার্ধ-বিহারিকদিগেব উত্তব শ্রবণে স্থবিব অসংতুষ্ট হইলেন। বুদ্ধ বলেন, "কেবল এখন নহে, শাবিপুত্র পূর্বেও যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই, না চাহিলেও, শীলব্রত দান কবিতেন।"

শাবিপুত্র ঐ জন্মে এক সুবিখ্যাত আচার্য ছিলেন। "এই আচার্য কৈবর্ত প্রভৃতি যাহাকে দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই অযাচিতভাবে 'শীল গ্রহণ কব', 'শীল গ্রহণ কব' বলিয়া শীলব্রত দিতেন, কিংতু ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাব নিকট হইতে চলিষা গিয়া কখনও শীল বক্ষা কবিত না। আচার্য একদিন অংতেবাসী-দিগকে লোকেব এইরূপ আচবণেব কথা জানাইলেন। অংতেবাসীবা বলিলেন, 'আপনি ইহাদেব রুচিব বিরুদ্ধে শীল দান কবেন, সেই জন্যই ইহাবা উহা ভংগ কবে। এখন হইতে যাহাবা চাহিবে তাহাদিগকেই শীল দিবেন, অযাচকদিগকে দিবেন না।' এই উত্তবে আচার্যেব অনুতাপ জন্মিল, তথাপি তিনি যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই পূর্ববত্ শীল দিতেন।"

আচার্যেব এক শিষ্য কাবংডিক তাঁহাকে প্রবোধ দিবাব এক উপায় খুঁজিয়া বাহির করিল। পথিমধ্যে এক গর্ত দেখিবা সে উহাতে শিলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাব সতীর্থগণ বাববাব জিজ্ঞাসা করিলেও, 'আপনি এ কি কবিতেছেন?' সে কোন উত্তব দিল না। উহাবা তখন আচার্যেব নিকটে গিয়া ঐ বিষয় নিবেদন কবিল। আচার্য আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলে, কাবংডিক বলিল,

"সাগব-বেষ্টিত ধবা সমতল হবে কবতলবত্।
তাই ভাংগি গিবি শিলাখংড আনি কবি দবীতার্ভসাত্॥"

ইহা শুনিবা আচার্য বলেন,

"বিপুলা পৃথিবী, কি সাধ্য লোকেব
কবে সমতল তায়?
এই এক গুহা পুরিতে তোমাব
হইবে জীবন ক্ষয়।"

তখন কারংডিক বলিল,

"ধরা সমতল করিতে শকতি
কারো যদি নাহি থাকে,
তা হলে ব্রাহ্মণ আমিও একটি
প্রশ্ন করি আপনাকে।
নানা মতিগতি নানা মানুষের
ভাবিয়াছেন কি মনে,
শীলব্রত দিয়া এক (ই) পথে আনি
চালাইব সব জনে?"

আচার্য বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাকে মাত্র প্রবোধ দিতেই কারংডিক ঐ প্রকার করিতেছে। তিনি বুঝিলেন যে

"পারে না কেহ ধরারে করিতে
সমতল সব ঠাঁই।
এক পথে সব মানুষে আনিতে
সাধ্য মানুষের নাই।"

শারিপুত্র ছিলেন ঐ ব্রাহ্মণ আচার্য, আর বুদ্ধ ছিলেন তাঁহার শিষ্য কারংডিক।[১]

জীব-কল্যাণ-কামনা

'সুত্তনিপাতে' বিবৃত হইয়াছে যে নির্বাণ-জ্ঞান লাভেচ্ছু ব্যক্তি সর্বদা এই কামনা করিবেন।

"সুখিনো বা খেমিনোহোংতু
সব্বে সত্তা ভবংতু সুখিতত্তা॥
যে কেচি পাণভূত অত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহাংতা বা
মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকথূলা॥

১। কারংডিক-জাতক (৩৫৬) [বংগ-ভাষাংতর, ৩য়, ১০১-৩ পৃ]।

দিট্‌ঠা বা যে বা অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসংতি অবিদূরে।
ভূতা বা সংভবেসী বা
সব্‌বে সত্তা ভবংতু সুখিতত্তা॥'[১]

'সমস্ত প্রাণিগণ সুখী হউক, ক্ষেমবান হউক এবং সুখিতাত্মা হউক। যে সকল প্রাণধারী আছে,—জংগম কিংবা স্থাবর; দীর্ঘ, মহান, মধ্যম (-আকৃতি) কিংবা হ্রস্ব; অণু কিংবা স্থূল, দৃষ্ট কিংবা অদৃষ্ট, দূরে কিংবা নিকটে নিবাসী, জাত কিংবা জাত্যান্বেষী,—সমস্ত প্রাণিগণ সুখিতাত্মা হউক।'

নির্বাণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিও ঐ প্রকারে জীবগণের কল্যাণ কামনা করিতেন। কেননা, উহার অন্তত্র বিবৃত হইয়াছে যে বৈশালী নগরের অধিবাসিগণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী গ্রস্ত হইয়া মরিতে থাকিলে এবং ধ্বংসোন্মুখ হইতে থাকিলে, বুদ্ধ উহাদের মংগলার্থ দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করেন যে "সুবত্থি হোতু' (='স্বস্তি ভোতু', 'সুখী হউক')।[২]

স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন, যোগী ভিক্ষার্থ গৃহকুলে গেলে "গৃহীদের অনুতাপ উৎপাদন করিবেন না, তাহাদের মূল কর্মের ক্ষতি করিবেন না; সর্বদা তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই কামনা করিবেন।"[৩] "পুনর্বার, বৃক্ষ ছায়া দিতে বৈমত্য (বা ভেদবুদ্ধি) করে না। সেইরূপই যোগী যোগাবচর সর্বসত্ত্বগণের প্রতি ভেদবুদ্ধি করিবেক না; চোর, বধক, ঘাতক, প্রভৃতিরও প্রতি, যেমন নিজের প্রতি সমসম মৈত্রী-ভাবনা করিবেক। (অধিকংতু) এই সত্ত্বগণ কি প্রকারে বৈরহীন, ব্যাপাদশূন্য ও নিরুপদ্রব হইবে, নিজেকে রক্ষা করিবে এবং সুখী হইবে (তাহা ভাবনা করিবেক)।"[৪]

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা

প্রাণিগণের প্রতি হিংসাদ্বেষাদি ভাব পরিহারার্থ ভাগবতধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা পরায়ণ হওয়ার বিধান আছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

---

১। সুত্তনিপাত; ১৪৫ ২-৩ (মেত্তসুত্ত, ৩-৫)

২। সুত্তনিপাত, ২২২- (রতনসুত্ত), মহাবস্তু [১ম ভাগ, ২৯১-পৃ] (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৩। মিলিন্দ প্রশ্ন ৪। ঐ. [৪০৯-১০ প]

"সে (ভিক্ষু) মৈত্রীযুক্ত চিত্তে এক দিক্‌কে পূর্ণ করত বিহার করে। তথা দ্বিতীয় দিক্‌কে, তথা তৃতীয় দিক্‌কে, তথা চতুর্থ দিক্‌কে (পূর্ণ করত বিহার করে)। এই প্রকার উপরে ও নীচে, আশে ও পাশে সংপূর্ণ মনে সকলের জন্য মৈত্রীযুক্ত, বিপুল, মহান ও অপ্রমাণ বৈরীরহিত চিত্তে সমস্ত লোককে স্পর্শ করত বিহার করে।" করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা সংবন্ধেও তিনি পর পর ঠিক সেই প্রকার বলিয়াছেন।[১]

মৈত্র্যাদি চিত্তে বিহার বা তৎ-ভাবনা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহাও বুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"কি প্রকারে ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্ত দ্বারা এক দিক্ স্ফুরিত করত বিহার করে? যেমন এক পুদ্‌গলকে প্রিয়, মনাপ দেখিয়া মৈত্রী করে, সেইরূপ সর্ব সত্ত্বকে মৈত্রীদ্বারা স্ফুরিত করে।"[২]

'কোন পংচ আকারে অনবধিত স্ফুরণা মৈত্রী-চিত্ত-বিমুক্তি ভাবনা কর্তব্য? সব সত্ত্ব অবৈরী, অব্যাপাদ ও অনীঘ হউক, সুখী আত্মাকে পরিহার করুক। সর্ব প্রাণী। সর্ব ভূত। সব পুদ্‌গল। সর্ব আত্মভাবপর্যাপন্ন অবৈরী, অব্যাপাদ ও অনীঘ হউক, সুখী আত্মাকে পরিহরণ করুক।[৩]

এই দুই বচন মূলে বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে কেহ মৈত্রী-ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিতেছে তখন বলা যায়, যখন সে জগতের সর্ব প্রাণীকে তেমন ভালবাসে যেমন সে এক ব্যক্তিবিশেষকে, যথা পুত্রকে, ভালবাসে।[৪] স্থবির রেবত লিখিয়াছেন,

"আর মৈত্রীকে অভিজানি, (মৎকর্তৃক) অপ্রমাণ সুভাবিত হইয়াছে—যেমন বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হইয়াছে তেমন অনুপূর্ব পরিচিত হইয়াছে। আমি সদা অব্যাপাজ্ঝ-রত, তথা সর্বমিত্র, সর্বসখ ও সর্বভূতানুকংপক হইয়া মৈত্রী চিত্তকে ভাবনা করি।'[৫]

১। দীঘনি, তেবিজ্জসুত্ত (১৩) [১ম, ২৫০-১ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—দীঘনি, মহাসুদস্সন-সুত্ত (১৭) [২য়, ১৮৬-৭ পৃ]; মহাগোবিন্দসুত্ত (১৯) [২য়, ২৫০ পৃ], মজ্‌ঝিমনি, বত্থসুত্ত (৭) [১ম, ৩৮ পৃ]; চূলঅস্সপুরসুত্ত (৪০) [১ম, ২৮৩ পৃ]; ইত্যাদি।

২। বিভংগ ২৭২ পৃ। ৩। পটিসংভিদামগ্‌গ [২য়, ১৩০ পৃ]।

৪। বিসুদ্ধিমগ্‌গ, ৯ম পরিচ্ছেদ (বাংলাভাষান্তর, ১৭৯-১৮০ পৃ)।

৫। থেরগাথা ৬৪৭-৮

সব্‌বমিত্‌তো সব্‌বসখো সব্‌বভূতানুকংপকো।
মেত্‌তং চিত্‌তং চ ভাবেমি অব্যাপজ্‌জ-রতো সদা। ৬৪৮।"

অনুপম বক্ষিত লিখিবাছেন, "তদনংতব মৈত্রী, মুদিতা, করুণা ও উপেক্ষা নামক চাবি ব্রহ্মবিহার বক্ষ্যমান প্রকাবে ভাবনা কবিবে। তন্মধ্যে ঐ মৈত্রী কি? সর্বসত্ত্বে একপুত্র-প্রেমতালক্ষণা, অথবা হিতসুখোপসংহাবাকাবা। আব করুণা কীদৃশী? দুঃখ এবং দুঃখহেতু হইতে সমুদ্ধবণকামতা। 'ত্রিদুঃখমহানল-প্রজ্জ্বলিতসংসাবলোহভবন প্রবিষ্ট জংতুগণকে তথা হইতে সমুদ্ধাব কবিব' —এই অধ্যাশয় করুণা। অথবা ত্রিদুঃখ-দুঃখিত সত্ত্বগণকে সংসাবাংবুধি হইতে সমুদ্ধবণেচ্ছা (করুণা)। আব মুদিতা ঈদৃশী—মুদিতা প্রমোদই, অথবা 'সমস্তই সংসাবী সত্ত্বগণ মৎকর্তৃক অসদৃশ বুদ্ধত্বে, তথা তদুপায়ে, প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য'—এই অধ্যাশয় মুদিতা। অথবা, যাহা সকলেরই কুশলমূল, তাহাতে এবং তদ্-ভোগৈশ্বর্যাদিতে আকৃষ্টচিত্ততা (মুদিতা)। উপেক্ষা কি? প্রতিঘানুনয়-নিবংধন পবিত্যাগ কবত হিতকাবী ও অহিতকারী জংতুগণেব প্রতি পরম হিতাচরণ উপেক্ষা। অথবা সমস্ত প্রেমানুশয় বহিত-পবহিতধর্মতাব স্ববসবাহিনী প্রবৃত্তি উপেক্ষা। অথবা লাভ ও অলাভ, যশ ও অপযশ, নিংদা ও স্তুতি, সুখ ও দুঃখ, ইত্যাদি অষ্টলোকধর্মপ্রমুখ সকল অপ্রস্তুত ব্যাপাবকে উপেক্ষণ উপেক্ষা।"[১]

উহার ফল

বুদ্ধ মনে কবেন যে, মৈত্র্যাদি ভাবনাযুক্ত হইয়া কৃতকর্মের ফলেব আতিশয্য হয, সুতবাং অল্পকর্মদ্বাবাও মহৎ ফল লাভ কবা যায়। তিনি বলিয়াছেন,

"হে বাশিষ্ঠ। যেমন বলবান শংখবাদক অল্প চেষ্টাতেই চাবিদিকে বিজ্ঞাপিত করে, তেমনই মৈত্রীভাবিত চেতোবিমুক্তি দ্বাবা যে প্রমাণ কর্ম কৃত হয়, তাহা তথায় অবশেষ থাকে না, তথায় অবস্থিত থাকে না।"

করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা ভাবিত চেতো-বিমুক্তি দ্বারা কৃতকর্ম সংবংধেও তিনি পব পব ঠিক ঐ প্রকাব বলিবাছেন।[২]

বুদ্ধ আবার বলিয়াছেন, মৈত্রী ভাবনা কবিলে ব্যাপাদ(=দ্বেষ) ছুটিয়া যায় করুণা ভাবনা কবিলে বিহিংসা (=হিংসাবৃত্তি) ছুটিয়া যায়, মুদিতা ভাবনা

১। কিংচিৎবিস্তার তারা সাধনা (*Ind, Bud, Icon*, pp. 171-2)

২। দীঘনি, তেবিজ্জসুত্ত (১৩) [১খং, ২৫১ পৃ]; মজ্ঝিমনি, সুভসুত্ত (৯৯) [২খং, ২০৭ পৃ]।

করিলে অরতি ছুটিয়া যায়, এবং উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা প্রতিঘ (=প্রতিহিংসাবৃত্তি) ছুটিয়া যায়।[১]

"সেইজন্য বীতরাগ হইয়া অপ্রমাণ মৈত্রীর ভাবনা করিয়া বিদ্বেষ প্রশমিত করিবে। দিবারাত্রি সতত অপ্রমত্ত থাকিয়া সর্বদিকে অপ্রমেয় মৈত্রী বিক্ষিপ্ত করিবে।"[২]

"নরোত্তমগণ মৈত্রী দ্বারা দ্বেষাগ্নিকে নির্বাপিত করেন, এবং প্রজ্ঞা দ্বারা এই যাহা নির্বেদাগামিনী (সেই প্রজ্ঞা দ্বারা) মোহাগ্নিকে নির্বাপিত করেন।"[৩]

তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন যে মৈত্র্যাদিভাবনা দ্বারা ভিক্ষু আধ্যাত্মিক শাংতি লাভ করে। যে ক্ষত্রিয়কুল, ব্রাহ্মণকুল, বৈশ্যকুল কিংবা শূদ্রকুল অথবা "যে কোন কুল হইতে ও আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়, সে তথাগত-প্রবেদিত ধর্ম-বিনয়ে আসিয়া এই প্রকারে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা ভাবনা করিয়া অধ্যাত্ম উপশম লাভ করে, শ্রমণ-সামীচি-প্রতিপদ প্রতিপন্ন হয়।"[৪]

মৈত্র্যাদি ভাবনা দ্বারা আধিভৌতিক শাংতিও লাভ হয়। কেননা, বুদ্ধ বলিয়াছেন "যাহার সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীভাব আছে, তাহার প্রতি কাহারও বৈরভাব থাকে না।"[৫] এমন কি সর্পাদি হিংস্র জংতুগণও তাহার কোন অনিষ্ট করে না। তাই উহাদের হইতে আত্মরক্ষার্থ বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে উহাদের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করিতে আদেশ করেন।

"হে ভিক্ষুগণ। আত্মগুপ্তি, আত্ম-রক্ষা, আত্ম-পরিত্রাণ করিতে এই চারি অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রী চিত্তে বিহার করিতে আদেশ দিতেছি। হে ভিক্ষুগণ। এই প্রকারেই তাহা করিতে হইবে,—

"বিরূপাক্ষের প্রতি আমার মৈত্রী। এলাপত্রের প্রতি আমার মৈত্রী। ছব্যাপুত্রের প্রতি আমার মৈত্রী। কৃষ্ণগোতমকের প্রতি (আমার) মৈত্রী। অপাদকের প্রতি আমার মৈত্রী। দ্বিপাদকের প্রতি আমার মৈত্রী। চতুষ্পদের প্রতি আমার মৈত্রী। বহুপদের প্রতি আমার মৈত্রী। অপাদক আমাকে হিংসা

১। মজ্‌ঝিমনি, মহারাহুলোবাদসুত্ত (৬২) [২খং, ৪২৪ পৃ]।
২। সুত্তনিপাত, ৫০৭ (মাঘসুত্ত, ২১) বাংলাভাষাংতর, ৯৭ পৃ)।
৩। ইতিবৃত্তক, ৯৩
৪। মজ্‌ঝিমনি, চূলঅস্সপুরসুত্ত (৪০) [১খং, ২৮৪ পৃ]।
৫। ইতিবৃত্তক, ২৭ (পূর্বে পৃষ্ঠা)

না করুক। দ্বিপাদক আমাকে হিংসা না করুক। চতুষ্পদ আমাকে হিংসা না করুক। বহুপদ আমাকে হিংসা না করুক।

'সব্বে সত্তা সব্বে প্রাণা সব্বে ভূতা চ কেবলা।
সব্বে ভদ্দানি পস্‌সংতু মা কিংচি পাপমাগমা॥"

সর্ব সত্বগণ, সর্ব প্রাণিগণ, কেবল সর্ব ভূতগণ, সকল মংগলসমূহ দর্শন করুক কিংচিৎমাত্রও পাপ প্রাপ্ত না হউক।

"বুদ্ধ অপ্রমাণ (=অপরিমেয়), ধর্ম অপ্রমাণ, এবং সংঘ অপ্রমাণ (পরংতু) সর্প, বিচ্ছু, শতপদী, উর্ণনাভ, শরভ, মূষিক, (প্রভৃতি) প্রাণিগণ প্রমাণবান।

"আমার রক্ষা কৃত হইল, আমার পরিত্রাণ কৃত হইল। ভূতগণ (আমার দিক হইতে প্রতিক্রমণ করুক। সেই আমি (বলিতেছি) 'ভগবানকে নমস্কার, সপ্ত সম্যক সংবুদ্ধকে নমস্কার"।[১]

'অংগুত্তরনিকায়ে' আছে,[২] বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বলেন, মৈত্রী চেতোবিমুক্তি 'আসেবিত, ভাবিত, বহুলীকৃত, যানীকৃত, বস্তুকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত, সুসমারব্ধিত' হইলে ভিক্ষু আনিসংশ প্রতিলাভ করে,—(১) সুখে ঘুমায়, (২) সুখে প্রতিবুদ্ধ হয়, (৩) খারাপ স্বপ্ন দেখে না, (৪) মনুষ্যগণের প্রিয় হয়, (৫) অমনুষ্য-গণের (বা মনুষ্যেতর প্রাণিগণের) প্রিয় হয়, (৬) দেবতাগণ তাহাকে রক্ষা করেন, (৭) তাহার (শরীরে) অগ্নি, বিষ কিংবা শস্ত্র প্রবেশ করে না, এবং (৮) উত্তরকে (পরমতত্ত্বকে) অপ্রতিবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মলোকোপগামী হয়। যে প্রতিস্রত হইয়া মৈত্রীকে অপ্রমাণ ভাবনা করে, তাঁহার সংযোজনসমূহ ক্ষীণ হয়, সে উপাধিক্ষয় দর্শন করে। যে অদুষ্টচিত্ত হইয়া একটিও প্রাণীর প্রতি মৈত্রী-ভাব করে, সে সেইহেতু কুশলী হয়। আর যে মর্ত্য মনে মনে সর্ব প্রাণীর অনুকংপী হয়, সে বহু পুণ্য প্রকৃষ্টরূপে করে। যাহারা প্রাণিবর্গকে বধ করিয়া পর পর বহু রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, শম্যাপ্রাস, বাজপেয় এবং নিরর্গল যজ্ঞ করে, তাহারা সুভাবিতমৈত্রীচিত্ত ব্যক্তির ষোড়শাংশও পুণ্য অনুভব করে না।'

"যো ন হংতি ন ঘাতেতি ন জিনাতি ন জাপয়ে।
মেত্তং সো সব্বভূতানং বেরং তস্‌স ন কেনচীতি॥"

১। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্‌গ, ৫।৮।২, অংগুত্তরনি, চতুক্কনিপাত, পত্তকম্মবগ্‌ (৬৭।২-৩) [২খং, ৭২-৩ পৃ]।

২। অংগুত্তরনি, অট্‌ঠকনিপাত, মেত্তবগ্‌গ, ৮।১।২-৩ [৪খং, ১৫০-১ পৃ]।

"পটিসংভিদামগ্‌গে'র মতে, মৈত্রী ভাবনাকারী যোগী আনিসংশ প্রতিলাভ করে। যথা, সে (১) সুখে ঘুমায়, (২) সুখে জাগে, (৩) খারাপ স্বপ্ন দেখে না, (৪) মনুষ্যগণের প্রিয় হয়, (৫) মনুষ্যেতর প্রাণিগণের প্রিয় হয়, (৬) দেবগণ তাহাকে রক্ষা করেন, (৭) তাহার শরীরে অগ্নি, বিষ্ বা শস্ত্র প্রবেশ করে না, (৮) তাহার চিত্ত নির্দ্বন্দ্ব হয় এবং সত্বর সমাধিস্থ হয়, (৯) তাহার মুখের কান্তি বাড়ে, (১০) সে মৃত্যুকালে সংমোহ প্রাপ্ত হয় না, এবং (১১) দেহান্তে সে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে।[১]

বুদ্ধ বলিয়াছেন, যথাসময়ে মৈত্রী, উপেক্ষা, করুণা, বিমুক্তি ও মুদিতার অনুশীলনে রত হইয়া, সর্বলোকে অপ্রতিহত হইয়া একাকী খড়্গবিষাণের ন্যায় বিচরণ করিবে।"[২]

ব্রহ্মবিহার

মৈত্র্যাদি চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি চিত্তে বিহারকে বুদ্ধ "ব্রহ্মাণং সহব্যতায় মগ্গো" ('ব্রহ্মার সহব্যতা লাভের মার্গ')[৩] "ব্রহ্মলোক সহব্যতায় মগ্গং" ('ব্রহ্মলোকের সহব্যতা লাভের মার্গ')[৪] এবং "ব্রহ্মবিহার"[৫] বলিয়াছেন। 'সুত্তনিপাতে' আছে,

"মাতা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে স্বীয় প্রাণ দিয়া রক্ষা করে, সেইরূপই সর্ব প্রাণীতে অপরিমিত প্রীতিযুক্ত হইবে।

"সর্বলোকের প্রতি, ঊর্দ্ধে, নিম্নে ও পার্শ্বে, দ্বেষহীন ও বৈরিতা বিবর্জিতা হইয়া অবাধে অপরিমিত প্রীতি ও মৈত্রী ভাব-যুক্ত হইবে।

"দাঁড়াইয়া থাকিতে, চলিতে, উপবেশন করিতে, কিংবা শয়ান থাকিতে—(অর্থাৎ সর্বাবস্থায়), যতক্ষণ জাগরিত থাকিবে, ততক্ষণ ঐ ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে। উহাই ইহলোকে ব্রহ্মবিহার নাম জ্ঞাত।"[৬]

১। পটিসংভিদামগ্‌গ, এই বচন 'মলিন্দপ্রশ্নে' (৪।) এবং 'বিসুদ্ধিমগ্‌গে' (৯ম পরি) (বাংলাভাষান্তর, ১৯৯-২০০) এই বচনও ধৃত হইয়াছে।

২। সুত্তনিপাত, ৩৯ (খগ্‌গবিষাণসুত্ত, ৩৯)।

৩। দীঘনি, তেবিজ্জসুত্ত (১৩) [১খং, ২৫১ পৃ] বুদ্ধের শিষ্য সারিপুত্রও তাহা বলেন। (মজ্‌ঝিমনি, ধানঞ্জানিসুত্ত (৯৭) [২খং, ১৯৫ পৃ])।

৪। দীঘনি, মহাগোবিন্দসুত্ত (১৯) [২খং, ২৫০ পৃ]।

৫। ঐ, [২খং, ১৯৬ পৃ]

৬। সুত্তনিপাত, ১৪৯-১৫১ (মেত্তসুত্ত, ৭-৯)

বুদ্ধ বলেন যে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের শ্রাবকগণের যাহারা মৈত্র্যাদি ভাবনা পূর্ণ করিয়াছিল, "তে কাযস্স ভেদা পরং মরণা সুগতিং ব্রহ্মলোকং উপপজ্জিংসু" (তাহারা দেহপাত হইলে, মরণের পরে সুগতি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল)।[১] মহাসুদর্শন সংবন্ধেও বুদ্ধ ঠিক সেই কথা বলেন, "তিনি চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়া, দেহপাত হইলে, মরণের পরে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।"[২] তাহার অপর প্রমাণ মিথিলার রাজা মখাদেব এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিগণ। উঁহাদের প্রত্যেকেও "চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়া, দেহপাত হইলে, মরণের পরে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন।"[৩]

ব্রহ্মসহব্যতার মার্গ (বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির মার্গ) ব্রাহ্মণদিগের ও শাস্ত্রে বিবৃত আছে। বুদ্ধ তাহা জানিতেন।[৪] পরন্তু তিনি মনে করেন যে ঐ সকল মার্গে ব্রহ্মসহব্যতা লাভ হইতে পারে না, একমাত্র তদুক্ত উপায়েই তাহা লাভ হওয়া সম্ভব।[৫] তিনি আবার কখন কখন বলিয়াছেন, মৈত্রাদি ভাবনাকারী সকলেই ব্রহ্মলোকে গমন করেন বটে, তবে তন্মধ্যে যাঁহারা তাঁহার শিষ্য উঁহারাই ইহসংসারে আর প্রত্যাবর্তন করেন না", উঁহারা শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে গমন করেন।[৬] পরন্তু জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব এক পূর্বজন্মে ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় লাভ করিয়াছিলেন এবং অপরকে উহার উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "মৈত্রীর ভাবনা করিবে, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার ভাবনা, যে দৃঢ় চিত্তে মৈত্রীর অনুষ্ঠান করে, সে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হয়।" "বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপে মৈত্রী-ভাবনার সুফল বুঝাইয়া এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সপ্ত সংবর্ত-বিবর্ত কল্প ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সুদীর্ঘ সময়ে তাঁহাকে আর ইহলোকে ফিরিতে হয় নাই।"[৭] সুতরাং বোধিসত্ত্বকেও ব্রহ্মলোক হইতে ইহ-

---

১। দীঘনি, মহাগোবিন্দসুত্ত (১৯) [২খং, ২৫০ পৃ]।

২। ঐ, মহাসুদস্সনসুত্ত (১৭) [২খং, ১৯৬ পৃ]।

৩। মজ্‌ঝিমনি, মখাদেবসুত্ত (৮৩) [২ খং, ৭৮ ও ৮২ পৃ]।

৪। যথা, বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"ব্রাহ্মণা খো· ভোগাধিপ্পায়া পঞ্ঞপরিচারা মংতাধিট্ঠানা যঞ্ঞো-ভিনিবেসা ব্রহ্মলোকপরিয়োসানা তি।"

—অংগুত্তরনি, ছক্কনিপাতা (৫০।২) [৩খং, ৩৬৩ পৃ]

৫। দীঘনি, তেবিজ্জসুত্ত (১৩) [১খং, ২৫১ পৃ]।

৬। অংগুত্তরনি, [২খং, ১২৮, ১২৯ পৃ]

৭। অবকজাতক (১৬৯) (ঈশানচন্দ্র ঘোষের বংগভাষাংতর, ২য় খণ্ড, ৩৯ পৃ)।

লোকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। বুদ্ধ অন্যত্র তাহা স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন,—

দেবপুত্র ঋদ্ধিমান ব্রহ্মলোক করি পরিহার।
কাশীরাজপুত্ররূপে মর্ত্যে জন্ম লভিলা আবার॥

—(মহাপ্রলোভন জাতক (৫০৭) [বংগভাষাংতর, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯০ পৃঃ]

ইহাও বোধহয় বলা উচিত্ যে ব্রহ্মলোক সংবংধে ব্রাহ্মণশাস্ত্রের এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের কল্পনা অনেক ভিন্ন। বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মলোক দ্বিবিধ-রূপ-ব্রহ্মলোক ও অরূপ-ব্রহ্মলোক। অপর কথায় বলিতে, ব্রহ্মলোক দুই প্রধান অংশে বিভক্ত—রূপ-ব্রহ্মলোক ও অরূপ-ব্রহ্মলোক। প্রথমটি নীচে, দ্বিতীয়টি উপরে। প্রথম অংশের অধিবাসী দেবতাগণস্বরূপ বা সশরীরী, সেই কারণে উহা 'রূপ-ব্রহ্মলোক' বলিয়া অভিহিত হয়। দ্বিতীয় অংশের দেবতাগণ অরূপ বা অশরীরী—শুদ্ধ জ্যোতির্ময়, সেই কারণে উহা 'অরূপ-ব্রহ্মলোক' বলিয়া অভিহিত হয়। রূপ-ব্রহ্মলোক আবার ১৬ স্তরে বিভক্ত বলিয়া কল্পনা করা হয়, অরূপ-ব্রহ্মলোক চারি স্তরে। এইপ্রকারে বৌদ্ধশাস্ত্রে কখন কখন বলা হয় যে, ব্রহ্মলোক ২০টি। সাধু পুরুষেরা, দেহত্যাগের পর, স্ব-স্ব কর্মের বিপাক অনুসারে এক এক ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। রূপ-ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বতম ৫ অংশ 'আর্যভূমি বা শুদ্ধাবাস' ব্রহ্মলোক বলিয়া পরিগণিত হয়। 'আভাস্বর ব্রহ্মলোক'ও ঐ রূপ-ব্রহ্মলোকসমূহের অন্যতম। দেহাংতে তথায় গমনের পর কখন কখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করিয়া ধর্মোপদেশ দেওয়ার দৃষ্টাংত 'জাতকে' পাওয়া যায়।[1] ব্রহ্মলোকের কোন প্রকার অংতর্ভেদের কথা ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

যে চ রূপূপগা সত্তা যে চ আরূপ্পবাসিনো।
নিরোধং অপ্পজানংতা আগংতারো পুনব্ভবং।

—(সুত্তনিপাত, ৭৫৪ (দ্বয়তানুপস্সনাসুত্ত ৩১)

বুদ্ধঘোষ বলেন, মৈত্র্যাদি সংপ্রযুক্ত যোগী ব্রহ্মসম হইয়া, ব্রহ্মার ন্যায় নির্দোষচিত্ত হইয়া বিহার করেন, সেইহেতু উঁহারা 'ব্রহ্মবিহার' নামে অভিহিত

১। যথা দ্রষ্টব্য—পরসহস্র-জাতক (৯৯), ধ্যানশোধন-জাতক (১৩৪), চংদ্রাভা-জাতক (১৩৫); তর্কারিক-জাতক (৪৮১), ইত্যাদি।

হইবা থাকে। অথবা 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। সর্বসত্ত্বে সম্যক্ এবং সমভাবে প্রতিপন্ন বলিয়া মৈত্র্যাদি চিত্তে বিহার শ্রেষ্ঠ বিহার বা 'ব্রহ্মবিহার'।

ইহা বলা উচিত্ যে 'আনাপানস্মৃতি'কেও বুদ্ধ কখন কখন ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। যথা সংযুত্তনিকায়ে আছে যে বুদ্ধ কোন সময়ে বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ। যাহাকে তোমরা 'আর্যবিহার' ও ব্রহ্মবিহার এবং 'তথাগতবিহার'ও বলিয়া বলিলে সম্যক্‌বদমান হইবে, (তাহা শুন)। আনাপানস্মৃতিকেই (তোমরা) আর্যবিহার'ও, 'ব্রহ্মবিহার'ও, এবং 'তথাগতবিহার'ও বলিয়া বলিলে সম্যক্‌বদমান হইবে।"[১]

তাহার কারণ বোধ হয় যে, বুদ্ধ বলেন, যে সকল ভিক্ষু এখনও "শৈক্ষ্য অপ্রাপ্তমানস, (পরন্তু) অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থ্যমান হইয়া বিহার করিতেছেন, তাঁহাদিগের আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হইল, আস্রব সমূহের ক্ষয়ার্থ সম্যক্ হয়।" আর যে সকল ভিক্ষু অর্হত্, ক্ষীণাস্রব, ব্যুসিতবান, কৃতকরণীয়, প্রহিত-ভার, অনুপ্রাপ্ত-সদর্থ, পরিক্ষীন-ভবসংযোজন এবং সম্যকাজ্ঞাবিমুক্ত, তাঁহাদের আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হইলে, দৃষ্টধর্মেই সুখবিহারার্থ, তথা স্মৃতি সংপ্রজন্যার্থ, সম্যক্ হয়।"[২]

ভিক্ষুর ভোগ

মৈত্র্যাদিযুক্ত চিত্তে বিহারকে বুদ্ধ "ভিক্ষুর ভোগ"ও বলিয়াছেন।

"হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর ভোগ কি? হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু মৈত্রীযুক্ত চিত্তে এক দিক্‌কে পূর্ণ করত বিহার করে। তথা দ্বিতীয় দিক্‌কে, তথা তৃতীয় দিক্‌কে, তথা চতুর্থ দিক্‌কে (পূর্ণ করত বিহার করে)। এই প্রকার উপরে ও নীচে, আশে ও পাশে সংপূর্ণ মনে সকলের জন্য মৈত্রীযুক্ত, বিপুল, মহান ও অপ্রমাণ বৈররহিত চিত্তে সমস্ত লোককে স্পর্শ করত বিহার করে। করুণাযুক্ত চিত্তে। মুদিতাযুক্ত চিত্তে। হে ভিক্ষুগণ। ইহাই ভিক্ষুর ভোগ।"[৩]

১। সংযুত্তনি, আনাপানসংযুত্ত, ইচ্ছাংগল, (৫৪।১১।১১, ১৩) [৫ খং, ৩২৬ পৃ]।
২। ঐ, ঐ, ঐ, (৫৪।১১।১২) [৫ খং, ৩২৬ পৃ]।
৩। দীঘনি, চক্কবত্তিসীহনাদসুত্ত (২৬) [৩ খং, ৭৮ পৃ]।

অপ্রামাণ্য

মৈত্র্যাদি-যুক্ত চিত্তে বিহারকে অপ্রামাণ্য চতুষ্টয় ("চতস্সো অপ্প-মঞ্ঞায়ো")[১] এবং "অপ্রমাণ চিত্তবিমুক্তি"[২]ও বলা হইয়াছে।

সাম্য

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভাগবতধর্মের তথা জৈনধর্মের, মতে প্রকৃত জ্ঞানী সমভাবাপন্ন হন। তিনি সর্বত্র সমদর্শী হন,—সর্ব প্রাণিবর্গের প্রতি সমভাবে ব্যবহার করেন, তথা সর্ব বস্তুর প্রতি সমভাবে নিষ্পৃহ বা অনাসক্ত থাকেন, এবং (২) সর্বাবস্থায় চিত্তকে সমভাবে রাখেন।

বৌদ্ধধর্মেও সেই কথা আছে। যথা, বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"সেই (নির্বাণ-প্রাপ্ত) ভিক্ষু শীত ও উষ্ণ, ক্ষুধা ও পিপাসা, (প্রভৃতির) প্রতিঘাতকে, দংশ, মশক, বায়ু, আতপ, সরীসৃপ (প্রভৃতির) স্পর্শকে, দুরুক্ত দুরাগত বচনকে, সহিতে সক্ষম হয়, উৎপন্ন তীব্র, খর, কটু, অসাত, অমনাপ ও প্রাণহর বেদনাসমূহের,—দুঃখসমূহের অধিবাসনকারী হয়।"[৩]

যে ভিক্ষু এখনও নির্বাণ লাভ করে নাই, পরন্তু উহা লাভ করিতে অভিলাষী এবং মার্গারূঢ়, তাহাকেও ঐ প্রকার সমচিত্ত হইতে হইবে। কেননা, সমস্ত আস্রবসমূহের নিঃশেষ ক্ষয় হইলেই ভিক্ষু নির্বাণ করে, আর, বুদ্ধ বলিয়াছেন, কোন কোন আস্রব কেবল অধিবাসন দ্বারাই ক্ষয় করা যায়।[৪]

বুদ্ধ অন্যত্র বলিয়াছেন, যে সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহার ধর্মের অনুসরণে সংবোধ-প্রার্থী হইয়া নির্জনে বাস করিতেছে, সেই বিজ্ঞ, স্মৃতিমান, পরিমিতাচারী ভিক্ষু দংশ, শলভ, সরীসৃপ, মনুষ্যস্পর্শ এবং চতুষ্পদ—এই পংচবিধ ভয়ে ভীত হইবেক না। পরধর্মানুসারিগণের বহু ভীতি দর্শন করিয়াও সে উহাদিগকে ভয় করিবেক না, সে পরের কুশলান্বেষী হইয়া অপর বিঘ্নসমূহ অতিক্রম করিবেক। সে পীড়া ও ক্ষুধা, শীত ও আতপ (প্রভৃতি) সহনশীল হইবে। ঐ সমুদয় দ্বারা বহুপ্রকারে স্পৃষ্ট হইয়াও গৃহহীন ভিক্ষু সাহসপরায়ণ এবং

১। দীঘনি, সংগীতি-পরিয়ায়সুত্ত (৩৩) [৩ খং, ২২৩-৪ পৃ]

২। মজ্ঝিমনি, অনুরুদ্ধসুত্ত (১২৭) [৩ খং, ১৪৬ পৃ]

৩। মজ্ঝিমনি, দংতভূমিসুত্ত (১২৫) [৩ খং, ১৩৬-৭ পৃ]

৪। ঐ, সব্বাসবসুত্ত (২) [১খং, পৃ]

দৃঢবীর্যশালী হইবে।”[১] “শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, বাতাতপ, দংশ, সরীসৃপ —এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া একাকী খড্গবিষাণের ন্যায় বিচরণ করিবে।”[২]

কৃষ্ণের মতে জ্ঞানলাভের এক সাধন

“নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।”[৩]

‘ইষ্টসমূহের ও অনিষ্টসমূহের সংপ্রাপ্তিতে নিত্য সমচিত্তত্ব।’ সুতরাং তাঁহার মতে, জ্ঞানীও ইষ্টানিষ্ট লাভে সদা সমচিত্ত থাকেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধের সংবংধে কথিত হইয়াছে যে “ইষ্ট ও অনিষ্টে তাঁহার চিত্ত বশীকৃত।”[৪] অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, সৎলোকের মিত্রবৎ হিতকারী বৃত্তিসমূহের একটি সুখ-দুঃখে সমভাব।[৫]

কৃষ্ণ বলিয়াছেন, “যাহাদের মন সাম্যে স্থিত” হয়, তাহারা প্রিয় বস্তু পাইয়া প্রহৃষ্ট হয় না, আর অপ্রিয় বস্তু পাইলে উদ্বিগ্ন হয় না।[৬] প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাদের নিকট তুল্য।[৭] প্রকৃত কথা প্রিয়াপ্রিয়ভেদবোধই তাহাদের থাকে না। বুদ্ধও বলিয়াছেন, ভিক্ষুকে প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়কেই পরিহার করিতে হইবে, দৃঢসংকল্প বলে অতিক্রম করিতে হইবে।[৮]

কৃষ্ণ বলিয়াছেন, সমচিত্ত ব্যক্তির নিকট নিংদা ও স্তুতি তুল্য [৯] বুদ্ধ বলিয়াছেন, “ যিনি নিংদা ও প্রশংসায় সমভাবে অটল জ্ঞানিগণ তাঁহাকে মুনি আখ্যা দিয়া থাকেন”[১০], “ভিক্ষু নিংদায় কংপিত হইবে না, প্রশংসায় উৎফুল্ল হইবে না।[১১] যিনি “অনেংজো সব্বধী সমো” (‘সর্বত্র সর্বদা সমবুদ্ধি, সুতরাং নিষ্কংপ’) তিনি, বুদ্ধ বলেন, প্রশংসনীয়[১২]।

সর্ব অবস্থায় চিত্তের সমভাব সিদ্ধির এক প্রখ্যাত দৃষ্টাংত,

১। সুত্তনিপাত, ৯৬৩-৬ (সারিপুত্তসুত্ত, ৯-১২)
২। ঐ, ৫২ (খগ্গবিষাণসুত্ত, ১৮) (বাংলাভাষাংতর, ১০ পৃ)।
৩। গীতা, ১৩।৯২
৪। সুত্তনিপাত, ১৫৫ (হেমবতসুত্ত, ৩) ৫। সৌংদরনংদ, ১১।১৭
৬। গীতা, ৫।১৯ ১, ২০ ১
৭। ঐ, ১৪।২৪ ২, আরও দ্রষ্টব্য—মহাভা, ৪।১৯।৪।
৮। সুত্তনিপাত, ৩৬৩ (সম্মাপরিব্বাজনীয়সুত্ত, ৫); ৯৬৮ (সারিপুত্তসুত্ত, ১৪)
৯। গীতা, ১২।১৯-১, ১৪।২৪ ২ ১০। সুত্তনিপাত, ২১৩ (মুনিসুত্ত, ৭)
১১। ঐ, ৯২৮ (তুবটকসুত্ত, ১৪); আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ৩৬৬ (সম্মাপরিব্বাজনীয়-সুত্ত, ৮)।
১২। ঐ, ৯৫২ (অত্তদংডসুত্ত, ১৮)

'মহাভাব'তেব মতে, বাজর্ষি জনক। জনকেব ঐ উক্তিব উল্লেখ, যেমন জৈনশাস্ত্রে[১], তেমন বৌদ্ধশাস্ত্রে[২]ও পাওয়া যাব। স্থবিব নাগসেন ঐ বিষয়ে পৃথিবীব ও পর্বতেব দৃষ্টাংত দিয়াছেন। তিনি লিখিযাছেন, যে সকল "অংগসমূহ সমন্বাগত হইলে ভিক্ষু অর্হত্বকে সাক্ষাৎকাব কবে", উহাদেব কতিপয় পৃথিবীব এবং পর্বতেব।

"হে মহারাজ। পৃথিবী ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট বস্তুসমূহ (প্রাপ্ত হইলেও), —কর্পূব, অগুরু, তগব, চংদন, কুমকুম প্রভৃতি (উহাতে) বিকীর্ণ করিলেও, (তথা) পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, বক্ত, স্বেদ, মেদ, থুথু, সিকনি, লসিক, মূত্র, বিষ্ঠা, প্রভৃতি (উহাতে) বিকীর্ণ কবিলেও, সেই একই অবস্থাতে থাকে। সেই প্রকাবই হে মহাবাজ! যোগীকে, যোগাবচবকে ইষ্টে ও অনিষ্টে, লাভে ও অলাভে, যশে ও অযশে, নিংদাব ও প্রশংসায়, সুখে ও দুঃখে সর্বত্র (সর্বদা) একই অবস্থাতে থাকিতে হইবে। ...পুনবায় হে মহাবাজ। পৃথিবী অনুনয়-প্রতিঘ-বিপ্রমুক্ত। সেই প্রকাবই, হে মহাবাজ! যোগীকে অনুনব-প্রতিঘ-বিপ্রমুক্ত পৃথিবী সম চিত্তে বিহাব কবিতে হইবে। হে মহাবাজ। ইহা উপাসিকা চূল-সুভদ্রা কর্তৃক, স্বীয় সমভাব পরিকীর্তন কবিতে গিয়া, ভাসিতও হইয়াছে—

যদি একে কুপিত চিত্তে আমাকে করাত দ্বাবা তক্ষণ করে, আর অপবে প্রমুদিত হইয়া আমাকে চংদন দ্বাবা বিলোপিত কবে, তবে আমাব একেব প্রতি প্রতিঘ, অপবেব প্রতি বাগ হয় না। আমাব চিত্ত পৃথিবীব তুল্য সম'।"[৩]

হে মহাবাজ! যেমন পর্বত অচল, অকংপিত, অসংপ্রবেধী, সেই প্রকাবই,

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। মহাজনক-জাতক (৫০৯) বৌদ্বশাস্ত্রে ঐ বচনেব কিংচিত্ পাঠাংতবও পাওয়া যায়।

"সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিংচন।
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভাস্সবা যথা॥"

—(সংযুত্তনি, মাব-সংযুত্ত, (২।৮) (পিংডসুত্ত), ধম্মপদ ২০০ (১৫।৪)

৩। মিলিংদপ্রশ্ন (৩৮২-৩ পৃ)

এই বচনে উদ্ধৃত উপাসিকা চূল-সুভদ্রাব উক্তিব ন্যায উক্তি 'মহাভাবতে'ও পাওয়া যায। উহাব মতে বাজর্ষি জনক এবং শোকবশত নির্বিন্ন রাজা পাণ্ডুও সেই প্রকাব বলিযাছিলেন, ঐ প্রকাব সমচিত্ত হওয়া সংন্যাসীব আদর্শ ছিল। (পূর্বে পৃষ্ঠাব পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

হে মহারাজ। যোগী, যোগাবচর সংমানে ও বিমানে, সৎকারে ও অসৎকারে, গুরুকারে ও অগুরুকারে, যশে ও অযশে, নিংদায় ও প্রশংসায়, সুখে ও দুঃখে, ইব্টানিব্টসমূহে সর্বত্র রূপ-শব্দ-গংধ-রস-স্পর্শ-ধর্মসমূহের রংজনীয়সমূহে রংজিত হইবে না, দ্বেষ্যসমূহের দ্বেষযুক্ত হইবে না, মোহনীয়সমূহে মোহগ্রস্ত হইবে না, কংপিত হইবে না, চলিত হইবে না, পর্বতের ন্যায় অচল থাকিবেক। ইহা হে মহারাজ। দেবাতিদেব ভগবান কর্তৃক ভাষিতও হইয়াছে,

'সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।
এবং নিংদা-প্রসংসাসু ন সমিংজতি পংডিত।'[১]

'একঘন শৈল যেমন বায়ু দ্বারা সমীরিত হয় না, সেই প্রকার পংডিত নিংদা-প্রশংসা সমূহ দ্বারা বিচলিত হন না'।"[২]

বৌদ্ধ শ্রমণ সর্ব প্রাণীর সহিত সমান আচরণ করেন। সমচর্যপরায়ণ হন। ধম্মপদের মতে,

"সমচরিয়া সমণো তি বুচ্চতি"[৩]

'সমচর্যার কারণে 'সমন' (=শ্রমণ) বলিয়া কথিত হন'। পরংতু 'সংযুত্তনিকায়ে' দেখা যায়, জ্যোতিপরায়ণ ব্যক্তিই সমচর্যা করেন। তিনি

"সমনে ব্রাহ্মণে বা পি অঞ্ঞে বা পি বনিব্বকে।
উত্থায় অভিবাদেতি সমচরিয়ায় শিক্খতি।"[৪]

'শ্রমণকে কিংবা ব্রাহ্মণকে অথবা অপর কোন ভিক্ষুকেও (স্বীয়, আসন

১। অন্যত্র আছে, বুদ্ধ বলেন,

"সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।
এবং রূপা রসা সদ্দা গংধা ফস্সা চ কেবলা॥
ইট্ঠা ধম্মা অনিট্ঠা চ ন পপ্বেধংতি তাদিনো।
ঠিতং চিত্তং বিপ্পমুত্তং বয়ং চ অস্সানুপস্সতীতি॥"

—(অংগুত্তরনি, ৫৫।১১ [৩খং, ৩৭৮-৯ পৃ]

'কথাবত্থু'তে (১২।৫৮) ধৃত 'ভগবদ্বচন'।

('বিপ্পমুত্তং' স্থলে 'বিসঞ্ঞুত্তং' পাঠাংতরে স্থবির শোণ কোলিবশও তাহা বলেন।) (থেরগাথা ৬৪৩-৪)।

২। মিলিংদপ্রশ্ন, [৩৮৬ পৃ]

৩। ধম্মপদ, ৩৮৮ (২৬।৬)

৪। সংযুত্তনি, [১খং, ৯৬ পৃ]

হইতে) উত্থিত হইয়া অভিবাদন করেন।[১] (এইরূপে) সমচর্যা শিক্ষা করেন।' 'ইতিবুত্তকে' আছে, 'সমচর্যা' সুখপ্রদ পুণ্যক্রিয়ার তিন বস্তুর অন্যতম।[২]

বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন,[৩] পুনঃ পুনঃ মৈত্রী ভাবনা দ্বারা নিজের এবং প্রিয়, মধ্যস্থ ও বৈরী—এই ত্রিবিধ পরের,—সুতরাং ঐ চারিজনের প্রতি সমান চিত্ততা লাভ হয়; ঐ চারিজনের মধ্যে সীমা সংভিন্ন হয়। উহার সমর্থনে তিনি এক প্রাচীন বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বুদ্ধ কখন কখন বলিতেন,

"জ্ঞান কিংবা শীলব্রত দ্বারা তিনি (ভিক্ষু) লোকে কোন দৃষ্টির (=মতবাদের)

১। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণের এই বচনের সহিত তুলনা কর,—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥"—(৩।২৯।৩৪)

ইহা বোধহয় বলা উচিত যে বুদ্ধ স্বয়ং কার্যত তাহা করিতেন না। যথা, এক সময়ে বুদ্ধ বেরংজায় (মথুরার সন্নিকটে) উপস্থিত হইলে তথাকার ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে গৌতম! আমরা শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক, অধ্বগত, বয়প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার নিকটে আসিলে, অভিবাদন করেন না, প্রত্যুত্থান করেন না, কিংবা আসনগ্রহণের জন্যও বলেন না। হে গৌতম! তাহা কি ঠিক?

বুদ্ধ বলেন,

"হে ব্রাহ্মণগণ! সদেব, সমার ও সব্রহ্মা সর্বলোকে দেব ও মনুষ্য, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, প্রজাগণের মধ্যে এমন কাহাকেও আমি দেখিতেছি না, যাহাকে আমি অভিবাদন করিব, প্রত্যুত্থান করিব, কিংবা আসন গ্রহণের জন্য বলিব। হে ব্রাহ্মণগণ! তথাগত যাহাকে অভিবাদন করে, প্রত্যুত্থান করে, কিংবা আসন গ্রহণের জন্য বলে, তাহার শির বিপতিত হইতে পারে।"

অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বুঝান যে তিনি সকলের জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ।

অট্ঠকনিপাত, মহাবগ্গ, ১১।১-
—(অংগুত্তরণি, [৪খং, ১৭২-৩ পৃ], পারাজিকা, ১

অন্যত্র দেখা যায়, শ্রাবস্তী-নিবাসী দ্রোণ নামে জনৈক ব্রাহ্মণও বুদ্ধকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। পরংতু বুদ্ধ তাহাকে সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়া অন্য প্রকারে নিরস্ত করেন।

পংচকনিপাত, ব্রাহ্মণবগ্গ, —৫।১৯২।১
—(অংগুত্তরণি), [৩খং, ২২৩ পৃ]

২। ইতিবুত্তক, ৬০; আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ২২

৩। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৯ পরি [৩০৭ পৃ]

সৃষ্টি করিবেন না, আপনাকে অপরের সমান রূপেও বিদিত করিবেন না, আপনাকে হীন কিংবা শ্রেষ্ঠও জ্ঞান করিবেন না।"[১]

"যে নিজেকে অপরের সম কিংবা অপেক্ষাকৃত উত্তম বা নিকৃষ্ট মনে করে, সে ঐ জন্যই বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। ঐ ত্রিবিধ অবস্থায় যিনি নির্বিকার, তাহার নিকট সমানও নাই, অপেক্ষাকৃত উত্তমও (বা নিকৃষ্ট) নাই।

"যাহার 'সাম্য' ও 'বৈষম্য' নাই সেই ব্রাহ্মণ কি প্রকারে কহিবেন 'ইহাই সত্য', অথবা 'ইহা মিথ্যা'? তিনি কাহার সহিত কি প্রকারে বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন? তিনি কিরূপে বাক্‌বিতণ্ডায় রত হইবেন?[২]

বুদ্ধের মতে আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করিলেই ভিক্ষু "শ্রমণ-সামীচী-প্রতিপদে আরূঢ় হন" তিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রমণ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হন, অথবা তাঁহার শ্রমণ নাম সার্থক হয়।[৩] সমান কিংবা বড়-ছোট বিচার থাকিতে ঐ শান্তি লাভ হইতে পারে না, তাই তিনি উহাকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

"আধ্যাত্মিক ও বাহির সর্ব প্রকার ধর্ম জ্ঞাত হইবে। তজ্জন্য গর্বিত হইবে না, কারণ উহা জ্ঞানী কর্তৃক শান্তি কথিত হয় না।

"তজ্জন্য নিজেকে শ্রেষ্ঠ, অথবা নীচতর, অথবা সমান মনে করিও না, অনেক প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়াও অপরিবর্তনীয় রহিবে।"[৪]

ঐ সমত্ববুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক শান্তিরক্ষার্থই বুদ্ধ বলিয়াছেন যে ভিক্ষু, বিভিন্ন বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদসমূহের কোনটিকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট মনে করিবেন না।

"মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন মতবাদসমূহের মধ্যে যে 'ইহাই সর্বোত্তম' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একটিকে জগতে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাতে উহা ব্যতীত অপর সমুদয়কে হীন বলে। সেইহেতু সে বিতণ্ডা অতিক্রম করে নাই।

১। সুত্তনিপাত, ৭৯৯ (পরমট্ঠকসুত্ত, ৪) দ্রষ্টব্য—বাংলাভাষান্তর, ১৬৮ পৃ)।

২। সুত্তনিপাত, ৮৪২-৩ (মাগন্দিয়সুত্ত, ৮-৯) দ্রষ্টব্য—বাংলাভাষান্তর, ১৭৬ পৃ) পরন্তু ইহা দেখা যায় যে বুদ্ধ কখন কখন অন্য ধর্মমতাবলম্বীগণকে নিগ্রহ করিতে নিজের শ্রাবকগণকে উপদেশ দিয়াছেন (যথা দ্রষ্টব্য—অংগুত্তরণি, ১০।২।৫।৪)।

৩। মজ্ঝিমনি, চূলঅস্‌সপুরসুত্ত (৪০)

৪। সুত্তনিপাত, ৯১৭-৮ (তুবটকসুত্ত, ৩-৪), আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ৯৫৪ (অত্থদণ্ড-সুত্ত, ২০)। ("দীঘনিকায়ে' বিবৃত অচেল কাশ্যপকে বুদ্ধের উক্তি দ্রষ্টব্য)।

"যেহেতু দৃষ্ট কিংবা শ্রুত বিষয়ে, শীলব্রতে কিংবা চিংতিত বিষয়ে যে স্বকীয় লাভ দর্শন করে, সেই হেতু উহা গ্রহণ করিয়া সে অন্য সমস্তকে হীন দেখে।

"বিজ্ঞগণ তাহাকেই গ্রংথি বলিয়া থাকেন, যাহাতে মিশ্রিত হইয়া মনুষ্য অন্য সর্ববস্তুকে হীন দেখে। সেই হেতু ভিক্ষু দৃষ্ট, শ্রুত কিংবা চিংতিত বিষয়ে কিংবা শীলব্রতে নির্ভরশীল হইবেন না।

"জ্ঞান কিংবা শীলব্রত দ্বারা তিনি কোন মতবাদের সৃষ্টি করিবেন না, আপনাকে অপরের সমান রূপেও বিদিত করিবেন না, আপনাকে হীন কিংবা শ্রেষ্ঠও জ্ঞান করিবেন না।"

"(সমস্ত) গৃহীতকে বর্জন করিয়া, উপাদানরহিত হইয়া তিনি জ্ঞানেও নির্ভরশীল হইবেন না। তিনি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সংপ্রদায়ের অনুসরণ করিবেন না। কোনপ্রকার মতও তিনি গ্রহণ করিবেন না।" ইত্যাদি।[১]

অবিরোধ ও অতৃষ্ণা

ঐ সমদর্শিতা হইতে বলা যায় যে ভাগবতধর্ম এমন ধর্ম যাহাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকে না, সমস্তই যখন বাসুদেব, তখন কে কাহার সহিত বিরোধ করিবে, এবং কিসের কামনা করিবে ?

বুদ্ধ আপন ধর্ম সংবংধে সেই প্রকার কথা সুস্পষ্টতই বলিয়াছেন। কোন সময়ে জনৈক সজ্জন বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে শ্রমণ। আপনি কোন বাদের অনুবায়ী, কিসের বক্তা ?"

বুদ্ধ উত্তর করেন

"আবুস। যেই বাদের অনুবায়ী দেব, মার, ব্রহ্মা সহিত সমস্ত লোকে, দেব-মনুষ্য তথা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, সমস্ত প্রজাগণের কাহারও সহিত বিগ্রহ না করিয়া লোকে থাকে, কামসমূহ হইতে বিসংযুক্ত (হইয়া) বিহার করিতে থাকিয়া ঐ অকথংকথী, ছিন্ন-কৌকৃত্য, এবং ভবাভবে বীততৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সংজ্ঞাকে পিছে করে না, আবুস। আমি সেই প্রকার বাদী, সেইরূপ (বাদের) বক্তা।"

তিনি পরে ভিক্ষুগণের নিকটে ঐ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন,—

১। সুত্তনিপাত, ৭৯৬-৮০০ —(পরমট্ঠকসুত্ত)

"ভিক্ষুগণ! যাহার কারণ পুরুষের প্রপংচ-সংজ্ঞানের জ্ঞান হয়[১], যথায় অভিনংদন-যোগ্য নাই, অভিবাদন-যোগ্য নাই ও গবেষণ-যোগ্য নাই, উহাই রাগানুশয়সমূহের অংত; উহাই প্রতিঘ-অনুশয়সমূহের অংত, উহাই দৃষ্টি-অনুশয়সমূহের অংত, উহাই বিচিৎসা-অনুশয়সমূহের অংত, উহাই মান-অনুশয়-সমূহের অংত; উহাই ভবরাগ-অনুশয়সমূহের অংত, উহা অবিদ্যা-অনুশয়সমূহের অংত, উহাই দণ্ডগ্রহণ, শস্ত্রগ্রহণ, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, "আমি-আমি, তুমি-তুমি (ভাব), পিশুণতা এবং মৃষাবাদের অংত। তথায় পাপসমূহ,—অকুশল ধর্ম-সমূহ নিঃশেষে নিরুদ্ধ হইয়া যায়।'[২]

অহংতা-মমতা-ত্যাগ

ভাগবতধর্মীর ন্যায় বৌদ্ধধর্মীকেও অহংতা এবং মমতা পরিত্যাগ করিতে হয়,—নির্মম এবং নিরহংকার হইতে হয়, কেননা অহংতা-মমতা বিনষ্ট না হইলে মুক্তি লাভ হয় না। বুদ্ধ কোন সময়ে শারিপুত্রকে বলেন,

"সুতরাং হে শারিপুত্র। ইহসংসারে এই প্রকার শিক্ষা করিতে হইবে,—'এই সবিজ্ঞানক কায়ে অহংকার-মমকার-মানানুশয় হইবে না, বহিস্থ সর্ব নিমিত্ত সমূহেও অহংকার-মমকার-মানানুশয় হইবে না, যেই চেতোবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিলে অহংকার-মমকার-মানানুশয় হয় না, সেই চেতোবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিব', হে শারিপুত্র। এই প্রকার নিশ্চয় শিক্ষা করিতে হইবে।"

তিনি আরও বলেন, ভিক্ষু যখন সেই শিক্ষার সিদ্ধি লাভ করে, তাহার তৃষ্ণা সম্যক্ বিনষ্ট হয়,—দুঃখের অংত হয়।

"হে শারিপুত্র। ইহাকেই বলে ভিক্ষু অচ্ছেদ্য তৃষ্ণাকে ছেদন করিয়াছে, মানাভিসময় সংযোজনকে সম্যক্ ব্যবর্তিত করিয়াছে, এবং দুঃখের অংত করিয়াছে।"[৩]

ভিক্ষু সেই শিক্ষা লাভ করিতে পারে কিনা,—অহংকার-মমকার-মানানুশয়

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। মজ্ঝিমনি, মধুপিংডকসুত্ত (১৮) [১খং, পৃষ্ঠা ১০৮, ১০৯-১১০]

৩। অংগুত্তরনি, তিকনিপাত, দেবদূতবগ্গ, (৩৷৩২৷২) [১খং, ১৩৩-৪ পৃ]

সম্যক্ পরিত্যাগ করিতে পারে কিনা, কেহ কেহ তাহাতে সংদেহ করিত বোধ হয়। কেননা, দেখা যায় আনংদ কোন সময়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে! ভিক্ষুর কি তথারূপ সমাধি প্রতিলাভ হয়, যথা (হইলে) এই সবিজ্ঞানক কায়ে অহংকার-মমকার-মানানুশয় হইবে না; বহিস্থ সর্বনিমিত্ত-সমূহেও অহংকার-মমকার-মানানুশয় হইবে না, যেই চেতোবিমুক্তি প্রজ্ঞাবি-মুক্তি উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিলে অহংকার-মমকার-মানানুশয় হয় না, সেই চেতো-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিবে?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

হাঁ, আনন্দ, ভিক্ষুর তথারূপ সমাধি বিহার করিবে।

তখন আনংদ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে। কি প্রকারে ভিক্ষুর তথারূপ সমাধি বিহার করিবে?

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে আনংদ। ইহসংসারে ভিক্ষুর এই প্রকার হয়—'ইহা শাংত ইহা প্রণীত, এই যাহা সর্বসংস্কার-শমন, সর্বোপাধি-প্রতিনিঃসর্গ, তৃষ্ণা-ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ'। এই প্রকারে হে আনংদ। ভিক্ষুর তথারূপ সমাধি বিহার করিবে।"[১]

অপর অনেক ভিক্ষুও সময় সময় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

হে ভংতে! কি প্রকারে জানিলে, কি প্রকারে দর্শন করিলে এই সবিজ্ঞান কায়ে, তথা বহিস্থ সর্বনিমিত্তসমূহে অহংকার-মমকার-মানানুশয় হয় না?"

উহাদের সকলকে বুদ্ধ একই উত্তর দেন,

"হে ভিক্ষু। যাহা কিছু রূপ-অতীত, অনাগত কিংবা প্রত্যুত্পন্ন, অধ্যাত্ম কিংবা বহিস্থ, স্থূল, কিংবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা প্রণীত, দূরে কিংবা অংতিকে, তত্সমস্তরূপকে, 'ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে, —এই প্রকারে যথাভূত সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিবে। যাহা কিছু বেদনা, যাহা কিছু সংজ্ঞা, যাহা কিছু সংস্কার, যাহা কিছু বিজ্ঞান,—অতীত, অনাগত কিংবা প্রত্যুত্পন্ন, অধ্যাত্ম কিংবা বহিস্থ স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা প্রণীত, দূরে কিংবা অংতিকে, তত্সমস্ত বিজ্ঞানকে, 'ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে,'—এই প্রকারে যথাভূত সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা

১। ঐ, ঐ, ঐ, (৩৩২।১) [১খং, ১৩২-৩ পৃ]

দেখিব। হে ভিক্ষু। এই প্রকাবে জানিলে, এই প্রকাবে দর্শন করিলে এই সবিজ্ঞান কাবে, তথা বহিস্থ সর্বনিমিত্তসমূহে, অহংকাব-মমকাব-মানানুশয় হয় না"।[১]

অনিত্য ভাবনা দ্বাবাও বুদ্ধ বলেন, অহংতাব বিনাশ হয়।

"হে বাহুল। অনিত্যসংজ্ঞা (অর্থাৎ সমস্তই অনিত্য এই) ভাবনা কর। অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা করিলে, হে রাহুল। তোমার যে অস্মিমান (=অহংকার) তাহা প্রহীণ হইবে"।[২]

"এই পংচ-উপাদান-স্কংধসমূহ উত্পাদব্যয (ধর্মী) বলিয়া সতত দর্শন কবত বিহাব-কাবীব পংচ-উপাদান-স্কংধসমূহে যে অস্মিমান তাহা প্রহীণ হয়। এই প্রকাবে তাহা হইলে হে আনংদ। ভিক্ষু ইহাকে প্রকৃব্টরূপে জানে যে 'আমাব পংচ-উপাদান-স্কংধসসমূহে যে অস্মিমান, আমাব তাহা প্রহীণ হইযাছে।"[৩]

বুদ্ধ আবও বলিবাছেন যে অনিত্যবোধ সিদ্ধ হইলেই অনাত্মবোধ সিদ্ধ হয় এবং অনাত্মবোধ সিদ্ধ হইলেই অস্মিমান সম্যক্ বিনষ্ট হয়।

"অস্মিমানকে সমুদ্ঘাতার্থ অনিত্যসংজ্ঞা ভাবনা কর্তব্য। কেননা, হে মেঘিয়। অনিত্যসংজ্ঞীবই অনাত্ম-সংজ্ঞা সংস্থিত থাকে, অনাত্ম-সংজ্ঞীব অস্মিমান সমুদ্ঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সে দৃষ্টধর্মেই নির্বাণ (প্রাপ্ত হয়)।"[৪]

অপরিগ্রহ

ভাগবতধর্মেব যোগীব, তথা জৈন শ্রমণের, মুখ্য আচাবসমূহেব একটি অপবিগ্রহ। তাহা অতি স্পষ্ট বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধশীলেব মধ্যে অপবিগ্রহেব স্পষ্ট উল্লেখ নাই বটে, পবংতু বৌদ্ধ যোগীকে বা শ্রমণকেও বস্তুত সেইপ্রকাব অপবিগ্রহ ব্রত পালন কবিতে হয়। যথা আস্রবসমূহেব

১। মজ্ঝিমনি, মহাপুণ্ণসুত্ত (১০৯) [৩খং, ১৮-৯ পৃ]; সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত, খজ্জনীয়বগ্গ, (২২।৭১।৩-৯ [৩খং, ৮০ পৃ], (২২।৭২।২-৯) [৩খং, ৮০-১ পৃ], (২২।৮২।১৩) [৩খং, ১০৩ পৃ] ইত্যাদি।

২। মজ্ঝিমনি, মহাবাহুলোবাদসুত্ত (৬২) [১খং, ৪২৪-৫ পৃ]।

৩। ঐ, মহাশূঞ্ঞতাসূত্ত (১২২) [৩খং, ১১৫ পৃ]।

৪। উদান, ৪।১; আরও দ্রষ্টব্য—মজ্ঝিমনি, অগ্গিবচ্ছগোত্তসুত্ত (৭২) [১খং, ৪৮৬ পৃ]।

ক্ষয়েব উপদেশ দিতে গিয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন যে কোন কোন আস্রব প্রতিসেবন দ্বাবাই প্রহাণ কবা যায়। উহাদিগকে ব্যাখ্যা কবিতে গিয়া তিনি বলেন যে, ভিক্ষু যথার্থতঃ জানিয়া

(১) এতটা বস্ত্র ধাবণ কবিতে হইবে, যতটা শীত গ্রীষ্মাদিব পীড়া, বাতাতপাদিব পীড়া, কিংবা মশা, মাছি, কিংবা সবীসৃপ প্রভৃতিব আঘাত হইতে নিজেকে বক্ষা কবিতে, তথা লজ্জাদি ঢাকিতে অত্যাবশ্যক হয়।

(২) ভিক্ষান্ন সেবন কবিবে। ক্রীড়া, মদ, মণ্ডন, বিভূষণ, প্রভৃতিব জন্য না কবিয়া এতটা ভিক্ষান্ন সেবন কবিবে, যতটা শবীবেব স্থিতি, ক্ষুধাব শমন এবং ব্রহ্মচর্যেব সহায়তাব জন্য প্রয়োজন হয়।

(৩) এতটা গৃহশয্যাসনাদি সেবন কবে, যতটা শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুব পীড়া, বাতাতপাদির পীড়া, কিংবা মশা, মাছি, সবীসৃপ প্রভৃতিব আঘাত হইতে আত্মরক্ষার্থ, তথা একান্তচিন্তনার্থ প্রয়োজন হয়।

(৪) এতটা পথ্য ও ঔষধ সেবন, যাহাতে উৎপন্ন ব্যাধি-পীড়াব শান্তি হয় এবং শবীব পবম নিবোগতা প্রাপ্ত হয়।[১]

বুদ্ধ অন্যত্র বলিয়াছেন, "আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি যে অপবিগ্রহী।"[২]

সংঘ-সেবা বুদ্ধ-সেবা

ভাগবতধর্মেব মুখ্য-সিদ্ধান্ত এই যে জীবেব সেবা ভগবানেব সেবা। বৌদ্ধ-ধর্মে ঈশ্বরকে মানা হয় না। সুতবাং ঐ সিদ্ধান্ত থাকা সম্ভব নহে। তবে উহাতে প্রায় সেই প্রকাবে বলা হয় যে সংঘেব সেবা বুদ্ধেব সেবা। মহা-প্রজাপতি গৌতমী নিজেব হাতে কাটা সূতা দ্বাবা নিজে বুনিয়া প্রস্তুত এক জোড় ধুস্সা বুদ্ধকে অর্পণ কবিতে ইচ্ছা কবেন, এবং কৃপা কবিয়া উহা গ্রহণ কবিতে বুদ্ধকে প্রার্থনা কবেন। বুদ্ধ উত্তব কবেন, "গৌতমী। (উহা)

১। মজ্ঝিমনি, সব্বাসবসুত্ত (২) [১খং, ৭ ও ১০ পৃ]
আবও দ্রষ্টব্য—ঐ, চূলহত্থিপদোপমসুত্ত (২৭) [১খং, ১৮০ পৃ]; মহাতণ্হাসংখযসুত্ত (৩৮) [১খং, ২৬৮-৯ পৃ]

২। ঐ, বাসেট্ঠসুত্ত (৯৮), গাথা ২৭; সুত্তনিপাত, ৬২০ (বাসেট্ঠসুত্ত, ২৭)
আবও দ্রষ্টব্য—গাথা ৫২

সংঘকে দান কর। সংঘকে দান করিলে আমিও নিশ্চয় পূজিত হইব এবং সংঘও (পূজিত হইবে)।"[১]

মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলিয়াছেন

"আরব্ধ-বীর্য, প্রহিতত্ব (=দৃঢ়চিত্ত), নিত্য (=অটল) এবং দৃঢ়-পরাক্রম সমগ্র শ্রাবকের প্রতি দেখ। ইহাই বুদ্ধের বন্দনা।"[২]

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রাচীন ভাগবতধর্ম অদ্বৈতবাদ মানিত, পরে পরে রূপান্তরিত হইতে হইতে উহার কোন কোন শাখা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, অপর কোন কোন শাখা দ্বৈতবাদী হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদ মতে, জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। সুতরাং তদনুযায়ীগণ মুখ্যতয়া বলিতে পারেন যে জীবের সেবাই ব্রহ্মের সেবা। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ মতে জীব ভগবানের অংগ প্রত্যংগ, শক্তি কিংবা গুণ রূপ অংশ। অংশের সেবা অংশীরই সেবা সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণও এক প্রকারে গৌণদৃষ্টিতে, বলিতে পারেন যে জীবের সেবা ভগবানের সেবা। দ্বৈতবাদিগণ আরও অধিক গৌণদৃষ্টিতে ঐ সিদ্ধান্ত মানিয়া থাকেন। তাহাদের মতে, জীব ভগবান (বা বাসুদেব) নহে, ভগবানের (বা বাসুদেবের), সুতরাং জীবের সেবা ভগবানের সেবা। বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত এই প্রকারই, বৌদ্ধধর্ম মতে সমস্ত ভিক্ষুগণ এবং ভিক্ষুণীগণ বুদ্ধের সন্তান। বুদ্ধ নিজেই তাহা বলিয়াছেন,—

"অহমস্মি ভিক্খবে ব্রাহ্মণো যাচযোগো সদা পয়ত-পানি অংতিম-দেহ-ধারো অনুত্তরো ভিসক্কো সল্লকত্তো। তস্স মে তুম্হে পুত্তা ওরসা মুখতো জাতা ধম্মজা ধম্ম-নিম্মিতা ধম্ম-দায়াদা নো আমিস-দায়াদা।"[৩]

'হে ভিক্ষুগণ। আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষাজীবী (বা যাচকের প্রার্থনা পূর্ণকারী), সদা প্রযতপাণি, অংতিম-দেহ-ধর এবং অনুত্তর ভিষক্ শল্য-কর্তা। তোমরা সেই আমার পুত্রগণ, ঔরস, মুখ হইতে জাত, ধর্মজ, ধর্মনির্মিত ও ধর্মদায়াদ, আমিষ-দায়াদ নহে।' ভিক্ষুগণ এবং ভিক্ষুণীগণের কেহ কেহও বলিয়াছেন, তিনি বুদ্ধের পুত্র বা কন্যা। যথা, ভিক্ষুণী সুন্দরী বুদ্ধকে বলেন,

---

১। মজ্ঝিমনি, দক্খিণ-বিভংগসুত্ত (১৪২) [৩খং, ২৫৩ পৃ]

২। "আরব্ধ-বিরিয়ে পহিতত্তে নিচ্চং দল্হ-পরক্কমে।
সমগ্গে শাবকে পস্স এরা বুদ্ধান বন্দনা॥" —(থেরীগাথা, ১৬১)

৩। ইতিবুত্তক, ১০০

"তুমি বুদ্ধ, তুমি শাস্তা, হে ব্রাহ্মণ। আমি তোমার ঔরস, মুখ হইতে জাত কন্যা, (যে) কৃতকৃত্য এবং অনাস্রব (হইয়াছে)।"[1]

পুত্রকন্যাগণের সেবা এক প্রকারে পিতারই সেবা। ঐ দৃষ্টিতে বুদ্ধ বলেন যে সংঘের সেবা তাহারই সেবা। অন্য এক সময়ে, কোন এক রুগ্ন ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধ বলেন,

"ভিক্ষুগণ। যে আমাকে সেবা করিতে চাহে, সে রোগীকে সেবা করুক।"[2]

শ্রদ্ধা-হস্ত, শ্রদ্ধা-বল

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভাগবতধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয়েরই মতে পরজ্ঞান লাভের সুতরাং মুক্তি লাভের, এক সাধন শ্রদ্ধা বা ভক্তি, ভাগবত-ধর্মের মতে কৃষ্ণে বা ভগবানে ভক্তি, আর বৌদ্ধধর্মের মতে বুদ্ধে ভক্তি। বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন, যে ভিক্ষুর চিত্তে তাঁহার প্রতি আত্যংতিক শ্রদ্ধা নাই, সে তাঁহার ধর্মবিনয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং নির্বাণও লাভ করিতে পারে না। তাই তিনি লোকগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেন, "আমাতে সংশয় দূর কর। আমাতে শ্রদ্ধাবান হও। বার বার সংবুদ্ধের দর্শন দুর্লভ।[3] ভিক্ষুগণ তাহাতে অত্যংত শ্রদ্ধাপরায়ণ হইত। যেমন লোক কোন বস্তুকে হস্ত দ্বারাই গ্রহণ করে, তেমন উঁহারা বুদ্ধকে এবং তাঁহার ধর্মকে শ্রদ্ধা দ্বারাই গ্রহণ করিত। সেই কারণে উঁহারা "শ্রদধা-হস্ত" বলিয়া খ্যাত হন। এবং ঐ শ্রদ্ধাই উঁহাদের বল ছিল।

"হে ভিক্ষুগণ। ইহসংসারে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয়, তথাগতের বোধিকে এই প্রকারে শ্রদ্ধা, 'ঐ ভগবান অর্হত্ সম্যক্‌সংবুদ্ধ বিদ্যাচরণসংপন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, পুরুষদম্যসারথী, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' হে ভিক্ষুগণ। ইহাকেই শ্রদ্ধা-বল বলে।"[4]

বুদ্ধের প্রতি ভিক্ষুগণের ভাব কত প্রগাঢ় ছিল, তাহা তরুণ অংকুর ও জল এবং বৎস ও গাভীর দৃষ্টাংত হইতে বুঝা যায়।

১। থেরীগাথা, ৩৩৬। আরও দ্রষ্টব্য—"বুদ্ধ-সুত্তং" (ঐ, ৩৮৪)।

২। বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ৮।৭।১   ৩। পূর্বে পৃষ্ঠা।

৪। অংগুত্তরণি, সত্তকনিপাত, ধনবগ্গ, (৪।৩) [৪খং, ৩পৃ]।

হে ভংতে! যেমন বীজসমূহের ও তরুণ (অংকুরাদির), জল না পাইলে, অন্যথাত্ব হয়, বিপরিণাম হয়, সেই প্রকার ভংতে! এখানে যে ভিক্ষু নূতন, অচির-প্রব্রাজিত, এই ধর্ম-বিনয়ে সংপ্রতি আগত, তাহার, ভগবানের দর্শন না পাইলে, অন্যথাত্ব হয়, বিপরিণাম হয়। ভংতে! যেমন মাতাকে না দেখিলে তরুণ বৎসের অন্যথাত্ব হয়, বিপরিণাম হয়, সেই প্রকার ভংতে! যে ভিক্ষু নূতন, অচির-প্রব্রজিত, এই ধর্মবিনয়ে সংপ্রতি আগত, তাহার ভগবানের দর্শন না পাইলে, অন্যথাত্ব হয়, বিপরিণাম হয়।"[১]

কবি অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন, বুদ্ধ বলেন,

"লোক যখন শ্রদ্ধা করে যে ভূমির অভ্যংতরে জল আছে, তখনই উহার প্রয়োজন থাকিলে, এই পৃথিবীকে যত্ন সহকারে খনন করে। (৩৩)

"লোক যদি অগ্নির প্রার্থী না হয় এবং অরণিতে উহা আছে বলিয়া শ্রদ্ধা করে না, তখন অরণিকে কখনও মংথন করে না, তাহা (অর্থাৎ অগ্নির প্রার্থীত্ব এবং অরণিতে উহার সদ্ভাবে শ্রদ্ধা) থাকিলেই মংথন করে। (৩৪)

"কৃষক যদি শস্যের প্রার্থী না হইত এবং পৃথিবীতে শস্যের উৎপত্তিতে শ্রদ্ধা না করিত, তখন বীজসমূহ পৃথিবীতে বপন করিত না। (৩৫)

"সেই হেতুই শ্রদ্ধা মত্কর্তৃক বিশেষভাবে 'হস্ত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যেইহেতু উহা সদ্ধর্মকে গ্রহণ করে যেমন অক্ষত হস্ত দানকে গ্রহণ করে। (৩৬)

"(উহা) প্রাধান্য হেতু 'ইংদ্রিয়,' স্থিরত্ব হেতু 'বল', গুণের দারিদ্র্যের শমন হেতু 'ধন' বলিয়া অভিবর্ণিত হইয়াছে। (৩৭) ধর্মের রক্ষণার্থ হেতু 'ইষীকা' বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। লোকে দুর্লভত্ব হেতু 'রত্ন' বলিয়া অভি-ভাষিত হইয়াছে। (৩৮) শ্রেয়ের নিমিত্ত বলিয়া 'বীজ' বলা হইয়াছে, এবং পাপকে পবিত্র করে বলিয়া 'নদী' বলা হইয়াছে। (৩৯)

"যেহেতু ধর্মের উৎপত্তিতে শ্রদ্ধা উত্তম কারণ, সেই হেতু আমি উহার কার্যানুসারে ঐ ঐ নাম দিয়াছি। (৪০)

"সেই হেতু এই শ্রদ্ধাংকুরকে সংবর্ধিত করা তোমার উচিৎ। উহার বৃদ্ধি হইলে ধর্ম বৃদ্ধি পায়, যেমন মূলের বৃদ্ধি হইলে বৃক্ষ (বৃদ্ধি পায়)। (৪০)"[২]

১। মজ্ঝিমনি, চাতুমসুত্ত (৬৭) [১খং, ৪৫৭-৮ পৃ]

২। সৌংদরনংদ, ১২।৩৩-৪১

ইহাও বলা উচিৎ যে বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধকেও কখন কখন 'শ্রদ্ধা-হস্ত' বলা হইয়াছে। ভাগবতধর্মে জগতের বিভিন্ন বস্তুকে, অথবা সমাজের বিভিন্ন বর্ণকে, ভগবানের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্মে সেই প্রকারে ধর্মের বিভিন্ন অংগকে বুদ্ধের বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগ বলিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য মহাকশ্যপ বলিয়াছেন,

"সেই মহামুনি স্মৃতিপ্রস্থান-গ্রীব, শ্রদ্ধা-হস্ত এবং প্রজ্ঞা-শীর্ষ। মহাজ্ঞানী তিনি সদা নির্বৃত থাকিয়াই বিচরণ করেন।"[১]

ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং নিজেকে কখন কখন মহানাগ বলিয়াছেন। সৌহৃত্য, অবিহিংসা, তপ এবং ব্রহ্মচর্য—ইহারা ঐ নাগের চারি পাদ। "মহানাগ শ্রদ্ধা-হস্ত, উপেক্ষা-শ্বেতদংতবান্, স্মৃতি-গ্রীব, প্রজ্ঞা-শীর্ষ" ইত্যাদি।[২]

শ্রদ্ধা ও বিচার

এইসকল হইতে মনে হয় যে বুদ্ধ অন্ধ শ্রদ্ধার দাবী করিতেন, তাঁহার উপদেশকে বিনা বিচারে অংগীকার করিতে বলিতেন। পরংতু তাঁহার অপর কোন কোন উক্তি হইতে তাহাতে সংদেহ হয়। কেননা, তিনি ভিক্ষুকগণকে কখন কখন ইহাও বলিয়াছেন দেখা যায় যে কেবল তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই যেন উঁহারা তাঁহার উক্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করেন, যুক্তি-বিচার দ্বারা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেই যেন গ্রহণ করেন, অন্যথা নহে। যথা কোশলদেশের কেশপুত্র নিগমের অধিবাসী কালামগণ বুদ্ধকে বলেন যে নানাপ্রকার মতবাদী শ্রমণব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিগমে আসিয়া স্ব-স্ব মতবাদের প্রশংসা করেন এবং অপর সমস্ত মতবাদের নিংদা করেন, তাহাতে তাঁহাদের মনে এই সংশয় হয় যে ঐ শ্রমণব্রাহ্মণদিগের কাহারা সত্য বলে, আর কাহারা কাহারা মিথ্যা বলে। বুদ্ধ বলেন,

"এত্থ তুম্হে কালামা মা অনুস্সবেন, মা পরংপরায় মা ইতীকিরায়, মা পিটকসংপাদনেন, মা তক্কহেতু, মা নয়হেতু, মা আকারপরিবিতক্কেন, মা দিট্ঠি নিজ্ঝানখংতিয়া, মা ভব্যরূপতায়, মা 'সমনো নো গরু'তি'। যদা তুম্হে কালামা

১। থেরগাথা, ১০৯০

২। অংগুত্তরনিকায়, ছক্কনিপাত, ধম্মিকবগ্গ, (৪।৩।২) [৩খং, ৩৪৬ পৃ], থেরগাথা, ৬৯৪.২

অত্তনাব জানেয্যাথ 'ইমে ধম্মা অকুসলা, ইমে ধম্মা সাবজ্জা, ইমে ধম্মা বিঞ্ঞুগরহিতা, ইমে ধম্মা সমত্তা সমাদিন্না অহিতায় দুক্খায় সংবত্তংতী'তি, অথ তুম্হে কালামা পজহেয্যাথ।'[১]

'হে কালামগণ। তোমাদিগকে এই প্রকারে (যাহা বিবৃত হয়, তাহাকে) অনুশ্রবণহেতু (অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল হইতে বার বার শ্রুত হইতেছে বলিয়া) (গ্রহণ করিও না), পরংপরাহেতু (অর্থাৎ আচার্যপরংপরাক্রমে আগত বলিয়া) (ও গ্রহণ করিও না), প্রবাদ বলিয়াও না, গ্রংথে সংপাদিত হইয়াছে বলিয়াওনা, তর্কচ্ছলেও না, নয় হেতুও না, আকারপরিবিতর্কহেতুও না, দৃষ্টিনির্ধ্যাণক্ষাংতি (অর্থাৎ পরমতসহনশীলতা) হেতুও না, ভব্যরূপতাহেতুও না, (কিংবা) (ইহার বক্তা) শ্রমণ আমার গুরু (সুতরাং তাঁহার বচন আমার গ্রহণ কর্তব্য)'—এই ভাবিয়াও (গ্রহণ করিও) না। হে কালামগণ। যখন তোমরা (যুক্তিবিচার দ্বারা) বুঝিতে পারিবে যে 'এই ধর্মসমূহ অকুশল, এই ধর্মসমূহ সাবদ্য, এই ধর্মসমূহ বিজ্ঞগ্রহণরহিত এবং এই ধর্মসমূহ সমত্ত, সমাদত্ত হইলে, অহিত ও দুঃখের জন্যই সম্যক্ হইবে,—তখন হে কালামগণ। তোমরা (উহাদিগকে) পরিত্যাগ করিও।'

"ইতি যং তং বুত্তং ইদমেতং পটিচ্চ বুত্তং। এত্থ তুম্হে কালামা মা অনুস্সবেন। মা 'সমনো নো গরুতি'। যদা তুম্হে কালামা অত্তনাব জানেয্যাথ ইমে ধম্মা কুসলা, ইমে ধম্মা অনবজ্জা, ইমে ধম্মা বিঞ্ঞুপ্পসত্থা, ইমে ধম্মা সমত্তা সমাদিন্না হিতায় সুখায় সংবত্তংতীতি, অথ তুম্হে কালামা উপসংপজ্জ বিহরেয্যার্থ।"[২]

এই যাহা তোমাদিগকে উক্ত হইল, তাহা বুঝিয়াই (বা অভিজ্ঞাত হইয়াই) উক্ত হইল। হে কালামগণ। তোমাদিগকে এই প্রকারে (যাহা বিবৃত হইল, তাহাকে) অনুশ্রবণহেতু। (ইহার বক্তা) শ্রমণ আমার গুরু (সুতরাং তাঁহার বচন আমার গ্রহণ কর্তব্য)—এই ভাবিয়াও গ্রহণ করিও না। হে কালামগণ। যখন তোমরা নিজেই (যুক্তি-বিচারদ্বারা) বুঝিতে পারিবে যে 'এই ধর্মসমূহ কুশল, এই ধর্মসমূহ অনবদ্য, এই ধর্মসমূহ বিজ্ঞ-প্রশংসিত, এবং এই ধর্মসমূহ, সমত্ত, সমাদত্ত হইলে, হিত ও সুখের জন্যই সম্যক্ হইবে,—তখন হে কালামগণ। তোমরা উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিও।'

১। অংগুত্তরণি, তিকনিপাত, ২য় পন্নাসক, ১৫ (৩৬৫।৩, ৮) [১খং, ১৮৯, ১৯০ পৃ]।
২। ঐ, (৩৬৫।৯, ১৪) [১খং, ১৯০, ১৯১ পৃ]

আয়ুষ্মান নন্দক ও বিশাখ পঞ্চালীপুত্র ঠিক সেইরূপ বলেন,[১]

উহা প্রকৃতপক্ষে কথার কথা মাত্র ছিল, বোধ হয়। কেননা, বুদ্ধ নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার ধর্মের তত্ত্ব অতীব দুর্বোধ্য। তপোপলব্ধির পর, তাঁহার মনে হইল যে,

'এই ধর্ম,—যাহা আমার অধিগত হইয়াছে, তাহা—গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরনুবোধ, শান্ত, প্রণীত অতর্কাবচর, নিপুণ এবং পণ্ডিত-বেদনীয়। এই প্রজাগণ আলয়রাম, আলয়রত ও আলয়সমুদিত। আর আলয়রাম, আলয়রত, আলয়-সমুদিত প্রজাগণের এই স্থান দুর্দর্শ, যাহা এই ইদং প্রত্যয়তা, প্রতীত্যসমুৎপাদ; এই স্থান ও দুর্দর্শ, যাহা সর্বসংস্কারশমথ, সর্বোপাধিপ্রতিনিঃসর্গ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।'

অতঃপর অশ্রুতপূর্ব এই অদ্ভুত গাথা তাঁহার মনে উদয় হয়,—

"অতিকষ্টে ইহা আমার অধিগত হইয়াছে। ইহা প্রকাশ করা উচিৎ নহে, কেননা, এই ধর্ম রাগদ্বেষপরায়ণ জনগণের সুসংবোধ্য নহে। প্রতিস্রোতগামী, নিপুণ, গম্ভীর, দুর্দর্শ এবং অণু ইহাকে তমোস্কন্ধ দ্বারা আবৃত এবং রাগরক্ত জনগণ দেখিবে না (অর্থাৎ বুঝিতে পারিবে না)।"[২]

বুদ্ধ আরও বলেন, ভগবান বিপশ্যী বুদ্ধেরও মনে তপোপলব্ধির এবং নির্বাণলাভের পর ঠিক সেই ভাব এবং সেই অদ্ভুত গাথা উদয় হইয়াছিল।[৩] তাই বলা হয় যে বুদ্ধের ধর্ম "বিজ্ঞানেরই জন্য, মূর্খের জন্য নহে।" বুদ্ধ বলিয়াছেন, যাহারা প্রজ্ঞাবান, দক্ষ এবং সুভাষিতের এবং দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণে সমর্থ, তাঁহারাই তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্যবাসের যোগ্য, আর যাহারা দুষ্প্রজ্ঞ, জড় এবং সুভাষিতের ও দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণে অসমর্থ তাহারা তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্যবাসের যোগ্য নহে।[৪] যাহারা বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সকলে বিদ্বান ছিল না। তাহাদের কেহ কেহ প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন সমাজের অতি নিম্ন স্তরের লোক ছিল। সেই কারণে বলা যায় না যে

১। অংগুত্তরনিকায়, তিকনিপাত, ২য় পন্নাসক, ১৬ (৪।৬৬।২, ৩) [১ম, ১৯৩-৪, ১৯৫ পৃ]; (৪।৫৫।৩, ১২) [১ম, ১৯৫, ১৯৬ পৃ]।

২। বিনয়পিটক, ১।১।৫, মহাবগ্গ; মজ্ঝিমনিকায় অরিয়পরিয়েসনসুত্ত (২৬) [১ম, ১৬৭ পৃ]।

৩। দীঘনিকায়, মহাপদানসুত্ত (১৪) [২য়, ৩৫ পৃ]; ৪। অংগুত্তরনিকায় ৮।১।৩।৮

তাহারা তত্ত্বত বুঝিয়াই বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশতই তাহারা উঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল মনে হয়। কেননা তিনি বলিতেন,

"এই মার্গ, এই প্রতিপদ প্রতিপন্ন হইয়া যেমন আমি অনুত্তর ব্রহ্মচর্যফলকে স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া প্রজ্ঞাপন করিতেছি, তোমরাও তেমন প্রতিপন্ন হও, তথা প্রতিপন্ন হইলে তোমরাও অনুত্তর ব্রহ্মচর্যফল স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিবে।"[১]

তবে তিনি কখন কখন শিষ্যগণকে ইহাও একপ্রকার জোর করিয়া বলাইতেন যে তাহারা তাহাদের গুরু শাস্তা বলিয়া, শাস্তার গৌরববশতই উহা গ্রহণ করে নাই, বুঝিয়া সুঝিয়াই গ্রহণ করিয়াছে।[২]

বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাও দেখা যায়, বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া কেহ যদি উহাকে গ্রহণ না করিত এবং তাঁহার শিষ্য না হইত তবে তিনি তাহাকে নিন্দা করিতেন। যথা, 'দীঘানিকায়ে' বিবৃত আছে যে এক সময়ে ন্যগ্রোধ পরিব্রাজক, তিন হাজার পরিব্রাজকের মণ্ডলী লইয়া রাজগৃহের উদুম্বরিকা পরিব্রাজকারামে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বুদ্ধ তথায় গিয়া উঁহাদিগের নিকট আপন মত, সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন। তাহা শুনিয়া পরিব্রাজকগণের কেহই বুদ্ধের শরণাগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। তখন বুদ্ধ মনে মনে ভাবিলেন, "এই সমস্ত মূর্খ পুরুষই মারের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে, তাই ইহাদের এক জনেরও মনে ইহা হইতেছে না যে, আমি জ্ঞান লাভের জন্য ভগবানের শাসনে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করি।" এই ভাবিয়া বুদ্ধ সেই স্থান হইতে চলিয়া যান।[৩]

অপর এক সময়ে বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরীতে এক পরিব্রাজক মণ্ডলীতে গমন করেন।[৪] ঐ মণ্ডলীর অধীশ্বর ছিলেন প্রোষ্ঠপাদ পরিব্রাজক। উনি সমাগত বুদ্ধকে যথোচিৎ সৎকার ও সমাদর করেন। অনন্তর তিনি বুদ্ধকে "অভিসংজ্ঞা-নিরোধ" সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন যে তীর্থিকগণ উহাকে ভিন্ন

১। অঙ্গুত্তরনি, তিকনিপাত, ব্রাহ্মণবগ্‌গ, ৩৬০।১ [১খং, ১৬৮ পৃ]
২। মজ্‌ঝিমনি, মহাতন্‌হাসংখয়সুত্ত (৩৮) [১খং ২৬৫ পৃ]
৩। দীঘনি, উদুম্বরিকসীহনাদসুত্ত (২৫), ৩খং
৪। ঐ, পোট্‌ঠপাদসুত্ত (৯), ১খং

ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করেন। উহাদের কতিপয়ের উল্লেখও তিনি করেন। অতঃপর ঐ বিষয়ে বুদ্ধের মত জানিতে ইচ্ছা করেন। তখন বুদ্ধ ঐ সকল মতের কোন কোনটাকে খণ্ডন করেন, এবং পরে নিজের মতে কি প্রকারে "ক্রমশ অভিসংজ্ঞা-নিরোধবান সংপ্রজ্ঞাত সমাপত্তি উৎপত্তি হয়" তাহা ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তবে কি মনে কর, প্রোষ্ঠপাদ! ইহার পূর্বে তুমি কি এই প্রকারের ক্রমশ অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সংপ্রজ্ঞাত সমাপত্তি শুনিয়াছিলে?" প্রোষ্ঠপাদ উত্তর করেন, না, ভগবানের ব্যাখ্যা হইতেই তিনি ঐ প্রকার জানিয়াছেন। অনন্তর প্রোষ্ঠপাদ জিজ্ঞাসা করেন,—

(১) সংজ্ঞা ও আত্মা ভিন্ন কি অভিন্ন?

(২) লোক ও আত্মা শাশ্বত কি অশাশ্বত?

(৩) জীব ও শরীর ভিন্ন কি অভিন্ন?

(৪) মরণের পরে তথাগত থাকেন কি থাকেন না?

বুদ্ধের উত্তর শুনিয়া[১] প্রোষ্ঠপাদ তাহার অনুমোদন করেন। "ইহা এই প্রকারই, ভগবান। ইহা এই প্রকারই, সুগত।। অনন্তর বুদ্ধ অন্যত্র গমন করেন। বুদ্ধ চলিয়া গেলে পরে অন্যান্য পরিব্রাজকগণ এই বলিয়া প্রোষ্ঠপাদকে আক্রমণ করেন যে "এই প্রকারে আপনি প্রোষ্ঠপাদ শ্রমণ গৌতম যাহা যাহা বলেন, তাহাকে অনুমোদন করিলেন, 'ইহা এই প্রকারই ভগবান, ইহা এই প্রকারই সুগত'। আমরা ত শ্রমণ গৌতম কর্তৃক কথিত কোন ধর্মকে এক প্রকার দেখিনা, (তিনি বলেন, 'জগৎ শাশ্বত', 'জগৎ, শাশ্বত নহে', 'জগৎ অন্তবান', জগৎ অন্তবান নহে', 'যাহা জীব, তাহাই শরীর', 'অন্যজীব, অন্যশরীর', তথাগত মরণের পর থাকেন',···।" তখন প্রোষ্ঠপাদ স্বীকার করেন যে তিনি ও, উঁহাদেরই মত, শ্রমণ গৌতম কর্তৃক কথিত কোন ধর্মকে এক প্রকারে দেখেন না। তথাপি যে তিনি উঁহার উক্তির অনুমোদন করেন, তাহার হেতু তিনি এই বলিয়া নির্দেশ করেন, "শ্রমণ গৌতম ভূত, তথ্য ধর্মে স্থিত হইয়া ধর্ম-নিয়ামক-প্রতিপদকে বলেন। (সুতরাং) মাদৃশ জ্ঞানী শ্রমণ গৌতমের সুভাষিতকে সুভাষিত বলিয়া কি প্রকারে অনুমোদন না করিবে।?"

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধে অংধ শ্রদ্ধা

বুদ্ধে অংধ শ্রদ্ধার দৃষ্টাংতও প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে,—পালিনিকাযে পাওযা যায। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ভাগবতধর্মে পরে পরে গুরুভক্তির অত্যধিক মহিমা খ্যাপিত হইতে থাকে, তখন ভাগবতগণ গুরুকে অত্যধিক ভক্তি,—অংধ ভক্তি করিত।[১] গুরুর প্রতি ঐ প্রকার অংধ ভক্তি বৌদ্ধ ধর্মে প্রারংভ হইতেই দেখা যায। যথা, বুদ্ধের সর্বপ্রধান শিষ্য শারিপুত্র এক সময়ে বুদ্ধকে বলেন,

"এবং পসন্নো অহং ভংতে। ভগবতি ন চাহু ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি অঞ্ঞো সমনো বা ব্রাহ্মণো বা ভগবতা ভিয্যো ভিঞ্ঞতরো যদিদং সংবোধিয়ংতি।"

'ভংতে। আমি ভগবানে এই প্রকার প্রসন্ন (=শ্রদ্ধা বা ভক্তি সংপন্ন[২]) যে এই সংবোধিতে ভগবান হইতে শ্রেষ্ঠ পরতর অপর কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ (অতীতে) ছিল না, (ভবিষ্যতে) হইবেও না, এবং বর্তমানেও বিদ্যমান নাই।' তাহা শুনিয়া বুদ্ধ বলেন,

"হে শারিপুত্র। তুমি অতি উল্লসিত আর্ষভী বাণী বলিয়াছ, একমাত্র উহাকে গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করিয়াছ।"

অনংতর বুদ্ধ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইযা শারিপুত্র সরলভাবে স্বীকার করেন যে যেই সকল অর্হৎ সম্যক্ সংবুদ্ধ অতীতকালে হইয়া গিয়াছেন, কিংবা ভবিষ্যতে

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। 'যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাস বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধা চেতসঃ সংপ্রসাদঃ" ('শ্রদ্ধা-চিত্তের সংপ্রসাদ')। (১।২০ ভাষ্য) বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রদ্ধা' অর্থে 'প্রসাদ', 'চিত্তপ্রসাদ', 'মনোপ্রসাদ', প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন, শ্রদ্ধার লক্ষণ "সংপ্রসাদন" ও "সংপ্রস্কংদন"। "হে মহারাজ। শ্রদ্ধা উৎপদ্যমান হইয়া (কাম, দ্বেষ, তংদ্রা, গর্ব ও মোহ—এই পাঁচ) নীবরণকে বিস্কংভিত করে; বিনীবরণ চিত্ত স্বচ্ছ, সুপ্রসন্ন ও অনাবিল হয। এই প্রকারে হে মহারাজ। শ্রদ্ধা সংপ্রসাদ লক্ষণ।

"হে মহারাজ। যোগী (যোগাবচর) অন্যের চিত্তকে বিমুক্ত দেখিয়া স্রোতাপত্তিফলে, কিংবা সকৃদাগামীফলে, কিংবা অনাগামীফলে, কিংবা অর্হত্বে সংপ্রস্কংদন করে,—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির জন্যে, অনধিগতের অধিগমের জন্য, অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষের জন্য যোগ করে। এই প্রকারে, হে মহারাজ। শ্রদ্ধা সংপ্রস্কংদন-লক্ষণ"।

—(মিলিংদপ্রশ্ন, ২।১।১০)

হইবেন, উঁহাদের সকলের চিত্তের পরিচয়, উঁহারা কেমন শীল, ধর্ম, প্রজ্ঞা ও বিহার সংযুক্ত ছিলেন কিংবা, তথা উঁহারা কেমন বিমুক্ত, তিনি আপন চিত্ত দ্বারা বিদিত হন নাই, বর্তমান অর্হৎ সম্যক্ সংবুদ্ধ গৌতমের ও চিত্তের সেই প্রকার পরিচয় তিনি আপন চিত্ত দ্বারা বিদিত হন নাই। তথাপি তিনি কেন ঐ প্রকার উল্লাসবাণী বলিয়াছেন, সিংহনাদ করিয়াছেন? ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া শারিপুত্র বুদ্ধকে বলেন, অতীত, অনাগত এবং প্রত্যুৎপন্ন অর্হৎ সম্যক্ সংবুদ্ধগণের চিত্ত পর্যায়ের জ্ঞান তাঁহার না থাকিলেও তিনি ধর্মান্বয় বিদিত আছেন। কি প্রকারে তাঁহারা সকলে অনুত্তর সম্যক্ সংবোধি অভিসংবুদ্ধ হইয়াছিলেন, হইবেন কিংবা হইয়াছেন, তাহা তিনি জানেন, তাহা হইতেই তিনি ঐ প্রকার বলিয়াছেন।[১] সুতরাং উহা অতিভক্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। শারিপুত্র অপর এক সময়ে বুদ্ধকে বলেন "তুষিত (দেবলোক) হইতে আগত এমন প্রিয়বাদী শাস্তা গুণীকে ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই, শুনেও নাই।"[২] বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, শারিপুত্র সদাই আচার্য-পূজক ছিলেন, এবং উঁহার মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন, "সংসারে বুদ্ধের উৎপত্তিকাল হইতে মহাজনগণ গন্ধমাল্যাদি হস্তে লইয়া তাঁহাকে নিশ্চয় পূজা করে।"[৩] বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন যে শারিপুত্র পরিনির্বাণার্থ বুদ্ধের অনুমতি পাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া, তাঁহার চরণদ্বয়কে দুই হাতে গ্রহণ করিয়া বলেন, "ভন্তে! এই চরণযুগলের বন্দনার্থ আমি শত সহস্র কল্পেরও অধিককাল ধরিয়া অসংখ্য পারমিতা পূর্ণ করিয়াছি। আমার সেই মনোরথ শিব পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আর (আপনার সহিত) পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া একস্থানে একত্রিত, সমাগম হইবার নহে, এখন এই বিশ্বাস ছিন্ন হইয়াছে। অনেক শত সহস্র বুদ্ধগণের প্রবেশ স্থান অজর, অমর, ক্ষেম, সুখ, শীতল ও অভয় নির্বাণ-পুরে যাইব।" ইত্যাদি।[৪]

বুদ্ধ বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ! শাস্তার শাসনে পরিযোগার্থ আচরণশীল শ্রদ্ধাবান শ্রাবকের

১। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং, ৮২ পৃ]; সংপসাদনীয়সুত্ত (২৮) [৩ খং, ৯৯ পৃ], সংযুত্তনি, সতিপট্‌ঠানসংযুত্ত, (৪৭।১১।২-) [৫ খং, ১৫৯-পৃ]।

২। সুত্তনিপাত, ৯৫৫ (সারিপুত্তসুত্ত)   ৩। ধম্মপদট্‌ঠকথা, ৮

৪। সংযুত্তনি অট্‌ঠকথা, ৪৭।২।৩ (বুদ্ধচর্যা, ৫১৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা)।

এই অনুধর্ম হয়, 'ভগবান শাস্তা, আমি শ্রাবক, ভগবান জানেন, আমি জানি না।"[১]

বক্কলি নামে একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রতি এত আসক্ত হন যে উঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। উঁহাকে দেখিবার সুযোগ হইবে ভাবিয়া তিনি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং উঁহার সংগে সংগে থাকিতেন। ঐ সময়ে তিনি প্রায় সদা সর্বদা বুদ্ধের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। একদিন বুদ্ধ তাহাকে বলেন, "হে বক্কলি। এই পূতিকায় দর্শনে তোমার কি প্রয়োজন? হে বক্কলি। যে ধর্মকে দেখে, সে আমাকে দেখে, যে আমাকে দেখে সে ধর্মকে দেখে। হে বক্কলি। ধর্মকে দেখিলেই আমাকে দেখিয়া থাকে। তুমি ধর্মকে না দেখিয়া কেবল আমাকে দেখিতে থাকিলে ধর্মকে দেখিতে পাইবে না।" তথাপি বক্কলি বুদ্ধকে দেখা ছাড়িতে পারিলেন না। তাঁহার ঐ মোহ ছাড়াইবার জন্য বুদ্ধ তাঁহাকে দূরে প্রেরণ করেন। তখন তিনি অরণ্যে চলিয়া যান। "আমার জীবন-ধারণে আর কি ফল, যেহেতু আমি বুদ্ধকে দর্শন করিতে পারিব না,"—এই ভাবিয়া বক্কলি প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন এবং তদর্থে পর্বতে আরোহণ করেন। তাহা অবগত হইয়া বুদ্ধ স্বীয় ঋদ্ধি বলে তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। তারপর হইতে বক্কলি অরণ্যে বাস করিতে থাকেন। তিনি কঠিন বাতরোগগ্রস্ত হন। ঐ সময়ে বুদ্ধ একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ঐ অবস্থায় তিনি কি প্রকারে বনে থাকিবেন। তিনি উত্তর করেন যে স্মৃতিপ্রস্থানসমূহ, ইংদ্রিয়সমূহ, বলসমূহ এবং বোধ্যংগসমূহ ভাবনা করত তিনি বনে বাস করিবেন।[২] ততোধিক,

"অনুসংবরংতো সংবুদ্ধং অগ্‌গং দাংতং সমাহিতং।
অতংদিতো রত্তি-দিবং বিহরিস্‌সামি কাননে তি॥"[৩]

'রাত্রি দিন অতংদ্রিত থাকিয়া অগ্র, দাংত ও সমাহিত সংবুদ্ধকে অনুস্মরণ করত কাননে বিহার করিব।'

'সংযুত্তনিকায়ে বিবৃত আছে যে, ভিক্ষু বক্কলি রোগে অতি জীর্ণ ও শক্তিহীন, এবং সেইহেতু দুঃখিত হইয়া পড়েন। তিনি আপন সেবককে দিয়া

১। মজ্‌ঝিমনি, কীটাগিরিসুত্ত (৭০) [১ খং, ৪৮০ পৃ]।
২। থেরগাথা, ৩৫২ ৩। ঐ ৩৫৪

বুদ্ধের নিকট খবর পাঠান। বুদ্ধ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার দুঃখের হেতু জিজ্ঞাসা করেন। বক্কলি উত্তর করেন যে তাঁহার খাওয়া পড়ার কোন অভাব নাই, ধর্মাচরণেও কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার দুঃখ ঐসকল হেতুতে নহে। তাঁহার দুঃখের হেতু একমাত্র এই যে বুদ্ধকে দর্শনার্থ তাঁহার নিকটে গমন করিতে তিনি দীর্ঘকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছেন, পরন্তু তাঁহার শরীরে সেই পরিমাণ বল নাই যাহাতে তিনি উঁহাকে দর্শনার্থ উঁহার নিকটে গমন করিতে পারেন। তাহাতে বুদ্ধ বলেন, "হে বক্কলি। এই পূতিকায় দর্শনে তোমার কি প্রয়োজন? হে বক্কলি! যে ধর্মকে দেখে, সে আমাকে দেখে, যে আমাকে দেখে, সে ধর্মকে দেখে। হে বক্কলি। ধর্মকে দেখিতে থাকিলে, আমাকে দেখে, আমাকে দেখিতে থাকিলে, ধর্মকে দেখে।" অতঃপর বুদ্ধ বক্কলিকে রূপাদির অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া চলিয়া যান। পরন্তু, তাহা বুঝিতে পারিলেও বক্কলি বুদ্ধের বিরহ সহিতে পারিলেন না, তাই শস্ত্রাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করেন।[১]

শেষ বয়সে বুদ্ধ কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাহা দেখিয়া আনন্দ বুদ্ধকে বলেন যে, "আমার শরীর শূন্য হইয়া গিয়াছিল, দিকসমূহও আমার নিকট প্রখ্যাত হইত না, ধর্মসমূহও আমার প্রতিভাত হইত না।"[২] বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁহার অবস্থা আনন্দ এই প্রকারে বর্ণনা করেন।

"ন পক্খন্তি দিসা সব্বা ধম্মা বা পটিভন্তি মং।
গতে কল্যাণমিত্তম্হি অন্ধকারং বা খ্যায়তি॥"[৩]

'কল্যাণমিত্র যাওয়াতে আমার নিকট সর্বদিক প্রখ্যাত হইতেছে না, ধর্মসমূহও প্রতিভাত হইতেছে না, অন্ধকার খ্যাত হইতেছে।'

জাতকে দেখা যায়, জনৈক ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট হইতে কর্মস্থান গ্রহণ করত অরণ্যে গমন করিয়া "তিন মাস পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও, ধ্যানফল দূরে থাকুক, তিনি তাহার আভাস বা লক্ষণমাত্রও লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি

১। সংযুত্তনি, খন্দসংযুত্ত, থেরবগ্গ, বক্কলি, (২২।৮৭) [৩ খং, পৃ ১১৯-]।
২। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত (১৬), ২ খং।
শারিপুত্রের পরিনির্বাণের কথা শুনিয়া ও আনন্দের সেই অবস্থা হয় বলিয়া তিনি বুদ্ধকে বলেন। (সংযুত্তনি, ৪৫।২।৩) [৫ খং, ১৬১ পৃ]।
৩। থেরগাথা, ১০৩৪

ভাবিতে লাগিলেন, 'শাস্তা চতুর্বিধ মনুষ্যের কথা বলিবাছেন, আমি বোধ হয় তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম। সংভবত একজন্মে আমাব ভাগ্যে মার্গ-প্রাপ্তি ও ফল-প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব অবণ্যে বাস কবিবা কি লাভ? আমি শাস্তাব নিকট ফিবিয়া যাই, তাঁহাব অলৌকিক তেজোবিশিষ্ট বুদ্ধদেহ অবলোকন করিয়া নয়ন সার্থক হইবে, মধুর ধর্মকথা শুনিবা কর্ণ তৃপ্ত হইবে।' এই সংকল্প কবিয়া উক্ত ভিক্ষু জেতবনে প্রতিগমন কবিলেন।"[১]

অংধশ্রদ্ধার নিংদা

পববর্তী বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রদ্ধাব যেমন মাহাত্ম্য পাওয়া যাব, তেমন নিংদাও কখন কখন পাওয়া যায়। যথা, 'সুধা-ভোজন-জাতকে' (৫৩৫) শ্রদ্ধাব যেমন এই মহিমা গীত হইয়াছে যে উহা "নবকুলে পূজ্যা," "পুণ্যাত্মা-হৃদয়ে সদা আমাব সদন", তেমন এই নিংদাও আছে,

"মনুষ্যেরা যার তাব কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন কবিবা তদনুসাবে পবিচালিত হয, এই নিমিত্ত তাহাবা কর্তব্য অপেক্ষা অকর্তব্যেবই অধিকতব অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই সমস্ত পাপাচারেব জন্য তোমাকেই (শ্রদ্ধাকেই) দায়ী বলিতে হয়।

শ্রদ্ধা-বশে হয লোকে কখনও বা পুণ্যব্রত,
দাতা, দাংত, ত্যাগী, জিতেংদ্রিব,
কভুবা কুপথে চলি পর-পবী-বাদ কবে,
হয় মিথ্যাবাদী, চৌর্যপ্রিয।
গৃহে পতিব্রতা নাবী, সুশীলা সদ্বংশজাতা,
রূপে, গুণে সদৃশ ভর্তার,
তাহাব সংসর্গে থাকি, বাসনা সংযত কবি
পাবে লোকে কবিতে সংসার।
কিংতু বারবণিতাব ছলনায় ভুলি নর
হেন ভার্যা ত্যাগ কবি যায়,
মিটিবে দুধের তৃষ্ণা পংকিল সলিল-পানে
এই মূর্খ ভাবে হাব হায়।

১। বণ্ণুপথ-জাতক (২) [বংগভাষাংতর, ১ খং, ৯ পৃ]।

তোমার প্রভাবে, শ্রদ্ধে, পরদার-সেবী নর
পুণ্য-ত্যাগী, পাপ-পরায়ণ,
স্বধাত দূরের কথা জলাশন পাইবারে
অযোগ্য, যে তোমার মতন।"[১]

—শ্রদ্ধার আর এক দোষ এই যে উহার স্থিরত্ব নাই। "শ্রদ্ধার স্থিরত্ব নাই।[২] এইখানে শ্রদ্ধাকে 'অন্ধ শ্রদ্ধা' বা 'অন্ধ বিশ্বাস' অর্থেই গৃহীত হইয়াছে।

স্মরণ-ভক্তি

ভাগবতধর্মের মতে ভগবানে ভক্তির বহু উপায়ের একটি স্মরণ। স্মরণ-ভক্তির কথা বৌদ্ধশাস্ত্রেও আছে। তথায় উহাকে যেমন "অত্যন্ত প্রসাদ (বা শ্রদ্ধা)" বলা হয়, তেমন আবারও বিশেষ ভাবে, 'অনুস্মৃতি'ও বলা হয়। ঐ স্মৃতিকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন করিতে হয় বলিয়া উহাকে 'অনুস্মৃতি' বলা হয়। বুদ্ধকে আলম্বন করিয়া অনুস্মৃতি 'বুদ্ধানুস্মৃতি'। উহা বস্তুত বুদ্ধের গুণসমূহের অনুভাবনাই। 'ধর্মানুস্মৃতি' এবং সংঘানুস্মৃতির কথাও বৌদ্ধ-শাস্ত্রে আছে।[৩]

বুদ্ধ বলিয়াছেন তাঁহার শ্রাবক তথাগতকে, ধর্মকে ও সংঘকে অনুস্মরণ করে, বা তথাগতে, ধর্মে ও সংঘে 'অত্যন্ত প্রসাদ সমন্বাগত হয়।" তথাগতকে এই বলিয়া অনুস্মরণ করে যে, বা তথাগতে এই প্রকারে অত্যন্ত প্রসাদ সমন্বাগত হয় যে "সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সংবুদ্ধ বিদ্যাচরণসংপন্ন, সুগত, লোকবিৎ, অনুত্তর পুরুষদম্য-সারথী, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।" ধর্মকে এই প্রকারে অনুস্মরণ করে যে "ভগবানের ধর্ম স্বাখ্যাত, সান্দৃষ্টিক, অকালিক, এহিপশ্যিক, ঔপনয়িক ও বিজ্ঞের প্রত্যয়বেদিতব্য।" সংঘকে এই বলিয়া অনুস্মরণ করে যে "ভগবানের শ্রাবক-সংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন ইত্যাদি।[৪]

১। [বংগভাষান্তর, ৫ম খং, ২৫২-৩ পৃ ২। [ঐ, ২৫৭ পৃ]

৩। বৌদ্ধশাস্ত্রে সর্বসমেত ছয় "অনুস্মৃতি-স্থান" আছে—বুদ্ধ-অনুস্মৃতি, ধর্ম-অনুস্মৃতি, সংঘ-অনুস্মৃতি, শীল-অনুস্মৃতি, ত্যাগ-অনুস্মৃতি এবং দেব-অনুস্মৃতি। দীঘনি, সংগীতি পরিয়ায়সুত্ত (৩৩), দসুত্তরসুত্ত (৩৪)।

৪। অংগুত্তরনি, ত্রিকনিপাত, মহাবগ্‌গ (৩।৭০।৪, ৫, ৬) [১ খং ২০৭-৮ পৃ], ছক্কনিপাত, আহুনেয্যবগ্‌গ (১।১০।২, ৩ঃ) [৫ খং, ২৮৫- পৃ], অনুত্তরীয়বগ্‌গ (২৭।২, ৩, ৪) [৩ খং ৩১২-৩ পৃ], মজ্‌ঝিমনি, বত্থসুত্ত (৭) [১ খং,] (পূর্বে পৃষ্ঠা)।

ঐ অনুস্মরণের ফল সংবন্ধে বুদ্ধ বলিয়াছেন,[১]

"তথাগতকে অনুস্মরণ করিতে করিতে তাহার চিত্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হয়, প্রামোদ্য লাভ করে। চিত্তের যে উপক্লেশসমূহ সেইগুলি প্রহীন হয়, যেমন হে বিশাখা! উপক্লিষ্ট শিরের উপক্রমে পর্যদোপন হয়।"

"ধর্মকে অনুস্মরণ করিতে করিতে তাহার চিত্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হয়, প্রামোদ্য লাভ করে। চিত্তের যে উপক্লেশসমূহ সেইগুলি প্রহীন হয়, যেমন হে বিশাখা। উপক্লিষ্ট শিরের উপক্রমে পর্যদোপন হয়।

"ধর্মকে অনুস্মরণ করিতে করিতে তাহার চিত্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হয়, প্রামোদ্য লাভ করে। চিত্তের যে উপক্লেশসমূহ সেইগুলি প্রহীন হয়, যেমন হে বিশাখা। উপক্লিষ্ট কায়ের উপক্রমে হয়।"

"সংঘকে অনুস্মরণ করিতে করিতে তাহার চিত্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হয়, প্রামোদ্য লাভ করে। চিত্তের যে উপক্লেশসমূহ সেইগুলি প্রহীন হয়, যেমন উপক্লিষ্ট বস্ত্রের উপক্রমে হয়।"

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,[২]

"হে মহানাম। আর্যশ্রাবক যে সময়ে তথাগতকে অনুস্মরণ করে, তাহার চিত্ত সেই সময়ে নিশ্চয় রাগ-পর্যুত্থিত হয় না, দ্বেষ-পর্যুত্থিত হয় না এবং মোহ-পর্যুত্থিত হয় না, তাহার চিত্ত সেই সময়ে তথাগতকে স্পর্শ (বা গ্রহণ) করিয়া নিশ্চয় ঋজুগত হয়। হে মহানাম। ঋজুগতচিত্ত আর্যশ্রাবক অর্থবেদ (=অর্থজ্ঞান) লাভ করে, ধর্মবেদ লাভ করে, (এবং) ধর্মোপসংহিত প্রামোদ্য লাভ করে। প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতিমনার (বা প্রীতিমানের) কায় প্রশ্রব্ধ হয়। প্রশ্রব্ধ-কায় সুখ অনুভব করে। সুখীর চিত্ত সমাধিগ্রস্ত (বা সমাহিত) হয়।

"হে মহানাম! ইহাকেই (বিদ্বানগণ) বলেন যে আর্যশ্রাবক বিসমগত প্রজাগণের সংপন্ন হইয়া বিহার করে, সব্যাপাদ্য প্রজাগণের মধ্যে অব্যাপাদ্য থাকিয়া বিহার করে, ধর্ম-স্রোত-সমাপন্ন হইয়া বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করে।"

'তথাগত' স্থলে 'ধর্ম' ও 'সংঘ' পাঠান্তরে এই বচন উহাদের অনুস্মৃতির ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

১। অংগুত্তরনি, তিকনিপাত, মহাবগ্গ (৩।৭৫।৪, ২, ৬) [১ খং, ২০৭-৮ পৃ]

২। অংগুত্তরনি, ছক্কনিপাত, আহনেয্যবগ্গ (১।১০।২, ৩।৪) [৩ খং, ২৮৫-৬ পৃ]; একাদশনিপাত, অনুস্সতিবগ্গ (১২।৩, ৪, ৫) [৫ খং, ৩২৯-৩৩০ পৃ]

বুদ্ঘোষও সেইপ্রকাব বলিয়াছেন,—যোগী যখন বুদ্ধেব গুণসমূহ অনুস্মবণ কবিতে থাকে, তখন তাহাব চিত্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহ দ্বাবা অভিভূত হয না। তাহাব চিত্ত তখন তথাগতকে লক্ষ্য কবিয়া ঋজুগত হয়। উহাতে বুদ্ধগুণসমূহেব দিকে নত বিতর্ক ও বিচাব প্রবর্তিত হয। ঐ অনুবিতর্ক ও অনুবিচাব দ্বাবা তাহার প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতিবশতঃ উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি দ্বাবা শাবীবিক ও মানসিক বেদনাব প্রতি-প্রশ্রব্ধি হয। উপশান্ত-বেদনা যোগীব কাযিক ও মানসিক সুখ উৎপন্ন হয। সুখীব চিত্ত সমাহিত হয়।" ইত্যাদি। তাই তিনি বলেন, ঐরূপ মহানুভব বুদ্ধানুস্মৃতি লাভেব জন্য প্রমাদ কবা বুদ্ধিমান ব্যক্তিব কখনও উচিত নহে।[১]

বুদ্ধঘোষ আরও বলিয়াছেন যে অনুস্মৃতিব দ্বাবা যোগী ঋদ্ধিসম্পন্ন হয়। যাহাকে বা যাহাব যেই গুণসমূহকে যোগী অনুস্মবণ কবে, উহাব সেই গুণসমূহ তাহাতে প্রকট হয়, অর্থাৎ সে তদ্গুণ সম্পন্ন হয। বুদ্ধানুস্মৃতিব দ্বাবা যোগী বুদ্ধেব এমনকি অর্হত্বগুণও লাভ কবিতে পাবে, অর্থাৎ স্বয়ংও অর্হৎ হইতে পাবে।

বুদ্ধঘোষ অতঃপব দেখাইয়াছেন যে ভগবান বুদ্ধ স্বযংও তাহা বলিয়াছেন।[২]

জাতকে দেখা যায়, জনৈক শ্রাবক বুদ্ধকে অনুস্মবণ করিতে কবিতে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া যায। "এই উপাসক একজন অতি ভক্তি-শ্রদ্ধাবান্ আর্যশ্রাবক ছিলেন। একদিন তিনি জেতবনে যাইবাব সময় অচিববতী নদীব তীবে উপস্থিত হইয়া দেখেন পারঘাটে নৌকা নাই, কাবণ তখন পাটনি ধর্মকথা শুনিতে গিয়াছিল এবং যাইবার পূর্বে খেয়া নৌকাখানি টানিয়া তীবে তুলিয়া বাখিযাছিল। বুদ্ধ-চিন্তায় উপাসকেব মনে এমনই স্ফূর্তিব সঞ্চাব হইয়াছিল (যে) তিনি নৌকার অপেক্ষা না কবিয়া নদীতে অবতবণ কবিলেন। আশ্চর্যেব বিষয় এই যে তাঁহাব পাদদ্বয় জলে মগ্ন হইল না, যেন ভূপৃষ্ঠেই হাঁটিতেছেন। এইভাবে তিনি নদীব মধ্যভাগ পর্যন্ত চলিয়া গেলেন। কিন্তু এখানে তবঙ্গ দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধ-চিন্তা-জনিত আনন্দ মন্দীভূত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব পদদ্বয়ও জলমগ্ন হইতে লাগিল। অনন্তব তিনি বুদ্ধ-চিন্তা-জনিত আনন্দ আবার দৃঢ় কবিলেন এবং জলপৃষ্ঠেব উপব দিযাই চলিয়া নদী অতিক্রম কবিলেন।" জেতবনে বুদ্ধেব নিকটে উপস্থিত হইযা, তাঁহাব দ্বাবা জিজ্ঞাসিত

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৭ পরি (বাংলাভাষান্তব, ৮১-৯৯ পৃ)। ২। ঐ (ঐ, ১১২-৩ পৃ)

হইয়া উপাসক বলেন, "ভদংত, বুদ্ধ-চিংতা-জনিত আনংদে আজ আমি উদক-পৃষ্ঠে দাঁড়াইতে সমর্থ হইযাছি এবং লোকে যেমন শুষ্কভূমিব উপব দিবা চলিয়া যায, সেইভাবে নদী পাব হইয়াছি।"[১]

বংদনা-ভক্তি

বৌদ্ধ শাস্ত্রে বংদনা-ভক্তিবও অতি মহিমা দেখা যায়। যথা, 'অংগুত্তর-নিকায়ে' উক্ত হইয়াছে যে বংদনা ভক্তি ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক, যাহাবা বুদ্ধকে কোন প্রকারে বংদনা করে, "তাহাবা নীরোগ হয়, অর্থ লাভ কবে, সুখী হয়, এবং বুদ্ধ শাসনে বিবৃদ্ধি লাভ করে, সমস্ত জ্ঞাতিগণ সহই নীবোগ এবং সুখী হয়।"[২] স্থবির উদায়ী বলিযাছেন,

"আত্ম দাংত, সমাহিত, ব্রহ্মপথে বিচরণ পবায়ণ, চিত্তেব উপশমে রত এবং সর্বধর্মে পাবগ মনুষ্যভূত সংবুদ্ধকে, মনুষ্যগণ যাঁহাকে নমস্কার কবে, দেবগণও তাঁহাকে নমস্কার করেন। ইহা আমি অর্হৎ হইতে শুনিয়াছি।"[৩]

'সুত্তনিপাতে' আছে,

"ইহলোকে জনগণ প্রাংজলি পূর্বক বংদমান হইয়া যেমন ক্ষয়াতীত চংদ্রকে নমস্কাব কবে, তেমন গৌতমকে।"[৪]

উহাতে আবও উক্ত হইয়াছে যে, হেমবত যক্ষ বুদ্ধকে বলেন

"এই দশশত যক্ষ সকলেই ঋদ্ধিমান এবং যশস্বী তোমাব শবণ গ্রহণ কবিতেছে। তুমি আমাদেব অনুত্তর শাস্তা।

"তাহার এবং আমি সংবুদ্ধকে—ধর্মেব সুধর্মতাকে, নমস্কাব করিতে কবিতে গ্রাম হইতে গ্রামে, নগব হইতে নগবে বিচরণ কবিব।'[৫]

যক্ষ আলবকও বুদ্ধকে বলেন,

"সেই আমি সংবুদ্ধকে,—ধর্মের সুধর্মতাকে, নমস্কাব কবিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামে, পুর হইতে পুরে বিচরণ করিব।"[৬]

১। শীলানিশংস-জাতক (১৯০) [ঈশানচন্দ্র ঘোষের বংগভাষাংতব, ২ খং, ৭০-১ পৃ]।
২। অংগুত্তরণি [১ খং, ২১৪ পৃ]
৩। থেবগাথা, ৬৮৯-৬৯০ ৪। সুত্তনিপাত, ৫৯৮ (বাসেট্ঠ সুত্ত, ৫)।
৫। সুত্তনিপাত, ১৭৯-১৮০ (হেমবতসুত্ত, ১৭-৮)।
৬। ঐ, ১৯২ (আলবকসুত্ত, ১২)

সংকল্পকেরই সম্যক্‌বাক্ প্রকৃষ্টরূপে হয়। সম্যক্‌বাকেরই সম্যক্‌কর্মাংত প্রকৃষ্টরূপে হয়। সম্যক্‌কর্মাংতবানেরই সম্যক্ আজীব প্রকৃষ্টরূপে হয়। সম্যক্ আজীববানের সম্যক্‌ব্যায়াম প্রকৃষ্টরূপে হয়। সম্যক্‌ব্যায়ামবানের সম্যক্ স্মৃতি প্রকৃষ্টরূপে হয়। সম্যক্‌স্মৃতিবানের সম্যক্ সমাধি প্রকৃষ্টরূপে হয়। সম্যক সমাধিবানেরই সম্যক্ জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে হয়। সম্যক্ জ্ঞানবানেরই সম্যক্ বিমুক্তি প্রকৃষ্টরূপে হয়। এই প্রকারে, হে ভিক্ষুগণ। সম্যক্‌ত্ব লাভ করিলেই আরাধনা হয়।"[১] তাঁহার মতে ঐ আরাধনার প্রথম ভূমি বিদ্যা।

হে ভিক্ষুগণ। কুশল ধর্মসমূহের সমাপত্তির জন্য বিদ্যা পূর্বংগম, হ্রী ও তপ পরবর্তী। হে ভিক্ষুগণ! বিদ্যাগতেরই, বিদ্যাপুত্রেরই সম্যক্ দৃষ্টি প্রকৃষ্টরূপে হয়। সম্যক্ দৃষ্টিকেরই সম্যক্ বিমুক্তি প্রকৃষ্টরূপে হয়।"[২]

আরাধনা অতি সুসাধ্য

ভাগবতধর্মের মতে, ভগবানের আরাধনা অতি সহজ এবং সুখসাধ্যও, কেননা, অতি সামান্য বস্তুও যদি জিতেংদ্রিয় (বা শুদ্ধচিত্ত) ব্যক্তি কর্তৃক ভক্তি সহকারে, ভগবানে অর্পিত হয়, ভগবান তাহা অংগীকার করেন।[৩] ভক্ত কর্তৃক প্রেম সহকারে অর্পিত স্বল্প বস্তুর দ্বারা ভগবান অতি সংতুষ্ট হন, অভক্ত কর্তৃক অর্পিত বহু বস্তুর দ্বারাও তিনি তুষ্ট হন না।[৪] সেই কারণে অতি স্বল্প বস্তুও ভগবানে অর্পণ করিয়া ভক্ত মহান ফল লাভ করে। এমন কি "অনাবৃত্তি-লক্ষণ অনংত ফল"ও লাভ করে।[৫] ভাগবতধর্মের শাস্ত্রে তাহার বহু দৃষ্টাংত পাওয়া যায়।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও সেই প্রকার অনেক দৃষ্টাংত পাওয়া যায়। যথা,

(১) ভিক্ষুণী শ্যামা বহু জন্ম পূর্বে ভগবান বিপশ্যী বুদ্ধের সময়ে এক অপ্সরা

১। অংগুত্তরনি, দশকনিপাত, সমনসঞ্ঞাবগ্গ (১০৩।৩) [৫ খং, ২১২ পৃ]।

২। ঐ, ঐ, ঐ, (১০৫।২) [৫ খং, ২১৪ পৃ]।

৩। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
—(গীতা, ৯।২৬, (বিষ্ণু)ভাগপু ১০।৮১।৪)

৪। (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৮১।৩

৫। "ন কেবলং মদ্ভক্তানাং অনাবৃত্তিলক্ষণং অনংতফলং সুখারাধনঃ চ অহং"
—(গীতা, ৯।২৬ শংকরভাষ্যের অবতরণিকা)

ছিলেন। "জাতিসুলভ ক্রীড়ারতা অপ্সরী এক দিন দেখিলেন যে বুদ্ধ প্রাণিগণের মধ্যে মংগল বিতরণের জন্য নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। মহানংদে অপ্সরী পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা বুদ্ধের পূজা করিলেন। এই সুকৃতির ফলে দেব ও মনুষ্যের মধ্যে যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ গৌতমের সময়ে তিনি কোশাংবি নগরে এক সংভ্রাংত বংশে জনম গ্রহণ করেন।"[১]

(২) ভিক্ষুণী দংতিকার কথাও প্রায় সেইপ্রকার। তিনিও বহু জন্ম পূর্বে অপ্সরা ছিলেন। "একদিন ক্রীড়ারতা অপরাপর অপ্সরা হইতে ক্ষণিকের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট এক পচ্চেক বুদ্ধের দর্শন পাইয়া সবিশ্বাসে পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করেন। এই সুকৃতিবলে দেব ও মনুষ্যলোকে যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি সর্বশেষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তী নগরে ব্রাহ্মণবংশীয় রাজপুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।"[২]

(৩) স্থবির খংডসুমন বলিয়াছেন,

"একং পুপ্ফং চজিত্বান অসীতি বস্স কোটিয়ো।
সগ্গেসু পরিচারেত্বা সেসকেনম্হি নিব্বুতো তি।"[৩]

'এক পুষ্প প্রদান করিয়া আশী কোটি বর্ষ স্বর্গসমূহে পরিচরণ করিয়া শেষে এই জন্মে নির্বাণ লাভ করিয়াছি।

(৪) আচার্য বুদ্ধঘোষ ঐ প্রকার একটা প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,

"এক পুপ্ফং যজিত্বান অসীতি কপ্পকোটিয়ো
দুগ্গতিং নাভিজানামি।"

'এক পুষ্প প্রদান করিয়া আশী কোটি কল্প দুর্গতি প্রাপ্ত হই নাই। এই বচনের প্রমাণে তিনি সিদ্ধ করিয়াছেন যে মনুষ্য "চৈত্যে অল্প দান করিয়াও দীর্ঘকাল ইষ্টফললাভী হয়।"[৪]

(৫) ভিক্ষু নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ। কোন পুরুষ ছিন্ন-হস্ত-পাদ হইয়াও যদি এক মুষ্টিও উৎপল ভগবানে অর্পণ করে, তবে এক-নবতি কল্প বিনিপাতে গমন করিবে না।"[৫]

"সুমন মালাকার আট সুগংধ-পুষ্প-মুষ্টি দ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়া সেই

১। থেরীগাথা, বাংলাভাষাংতর, ২৮ পৃ। ২। ঐ, ৩২ পৃ
৩। থেরগাথা, ৯৬ ৪। পরমত্থজোতিক, ১ খং, ২২২ পৃ।
৫। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ৮৪ পৃ]।

দিবসেই মহা সংপ্ত্তি প্রাপ্ত হয়। এক শাটক ব্রাহ্মণ উত্তরা-শাটক দ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়া সেই দিবসেই সর্বার্থকে লাভ করে।"[১]

ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রথম বচনে উক্ত ভগবানকে এক মুষ্টি উত্পল দান অবশ্যই মানস দান হইবে, কেননা ঐ ব্যক্তির হাত ছিন্ন হইয়াছিল, সেই কারণে সে নিজের হাতে কাহাকেও কিছু দিতে পারিত না।

(৬) 'অবদানশতকে' বিবৃত হইয়াছে যে (১) দক্ষিণ কোশলের রাজার প্রার্থনায় বুদ্ধ তাঁহার রাজ্যে গমন করেন এবং রাজধানীতে তিন মাস বাস করেন। রাজা তাঁহার সেবা করেন; তাঁহাকে এক হাজার বস্ত্র দেন। বুদ্ধ আনন্দকে বলেন যে, ঐ কুশল-কর্মের ফলে রাজা বিজের নামে সম্যক্‌সংবুদ্ধ হইবেন।[২] (২) কোন সময়ে বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর এক রাস্তা দিয়া গমন করিতেছিলেন, এক বালক রাজার হাত হইতে এক সুবিকশিত পদ্ম আনিয়া তাঁহার শিরে নিক্ষেপ করে। বুদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া বলেন, "এই কুশল কর্মের জন্য এই বালক পদ্মোত্তর নামে সম্যক্‌-সংবুদ্ধ হইবে।[৩]

মনীষি সেনার্ট লিখিয়াছেন,

"How many examples, there are in the Buddhist legends of a poor and insignificant offering, because it is made to a Buddha, is recompensed by immediate deliverance, a prompt promotion to the supreme dignity of the Buddha." [8]

'বৌদ্ধ পুরাখ্যানে অতি সামান্য এবং তুচ্ছ উপহারের কত বহু দৃষ্টান্ত-সমূহ আছে, যাহা, যেহেতু উহা এক বুদ্ধকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তত্ক্ষণাৎ মুক্তি দ্বারা, সর্বোচ্চ বুদ্ধভূমিতে ক্ষিপ্র উন্নয়ন দ্বারা, পুরস্কৃত হইয়াছিল।'

মূর্তিপূজা

ভাগবতধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়। বুদ্ধ স্বয়ং উহা সমর্থন করিতেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধ বজ্জীগণকে সাতধর্মের উপদেশ

১। ঐ, [ঐ, ২৯১ পৃ]

২। অবদানশতক, ৩ম অবদান ৩। ঐ, ২২ অবদান

৪। E Senart *Origines Bouddhiques*, Eng Trans IHQ VI (1930), p 671

করেন, যেইগুলি সম্যক্ পালন করিতে থাকিলে তাহাদের (শ্রী-) বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, পরিহানি হইবে না।[১] উহাদের একটি এই যে বজ্জীগণের নগরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে যে সকল চৈত্য আছে, তাহাদিগকে তাহারা সৎকার করে, গুরুকার করে, মানে, পূজা করে। তাহাদিগকে পূর্বে কৃত দান, পূর্বে কৃত ধার্মিক বলি পরিলোপ না করে।"[২] পরিনির্বাণের স্বল্প কাল পূর্বে বুদ্ধ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন বজ্জীগণ ঐ ধর্ম পালন করিতেছে কিনা? আনন্দ উত্তর করেন, 'হাঁ, পালন করিতেছে। তখন বুদ্ধ বলেন, যাবৎ পর্যন্ত বজ্জীগণ তাহা করিতে থাকিবে তাবৎ পর্যন্ত তাহাদের বৃদ্ধিই হইতে থাকিবে হানি নহে।

পরিনির্বাণের অব্যবহিত পূর্বে বুদ্ধ আনন্দাদি শিষ্যগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাঁহার শরীরের দাহক্রিয়া সংবন্ধে উপদেশ দেন। পরিশেষে বলেন,

"চতু মহাপথে তথাগতস্স থূপো কাতব্বো। তত্থ যে মালং গন্ধং বা চুণ্ণকং বা আরোপেস্সন্তি বা অভিবাদেস্সন্তি বা চিত্তং বা পসাদেস্সন্তি, তেসং তং ভবস্সতি দীঘরত্তং হিতায় সুখায় তি।"

'চতুর্মহাপথে তথাগতের স্তূপ নির্মাণ করাইবে। যাহারা উহাতে মালা, গন্ধ, কিংবা (চন্দনা-) চূর্ণ আরোপ করিবে, কিংবা (উহাকে) অভিবাদন করিবে, কিংবা চিত্তকে প্রসাদ করিবে (অর্থাৎ চিত্তের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবে), তাহা তাহাদিগের দীর্ঘকাল পর্যন্ত হিতার্থ ও সুখার্থ হইবে।' অতঃপর তিনি বলেন যে (১) তথাগত অর্হৎ সম্যক্ সংবুদ্ধ, (২) প্রত্যেক সংবুদ্ধ, (৩) তথাগতের শ্রাবক, এবং (৪) চক্রবর্তী রাজা—এই চারিজন "স্তূপার্হ" (=যাহাদের স্তূপ নির্মাণ করা উচিত)। "হে আনন্দ। 'ইহা সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সংবুদ্ধের স্তূপ' ইহা (জানিয়া) বহুজনে চিত্তকে প্রসাদ করিবে। তাহারা উহাতে চিত্তের প্রসাদ করিয়া দেহত্যাগ হইলে মরণের পর, সুগতি (প্রাপ্ত হইবে), স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে।" অপর তিন জনের স্তূপ সংবন্ধেও বুদ্ধ ঠিক সেই কথা বলেন।[৩]

অনন্তর আনন্দ বুদ্ধকে বলেন, "ভন্তে। এই ক্ষুদ্র নগরে উজ্জঙ্গল

১। পূর্বে পৃষ্ঠা

২। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং], অংগুত্তরনি, সত্তকনিপাত, বজ্জিবগ্গ, (১৯।১-) [৪ খং, ১৬-৭ পৃ]।

৩। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং]।

নগরে, শাখানগরে ভগবান পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবে না। ভন্তে! অপর বহু মহানগরসমূহ আছে, যথা চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, বারানসী। হে ভগবান, ঐখানে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হউন। তথায় বহু ক্ষত্রিয় মহাশাল ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতি মহাশাল তথাগতে অভিপ্রসন্ন (=অতি শ্রদ্ধাবান)। তাহারা তথাগতের শরীরের পূজা করিবে।"[১] তখন বুদ্ধ মহাসুদর্শন-জাতক বিবৃত করেন এবং বলেন যে ঐ কুশীনারাতে তিনি পূর্বে আরও ছয়বার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।[৩]

বুদ্ধের মৃত শরীরকে অগ্নিদগ্ধ করিবার পর অস্থিসমূহকে এক সংস্থাগারে রাখিয়া কুশীনগরের মল্লগণ এক সপ্তাহ ধরিয়া "নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা ও গন্ধ দ্বারা সৎকার করেন, গুরুকার করেন, মানেন, পূজা করেন।"[৩]

কেহ কেহ মনে করেন যে,—'মহাপরিনির্বাণ সুত্তের ঐ অংশে উহাতে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।[৪] 'বিনয়পিটকে' কিংবা 'সুত্তনিপাতে', 'মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে' ব্যতীত অন্যত্র চৈত্য এবং স্তূপ নির্মাণের ও পূজার বিধান দেখা যায় না। সুতরাং চৈত্যের ও স্তূপের পূজা বৌদ্ধধর্মে প্রথম প্রথম ছিল না। তবে বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে ঐ চৈত্য পূজা বুদ্ধের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের, রাজাদির বা সন্ন্যাসীগণের চিতার বা সমাধির উপর স্তূপ নির্মাণের এবং ঐ স্তূপসমূহকে পূজা করার প্রথাও পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। তাঁহারা মনে করেন যে বৌদ্ধধর্মকে লোকপ্রিয় করার জন্যই ঐ চৈত্যের বা স্তূপের পূজা উহাতে প্রবর্তিত হয়। তাহা কখন প্রবর্তিত হয় নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মৌর্য সম্রাট অশোকের পূর্বে স্তূপ-পূজা অতি লোকপ্রিয় হয় এবং বৌদ্ধধর্মের নিত্যানুষ্ঠানের অংগরূপে পরিগণিত হয়। অশোক কর্তৃক বহু স্তূপ নির্মাণ হইতে তাহা সিদ্ধ হয়।[৫]

১। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং,]; মহাসুদস্সনসুত্ত (১৭) [২ খং,]।

২। দীঘনি, মহাসুদস্সনসুত্ত (১৭)

৩। ঐ, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬)

৪। ভিক্ষু নাগসেন ঐ বচনের মৌলিকতা অংগীকার করিয়াছেন। (মিলিন্দপ্রশ্ন, ট্রেংকনের সং ১০০ পৃ)।

৫। যথা দ্রষ্টব্য—N Dutt, *Early Mon Bud.* II, pp 282-291

ইহাব বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পাবে যে 'সুত্তপিটকে'র 'মহাসুদস্সনসুত্তে'ও ('দীঘনিকাযে'ব ১৭শ সংখ্যক সুত্ত) তথাগতের শরীরের পূজার ('তথাগতস্স শবীবপূজং') উল্লেখ আছে। পবিনির্বাণেব অব্যবহিত পূর্বে আনন্দ বুদ্ধেব নিকট এই প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন কুশীনারার ন্যায় ক্ষুদ্র নগরে পবিনির্বাণ প্রাপ্ত না হইযা চম্পাদির ন্যায় কোন মহানগবীতে পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, কেননা ঐ সকল মহানগবীসমূহের প্রত্যেকটিতে বহু ধনী গৃহস্থ আছে, যাহাবা তথাগতে অতি শ্রদ্ধাবান, সুতবাং তাহারা তথাগতেব শরীরেব পূজা কবিবে।' তাহাতে বলিতে হব যে দেহত্যাগের পরে বুদ্ধের ধাতুব যে পূজা হইবে আনন্দ তাহা ধরিয়াই লইযাছিলেন। বুদ্ধ তাহা নিষেধ কবেন নাই, সুতরাং তিনিও তাহার বিরোধী ছিলেন না বরং তাহাতে সম্মতই ছিলেন। তিনি যে চৈত্য-পূজা সমর্থন কবিতেন, তাহা উপবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত আছে যে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহার প্রধানতম শিষ্যদ্বয় শাবিপুত্র এবং মৌদ্গলায়নেব চৈত্য নির্মাণ করেন। মিলিন্দপ্রশ্নে বুদ্ধের আর এক বচনও উদ্ধৃত হইযাছে—

"পূজেথ নং পূজনীয়স্স ধাতুং
এবংকরা সগ্গমিতো গমিস্সথাতি।"[১]

এই বচন বুদ্ধ কোথায় বলিয়াছেন জানা যাব নাই। কোন পিটকে উহা নাই। যাহা হউক তাহাতে অন্তত ইহা সিদ্ধ হয় যে ভিক্ষু নাগসেন মানিতেন যে বুদ্ধ চৈত্যপূজাব সমর্থক ছিলেন।

'কালিঙ্গবোধি-জাতকে'র (৪৭৯) নিদান কথায় চৈত্যপূজা সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ এবং আনন্দের মধ্যে নিম্ন প্রকাব কথোপকথন আছে,[২]

"আনন্দ তথাগতকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'ভদন্ত। চৈত্য কয় প্রকাব?'

"তথাগত বলিলেন, 'চৈত্য তিন প্রকার।'

" 'কি কি তিনটি, ভদন্ত?'

" 'শারীরিক, পাবিভোগিক ও ঔদ্দেশিক।',

" 'আপনাব জীবদ্দশায় কোন চৈত্য নির্মাণ করা যাইতে পারে কি?

১। মিলিন্দপ্রশ্ন, ৪।৩।২৪ [ট্রেংকনেব সং, ১৭৭ পৃ]।
২। জাতক, [ঈশানচন্দ্র ঘোষের বংগভাষাংতর, ৪র্থ খং, ১৫৬-৭ পৃ]।

"শারীরিক চৈত্য করা যায় না কারণ বুদ্ধদিগের পরিনির্বাণ হইলে ইহা সম্ভবপর।

ঔদ্দেশিক চৈত্য ও অবস্তুক, কারণ ইহার সহিত কেবল মনের সংবন্ধ আছে।[১] বুদ্ধগণ কর্তৃক পরিভুক্ত মহাবোধি তাঁহাদের দেহধারণকালেই হউক কিংবা পরিনির্বাণের পরেই হউক, সকল সময়েই প্রকৃষ্ট চৈত্য।"

ইহা বোধ হয় যে চৈত্যপূজা, অন্তত প্রথম প্রথম, গৃহস্থদিগেরই মধ্যে প্রচলিত ছিল, শ্রমণদিগের মধ্যে নহে। কেননা, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পূর্বে, আনন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভন্তে। তথাগতের শরীরকে আমরা কি প্রকার করিব?" বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে আনন্দ! তথাগতের শরীরের পূজা বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। হে আনন্দ। সারার্থে নিজেকে নিযুক্ত কর, সারার্থে অপ্রমত্ত, আতাপী, এবং সংযতাত্মা হইয়া বিহার কর। হে আনন্দ। বহু ক্ষত্রিয় পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং গৃহপতি পণ্ডিত আছে, যাহারা তথাগতে অভিপ্রসন্ন। তাহারা তথাগতের শরীরের পূজা করিবে।"[২]

আনন্দ যখন সেই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করেন, তখন বুদ্ধ তাঁহার শরীরের দাহক্রিয়াদি বিষয়ে পূর্বোক্ত উপদেশ দেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তথাগতের ধাতুস্তূপের পূজার ফল ইহলোকে হিত ও সুখ লাভ এবং পরলোকে স্বর্গলাভ।[৩] তাহা গৃহস্থেরই অভীষ্ট হইতে পারে, শ্রমণের নহে। শ্রমণের পরম অভীষ্ট সার বা নির্বাণ লাভ। ঐ সার লাভের জন্য নিরত হইতেই বুদ্ধ আনন্দাদি শ্রমণগণকে উপদেশ দেন। নির্বাণ লাভের মুখ্য সাধন আর্য অষ্টাংগিক মার্গে মূর্তি পূজার কোন স্থান আছে বলিয়া বুদ্ধ কখনও বলেন নাই।

স্তূপ পূজার বিধান ও প্রশংসা[৪] এবং উহার নিষেধ বুদ্ধের এই দ্বিবিধ

১। যেমন, ঘোষ মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "এই অংশের অর্থ সুস্পষ্ট নহে। (১৫৭ পৃ পাদটীকা)।

২। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং]।

৩। ভগু স্থবির বলিয়াছেন যে তিনি পদুমোত্তর বুদ্ধের সময়ে গৃহস্থ ছিলেন এবং বুদ্ধের দেহত্যাগের পর তাঁহার ধাতুতে এক ফুল প্রদান করিয়া নির্মাণরতি দেবগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। (থেরগাথা)।

৪। "পূজাই বুদ্ধগণকে পূজাকারীর কিংবা (তাঁহাদের) যে শ্রাবকগণ প্রপঞ্চকে সমতিক্রমণ করিয়াছেন, শোক পরিদেব উত্তীর্ণ হইয়াছেন, নিবৃত এবং অকুতোভয়,

উক্তিব মীমাংসা স্থবিব নাগসেন ঠিক ঐ প্রকাবেই কবিয়াছেন। তথাগতেব শবীবেব পূজা শ্রমণদিগেব পক্ষে মহৎ কর্ম নহে। নির্বাণলাভার্থ চিত্তেব একাগ্রতা, স্মৃতি-সংপ্রজন্য, ধ্যান প্রভৃতিবই সাধন তাঁহাদিগেব কবণীয়। পূজা-সত্কার অপব দেবমনুষ্যগণেবই কবণীব।[১]

শংকা-সমাধান

জৈন তীর্থংকবেব পূজাব বিরুদ্ধে যেই শংকা উত্থাপিত হইবাছিল, বুদ্ধেব পূজার বিরুদ্ধেও সেই শংকা কবা যায়।

বুদ্ধ পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইযাছেন। স্নুতবাং তিনি আব নাই। অতএব পূজা গ্রহণ কবিবে কে? পবিনির্বাণেব পূর্বেও, বোধিলাভেব পব হইতে, তিনি সংপূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সেই কাবণে পূজাদি গ্রহণ কবিতেন না। স্নুতবাং বুদ্ধকে কিংবা তাঁহাব মূর্তিকে পূজাব লাভ কি?

'মিলিংদপ্রশ্নে' দেখা যায়, তীর্থিকগণ বুদ্ধপূজাব বিরুদ্ধে এই প্রকাব শংকা কবিতেন। বাজা মিলিংদ ভিক্ষু নাগসেনকে বলেন যে, তীর্থিকগণ বলেন,

"বুদ্ধ যদি পূজা গ্রহণ কবেন, তবে তিনি পবিনির্বৃত হন নাই, লোকেব সহিত তাঁহাব সংযোগ আছে, তিনি ভবেবই অংতর্ভুক্ত, কিংবা লোকে একজন সাধারণ ব্যক্তি। সেই হেতু তাঁহাব জন্য কৃত কর্মাদি বংধ্য, নিষ্ফল হয়। তিনি যদি পরিনির্বৃত হইয়া থাকেন, তবে লোকেব সহিত তাঁহাব সংযোগ নাই, তিনি সর্বভব হইতে নির্গত হইযাছেন। তাহাতে তাঁহাব পূজা যুক্তিযুক্ত হয় না, কেননা, পবিনির্বৃত ব্যক্তি কিছু গ্রহণ কবেন না, অগ্রহীতাব জন্য কৃত কর্মাদি বংধ্য, নিষ্ফল হয়।" তাহাতে ভিক্ষু নাগসেন উত্তব কবেন,

"হে মহারাজ! (হাঁ ইহা সত্য যে) ভগবান পবিনির্বৃত হইযাছেন এবং (সেই হেতু) ভগবান পূজা গ্রহণ কবেন না। বোধিবৃক্ষ মূলেই তথাগতের গ্রহণ প্রহীন হয়। অনুপাধিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বৃতের আব কথা কি? হে মহাবাজ। ধর্মসেনাপতি স্থবিব শাবিপুত্র কর্তৃক তাহা ভাসিতও হইয়াছে,—

'পূজিয়ংতা অসমসমা সদেবমানুষেহি তে।
ন সাদয়ংতি সক্কারং বুদ্ধানং এস ধম্মতা তি।'

তাদৃশ, উঁহাদিগকে পূজাকারীর পুণ্য এতাবত্ মাত্র বলিয়া পরিমাণ করিতে কেহ সমর্থ নহে। (ধম্মপদ, ১৯৫-৬ (১৪।১৭-৮)

১। মিলিংদপ্রশ্ন, ৪।৩।২৪

নিরুপম-শম-প্রাপ্ত তাঁহারা দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। (পরন্তু) তাঁহারা সেই সত্কার গ্রহণ করেন না। ইহাই বুদ্ধগণের ধর্মতা।"[১]

"হে মহারাজ! ভগবান পরিনির্বৃত হইয়াছেন, এবং (সেইহেতু) ভগবান পূজা গ্রহণ করেন না। (তথাপি) অগ্রহণকারী তথাগতের ধাতুরত্ন (গর্ভিত) বাস্তু (অর্থাৎ স্তূপাদি) নির্মাণ করিয়া তথাগতের জ্ঞানরত্ন লাভের উদ্দেশ্যে সম্যক্প্রতিপত্তি সেবা করিবা দেবমনুষ্যগণ তিনি সংপত্তি প্রতিলাভ করে। · সেই কারণে হে মহারাজ! ঐ তীর্থিকগণের এই বচন 'অগ্রহীতার জন্য কৃতকর্ম বন্ধ্য, নিষ্ফল হয়', মিথ্যা হয়। ··· (সুতরাং) পরিনির্বৃত ও অগ্রহীতা তথাগতের জন্য কৃতকর্মাদি অবন্ধ্য, সফল হয়।"[২]

পরিনির্বৃত ও অগ্রহীতা তথাগতের জন্য কৃতকর্মাদি যে সফল হয়, নাগসেন নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সিদ্ধ করেন।

বোধি-বৃক্ষ-পূজা

কিংচিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'জাতকে'র মতে, ভগবান বুদ্ধ কোন সময়ে আনন্দকে বলেন যে "বুদ্ধগণ কর্তৃক পরিভুক্ত মহাবোধি তাঁহাদের দেহধারণ কালেই হউক, কিংবা পরিনির্বাণের পরেই হউক, সকল সময়েই প্রকৃষ্ট চৈত্য।" তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আনন্দ বলেন, "ভদন্ত। আপনি ভিক্ষাচর্যার নিষ্ক্রান্ত হইলে জেতবন মহাবিহার নিতান্ত অশরণ হয়, লোকে পূজনীয় স্থান পায় না, আমি মহাবোধি হইতে বীজ আহরণ করিয়া জেতবন-দ্বারে রোপণ করিব।" বুদ্ধ বলেন, "বেশ কথা আনন্দ! তুমি রোপণ কর। ইহাতে জেতবনে আমার নিরত বাসেরই কাজ হইবে।" তখন আনন্দ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায় দ্বারা মহাবোধি বৃক্ষের একটা ফল আনয়ন করাইয়া উহাকে, অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা এবং কোশলরাজের সাহায্যে, অতি সমারোহের সহিত, জেতবন-দ্বারে রোপণ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তথায় এক বড় বোধি-বৃক্ষ উদ্গত হয়। "আনন্দের অনুরোধে শাস্তা ঐ বোধিমূলে এক রাত্রি সমাপত্তি সুখ ভোগ করিলেন। আনন্দ কোশলরাজ প্রভৃতিকে এই শুভসংবাদ জানাইলেন এবং এই উৎসবের 'বোধিমহ' নাম দিলেন। আনন্দ রোপণ

১। মিলিন্দপ্রশ্ন ৪।১।১০ [৯৫ পৃ] ২। ঐ, ৪।১।১১ [৯৬-৭ পৃ]

করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বৃক্ষ 'আনংদবোধি' নামে অভিহিত হইল।" এইরূপে "আয়ুষ্মান আনংদ তথাগতের জীবদ্দশাতেই বোধিদ্রুম রোপণ করিয়া উহার মহাপূজার ব্যবস্থা করিলেন।"

বুদ্ধ বলেন যে আনংদ পূর্বজন্মেও "চতুর্মহাদ্বীপের সপরিবার সমস্ত মনুষ্য দ্বারা গংধমালা আনয়নপূর্বক মহাবোধি বেদিকায় বোধিমহ করাইয়াছিলেন। ঐ জন্মে আনংদ কলিংগ রাজ্যের রাজা কালিংগ ছিলেন। আর বুদ্ধ ছিলেন তাঁহার পুরোহিত কালিংগ ভরদ্বাজ। তাঁহার রাজ্যে এক 'মহাবোধি-বেদিকা' বা বোধি-বেদিকা ছিল। রাজা একদিন ঘটনাচক্রে উহার পরিচয় পান। তাঁহার পুরোহিত কালিংগ ভরদ্বাজের মুখে ঐ স্থানের, তথা বুদ্ধগণের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তিনি প্রসন্ন হন এবং নিজের সমস্ত প্রজাগণদ্বারা গংধ ও মাল্য আনয়ন করাইয়া মহাবোধি-বেদিকায় সপ্তাহকাল বোধি-পূজা করান। ঐ বোধি-বৃক্ষ 'কালিংগ-বোধি' নামে অভিহিত হইত।[১] যাহা হউক তাহাতে অংততঃ ইহা জানা যায় যে, বোধি-বৃক্ষের পূজা গৌতমবুদ্ধের বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে।

ইহা বোধ হয় বলা উচিত হইবে যে বোধিবৃক্ষের পূজা, যে শুধু গৃহস্থেরাই করিত তাহা নহে, ভিক্ষুরাও করিতেন। যথা, 'পদ্ম-জাতকে'র (২৬১) নিদান কথায় আছে, "কয়েকজন ভিক্ষু আনংদ-কর্তৃক রোপিত বোধি-দ্রুমকে মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।" "একদা জনপদবাসী কতিপয় ভিক্ষু আনংদ-বোধিকে মাল্যদ্বারা পূজা করিবার অভিপ্রায়ে জেতবনে গমনপূর্বক শাস্তাকে প্রণাম করিলেন। পরদিন মালা কিনিবার জন্য শ্রাবস্তী নগরস্থ উত্পলবীথিতে গেলেন, কিংতু সেখানে মালা না পাইয়া বিহারে ফিরিয়া আনংদকে বলিলেন 'মহাশয় আমরা বোধিদ্রুমকে মালা দিয়া পূজা করিব, এই ইচ্ছায় উত্পল-বীথিতে গিয়াছিলাম, কিংতু সেখানে একটি মালাও পাইলাম না।' আনংদ বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি মালা আনিয়া দিতেছি।' অনংতর তিনি উৎপল-বীথিতে গিয়া বিস্তর নীলোৎপল কলাপ আনিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে দিলেন। তাঁহারা এই সমস্ত লইয়া আনংদ-বোধির পূজা করিলেন।"

১। কালিংগ-বোধি-জাতক (৪৭৯) [ঈশানচংদ্র ঘোষের বংগভাষাংতর, ৪র্থ খং ১৫৭-৮ পৃ।]

যজ্ঞ

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বুদ্ধ একাধিক স্থলে যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন—উহাকে নিষ্ফল বলিয়াছেন, আবার কখন কখন উহাকে অনুমোদনও করিয়াছেন।[১] আমরা এখানে তাহার বিশেষ আলোচনা করিব।

প্রথমে ইহা বলা উচিৎ মনে হয় যে 'যজ্ঞ' সংজ্ঞাকে বুদ্ধও তেমন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন প্রাচীন ভাগবতধর্মাচার্যগণ করিয়াছেন। প্রাচীন ভাগবত-ধর্মে ভগবানকে প্রাপ্তির, সুতরাং নির্বাণলাভের, সাধনার তপ, যোগ, স্বাধ্যায়, জপ, জ্ঞান প্রভৃতি অংগসমূহের প্রত্যেকটিকে 'যজ্ঞ' বলা হইয়াছে।[২] বুদ্ধও ঠিক সেই প্রকারে তাঁহার মতে নির্বাণ সাধনার দান, ত্রিশরণ, শিক্ষাপদ, শীল, সমাধি, এবং প্রজ্ঞা—এই অংগসমূহের প্রত্যেকটিকে 'যজ্ঞ' বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঐ যজ্ঞসমূহের প্রত্যেকটি তৎপূর্বটি হইতে "অল্প-সামগ্রীযুক্ত ও অল্প-সমারংভযুক্ত, অথচ মহাফলপ্রদ ও মহানিশংসতর।" "এই (প্রজ্ঞা) যজ্ঞ-সংপদ হইতে উত্তরীতর, প্রণীততর অন্য যজ্ঞসংপদ নাই।"[৩]

ইহা ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে "দান কিছু নহে (অর্থাৎ নিষ্ফল), যজ্ঞ কিছু নহে, হবন কিছু নহে" ইত্যাদি দৃষ্টিকে বুদ্ধ মিথ্যা দৃষ্টি মনে করিতেন, আর "দান আছে (অর্থাৎ সফল), যজ্ঞ আছে, হবন আছে" ইত্যাদি দৃষ্টিকে তিনি "সম্যক্ দৃষ্টি" মনে করিতেন।[৪] তাহাতে বুঝা যায় যে বৈদিক হোম যজ্ঞের ও অনুষ্ঠান বুদ্ধ অনুমোদন করিতেন। ইহার দৃষ্টাংতও বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে। যথা, 'সুত্তনিপাতে' আছে যে মাঘ নামক জনৈক ধনী ও দানপ্রিয় যুবককে বুদ্ধ বলেন,

"হে মাঘ! যজমান হইয়া যজ্ঞ কর, এবং তখন চিত্তকে সর্বত্র বিশেষভাবে প্রসাদযুক্ত করিবে। যজ্ঞই যজমানের আলংবন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে দ্বেষ পরিহার করে।"[৫]

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩। দীঘনি, কূটদংতসুত্ত (৫) [ ], 'চুল্লনিদ্দেশে আছে, দানই যজ্ঞ।
''যঞ্ঞং ঞ্ঞ বুচ্চতি দেয্যধম্মো-চীবর-পিংডপাত-সেনাসন-গিলান-পচ্চয়-ভেসজ্জ-পরিক্খারং ; অন্নপানং, বত্থং, যানং, মালা, গংধা, বিলেপনং, সেয্যাবসথ পদীপেয্যং।"

৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫। সুত্তনিপাত, ৫০৬ (মাঘসুত্ত, ২০)

তাহাতে দেখা যায়, বুদ্ধ মৈত্রী ভাবনার ন্যায় যজ্ঞকেও দ্বেষ পরিহারের উপায় মনে করিতেন। মাঘ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"কে শুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়? আর কে বন্ধনগ্রস্ত হয়? কিসের দ্বারা (মনুষ্য) নিজের প্রচেষ্টায় ('অত্তনা') ব্রহ্মলোকে গমন করে? হে মুনি! আমি জানি না বলিয়াই আপনাকে (ঐ সকল) জিজ্ঞাসা করিতেছি। (এই বিষয়ে) ভগবান স্বয়ংই আমার সাক্ষী। (সুতরাং) আপনি (আমাকে ঐ সকল) বলুন। অদ্য ব্রহ্মের দর্শন হইয়াছে কারণ, আপনি আমাদের নিকট ব্রহ্মসম! ইহা অতি সত্য। হে দ্যুতিমান! (মনুষ্য) কি প্রকারে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।"[১]

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"যে ত্রিবিধ যজ্ঞ-সংপদের অনুষ্ঠান করে, সে দক্ষিণেয়দিগের সহিত সিদ্ধিলাভ করে। সর্বদা প্রার্থনা-পূরণোন্মুখ এইরূপ অনুষ্ঠানকারী ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, ইহাই আমার বাণী।"[২]

(১) যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে, সামগ্রী সংগ্রহের সময়ে, (২) যজ্ঞানুষ্ঠানকালে, কিংবা (৩) যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হইয়া যাওয়ার পরে মনে যেন এই অনুশোচনা না হয় যে যজ্ঞে বহু ধন ব্যয় হইতেছে বা হইয়াছে। ইহাই যজ্ঞের তিন বিধি বা ত্রিবিধ যজ্ঞসংপদ।[৩]

তখন মগধে ইহা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, "শ্রমণ গৌতম ষোড়শ পরিষ্কারযুক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞ-সংপদকে জানেন।"[৪]

কূটদংত নামে মগধের জনৈক ব্রাহ্মণ এক মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বেদের এক অতি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। নানা দেশবিদেশের বিদ্যার্থিগণ বেদ পড়িতে তাঁহার নিকট আসিত। সেই কারণে মগধের রাজা শ্রেণিক বিংবিসার তাঁহাকে "সংকার করিতেন, গুরুকার করিতেন, মানিতেন, পূজা করিতেন, সন্মান করিতেন।" উনি তাঁহাকে এক গ্রাম দান করেন। সুতরাং কূটদংত সংগতিপন্নও ছিলেন। তিনি আপন মহাযজ্ঞের জন্য বহু পশু সংগ্রহ করেন,—গো, বৎস, বৎসতরী, ছাগ ও মেষ—প্রত্যেকের ৭০০ সংগ্রহ করেন। ঐসময়ে ভগবান বুদ্ধ মহাভিক্ষুসংঘের সহিত, কূটদংতের গ্রাম খাণুমতে আসিয়া উপস্থিত হন।

১। ঐ, ৫০৮ (ঐ, ২২)

২। ঐ, ৫০৯ (ঐ, ২৩)

৩। দীঘনি, কূটদংতসুত্ত (৫) [১ খং]।

৪। দীঘনি, কূটদংতসুত্ত (৫) [১ খং, ১২৮ পৃ]।

কূটদংত তাঁহার নিকটে গিয়া "ষোডশ পরিষ্কারযুক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞসংপদ" বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করেন, যাহাতে তিনি আপন মহাযজ্ঞ সর্বাংগসুংদররূপে সংপাদন করিতে পারেন। বুদ্ধ কূটদংতের নিকট মহাবিজিত নামে এক প্রাচীন রাজার কথা বিবৃত করেন, যিনি এমন এক মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন যাহা চিরকাল পর্যংত তাঁহার হিতার্থ, সুখার্থ হইবে। তাঁহার পুরোহিত তাঁহাকে নানাপ্রকার সদ্গুণযুক্ত ও সদ্ভাবভাবিত হইয়া ঐ যজ্ঞ সংপাদনে প্রবর্তিত করেন। বুদ্ধ বলেন,

"হে ব্রাহ্মণ! ঐ যজ্ঞে গো-বধ হয় নাই, ছাগ ও মেষ নিহত হয় নাই, কুক্কুট শূকর নিহত হয় নাই, অপর বিবিধ প্রাণীর (কোনটিকেও) বধ করা হয় নাই। যূপের জন্য বৃক্ষ ছেদন করা হয় নাই। বর্হির জন্য দর্ভও কাটা হয় নাই। উহার যে সকল দাস, প্রেষ্য, কর্মকর ছিল, তাঁহারাও দংডতর্জিত হয় নাই, ভয়-তর্জিত হয় নাই, সুতরাং সাশ্রুমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে পরিকর্মসমূহ করে নাই। যাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে করিয়াছিল, আর যাহাকে ইচ্ছা হয় নাই, তাহাকে করে নাই। ঘি, তেল, মাখন, দধি, মধু, শর্করা দ্বারাই ঐ যজ্ঞ সংপন্ন হইয়াছিল।"[১]

ঐপ্রকার হিংসাবিরহিত যজ্ঞানুষ্ঠান যে নিষ্ফল হয় না, তাহা সিদ্ধ করিতে বুদ্ধ বলেন,

"হে ব্রাহ্মণ। আমি জানি যে ঐপ্রকার যজ্ঞ করিয়া কিংবা করাইয়া (মনুষ্য) দেহত্যাগ হইলে, মরণের পর, সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"[২]

বুদ্ধ স্বীকার করেন যে তিনি স্বয়ং ঐ যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন।

অনংতর কূটদংতের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন যে দানযজ্ঞ (-শীলবান ভিক্ষুগণকে নিত্য ভিক্ষা দানরূপ যজ্ঞ) ঐ অহিংসাময় হোমযজ্ঞ হইতে "অল্প সামগ্রীযুক্ত ও অল্প সমারংভযুক্ত, অথচ মহাফলপ্রদ ও মহানিশংসতর।" ঐ নিত্যদান-যজ্ঞ হইতে বিহারদান-যজ্ঞ (অর্থাৎ চারিদিকের ভিক্ষুসংঘের জন্য বিহার নির্মাণ), বিহারদান-যজ্ঞ হইতে ত্রিশরণ যজ্ঞ, ত্রিশরণ-যজ্ঞ হইতে শিক্ষাপদ-যজ্ঞ, শিক্ষাপদ-যজ্ঞ হইতে শীলযজ্ঞ, শীলযজ্ঞ হইতে সমাধি-যজ্ঞ এবং সমাধিযজ্ঞ হইতে প্রজ্ঞাযজ্ঞ "অল্পসামগ্রীযুক্ত ও অল্পসমারংভযুক্ত, অথচ মহাফলপ্রদ ও মহানিশংসতর।"[৩]

১। দীঘনি, কূটদংতসুত্ত (৫) [১ খং, ১৪১ পৃ; আরও দ্রষ্টব্য ১৪২ পৃ]।
২। ঐ, [১ খং, ১৪৩ পৃ] ৩। ঐ, ১ খং

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এক বিবাট যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেন, যাহাব জন্য বহু পশু,—৫০০ ঋষভ, ৫০০ বৎসতর, ৫০০ বৎসতরী, ৫০০ অজ এবং ৫০০ মেষ, সংগৃহীত হয়। তাঁহার কর্মচাবিগণ ও দাসগণ দংডতর্জিত ও ভয়তর্জিত হইয়া সাশ্রুমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে উহার পবিকর্মসমূহ করিতেছিল। তাহা শুনিয়া বুদ্ধ বলেন,

অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, শম্যাপাশ, বাজপেয ও নিবর্গল—এই মহাবংভসমূহ মহাফল নহে। ছাগ, মেষ, গো এবং (অপব) বিবিধ (প্রাণিগণ) যাহাতে বধ কবা হয়, সেই যজ্ঞ সম্যগ্‌গত মহর্ষিগণ করেন না। যে যজ্ঞ নিবাবংভ, যাহাতে (কর্মচাবিগণ ও দাসগণ) সদা অনুকূল থাকিবা পবিকর্মসমূহ কবে এবং যাহাতে ছাগ, মেষ, গো ও (অপব) বিবিধ (প্রাণিগণ) বধ কবা হয় না, সেই যজ্ঞই সম্যগ্‌গত মহর্ষিগণ কবেন। হে মেধাবী। উহাই যজন কব। ঐ যজ্ঞ মহাফল। উহা যজমানেব নিশ্চয়ই শ্রেয়কব হয়, পাপকব নহে। ঐ যজ্ঞ বিপুল হয়, এবং (উহাব দ্বারা) দেবতাগণ প্রসন্ন হন।"[১]

এইখানে বুদ্ধ অতি স্পষ্টবাক্যে হিংসা বিবহিত যজ্ঞের প্রশংসা কবিয়াছেন এবং তদনুষ্ঠানের বিধান দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ উজ্জায় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে গৌতম। আপনিও কি আমাদেব যজ্ঞকে প্রশংসা করেন?" বুদ্ধ উত্তব কবেন,

"হে ব্রাহ্মণ। আমি সর্ব যজ্ঞকে প্রশংসা কবি না, আবাব আমি সর্ব যজ্ঞকে প্রশংসা করি না তাহাও নহে। হে ব্রাহ্মণ। যে প্রকাণ্ড যজ্ঞে গো বধ কবা হয়, ছাগ ও মেষ হনন কবা হয়, কুক্কুট ও শূকর হনন কবা হয়, বিবিধ প্রাণিবর্গ আপদ্‌গ্রস্ত হয়, ঐ প্রকাব সাবংভ যজ্ঞকে, হে ব্রাহ্মণ। আমি প্রশংসা কবি না। তাহা কিসেব হেতু? যেহেতু হে ব্রাহ্মণ। অর্হদ্‌গণ, কিংবা অর্হৎমার্গ সমাপন্ন ব্যক্তিগণ, ঐ প্রকাব সাবংভ যজ্ঞে উপসংক্রমণ কবেন না। আব হে ব্রাহ্মণ। যে প্রকার যজ্ঞে গো-বধ করা হয় না, ছাগ ও মেষ হনন করা হয় না, কুক্কুট ও শূকর হনন করা হয় না,—বিবিধ প্রাণিবর্গ আপদ্‌গ্রস্ত হয় না, ঐ প্রকার নিবাবংভ যজ্ঞকে—যাহা এই নিত্যদান অনুকূল যজ্ঞ, তাহাকে আমি প্রশংসা

১। সংযুত্তনি কোসলসংযুত্ত ১ম বগ্‌গ (যঞ্‌ঞ) (৩।১।৯।৬) [১ খং, ৭৬ পৃ)।

করি। তাহা কিসের হেতু? যেহেতু হে ব্রাহ্মণ! অর্হদ্গণ কিংবা অর্হদ্মার্গ সমাপন্ন ব্যক্তিগণ ঐ প্রকার নিরারম্ভ যজ্ঞে উপসংক্রমণ করেন।'[১]

অতঃপর তিনি উজ্জায়কে সেই কথা বলেন, যাহা তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বলিয়াছিলেন (যাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে)।[২] ব্রাহ্মণ উদায়ীও বুদ্ধকে সেই প্রশ্ন করেন, যে প্রশ্ন উজ্জায় করিয়াছিলেন এবং উত্তরে তাঁহাকেও বুদ্ধ প্রথমে সেই কথা বলেন, যাহা তিনি প্রথমে উজ্জায়কে বলিয়াছিলেন। বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষু কুমার কাশ্যপও সহিংস যজ্ঞানুষ্ঠানের নিন্দা এবং অহিংস যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন,

"যে যজ্ঞে গো বধ হয়, ছাগ ও মেষ নিহত হয়, মুর্গী ও শূকর নিহত হয়, অথবা অপর বিবিধ প্রাণীর কোনটিকেও বধ করা হয়, তথা উহার অনুষ্ঠানকারী মিথ্যা-দৃষ্টি, মিথ্যা-সংকল্প, মিথ্যা-কর্মান্ত, মিথ্যা-আজীব, মিথ্যা-ব্যায়াম, মিথ্যা-স্মৃতি ও মিথ্যা-সমাধি যুক্ত হয়, ঐ যজ্ঞের মহাফল হয় না, মহা-নিশংস হয় না, মহাজুতিক হয় না, মহাগৌরব হয় না।"[৪]

পক্ষান্তরে

"যে যজ্ঞে গো বধ হয় না, ছাগ ও মেষ নিহত হয় না, মুর্গী ও শূকর নিহত হয় না, অথবা অপর বিবিধ প্রাণীর কোনটিকেও বধ করা হয় না ··· ।

দান

এইমাত্র পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, বুদ্ধের মতে দান নির্বাণ সাধনার এক অংগ, উহা যজ্ঞ হইতে অধিক, আর ত্রিশরণ হইতে অল্প ফলদায়ী ও মাহাত্ম্য-সম্পন্ন। পরন্তু তিনি দানের বহু প্রশংসা করিয়াছেন, যথা, মিগার-মাতা বিশাখাকে বুদ্ধ বলেন,

"ভগবানের সেই শীলোপপন্না শ্রাবিকা, অতি প্রমুদিত হইয়া এবং মাৎসর্য ত্যাগ করিয়া স্বর্গিক, শোকনুদ এবং সুখাবহ দান দেয়, সে বিরজ ও অনংগন

১। অংগুত্তরনি, চতুক্কনিপাত, চক্কবগ্গ (৩৯।২) [২ খং, ৪২ পৃ]।
২। ঐ (৩৯।৩) [২ খং, ৪৩ পৃ]।
৩। ঐ (৪০।২) [২ খং, ৪৩ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, (৪০।৩)।
৪। দীঘনি, পায়াসিরাজঞ্ঞসুত্ত (২৩) [২ খং, ৩৫২-৩ পৃ]।

মার্গকে প্রাপ্ত হইয়া দিব্য আয়ু লাভ করে, পুণ্যকামী সে অনাময় এবং সুখী হইয়া স্বর্গের শরীরে চিরকাল প্রমোদ করে।"[১]

মাঘ নামক জনৈক দান-পরায়ণ ধনী যুবককে বুদ্ধ বলেন,

"যে গৃহস্থ দানপতি,—সর্বদা যাচকদিকের প্রার্থনা পুরণোন্মুখ, এবং পুণ্যার্থী, পুণ্যাপেক্ষী হইয়া যজন করে,—এই জগতে অপরকে অন্ন পানাদি দান করে, তাদৃশ জন, দাক্ষিণেরদিগের সহিত, সিদ্ধি লাভ করে।[২]

গৃহস্থগণকে উপদেশ দিতে গিয়া বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ প্রথমে দানের প্রশংসা করিতেন, পরে শীলের প্রশংসা করিতেন। তাঁহাদের মতে শীলবান গৃহস্থগণ "মুত্তচাগা পযতপানি বোস্সগ্গরতা যাচযোগা দানসংবিভাগরতা" হইবে।[৩]

দানের ফল সংবন্ধে 'দীঘনিকায়ে' উক্ত হইয়াছে যে, ভাল অন্নবস্ত্রাদি দান করিলে স্বর্গ লাভ হয়,—স্বর্গে দেবতারূপে জন্ম হয়। যে সত্কার ব্যতীত, পরের হাত দিয়া কিংবা মন ব্যতীত দান দেয়, সে চাতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে উত্পন্ন হয়, আর যে সত্কার সহকারে, নিজ হাতে, মন দিয়া দান দেয়, সে ত্রাবস্ত্রিংশ দেবগণের মধ্যে উত্পন্ন হয়।[৪] 'সংযুত্তনিকায়ে' আছে, যাহারা দান করে, তাহারা সুখ লাভ করে, আর যাহারা দান করে না, তাহাদের ধন চোর কিংবা রাজা হরণ করে, অথবা অগ্নি দগ্ধ করে, সুতরাং বিনষ্ট হয়, তাহারা অংতে সপরিগ্রহ থাকিয়া দেহত্যাগ করে। "ইহা জানিয়া মেধাবী (আপন ধন) দান করিবেক এবং ভোগ করিবেক। দান করিয়া এবং ভোগ করিয়া, অনিংদিত থাকিয়া, (দেহাংতে) যথানুভাব স্বর্গস্থানে গমন করে।"[৫]

কোন কোন বস্তু দান করিলে কোন কোন ফল লাভ হয়, তাহারও বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা, কথিত হয় যে, "অন্নদাতা বলবান হয়, বস্ত্রদাতা বর্ণবান হয়,

---

১। বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ৮।৪।৬ (৮) আরও দ্রষ্টব্য—৬।২৪।৬।

২। সুত্তনিপাত, ৪৮৮ (মাঘসুত্ত, ২)।

৩। অংগুত্তরনি, [১ খং, পৃ ১৫০, ২২৬, ইত্যাদি]।

৪। দীঘনি, পায়াসিরাজঞ্ঞসুত্ত (২৩)।
"সদ্ধা হিরিয়ং কুশলং চ দানং ধম্মা সপ্পুরিসানুযাতা।
এতং হি মগ্গং দিবিয়ং বদংতি এতেন গচ্ছংতি দেবলোকং তি॥"
—(অংগুত্তরনি, অট্ঠকনিপাত, দানবগ্গ (৩২) [৪ খং, ২৩৬ পৃ]

৫। সংযুত্তনি, দেবতাসংযুত্ত আদিত্তবগ্গ (১।৪।১) [১ খং, ৩২ পৃ]

যানদাতা সুখী হয়, দীপদাতা চক্ষুষ্মান হয়। যে উপাশ্রয় দান করে সে সর্বদাতা হয়, যে ধর্ম অনুশাসন করে, সে অমৃতদাতা হয়।"[১] 'থেরীগাথা'য় আছে, ভিক্ষুণী সুমেধা তাঁহার পূর্বজন্ম সংবন্ধে বলিয়াছেন, "যখন ভগবান কোনাগমন (বুদ্ধ) সংঘারাম নামক নূতন নিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ সময়ে আমিও আমার দুইজন সখী তাঁহাকে বিহার (নির্মাণ করিয়া) দান করিয়াছিলাম, আমরা শতসহস্র বৎসর দেবলোকে বাস করিয়াছিলাম—মনুষ্যলোকের কথা দূরে থাক, দেবগণের মধ্যেও আমরা মহদর্ধিক হইয়াছিলাম। আমি সপ্তরত্নের অন্যতম রত্নরূপে রাজমহিষী হইয়াছিলাম।"[২] মনুষ্যগণের মধ্যে আর কথা কি?

অন্ন দানের বহু প্রশংসা আছে। যথা,

"যে শ্রদ্ধাসহকারে, বিশেষ প্রসন্ন চিত্তে, অন্ন দান করে, তাহাকে অন্ন ইহলোকে তথা পরলোকে, নিশ্চয় ভজন করে।"[৩]

"যাহারা দাক্ষিণেয়গণকে দানযোগ্য বহু অন্ন দান করে, সেই দাতাগণ, এই মনুষ্যলোক হইতে চ্যুত হইলে, স্বর্গে গমন করে। স্বর্গে গমন করত তাহারা তথায় কামকামী হইয়া মুদ উপভোগ করে,—অমৎসর থাকিয়া সংবিভাগের বিপাক অনুভব করে।"[৪]

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভোজনকালে উপস্থিত ব্রাহ্মণকে কিংবা শ্রমণকে অন্ন দান করে না, অধিকন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া গালি দেয়, তাহাকে বুদ্ধ 'বৃষল' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।[৫]

দানের পাত্র ভেদে দান, বুদ্ধ বলেন, দ্বিবিধ—(১) ব্যক্তিবিশেষকে দান ("প্রাতিপুদ্গলিত দক্ষিণা") এবং (২) সংঘকে দান। ব্যক্তিবিশেষকে দান আবার, তাঁহার মতে, পাত্রভেদে ১৪ প্রকার। যথা, (১) তথাগত অর্হৎ সম্যক্-সংবুদ্ধকে দান, (২) প্রত্যেকবুদ্ধকে দান, (৩) অর্হৎকে দান, (৪) অর্হত্বলাভে নিরতকে দান, (৫) অনাগামীকে দান, (৬) অনাগামীত্বলাভে নিরতকে দান, (৭) সকৃদাগামীকে দান, (৮) সকৃদাগামীত্বলাভে নিরতকে দান, (৯) স্রোতাপন্নকে

১। ঐ, ঐ, ঐ (১।৫।২) [১ খং, ৩২ পৃ]
২। থেরীগাথা, ৫১৮-২০ (বাংলা, ১৭২-৩ পৃ)
৩। সংযুত্তনি, দেবতাসংযুত্ত, আদিত্তবগ্গ (১।৫।৩) [১ খং, ৩২ পৃ]।
৪। ইতিবুত্তক, ২৬
৫। সুত্তনিপাত, ১৩০ (বসলসুত্ত, ১৫)

দান, (১০) স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাত্কাবে নিরতকে দান, (১১) গ্রামের বাহিবের কামসমূহে বীতবাগীকে দান, (১২) শীলবান পৃথগ্জনকে দান, (১৩) দুঃশীল পৃথগ্জনকে দান, এবং (১৪) তির্যকযোনিগতকে (=পশুপক্ষ্যাদিকে) দান। পাত্র-ভেদে দানেব ফলেব ভেদ তিনি এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, "তাহাতে, হে আনংদ তির্যকযোনিগতকে দান দিলে দানেব শতগুণ আশা কর্তব্য। দুঃশীল পৃথকজনকে দান দিলে হাজার গুণ আশা কর্তব্য। শীলবান পৃথগ্জনকে দান দিলে শতসহস্রগুণ আশা কর্তব্য। স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাত্কাবে নিবতকে দান দিলে অসংখ্যেয়, অপ্রমেব গুণ আশা কর্তব্য। স্রোতাপন্নকে আব কথা কি?

সংঘকে দান সপ্তবিধ, সংঘের লোক যদি নাম মাত্রেই ভিক্ষু হয়—কাষাব মাত্রধাবী হষ, পরংতু কার্যত দুঃশীল পাপধর্মী হয়, সংঘকে দান প্রকৃতপক্ষে দুঃশীল ব্যক্তিগণকে দান হয়। বুদ্ধ বলেন, তথাপি "হে আনংদ! আমি সংঘকে দানকে, অসংখ্যেয়, অপরিমিত (ফলপ্রদ) বলি। হে আনংদ। আমি কোন প্রকারেই সংঘকে দান হইতে প্রাতিপুদ্গলিক দানকে অধিক ফলপ্রদ মানি না।"[১]

অন্যত্র বুদ্ধ বলিয়াছেন, দান ষড়ংগ সমন্বাগত হয়। তন্মধ্যে তিন অংগ দাতার আব তিন অংগ প্রতিগ্রহীতাব। দাতাব তিন অংগ এই যে,—দাতা দানের পূর্বে সুমন হইবে, দানকালে চিত্তকে প্রসাদযুক্ত করিবে, এবং দান দিয়া আত্মমনা হইবে। প্রতিগ্রহীতার তিন অংগ এই যে প্রতিগ্রহীতা বীতরাগ কিংবা বাগ-বিনয়ার্থ প্রতিপন্ন হইবেক, বীতদ্বেষ কিংবা দ্বেষ-বিনয়ার্থ প্রতিপন্ন হইবেক, বীতমোহ বা মোহবিনয়ার্থ প্রতিপন্ন হইবেক।[২] ঐ প্রকারে ষড়ংগ সমন্বাগত দানেব পুণ্যরাশির পরিমাণ কবা সুকব নহে, যেমন মহাসমুদ্রেব উদকের পবিমাণ করা সুকর নহে। তাহাব মহা পুণ্যরাশি বস্তুত অসংখ্যেয়, অপ্রমেয়।[৩]

১। মজ্ঝিমনি, দক্খিনা বিভংগসুত্ত (১৪২) [৩ খং, ২৫৪- পৃ]।
২। অংগুত্তবনি, (৫।৩৭।২) [৩ খং, ৩৩৬ পৃ]
৩। ঐ, (৫।৩৭।৩) [৩ খং, ৩৩৬-৭ পৃ]

ঐ কথা বুদ্ধগাথায়ও বলিয়াছেন,

"পুব্বে দানা সুমনো, দদং চিত্তং প্রসাদয়ে।
দত্ত্বা অত্তমনো হোতি এসা যঞ্ঞস্স সংপদা॥
বীতরাগা বীতদোষা বীতমোহা অনাসবা।
খেত্তং যঞ্ঞস্স সংপন্নং সঞ্ঞতা ব্রহ্মচারয়ো॥
সয়ং আচময়িত্বানা দত্ত্বা সখেহি পাণিভি।
অত্তনো পরতো চেসো যঞ্ঞো হোতি মহাফলো॥

দান সংবংধে বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে এই পর্যংত যাহা যাহা বলা হইযাছে সেই সকল হইতে মনে হইবে যে দান গৃহস্থেরই কর্তব্য, ভিক্ষুব নহে। কেননা, দানেব ফল, স্বর্গে মহাসুখ উপভোগ গৃহস্থেবই কাম্য হইতে পাবে, ভিক্ষুব নহে। তাবপব ভিক্ষু অর্থাদি বাখেন না, সুতবাং দান কবিবেন কি? পরংতু বৌদ্ধ-শাস্ত্র মতে দান ভিক্ষুবও কর্তব্য। কথিত হয় যে দান দ্বিবিধ—"আমিষ-দান" এবং "ধর্ম-দান"; তদুভযেব মধ্যে ধর্মদান শ্রেষ্ঠ।[১]

"সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি"[২]

অর্থাত্ ধর্মের দান অপব সমস্ত বস্তুব দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভিক্ষু ধর্ম-পতি। সুতবাং তিনি ধর্মদান কবিতে পাবেন।

ভিক্ষুব আমিষ দানেব কথাও বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা, 'জাতকে' দেখা যায, বুদ্ধ কোন সময়ে বলেন, "কি গৃহী, কি প্রব্রাজক, সকলেবই দানশীল হওযা কর্তব্য। পুবাণ পংডিতেবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিযা যখন অবণ্যে বাস কবিতে-ছিলেন এবং কেবল জলে সিদ্ধ অলবণ কাব-পত্র খাইয়া জীবন ধারণ কবিতেন, তখনও যাচক উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে সমস্ত দান কবিযা নিজেবা শুদ্ধ প্রীতিসুখে সময়াতিবাহিত কবিতেন।"[৩]

"কথাবত্থু হইতে জানা যায়, অর্হত্ও দান কবিতেন,—পৃথগ্জনকে অন্ন-বস্ত্রাদি দান কবিতেন। উহা যেমন অংধকগণ তেমন থেববাদিগণও মানিতেন।[৪]

পবে পবে ইহা মানা হইতে থাকে যে, দানেব ফলে নির্বাণও লাভ হয। 'খুদ্দকপাঠে'ব 'নিধিকাংডসুত্তে' দানেব অত্যধিক মহিমা বর্ণিত হইযাছে। কথিত হইয়াছে যে চৈত্যে, সংঘে, অতিথিকে, মাতাকে, পিতাকে, কিংবা জৈষ্ঠ ভ্রাতাকে দান কবিলে উহা দেহ ত্যাগ কবত পরলোকে গমনকালে সংগে সংগে

এবং যজিত্বা মেধাবী সদ্ধো মুত্তেন চেতসা।
অব্যাপজ্ঝং সুখং লোকং পংডিতো উপপজ্জতীতি॥"
—(ঐ, ৫।৩৭।৩, [৩ খং, ৩৩৭ পৃ])

১। অংগুত্তরণি, দুকনিপাত, ততিয়পন্নাসক, ১৪ [১খং ৯১ পৃ]; ইতিবুত্তক, ৯৮, ১০০

২। ধম্মপদ, ৩৫৪ (২৪।২১) মনুস্মৃতিতে দ্রষ্টব্য।
"সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।" (৪।২৩৩ ১)।

৩। অকীত্তিজাক (৪৮০) [ঈশানচংদ্র ঘোষেব বংগভাষাংতব, ৪ খং, ১৬২-৩ পৃ]।

৪। কথাবত্তু, ৪।৩।৫-৬, ১৭।১।৪

গমন করে। উহার দ্বারা দেবমনুষ্যলোকের সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করা যায়, "সব্বমেতেন লব্ভতি" ('উহার দ্বারা সমস্তই লাভ করে')। মনুষ্যলোকে যাহা কিছু মনুষ্য-সংপত্তি আছে,—যেমন কি ঐশ্বর্য, প্রদেশ-রাজত্ব, কিংবা চক্রবর্তীত্ব, তথা দেবলোকে যাহা কিছু ভোগ আছে তত্সমস্তই দান দ্বারা লাভ হয়, এমন কি, "নির্বাণ-সংপত্তিও লাভ হয়।"

"বিত্তসংপদমাগমম্ যোনিসো তে পযুঞ্জতো।
বিজ্জা বিমুত্তি বসীভাবো সব্বমেতেন লব্ভতি॥
পটিসংভিদা বিমোক্খা যা চ সাবকপারমি।
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্ভতি॥"[১]

'বিত্ত-সংপদ প্রাপ্ত হইয়া যে যথানিয়মে উহার প্রয়োগ করে, সে তাহার দ্বারা বিদ্যা, বিমুক্তি ও বশীভাব—সমস্তই লাভ করে। প্রতিসংভিদা, বিমোক্ষ, শ্রাবক-পারমিতা (=অর্হত্ব), প্রত্যক্বোধি ও বুদ্ধভূমি সমস্তই তাহার দ্বারা লাভ করে।' 'মিলিংদপ্রশ্নে' আছে, দান দ্বারা সর্বজ্ঞত্ব লাভ করা যায়; রাজা বিশ্বাংতর বোধিলাভার্থ আপনার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, প্রভৃতিও দান করিয়াছিলেন।[২] "হে মহারাজ। দায়কদিগের, দানপতিদিগের চিত্ত মৃদু, মর্দব ও স্নিগ্ধ হয়, তাঁহারা সেই দানসেতুসংক্রমণ দ্বারা, দাননৌকা দ্বারা সংসার-সাগরের পারে অনুগমন করে।"[৩] ভিক্ষুগণেরও দান এবং পূজা করার কথা উহাতে স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে।[৪]

সৎসংগ

পরবর্তী ভাগবতধর্মে সৎসংগের অতীব মহিমা আছে। কথিত হয় যে ভক্তি ও জ্ঞান লাভের, সুতরাং মুক্তি লাভের, সাধনার এক অতি মুখ্য অংগ সাধু মহাপুরুষের সংগ। 'গীতা'ও আছে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর সেবা।[৫]

বৌদ্ধধর্মেও তাহা মানা হয়। বুদ্ধ বলিয়াছেন, সৎপুরুষ-সংসেবা, সদ্ধর্মশ্রবণ, যোনিশোমনসিকার এবং ধর্মানুধর্মপ্রতিপত্তি—এই চারি ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হইলে

১। গাথা, ১৪-৫; ২। মিলিংদপ্রশ্ন, ৪।১।৩৭ [ট্রেংকনের সং, পৃ ১১৩-৯, ২৭৪-]।
৩। ঐ, [ট্রেংকনের সং, ২২৯ পৃ] ৪। ঐ, [২৬৩ পৃ]
৫। গীতা, ৪।৩৪

স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হত্বফল, সাক্ষাৎকারার্থ সংবর্তমান হয়। ঐ চারি ধর্ম ভাবিত বহুলীকৃত হইলে প্রজ্ঞাপ্রতিলাভার্থ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধ্যর্থ, প্রজ্ঞাবৈপুল্যার্থ, মহাপ্রজ্ঞতার্থ, পৃথুপ্রজ্ঞতার্থ, বিপুলপ্রজ্ঞতার্থ, গংভীর প্রজ্ঞতার্থ, অপ্রামংতপ্রজ্ঞতার্থ, ভূরিপ্রজ্ঞতার্থ, প্রজ্ঞবহুলার্থ, শীঘ্রপ্রজ্ঞতার্থ, লঘুপ্রজ্ঞতার্থ, হাসপ্রজ্ঞতার্থ, জবনপ্রজ্ঞতার্থ, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞতার্থ, নির্বেধিক প্রজ্ঞতার্থ সংবর্তিত হয়।[১]

শারিপুত্র বুদ্ধকে বলেন, ঐ চারিটি "স্রোতাপত্ত্যংগ", আর্যঅষ্টাংগিকমার্গই "স্রোত" এবং যে উহা সমন্বাগত সে "স্রোতাপন্ন"। বুদ্ধ তাহা সমর্থন করেন।[২] বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বলেন যে ঐ চারিধর্ম "পঞ্ঞবুদ্ধিয়া সংবত্তংতি", "মনুস্সভূতস্স বহুকারে হোংতি।"[৩] ভিক্ষুণী কৃশা গৌতমী বলেন,

"সত্পুরুষগণকে ভজন কর্তব্য, (কেননা) তথা ভজনকারিগণের প্রজ্ঞা প্রবর্ধিত হয়। আরও সত্পুরুষকে ভজনশীল সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হয়।"[৪]

বুদ্ধের মতে, সৎপুরুষ-সংসেবা দ্বারা যে কেবল প্রজ্ঞা লাভ হয়, সুতরাং নির্বাণ লাভ হয়, তাহা নহে, ভোগৈশ্বর্যও লাভ হয়। তিনি বলেন, যে চারিটি চক্র "সমন্বাগত হইলে দেবমনুষ্যগণ অচিরেই ভোগসমূহে মহাংততা, বৈপুল্যত্ব প্রাপ্ত হয়", উহাদের একটি "সৎপুরুষ-উপাশ্রয়।"[৫]

বুদ্ধ বলিয়াছেন, যে সম্যগ্দৃষ্টি-সংপন্ন, তিনিই সৎপুরুষ।[৬] তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র লিখিয়াছেন, "সত্কৃত হইলে, কিংবা অসত্কৃত হইলে কিংবা (সত্কৃত এবং অসত্কৃত) উভয় হইলে, অপ্রমাদবিহারী, যাঁহার সমাধি বিকংপিত হয় না সেই সাত্তিক ধ্যানীকে, সূক্ষ্মদৃষ্টিবিপশ্যক এবং উপাদান-ক্ষয়ারামকে (বিদ্বানগণ) 'সত্পুরুষ' বলেন।"[৭]

১। পটিসংভিদামগ্গ, ৩।১।৪-৫ [২ খং, ১৮৯]।
২। সংযুত্তনি, স্রোতাপত্তিসংযুত্ত, (৫৫।৫) [৫খং, ৩৪৭-৮ পৃ]।
৩। অংগুত্তরনি, চতুক্কনিপাত, আপত্তিবগ্গ (২৪৬) [২ খং, ২৪৫ পৃ]।
৪। থেরীগাথা, ২১৪ (বাংলাভাষাংতর, ১০২ পৃ)
৫। অংগুত্তরনি, চতুক্কনি চক্কবগ্গ (৩।১।১) ২ খং, ৩২ পৃ]।
৬। সংযুত্তনি, মগ্গসংযুত্ত (৪৫।২৫) [৫ খং, ১৯ পৃষ্ঠা]
৭। থেরগাথা, ১০১১-২

দ্বিতীয় খণ্ড

নির্বাণ

নির্বাণ

পরম লক্ষ্য

যেমন ভাগবতধর্মের, তেমন বৌদ্ধধর্মেরও, পরম লক্ষ্য মুক্তি বা নির্বাণ লাভ। তাঁহার ধর্ম সংবংধে বুদ্ধ বলেন,

"বিমুত্তি-সারা সব্বে ধম্মা, অমতো-গধা সব্বে ধম্মা, নিব্বানপরিয়োসানা সব্বে ধম্মা তি।"[১]

'সমস্ত ধর্ম বিমুক্তি-সার। সমস্ত ধর্ম অমৃত-গাধ। সমস্ত ধর্ম নির্বাণ-পর্যবসান।' মহাসমুদ্রের দৃষ্টাংত দিয়া তিনি তাহা বিশদ করিয়াছেন—

"হে ভিক্ষুগণ। যেমন মহাসমুদ্র একরসই,—লবনরসই, তেমনই, হে ভিক্ষুগণ! এই ধর্মবিনয় একরসই,—বিমুক্তিরসই।"[২]

অপর এক সময়ে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বলেন,

হে ভিক্ষুগণ! সেই প্রকার এই ব্রহ্মচর্য লাভ, সত্কার শ্লোক প্রাপ্ত্যর্থ নহে, শীল-সংপত্তি লাভার্থ নহে, সমাধি-সংপত্তি লাভার্থ নহে, জ্ঞানদর্শন লাভার্থও নহে। হে ভিক্ষুগণ এই যে চিত্ত-বিমুক্তি, যাহা চ্যুত হইবার নহে, তাহারই জন্য এই ব্রহ্মচর্য। উহা তত্সার, তত্-পর্যবসান।"[৩]

তিনি ঐ বিষয়ে নদীর দৃষ্টাংত দিয়াছেন।

"হে ভিক্ষুগণ। যেমন গংগা নদী প্রাচী-নিম্না, প্রাচী-প্রবণা, প্রাচী-প্রাগ্ভারা, সেই প্রকারই হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু আর্য অষ্টাংগিক মার্গকে বহুলীকৃত করিয়া নির্বাণ-নিম্ন, নির্বাণ-প্রবণ, নির্বাণ-প্রাগ্ভার হয়।"[৪]

১। অংগুত্তরনি, দশকনিপাত, (১০।৫৮।২) [৫ খং, ১০৭ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—(৭।৮৩।৩) [৪ খং, ৩৩৯ পৃ]।

২। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ৯।১।২; উদান, ৫।৫

প্রহ্লাদকেও বুদ্ধ ঠিক সেইকথা বলিয়াছিলেন, (অংগুত্তরনি, অট্ঠক-নিপাত, মহাবগ্গ, (১৯।১৬) [৪ খং, ২০৩ পৃ]।

৩। মজ্ঝিমনি, মহাসারোপম-সুত্ত, আরও দ্রষ্টব্য—ঐ চূলসারোপমসুত্ত (৩০) [১ খং, ২০৪-৫ পৃ]।

৪। সংযুত্তনি, মগ্গসংযুত্ত (৪৫।৯১।২) [৫খং, ৩৮ পৃ]।

যমুনাদি অপর মহানদীসমূহেরও নামোল্লেখ করিয়া বুদ্ধ সেই কথা বলেন।[১]

"হে ভিক্ষুগণ! যেমন গংগা নদী সমুদ্র-নিম্না, সমুদ্র-প্রবণা, সমুদ্র-প্রাগ্‌ভারা, সেই প্রকারই হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু আর্য-অষ্টাংগিক মার্গকে ভাবিত করিয়া, আর্য-অষ্টাংগিক মার্গকে বহুলীকৃত করিয়া নির্বাণ-নিম্ন, নির্বাণ-প্রবণ, নির্বাণ-প্রাগ্‌ভার হয়।"[২]

যমুনাদি অপর মহানদীসমূহেরও নামোল্লেখ করিয়া বুদ্ধ সেই কথা বলেন।[৩] বোধি লাভের, বুদ্ধ হইবার অব্যবহিত পরে ধর্মচক্র প্রবর্তনার্থ গয়া হইতে কাশী যাইবার পথে গৌতম আজীবিক উপককে বলেন,

"অংধভূতাস্মিং লোকেস্মিং আহঞ্ঞ্ছং অমত-দুংদুভিং তি।"[৪]

'অন্ধভূত এই লোকে অমৃতের দুংদুভি বাজাইব।' সুতরাং অমৃত লাভের উপায় শিক্ষা দিতেই বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করেন। তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবেও তাহা বলিয়াছেন,

"ধম্মবরং অদেসয়ি নিব্‌বান-গামিং পরমং হিতায়।"[৫]

'(বুদ্ধ জনগণের) পরম হিতের জন্য নির্বাণগামী ধর্মবর উপদেশ করেন।'

অন্য সময়ে তিনি ভিক্ষুগণকে বলেন,

"শাস্তার শাসনে পরিযোগার্থ আচরণশীল শ্রদ্ধাবান শ্রাবকের দুই ফলের অন্যতর প্রতিলাভ হয়,—দৃষ্টধর্মেই আজ্ঞা; অথবা উপধি শেষ থাকিলে, অনাগামীতা।"[৬]

বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ, যাঁহারা তাঁহার ধর্মকে অনুসরণ করিয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই কথা স্বীকার করেন। "নিগ্রন্থ-পুত্র' সত্যককে বুদ্ধ বলেন,

"হে অগ্‌নি-বৈশ্যায়ন! এই প্রকারে বিমুক্ত ভিক্ষু তথাগতকে (এই বলিয়া)

১। ঐ, ঐ (৪৫।৯২-৬) [৫ খং, ৩৮ পৃ]

২। ঐ, ঐ, (৪৫।৯৭।২) [৫ খং, ৩৯ পৃ]

৩। ঐ, ঐ, (৪৫।৯৮-১০২) [৫ খং, ৩৯-৪০ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ঐ, (৪৫।১৩৩-৮) [৫ খং, ৫১ পৃ]।

৪। বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ, ১।৬।৮; মজ্‌ঝিমনি, অরিয়-পরিয়েসন-সুত্ত (২৬) [১ খং, ১৭১ পৃ]।

৫। সুত্তনিপাত, ২৩৩ (রতনসুত্ত, ১২); আরও দ্রষ্টব্য—সংযুত্তনি [৫ খং, ১২৪ পৃ]।

৬। মজ্‌ঝিমনি, কীটাগিরিসুত্ত (৭০) [১ খং, ৪৮১ পৃ]।

সত্কার করে, গুরুকার করে, মান্য করে, পূজা করে যে,—'বুদ্ধ সেই ভগবান বোধার্থ ধর্মোপদেশ করেন, দান্ত সেই ভগবান্ দমনার্থ ধর্মোপদেশ করেন, শান্ত সেই ভগবান শমনার্থ ধর্মোপদেশ করেন, তীর্ণ সেই ভগবান তারণার্থ ধর্মোপদেশ করেন, পরিনির্বৃত সেই ভগবান পরিনির্বাণার্থ ধর্মোপদেশ করেন।"[১]

যাঁহারা বুদ্ধের শিষ্য নহেন, এমন কাহারও কাহারও মনেও বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া, তৎসংবন্ধে সেই ধারণা হইয়াছিল, দেখা যায়। যথা বৎসগোত্র পরিব্রাজক বুদ্ধের মুখে ধর্মোপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে বলেন,

"ভো গৌতম! যেমন গংগা নদী সমুদ্র-নিম্না, সমুদ্র-প্রবণা, সমুদ্র-প্রাগ্ভারা সমুদ্রেই যাইতে স্থিত, তেমনই গৃহস্থ এবং পরিব্রাজক সমেত আপনার গৌতমের (সমস্ত) পরিষদ্ নির্বাণ-নিম্ন, নির্বাণ-প্রবণ, নির্বাণ-প্রাগ্ভার, নির্বাণেই যাইতে স্থিত।"[২]

সেই কারণে ইহা বলা যাইতে পারে যে বুদ্ধের শিষ্যগণের কেহ কেহ নির্বাণ লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'বুদ্ধের আদেশ পালিত হইয়াছে।"[৩] কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধ বাক্য সত্য হইল।[৪] আর কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।"[৫]

পরম প্রাপ্তি, পরাগতি

তাহার মুখ্য হেতু এই যে, উভয় ধর্মে মানা হয় যে নির্বাণ পরমপদ,—নির্বাণ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, উহাকে পাইলে মনুষ্যের আর কিছু পাইবার থাকে না, অতএব নির্বাণ জীবের পরম প্রাপ্তি, পরমগতি। ভাগবতধর্মের মতে, ব্রহ্ম প্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম ভবনই নির্বাণ। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কোন তত্ত্ব নাই। ব্রহ্মই 'পরমা গতি',[৬] 'পর

১। মজ্ঝিমনি, চূলসচ্চকসুত্ত (৩৫) [১ খং, ২৩২ পৃ]।
২। ঐ মহাবচ্ছ-গোত্ত-সুত্ত (৭৩) [১ খং, ৪৯৩ পৃ]।
৩। থেরীগাথা, ২৬, ৩০, ৬৬, ৩৮ ইত্যাদি, ৪। ঐ, ১৮৭, ১৯৪, ২০২ ইত্যাদি,
৫। ঐ, ১২১, আরও দ্রষ্টব্য—ঐ,
৬। গীতা, ৮।১৩, ২১,
"পরা হি সা গতিঃ পার্থ তত্তদ্ব্রহ্ম সনাতনম্।
যত্রামৃতত্বং প্রাপ্নোতি ত্যক্ত্বা দেহং সদা সুখী॥"—(মহাভা, ১৪।১৯।৬০
(অনুগীতা)

স্থান'[১] 'পব ধাম'[২] 'পবম বেদিতব্য'।[৩] স্থতবাং ব্রহ্মকে পাইলে, কিংবা জানিলে, অথবা ব্রহ্ম হইলে, অপব কিছুই পাইবাব, জানিবাব কিংবা হইবার থাকে না।[৪] তাই ভাগবতধর্মে মুক্তিকে জীবেব পরম প্রাপ্তি, 'পরাগতি'[৫] বলা হব। প্রকাবাংতবে বলিতে, মুক্তিতে জীব ব্রহ্মে প্রবেশ করে, ব্রহ্ম হব। সুতরাং ব্রহ্ম 'মোক্ষাত্মা' (বা মোক্ষ স্বরূপ),[৬] নির্বাণ।[৭] ব্রহ্ম পবম পদ, পবমাগতি, "অনুত্তমা গতি।"[৮] স্থতবাং নির্বাণ পবমপদ, পবমা গতি, অনুত্তমা গতি। বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণকে "পবম-প্রাপ্তি," "অনুত্তব যোগক্ষেম" বলা হইযাছে। যথা

"আতাপী ভিক্খু নিব্বানায় ভব্বো অনুত্তবস্স যোগক্খেমস্স অধিগমব"।[৯] 'আতাপী ভিক্ষু নির্বাণ লাভ কবিতে, অনুত্তর যোগক্ষেমকে অধিগম কবিতে ভব্য।'

স্থবিবা ধীবা বলিবাছেন,

"হে ধীবা। নিবোধকে স্পর্শ কব, (কেননা,) সংজ্ঞাব উপশমই সুখ। অনুত্তব যোগক্ষেমকে, নির্বাণকে আবাধনা কব।"[১০]

স্থবিবা শারিপুত্র বলিযাছেন,

"যে প্রপংচে অনুযুক্ত, প্রপংচেব মার্গে অভিরত, সে অনুত্তর যোগক্ষেমকে, নির্বাণকে বিবাধন কবে।

'বৃহদাবণ্যকোপনিযদে' আছে (৩৷৯৷৭)

"বিজ্ঞানমানংদং ব্রহ্ম বাতির্দাতুঃ পবাযণ তিষ্ঠমানস্য তদ্‌বিদ ইতি"।

'বিজ্ঞান এবং আনংদস্বরূপ ব্রহ্ম ধনদাতাব (অর্থাৎ কর্মকর্তাব) পবাযণ; (কর্ম না কবিয়া তাঁহাতে) তিষ্ঠমান এবং তদ্‌বিদেবও (পবাযণ)।'

১। গীতা, ৮৷২৮ ২। ঐ, ১০৷১২; ১১৷৩৮ ৩। ঐ, ১১৷১৮

৪। দ্রষ্টব্য—গীতা, ৬৷২২ ও ৭৷২; "নাস্তি মোক্ষাৎ পবো লাভঃ।"—(নারদপু, ১৷৬৷৬০)। ৫। ঐ, ৬৷৪৫, ৯৷৩২; ১৩৷১৮, ১৬৷২২, ২৩।

৬। "অপুণ্য-পুণ্যোপবমে যং পুনর্ভবঃ নির্ভযাঃ।
শাংতাঃ সংন্যাসিনো যাংতি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ॥" —(মহাভা, ১২৷৪৭৷৫৫)।

৭। "নির্বাণং পবমং ব্রহ্ম ধর্মোঽসৌ পর উচ্যতে।"—(মহাভা, ১২৷৩৪২৷৮১১)।

৮। গীতা, ৭৷১৮

৯। ইতিবুত্তক, ২৭ আবও দ্রষ্টব্য—অংগুত্তবনি, [২ খং, ২৪৭ পৃ; ৩ খং ২৯৪ পৃ]

১০। থেবীগাথা, ৬, আরও দ্রষ্টব্য—"ভাবেহিকুশলে ধম্মে যোগক্খেমং অনুত্তরং।" (ঐ, ৯ ভদ্রা ১)

"আব যে প্রপংচকে পরিত্যাগ কবিয়া নিস্প্রপংচ-পথে বত, সে অনুত্তব যোগক্ষেমকে, নির্বাণকে আবাধন কবে।"[১]

"সংযুত্তনিকায়ে' বুদ্ধেব সহিত ভিক্ষু রাধেব নিম্ন প্রকাব প্রশ্ন প্রতিবচন বিবৃত আছে,[২]

"হে ভংতে। সম্যক্দর্শন পুনঃ কিমর্থীয়?

"সম্যক্দর্শন হে বাধ। নির্বেদার্থ।

"নির্বেদ পুনঃ, ভংতে। কিমর্থ?

"নির্বেদ রাধ। বিবাগার্থ।

"বিবাগ পুনঃ ভংতে। কিমর্থ?

"বিরাগ বাধ। বিমুক্ত্যর্থ।

""বিমুক্তি পুনঃ ভংতে। কিমর্থ?

"বিমুক্তি রাধ। নির্বাণার্থ।

"নির্বাণ পুনঃ ভংতে। কিমর্থ?

"অস্স বাধ পঞ্হং নাসক্খি পঞ্হস্স পবিয়ংতং গহেতুং। নিব্বানোগধং হি বাধ ব্রহ্মচবিয়ং বুস্সতি নিব্বান-পবায়নং নিব্বান-পবিয়োসানং তি।"

হে বাধ। (তোমার এই যে) প্রশ্ন, এই প্রশ্নের পর্যংন্ত গাহন কবিতে আমি সমর্থ নহি। হে বাধ। (আমি কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে) নির্বাণ গাধই (ভিক্ষু) ব্রহ্মচর্য বাস কবে, নির্বাণ-পবায়ণ, নির্বাণ-পর্যবসান।

কিংচিৎ পবে বিবৃত হইয়াছে যে,[৩] বুদ্ধেব সহিত উন্নাভ নামে জনৈক ব্রাহ্মণেবও প্রায় সেই প্রকাবেব প্রশ্ন প্রতিবচন হয়। উন্নাভের প্রশ্নের উত্তবে বুদ্ধ পবপব বলেন, মনের প্রতিশবণ স্মৃতি, স্মৃতির প্রতিশরণ বিমুক্তি, বিমুক্তিব প্রতিশরণ নির্বাণ। তখন উন্নাভ জিজ্ঞাসা করেন,

"নির্বাণের পুনঃ, ভো গৌতম। প্রতিশবণ কি?"

বুদ্ধ উত্তব কবেন,

"অজ্ঝপবং ব্রাহ্মণ পঞ্হং নাসক্খি পঞ্হস্স পবিয়ংতং গহেতুং। নিব্বান-গধং হি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচরিয়ং বুস্সতি নিব্বান-পরায়ণং নিব্বান-পবিবোসানং তি।"

১। থেরগাথা, ৯৮৯-৯০।

২। সংযুত্তনি, রাধ-সংযুত্ত, মাবো, (২৩।১।৯-১৩) [৩ খং, ১৮৯ পৃ]।

৩। সংযুত্তনি ইংদ্রিয়-সংযুত্ত, উণ্নাভ-ব্রাহ্মণো, (৪৮।৪২।৫-৮) [৫ খং, ২১৮ পৃ]।

ভিক্ষুণী ধর্মদত্তা,—যিনি বৌদ্ধধর্মে পারংগতা হইয়াছিলেন,[১] যাঁহাকে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং "পণ্ডিতা", "মহাপ্রজ্ঞা" বলিয়া প্রশংসা করিতেন,[২] এবং ধর্মব্যাখ্যাতা ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করিতেন,[৩] তিনিও বলেন যে,

"এই ব্রহ্মচর্য নির্বাণ-পর্যন্ত, নির্বাণ-পরায়ণ, নির্বাণ-পর্যবসান।"[৩] বুদ্ধ তাহা অনুমোদন করেন।[৩] তখনকার দিনে ইহা খ্যাত ছিল যে "তথাগত উত্তম-পুরুষ, পরম-পুরুষ, পরম-প্রাপ্তি-প্রাপ্ত।"[৪]

'অভিধম্মত্থ-সংগ্রহে' আছে,

"পদমচ্চুতমচ্চন্তং অসংখতমনুত্তরং।
নিব্বানমিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসযো॥"[৫]

'বান-মুক্ত মহর্ষিগণ অচ্যুত, অত্যন্ত, অসংস্কৃত এবং অনুত্তর পদকে 'নির্বাণ' বলিয়া ভাষণ করেন।

পরম পুরুষার্থ

ভাগবতশাস্ত্রের মতে, পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন চারিটি,—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। সেই কারণে উহাদিগকে 'পুরুষার্থ' বলা হয়।[৬] তন্মধ্যে আবার ধর্ম, অর্থ ও কামকে "অল্পক", আর মোক্ষকে "মহৎ" মনে করা হয়।[৭]

"উহাদের মধ্যে আবার মোক্ষ অর্থই আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হয়, যেহেতু ত্রৈবর্গ্য অর্থ নিত্য কৃতান্ত-ভয়-সংযুক্ত।[৮]

কবি অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,

"পরন্তু যে পদে জরা নাই, ভয় নাই, রোগ নাই, জন্ম নাই, উপরোপরম নাই

১। দ্রষ্টব্য, থেরীগাথা, [বাংলা-ভাষান্তর, ৯-১১ পৃ]।
২। মজ্ঝিমনি চূলবেদল্লসুত্ত (৪৪) [১ খং, ৩০৪ পৃ]।
৩। অংগুত্তরনি, এক-নিপাত, এতদগ্গ-বগ্গ, (১।১৪।৫১) [১ খং, ২৫ পৃ]।
৪। দ্রষ্টব্য, সংযুত্তনি, [৪ খং, ৩৮০ পৃ]।
৫। অভিধম্মত্থসংগ্রহ, ৬।৩১
৬। "ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।"
—(বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৮।২১.১)
"ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থাঃ সনাতনাঃ।"
—(নারদপু, ১।৪।:-১ ; ১।৫০।১০১২)
৭। বিষ্ণুপু, ১।১৭।৯০ ৮। (বিষ্ণু) ভাগপু, ৪।২২।৩৫

এবং আধিসমূহ নাই, যাহাতে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া বিদ্যমান নাই, উহাকেই উত্তম পুরুষার্থ মনে করি।[১]

সুতরাং, তাঁহারও মতে, মোক্ষ "উত্তম পুরুষার্থ"।

অচ্যুত পদ

কিংচিৎ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, বুদ্ধ এক স্থলে বলেন যে, তদ্বর্তৃক ব্যাখ্যাত ব্রহ্মচর্য 'যত্-সার, যত্-পর্যবসান', সেই চিত্তবিমুক্তি কখনও চ্যুত হইবার নহে।[২] তিনি অন্যত্র বলেন,

"নির্বাণ-পদ অচ্যুত, অমৃত, শাংতি।"[৩]

যেহেতু উহা হইতে আর চ্যুতি হয় না, সেই হেতু নির্বাণকে বৌদ্ধশাস্ত্রে "অচ্যুত-পদ"[৪] সংক্ষেপে "অচ্যুত"[৫]ও বলা হয়। স্থবির চূলক বলিয়াছেন,

"ফুসাহি তং উত্তম-মচ্চুতং পদং তি"[৬]

"সেই উত্তম এবং অচ্যুত পদকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ভাগবতধর্মেরও মতে, নির্বাণ হইতে চ্যুতি হয় না। 'গীতা'য় উক্ত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর পরম পদে, পর ব্রহ্মে গমন করিলে মনুষ্য আর নিবর্তন করে না।[৭] পক্ষাংতরে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্যকে "মৃত্যুসংসার-বর্ত্মে নিবর্তন করিতে হয়।"[৮]

"মহাত্মাগণ আমাতে উপগত হইলে পরম সংসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়, অশাশ্বত এবং দুঃখালয় পুনর্জন্ম আর প্রাপ্ত হয় না।

হে অর্জুন। ব্রহ্মলোক সহিত লোকসমূহ পুনরাবর্তী; পরংতু হে কৌংতেয়! আমাতে উপগত হইলে পুনর্জন্ম থাকে না।"[৯]

ব্রহ্মে উপগত হইলে জীব ব্রহ্মই হয়। সুতরাং তাহাতে প্রকারাংতরে এই বলা

১। বুদ্ধ-চরিত, ১১।৫৬

২। পূর্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ৩। সুত্তনিপাত, ২০৪ (বিজয়সুত্ত, ১১)।

৪। সংযুত্তনি, [৩খং ১৪৩ পৃ] থেরগাথা, ১৬৬; থেরীগাথা, ৯৭; "নির্বাণং অচ্যুতপদং" মহাবস্তু [২ খং, ২৮৬ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—"ছংদ-রাগ-বিনোদনং নিব্বান পদং অচ্চুতং" (সুত্তনিপাত, ১০৮৬)।

৫। অংগুত্তরনি, [৪ খং, ২৯৫, ৩২৭ পৃ] ৬। থেরগাথা, ২১২

৭। গীতা, ৮।২১, ১৫।৪, ৬

"পুনরাবর্তনং নাস্তি সংপ্রাপতস্য পরং পদম্।"

—(মহাভা, ১২।২৫১।২৪২ (ব্যাস))

৮। গীতা, ৯।৩ ৯। ঐ, ৮।১৫-৬

হইয়াছে যে ব্রহ্ম আপন স্বরূপ হইতে চ্যুত হয় না। সেই কারণে ব্রহ্ম 'অচ্যুত' নামে অভিহিত হয়।

"নির্বাণং পরমং ব্রহ্ম ধর্মোঽহংসৌ পর উচ্যতে।
তস্মান্ন চ্যুত-পূর্বোঽহমচ্যুতস্তেন কর্মণা॥"[১]

দেবতার সহব্যতা

উভর ধর্মে আবার স্বর্গে গমন এবং দেবতা-ভবনের কথাও আছে। বুদ্ধ তাহারও উপদেশ করিতেন। যথা, এক সময়ে তিনি কতিপয় কুমারীকে উহাদের "হিতার্থ, সুখার্থ" ধর্মোপদেশ করেন এবং উপসংহারে বলেন,

"হে কুমারীগণ। এই পাঁচ ধর্মে সমন্বাগত হইলে মাতৃগ্রাম, দেহপাত হইলে, মরণের পরে, মনাপ-কায়িক দেবগণের সহব্যতায় উৎপন্ন হয়?"[২]

অপর এক সময়ে আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে! কতিপয় ধর্মে সমন্বাগত হইলে মাতৃগ্রাম, দেহপাত হইলে, মরণের পরে, মনাপ-কায়িক দেবগণের সহব্যতায় উৎপন্ন হয়?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে অনুরুদ্ধ। আট ধর্মে সমন্বাগত হইলে মাতৃগ্রাম, দেহপাত হইলে, মরণের পরে, মনাপ-কায়িক দেবগণের সহব্যতায় উৎপন্ন হয়।" অনংতর তিনি ঐ আটধর্ম ব্যাখ্যা করেন।"[৩] কেবল নারীগণ নহে, পুরুষগণও দেবতার সহব্যতায় উৎপন্ন হয়। বুদ্ধ তাহাও স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন।

"ইহ সংসারে কেহ কেহ, স্ত্রী কিংবা পুরুষ, অষ্টাংগ-সমন্বাগত উপসোথ উপবাস করিয়া দেহপাত হইলে, মরণের পর, চাতুর্মহারাজিক দেবগণের সহব্যতায় উৎপন্ন হয়।"[৪]

সেই প্রকারে ত্রায়স্ত্রিংশাদি অপরাপর দেবগণেরও সহব্যতায় উৎপত্তির উল্লেখ তিনি করিয়াছেন।[৫] 'অষ্টাংগ-সমন্বাগত উপসোথ' অষ্টশীলই।[৬]

১। মহাভা, ১২।৩৪২।৮১
২। অংগুত্তরনি, পংচকনিপাত, সুমনবগ্গ (৩৩।৩) [৩ খং, ৩৮ পৃ]।
৩। ঐ, অট্টকনিপাত, উপসোথবগ্গ (৪৬।৩-) [৪ খং, ২৬৫ পৃ]।
৪। ঐ, তিকনিপাত, মহাবগ্গ (৭।৭০।১৮) [১ খং, ২১৩ পৃ]।
৫। ঐ, ঐ, ঐ, (৭।৭০।১৯-) [১ খং, ২১৩- পৃ]।
৬। ঐ, ঐ, ঐ, (৭।৭০।২৪) [১ খং, ২১৪।৫]।

'দীঘনিকায়ে' বিবৃত আছে যে ব্রহ্মা সনৎকুমার বলেন,

"যাহারা বুদ্ধের শরণে গত, ধর্মের শরণে গত, সংঘের শরণে গত এবং শীলসমূহের পরিপূর্ণকারী, তাহারা দেহপাত হইলে মরণের পর, কেহ কেহ পরিনির্মিত বশবর্তী দেবগণের সহব্যতায় উৎপন্ন হয়, কেহ কেহ নির্মাণরতি দেবগণের সহব্যতায় উৎপন্ন হয়; কেহ কেহ তুষিত দেবগণের, কেহ কেহ যাম দেবগণের; কেহ কেহ ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের, আর কেহ কেহ চতুর্মহারাজিক দেবগণের সহব্যতায় উৎপন্ন হয়।"[১]

বুদ্ধ স্বয়ংও কখন সেই প্রকার বলিয়াছেন। যে সকল দুর্মেধা ব্যক্তি আর্যধর্ম পরিত্যাগ করত বিচরণ করে, তাহারা ঘোর রৌরবে গমন করে এবং সুচিরকাল দুঃখ অনুভব করে, আর

"যাহারা আর্যধর্মে ক্ষাংতি ও উপশমদ্বারা উপেত হইয়াছে, তাহারা মানুষদেহ পরিত্যাগ করত দেবকায় পরিপূর্ণ করিবে।"[২]

আয়ুষ্মান সারিপুত্র কোন সময়ে ভিক্ষুগণকে আমংত্রণ করিয়া "অধ্যাত্ম-সংযোজন" ও "বহির্ধা-সংযোজন" পুদ্গল বিষয়ে উপদেশ করেন। তিনি বলেন,

"হে আবুসগণ। ইহসংসারে ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রতিমোক্ষ-সংবর-সংবৃত হইয়া বিহার করে, অনুমোদিত আচার-গোচরসমূহ সংপন্ন হইয়া এবং বর্জ্য (আচার-গোচরসমূহে) ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে। সে কায়ের ভেদ হইলে, মরণের পরে, অন্যতর দেবনিকায়ে উত্পন্ন হয়। সে তথা হইতে চ্যুত হইয়া আগামী হয়,—ইহলোকে আগংতা হয়। ইহাকেই বলে, হে আবুসগণ। অধ্যাত্ম-সংযোজন পুদ্গল আগামী,—ইহলোকে আগংতা।

হে আবুসগণ। ইহসংসারে ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ-সংবর-সংবৃত হইয়া বিহার করে, অনুমোদিত আচার-গোচরসমূহ সংপন্ন হইয়া এবং বর্জ্য (আচার-গোচরসমূহে) ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা করে। সে অন্যতর শাংত চেতোবিমুক্তি উপসংপন্ন হইয়া বিহার করে। সে কায়ের ভেদ হইলে, মরণের পরে, অন্যতর দেবনিকায়ে উৎপন্ন হয়। সে তথা হইতে চ্যুত হইয়া

১। দীঘনি, জনবসভসুত্ত (১৮) [২ খং, ২১২ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, মহাগোবিংদ-সুত্ত (১৯) [২ খং, ২৫০-১ পৃ]; সক্কপঞ্হসুত্ত (২১) [২ খং, ২৭১-২ পৃ]।

২। সংযুত্তনি, দেবতাসংযুত্ত (১।৪।১।৩) [১ খং, ৩০ পৃ]।

অনাগামী হয়,—ইহলোকে অনাগংতা। ইহাকেই বলে, হে আবুস্‌গণ। বহির্ধা-সংযোজন পুদ্‌গল অনাগামী,—ইহলোকে অনাগংতা।"[১]

পূর্বে বিবৃত হইযাছে যে[২],—বুদ্‌ধ মৈত্র্যাদি চিত্‌তে বিহারেব উপদেশ কবিতেন এবং বলিতেন যে ঐ সকল "ব্রহ্মাব সহব্যতালাভেব মার্গ" বা "ব্রহ্ম-লোকেব সহব্যতা লাভেব মার্গ"। মৈত্র্যাদি ভাবনা পূর্ণ কবিয়া অনেকে যে বস্‌তুতই, 'দেহপাত হইলে মবণেব পবে ব্রহ্মলোকে উত্‌পন্ন হইয়াছিল' তাহাব দৃষ্‌টাংতও তিনি দিয়াছেন।[৩]

ব্রহ্মার বা দেবতাব সহব্যতা কি? 'ইতিবুত্তকে' বিবৃত হইয়াছে যে দেবলোক হইতে চ্যুত জনৈক ব্যক্তিকে দেবগণ এই বলিবা অনুমোদন কবেন যে

"ইতো ভো সুগতিং গচ্ছ মনুস্‌সানং সহব্যতাং।
মনুস্‌সভূতো সদ্‌ধম্‌মে লভ সদ্‌ধাং অনুত্তবাং।"

ইত্যাদি।[৪] 'অহে। তুমি এখান হইতে সুগতি মনুষ্যদিগেব সহব্যতায় গমন কব। মনুষ্যভূত (তুমি) সদ্ধর্মে অনুত্তব শ্রদ্‌ধা লাভ কব।' ইত্যাদি। তাহাতে পবিষ্‌কাব বুঝা যায় যে 'মনুষ্যদিগেব সহব্যতা প্রাপ্‌তি' অর্থ 'মানুষ হওয়া'। সুতবাং

'দেবতাব সহব্যতালাভ' অর্থ 'দেবতা হওবা'। তবে 'ব্রহ্মার সহব্যতালাভ' অর্থ যেমন সেই প্রকাবে 'ব্রহ্মা হওবা' হয়, তেমন 'ব্রহ্মলোকে গমন'ও হইতে পারে মনে হব।

সমস্ত দেবলোক একত্রে 'স্বর্গ' বলিযা অভিহিত হয়। সুতরাং 'ব্রহ্মাদি দেবতাব সহব্যতা লাভ'কে 'স্বর্গলাভ'ও বলা যায। তাহাতে বলা যায়, বুদ্‌ধ যেমন নির্বাণ লাভের জন্য তেমন স্বর্গলাভেবও জন্য ধর্মোপদেশ কবিতেন। আচার্য বুদ্‌ধঘোষ বলিবাছেন, ভগবান বুদ্‌ধ "মহাজনকে স্বর্গমার্গে ও মোক্ষমার্গে প্রতিষ্‌ঠাপিত কবিযা বিহাব কবিতেন।"[৫]

স্বর্গে গমন এবং দেবভবনকে যেমন ভাগবতধর্মে তেমন বৌদ্‌ধধর্মেও নিংদা কবা হইয়াছে। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইযাছে।[৬] সুতবাং উহা উভব ধর্মেব কোনটিবই ইষ্‌ট ছিল না। তবে যাহাবা মূঢবুদ্‌ধি,—মংদ অধিকাবী, সুতবাং

১। অংগুত্তরনি, একনিপাত, সমচিত্‌তবগ্‌গ (২।৪।৫) [১ খং, ৬৩, ৬৪ পৃ]।
২। পূর্বে পৃষ্‌ঠা ৩। পূর্বে পৃষ্‌ঠা দ্রষ্টব্য ৪। ইতিবুত্তক, ৮৩
৫। ধম্‌মপদট্‌ঠকথা, ১ ৬। পূর্বে পৃষ্‌ঠা দ্রষ্টব্য

মুক্তিব উচ্চ আদর্শ যাহাবা গ্রহণ কবিতে পাবিত না, তাহাদিগেবই জন্য স্বর্গ-গমন ও দেবভবনেব উপদেশ কবা হইত। পবংতু বুদ্ধিমান উচ্চাধিকারী ব্যক্তিগণ তাহা আকাঙ্ক্ষা কবিতেন না। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"সেই হেতু এই সংসাবে সুমেধা (ব্যক্তি), যে লোককে জানে এবং লোকেব অংতকেও জানে, তথা যাহার ব্রহ্মচর্যবাস শেষ হইয়াছে, লোকেব অংতকে জানে বলিয়া এবং সমিতবান বলিয়া, সে এই লোককে ও পবলোককে (পাইতে) ইচ্ছা কবে না।"[১]

এই বচন বুদ্ধঘোষও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২] বুদ্ধ অন্যত্রও সেই প্রকারে বলিয়াছেন, "মুনি (বিষয়সমূহে) অপ্রমত্ত থাকিয়া বিচবণ কবিয়া উৎপাটিত শল্য (অর্থাৎ উহাদেব প্রতি পূর্বেব বাগাদি শল্যসমূহ উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে, এমন ভাবে) থাকেন, ইহলোকেব ও পরলোকেব ইচ্ছা কবেন না।"[৩]

ইহা বলা যাইতে পাবে যে বুদ্ধ কোন সময়ে সুনেত্র নামে একজন তীর্থকব শাস্তার কথা বলেন, বিনি তদপেক্ষা প্রাচীন ("ভূতপূর্ব") ছিলেন। ঐ শাস্তা সুনেত্র "কামসমূহে বীতরাগ" ছিলেন এবং "ব্রহ্মলোক সহব্যতাব জন্য ধর্ম উপদেশ কবিতেন"। উঁহাব অনেক শত শ্রাবক ছিল। তাহাদেব মধ্যে যাহাবা উঁহাব "উপদেশ সংপূর্ণত সম্যক্ প্রকাবে আজ্ঞাত হইয়াছিল, তাহাবা কায়েব ভেদ হইলে, মরণেব পরে, সুগতি ব্রহ্মলোকে উত্পন্ন হয়, (আব) যাহাবা (উঁহার) উপদেশ সংপূর্ণত সম্যক্‌প্রকারে আজ্ঞাত হইয়াছিল না, তাহাদেব কেহ কেহ কাযেব ভেদ হইলে মবণের পরে, পবিনির্মিতবশবর্তী দেবগণেব সহব্যতায় উত্পন্ন হব; কেহ কেহ নির্মাণবতি দেবগণেব সহব্যতায় উত্পন্ন হয়, কেহ কেহ ত্রাস্ত্রিংশ দেবগণেব সহব্যতাব উত্পন্ন হয়; কেহ কেহ চাতুর্মহাবাজিক দেবগণেব সহব্যতায় উত্পন্ন হব, কেহ কেহ ক্ষত্রিব মহাশালগণের সহব্যতায় উত্পন্ন হয়, কেহ কেহ ব্রাহ্মণমহাশালগণেব সহব্যতাব উত্পন্ন হয়, আর কেহ কেহ গৃহপতি মহাশাল-গণেব সহব্যতার উত্পন্ন হয়।"[৪] ঐ সুনেত্র শাস্তাব মনে এই ভাব হয় যে,

---

১। সংযুত্তনি, দেবপুত্তসংযুত্ত, রোহিতাস্‌সসুত্ত (২।৩।৬।১০) [১ খং, ৬২ পৃ], অংগুত্তরনি, চতুক্‌কনিপাত, রোহিতস্‌সবগ্‌গ (৪৫।৪ ; ৪৬।২) [২ খং, ৪৯, ৫০ পৃ]।

২। বিসুদ্ধিমগ্‌গ, ৭ম পবি (বাংলাভাষাংতর, ৮৯ পৃ]।

৩। সুত্তনিপাত, ৭৭৯ (গুহট্‌ঠকসুত্ত, ৮)।

৪। অংগুত্তরনি সত্তকনিপাত, মহাবগ্‌গ (৭।৬২।৯) [৪ খং, ১০৩-৪ পৃ]।

'ন খো পন এতং পটিরূপং, যোহহং সাবকানং সমসমগতিয়ো অস্সং অভি-সংপরায়ং যন্নূনাহং উত্তরিং মেত্তং ভাবেয্যং তি।'

এই মনে করিয়া তিনি সাত বছর মৈত্র্য-চিত্ত ভাবনা করেন। তাহার ফলে তিনি সাত সংবর্ত-বিবর্ত-কল্প এই লোকে পুনঃ আগমন করিলেন না। এই লোক সংবর্তমান হইলে তিনি আভাস্বর-লোকে চলিয়া যাইতেন আর বিবর্তমান হইলে, তথা হইতে শূন্য ব্রহ্মবিমানে উত্পন্ন হইতেন, এবং তথায় ব্রহ্মা,—মহাব্রহ্মা হইতেন, ইত্যাদি।

"হে ভিক্ষুগণ! ঐ সুনেত্র নামক শাস্তা (যদিও) এই প্রকার দীর্ঘায়ুষ্ক, সমান, এই প্রকার চিরস্থিতিক (হইয়াছিল, তথাপি) জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপায়াস হইতে অপরিমুক্ত ছিল, দুঃখ হইতে অপরিমুক্ত ছিল বলিয়া আমি বলি।"[১]

তাহার হেতু এই যে তিনি আর্য-শীল, আর্য-সমাধি, আর্য-প্রজ্ঞা এবং আর্য-বিমুক্তি—এই অনুবুদ্ধ প্রতিবিদ্ধ হন নাই।[২]

বুদ্ধ সুনেত্রের ন্যায়, আরও কতিপয় "ভূতপূর্ব" তীর্থকর শাস্তার উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহারাও কামসমূহে বীতরাগ ছিলেন, তথা ব্রহ্মলোক সহব্যতার জন্য ধর্ম উপদেশ করিতেন, যথা মূগপক্ষ, অরনেমি, কুদ্দাল, হস্তীপাল, জ্যোতিপাল এবং অরক।[৩]

রাগ-দ্বেষ-মোহ-ক্ষয়

বুদ্ধের মতে নির্বাণ কি, অথবা নির্বাণের স্বরূপ কি, তাহা নিঃসংদিগ্ধরূপে নিরূপণ করা অতীব কঠিন, প্রায় অসাধ্য। কেননা, তিনি কিংবা তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণের কেহ ঐ বিষয়ে কখনও পরিষ্কারভাবে কিছু বলিতেন না। জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন উত্তর দিতেন। বুদ্ধ বলেন,

---

১। ঐ, ঐ, ঐ, (৭।৬২।১০) [৪ খং, ১০৪-৫ পৃ]।

২। ঐ, ঐ, ঐ, (৭।৬২।১১) [৪ খং, ২০৫]।

আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ঐ, ঐ, (৬৯।১) [৪ খং, ১৩৫ পৃ]; ঐ, ছক্কনিপাত, ধম্মিক-বগ্‌গ (৫৪।৯) [৩ খং, ৩৭২ পৃ]।

৩। ঐ, (৪।৬) ৫৪।৭-৮) [৩ খং, ৩৭১-২ পৃ], (৭।৭।৬৯।২-৩) [৪ খং, ১৩৫-৬ পৃ]।

"রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় হইলেই নির্বাণ লাভ হয়।"[১]

পরিব্রাজক জম্বুখাদক কোন সময়ে স্থবির শারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, 'নির্বাণ কি?" শারিপুত্র উত্তর করেন,

"যো খো আবুসো রাগক্খয়ো দোসক্খয়ো মোহক্খয়ো ইদং বুচ্চতি নিব্বানং তি।" "হে আবুস! যাহা রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় এবং মোহক্ষয় তাহাকেই নির্বাণ বলে।' তারপর ঐ নির্বাণকে সাক্ষাৎকারের মার্গ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, শারিপুত্র বলেন, 'হাঁ, নিশ্চয় আছে। এই আর্য অষ্টাংগিক মার্গই ঐ নির্বাণের সাক্ষাৎকরণের মার্গ।'[২] পরিব্রাজক সামণ্ডকও শারিপুত্রকে সেই সকল প্রশ্ন করেন, এবং তাঁহাকেও শারিপুত্র সেই উত্তর দেন।[৩] রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় ও মোহ-ক্ষয়কে শারিপুত্র "অর্হত্ব"ও বলিয়াছেন।[৪]

বিরজ বা বিমল

রাগ, দ্বেষ এবং মোহ এই তিনটিকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'রজ' বা 'মল' বলা হয়। বুদ্ধদেব সেই রজ বা মল অপগত হয়। সেই কারণে তিনি "বিগত-রজ"[৫]; "অরজ, বিরজ.....;"[৬] "অমল, বিমল, নির্মল, মলাপগত, মল-বিপ্রহীন, মল-বিপ্রমুক্ত, সর্বমলবীতিবর্ত।"[৭]

অতএব নির্বাণ বিরজ বা বিমল।[৮]

১। মহাপরিনির্বাণসূত্র (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২। সংযুত্তনি, জম্বুখাদক-সংযুত্ত নিব্বান, (৩৮।১।১-২) [৪ খং, ২৫১-২ পৃ]।

৩। ঐ, সামণ্ডক-সংযুত্ত, নিব্বান, (৩৯।১।১-২) [৪ খং, ২৬১-২ পৃ]।

৪। সংযুত্তনি (৩৮।২।৩) [৪ খং, ২৫২ পৃ]

৫। "রাগো রজো ন চ পন রেণু বুচ্চতি।
রাগস্স এতং অধিবচনং রজো তি।
এতং রজং পটিবিনোদেত্বান চক্খুমা
তস্মা জিনো বিগত-রজো তি বুচ্চতি॥"

'রাগো' স্থলে 'দোসো' এবং 'মোহো' পাঠান্তরেও এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

—(চুল্লনিদ্দেশ, ২৫১ পৃ)

৬। ঐ, ২৫০ পৃ   ৭। ঐ, ২৪৯ পৃ

৮। 'অংগুত্তরনিকায়ে' [৪ খং, ২৩৯ পৃ] আছে
"ওধুনিত্বা মলং সব্বং সত্বা নিব্বান-সংপদং মুচ্চতি সব্ব-দুক্খেহি"।
'সর্ব মলকে বিধূনিত করিয়া নির্বাণ-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হয়'। সুতরাং নির্বাণ সম্যক্ প্রকারে নির্মল।

"দেসেংতো বিরজং ধম্মং নিব্বাণং অকুতোভয়ং"[১]

'(বুদ্ধ) বিরজ (সুতরাং) অকুতোভয়, ধর্ম নির্বাণকে উপদেশ করেন।'

পরম বিশুদ্ধি

আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, যেহেতু রাগাদি নিজেও অশুদ্ধ, তথা অপরেরও অশুদ্ধভাব করে, সেইহেতু 'মল' বলিয়া কথিত হয়।[২] ঐ ত্রিবিধ 'মল' বা অশুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়াই লোক নির্বাণ লাভ করে। সুতরাং নির্বাণ বিশুদ্ধ। নির্বাণ যে কেবল ঐ তিন মল বিরহিত তাহা নহে, সর্বমল বিরহিত। সুতরাং উহা অত্যংত বিশুদ্ধ। স্থবির কাত্যায়ন বলিয়াছেন,

"পপ্পুয়্য অনুত্তরং বিশুদ্ধিং পরিনিব্বাহিসি বারিণা বা জ্যোতি।"[৩]
"অনুত্তর বিশুদ্ধি পরিপূরণ করিয়াই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবে, যেমন অগ্নি জল দ্বারা (পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়)।" সুতরাং নির্বাণ আত্যংতিক বিশুদ্ধি, অনুত্তর বিশুদ্ধি। তাই বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণকে 'বিশুদ্ধি'ও বলা হয়।[৪] আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন,

"বিশুদ্ধি তি সব্বমল-বিরহিতং অচ্চংত-পরিসুদ্ধং নিব্বানং বেদিতব্বং।"[৫]

১। সংযুত্তনি [১ খং, '৯২ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য
"দেশেতি সম্মাসংবুদ্ধো অসোকং বিরজং পদং তি।" —(ইতিবুত্তক, ৫১, ৭৩)
"পদং চ ঞত্বা বিরজং অশোকং"—(সংযুত্তনি, ৪ খং, ২১০ পৃ)

২। "মলা তি তেলঞ্জন-কললং বিয় সযং চ অসুদ্ধত্তা অঞ্ঞেসং চ অসুদ্ধভাবকরণতো লোভ-দোস-মোহা তয়ো।" —(বিসুদ্ধিমগ্গ, ২২শ পরি (৬৮৪ পৃ))

৩। থেরগাথা, ৪১৫২

৪। যথা দ্রষ্টব্য—
"সব্বে সংখারা অনিচ্চা তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি।
অথ নিব্বিংদতি দুক্খে, এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া॥"
—(থেরগাথা, ৬৭৬; ধম্মপদ, ২৭৭-; কথাবত্থু, ১৬।৪।৫)
"সব্বে সংখারা দুক্খা তি, সব্বে ধম্মা অনত্তা তি
যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।
অথ নিব্বিংদতি দুক্খে, এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা॥"
—(থেরগাথা, ৬৭৭-৮)

৫। বিসুদ্ধিমগ্গ, নিদানকথা, (২ পৃ)
বুদ্ধঘোষ অন্যত্র বলিয়াছেন,
"নিব্বানতো হি অঞ্ঞো ধম্মো · পরিসুদ্ধতরো বা পংডরতরো বা ন অত্থি।"
—(পপংচসূদনি, ১ খং, ৪১৩ পৃ)

"বিশুদ্ধি—ইহা সর্বমল বিবহিত, অত্যংত পবিশুদ্ধ নির্বাণ বলিয়া বেদিতব্য।"

'সংযুত্ত-নিকায়ে' উক্ত হইয়াছে যে বাগক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় এবং মোহ-ক্ষয়, যেমন 'নির্বাণ' বলিয়া অভিহিত হয়, তেমন 'শুদ্ধি' বলিয়াও অভিহিত হয়।[১] স্থতবাং উহাব মতে 'শুদ্ধি' নির্বাণেব সংজ্ঞাংতব।

অবংধন

বাগ, দ্বেষ ও মোহ—এই তিনটিকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'বংধন'ও বলা হয়। অর্হতের বাগাদি থাকে না। সেই কারণে তাঁহাকে 'অবংধন' বলা হয়। যথা, গৃহপতি চিত্ত আয়ুষ্মান্ কামভূকে বলেন,

"হে ভদংত। রাগ বংধন, দ্বেষ বংধন, মোহ বংধন। উহাবা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুব প্রহীন, উচ্ছিন্ন মূল, তালবস্তু-কৃত, অনভাব-কৃত, ভবিষ্যতে অনুত্পাদ-ধর্মা হয়। সেই কাবণে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু 'অবংধন' বলিয়া উক্ত হন।"[২]

দুঃখাভাব

নির্বাণে দুঃখেব সংপূর্ণ অভাব হব। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতেই, উহাকে সম্যক্ বিনাশ কবিতেই বুদ্ধ সাধনাব প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাতে সিদ্ধি লাভ কবেন, নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং জাতিধর্মা, জবাধর্মা, ব্যাধিধর্মা, মবণধর্মা, শোকধর্মা ও সংক্লেশধর্মা হইয়া, ঐ সকল ধর্মেব দুষ্পবিণাম বুঝিয়া, উহাদেব হইতে পবিত্রাণ পর্যেশন করিয়া অজাত, অব্যাধি, অমৃত, অশোক ও অসংক্লিষ্ট অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগত হইয়াছেন।[৩] জাতিজবামরণাদিই বুদ্ধেব মতে দুঃখ।[৪] স্থতরাং যাহাতে ঐ সকল নাই, তৎকর্তৃক অধিগত সেই নির্বাণে দুঃখ নিশ্চয়ই নাই; উহা সর্বদুঃখেব নিবোধ, অংত বা অভাব। ভিক্ষু কল্প বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

---

১। সংযুত্তনি, অসংখত-সংযুত্ত, (৪৩।৩৪; ৩৭) [৪ খং, ৩৭১, ৩৭২ পৃ]।

২। সংযুত্তনি, চিত্ত-সংযুত্ত, (৪১।৫।৪) [৪খং, ২৯২ পৃ]; চিত্ত আরও বলেন, "হে ভদংত। রাগ নীঘ, দ্বেষ নীঘ, মোহ নীঘ। উহারা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুব প্রহীন, উচ্ছিন্ন মূল, তালবস্তু-কৃত, অনভাব-কৃত, ভবিষ্যতে অনুত্পাদ-ধর্মা হয়। সেইকারণে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু 'অনীঘ' বলিয়া উক্ত হন।" (ঐ)

৩। মজ্ঝিমনি, অরিয়পরিয়েসনসুত্ত (২৬) [১ খং, ১৬৭ পৃ]।

৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"হে মারিষ! মহাভয়সংকুল প্লাবনে, জলমধ্যে দণ্ডায়মান জরামরণাভিভূত প্রাণিগণের জন্য কোন দ্বীপ আছে, প্রকৃতরূপে বলুন, যে দ্বীপের আশ্রয় লইলে (ইহসংসারে) আর পুনরাগমন হয় না। সেই দ্বীপ আমার নিকট প্রকাশ করুন।"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"ঐ দ্বীপ অকিংচন, অনাদান, এবং অনাপর। উহাকে আমি নির্বাণ বলি। (কেননা উহা) জন্ম মৃত্যুর পরিক্ষয়।"[১]

'অকিংচন' অর্থ 'যাহার স্বরূপ ইদংতয়া কিংচন (বা কোন কিছু) বলিয়া নির্দেশ করা যায় না', 'অনাদান' অর্থ 'যাহা অপর কোন কিছু আদান করে না; এবং 'অনাপর' অর্থ 'যাহা হইতে পর (বা শ্রেষ্ঠ) কিছুই নাই। বুদ্ধ উহাকে কখন কখন "অশোক বিরজপদ"ও বলিয়াছেন।[২] 'মিলিন্দপ্রশ্নে' উক্ত হইয়াছে যে এই উৎপন্ন দুঃখ নিরুদ্ধ হউক, এবং অপর দুঃখ উৎপন্ন না হউক,—এই উদ্দেশ্যেই বৌদ্ধগণ প্রব্রজ্যা করেন।[৩]

নিরুপধি

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বুদ্ধের মতে দুঃখ "উপধি-নিদান, উপধি-সমুদয়, উপধি-জাতিক, উপধি-প্রভব।"[৪] সুতরাং উপধি থাকিলে দুঃখের বীজ থাকে, সেই কারণে ইহা বলা যায় না যে দুঃখের সম্যক্ অন্ত বা অভাব হইয়াছে। তাই বুদ্ধ বলেন যে,

"যাহা কিছু দুঃখ-সম্ভূত হয় সবই উপধি-প্রত্যয়।... উপধিসমূহের অশেষে বিরাগ, নিরোধ, হইলেই দুঃখের সম্ভব হয় না।"[৫] নির্বাণ "সর্বোপধি-প্রতিনিঃসর্গ";[৬] "নিরুপধি"।

"কায়েন অমতং ধাতুং ফুসয়িত্বা নিরুপধিং।
উপধিপ্পটিনিস্সগ্গং সচ্ছিকত্বা অনাসবো।
দেসেতি সম্মাসম্বুদ্ধো অসোকং বিরজং পদং তি।"[৭]

'সম্যক্সম্বুদ্ধ কায় দ্বারা নিরুপধি অমৃতধাতুকে স্পর্শ করিয়া, উপধিপ্রতিনিঃসর্গকে

১। সুত্তনিপাত, ১০৯৩, ১০৯৪ (কপ্পমাণবপুচ্ছা, ১, ৩)।
২। ইতিবুত্তক, ৪৪, ৫১, ৭৩ ৩। মিলিন্দপ্রশ্ন, [ট্রেন্‌কনের সং, ৩২-৩ পৃ]।
৪। পূর্বে দ্রষ্টব্য ৫। সুত্তনিপাত, ৭২৮
৬। সংযুত্তনি, [১ খং, ১২৬ পৃ; ৩ খং, ১৩৩ পৃ] ৭। ইতিবুত্তক, ৫১, ৭৩

সাক্ষাত্কার করিয়া, অনাস্রব হইয়া অশোক বিরজ পদ উপদেশ করেন।" ভিক্ষুণী শিশুপচালা বলেন যে "বিমুত্তো উপধিসংখয়ে" (অর্থাৎ উপধির সম্যক্ ক্ষয় হওয়াতে তিনি বিমুক্ত হইয়াছেন)।[১] নির্বাণকে সেই কারণে কখন কখন "অনুপধিক" বলা হইয়াছে।[২] সুতরাং যাঁহারা নির্বাণ-প্রাপ্ত তাঁহারা অবশ্যই নিরুপধি। তাই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ "নিরুপধি"।[৩] বুদ্ধের ধর্মকেও কখন কখন "নিরুপধি" বলা হইয়াছে, দেখা যায়।[৪]

'সংযুত্তনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে কোন সময়ে মার বুদ্ধকে বলেন,

"পুত্রবান (ব্যক্তি) পুত্র দ্বারা আনন্দিত হয়। সেই প্রকার গো-বান (ব্যক্তি) গো দ্বারা আনন্দিত হয়। (সুতরাং) উপাধিই মনুষ্যের নন্দন (বা আনন্দপ্রদ)। যে নিরুপধি সে নিশ্চয় আনন্দিত হয় না।"

তাহাতে বুদ্ধ উত্তর করেন,

"পুত্রবান (ব্যক্তি) পুত্র দ্বারা শোকগ্রস্ত হয়। সেই প্রকার, গো-বান (ব্যক্তি) গো দ্বারা শোকগ্রস্ত হয়। (সুতরাং) উপধিই মনুষ্যের শোচন। যে নিরুপধি সে নিশ্চয় শোকগ্রস্ত হয় না।"[৫]

জনৈক দেবতা এবং বুদ্ধের মধ্যেও নাকি সেই বাদ-প্রতিবাদ হয়।[৬] সুতরাং বুদ্ধের মতে, সোপধি ব্যক্তি অশোক হয় না: অতএব "অশোক বিরজপদ" নির্বাণ লাভ করে না। স্থবির গৌতম বলিয়াছেন, নির্বাণে গমন করিলে লোক শোক করে না।[৭]

বুদ্ধ মারকে আরও বলেন,

"যং সচ্চং তং নিরুপধীং তি"[৮]

অর্থাৎ যাহা নিরুপধি তাহাই সত্য।

১। সংযুত্তনিকায়, ভিক্ষুণীসংযুত্ত, ৮ (শীশুপচালাসংযুত্ত)।

২। যথা দ্রষ্টব্য—সুত্তনিপাত, ১০৫৭ (মেত্তগুমানবপুচ্ছা, ৯)।

৩। থেরীগাথা, ৩২০, ৩২৪ ৪। "ধম্মং বুদ্ধা নিরূপধিং" (ঐ, ৩১৮)।

৫। সংযুত্তনিকায়, মারসংযুত্ত, নন্দনসুত্ত (৪।১।৮।২-৩) [২ খং, ১০৫-৮]; সুত্তনিপাত, ৩৩-৪, ধনিয়সুত্ত ১৬-৭।

৬। ঐ, দেবতাসংযুত্ত, (১।২।১) [১ খং, ৬ পৃ]।

৭। "অজ্ঝান লাভি নিব্বাণং
যত্থ গন্ত্বা ন সোচতীতি।" —(থেরগাথা, ১৩৮২)।

৮। সংযুত্তনিকায়, মার-সংযুত্ত, সত্তবস্স-সুত্ত (৩।৪) [১ খং, ১২৩ পৃ]।

এখন প্রশ্ন উপধিসমূহ কি কি? 'নিদ্দেসে'র এক স্থলে আছে যে 'ক্লেশসমূহ, স্কন্ধসমূহ এবং অভিসংস্কারসমূহ উপধি বলিয়া উক্ত হয়।"[১] অন্যত্র উহাদের উপবিভাগ করিয়া উপধির সংখ্যা আরও বহু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নির্বাণ "সর্বোপধি-প্রতিনিঃসর্গ"। উপধি হইতে পৃথক্ বলিয়া উহা 'উপধি-বিবেক' নামেও অভিহিত হয়।

উপধি-বিবেক বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যাহা সেই সর্ব-সংস্কার-শমথ, সর্বোপধি-প্রতিনিঃসর্গ, তৃষ্ণা-ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ তাহাই উপধি-বিবেক।"

পার

"সুত্তনিপাতে' বিবৃত হইয়াছে যে বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে চর্যা করিয়া—বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট মার্গে চলিয়া লোক "অপারা পারং গচ্ছেয্য" (অপার হইতে পারে গমন করে)। উহা যেহেতু পারের (বা পারে গমনের) অয়ন (বা মার্গ)' সেইহেতু "পারায়ণ" বলিয়া অভিহিত হয়।[২] 'নিদ্দেসে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে ঐ বচনে 'পার' বলা হইয়াছে 'অমৃত নির্বাণ' কে, আর অপার=ক্লেশসমূহ, স্কন্দসমূহ এবং অভিসংস্কারসমূহ।[৩]

এই ব্যাখ্যা অনুসারে 'অপার' এবং 'উপধি' পর্যায়বাচী শব্দ। 'সংযুত্ত-নিকায়ে'র মতে, 'পার' এবং 'পারায়ণ' নির্বাণের সংজ্ঞান্তর, কেননা, উহাতে অভিহিত হইয়াছে যে রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় এবং মোহ-ক্ষয় যেমন 'নির্বাণ' বলিয়া উক্ত হয়, তেমন 'পার' তথা 'পারায়ণ' বলিয়াও উক্ত হয়।[৪]

'পার' শব্দ সাধারণত নদীর বা সমুদ্রের 'পর তীর বা কুলকে বুঝায়'। নদীর বা সমুদ্রের অংতেই উহার পার অবস্থিত। নদীকে বা সমুদ্রকে উত্তীর্ণ হইলেই

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। সুত্তনিপাদ, ১১৩০ (পারায়ণবগ্গ, ৭) আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ১১২৯।

৩। চুল্লনিদ্দেস, ৮৯ পৃ

"'পারং' বুচ্চতি অমতং নিব্বানং; যো সো সব্ব-সংখার-সমথো সব্বূপধি-পটিনিস্সগ্গো তন্হা-কখয়ো বিরাগো নিরোধো নিব্বানং। 'পারং গচ্ছেয্য' পারমধিগচ্ছেয্য, পারং ফুসেয্য, পারং সচ্চিকরেয্য পারগূ তি; যো পি পারং গংতু-কামো সো পি পারগূ; যো পি পারং গচ্ছতি সো পি পারগূ; যো পি পারং গতো সো পি পারগূ।" —(মহানিদ্দেস, ১৬ (২০ পৃ))

৪। সংযুত্তনি, অসংখত-সংযুত্ত (৪৩।১৬; ৩৪, ৪৪) [৪ খং, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭০ পৃ]।

লোক উহার পারকে পায়, পারে গমন করে। সংসারকে বা দুঃখকে এদেশে সাধারণতঃ মহানদী বা সমুদ্রতুল্য মনে করা হইয়া থাকে। তাহাতে উহার অংত, উহাকে উত্তীর্ণ হইলে যাহা পাওয়া যায়, সেই নির্বাণকে 'পার' বলা হয়।

'সংযুত্তনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ এবং অবিদ্যা-ওঘ—এই চারি ওঘ "মহাউদকার্ণব বলিয়া অভিহিত হয়, সত্কায়-দৃষ্টি উহার এদিকের তীর—যাহা সাশংক এবং সপ্রতিভয়, নির্বাণ উহার অপর তীর, যাহা ক্ষেম এবং অপ্রতিভয়, এবং আর্য অষ্টাংগিকমার্গ "অপারা পারং গমনায়" (অপার হইতে পারে গমনার্থ) কুল্ল। অর্হত্ ঐ কুল্লদ্বারা "পারে গমন করে", "তীর্ণ, পারংগত হইয়া স্থলে স্থিত হয়।[১] অংগুত্তরনিকায়ে আছে,

"পারগু সব্বধম্মানং অনুপাদায় নিব্বুতো"[২]

উপনিষদের মতে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেই লোক সংসার বা দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়; উহাই নির্বাণ। সেই কারণে উপনিষদে ব্রহ্মকে পার বলা হইয়াছে। যথা, 'কঠোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে যে "পরব্রহ্ম (সংসার বা দুঃখসাগর বা অবিদ্যা-মহোদধি) তিতীর্ষুদিগের অভয় পার।"[৩] "বিষ্ণুর সেই পরমপদ" "অধ্বের (বা সংসারগতির) পার।"[৪]

উপনিষদে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা আছে। যথা, 'প্রশ্নোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান পিপ্পলাদের নিকটে পরব্রহ্মের উপদেশ শুনিয়া[৫] "ব্রহ্মপর, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও পরব্রহ্মান্বেষমান" সুকেশাদি ছয় ঋষি তাঁহাকে এই বলিয়া অর্চনা করেন,

"আপনি, যিনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করাইয়াছেন, নিশ্চয় আমাদের পিতা। পরমর্ষিকে নমস্কার। পরমর্ষিকে নমস্কার।"[৬]

১। ঐ, সড়ায়তন-সংযুত্ত, (৩৫।১৯৭।৭-৯, ১৬-২১) [৪ খং, ১৭৪, ১৭৫ পৃ]।

২। অংগুত্তরণি [১ খং, ১৬২ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—ঐ [৪ খং, ২৯০]।

৩। কঠ উ, ১।৩।২

৪। "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।"—(কঠ উ, ১।৩।৯-২) "সোঽধ্বনঃ সংসার-গতেঃ পারং পরমেব অধিগংতব্যমিত্যেতদাপ্নোতি মুচ্যতে সর্ব-সংসারবংধনৈঃ।" (শংকর-ভাষ্য)।

৫। প্রশ্ন উ, ৬।৭ ৬। ঐ, ৬।৮

"মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি অংগিরা মহাশাল শৌনককে ব্রহ্ম-বিদ্যা উপদেশ করেন এবং তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করেন যে

"স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ"[১]

"তমের (অর্থাৎ অবিদ্যার) পর পারে (উত্তরণে) তোমার স্বস্তি হউক'। যেমন আচার্য শংকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'তমের বা অবিদ্যার পর পার' "অবিদ্যা-রহিত, ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ,"[২] "অপুনরাবৃত্তিলক্ষণ মোক্ষ।"[৩]

'মহাভারতে' আছে, ব্রহ্ম "তমের পর পারে" অবস্থিত।[৪] আচার্য শংকর বলিয়াছেন, যতিগণ সংসার-সিংধুকে উত্তীর্ণ হইয়া উহার পারে গমন করে।[৫]

'অপার' শব্দের অর্থ, 'যাহা পার নহে', অথবা, 'যাহার পার নাই, অর্থাৎ 'যাহার পার দেখা যায় না, যাহার পার পাওয়া অতীব কঠিন, সুতরাং 'দুস্তর'। উভয় অর্থেই অবিদ্যা এবং তজ্জনিত সংসারকে 'অপার' বলা যায়। অথবা কিংচিৎ ভিন্ন প্রকারে বলা যায় যে, 'অপার' অর্থ 'যাহাকে পার হওয়া যায় না,—'যাহাকে উত্তীর্ণ হইয়া পারে যাওয়া অতীব কঠিন।' এই অর্থেও সংসার অপার। আচার্য শংকর বলিয়াছেন, "অবিদ্যা-মহোদধি জন্ম, জরা, মরণ, রোগ, দুঃখ, প্রভৃতি গ্রাহসমূহের কারণে অপার।"[৬]

১। মুণ্ডক উ, ২।২।৬ ১; আরও দ্রষ্টব্য—
"তস্মৈ মৃদিত-কষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ"
—(ছান্দোগ্য উ, ৭।২৬।২)

২। "স্বস্তি নির্বিঘ্নমস্তু বো যুস্মাকং পারায় পর-কূলায়। পরস্তাৎ কস্মাৎ? অবিদ্যা-তমসঃ। অবিদ্যারহিত-ব্রহ্মস্বরূপ-গমনায় ইত্যর্থঃ।" (মুণ্ডক, ২।২।৬ শংকর-ভাষ্য)।

৩ "যস্ত্বমেব অস্মাকমবিদ্যায়া বিপরীত-জ্ঞানাৎ জন্ম-জরা-মরণ-রোগ-দুঃখাদি-গ্রাহাদ্ অবিদ্যামহোদধের্বিদ্যাপ্লবেন পরমপুনরাবৃত্তিলক্ষণং মোক্ষাখ্যং মহোদধেরিব পারং তারয়সি " ইত্যাদি। (প্রশ্ন, ৬।৮ শংকর-ভাষ্য)॥ 'আচার্যস্ত্বাপ্যয়ং নিয়মো যন্ন্যায়-প্রাপ্ত-সচ্ছিষ্য-নিস্তারণমবিদ্যা-মহোদধেঃ।" (মুণ্ডক উ, ১।২।১৩ শংকর-ভাষ্য)

৪। "মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসং।"—(মহাভা, ১২।৪৭।৪০ ১)
আরও দ্রষ্টব্য—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
মাদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাত।"
—(শ্বেত উ, ৩।৮)

৫। বিবেক চূড়ামণি, ৪৫
"যোঽসৌ তমসঃ পরস্তাৎ সংসার-মহোদধিং তীর্ত্বা গংতব্যঃ পরব্রহ্ম-বিষয় ইতি।"—(মুণ্ডক উ, ২।২।৭ শ্লোকের অবতরণিকা)

৬। ৩ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পরম সুখ

নির্বাণ কেবল দুঃখের সম্যক্‌ অভাব মাত্র নহে, অধিকন্তু পরম সুখও। ভাগবতধর্মের কৃষ্ণ উহাকে "আত্যন্তিক সুখ"[১] "উত্তম সুখ"[২] বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে উহা "অক্ষয় সুখ"[৩] অর্থাৎ ঐ সুখের ক্ষয় বা হ্রাস কখনও হয় না। "নির্বাণ পরম সুখ।"[৪] বুদ্ধও সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে "নির্বাণ পরম সুখ।"[৫]

"আরোগ্য পরম লাভ নির্বাণ পরম সুখ"

তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণও সেই কথা বলিয়া থাকেন। তবে, তাঁহার মতে, উঁহারা অন্ধ। আরোগ্যকে না জানিয়াই নির্বাণকে না দেখিয়াই সেই কথা বলেন। হে মাগন্দিয়! পূর্বের অর্হত্‌ সম্যক্‌-সম্বুদ্ধগণ এই গাথা বলিয়াছিলেন,

"অমৃতের দিকে নেওয়ার মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ক্ষেমময়।' উহা এখন ধীরে ধীরে পৃথগ্‌জনগণেরও মধ্যে চলিয়া গিয়াছে।"[৬]

বুদ্ধ অন্যত্র বলিয়াছেন,

"পরিনির্বৃত ব্রাহ্মণ,—যে কামসমূহে লিপ্ত হয় না, শীতিভূত এবং নিরুপধি, সে সদা সুখে শয়ন করে। সর্ব আসক্তিসমূহ ছিন্ন করিয়া, হৃদয় হইতে ভয়কে দূর করিয়া, উপশান্ত হইয়া সুখে শয়ন করে।"[৭]

"শ্রুতধর্ম, দর্শী ও তুষ্টের বিবেক সুখ। অব্যাপাদ্য—প্রাণভূতগণের প্রতি সংযম সুখ। লোকে বিরাগতা,—কামসমূহের সমতিক্রম সুখ। যাহা অস্মি-মানের বিনয় (বা বিনাশ) তাহা নিশ্চয় পরম সুখ, তাহা নিশ্চয় অত্যন্ত সুখ; এবং ঐ সুখ সুখে প্রাপ্ত। যাহাতে তিন বিদ্যা অনুপ্রাপ্ত হয়, তাহাও নিশ্চয় পরম সুখ।"[৮]

১। গীতা, ৬।২১, আরও দ্রষ্টব্য—"অত্যন্ত সুখ" (ঐ, ৬।২৮)।

২। গীতা ৬।২৭ ৩। গীতা, ৫।২১

৪। "মোক্ষশ্চোক্তস্ত্বয়া ব্রহ্মন্‌ নির্বাণং পরমং সুখং"—(মহাভা, ১২।৩৪০।৮১)।

৫। ধম্মপদ, ২০৩, ২০৪ (১৫।৭, ৮), উদান, ২।৮

৬। মজ্‌ঝিমনি, মাগন্দিয়সুত্ত (৭৫) [১খং, ৫০০ পৃ]

৭। বিনয়পিটক, চুল্ল বগ্‌গ, ৬।৪।৪

৮। 'কথাবত্থু'তে (২।৮।২) ধৃত ভগবদ্‌বচন।

কোন কোন স্থবির বলিয়াছেন,

"সুসুখং বত নিব্বানং সম্মাসংবুদ্ধ-দেসিতং।
অসোকং বিরজং খেমং যত্থ দুক্খং নিরুজ্ঝতী তি॥"[১]

'সম্যক্-সংবুদ্ধ দেশিত নির্বাণ, যাহাতে দুঃখ নিরুদ্ধ হয়, নিশ্চয় উত্তম সুখ, অশোক ও বিরজ ক্ষেম।' নির্বাণ প্রাপ্ত ভিক্ষুণী সুমেধা বলিয়াছেন,

"নির্বাণের সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর নাই।"[২]

"হে আবুসগণ, এই নির্বাণ সুখই। হে আবুসগণ। এই নির্বাণ সুখই।"[৩]

ইহা বোধ হয় এখানে বলা উচিত হইবে যে বুদ্ধ যেমন সত্য কি? আর মিথ্যা কি?—তদ্বিষয়ে জগতের সাধারণ জনগণের এবং আর্যগণের মত-ভেদ আছে বলিয়া বলিয়াছেন,[৪] তেমন 'সুখ কি? আর দুঃখ কি'? তদ্বিষয়েও মত ভেদ আছে বলিয়াছেন। সাধারণ জনগণ যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তাহা দুঃখ বলিয়া আর্যগণ বুঝে, আর সাধারণ জনগণ যাহাকে দুঃখ বলিয়া মনে করে, তাহা সুখ বলিয়া আর্যগণ উপলব্ধি করে,—সংক্ষেপে এই উল্লেখ করিয়া বুদ্ধ বিশেষ করিয়া বলেন,

"সদেবক লোক বলে যে,—কেবল রূপসমূহ, শব্দসমূহ, রসসমূহ, গংধসমূহ, স্পর্শসমূহ এবং ধর্মসমূহই, যাবত 'আছে' ইষ্ট, কাংত এবং মনাপ। (৭৫৯)

"উহারাই সুখ বলিয়া সদেবক লোকের সম্মত; আর যেখানে উহারা নিরুদ্ধ হয়, তাহা দুঃখ বলিয়া তাহাদের সম্মত। (৭৬০)

"(পরংতু) সত্কায়ের উপরোধনই সুখ বলিয়া আর্যগণ কর্তৃক দৃষ্ট। তত্ত্বদর্শীদিগের ইহা সর্বলোক কর্তৃক (যাহা মনে করা হয়, তাহার) বিপরীত। (৭৬১)

'যাহাকে অপরে সুখ বলিয়া বলে, তাহাকে আর্যগণ দুঃখ বলিয়া বলে। (আর) যাহাকে অপরে দুঃখ বলিয়া বলে, তাহাকে আর্যগণ সুখ বলিয়া জানে। এই দুর্জ্ঞেয় ধর্মকে দেখ; অবিদ্বানগণ এখানে সংপ্রমূঢ়। (৭৬২)[৫]

সুতরাং নির্বাণ যে সুখ,—পরমসুখ, তাহা আর্যগণের বা বিদ্বানগণেরই

১। থের গাথা, ১৭২, ১৮৪
২। থেরীগাথা, ৪৭৬ (বাং ভা, ১৬৪) ৩। অংগুত্তরনি, [৪র্থং ৪১৪ পৃ]।
৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
৫। সুত্তনিপাত, ৭৫৯-৬২ (দ্বয়তানুপসসনা সুত্ত, ৩৬-৯)।

অভিমত, অপরের নহে। অপরে—অবিদ্বানগণ উহাকে দুঃখ বলিয়া মনে করে। ইহা ভাগবতগণেরও সম্পূর্ণ সংমত।

পরা শাংতি

ভাগবতধর্মের মতে, শাংতির পরম নিব্ঠা নির্বাণই।[১] সেই হেতু নির্বাণকে "পরা শাংতি"[২] "নৈব্ঠিকি শাংতি"[৩] ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাই বলা হয় যে যে ব্যক্তি অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া তথা নির্মম হইয়া, শাংত হয়, সেই ব্রহ্ম হইতে (বা নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হয়)।"[৪]

বৌদ্ধধর্মেও নির্বাণকে "শাংতিবরপদ"[৫] বা "শাংতপদ"[৬] বলা হয়। "সংতী তি নিব্বুতিং ঞাত্বা।"[৭] কথিত হয় যে ভিক্ষু,

"অধিগচ্ছে পদং সংতং সংখ্যারূপসমং সুখং"[৮]

'সংস্কারোপশম এবং সুখরূপ শাংতপদে অধিগমন করে।'

"ভাবয়িত্বান বোজঝংগে ইংদ্রিয়ানি বলানি।"

"পপ্পুষ্য পরমং সংতিং পরিনিব্বাতি অনাসবো তি।"[৯]

'বোধ্যংগসমূহ, ইংদ্রিয়সমূহ এবং বলসমূহকে ভাবনা করিয়া অনাস্রব হইয়া পরম শাংতি লাভ করে এবং পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়।'

ভাগবতধর্মের মতে, "যে ব্যক্তি সমস্ত কামসমূহ নিঃশেষে পরিত্যাগ করত, শরীরজীবনমাত্রার্থে বিচরণ করে, শরীরজীবনমাত্রেও নিস্পৃহ হয়, এইরূপে (সম্যক্) নির্মম তথা নিরহংকার হয়, সেই (পরা) শাংতি (=নির্বাণ) লাভ করে।"[১০] বুদ্ধও তাহা প্রকারাংতরে বলিয়াছেন,

"উদ্ধং অধো চ সব্বধি বিপ্পমুত্তো
অয়মহমস্মীতি অনানুপস্সী।

১। গীতা, ৬।১৫ এবং আচার্য শংকরের ভাষ্য।
২। ঐ, ৪।৩৯, আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ১৮।৬২
৩। ঐ, ৫।১২ ৪। ঐ, ১৮।৫৩
৫। মজ্ঝিমনি, [১৭২, ২৫৭ পৃ]; ৬। ইতিবুত্তক, ৮৭;
৭। সুত্তনিপাত; ৯৩৩ ৮। ধম্মপদ, ৩৬৮ (২৫।৯), ৩৮১ (২৫।২২)।
৯। থেরগাথা ৬৭২; আরও দ্রষ্টব্য—৩৬৭ ২, ৩৬৪.২, ৩৬৯ ২; আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ২১৯ ;
১০। গীতা, ২।৭১

এবং বিমুত্তো উদতারি ওঘং
অতীন্নপুব্বং অপুনব্ভবায়॥"

'ঊর্ধ্ব', অধ এবং (অপর) সমস্ত দিক্ হইতে যে বিপ্রমুক্ত (অর্থাত্ যে সম্যক্ নির্ভয়), তথা 'এই আমি আছি' বলিয়া যে অনুদর্শন করে না (অর্থাৎ সংপূর্ণ নিরহংকার)—যে এইরূপে (অহংতা ও মমতা হইতে) বিমুক্ত, সে অতীর্ণপূর্ব ওঘকে উত্তীর্ণ হয়, অপুনর্ভবকে লাভ করিতে সমর্থ হয়।

"এই জগতে তৃষ্ণা ও আসক্তি বিবর্জিত প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু অক্ষয় নির্বাণের অপর শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"[১]

'পটিসংভিদামগ্গে' আছে, উত্পাদ, প্রবর্ত, নিমিত্ত, দুঃখ, আয়ুহন ও প্রতিসংধি—ইহা আদিনবে জ্ঞান, আর অনুত্পাদ, অপ্রবর্ত, অনিমিত্ত, সুখ, অনায়ূহন ও অপ্রতিসংধি—ইহা শান্তিপদে জ্ঞান।"[২] বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'উত্পাদ', পূর্বকর্মহেতু এই সংসারে উত্পত্তি", 'প্রবর্ত'="তথা উত্পন্নের প্রবর্তন", 'নিমিত্ত="সর্বসংস্কার-নিমিত্ত" (="অতীত, অনাগত ও প্রত্যুত্পন্ন সংস্কারসমূহ"), আয়ূহন'="আয়তি, প্রতিসংধিহেতুভূত কর্ম", এবং 'প্রতিসংধি'="আয়তি, উত্পত্তি।"[৩]

অমৃত

ভাগবতধর্মে মুক্তিকে বিশেষভাবে 'অমৃত' বা 'অমৃতত্ব' বলা হয়।[৪] বুদ্ধ ও নির্বাণকে বিশেষভাবে 'অমৃত' বা 'অমৃতপদ' বা 'অমৃত ধাতু'[৫] বলিতেন। নির্বাণলাভের পর তিনি যে প্রথম উদ্গার করেন, তাহা এই যে "অমৃতং অধিগতং" (অর্থাৎ মৎকর্তৃক অমৃত অধিগত হইয়াছে)।[৬] ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া তাঁহার প্রথম পাঁচ শিষ্যকেও তিনি সেই কথাই বলেন। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,

---

১। সুত্তনিপাত, ২০৪ (বিজয়সুত্ত, ১২) (বাং ভা, ৩৭), আরও দ্রষ্টব্য—
সংতং পদমজ্ঝগমা মুনি,
পটিচ্চ-পরিনিব্বুতো কংখতি কালং॥"—(থেরগাথা ১২১৮)।
২। পটিসংভিদামগ্গ, [১খং, ৫২-পৃ]
৩। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২১ পরি [৬৪৯ পৃ];
৪। যথা দেখ, গীতা, ২।১৫, ১৩।১২, ১৪।২০
৫। ইতিবুত্তক, ৫১, ৭৩; মজ্ঝিমনি, [১খং, ৪৩৬ পৃ] (পরপৃষ্ঠায় ১ সংখ্যক টীকা)।
৬। বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ১।৬।১২

"হে ভিক্ষুগণ। আমি স্বয়ং মরণধর্মা হইয়া, মরণধর্মের দুষ্পরিণাম জানিয়া অমৃতকে, অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণকে পর্যেষণা করিয়া অমৃতকে,—অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণকে অধিগত হইয়াছি।"[১]

"যাহা কিছু রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত ও বিজ্ঞানগত (সংপর্কিত) ধর্ম আছে সেই সকলকে সে (ভিক্ষু) অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শল্য, ঘা, আবাধা, পর, প্রলোক (=নাশমান) শূন্য ও অনাত্মা বলিয়া দেখে। (অনংতর) সে ঐ সকল ধর্ম হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করত অমৃতধাতুর দিকে চিত্তকে একাগ্র করে, ইহা শাংত ও প্রণীত, যাহা কি এই সংস্কারসমূহের শমন, সমস্ত উপধির পরিত্যাগ, এবং তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ (রূপ) নির্বাণ। উহাতে স্থিত হইয়া আস্রবসমূহের ক্ষয়কে প্রাপ্ত হয়।"[২]

বুদ্ধের ধর্মকে "অমৃত প্রাপ্তির মার্গ"[৩] "অমৃতগামী মার্গ"[৪] বলা হয়। ব্রহ্মা সহংপতি উহাকে "অমৃতের দ্বার' বলেন,[৫] এবং বুদ্ধও তাহা স্বীকার করেন।[৬] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,

"প্রজ্ঞাতা সংবুদ্ধ সর্বলোককে অভিজ্ঞাত হইয়া নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য অমৃতের দ্বারকে খুলিয়া দিয়াছেন।"[৭]

"ক্ষেম এবং অমৃতগামী সত্যমার্গ (মৎকর্তৃক) অনুবুদ্ধ হইয়াছে।"[৮] বুদ্ধ অমৃতের এবং অমৃতগামী মার্গের উপদেশ করেন।[৯]

ভাগবতধর্মের মতে ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই অমৃতত্ব-প্রাপ্তি। কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"পরা হি সা গতি পার্থ যত্তদ্ব্রহ্ম সনাতনম্।
যত্রামৃতত্বমাপ্নোতি ত্যক্‌ত্বা দেহং সদা সুখী॥"[১০]

'হে পার্থ। যাহা সেই সনাতন ব্রহ্ম, (মনুষ্য) দেহ ত্যাগ করত যাহাতে অমৃতত্ব-

---

১। মজ্ঝিমনি, অরিয়পরিয়েসনসুত্ত (২৬) [১ খং, ১৬৭ পৃ; আরও দ্রষ্টব্য—১৬৩ পৃ]।

২। ঐ, মহামালংক্যসুত্ত (৬৪) [১ খং, ৪৩৫-৬ পৃ]।

৩। সংযুত্তনি [৫ খং, ৪০২ পৃ] ৪। ঐ, [৫ খং ৮পৃ]

৫। বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ, ১।৫।৭, মজ্ঝিমনি, অরিয়রিপরিয়েসনসুত্ত (২৬) [১খং, ১৬৮ পৃ] সংযুত্তনি, ব্রহ্মসংযুত্ত, ১।১ (আযাচনসুত্ত) [১খং, ১৩৭ পৃ]।

৬। বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ, ১।৫।১২, সংযুত্তনি, ব্রহ্মসংযুত্ত, ১।১ (আযাচনসুত্ত) [১ খং, ১৩৮ পৃ]।

৭। মজ্ঝিমনি, চূলগোপালকসুত্ত (৩৪) [১ খং, ২২৭ পৃ]।

৮। সংযুত্তনি, মারসংযুত্ত, ৩।৪ (সত্তবস্সসুত্ত) [১ খং, ১২৩ পৃ]।

৯। ঐ, [৪ খং, ৩৭০ পৃ], ১০। মহাভা, ১৪।১৯।৬০

লাভ করে এবং সদা সুখী হয়, তাহাই পরাগতি।’ সনাতন ব্রহ্মই প্রকৃত অমৃত, কেননা, উহাই অক্ষর ও অব্যয়। সুতরাং উহাকে প্রাপ্তিই প্রকৃত অমৃত-প্রাপ্তি।[১]

আর বুদ্ধের মতে, রাগ, দ্বেষ এবং মোহের ক্ষয়ই অমৃত। ‘সংযুত্তনিকায়ে’ বিবৃত আছে যে জনৈক ভিক্ষু একদা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘অমৃত কি? অমৃত-গামী মার্গ কোনটি? বুদ্ধ উত্তর করেন,

“হে ভিক্ষু। যাহা রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয়, এবং মোহ-ক্ষয়, তাহাকেই অমৃত বলে। এই আর্য অষ্টাংগিক মার্গই অমৃতগামী মার্গ। ·”[২]

স্থবির নাগসেন লিখিয়াছেন, বুদ্ধ ‘কায়গতস্মৃতি’কেও ‘অমৃত’ বলিতেন। “হে মহারাজ! ভগবান কর্তৃক অমৃত আখ্যাত হইয়াছে, যে অমৃত দ্বারা সেই ভগবান সদেবক লোককে অভিসিংচিত করেন, যেই অমৃত দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া দেব-মনুষ্যগণ জাতি, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস হইতে পরিমুক্ত হয়। সেই অমৃত কি? যাহা এই কায়গতস্মৃতি। তাহা হে মহারাজ। দেবাতিদেব ভগবান কর্তৃক ভাষিতও হইয়াছে,—হে ভিক্ষুগণ। তাহারা অমৃতকেই পরিভোগ করে, যাহারা কায়গতস্মৃতিকে পরিভোগ করে।”[৩]

অপুনর্ভব

নির্বাণকে যেমন ভাগবতধর্মে, তেমন বৌদ্ধধর্মেও ‘অপুনর্ভব’ও বলা হইয়া থাকে। বুদ্ধ বলেন,

“অপুনর্ভবার্থ মার্গ লাভ করিয়া ভূরিপ্রজ্ঞ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে না।”[৪]

১। “বয়োঽতীতো জরামৃত্যু জিত্বা ব্রহ্ম সনাতনম্।
অমৃতং তদবাপ্নোতি যত্তদক্ষরমব্যয়ম্॥”
—(মহাভা, ১২।২১৫।২৭)

আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ১২।২১৬।১৯

২। সংযুত্তনি, মগ্গ-সংযুত্ত, (৪৫।৭।৪) [৫ খং, ৮ পৃ]
আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, অসংখত-সংযুত্ত, (৪৩।২৫) [৪ খং, ৩৭০ পৃ]।

৩। মিলিংদপ্রশ্ন, [ট্রেংকনের সং, ৩৩৫-৬ পৃ]; উদ্ধৃত বচন ‘অংগুত্তরনিকায়ের [১ খং, ৪৩ পৃ]।

৪। ঐ, ব্রাহ্মণসংযুত্ত, উপাসকবগ্গ, উদয় (৭।২।২।৬) [১ খং, ১৭৪ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—[৪ খং, ৪৪ পৃ]।

"যাহার রাগ, দ্বেষ এবং অবিদ্যা বিরাজিত (=বিনষ্ট) হইয়াছে, সে এই সমুদ্রকে—যাহা সগাহ, সরাক্ষস, সোর্মিভয় এবং দুস্তর, উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে নিরুপধি এবং মৃত্যুংজয়ী হইয়া, দুঃখ প্রহাণ করত, এই সংগাতিকে অপুনর্ভবার্থ অস্তগত হইয়াছে। তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায় না ("ন পমাণমেতি")। আমি বলি সে মৃত্যুরাজাকে মোহিত করিয়াছে,—ইহা আমি বলি।"[১]

নির্বাণপ্রাপ্ত কোন কোন ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী তাঁহাদের অনুভব প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পুনর্ভব হইবে না।

"অসংখ্য কল্পসমূহে সত্কায়াদিগত আছি। এই সমুস্রয় (=দেহ) উহাদের পশ্চিমক, চরম। ইদানীং জাতি-মরণ-সংসার নাই, পুনর্ভব নাই।"[২]

"মত্কর্তৃক ক্লেশসমূহ বিনাশিত হইয়াছে, সর্বভবসমূহ সমূহত হইয়াছে। জাতিসংসার বিক্ষীণ হইয়াছে। পুনর্ভব ইদানীং নাই।"[৩]

"সেই ভগবান আমার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। এই সমুচ্ছ্রয় অংতিম, জাতি-মরণ-সংসার বিক্ষীণ হইয়াছে। পুনর্ভব ইদানীং নাই।"[৪]

পুনর্ভব হইবে না বলিয়া যেই দেহে নির্বাণ লাভ হয়, উহা অংতিম বা চরম দেহ। যাহা হউক, তাহাতে বলা হয় যে, "ভবনিরোধো নিব্বাণং ('নির্বাণ ভব-নিরোধই)।[৫] যাঁহার ভবনিরোধ হইয়াছে তাঁহাকে "ক্ষীণ-পুনর্ভব"ও বলা হয়।[৬]

পুনর্ভব হয় না বলিয়া ক্ষীণাস্রব অর্হতের দেহত্যাগের পর দেবমনুষ্যাদি গতি-সমূহের কোনটি লাভ হয় না। তাই বলা হয় যে, তাঁহার গতি নাই ("যেসং গতি নত্থি")[৭], তাঁহার গতি কেহ জানে না।[৮] সুথবির বিজয় বলিয়াছেন,

> "যস্সাসবা পরিক্খীনা আহারে চ অনিস্সিতো।
> সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো।
> আকাশে সকুংতানং পদং তস্স দুরন্নয়ং তি॥"[৯]

১। ঐ, সভায়তন সংযুত্ত, সমুদ্দবগ্গ, (৩।।৮৯।২) [৪ খং, ১৫৮ পৃ]।

২। থেরগাথা, ২০২ (কুমার কাশ্যপ)।

৩। ঐ, ৬৭ (একধর্মসরণীয় থের); আরও দ্রষ্টব্য—৩৩৯ (বট্ঠ)।

৪। থেরীগাথা, ২২ (জংতি), ১৬০ (মহাপ্রজাপতিগোতমী), আরও দ্রষ্টব্য—৪৭ (অন্যতরা উত্তমা)।

৫। অংগুত্তরনি [৫ খং, ৯, ১০ পৃ], সংযুত্তনি [২ খং, ১১৭, ১১৯ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—অংগুত্তরনি, [৫ খং, ৬৪ পৃ], সংযুত্তনি, [৪ খং, ৩৮৯, ৩৯০ পৃ]।

৬। সুত্তনিপাত; ৫১৪, ৬৫৬ ৭। ঐ, ৪৯৯

৮। ঐ, ৬৪৪; ধম্মপদ, ৪২০ ৯। থেরগাথা, ৯২, ধম্মপদ ৯৩ (৭।৪)।

'যাহার আস্রবসমূহ পরিক্ষীণ হইয়াছে এবং যে আহারে (=নূতন আস্রব আহরণে) অনিশ্রিত, তথা শূন্যত ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাহার গোচরীভূত হইয়াছে, তাহার পদ, আকাশে পক্ষিগণের পদের ন্যায়, দুরন্বয়।' তাই আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, "গতিবিপ্পমোক্খং পরিনিব্বাণং" ('গতি-বিপ্রমোক্ষই পরিনির্বাণ')।[১]

"পটিসংভিদামগ্গে' আছে,

"অপ্পটিসংধি নিব্বানং তি অভিঞ্ঞেয্যং", 'অগতি নিব্বানং'তি অভিঞ্ঞেয্যং, 'অনিব্বত্তি নিব্বানং'তি অভিঞ্ঞেয্যং, 'অনুপপত্তি নিব্বানং'তি অভিঞ্ঞেয্যং, 'অজাতি নিব্বানং'তি অভিঞ্ঞেয্যং,"[২]

'অপ্রতিসংধিই নির্বাণ'—ইহা অভিজ্ঞেয়, 'অগতিই নির্বাণ'—ইহা অভিজ্ঞেয়, 'অনির্বৃত্তিই নির্বাণ'—ইহা অভিজ্ঞেয়, 'অনুপপত্তিই নির্বাণ'—ইহা অভিজ্ঞেয়, 'অজাতিই নির্বাণ'—ইহা অভিজ্ঞেয়।"

বুদ্ধ কোন সময়ে বৎস গোত্র পরিব্রাজককে বলেন,

"হে বৎস! যেমন অগ্নি স-উপাদান হইলেই জ্বলে, অনুপাদান (জ্বলে) না, সেই প্রকারই হে বৎস! আমি সোপাদানের উত্পত্তি প্রজ্ঞাপন করি, অনুপাদানের নহে।"[৩]

সংজ্ঞা-নিরুক্তি

অমৃত সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? তাৎপর্য কি? তাহা আমরা অন্যত্র বেদের আধারে প্রদর্শন করিয়াছি।[৪] 'ন মৃত'=অমৃত, অর্থাৎ যাহা পাইলে বা যে অবস্থা লাভ করিলে মানুষ আর মৃত হয় না বা পুনর্বার মৃত হইবে না, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহাই অমৃত। সুতরাং অমৃত সংজ্ঞা মৃত্যু সাপেক্ষ এবং তদ্বিরোধী। বৌদ্ধশাস্ত্রেও তাহা দেখা যায়। যথা, 'পটিসংভিদামগ্গে' উক্ত হইয়াছে যে

"মরণং দুক্খং অমৃতং সুখং"[৫]

'মরণ দুঃখ, অমৃত সুখ।'

১। সুত্তনিপাত, ৩৬৮ (টীকা) ২। পটিসংভিদামগ্গ [১ খং, ১৪ পৃ]।
৩। সংযুত্তনি, (৪৪।৯।১৩) [৪ খং, ৩৯৯ পৃ]।
৪। 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী', ১ম ভাগ (বেদে অদ্বৈতবাদ), ১১৯ পৃষ্ঠা।
৫। পটিসংভিদামগ্গ [১ খং, ১২ পৃ]।

"মরণং ভয়ং অমৃতং খেমং"[১]

'মরণ ভয়, অমৃত ক্ষেম।' ইহা বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধ 'নির্বাণে'র অর্থও তাহাই। বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, "জাতিমরণস্স অংতং নাম নিব্বাণং বুচ্চতি" ('জন্ম-মরণের অংতকে নির্বাণ নামে বলে')।[২]

অমৃত ব্রহ্মলোক

বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্রহ্মলোককেও কখন কখন 'অমৃত' বিশেষণ-বিশিষ্ট করা হইয়াছে, উহাকে "অমৃত ব্রহ্মলোক" বলা হইয়াছে। যথা দীঘনিকায়ে'র 'মহাগোবিংদসুত্তে' বিবৃত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ মহাগোবিংদ ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন।

"কোথায় থাকিয়া এবং কি অভ্যাস করিয়া মনুষ্য অমৃত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়?" ব্রহ্ম সনৎকুমার উত্তর করেন,

"হে ব্রাহ্মণ। মনুষ্যগণে মমত্ব ছাড়িয়া, একোদিভূত[৩] করুণাধিমুক্ত, নিরামগংধ[৪] এবং মৈথুন বিরত হইয়া,—এই প্রকার শিখিয়া এবং এই প্রকার স্থিত থাকিয়া মনুষ্য অমৃত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।"[৫]

ব্রহ্মার নিকট উপদেশ প্রাপ্তির পর মহাগোবিংদ সংসারে বিরক্ত হইয়া

১। ঐ, [১ খং, ১৩ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, [২ খং, ২৪১ পৃ]
"অপ্পমাদং অমতং পদং পমাদো মচ্চুনোপদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ংতি যে পমত্তা যথা মতা॥"—(ধম্মপদ, ২১ (২।১)।

২। সুত্তনিপাত, ৪৬৭ (ভাষ্য) [পরমত্থজোতিকা ৪০৭ পৃ]।

৩। 'একোদিভূত' সংজ্ঞার অর্থ 'সকলের প্রতি মমত্ব পরিত্যাগ করিয়া সকলের নিকট হইতে দূরে গিয়া একাংতীভূত বা একাংতে বাস-পরায়ণ' বলিয়া মনে হয়। কেননা, এই বচনের পরে ব্রহ্মা মহাগোবিংদকে বলেন, "আমি জানি তুমি মমত্ব ছাড়িয়াছ। আমি জানি তুমি সব হইতে একেলাও হইয়াছ। কোন কোন মনুষ্য বিবিক্ত স্থানে বাস করে; অরণ্যে, বৃক্ষের নীচে, পর্বত-কংদরে, পাহাড়ের গুহায়, শ্মশানে, জংগলে, খোলা ময়দানে, কিংবা খড়ের গাদায় বাস করে। আমি জানি তুমিও ঐপ্রকার একাংত স্থানে বাস কর।"

৪। ব্রহ্মা বলেন, ক্রোধ, মিথ্যাভাষণ, বংচনা, মিত্রদ্রোহ, কৃপণতা, অভিমান, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, বিচিকিৎসা, পরপীড়া, লোভ, দ্বেষ, মদ এবং মোহ—এই সকল 'আমগংধ' বলিয়া অভিহিত হয়, কেননা, নারকীয় লোক ব্রহ্মলোক হইতে নিপতিত হইয়া ঐ সকলে যুক্ত হইয়া দুর্গংধকে প্রাপ্ত হয়। (১৫-৬ শ্লোক) আরও দ্রষ্টব্য—'সুত্তনিপাত', ২৪২-৮ (আমগংধসুত্ত, ৪-১০) (বুদ্ধের মত)। যহার ঐসকল নাই, সে 'নিরামগংধ'।

৫। দীঘনি, মহাগোবিংদসুত্ত (১৯) [২ খং, ২৪১ পৃ]।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার বহু শিষ্য হয় তিনি উহাদিগকে ব্রহ্মলোকের ঐ মার্গ উপদেশ করিতেন। উহাদের মধ্যে যাহারা তদুপদিষ্ট ধর্ম যথার্থত জানিয়াছিল, তাহারা দেহত্যাগের পর সুগতি প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভাগবতধর্মের মতে, যাহারা দেহত্যাগের পর দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহারা আর ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করে না। সুতরাং তাহারা পুনর্মৃত্যুকে জয় করে, অমৃত হয়। সেই কারণে ব্রহ্মলোককে অমৃত বলা যায়। তাহারা তথা হইতে প্রকৃত মুক্তি বা অমৃত লাভ করে। এই কারণেও অমৃতের সন্নিকৃষ্ট বলিয়াও, ব্রহ্মলোককে 'অমৃত' বিশেষণ দেওয়া যায়। পরন্তু ব্রহ্মলোক বস্তুত অমৃত নহে; কেননা, উহা সৃষ্টি প্রলয়ের অধীন।

কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে ব্রহ্মলোককে 'অমৃত বলা যায় কি প্রকারে? কেননা, ঐ সুত্তেই পবিব্কার উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মলোক হইতে পতন হয়,—"নারকীয় লোক ব্রহ্মলোক হইতে নিপতিত হইয়া ঐ সকলে (আমগন্ধসমূহে) যুক্ত হইয়া দুর্গন্ধকে প্রাপ্ত হয়।" ঐ আখ্যায়িকা বিবৃতির পর বুদ্ধ বলেন যে তিনিই পূর্বজন্মে ঐ মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনিই শ্রাবকগণকে ব্রহ্মলোকের মার্গ উপদেশ দিতেন। তাঁহার "ঐ ব্রহ্মচর্য নির্বেদার্থ ছিল না, বিরাগার্থ ছিল না, নিরোধার্থ ছিল না, উপশমার্থ ছিল না, অভিজ্ঞার্থ ছিল না, সংবোধ্যর্থ ছিল না, এবং নির্বাণার্থ ছিল না। উহা কেবল ব্রহ্মলোক প্রাপত্যর্থই ছিল।" তাহাতেও সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি, বৌদ্ধধর্ম মতে, নির্বাণ বা অমৃত নহে।

তবে বৌদ্ধ মতে, ব্রহ্মলোক এক নহে (—যেমন ভাগবতধর্মে মানা হয়) বহু, সর্বসমেত ২০টি; তন্মধ্যে ১৬টি রূপব্রহ্মলোক, আর ৪টি অরূপব্রহ্মলোক। রূপব্রহ্মলোকের ৯টি 'সাধারণ ব্রহ্মলোক', ৫টি 'শুদ্ধাবাস', ১টি 'অসঞ্জসত্ত্ব' এবং ১টি 'বৃহৎ ফল' নামে কথিত হয়।[১] শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকসমূহ, রূপব্রহ্মলোকের উর্ধ্বতম স্তরসমূহ, সর্বোচ্চ স্তর 'অকনিষ্ঠ ভবন' নামে খ্যাত। বুদ্ধ বলেন, যাহারা শুদ্ধাবাস লোকসমূহে গমন করে তাহারা আর ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করে না; অপর সকল লোক হইতে ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।[২] আবার তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,

---

১। *Dictionary of Pali Proper Names, Vol-II, pp 336 ff* (ব্রহ্মলোক)

২। মজ্ঝিমনি, মহাসীহনাদসুত্ত (১২) [১ খং

"যে চ রূপূপগতা সত্তা যে চ অরূপট্‌ঠায়িনো।
নিরোধং অপ্‌পজানংতা আগংতারে পুনব্‌ভবম্‌॥
যে চ রূপে পরিক্র্‌ঞায় অরূপেসু অসংঠিতা।
নিরোধে যে বিমুচ্‌চংতি তে জনা মচ্চুহায়িনো॥"[১]

'জাতকে দেখা যায়, বকব্রহ্মা পূর্বে মনুষ্য ছিলেন এবং সাধনার ফলে দেহাংতে ব্রহ্মলোকে জন্মপ্রাপ্‌ত হন, ব্রহ্মা হন। তিনি প্রথমে 'বৃহত্‌ফল' নামক ১০ম রূপ-ব্রহ্মলোকে' জন্মেন। অনংতর 'শুভ-কৃত্‌স্ন' নামক ৯ম রূপ ব্রহ্মলোকে। তথা হইতে চ্যুত হইয়া 'আভাস্বর ব্রহ্মলোকে' উত্‌পন্ন হন। তিনি উপরের ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া তথায় আসিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হন এবং সেই কারণে মনে করিতে লাগিলেন যে "ব্রহ্মলোকই নিত্য ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল, ব্রহ্মলোক হইতে লোকাংতরে গমন বা নির্বাণ নামক কোন পদার্থ নাই, 'এ ধাম নিত্য ধ্রুব, শাশ্বত, ইহাই কৈবল্য-ধাম, ইহার পরিবর্তন নাই, ইহার আদি নাই, অবনতি নাই, ধ্বংস নাই, ইহা অবস্থাংতর প্রাপ্‌ত হয় না, পুনরুত্‌পন্নও হয় না। এই লোক প্রাপ্‌তিই নির্বাণ, ইহা অপেক্ষা ঊর্ধ্বতর কোন গতি নাই।" কথিত হইয়াছে যে বুদ্ধ বক ব্রহ্মার ঐ ভ্রম ভাংগেন। তিনি বুঝাইয়া দেন যে অবিদ্যা দ্বারা আচ্‌ছন্ন হইয়াই তিনি ঐ প্রকার মনে করিতেন।[২]

নির্বাণের স্বরূপ

এইরূপে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে বুদ্ধের মতে নির্বাণ দুঃখাভাব, নিরুপাধি, সুখ, অমৃত এবং অপুনর্ভব। উহার অপর বর্ণনাও আছে। 'পটিসংভিদামগ্‌গে' উক্ত হইয়াছে যে সম্যক্‌ত্ব-নিয়ামকে অবক্রমণ না করিয়া কেহ নির্বাণ লাভ করিতে পারে না। আনুলোমিক ক্ষাংতি সমন্বাগত না হইলে কেহ সম্যক্‌ত্ব-নিয়ামকে অবক্রমণ করিতে পারে না। পংচস্কংধকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ ইত্যাদি বলিয়া দর্শন করিলেই আনুলোমিক ক্ষাংতি লাভ হয়, অন্যথা নহে। পংচস্কংধের প্রতি

১। ইতিবৃত্তক, ৭৩, এই বচনের প্রথমার্ধ ঈষৎ পাঠাংতে ভিক্ষুণী চালাও বলিয়াছেন,—
"যে চ রূপূপগা সত্তা যে চ আরূপ্‌পট্‌ঠায়িনো।
নিরোধং অপ্‌পজানংতা আগংতারো-পুনব্‌ভবং তি॥"
—(সংযুত্তনি, ভিক্‌খুনীসংযুত্ত, ৬ (চালাসুত্ত) [১ খং, ১৩৩ পৃ]।

২। বক-ব্রহ্মা-জাতক (৪০৫) [বংগভাষাংতর, ৩ খং ২০৪-৬ পৃ]।

ঐ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি হইতে পংচস্কংধের নিরোধ, নির্বাণের স্বরূপও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যথা পংচস্কংধকে অনিত্য দর্শন করিলে উহার নিরোধ নির্বাণ হইবে নিত্য, পংচস্কংধকে দুঃখ দর্শন করিলে উহার নিরোধ নির্বাণ হইবে সুখ। এইরূপে,

পংচস্কংধকে দর্শন করিলে	নির্বাণ হয় [১]
রোগ .	আরোগ্য
অঘ	অনঘ
চল	অচল
অধ্রুব	ধ্রুব
শূন্য	পরমশূন্য
অনাত্মা	পরমার্থ
অসার	সার
সংস্কৃত	অসংস্কৃত
জাতিধর্মা ...	অজাত
মরণধর্মা ..	অমৃত

স্থবিরা সুমেধা বলিয়াছেন, "বায় সুজরা", "সর্বত্র সর্বজাতিসমূহ মরণ-ব্যাধি-গৃহীত" আর নির্বাণ অজর।[২]

"ইদমজরমিদমমরং ইদমজরামরণ-পদমসোকং।
অসপত্তমসংবাধং অখলিতমভয়ং নিরুপতাপং॥"[৩]

'ইহা অজর। ইহা অমর। ইহা অজরা-মরণ-পদ, অশোক, অসপত্ন, অসংবাধ, অস্খলিত, অভয় ও নিরুপতাপ।

প্রজ্ঞালাভ

বুদ্ধ বলেন নির্বাণ-প্রাপ্ত ব্যক্তি এই পরম জ্ঞান লাভ করে যে, "জন্ম শেষ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পূর্ণ হইয়াছে, যাহা করণীয় ছিল তাহা কৃত হইয়াছে, অপর কিছু করিবার বাকী নাই।"[৪]

১। পটিসংভিদামগ্গ [২ খং, ২৩৮-২৪১ পৃ] ২। থেরীগাথা, ৫১১
৩। ঐ, ৫১২ ৪। দীঘনি, সামঞ্ঞফলসুত্ত (২) [১ খং], ইত্যাদি।

"বিমুক্ত হইলে (এই) জ্ঞান হয় যে 'আমি বিমুক্ত ; (আমাব) জনম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য-বাস শেষ হইয়াছে, যাহা কবণীয় ছিল তাহা কৃত হইয়াছে, অপব কিছু কবিবার বাকী নাই।' ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানে।"[১]

উহাকে বুদ্ধ "পবম আর্য প্রজ্ঞা" বলিতেন। উহাকে "আজ্ঞা"ও বলা হয়। যথা, 'মজ্ঝিমনিকাযে' উক্ত হইয়াছে যে,

"ঐসমযে বহু ভিক্ষু ভগবানেব নিকট (আপন আপন) আজ্ঞা ব্যাখ্যা কবেন,—'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে ; ব্রহ্মচর্য পূর্ণ হইয়াছে, যাহা কবণীয় ছিল তাহা কৃত হইয়াছে, আর কিছু কবিবার বাকী নাই—ইহা আমি জানি।"[২]

"ভগবান ইহা বলিলেন, '(যদি কোন) ভিক্ষু আজ্ঞা ঘোষণা কবে, 'জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য-বাস পূর্ণ হইয়াছে, যাহা করণীয় ছিল তাহা কৃত হইয়াছে, আব কিছু কবিবাব বাকী নাই—আমি ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানি।" ইত্যাদি।[৩]

ঐ পবম প্রজ্ঞা-লাভকে বুদ্ধ "ভিক্ষুব বল" বলিতেন।

"হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষুব বল কি ?

"হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু আস্রবসমূহেব ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাত্কাব করিযা, উপসংপন্ন হইয়া বিহাব কবে। ইহাই হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুব বল। হে ভিক্ষুগণ। আমি অপর একটিও বল দেখি না, যাহা এই প্রকাবে মাব-বলকে জয় কবিতে পাবে।"[৪]

ঐ পবমপ্রজ্ঞা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুব সতত থাকে। যথা, সংদক পরিব্রাজক আনংদকে জিজ্ঞাসা কবেন,

"ভো আনংদ! যিনি অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু, তাঁহার কি চলিতে ও বসিতে, শুইতে ও জাগিতে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) নিবংতব এই জ্ঞানদর্শন উপস্থিত থাকে,—"আমার আস্রবসমূহ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে ?"

আনংদ উত্তর কবেন,

"তবে সংদক। তোমার জন্য এক উপমা দিতেছি। (কেননা) উপমাদ্বারাও

১। মজ্ঝিমনি, চূলবাহুলোবাদসুত্ত (১৪৭) [৩ খং, ২৮০ পৃ]; ছদ্দকসুত্ত (১৪৮) [৩ খং, ২৮৭ পৃ]।

২। ঐ, সুনক্খত্তসুত্ত (১০৫) [২ খং, ২৫২ পৃ]।

৩। ঐ, ছব্বিসোধনসুত্ত (১১২) [৩ খং, ২৯ পৃ]।

৪। দীঘনি, চক্কবত্তিসীহনাদসুত্ত (২৬) [৩ খং, ৭৮ পৃ]।

কোন কোন বিজ্ঞ পুরুষ (বক্তাব) উক্তিব তাৎপর্য বুঝিয়া লয়। হে সংদক! কোন পুরুষেব হাত পা যদি কাটিয়া যায়, তবে তাহাব চলিতে ও বসিতে, শুইতে ও জাগিতে, নিরংতব (জ্ঞান হয় যে) আমাব হাত-পা কাটিয়া গিয়াছে।' সেই প্রকাব হে সংদক। যিনি অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু, তাঁহাব চলিতে ও বসিতে, শুইতে ও জাগিতে, নিবংতব এই জ্ঞানদর্শন উপস্থিত থাকে, 'আমার আস্রবসমূহ ক্ষয় হইযা গিয়াছে'।"[১]

বৌদ্ধশাস্ত্রে উক্ত ঐ প্রজ্ঞালাভ যোগশাস্ত্রে উক্ত প্রজ্ঞালাভেব সহিত তুলনীয়।"[১] যোগশাস্ত্রে উক্ত হয যে কৈবল্য প্রাপ্ত যোগী সাত প্রকার চবমাবস্থাগত প্রজ্ঞা লাভ কবে। উহাবা এই,—

(১) হেয (বা অনাগত দুঃখ) পবিজ্ঞাত হইবাছে, ঐ বিষবে অন্য কিছুই পবিজ্ঞেয় নাই।

(২) হেয়হেতু সকল ক্ষয় কবা হইয়াছে, উহাদের কিছুই ক্ষয় কবিবার অবশেষ নাই।

(৩) নিবোধ সমাধি দ্বাবা হান সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে।

(৪) হানোপায় বিবেক খ্যাতি ভাবিত হইয়াছে।

(৫) যাহা কিছু কবিবাব ছিল, তৎসমস্তই চিত্ত কবিয়াছে, উহার কিছুই আব করিবার জন্য অবশেষ নাই।

(৬) উহাব গুণসমূহ স্ব স্ব কাবণে প্রলয়োন্মুখ হইয়া তত্সহ অস্তগমন করিতেছে, যেহেতু উহাদেব অপব কোন প্রয়োজন থাকে না, সেইহেতু প্রবিলীন উহাদেব পুনঃ উত্পাদ হয় না।

(৭) "ঐ অবস্থায পুরুষ গুণসংবন্ধাতীত, স্বরূপমাত্রজ্যোতি, অমল এবং কেবলী হয়।"

ইহাদেব প্রথম চাবিটিকে "প্রজ্ঞা-বিমুক্তি", আব বাকী তিনটিকে "চিত্ত-বিমুক্তি" বলা হয়।"[২]

ইহদেহে লভ্য

প্রাচীন ভাগবতধর্মেব ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও মানা হয যে মনুষ্য ইহসংসাবে ইহদেহে বর্তমান থাকিতেই মুক্তি লাভ কবিতে পারে। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

১। মজ্ঝিমনি, সংদকসুত্ত (৭৬)।
২। দ্রষ্টব্য—যোগদর্শন, ২।২৭ এবং ব্যাসকৃত উহাব ভাষ্য।

"হে শারিপুত্র। আমি নির্বাণকে প্রকৃষ্টরূপে জানি, নির্বাণগামী মার্গকেও (প্রকৃষ্টরূপে জানি)। নির্বাণগামিনী প্রতিপদে যে প্রকারে আরূঢ় হইলে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে, অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই ('দিট্‌ঠেব ধম্মে' অর্থাৎ) ইহশরীরেই[১] ইহসংসারে স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া উপসংপন্ন হইয়া বিহার করে, তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি।"[২]

তিনি তাহাই জগতে প্রচার করেন। প্রথম ধর্মচক্রপ্রবর্তন সময়ে তিনি বলেন,

"আমি অনুশাসন করিব, আমি সেই ধর্ম উপদেশ করিব, যথানুশিষ্ট তথাপ্রতিপদ্যমান হইয়া (তোমরা) অচিরেই, যাহার উদ্দেশ্যে কুলপুত্রগণ সম্যক্-ভাবেই আগার হইতে অনাগারিকে প্রব্রজ্যা করে, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য পর্যবসানকে (=নির্বাণকে) দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিবে।"[৩]

পরেও তিনি সময় সময় অপর কাহাকেও সেই প্রকার বলেন। যথা, সকুল উদায়ী পরিব্রাজককে বুদ্ধ বলেন,

"আরও দেখ, উদায়ী, শ্রাবকদিগের প্রতিপদ মৎকর্তৃক আখ্যাত হইয়াছে, যথা প্রতিপন্ন হইয়া আমার শ্রাবকগণ আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করে।"[৪]

ন্যগ্রোধ-পরিব্রাজককে তিনি বলেন,

"হে-ন্যগ্রোধ। যে সকল অকুশলধর্ম, অপ্রহীন থাকিলে, ক্লেশসমূহ উৎপন্ন

১। "'দিট্‌ঠেব ধম্মে' তি পচ্চক্‌খমেব ইমসমিং যেব অত্তভাবে তি বা অত্থো"। (বুদ্ধঘোষ)

দ্রষ্টব্য— "দিট্‌ঠেব ধম্মে লভতে পসংসং
সগ্‌গং চ সো যাতি সরীরভেদা॥"
—(ধজবিহেঠ জাতক (৩৯১ সংখ্যক))

"দিট্‌ঠেব ধম্মে পসংসা সাংপরায়ে চ সুগ্‌গতি।"
—(বিঘাস জাতক (৩৯৩ সংখ্যক))

২। মজ্‌ঝিমনি, মহাসীহনাদসুত্ত (১২) [১ খং, ৭৩-৪ পৃ]।

৩। ঐ, অরিয়পরিয়েসনসুত্ত (২৬) [১খং, ১৭২ পৃ], বিনয়পিটক।

৪। মজ্‌ঝিমনি, মহাসকুলউদায়ীসুত্ত (৭৭) [২ খং, ২২ পৃ]।

করিবা থাকে, (সেই কাবণে যেগুলি) আবাগমনেব কাবণভূত, সর্বপ্রকাব পীড়াপ্রদ, দুঃখপরিণামবান, জাতি-জবা-মবণেব কারণ, উহাদিগকে প্রহাণার্থই আমি ধর্মোপদেশ কবি, যাহাতে প্রতিপন্ন ব্যক্তিগণেব ক্লেশপ্রদ ধর্ম বিনষ্ট হয়, আব শুদ্ধধর্ম বৃদ্ধি পায ; এবং (তাহাবা) প্রজ্ঞাব পূর্ণতাকে, বিপুলতাকে স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইযা, সাক্ষাৎকাব কবিয়া, উপসংপন্ন হইযা বিহাব কবে।"[১]

সেই কাবণে বুদ্ধ বলেন যে, তাঁহাব ভিক্ষু

"আস্রবসমূহেব ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই ('দিট্ঠেব ধম্মে') স্বযং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাত্কাব কবিয়া, উপসংপন্ন হইযা বিহাব কবে।"[২]

"লোকে কোন কিছুকে উপাদান কবে না। উপাদান না কবাতে পরিত্রাস পায় না। পবিত্রাস না পাওয়াতে এই শবীরেই ('পচ্চত্তঞ্ঞেব') পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হব। (সে) প্রকৃষ্টরূপে যে জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত হইয়াছে, কর্তব্য কৃত হইয়াছে, আব কোন (কর্তব্য) এখন অবশিষ্ট নাই।"[৩]

'ইধ ভিক্খবে ভিক্খু নিব্বানে সুখানুপস্সী বিহবতি সুখসঞ্ঞী সুখপটি সংবেদী সততং সমিতং অব্বোকিণ্ণং চেতসা অধিমুচ্চমানো পঞ্ঞায পবিযোগাহমানো তি।"[৪]

শাবিপুত্র বলিযাছেন, আর্যশ্রাবক

"দিট্ঠে ধম্মে দুক্খস্স অংতকবো হোতি"[৫]

দৃষ্টধর্মে দুঃখেব অংতকাবী হয়।'

'ধম্মপদে' আছে, মনুষ্য ইহলোকে থাকিতেই অমৃতপদকে দর্শন কবিতে পাবে, 'অমৃতজ্ঞ হইতে পাবে', অমৃতে অবগাহন কবিতে পাবে।

এই সকল কথাব কথা মাত্র নহে। তাহাব বাস্তব দৃষ্টাংতও বহু আছে।

১। দীঘনি, উদুম্বরিকসীহনাদসুত্ত (২২) [৩ খং, ৫৭ পৃ]।

২। ঐ, মহালিসুত্ত, (৬) [১ খং, ১৭৬ পৃ], কস্সপসীহনাদসুত্ত (৮) [১ খং, ১৬৯ পৃ], ইত্যাদি।

৩। মজ্ঝিমান, চুলতণহাসংখয়সুত্ত (৩৭) [১ খং, ২৫৫-৬ পৃ]; আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ধাতুবিভংগসুত্ত (১৪০) [৩ খং, ২৪৪ পৃ]; সংবুত্তনি [৩ খং, ৫৪, ৫৫ পৃ]; ইত্যাদি।

৪। 'কথাবত্থু'তে (৯।১৪) ধৃত 'ভগবদ্বচন', 'সুত্তংত'।

৫। ঐ, সম্মাদিট্ঠিসুত্ত (৯) [১ খং. ৫৮ পৃ]; আবও দ্রষ্টব্য—ঐ, [৩ খং, ২৮৫ পৃ]।

যথা, তাঁহাব ভিক্ষুগণকে বুদ্ধ বলেন যে, তাঁহার প্রথম ধর্মোপদেশ শুনিয়া পংচবর্গীয় ভিক্ষু অচিরেই নির্বাণ লাভ করেন।

"হে বাজকুমার। তখন পংচবর্গীয় ভিক্ষু মৎকর্তৃক এই প্রকাবে উপদেশিত, অনুশাসিত হইয়া অচিরেই যাহার উদ্দেশ্যে কুলপুত্রগণ সম্যক্ভাবে আগার হইতে অনাগাবিকে প্রব্রজ্যা কবে, সেই অনুত্তব ব্রহ্মচর্য-পর্যবসান দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাত্কার কবিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার কবিতে লাগিল।"[১]

বৎসগোত্র পবিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবেন,

"হে গৌতম। আপনাব গৌতমেব একটিও শ্রাবক ভিক্ষু আছে কি, যে আস্রবসমূহেব ক্ষয়ে অনাস্রব চিতত্বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকার কবিষা, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিতেছে?"

বুদ্ধ উত্তব কবেন,

"বৎস। (কেবল) একটি নহে শ'ই; শ'ই নহে, দুই শ', দুই শ'ই নহে, তিন শ', তিন শ'ই নহে, চার শ'; চাব শ'ই নহে, পাঁচ শ' নহে, ববং (তদপেক্ষাও) অধিকই আমাব শ্রাবক ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকাব কবিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহাব কবিতেছে।"

পরিব্রাজক অনংতব বুদ্ধের শ্রাবিকা ভিক্ষুণী সংবংধে ঠিক্ সেই প্রশ্ন কবেন এবং বুদ্ধও ঠিক সেই উত্তর দেন।[২] বৌদ্ধ 'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা' ঐ প্রকাব নির্বাণ প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণের বাণীর সংগ্রহ।

বুদ্ধ (গৌতম) আরও বলিযাছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী "ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সংবুদ্ধদিগের" শিষ্যগণেব মধ্যে আরও বহুসংখ্যক ভিক্ষু সেই প্রকাব নির্বাণ প্রাপ্ত অর্হৎ হইবাছিলেন। যথা, ভগবান বিপশ্যীব তিন "শিষ্য-সম্মেলন" ছিল। উহাদেব একটিতে ৬৮ লাখ ভিক্ষু ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে একলাখ, এবং তৃতীয়টিতে ৮০ হাজাব ভিক্ষু ছিলেন। তাঁহাদের সকলেই অর্হৎ ছিলেন। ভগবান শিখীব ১ লাখ, ৮০ হাজার ও ৭০ হাজাব ভিক্ষুব তিন শিষ্য সম্মেলন ছিল। তাঁহাদেব সকলেই অর্হৎ ছিলেন। ইত্যাদি। আব তাঁহার, বুদ্ধ গৌতমেব, কেবল একই

১। মজ্ঝিমনি, বোধিরাজকুমারসুত্ত (৮৫) [২খং, ৯৪ পৃ]।
২। মজ্ঝিমনি, মহাবচ্ছগোত্তসুত্ত (৭৩) [১ খং, ৪৯০ পৃ]।

শিষ্য সম্মেলন আছে, যাহাতে ১২৫০ ভিক্ষু আছে, যাঁহারা সকলেই অর্হৎ।[১] বুদ্ধ এক সময়ে বলেন যে রাজগৃহের ঋষিগিরি পর্বতে পূর্বকালে ৫০০ প্রত্যেক বুদ্ধ 'চিরনিবাসী' ছিলেন।" তিনি উঁহাদের কতিপয়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন। উঁহারা সকলেই 'ভববংধনমুক্ত' এবং "পরিনির্বাণ প্রাপ্ত ছিলেন।[২]

বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন যে অপর কোন কোন শ্রবণ ব্রাহ্মণও 'দৃষ্টধর্মেই নির্বাণে'র কথা বলেন।[৩]

ইহাও বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে, যদিও সাধক দৃষ্টধর্মেই নির্বাণ লাভ করিতে পারে, তথাপি সকল সাধকই দৃষ্টধর্মে নির্বাণ লাভ করে না। তখন জিজ্ঞাসা করা যায়, উহার কারণ কি? আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে সেই প্রশ্ন বস্তুতই জিজ্ঞাসা করেন।

"হে আবুস্ শারিপুত্র! সেই হেতু, প্রত্যয় কি যাহার কারণে ইহসংসারে কোন কোন সত্ত্বগণ দৃষ্টধর্মেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয় না?"

শারিপুত্র উত্তর করেন,

"হে আবুস্ আনন্দ! ইহসংসারে কোন কোন সত্ত্বগণ 'এই সকল হান-ভাগীয় সংজ্ঞা বলিয়া যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানে না, 'এই সকল স্থিতি-ভাগীয় সংজ্ঞা বলিয়া যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানে না, 'এই সকল বিশেষ-ভাগীয় সংজ্ঞা' যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানে না, এবং 'এই সকল 'নির্বেদ-ভাগীয় সংজ্ঞা' বলিয়া যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানে না। হে আবুস্ আনন্দ! তাহাই হেতু, তাহাই প্রত্যয় যাহার কারণে ইহসংসারে কোন কোন সত্ত্বগণ দৃষ্টধর্মেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয় না।"

আনন্দ অনন্তর জিজ্ঞাসা করেন।

"হে আবুস্ শারিপুত্র! সেই হেতু প্রত্যয় কি যাহার কারণে কোন কোন সত্ত্বগণই দৃষ্টধর্মেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়?"

১। দীঘনি, মহাপদানসুত্ত (১৪) [খং, পৃ ৫-]।

২। মজ্‌ঝিমনি, ইসিগিলিসুত্ত (১১৬) ৩ খং, পৃ ৬৮-]।
"তে সব্বসংগতিগতে মহেসী পরিনিব্‌বুতে", ঐ, [৩ খং, ৭১ পৃ]।

৩। মজ্‌ঝিমনি পংচত্তয়সুত্ত (১০২) [২ খং], দীঘনি, ব্রহ্মজালসুত্ত (১) [১ খং,
"সংতি ভিক্‌খবে একে সমনব্রাহ্মণা পরমদিট্‌ঠ ধম্মনিব্‌বাণং পঞ্‌ঞাপেংতি।"
—(অংগুত্তরনি, [৫ খং, ৬৪ পৃ])।

শারিপুত্র বলেন, হান-ভাগীয় সংজ্ঞা, সুথিতি-ভাগীয় সংজ্ঞা, বিশেষ-ভাগীয় সংজ্ঞা, এবং নির্বেদ-ভাগীয় সংজ্ঞা কি কি তাহা যাহারা "যথাভূত প্রকৃষ্টরূপে জানে, উহারা "দৃষ্টধর্মেই পরিনির্বাণ লাভ করে।"[১]

উহার সংজ্ঞা

ঐ প্রকার মুক্তিকে প্রাচীন ভাগবতধর্মে 'জীবন্মুক্তি' বা 'সদেহমুক্তি' বলা হয়। যেহেতু ঐ মুক্তিলাভের পরও তিনি ইহদেহে, অথবা তাঁহার দেহ যথাপূর্ব বর্তমান থাকেন, সেইহেতু তাঁহাকে 'সদেহ-মুক্ত' বলা হয়। যেহেতু তিনি তখনও ইহসংসারে জীবিত থাকেন, সেইহেতু তাঁহাকে 'জীবন-মুক্ত' বলা হয়।

বৌদ্ধশাস্ত্রে উহাকে 'দৃষ্টধর্ম-নির্বাণ', 'পরমদৃষ্টধর্মনির্বাণ', 'দৃষ্টধর্মিক-নির্বাণ', 'সংদৃষ্টিকনির্বাণ' বা সোপধিশেষনির্বাণ' বলা হয়। যেহেতু সাধক দৃষ্টধর্মে বা ইহসংসারে বর্তমান থাকিতেই ঐ নির্বাণকে লাভ করে, সেইহেতু উহা 'দৃষ্টধর্মনির্বাণ।'[২] যেহেতু দেহরূপ উপধি তখনও শেষ থাকে (বা বর্তমান থাকে) সেইহেতু উহাকে 'সোপধিশেষনির্বাণ' বলা হয়। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"হে ভিক্ষুগণ। সোপধিশেষনির্বাণ ধাতু কি? হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু এইখানে (অর্থাৎ ইহসংসারে ইহদেহে বর্তমান থাকিতে ক্ষীণাস্রব অর্হৎ হয়,—ব্রহ্মচর্যবাস (পূর্ণ) করিয়া কৃতকরণীয়, প্রহিতভার, অনুপ্রাপ্তসদর্থ, পরিক্ষীণ ভবসংযোজন, এবং সম্যক্-আজ্ঞা-বিমুক্ত হয়। তাহার পংচেন্দ্রিয়সমূহ নিশ্চয় সুথিত থাকে। উহাদের অবিঘাত হেতু সে প্রিয় অপ্রিয় প্রত্যনুভব করে, সুখ দুঃখ প্রতিসংবেদন করে। তাহার যে রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয়, মোহ-ক্ষয়, উহাকেই হে ভিক্ষুগণ। বলা হয় সোপধিশেষনির্বাণধাতু।"[৩]

১। অংগুত্তরনি, চতুক্কনিপাত, সংচেতনিকবগ্গ (১৭৯) [২ খং, ১৬৭ পৃ]।

২। অংগুত্তরনি, নবকনিপাত, পংচালবগ্গ (৫১) [৪ খং, ৪৫৪ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—

"অবিজ্জায় চে ভিক্খু নিব্বিদা বিরাগা নিরোধা অনুপাদা বিমুত্তো হোতি। দিট্ঠ-ধম্ম-নিব্বাণপত্তো ভিক্খূতি অলং বচনায়তি।"

—(সংযুত্তনি, নিদানসংযুত্ত, আহারবগ্গ (১২।১৬।৯) [২ খং, ১৮ পৃ],
ঐ, ঐ, মহাবগ্গ (১২।৬৭।৩৯) [২ খং, ১১৫ পৃ]।

আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, খংদসংযুত্ত, ধম্মকথিকবগ্গ (২২।১১৬।৭) [৩ খং, ১৬৩ পৃ]; ইত্যাদি।

৩। ইতিবুত্তক, ৪৪, মহাযান বৌদ্ধ আচার্য চংদ্রকীর্তি বলিয়াছেন,

"তত্র নিরবশেষস্যাবিদ্যারাগাদিকস্য ক্লেশগণস্য প্রহাণাৎ সোপধিশেষং নির্বাণমিষ্যতে ;

উহাকে বৌদ্ধশাস্ত্রে, অপর অপর দৃষ্টিভেদে 'চিত্তবিমুক্তি', 'প্রজ্ঞা-বিমুক্তি', 'তৃষ্ণা-সংক্ষয়-বিমুক্তি', 'উভয়তভাগ-বিমুক্তি" প্রভৃতিও বলা হয়। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"হে আনন্দ। যে এই সাত সত্ত্ব-স্থিতিসমূহের এবং দুই আয়তনের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, পরিণাম এবং নিঃসরণকে প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া, (উপাদান-সমূহকে) গ্রহণ না করিয়া মুক্ত হয়, সেই ভিক্ষু প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলিয়া উক্ত হয়।

* * * *

"হে আনন্দ। যে ভিক্ষু এই আট বিমোক্ষকে অনুলোমে প্রাপ্ত করে, প্রতিলোমেও প্রাপ্ত করে, অনুলোমেও এবং প্রতিলোমেও প্রাপ্ত হইয়া যেখানে ইচ্ছা করে, যখন ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা ততটা (সমাধি) প্রাপ্ত করে, (আবার সেই সমাধি হইতে) ব্যুত্থিত হয়। সে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাত্কার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করে। হে আনন্দ! ঐ ভিক্ষুকে উভয়তভাগবিমুক্ত বলা হয়। হে আনন্দ! এই উভয়তভাগবিমুক্তি হইতে উত্তরীতর, প্রণীততর অন্যউভয়তভাগবিমুক্তি নাই।"[১]

"হে ভিক্ষুগণ। কোন পুদ্গল উভয়ত-ভাগ-বিমুক্ত? হে ভিক্ষুগণ! যে প্রাণীর বিমোক্ষকে অতিক্রমণ করত রূপে আরূপ্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে, উহাকে কোন কোন পুদ্গল কায় দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিহার করে। (উহাকে) প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিয়া তাহার আস্রব নষ্ট হইয়া যায়। হে ভিক্ষুগণ। ঐ পুদ্গলকে উভয়ত-ভাগ-বিমুক্ত বলা হয়।

"হে ভিক্ষুগণ। কোন পুদ্গল প্রজ্ঞাবিমুক্ত? হে ভিক্ষুগণ! যে প্রাণীর বিমোক্ষকে অতিক্রমণ রূপে আরূপ্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে, উহাকে কোন কোন পুদ্গল কায় দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিহার করে না। (পরন্তু উহাকে) প্রজ্ঞা

তত্রোপধীয়তেঽস্মিন্নাত্মস্নেহ ইত্যুপধিঃ। উপধি-শব্দেন আত্মপ্রজ্ঞপ্তি নিমিত্তাঃ পঞ্চোপাদানস্কন্ধা উচ্যন্তে। শিষ্যত ইতিশেষঃ। উপধিরেব শেষ উপধিশেষঃ। সহ উপধিশেষেণ বর্তত ইতিসোপধিশেষং। কিংতন্নির্বাণং। তচ্চ স্কন্ধমাত্রকমেব কেবলং সৎকায়দৃষ্ট্যাদি-ক্লেশতস্কর-রহিতমবশিষ্যতে নিহতাশেষচৌরগণ-গ্রামমাত্রাবস্থানসাধর্ম্যেণ। তৎসোপধিশেষং নির্বাণং।" —(মাধ্যমিক বৃত্তি, ৫১৯ পৃ)

১। দীঘনি, মহানিদানসুত্ত (১৫) [২ খং, ৭১ পৃ]।

দ্বাবা দেখিয়া তাহাব আস্রব নষ্‌ট হইয়া যায়। হে ভিক্ষুগণ। ঐ পুদ্‌গলকে প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলা যায়।[১]

বুদ্ধ বলেন ঐ প্রকার মুক্ত ভিক্ষুকে (১) শ্রমণ, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) স্নাতক, (৪) বেদগূ, (৫) শ্রোত্রিব, (৬) আর্য, এবং (৭) অর্হৎ বলা যায়। সাংক্লেশিক, পুনর্জনম্‌প্রদ, ভয়প্রদ, দুঃখবিপাকবান এবং ভবিষ্যতে জন্ম-জবা-মবণ-প্রদ পাপ, অকুশল ধর্মসমূহ তাহাব শমন ('সমন') হইয়া গিবাছে। তাহাতে সে 'সমন' (বা শ্রমণ) তাহার ঐ সকল অকুশলধর্মসমূহ বাহিত হইয়া গিবাছে বলিয়া সে ব্রাহ্মণ, স্নাত (বা বিধৌত) হইয়া গিয়াছে বলিষা সে সনাতক, বিদিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে বেদগূ, নিশ্রুত বা বিশ্রুত হইবা গিয়াছে বলিষা সে শ্রোত্রিয়, এবং আব বা দূব হইবা গিয়াছে বলিয়া সে আর্য বা অর্হৎ।[২] তিনি অন্যত্র বলিষাছেন,

"যে এইখানেই (অর্থাৎ ইহসংসারে ইহদেহে বর্তমান থাকিতেই) নিজেব সুখ দুঃখের বিনাশ জ্ঞাত হইষাছে, নিজের ভাবকে পবিত্যাগ কবিয়াছে, এবং আসক্তি বহিত হইয়াছে, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।"[৩]

ঐ প্রকার মুক্তকে 'কেবলী'ও বলা হয়।

"যে সুবিমুত্‌তা তে কেবলিনো যে কেবলিনো বট্টং তেসং নত্‌থি পঞ্‌ঞা পনায়।"[৪]

১। মজ্‌ঝিমনি, কীটাগিরিসুত্‌ত (৭০)

বুদধঘোষ বলিয়াছেন—

"এত্‌থ অরহত্‌তফলসমাধি রাগবিরাগা চেতোবিমুত্‌তি, অরহত্‌তফলপঞ্‌ঞা অবিজ্‌জাবিরাগা পঞ্‌ঞাবিমুত্‌তি তি বেদিতব্‌বা, তণ্‌হাচরিতেন বা অপ্‌পনাঝান-বলেন বিলেশে বিক্‌খংবেত্বা অধিগতং অরহত্‌তফলং রাগবিরাগা চেতোবিমুত্‌তি, দিট্ঠি-চরিতেন উপচারজ্‌ঝানমত্‌তং নিব্‌বত্‌তেত্বা বিপস্‌সিত্বা অধিগতং অরহত্‌তফলং অবিজ্‌জাবিরাগা পঞ্‌ঞাবিমুত্‌তি; অনাগামীফলং বা কামরাগং সংধায় রাগবিরাগা চেতোবিমুত্‌তি, সব্‌বপ্‌পকারতো অবিজ্‌জাবিরাগা পঞ্‌ঞাবিমুত্‌তি।"

—(সুত্‌তনিপাত, ৭২৫ (দ্বয়তানুপস্‌সনাসুত্‌ত ২) ভাষ্য (পবমত্‌থ জ্যোতিকা, ৫০৪ পৃ)। নাম ও রূপ হইতে বিমুক্তিই, বুদ্‌ধঘোষ বলেন, 'উভয়তো-ভাগ-বিমুক্তি'।

—(সুত্‌তনিপাত, ১০৭৪ (উপসিবমাণবপুচ্ছা, ৬) ভাষ্য) (পবমত্‌থ জ্যোতিকা, ৫৯৪ পৃ)।

২। মজ্‌ঝিমনি, মহাঅস্‌সপুরসুত্ত (৩৯) [১ খং, ২৮০ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—সুত্তনিপাত, ৫১৭- (সভিয়সুত্ত, ৮-)।

৩। ঐ, বাসেট্ঠসুত্ত (৯৮), ৩৩ গাথা, সুত্তনিপাত, ৬২৬ (বাসেট্ঠসুত্ত, ৩৩)।

৪। সংযুত্‌তনি [৩ খং, ৫৯- পৃ]।

'যাঁহারা সুবিমুক্ত তাঁহারা কেবলী। যাহারা কেবলী তাঁহাদিগের প্রজ্ঞাপনার্থ বৃত্ (বা পরিভ্রমণ) নাই।' কেবলী ক্ষীণাস্রব ও মহর্ষি।[১] তিনি উত্তম পুরুষ।[২] বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, কেবলী "সর্বগুণপরিপূর্ণ, এবং সর্ব-যোগ-বিসংযুক্ত।"[৩]

"প্রজ্ঞা 'ধোন' বলিয়া উক্ত হয়। কি কারণে প্রজ্ঞা 'ধোন' বলিয়া উক্ত হয়? যেহেতু ঐ প্রজ্ঞা দ্বারা কায়-দুশ্চরিত ধূত, ধৌত, সংধৌত, নির্ধৌত হয়।"

উহাকে 'ধোন' (='ধূত' বা 'ধৌত')ও বলা হয়। 'মহানিদ্দেসে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে[৪], আর্যাষ্টাংগিক মার্গ 'ধোন' কেননা উহার দ্বারা সর্ব ক্লেশ-সমূহ, সর্ব-দুশ্চরিতসমূহ, সর্বদরথসমূহ, সর্বপরিদাহসমূহ, সর্ব-সংতাপসমূহ, সর্ব-অকুশল-অভিসংস্কারসমূহ 'ধূত, ধৌত, সংধৌত, নির্ধৌত" হয়। অথবা (১) সম্যক্-দৃষ্টি দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি, (২) সম্যক্ সংকল্প দ্বারা মিথ্যা-সংকল্প। (৩) সম্যক্-বাক্ দ্বারা মিথ্যা-বাক্, (৪) সম্যক্-কর্মাংত দ্বারা মিথ্যা-কর্মাংত, (৫) সম্যক্-আজীব দ্বারা মিথ্যা-আজীব, (৬) সম্যক্-ব্যায়াম দ্বারা মিথ্যা ব্যায়াম, (৭) সম্যক্-স্মৃতি দ্বারা মিথ্যা-স্মৃতি, (৮) সম্যক্-সমাধি দ্বারা মিথ্যা-সমাধি, (৯) সম্যক্-জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা-জ্ঞান, (১০) সম্যক্-বিমুক্তি দ্বারা মিথ্যা-বিমুক্তি "ধূত, ধৌত, সংধৌত, নির্ধৌত" হয়

"অর্হত্ এই সকল ধোবন-যোগ্য ধর্মসমূহ দ্বারা উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন, সমন্বাগত, সেই হেতু অর্হৎ 'ধোন'। তিনি ধূতরাগ, ধূতপাপ, ধূত-ক্লেশ, ধূত পরিদাহ বলিয়া 'ধোন'।

যেই পুরুষের 'আত্মা'র (বা চিত্তের) মল 'ধৌত' হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ভাগবতধর্মে "ধৌতাত্মা পুরুষ" বলা হয়[৫],—অবধূত বলা হয়।

চিত্ত-বিমুক্তি

বৌদ্ধশাস্ত্রে নানা প্রকার চিত্ত-বিমুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা,—(১) অপ্রমাণ চিত্ত-বিমুক্তি, (২) আকিংচন্য চিত্ত-বিমুক্তি, (৩) শূন্যতা

১। সংযুত্তনি, [১ খং, ১৬৭ পৃ]; সুত্তনিপাত্ ৮২।
২। "কেবলিনো বুসিতবা উত্তমপুরিষো" —(অংগুত্তরনি [৫ খং, ১৬ পৃ])।
৩। সংযুত্তনি, ১৫৩ (টীকা) ৪। মহানিদ্দেস, ৩।৭ [১ খং, ৭৭-৮ পৃ]।
৫। (বিষ্ণু) ভাগ পু, ২।৮।৫-৬।

চিত্ত-বিমুক্তি এবং (৪) অনিমিত্ত চিত্ত-বিমুক্তি। শারিপুত্র বলেন, ঐ সকল এক পর্যাযে নানার্থক, অন্যপর্যায়ে একার্থকই। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা সহগত চিত্তে সর্বদিক তথা সর্বলোক, সর্বতোভাবে, স্পর্শ করিয়া—ঐ প্রকার বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমাণ, তথা অবৈর ও অব্যাবাধ, চিত্তে স্পর্শ করিবা, বিহার 'অপ্রমাণ চিত্ত-বিমুক্তি' বলিবা অভিহিত হয। বিজ্ঞানাযতনকে সর্বতোভাবে সমতিক্রম করিয়া 'এত্থি কিংচন' (কিছুই নাই)—এই আকিংচন্যায়তন উপসংপন্ন হইয়া বিহার 'আকিংচন্য চিত্ত-বিমুক্তি' বলিয়া অভিহিত হয়। অরণ্যগত, বা বৃক্ষমূলগত, বা শূন্যাগারগত হইবা, "ইহা আত্মা বা আত্মীয শূন্য' —এই প্রতিসমীক্ষণ 'শূন্যতা চিত্ত-বিমুকতি বলিবা অভিহিত হয়। সর্বনিমিত্ত-সমূহের অমনসিকার পূর্বক অনিমিত্ত চিত্তসমাধি উপসংপন্ন হইয়া বিহারকে 'অনিমিত্ত চিত্ত-বিমুকতি' বলা হয়। ওই পর্যাযগত হইয়া ঐসকল ধর্ম নানার্থকই। রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রমাণ-কারণ, আর কিংচন নিমিত্ত-কারণ। উহারা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর প্রহীন, উচ্ছিন্নমূলতালবৃক্ষবত্-কৃত, অভাবকৃত এবং ভবিষ্যতে অনুত্পাদধর্মা হইয়াছে। রাগ, দ্বেষ ও মোহের অভাব, শূন্যতা চিত্ত-বিমুক্তি।" উহাই 'অপ্রমাণ চিত্ত-বিমুক্তি', 'আকিংচন্য চিত্ত-বিমুক্তি' এবং অনিমিত্ত চিত্ত-বিমুক্তি।[১]

'পটিসংভিদামগ্গে' আছে

"অনিচ্চতো মনসিকরোংতো অধিমোক্ষবহুলো অনিমিত্তং বিমোক্খং পটিলভতি। দুক্খতো মনসিকরোংতো পস্সদ্ধি-বহুলে অপ্পণিহিতং বিমোক্খং পটিলভতি। অনত্ততো মনসিকরোংতো বেদ-বহুলো সুঞ্ঞত-বিমোক্খং পটিলভংতি।"[২] বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন "তন্মধ্যে (যাহাকে) 'অনিমিত্ত-বিমোক্ষ বলা হয, তাহা অনিমিত্তাকার দ্বারা নির্বাণকে আরংভন করিয়া প্রবৃত্ত আর্যমার্গ। কেননা উহা অনিমিত্ত ধাতু দ্বারা উত্পন্ন বলিবা অনিমিত্ত, ক্লেশ-বিমুক্ততা-হেতু বিমোক্ষ। এই নয় অনুসারেই অপ্রণিহিতাকারে নির্বাণকে আরংভন করিয়া প্রবৃত্ত অপ্রণিহিত , শূন্যতাকারে নির্বাণকে আরংভন করিয়া প্রবৃত্ত 'শূন্যত'

১। মজ্ঝিমনি, মহাবেদল্লসুত্ত (৪৩) [১ খং, ২৯৭-৮ পৃ], গৃহপতি চিত্ত ভিক্ষু গোদত্তকে ঠিক সেই কথা বলেন। (সংযুত্তনি, চিত্ত-সংযুত্ত, (৪০।৭।৩-) [৪ খং, ২৯৬- পৃ]।

২। পটিসংভিদামগ্গ, [২ খং, ৫৮ পৃ]।

বলিয়া বেদিতব্য”[১] তিনি আরও বলিয়াছেন, যাহা অভিধর্মে (উদ্ধৃত হইয়াছে),—

‘যস্মিং সময়ে লোকুত্তরং ঝানং ভাবেতি নিয্যানিকং অপচয়গামিং দিট্ঠিগতানং পহানায় পঠমায় ভূমিয়া পত্তিয়া বিবিচ্চেব কামেহি পঠমং ঝানং উপ-সম্পজ্জ বিহরতি অপ্পণিহিতং সুঞ্ঞতং তি।’[২]

এই প্রকারে বিমোক্ষত্রয়ই উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘পটিসম্ভিদামগ্গে’ (আছে),—

‘অনিচ্চানুপস্সনং ঞাণং নিচ্চতো অভিনিবেসং মুঞ্চতী তি সুঞ্ঞতো বিমোক্খো, দুক্খানুপস্সনা-ঞাণং সুখতো অভিনিবেসং, অনত্তানুপস্সনা-ঞাণং অত্ততো অভিনিবেসং মুঞ্চতীতি সুঞ্ঞতো বিমোক্খো।’[৩]

‘অনিচ্চানুপস্সনা-ঞাণং নিচ্চতো নিমিত্তং মুঞ্চতী তি অনিমিত্তো বিমোক্খো, দুক্খানুপস্সনং ঞাণং সুখতো নিমিত্তং মুঞ্চতী তি অনিমিত্তো বিমোক্খো, অনত্তানুপস্সনং ঞাণং অত্ততো নিমিত্তং মুঞ্চতী তি অনিমিত্তো বিমোক্খো।’[৪]

এই প্রকারে নিমিত্ত-মুঞ্চন বশত ‘অনিমিত্ত বিমোক্ষ’ বলিয়া (উক্ত হয়)। আর

‘অনিচ্চানুপস্সনা-ঞাণং নিচ্চতো পণিধিং মুঞ্চতী তি অপ্পণিহিতো বিমোক্খো, দুক্খানুপস্সনা-ঞাণং সুখতো পণিধিং মুঞ্চতীতি অপ্পণিহিতো বিমোক্খো, অনত্তানুপস্সনা-ঞাণং অত্ততো পণিধিং মুঞ্চতীতি অপ্পণি-হিতো বিমোক্খো।’[৫]

এই প্রকারে প্রণিধি-মুঞ্চন বশত ‘অপ্রণিহিত বিমোক্ষ’ বলিয়া উক্ত হয়।[৬]

‘সংযুত্তনিকায়ে’ আছে,

“ইহসংসারে ভিক্ষু সর্বনিমিত্তসমূহের অমনসিকার বশত অনিমিত্ত চিত্ত-সমাধি উপসম্পন্ন হইয়া বিহার করে। ইহাকেই বলে ‘অনিমিত্ত চিত্ত-সমাধি।’[৭]

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২১ পরি, [৩২৮ পৃ]।
২। ধম্মসঙ্গণী, ২১০ ৩। পটিসম্ভিদামগ্গ [২ খ, ৩৭ পৃ]।
৪। পটিসম্ভিদামগ্গ, [২ খ, ৩৮ পৃ]।
৫। পটিসম্ভিদামগ্গ, [২ খ, ২৮ পৃ]।
৬। বিসুদ্ধিমগ্গ ২১ পরি, [৩২৮-৯ পৃ]।
৭। সংযুত্তনি, মোগ্গল্লানসংযুত্ত, (৪০।৯।৯) [৪ খ, ২৬৮-৯ পৃ]।

অনুপাদান-পরিনির্বাণ

বুদ্ধ কখন-কখন বলিয়াছেন যে "অনুপাদান-পরিনির্বাণার্থই" তিনি ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার আর্য অষ্টাংগিকমার্গ "অনুপাদান পরিনির্বাণার্থ ই"। যথা, তিনি কোন সময়ে জনৈক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভিক্ষু। ধর্ম কিমর্থে মত্কর্তৃক দেশিত হইয়াছে বলিয়া তুমি জান?" ভিক্ষু উত্তর করেন।

"হে ভংতে! অনুপাদানপরিনির্বাণার্থ ই ধর্ম ভগবান কর্তৃক দেশিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি।"

তখন বুদ্ধ বলেন,

"সাধু সাধু ভিক্ষু। হে ভিক্ষু। তুমি যে জান অনুপাদানপরিনির্বাণার্থ ই ধর্ম মত্কর্তৃক দেশিত হইয়াছে তাহা সাধুই। কেননা, অনুপাদান পরিনির্বাণার্থ ই, হে ভিক্ষু! ধর্ম মত্কর্তৃক দেশিত হইয়াছে।"[১]

অন্য কোন সময়ে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বলেন,

হে ভিক্ষুগণ। যদি অন্য-তীর্থিক পরিব্রাজকগণ তোমাদিগকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করে,—হে আবুস্গণ। তোমরা কিসের জন্য শ্রমণ গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্যবাস করিতেছ? তবে এই প্রকার পৃষ্ট হইয়া, তোমরা হে ভিক্ষুগণ। সেই অন্য-তীর্থিক পরিব্রাজকগণের, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিও,—'অনুপাদানপরিনির্বাণার্থই আমরা, হে আবুস্গণ। ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য বাস করিতেছি। তাহার পর তিনি বলেন, সেই অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ যদি আরও জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহারা যেন বলে, আর্যঅষ্টাংগিক মার্গই অনুপাদানপরিনির্বাণার্থ মার্গ প্রতিপদ।[২]

আর এক সময়ে বুদ্ধ বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ! আমি সাত পুরুষগতি এবং অনুপাদান-পরিনির্বাণ উপদেশ করি।"[৩]

১। সংযুত্তনি, সভায়তনসংযুত্ত, গিলানবগ্গ, গিলান, (৩৫।৭৫।১১-২) [৪ খং, ৪৮ পৃ]।

২। সংযুত্তনি, মগ্গসংযুত্ত, অনুপাদায়, (৪৫।৪৮) [৫ খং, ২৯ পৃ]।

৩। অংগুত্তরনি, সত্তকনিপাত, অব্যাকতবগ্গ, (৫২।১) [৪ খং, ৭০ পৃ]।

ঐ 'অনুপাদান-পরিনির্বাণ' কি? বুদ্ধ বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু ইহসংসারে এই প্রকার প্রতিপন্ন হয়,—(কিছুই নাই, আমার ছিল না, হইবে না, আমার হইবে না, যাহা আছে এবং যাহা ছিল, তাহাকে আমি প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করিতেছি,—এই বলিয়া উপেক্ষা প্রতিলাভ করে। সে ভবে (অনু) রক্ত হয় না, সংভবে (অনু) রক্ত হয় না। অনুত্তর শান্ত পদকে সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে। ঐ পদ তাহার সর্বতোভাবে ('সব্বেন সব্বং') সাক্ষাত্কৃত হয়। তাহার মানানুশয় সর্বতোভাবে প্রহীন হয়। তাহার ভবরাগানুশয় সর্বতোভাবে প্রহীন হয়। সে আস্রবসমূহের ক্ষয় সাক্ষাত্কার করত উপসংপন্ন হইয়া বিহার করে। ইহাকেই বলে, হে ভিক্ষুগণ। অনুপাদান-পরিনির্বাণ।"[১]

ঐ অনুপাদান পরিনির্বাণ, বুদ্ধ বলেন, ইহজীবনেই, ইহশরীরেই লাভ করা যায়।[২]

'মিলিংদপ্রশ্নে'[৩] আছে, রাজা মিলিংদ স্থবির নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে নাগসেন। আপনাদের প্রব্রজ্যা কিমর্থীয়, এবং আপনাদের পরমার্থ কি?" নাগসেন উত্তর করেন,

"হে মহারাজ। এই দুঃখ নিরুদ্ধ হউক এবং অন্য দুঃখ উত্পন্ন না হউক, এতদর্থ হে মহারাজ। আমাদের প্রব্রজ্যা, আর অনুপাদান পরিনির্বাণই আমাদের পরমার্থ।

বিদেহমুক্তি

তারপর যখন দেহপাত হয়,—দেহ আর থাকে না, প্রাচীন ভাগবতধর্মে উহাকে 'বিদেহমুক্তি' বলা হয়, আর বৌদ্ধধর্মে 'অনুপধিশেষ-নির্বাণ'। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"আর হে ভিক্ষুগণ। অনুপধিশেষ নির্বাণ ধাতু কি? হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এইখানেই ক্ষীণাস্রব অর্হৎ হয়,—(ব্রহ্মচর্য) বাস (পূর্ণ) করিয়া কৃতকরণীয়, প্রহিতভার, অনুপ্রাপ্তসদর্থ, পরিক্ষীণভব সংযোজন, এবং সম্যক্-আজ্ঞা-বিমুক্ত

১। ঐ, ঐ, ঐ, (৫২।৯) [৪ খং, ৭৪ পৃ]।

২। "দিট্ঠ এব ধম্মে নিচ্ছাতো নিব্বুতো সীতিভূতো অনুপাদা-পরিনিব্বাণং পঞ্ঞাপেমি তি —(অংগুত্তরনি, দসকনিপাত, (২৯।৭) [৫ খং, ৬৪ পৃ]।

৩। মিলিংদপঞ্হো [ট্রেংকনের সং, ৩১ পৃ]।

হয়। (অনংতব) তাহাব সর্ব বেদবিতাসমূহ এইখানেই অনভিনংদিত হইয়া, শীতিভূত হয়। উহাকেই, হে ভিক্ষুগণ। বলা হব অনুপধিশেষ নির্বাণধাতু।"[১]

মহাযান বৌদ্ধ আচার্য চংদ্রকীর্তি আবও পবিষ্কাব ভাষায় বলিয়াছেন, পূর্বে যে পংচস্কংদ বা দেহমাত্র উপধি অবশেষ ছিল তাহাও এখন নির্গত হইবা যায়,— আব থাকে না, সেইজন্যই ইহাকে 'অনুপধিশেষনির্বাণ' বলা হয়।[২] তৎসংবংধে, তিনি আবও বলিয়াছেন, শাস্ত্রে কথিত হয় যে,

"অভেদি কায়ো ব্যবোধি সংজ্ঞা সর্ববেদনা ব্যগচ্ছৎ যস্য, সংস্কারাণাং উপশমো বিজ্ঞানস্যাস্তংগমশ্চাভবৎ।"[৩]

'যাহাব দেহপাত হইয়াছে, সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হইযাছে, সর্ববেদনা বিগত হইয়াছে, সংস্কারসমূহেব উপশম হইযাছে, এবং বিজ্ঞানেব অস্তগমন হইয়াছে।'

বৌদ্ধশাস্ত্রে উহাকে "অনুপধিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পবিনির্বাণ" অথবা সংক্ষেপে "পবিনির্বাণ"ও বলা হব। 'দীঘনিকায়ে'ব 'মহাপবিনিব্বাণসুত্তে' বিবৃত হইযাছে বে, বুদ্ধ স্বয়ং বলেন যে দেহত্যাগের তিনমাস পূর্বে মাব তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলে,

'ভংতে। ভগবান এখন পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হউন, সুগত পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হউন। ভংতে। ইহাই ভগবানেব পবিনির্বাণেব কাল।'

বুদ্ধ প্রথমে মাবকে ভর্ত্সনা কবেন, অনংতব বলেন যে বে পর্যংত তাঁহাব ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণ, তথা উপাসকগণ ও উপাসিকাগণ, ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে, এবং তাঁহাব ধর্ম সুপ্রচাবিত না হইবে, তাবত্পর্যংত তিনি 'পবিনির্বাণ' প্রাপ্ত হইবেন না। তাহাব পর বলেন,

"হে পাপী। তুমি নিশ্চিংত হও। তথাগত অচিবেই পরিনির্বাণ

১। ইতিবুত্তক, ৪৪

২। "যত্র তু নির্বাণে স্কংদমাত্রকমপি নাস্তি তন্নিরুপধিশেষং নির্বাণং। নির্গত উপধিশেষোঽস্মিন্নিতি কৃত্বা নিহতাশেষচৌরগণস্য গ্রামমাত্রস্যাপি বিনাশসাধর্ম্যেণ।"
—(মাধ্যমিক-বৃত্তি, ৫২০ পৃ)

৩। এই বচন বুদ্ধকর্তৃক প্রোক্ত এই পালি উদানের সংস্কৃত-ছায়া বলিয়া মনে হয়,—
"অভেদি কায়ো নিরোধি সঞ্ঞা
বেদনা পি তি দহংসু সব্বা।
রূপসমিংসু সংখারা বিঞ্ঞাণং অত্থং অগমা তি।"
—(উদান, ৮।৯)

প্রাপ্ত হইবে। আজ হইতে তিন মাস পবে তথাগত পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবে।[১]

উহাব স্বল্প কাল পবে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগেব নিকট সেই ঘোষণা করেন, "অচিবেই তথাগত পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। আজ হইতে তিন মাস পবে তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবে।"[২] তাহাকে বুদ্ধ এই প্রকাবেও বর্ণনা কবিয়াছেন যে "তথাগতো অনুপাদিসেসায নিব্বাণধাতুযা পবিনিব্বাযতি" (তথাগত অনুপধিশেষ-নির্বাণধাতুতে পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়),[৩] "তথাগতো অনুপাদিসেসায় নিব্বাণধাতুয়া পবিনিব্বুতো"।[৪] সুতবাং অর্হতেব দেহত্যাগ "অনুপাধিশেষ নির্বাণধাতুতে পবিনির্বাণ" বা "পবিনির্বাণ"। 'অংগুত্তবনিকাযে' তাহা স্পষ্টত উক্ত হইযাছে,

"বীতবাগো বীতদোসো বীতমোহো অনাস্সবো।
শবীবং বিজহং নাগো পবিনিব্বাতি নাস্সবো তি॥[৫]

"(ভিক্ষু) বীতরাগ, বীতদ্বেষ এবং বীতমোহ হইয়া অনাস্রব (হয়)। অনাস্রব নাগ[৬] শবীব পবিত্যাগ কবত পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়।'

সোপধিশেষ-নির্বাণকেও বৌদ্ধশাস্ত্রে কখন কখন 'পবিনির্বাণ' বলা হইয়াছে দেখা যায। যথা, বুদ্ধ এক সময়ে বলেন, তাঁহার ভিক্ষু,

"লোকে কোন কিছুকে উপাদান কবে না। উপাদান না কবাতে পবিত্রাস পায় না। পবিত্রাস না পাওযাতে এই শরীবেই পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হয় "('পচ্চত্তঞ্ঞেব পবিনিব্বায়তি')" ইত্যাদি।[৭]

অন্য সময়ে তিনি বলেন যে ভিক্ষু

"· সংতুষ্টি হেতু পরিত্রাস পায় না। পবিত্রাস না পাওয়াতে এই শবীবেই পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হয় ('পচ্চত্তঞ্ঞেব পবিনিব বাযতি')। ইহা প্রকৃষ্ট-

১। দীঘনি, মহাপবিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং, ১০৬ পৃ], ২। ঐ, ঐ [২ খং]।
৩। দীঘনি মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং]।
৪। ঐ, ঐ, [১ খং]; আরও দ্রষ্টব্য—অংগুত্তবণি [২ খং, ১২০ পৃ]।
৫। অংগুত্তরণি, ছক্কনিপাত, (৪৩।২) [৩ খং, ৩৪৭ পৃ]।
৬। বুদ্ধ বলেন, "যিনি সর্বসংযোজন, সর্ববংধন পবিত্যাগ করত সর্ববস্তুতে অনাসক্ত এবং বিমুক্ত, তিনি 'নাগ' বলিয়া কথিত হন।" (সুত্তনিপাত, ৫২২ (সভিয়সুত্ত, (১৬)।
৭। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

রূপে জানে যে 'জাতি ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্যুসিত হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে'—অপর কিছুই আর এখানে করিবার বাকী নাই।"[১]

বুদ্ধের শিষ্যগণ তাহার সংবন্ধে বলিতেন যে "পরিনির্বৃত সেই ভগবান পরিনির্বাণার্থ ধর্মোপদেশ করেন।[২] 'সুত্তনিপাতে' আছে, "প্রভূত-প্রজ্ঞ, তীর্ণ, পারগত, পরিনির্বৃত এবং স্থিত মুনিকে (বুদ্ধকে) আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি" ইত্যাদি।[৩] আনন্দ শারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন কোন সত্ত্বগণ দৃষ্ট-ধর্মেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয় না ("দিট্ঠে এব ধম্মে ন পরিনিব্বায়ংতি") কেন? শারিপুত্র সেই সকল হেতু, প্রত্যয় প্রদর্শন করেন যাহাদের অজ্ঞান বশত কোন কোন সত্ত্বগণ দৃষ্টধর্মেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয় না ("দিট্ঠে এব ধম্মে ন পরিনিব্বায়ংতি"), আর যাহাদের জ্ঞান বশত কোন কোন সত্ত্বগণ দৃষ্টধর্মেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয় ("দিট্ঠে এব ধম্মে পরিনিব্বায়ংতি")।[৪] ধম্মপদে আছে,

"যাহাদের চিত্ত (সাত) সংবোধ্যংগসমূহে সম্যক্ সুভাবিত, যাঁহারা আদানপতিনিসর্গে, তথা অনুপাদানে, রত, সুতরাং যাঁহারা ক্ষীণাস্রব এবং জ্যোতিষ্মান, তাঁহারা (এই) লোকেই পরিনির্বৃত।"[৫]

অনুপধিনির্বাণকে সংক্ষেপে নির্বাণও বলা হয়। "যথা, নিব্বাণং অরহতোগতি" ('নির্বাণই অর্হতের গতি')।[৬]

নির্বাণ ভেদ

বুদ্ধ কখন কখন বলিয়াছেন, নির্বাণ দুই প্রকার।

"হে ভিক্ষুগণ। নির্বাণধাতু এই দুইটি। কোন দুইটি? সোপধিশেষ নির্বাণ-ধাতু এবং অনুপধিশেষ নির্বাণধাতু।"

"চক্ষুষ্মান অনিশ্রিত তাদি কর্তৃক এই দুই নির্বাণ ধাতু প্রকাশিত হইয়াছে। এক ধাতু এইখানেই (লভ্য),—দৃষ্ট ধার্মিক ও সোপধিশেষ, (উহা) ভবনেত্রী-

---

১। সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত, উপায়বগ্গ, উপায় (২২।৫৩।১১, ৫৪।১৮) [৩ খং ৫৪, ৫৫ পৃ]।

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৩। সুত্তনিপাত, ৩৭৯ (সম্মাপরিব্বাজনীয়সুত্ত, ১')।

৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য—

"সত্তা দিট্ঠেব ধম্মে পরিনিব্বায়ংতীতি।"

—(সংযুত্তনি, [৪ খং, ১০২, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৬ পৃ])

৫। ধম্মপদ, ৮৯ (৬।১৪) ৬। বিনয়পিটক

নির্বাণ তাঁহার অভীষ্ট প্রকৃত নির্বাণ হইতে পারে না, অনুপধি শেষ নির্বাণই তাঁহার অভীষ্ট প্রকৃত নির্বাণ। তাই তিনি বলিয়াছেন যে নির্বাণে কোন প্রকারে ভেদ নাই। রূপান্তরিত ভাগবতধর্মের কোন কোন শাখাতেও প্রাচীন ভাগবতধর্মের জীবন্মুক্তিকে মুক্তি বলিয়া মানা হয় না।

ভাগবতধর্মে সালোক্য, সারূপ্য, প্রভৃতি কয়েক প্রকারের মুক্তিও মানা হয়। ঐ সকল প্রকারের মুক্তির কথা বৌদ্ধধর্মে নাই, এবং থাকিতেও পারে না। কেননা, ঐ সকল প্রকারের মুক্তির কল্পনা ব্রহ্মবাদ-সাপেক্ষ। আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, স্থূলবুদ্ধি জনগণের হিতার্থ ব্রহ্মের সাকার পরিচ্ছিন্ন রূপবিশেষ—গুরুরূপ—কল্পনা করিয়া তাঁহার অধিষ্ঠানার্থ লোক বিশেষ অভ্যুপগম করিয়া মুক্তির ঐ সকল প্রকারের কল্পনা করা হইয়াছে। বুদ্ধ ব্রহ্মবাদের কথা বলেন না। সুতরাং তৎসংপর্কিত ঐ সকল প্রকারের মুক্তির কথাও তিনি বলিতে পারেন না।

সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় পালি নিকায়সমূহে স্বল্পবিস্তর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নির্বাণের কথা আছে।[১] "কথাবত্থু"তে দেখা যায়, বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে নির্বাণের স্বরূপ সংবন্ধে বাদানুবাদ হইত। প্রত্যেক বাদী স্বমতের সমর্থনে পালিনিকায়সমূহ হইতে কতিপয় ভগবদ্বচন করিয়া থাকেন। আবার কোন বাদী তাঁহার প্রতিবাদী কর্তৃক উপস্থাপিত বচনসমূহের প্রামাণ্য সংবন্ধে শংকা উত্থাপন করেন না। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে পালিনিকায়সমূহে বিভিন্ন প্রকার নির্বাণের কথা আছে। পরন্তু সকলে তাহা স্বীকার করিতেন না।

'কথাবত্থু'তে দেখা যায়, মহীশাসকগণ ও অন্ধকগণ মানিতেন যে দুঃখ-নিরোধ দ্বিবিধ। উহার প্রতিবাদে স্থবিরবাদীগণ বলেন, 'নিরোধ দ্বিবিধ বলিয়া মানাতে তোমাদিগকে ইহাও মানিতে হইবে যে ত্রাণ দ্বিবিধ, শরণ দ্বিবিধ পরায়ণ দ্বিবিধ, অচ্যুত দ্বিবিধ, অমৃত দ্বিবিধ, নির্বাণ দ্বিবিধ তবে তোমাদিগকে উহাতে উচ্চ ও নীচ, হীন ও প্রণীত, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট, কিংবা অপর কোন প্রকারের ভেদ নির্দেশ করিতে হইবে, ঐ দুই নির্বাণের মধ্যে কোন সীমা ভেদ, রাজী বা অন্তরিক নির্দেশ করিতে হইবে। তাহা

১। অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত লিখিয়াছেন, "The Pali Nikāyas yield divergent opinions regarding the conception of Nirbāna (*aspects of Mahajana Buddhism* p 169)

তোমরা অস্বীকার কর।[১] তাহাতে অন্তত ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের সমস্ত শাখার নির্বাণভেদ স্বীকৃত হইত না।

'কথাবত্থু'তে "অত্থি বুদ্ধানাং বুদ্ধে হি হিনাতিরেকতা তি" ('বুদ্ধদিগের বুদ্ধত্বে হীনাতিরেকতা আছে কি ?') —এই বিষয়ে আলোচনা আছে।[২] বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে অন্ধকগণ বুদ্ধদিগের পরস্পরের মধ্যে ভেদ,—স্মৃতি প্রস্থান, সম্যক্ প্রধান, প্রভৃতি কতিপয় গুণ ব্যতীত অপর কোন কোন গুণে—মানিতেন।[৩] সুতরাং উঁহারা এক প্রকারে নির্বাণভেদ মানিতেন। বুদ্ধঘোষ কর্তৃক অন্যত্র[৪] ধৃত 'পুব্বযোগাবচারসুত্তে'র বচনে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বুদ্ধদিগের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন "এতে চ ভেদা পঞ্ঞাধিক-শদ্ধাধিক-বিরিয়াধিকবসেন এ্াতব্বা" (অর্থাৎ ঐ ভেদসমূহ প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা ও বীর্যের আধিক্যমাংস্থতা বশতই হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে)। প্রজ্ঞাধিকগণের প্রজ্ঞা তীক্ষ্ণ হয়, আর শ্রদ্ধা মন্দ এবং বীর্য মধ্যম হয়। শ্রদ্ধাধিকগণের শ্রদ্ধা তীক্ষ্ণ হয়, আর বীর্য মন্দ এবং প্রজ্ঞা মধ্যম হয়। বীর্যাধিকগণের বীর্য তীক্ষ্ণ হয়, আর শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা উভয়েই মন্দ হয়।

সদ্যমুক্ত ও ক্রমমুক্ত

যে সকল ব্রহ্মজ্ঞানী দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন, তাঁহাদিগকে প্রাচীন ভাগবতধর্মে 'সদ্যমুক্ত' বলা হয়। উহাতে আরও মানা হয় যে কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানী দেহত্যাগের পরে দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন এবং তথায় কল্পান্তকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন, তথা হইতে ইহজগতে বর্তমান কল্পে প্রত্যাবর্তন করেন না। কল্পের অন্ত উপস্থিত হইলে উঁহাদের কেহ কেহ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন, অপরে পরের কল্পে ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ, নির্বিশেষ। ইহসংসারে ইহদেহে বর্তমান থাকিতে যেসকল জ্ঞানী ব্রহ্মের ঐ প্রকৃতস্বরূপকে উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই সদ্যমুক্তি লাভ করেন। আর যাঁহারা সেই জ্ঞান

১। কথাবত্থু, ২।১১ ২। ঐ ২১।৫

৩। শরীর, আয়ু এবং প্রভাবে যে বুদ্ধদিগের পরস্পর ভেদ সকলেরই মান্য।

৪। 'সুত্তনিপাতে'র টীকা 'পরমত্থজোতিকা'তে (৪৭ পৃষ্ঠায়)।

লাভ করেন নাই, পরন্তু ব্রহ্মকে সগুণ-সবিশেষ বলিয়াই অনুভব করেন, তাঁহারা দেহান্তে দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেখানে থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের নির্গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হয়, উঁহারা কল্পান্তে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন, আর যাঁহাদের সেই জ্ঞান উদয় হয় না, উঁহারা পরের কল্পে ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করেন। যাঁহারা ইহসংসার হইতে ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন, উঁহাদিগকে প্রাচীন ভাগবতধর্মে 'ক্রমমুক্ত' বলা হয়।

বৌদ্ধধর্মেও প্রায় ঐ দুই প্রকারের নির্বাণ মানা হয়। উহার মতে যাঁহারা ইহদেহে বর্তমান থাকিতে সম্যক্ প্রজ্ঞা লাভ করিয়া অর্হৎ হন, তাঁহারা দেহান্তে পরিনির্বাণ লাভ করেন। আর যাঁহারা অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কেহ কেহ, ভিক্ষু কিংবা গৃহস্থ উপাসক, দেহান্তে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে গিয়া ঔপপাতিক দেবতা হন। উঁহারা তথা হইতে ইহসংসারে আর প্রত্যাবর্তন করেন না, সেই কারণে "অনাগামী" বা "অনাবর্তীধর্মী" নামে অভিহিত হন। উঁহারা তথায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।[১] যে সকল সাধকের পাঁচ অবরভাগীয় সংযোজন[২] ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহারা 'অনাগামী' নামে অভিহিত হন। তাঁহাদিগকে "ঊর্ধ্ব-স্রোতা"ও বলা হয়[৩]। বুদ্ধ বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ। শাস্তার শাসনে পরিযোগার্থ আচরণকারী শ্রদ্ধাবান

১। দীঘনি, মহালিসুত্ত (৬) [১ খং, ১৫৬ পৃ]; সংপসাদনীয়সুত্ত (২৮) [৩ খং, ১১০ পৃ], পাসাদিকসুত্ত (২৯) [৩ খং, ১৩২ পৃ], মজ্ঝিমনি, মহামালুংক্যসুত্ত (৬৭); আনাপানসতিসুত্ত (১১৮)।

২। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে, সংযোজন দ্বিবিধ—(১) অবরভাগীয় এবং (২) ঊর্ধ্বভাগীয়, সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামচ্ছন্দ এবং ব্যাপাদ—এই পাঁচটি অবরভাগীয় সংযোজন। আর রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা—এই পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। (দীঘনি, সংগীতিপরিযায়সুত্ত (৩৩) [৩ খং, ২১৬, ২৩৪ পৃ]) সুতরাং সংযোজন সর্বসমেত দশ। আবার কখন কখন বলা হয় যে সংযোজন সাত,— অনুনয়-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, দৃষ্টি-সংযোজন, বিচিৎসা-সংযোজন, মান-সংযোজন, ভবরাগ-সংযোজন এবং অবিদ্যা-সংযোজন।

৩। দ্রষ্টব্য—যিনি সর্বান্তঃকরণে চিরবিশ্রামের বাসনা করেন, ভোগ-তৃষ্ণার আকর্ষণে যিনি প্রলুব্ধ হন না, তিনি 'ঊর্ধ্বস্রোতা' কথিত হন। —(থেরীগাথা, ১২) (বাংলা ভাষান্তর, ১১ পৃ)

শ্রাবকের দুই ফলের অন্যতর ফল প্রতিকাঙ্ক্ষা কর্তব্য,—দৃষ্টধর্মেই আজ্ঞা, অথবা, উপধি শেষ থাকিলে, অনাগামীতা।”[১]

“হে ভিক্ষুগণ। যে কোন সত্ত্ব এই চারি স্মৃতি প্রস্থান্কে এইপ্রকারে সাত বৎসর ভাবনা করে। তাহার দুই ফলের অন্যতর ফল প্রতিলাভ হয়, দৃষ্ট-ধর্মেই আজ্ঞা, অথবা, উপধি শেষ থাকিলে অনাগামীতা। থাকুক, হে ভিক্ষুগণ। সাত বৎসর, যে কেহ, হে ভিক্ষুগণ। এই চারি স্মৃতি প্রস্থানকে এইপ্রকারে ছয় বৎসর ভাবনা করে তাহার দুই ফলের অন্যতর ফল প্রতিলাভ হয়,—দৃষ্ট-ধর্মেই আজ্ঞা, অথবা, উপধি শেষ থাকিলে, অনাগামীতা।” অনংতর ক্রমে বলা হইয়াছে যে ৫ বৎসর, ৪ বৎসর ৩ বৎসর, ৭ মাস, ৬ মাস, ৫ মাস, ৪ মাস, ৩ মাস, ২ মাস, ১ মাস, অর্ধমাস, কিংবা এক সপ্তাহেও সেই ফল লাভ হয়।[২]

বৌদ্ধশাস্ত্রে যেমন অর্হতের, তেমন অনাগামীরও বহু দৃষ্টাংত আছে। যথা, কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মায়ু নামক জনৈক অতিবৃদ্ধ বিদ্বান ব্রাহ্মণ বুদ্ধের শিষ্য হন। উহার অল্পকাল পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তখন ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, পরলোকে তাহার কি গতি হইযাছে? বুদ্ধ বলেন,

“ভিক্ষুগণ! ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ পাঁচ অবরভাগীয় সংযোজনের পরিক্ষয়হেতু, ঔপ-পাতিক (দেব) হইয়াছে, তথায় পরিনির্বাণ-প্রাপ্তিকারী ঐ লোক হইতে অপ্রত্যাবর্তনধর্মী (হইযাছে)।”[৩]

ভিক্ষু পুক্কুসাতি সংবংধেও বুদ্ধ, ভিক্ষুগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া, ঠিক সেই কথা বলেন।[৪] অন্য সময়ে বুদ্ধ বলেন, নাদিকাগ্রামে মৃত নংদা ভিক্ষুণী, তথা ককুধ, সুভদ্র, প্রভৃতি পংচাশের অধিক গৃহস্থ উপাসক অনাগামী হইযাছে।[৫] বৎসগোত্র পরিব্রাজককে বুদ্ধ বলেন, তাঁহার গৃহস্থ ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের এবং

১। মজ্ঝিমনি, কাটাগিরিসুত্ত (৭০) [১ খং, ৪৮১ পৃ]; আরও দ্রষ্টব্য—সুত্তনিপাত (দ্বয়তানুপস্সনাসুত্ত)।

২। মজ্ঝিমনি সতিপট্ঠানসুত্ত (১০) [১ খং, ৬২-৩ পৃ]; দীঘনি, মহাসতিপট্ঠানসুত্ত (২২) [২ খং]।

৩। মজ্ঝিমনি, ব্রহ্মায়ুসুত্ত (৯১) [২ খং, ১৪৬ পৃ]

৪। ঐ, ধাতুবিভংগসুত্ত (১৪০) [৩ খং, ২৪৭ পৃ]

৫। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং, ৯২ পৃ]

ব্রহ্মচারিণী শিষ্যাগণের বহু অনাগামীতা প্রাপ্ত হইয়াছে।[১] বুদ্ধ অন্যসময়েও তাঁহার ভিক্ষুগণকে তাই বলেন।

স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী

অর্হৎ (বা সদ্যমুক্ত) এবং অনাগামী (বা ক্রমমুক্ত) ব্যতীত বৌদ্ধধর্মে নির্বাণগামী ব্যক্তিগণের আরও দুই ভেদ করা হয়,—স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী, সুতরাং বুদ্ধ নির্বাণগামী ব্যক্তিগণকে সর্বসমেত চারি কোটিতে বিভক্ত করিয়াছেন,—(১) স্রোতাপন্ন, (২) সকৃদাগামী, (৩) অনাগামী, এবং (৪) অর্হৎ। উঁহাদিগকে তিনি কখন কখন যথাক্রমে প্রথম শ্রমণ, দ্বিতীয় শ্রমণ, তৃতীয় শ্রমণ এবং চতুর্থ শ্রমণও বলিয়াছেন, আর কখন কখন চার শ্রামণ্যফল বলিয়াছেন।[২]

যাঁহারা নিরত নির্বাণের দিকেই অগ্রসর হন, সেই দিক হইতে কখনও প্রত্যাবৃত্ত হন না, সুতরাং যাঁহাদের নির্বাণপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হইয়াছে ("অবিনিপাতধম্মা নিয়তা সংবোধিপরায়ণা"[৩] তাঁহারা 'স্রোতাপন্ন। তবে তাঁহাদিগকে নির্বাণ লাভের পূর্বে, আর একাধিকবার ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। 'সুত্তনিপাতে' আছে, বুদ্ধ বলেন,

"গভীর-প্রজ্ঞ (=বুদ্ধ) কর্তৃক সুউপদিষ্ট আর্যসত্যসমূহ যাহারা সম্যক্ অনুধাবন করে, ধর্মের মার্গে তাহাদের গতি যতই মন্থর হউক (না কেন), তাহাদিগকে কখনই অষ্টমবার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না।"[৪]

তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার মতে স্রোতাপন্নকে, ঊর্ধ্বতম পক্ষে, সাত বারের অধিক জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহারা বর্তমান দেহ পরিত্যাগের পর ইহলোকে সকৃৎ (বা একই বার) আগমন (অর্থাৎ, জন্ম গ্রহণ) করিয়া নির্বাণলাভ করিবে, তাঁহারা 'সকৃদাগামী' যাহারা বর্তমান দেহ পরিত্যাগের পরে ইহলোকে আর আগমন করিবেন না, পরলোকেই নির্বাণ লাভ করিবেন, তাঁহারা 'অনাগামী'। আর যাঁহারা ইহদেহে বর্তমান থাকিতেই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা 'অর্হৎ'।

যাঁহারা তিন সংযোজনকে, (১) সৎকায়-দৃষ্টি, (২) বিচিকিৎসা এবং (৩)

১। মজ্ঝিমনি, মহাবচ্ছগোত্তসুত্ত (৭৩) [১ খং,] (পরে দ্রষ্টব্য]।
২। দীঘনি, দসুত্তরসুত্ত (৩৪) [৩ খং]
৩। মজ্ঝিমনি, আনাপানসতি (১১৮), দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬)।
৪। সুত্তনিপাত, ২৩০ (রতনসুত্ত, ৯)

শীলব্রতপরামর্শ—পাঁচ অবরভাগীয় সংযোজনের এই প্রথম তিনটিকে, মাত্র ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহারা স্রোতাপন্ন হন। যাঁহারা ঐ তিন সংযোজনের সংগে সংগে রাগ, দ্বেষ এবং মোহকেও অতি ক্ষীণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকৃদাগামী। যাঁহারা পাঁচই অবর ভাগীয় সংযোজনকে ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহারা অনাগামী। আর যাঁহারা চিত্তের সমস্ত আস্রবসমূহকে সম্যক্‌রূপে ক্ষয় করিয়াছেন এবং মুক্তির জ্ঞান সংপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অর্হৎ।[১]

বুদ্ধ বলেন, "হে ভিক্ষুগণ। যে সময়ে আর্যশ্রাবকের বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়, যাহা কিছু সমুদয়-ধর্মা, তৎসমস্তই নিরোধ-ধর্মা, এই দর্শনোৎপত্তির সংগে সংগেই, হে ভিক্ষুগণ। আর্য শ্রাবকের তিন সংযোজন প্রহীন হয়,—সৎকায়-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, এবং শীলব্রত পরামর্শ।"[২]

বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন,

"তথা শীল দ্বারা স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী ভাবের কারণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমাধি দ্বারা অনাগামী ভাবের, প্রজ্ঞা দ্বারা অর্হত্ত্বের। স্রোতাপন্ন শীল পরিপূর্ণকারী বলিয়া কথিত, তথা সকৃদাগামী। অনাগামী সমাধি পরিপূর্ণকারী। অর্হৎ প্রজ্ঞাপরিপূর্ণকারী।"[৩]

বুদ্ধ বলেন যে তাঁহার ভিক্ষুসংগে যেমন অর্হৎ ও অনাগামী আছে, তেমন সকৃদাগামী এবং স্রোতাপন্নও আছে।[৪] নাদিকা গ্রামে মৃত উপাসকদিগের মধ্যে নব্বইএর অধিক সকৃদাগামী এবং পাঁচশ'র অধিক স্রোতাপন্ন।[৫]

স্রোতাপন্নের ও সকৃদাগামীর গণনা ভাগবতধর্মে নাই। অনাগামীর ও অর্হতের গণনা আছে। পরংতু বুদ্ধ বলেন, তাঁহার ধর্মে ব্যতীত অপর কোনটিতে চতুর্বিধ শ্রমণের কোনটি নাই।

"হে সুভদ্র। যেই ধর্ম-বিনয়ে আর্য অষ্টাংগিক মার্গ উপলব্ধ হয় না,

---

১। দীঘনি, মহালিসুত্ত (৬) [১ খং, ১৫৬ পৃ]; মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং, ৯২-৩ পৃ]; সংপসাদনীয়সুত্ত (২৮) [৩ খং, ১৩২ পৃ], ইত্যাদি; মজ্‌ঝিমনি, আকাংখেয্য-সুত্ত (৬) [১ খং, ৩৪ পৃ] অলগদ্দূপমসুত্ত (২২) [১ খং, ১৪১ পৃ], ইত্যাদি।

২। 'কথাবত্থু'তে (১।৪।১৮, ২।৪।১৮-৯) ধৃত ভগবদ্‌বচন।

৩। বিশুদ্ধিমার্গ, ১ম ভাগ, গোপালদাস চৌধুরী এবং শ্রমণ পূর্ণানংদ কর্তৃক বাংলা ভাষাংতরিত, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১০ পৃষ্ঠা।

৪। মজ্‌ঝিমনি, আনাপানসতি (১১৮)

৫। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং]।

উহাতে প্রথম শ্রমণও উপলব্ধ হয় না, উহাতে দ্বিতীয় শ্রমণও উপলব্ধ হয় না, উহাতে তৃতীয় শ্রমণও উপলব্ধ হয় না, উহাতে চতুর্থ শ্রমণও উপলব্ধ হয় না। হে সুভদ্র। যে ধর্ম-বিনয়ে আর্য অষ্টাংগিক মার্গ উপলব্ধ হয়, উহাতে প্রথম শ্রমণও উপলব্ধ হয়, উহাতে দ্বিতীয় শ্রমণও উপলব্ধ হয়, উহাতে তৃতীয় শ্রমণও উপলব্ধ হয়, উহাতে চতুর্থ শ্রমণও উপলব্ধ হয়। হে সুভদ্র। এই (মৎকর্তৃক প্রচারিত) ধর্ম-বিনয়েই আর্য অষ্টাংগিক উপলব্ধ হয়। হে সুভদ্র। এইখানেই প্রথম শ্রমণ (আছে), এখানেই দ্বিতীয় শ্রমণ, এখানেই তৃতীয় শ্রমণ, এখানেই চতুর্থ শ্রমণ (আছে)। অপর প্রবাদসমূহ (=ধর্মবিনয়সমূহ) নিশ্চয়ই শ্রমণশূন্য।" ইত্যাদি।[১]

ব্রহ্মনির্বাণ

বিদেহ-মুক্ত জ্ঞানী, প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে, "ব্রহ্ম সংপদ্যতে" ('ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়", অর্থাৎ ব্রহ্মই হয়)।[২] প্রকারান্তরে বলা হয় যে তিনি ব্রহ্মের সাধর্ম্য প্রাপ্ত হন,[৩] বা ব্রহ্মভাব লাভ করেন।[৪]

সুতরাং তখন তাঁহার জীবভাব বা জীবত্ব বা ব্যক্তিত্ব আর থাকে না, অন্য কথায় বলিতে, তখন জীবত্বের নির্বাণ, লয় বা বিনাশ হয়। ঐ বিষয়ে কখন কখন অগ্নির নির্বাণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে।[৫]

সেই কারণে বিদেহ মুক্তিকে জীব-নির্বাণ বা জীব-লয়, সংক্ষেপে নির্বাণ বা লয়ও, বলা যাইতে পারে।[৬] পরন্তু কেবল তাবন্মাত্র বলিলে, ততোধিক অগ্নি-নির্বাণের উপমা হইতে, কাহারও কাহারও মনে এই ধারণা হইতে পারে যে তখন জীব সম্যক্ বিনাশ পায়, উহার কিছুই অবশেষ থাকে না। সে যে তখন প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই হয়, তাহার জীবত্বের তিরোভাব হইয়া ব্রহ্মত্বের আবির্ভাব হয় মাত্র, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। তাই প্রাচীন ভাগবতধর্মে বিদেহ মুক্তিকে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বা 'ব্রহ্মলয়' (অর্থাৎ ব্রহ্মভবন হেতু জীবভাবের নির্বাণ বা লয়) বলা হয়।[৭]

প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে ব্রহ্ম স্বরূপত নির্গুণ নির্বিশেষ, মন ও বাণীর অগোচর, সুতরাং অনির্দেশ্য ও অপ্রতর্ক্য। অতএব ব্রহ্ম-নির্বাণ-প্রাপ্ত জ্ঞানীর

১। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত, [২২°] ২। গীতা, ১৩।৩০ ৩। গীতা, ১৪।২
৪। গীতা, ৪।১০ ; ৮।৫ ; ১৩।১৮ ; ১৪।১৯ ৫। পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
৬। গীতা, ৬।১৫ ৭। গীতা, ২।৭২, ৫।২৪-২৫

স্বরূপ মন ও বাণীর অগোচর, অনির্দেশ্য ও অপ্রতর্ক্য। রাজা হরিশ্চন্দ্রের নির্বাণ '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি প্রপঞ্চ বিলয়ের ক্রমে মহত্তত্ত্বে উপনীত হন, অনন্তর

"উহাতে জ্ঞানবলে ধ্যান করত তদ্দ্বারা অজ্ঞানকে বিনির্মর্দন করেন। (তৎপরে) নির্বাণসুখসংবিৎ দ্বারা উহাকে পরিত্যাগ করত বিধ্বস্ত বন্ধন হইয়া অনির্দেশ্য এবং অপ্রতর্ক্য স্বীয়ভাবে সংস্থিত হন।"[১]

তবে আবার ইহাও বলা হয় যে নির্বাণ পরম আনন্দ বা সুখ। কেননা ব্রহ্ম চিদানন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ। সুতরাং ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মভবন পরম আনন্দ বা সুখ।

ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ভাগবতধর্মে ব্যবহৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ সংবলিত বহু সংজ্ঞা বৌদ্ধধর্মেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পরন্তু 'ব্রহ্মনির্বাণ' সংজ্ঞা বুদ্ধ প্রয়োগ করেন নাই।[২] সদেহ মুক্ত জ্ঞানীকে বা সোপাধিবিশেষ-নির্বাণ-প্রাপ্ত অর্হৎকে, যেমন কৃষ্ণ তেমন বুদ্ধও ব্রহ্মভূত বলেন। পরন্তু কৃষ্ণের ন্যায় বুদ্ধ বলেন না যে ব্রহ্মভূত জ্ঞানী দেহান্তে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।[৩]

ব্রহ্মনির্বাণ ও পরিনির্বাণ

ভাগবতধর্মের ব্রহ্মনির্বাণের সহিত বৌদ্ধপরিনির্বাণের বা অনুপধিশেষনির্বাণের অনেকটা মিল আছে। এখন আমরা তাহা দেখাইব।

(১) ব্রহ্মনির্বাণ-প্রাপ্ত জ্ঞানীর জীবভাব বা ব্যক্তিত্ব বিনাশ পায়। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে তাঁহাকে আর দেখা যায় না,—তিনি লোকে অন্তর্ধান হন। ব্রহ্মভবন দৃষ্টিতেও তাহা সিদ্ধ হয়। কেননা, ব্রহ্ম স্বরূপত সর্বাতীত, সুতরাং সর্বলোকের অতীত। অতএব ব্রহ্মনির্বাণ-প্রাপ্ত জ্ঞানী লোকাতীত হন,—লোকে অন্তর্ধান হন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধধর্মেও বলা হয় যে পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত অর্হৎ লোকে অন্তর্ধান হন,

১। (বিষ্ণু) ভাগপু, ৯।৭।২৬ ২-২৭

২। পূর্বে প্রবন্ধ, বিশেষত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

৩। "স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।"
—(গীতা, ৫।২৪.২)

লোকে তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 'দীঘনিকায়ে'র 'মহাপরিনিব্বাণ-সুত্তে' বিবৃত আছে যে বুদ্ধের অংতিম সময়ে তাঁহাকে দর্শনার্থ দশলোকধাতুর দেবতাগণ, তাঁহার অংতিম শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হন। উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অবীতরাগ ছিলেন তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন,

"অতি খিপ্পং ভগবা পরিনিব্বায়িস্সতি।
অতি খিপ্পং সুগতো পরিনিব্বায়িস্সতি।
অতি খিপ্পং চক্খুমা লোকে অংতধায়িস্সতি।"[১]

'ভগবান অতি ক্ষিপ্র পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। সুগত অতি ক্ষিপ্র পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। চক্ষুষ্মান অতি ক্ষিপ্র লোকে অংতর্ধান হইবেন।' তাঁহার পরিনির্বাণের পরে ঐ অবীতরাগ দেবতাগণ, তথা অবীতরাগ ভিক্ষুগণ, শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন,

"অতি ক্ষিপ্রই ভগবান পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতি ক্ষিপ্রই সুগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতি ক্ষিপ্রই চক্ষুষ্মান লোকে অংতর্ধান হইয়াছেন।"[২]

আয়ুষ্মান মহাচুংদ আয়ুষ্মান ছন্নকে বলেন, ভগবান বুদ্ধের 'নিত্যকল্প শাসন' এই যে,

"(তৃষ্ণায়) নিশ্রিতের (চিত্ত) চলিত হয়, অনিশ্রিতের চলিত হয় না; (চিত্ত) চলিত না হইলে প্রশ্রব্ধি হয়, প্রশ্রব্ধি হইলে নতি হয় না, নতি না হইলে আগতি-গতি হয় না, আগতি-গতি না হইলে চ্যুতি-উৎপাদ হয় না; চ্যুতি-উৎপাদ না হইলে না এখানে (=ইহলোকে), না ঐখানে (=পরলোকে), না উভয়ে হয়। ইহাই দুঃখের অংত।"[৩]

সেই কারণে বুদ্ধ বলেন যে পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত অর্হৎকে কেহ দেখিতে পায় না।

"হে ভিক্ষুগণ। ভব-দৃষ্টি উচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার পরেও তথাগতের শরীর থাকে। যাবৎ পর্যংত উঁহার শরীর থাকে, তাবৎ পর্যংত মনুষ্য ও দেবতা উঁহাকে

১। দীঘনি, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬) [২ খং]
২। ঐ, ঐ, [২ খং]
৩। মজ্ঝিমনি, ছন্নোবাদসুত্ত (১৪৪) [৩ খং, ২৬৩ পৃ], উদান. ৮।৪, সংযুত্তনি, সড়ায়তনসংযুত্ত, ছন্নোবগ্গ (৩৫।৮৭।১০) [৪ খং, ৫৯ পৃ]।

দেখিতে পাব। শবীব পাত হইলে, জীবন প্রবাহ নিকদ্ধ হইবা যাওয়াব পরে, মনুষ্য ও দেবতা উঁহাকে দেখিতে পাব না।"[১]

"হে ভিক্ষুগণ! এইখানে ভিক্ষুব অস্মিতা বিনষ্ট, উচ্ছিন্নমূল তাল-বৃক্ষেব ন্যায় অভাব-প্রাপ্ত এবং ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হইবাব যোগ্য হয়। · হে ভিক্ষুগণ। ইংদ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি সহিত (সমস্ত) দেবতা অন্বেষণ কবিবা এইরূপ বিমুক্ত-চিত্ত ভিক্ষুকে পান না। তথাগতেব এই বিজ্ঞান নিশ্রিত।"[২]

"রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব এবং বিজ্ঞান—(ইহাদেব প্রত্যেকটিকে) 'ইহা আমি নহি, ইহা আমাব নহে'—এই প্রকাব (ভাবনা কবিবা ভিক্ষু) উহাতে বিবক্ত হয়। এই প্রকাব বিবক্ত, সর্বসংযোজনাতীত এবং ক্ষেমপ্রাপ্ত (ভিক্ষুকে) মাবসেনা সর্বস্থানে অন্বেষণ কবিবাও পায় না।"[৩]

" দিট্‌ঠে ধম্মে অনাসবো।
কায়স্স ভেদা ধম্মট্‌ঠো সংখং নোপেতি বেদগূ তি।"[৪]

" ·· · দৃষ্ট-ধর্মেই অনাস্রব হয। সেই ধর্মস্থ ও বেদগূ, দেহ পাত হইলে, আব সংখ্যা প্রাপ্ত হয় না।" তাঁহাব জীবত্ব বা বিজ্ঞান[৫] লোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে না বলিযাই পবিনির্বাণ-প্রাপ্ত অর্হৎকে লোকে দেখিতে পাওবা যায় না।

১। ব্রহ্মজালসুত্ত (১) [১ খং, ৪৬ পৃ]

২। মজ্ঝিমনি, অলগদ্দূপমসুত্ত (২২) [১ খং, ১৩৯-৪০ পৃ]।

৩। সংযুত্তনি, মারসংযুত্ত , পত্তসুত্ত (৪।২।৬।৭) [১ খং, ১১২ পৃ]।

৪। ঐ, বেদনা-সংযুত্ত (৩৬।৩।৬(৫)) [৪ খং ২০৬ পৃ] , (৩৬।৫।৪) [৪ খং, ২০৮ পৃ] (৩৬,১২।৪(৫) [২১৮ পৃ]।

৫। বুদ্ধ জীবত্বকে কখন কখন "বিজ্ঞান" বলিতেন। (যথা দ্রষ্টব্য—দীঘনি, মহানিদান-সুত্ত (১৫) [২ খং, ৭০ পৃ]। ইহা বলা যাইতে পাবে যে উপনিষদেও জীবকে কখন কখন 'বিজ্ঞান' বলা হইয়াছে। যথা

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্মাণি তনুতেঽপি চ।"—(তৈত্তি উ , ২।৫।১)

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বিজ্ঞান স্বরূপ।

"বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্‌বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি॥" ইত্যাদি (ঐ)
"বিজ্ঞানমানংদং ব্রহ্ম" (বৃহ উ, ৩।৯।৭)

জীব স্বরূপত ব্রহ্ম বলিয়া, উহাকেও বিজ্ঞান বলা যায়। ব্যবহাবিক দৃষ্টিতে জীব বিজ্ঞান-ময়ই বা বিজ্ঞানঘনই। সেই কারণেও উহাকে 'বিজ্ঞান' বলা হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঐ বিজ্ঞানঘনের বিনাশের কথাও বলিয়াছেন এবং ঐ বিষয়ে লবণখণ্ড ও জলেব দৃষ্টাংত দিয়াছেন,

"স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানুবিলীয়তে ন হাস্যোদ্ গ্রহণায়েব স্যাৎ।

সংযুত্তনিকায়ে বিবৃত হইয়াছে যে ভিক্ষু গোধিক অর্হত্বলাভের পরে শস্ত্রদ্বারা আপন নাড়ী কাটিয়া দেহত্যাগ করিলে অপর ভিক্ষুগণ দেখেন যে এক ধূম্রমণ্ডল তাঁহার শবের চারিদিকে ইতস্তত গমনাগমন করিতেছে। তাঁহারা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন উহা কি? বুদ্ধ উত্তর করেন, "উহা হে ভিক্ষুগণ! পাপী মারই। সে কুলপুত্র গোধিকের বিজ্ঞানের সমন্বেষণ করিতেছে।" তখন ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করেন,

"কুলপুত্র গোধিকের বিজ্ঞান কোথায় প্রতিষ্ঠিত (আছে)?'

বুদ্ধ বলেন,

"অপ্পতিট্ঠিতেন চ ভিক্খবে বিঞ্ঞাণেন গোধিকো কুলপুত্তো পরি-নিব্বুতো তি।'[১]

"কুলপুত্র গোধিক অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সহকারে (অর্থাৎ বিজ্ঞানকে কোথাও প্রতিষ্ঠিত না রাখিয়া, তৎসহ) পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে।" ভিক্ষু বক্কলিও যখন শস্ত্রাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করেন, ঠিক সেই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যাহা গোধিকের বেলায় ঘটে। তখনও বুদ্ধ, অপর ভিক্ষুগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে ঠিক সেই কথা বলেন।[২]

'অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান' কি বুদ্ধের নিম্নে উদ্ধৃত উক্তিসমূহ হইতে তাহা বুঝা যায়,

"হে ভিক্ষুগণ। এই যে চেতনা করে, এই যে প্রকল্পনা করে, এই যে অনুসরণ করে, তাহাতে বিজ্ঞানের স্থিতির আলম্বন হয়। আলম্বন থাকাতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহাতে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত বিরূঢ় হওয়াতে, পুনর্ভবাভিনির্বর্তী আয়তি হয়। পুনর্ভবাভিনির্বর্তী আয়তি থাকাতে জাতি, জরা-মরণ, শোক, পরিদেব দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপায়াসেরও আয়তি হয়। এই প্রকারে এই কেবল দুঃখ-স্কন্ধের সমুদয় হয়।"[৩]

এবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।"—(বৃহ উ ২।৪।১২ ; আরও দ্রষ্টব্য—৪।৫।১৩)

১। সংযুত্তনিকায়, মারসংযুত্ত, গোধিকসুত্ত, (৪।৩।৩।১৩-) [১ খং, ১২২ পৃ]।

২। ঐ, খন্ধসংযুত্ত, থেরবগ্গ, বক্কলিসুত্ত (২২।৮৭।৩৭-৪০) [৩ খং, ১২৪ পৃ] (পূর্বে .. পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৩। সংযুত্তনিকায়, নিদান-সংযুত্ত, কলার খত্তিয়বগ্গ, চেতনা (১২।৩৮।২) [২ খং, ৬৫ পৃ]।

"যাহাতে হে ভিক্ষুগণ। চেতনাও কবে না, প্রকল্পনাও করে না এবং অনু-স্মবণও কবে না, তাহাতে বিজ্ঞানেব স্থিতিব আবংভন হয় না। আবংভন না থাকাতে বিজ্ঞানেব প্রতিষ্ঠা হয় না। তাহাতে বিজ্ঞান অপ্রতিষ্ঠিত, অবিরূঢ হওযাতে, পুনর্ভবাভিনির্বর্তী আযতি হয় না। পুনর্ভবাভিনির্বর্তী আবতি না থাকাকে জাতি, জবা-মবণ, শোক, পবিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্থ এবং উপায়াসেবও আয়তি হব না। এই প্রকাবে কেবল দুঃখস্কংধেব নিবোধ হয়।"[১]

"তদ্ অপ্রতিট্‌ঠিতং বিঞ্‌ঞানং অবিরূঢং অনভিসংখাবং চ বিমুত্তং। বিমুত্তত্তা ঠিতং। ঠিতত্তা সংতুসিতং। সংতুসিতত্তা ন পবিতস্সতি। অপবিতস্সং পচ্চত্তঞ্ঞেব পরিনিব্বায়তি। খীনা জাতি বুসিতং ব্রহ্মচবিবং চেতং কবণীযং নাপরং ইত্থত্তায়াতি পজানাতীতি।"[২]

বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে[৩] যে মৃগশিবা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ "ছবসীসমংত" নামে এক বিদ্যা অর্জন কবেন, যাহা দ্বাবা তিনি কোন মৃত ব্যক্তিব মাথাব খুলি দেখিয়া বলিতে পাবিতেন যে সে কোন গতি পাইয়াছে, কোথায় তাহাব পুনর্জন্ম হইয়াছে। ঐ ব্রাহ্মণ পবে পবিব্রাজক হব, এবং কোন সময়ে বুদ্ধেব সংগে দেখা কবিতে যান। তাঁহাব ঐ বিদ্যার্জনেব কথা শুনিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে এক মৃত অর্হতেব মাথাব খুলি দেন। যথেষ্ট প্রচেষ্টা কবিয়াও, মৃগশিরা ঐ অর্হতেব গতিব কথা কিছুই বলিতে পাবিলেন না। বংগীশ নামে জনৈক ব্রাহ্মণও সেই প্রকারে, মৃত ব্যক্তিব মাথাব খুলি দেখিবা, বলিতে পাবিতেন যে তাহাব কোথায় জন্ম হইয়াছে। উহাব দ্বাবা তিনি বহু অর্থ ও যশ অর্জন করেন। তিনি যখন বুদ্ধেব সংগে দেখা কবিতে যান, বুদ্ধ তাঁহাকে অনেক মৃত মনুষ্যেব মাথাব খুলি পবীক্ষা কবিতে দেন। ব্রাহ্মণ উহাদের সকলেবই পুনর্জন্মেব কথা ঠিক ঠিক বলিয়া দেন। অনংতব বুদ্ধ তাহাকে এক ক্ষীণাস্রব অর্হতেব খুলি দেন। বহু পবীক্ষা কবিযাও বংগীশ উহাব পুনর্জন্ম সংবংধে কিছুই বলিতে পাবিলেন না। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে এই শ্লোক বলেন,

---

১। সংযুত্তনি, নিদানসংযুত্ত, কডাব খত্তিয়বগ্গ (১২।৩৮।৪) [২ খং, ৬৫-৬ পৃ]।

২। ঐ, খংদসংযুত্ত, উপায়বগ্গ, উপায (২২।৫৩।১১) [৩ খং, ৫৩-৪ পৃ], (২২।৫৪।১৮) [৩ খং, ৫৫ পৃ] (২২।৫৫।৩০) [৩ খং, ৫৮ পৃ]।

৩। দ্রষ্টব্য—C Malalasascher, Dict Pali Proper Names, II, pp 625 & 402 পবমত্থজ্যোতিকা, ৩৪৫-৬ পৃষ্ঠা।

"গতি মিগানং পবনং আকাশো পক্‌খিনং গতি।
বিভবো গতি ধম্মানং নিব্‌বাণং অরহতো গতি॥"[১]

এই সকল আখ্যায়িকার তাৎপর্য এই প্রদর্শন করা মনে হয় যে দেহত্যাগের পর অস্থিকংকালাদি যেমন অপরিনিবৃতের পড়িয়া থাকে, তেমন পরিনিবৃতেরও পড়িয়া থাকে, পরংতু অপরিনিবৃতের বিজ্ঞানও থাকে, তাই সে কোথায় আছে বলা যাইতে পারে আর পরিনিবৃতের বিজ্ঞান থাকে না, তাই তাহার সংবংধে আর কিছুই বলা যায় না।

পরিনির্বাণকে 'লোকাংত' বা 'লোক-নিরোধ' বলা হয়। যথা বুদ্‌ধ বলিয়াছেন,

"যেখানে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, চ্যুতিনাই, উত্‌পত্‌তি নাই—সেই লোকাংতকে' ইত্যাদি।[২]

"ন চ অপ্‌পত্বা লোকাংতং দুক্‌খা অত্‌থি পমোচনম্।"[৩]

'আর লোকাংত প্রাপ্‌ত না হইলে দুঃখ হইতে প্রমোচন হয় না।' সুতরাং পরিনির্বৃত লোকাতীত হয়। অন্য প্রকারেও তাহা সিদ্‌ধ হয়। লোক সংস্কৃত, আর নির্বাণ অসংস্কৃত। অতএব পরিনির্বাণ-প্রাপ্‌ত লোকের অতীত হয়। সেই কারণে লোকে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

বুদ্‌ধ ঠিক কৃষ্‌ণের ন্যায়, অগ্‌নির বা দীপের নির্বাণের দৃষ্‌টাংত দিয়া তাহা বুঝাইতেন। তিনি বলেন,

"খীণং পুরাণং নবং ন অত্‌থি সংভবং
বিরত্‌ত-চিত্‌তা আয়তিকে ভবস্মিং।
তে খীণ-বীজা অবিরূঢ়্‌হি-ছংদা।
নিব্‌বাতি ধীরা যথায়ং প্রদীপো॥"

'(যাহাদের) পুরাণ (তৃষ্‌ণা) ক্ষয় পাইয়াছে এবং নূতন সংচয় হয় নাই, (তাহারা) ভবিষ্যতে জন্ম হইতে বিমুক্ত। ক্ষীণবীজ এবং অবিরূঢ়ধর্মা সেই ধীরগণ নির্বাণ প্রাপ্‌ত হয়, যেমন এই প্রদীপ (অর্থাৎ যেমন তেল ক্ষয় হইয়া গেলে দীপ নির্বাণ প্রাপ্‌ত হয়)।

এই বচন 'মহাবস্তু'তেও ধৃত হইয়াছে।[৪] উহাতে আরও আছে

১। বিনয়পিটক, V 149
২। পূর্বে পৃষ্‌ঠা দ্রষ্টব্য
৩। সুত্তনিপাত, ২৩৫ (রতনসুত্ত, ১৪)
৪। মহাবস্তু [১ম ভাগ, ২৯৩ পৃ]

সংধান পাওয়া যায় না, তেমনই হে ভিক্ষুগণ! আয়ুষ্মান দর্ব মল্লপুত্র আকাশে উঠিয়া ⋯ ⋯অগ্নি সংপ্রাপ্ত হইয়া ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, তাহার ভস্মের কিংবা কালদাগের সংধান পাওয়া গেল না।"[১]

অনংতর তিনি আর একটা উদান বলেন। (১২৯ পৃষ্ঠা দেখ)

(২) প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে, জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। ব্রহ্মই অবিদ্যা বশত জীব সাজিয়াছেন। সুতরাং জীব যেমন ব্রহ্ম হয়, আপন স্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে কোথাও যাইতে হয় না। জীবত্বের তিরোভাবের সংগে সংগেই ব্রহ্মত্বের আবির্ভাব হয়। তাহাতে বলা যায় যে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত জ্ঞানী কোথাও যান না।[২]

বৌদ্ধ ধর্মেও বলা হয় যে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত অর্হৎ কোথাও গমন করেন না,—তাঁহার গতিও নাই, আগতিও নাই। যথা, 'সংযুত্তনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত গোধিকের বিজ্ঞানকে খুঁজিয়া না পাইয়া মার ছদ্মবেশে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"সেই গোধিক কোথায় গিয়াছেন? আমি তাহাকে পাইতেছি না।" ঊর্ধ্বে, অধে এবং তির্যক দিকে, দিক্‌সমূহে এবং বিদিক্‌সমূহে, (সর্বত্র) অন্বেষণ করিয়াও আমি তাহাকে পাইতেছি না।"

বুদ্ধ উত্তর করেন

"গোধিক মৃত্যুর সেনাকে জয় করিয়া এবং পুনর্ভবে গমন না করিয়া, তৃষ্ণাকে সমূলে বিনাশ করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে।"[৩]

"যাঁহার আশ্রবসমূহ পরিক্ষীণ হইয়াছে, যিনি আহারে (অর্থাৎ কোন কিছু

১। 'মহাবস্তু'তে বিবৃত হইয়াছে যে বারানসীর বহির্ভাগে অদূরে মহাবন খংডে ৫০০ প্রত্যেক বুদ্ধ বাস করিতেন এবং তথায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। উঁহারা—

"বৈহায়সমভ্যুদ্‌গম্য তেজোধাতুং সমাপজ্জিত্বা অনুপাদায় পরিনির্বৃতা।
স্বকায়ে তেজোধাতুয়ে মাংসশোনিতং ধ্যাপিতং। শরীরাণি পতিতানি॥"

—(মহাবস্তু, [১ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃ])

২। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামংতি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" —(বৃহ উ, ৪।৪।৬)

৩। সংযুত্তনি

আহবণে) নিশ্রিত নহেন এবং শূন্যত ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাঁহাব গোচবীভূত হইয়াছে, তাঁহাব পদ, আকাশে পক্ষীব পদেব ন্যায়, দুবন্নয়।”[১]

কথিত হইবাছে কোন সময়ে বোহিতাশ্ব নামে জনৈক দেবপুত্র বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবেন, “হে ভংতে। যেখানে জন্ম নাই, জবা নাই, মৃত্যু নাই, চ্যুতি নাই, উৎপত্তি নাই, সেই লোকেব অংতকে গমন দ্বাবা অভিজ্ঞাত হইতে, সাক্ষাৎকার কবিতে, উপসংপন্ন হইতে পাবা যায় কি?”

বুদ্ধ উত্তব কবেন,

হে আবুস্। যেখানে জন্ম নাই, জবা নাই, মৃত্যু নাই, চ্যুতি নাই, উৎপত্তি নাই,—সেই লোকেব অংতকে গমন দ্বাবা অভিজ্ঞাত হইতে, সাক্ষাৎকাব কবিতে, উপসংপন্ন হইতে পাবা যাব,—তাহা আমি বলি না।”

বোহিতাশ্ব দেবপুত্র অতি প্রসন্নচিত্তে তাহা অনুমোদন কবেন। তিনি বলেন যে পূর্বজন্মে তিনি বোহিতাশ্ব নামে এক ঋবি ছিলেন। তাঁহাব এই ঋদ্ধি ছিল যে তিনি আকাশ দিয়া অতিবেগে গমন কবিতে পারিতেন। তখন তাঁহাব মনে এই ইচ্ছা উদয় হয় যে তিনি “গমন দ্বাবা লোকেব অংত প্রাপ্ত হইবেন।” পরংতু ঐ মহান বেগে শত বৎসর ধবিয়া ববাবব গমন করিয়াও তিনি লোকেব অংতে পৌছিতে পাবিলেন না, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। সেই কারণে তিনি মানেন যে বুদ্ধ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই॥ তখন বুদ্ধ বলেন,

“হে আবুস্। আমি আবাব ইহাও বলি না যে লোকেব অংতকে প্রাপ্ত না হইলে দুঃখের অংতক্রিবা হয। অধিকংতু হে আবুস্। আমি ইহা প্রজ্ঞাপন কবি যে এই সংজ্ঞী এবং সমনস্ক ব্যামমাত্র কলেববেই লোক, লোকসমুদয়, লোকনিবোধ এবং লোক-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা।

“গমনেন ন পত্তবো লোকস্স অংতো কদাচনং।
ন চ অপ্পত্বা লোকংতং দুক্খা অত্থি পমোচনম্॥”[২]

লোকেব অংত কদাচও গমন দ্বাবা পাওয়া যাইতে পাবে না। আব লোকাংত প্রাপ্ত না হইলে দুঃখ হইতে প্রমোচন হয় না।”

১। ধম্মপদ, ৯৩ (৭।৪)

২। সংযুত্তনি, দেবপুত্তসংযুত্ত, বোহিতস্স (২।৩।৬) [১ খং, ৬১-২ পৃ]; অংগুত্তবনি, চতুক্কনিপাত, বোহিত্স্স (৪।৫।৪৫) [২ খং, ৪৭-৯ পৃ]।

তাৎপর্য এই যে লোকান্তরে যাইতে, নির্বাণ লাভ করিতে কোথাও যাইতে হয় না। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"যাহার গতিকে দেবতা, গন্ধর্ব এবং মনুষ্য জানিবে না, ক্ষীণাস্রব এবং অর্হৎ তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।"[1]

তাই 'পটিসম্ভিদামগ্গে' উদ্ধৃত হইয়াছে যে "অগতি নিব্বানং তি অভিঞ্ঞেয়্যং" ('নির্বাণ অগতি বলিয়া অভিজ্ঞেয়')[2], নির্বাণ "অচল"।[3] 'ধম্মপদে' উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধ অপদ।

"তং বুদ্ধং অনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ।"[4]

'সেই অনন্তগোচর বুদ্ধ অপদ। তাঁহাকে কোন পদদ্বারা (কোথায়) লইয়া যাইবে?'

ঐ বিষয়েও বুদ্ধ অগ্নির নির্বাণের দৃষ্টান্ত দিতেন। যথা, শ্রাবস্তীতে সমস্ত ভিক্ষুগণের নিকট আয়ুষ্মান দর্ব মল্লপুত্রের পরিনির্বাণ বর্ণনার পর[5], বুদ্ধ এই উদান বলেন,

"অয়োঘনহতস্সেব জলতো জাতবেদসো
অনুপুব্বূপসন্তস্স যথা ন ঞায়তে গতি।
এবং সম্মাবিমুত্তানং কামবন্ধোঘতারিনং
পঞ্ঞাপেতুং গতি নত্থি পত্তানং অচলং সুখং তি॥"[6]

'যেমন লোহার হাতুড়ীর ক্রমাগত আঘাতদ্বারা উপশমগত (বা নির্বাপিত) প্রজ্বলিত অগ্নির গতি জানা যায় না, সেই প্রকার কামবন্ধোঘোত্তীর্ণ, সম্যক্-বিমুক্ত, তথা অচল সুখপ্রাপ্ত ব্যক্তির গতি প্রজ্ঞাপন করা যায় না।' কবি অশ্বঘোষ তাহা অতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। বুদ্ধ বলেন,

"যেমন দীপ নির্বাণ অভিপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই পৃথিবীতে (অপর কোথাও) গমন করে না, অন্তরিক্ষেও না, কোনদিকেও না কোন বিদিকেও না: তেলের ক্ষয় বশত কেবল শান্তিই প্রাপ্ত হয়: তেমনই কৃতী (সাধক) নির্বাণ অভিপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই পৃথিবীতে (অপর কোথাও) গমন করে না,

---

১ মজ্ঝিমনি. বাসেট্ঠসুত্ত (৯৮) গাথা ৫১ [১ খং,], সুত্তনিপাত, ৬৪৪ (বাসেট্ঠসুত্ত, ৭১)।

২। পটিসম্ভিদামগ্গ [১ খং. ১৪ পৃ] ৩। ঐ. [২ খং. ২৩৯ পৃ]

৪। ধম্মপদ, ১৭৯, ১৮০ (১৪।১, ২) ৫। পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৬। উদান, ৮।১০

অংতবিক্ষেও না, কোন দিকেও না, কোন বিদিকেও না, ক্লেশের ক্ষয়বশত কেবল শাংতিই প্রাপ্ত হয়।"[১]

'সুত্তনিপাতে' ভিক্ষু উপশিব এবং বুদ্ধের মধ্যে ঐ বিষয়ে এই সংবাদ বিবৃত আছে।[২] ভিক্ষু উপশিব বুদ্ধকে বলেন,

"হে শক্র। আমি একাকী,—অনিশ্রিত (অর্থাৎ কোন আলংবনের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত) এই মহাপ্লাবন উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইতেছি না। হে সমংতচক্ষু। সেই আলংবন আমাকে বলুন, যাহাতে নিশ্রিত হইয়া আমি এই মহাপ্লাবন উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব।" বুদ্ধ তাঁহাকে বলেন,

"হে উপশিব। আকিংচন্যকে প্রেক্ষমান এবং স্মৃতিমান হইয়া,—'ন অত্থি' (কিছুই নাই) ইহাতে নিশ্রিত হইয়া তুমি মহাপ্লাবন উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। কামকে প্রহান করিয়া এবং কথা হইতে বিরত হইয়া তৃষ্ণাক্ষয়কে রাত্রিদিন অভিদর্শন কর।" (১০৭০) তখন উপশিব জিজ্ঞাসা করেন,

"যে সর্বকামসমূহে বীতরাগ, অন্যকে (অপর সমস্ত কিছুকে) পরিত্যাগ করিয়া আকিংচন্যে নিশ্রিত, পরম সংজ্ঞা-বিমোক্ষে বিমুক্ত তিনি কি তথায় অনানুযায়ী স্থিত থাকেন?"[৩] (১০৭১)

বুদ্ধ বলেন,

"(হাঁ,) হে উপশিব! যে সর্বকামসমূহে বীতরাগ, অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অকিংচন্যে নিশ্রিত, পরম সংজ্ঞা বিমোক্ষে বিমুক্ত সে তথায় অনানুযায়ী স্থিত থাকে।" (১০৭২) তখন উপশিব জিজ্ঞাসা করেন,

"হে সমংতচক্ষু! যদি তিনি বহু বহু বর্ষ তথায় অনানুযায়ী স্থিত থাকেন, এবং তিনি তথায় (দুঃখসমূহ হইতে) বিমুক্ত হইয়া শীতিভাব প্রাপ্ত হয়,[৪] তথাবিধের বিজ্ঞান থাকিবে কি?"[৫] (০৭৩)

১। সৌংদর নংদ, ১৬।২৮-৯

২। সুত্তনিপাত, ১০৬৯-১০৭৬ (উপশিবমানবপুচ্ছা] ১-৮।

৩। "তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযায়ী' তি সো পুগ্গলো তত্থ আকিঞ্চঞ্ঞায়তন-ব্রহ্মলোকে অবিগচ্ছমানো তিট্ঠে নু তি পুচ্ছতি।" (বুদ্ধঘোষ)

৪। "তত্থ এব সো সীতিসিয়া বিমুত্তো তি সো পুগ্গলো তত্থ এবাকিঞ্চঞ্ঞায়তনে নানাদুক্খেহি বিমুত্তো সীতিভাবং পত্তো ভবেয্য, নিব্বানপত্তো সস্সতো হুত্বা তিট্ঠেয় বা তি অধিপপায়ো"। (বুদ্ধঘোষ)

৫। 'ভবেথ বিঞ্ঞানং তথাবিধস্স' তি উদাহু তথাবিধস্স বিঞ্ঞানং অনুপাদায়

বুদ্ধ বলেন, হে উপশিব।

'অচ্চী যথা বাতবেগেন খিত্তো
অত্থং পলেতি ন উপেতি সংখং।
এবং মুনী নামকায়া বিমুত্তো
অত্থং পলেতি ন উপেতি সংখং॥ (১০৭৪)[১]

'যেমন বায়ুবেগদ্বারা ক্ষিপ্ত অর্চি অস্তগমন করে, (আর) সংখ্যা (=প্রকাশ, অস্তিত্ব-বোধ) প্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার নাম ও কায় হইতে বিমুক্ত মুনি অস্তগমন করে, (আর) সংখ্যা প্রাপ্ত হয় না।"

উপশিব— "অত্থং গতো সো উদ বা সো ন অত্থি,
উদাহু বে সস্সতিয়া অরোগো।
তং মে মুনী সাধু বিয়াকরোহি
তথা হি তে বিদিতো এস ধম্ম॥" (১০৭৫)

'তিনি কি অসংগত হন? কিংবা তিনি থাকেন না? কিংবা তিনি অরোগ হইয়া শাশ্বত কাল থাকেন? তাহা, হে মুনি। আমার নিকট 'প্রকৃষ্টরূপে ব্যাকরণ করুন, কেননা, এই ধর্ম আপনার তথা (=প্রকৃষ্টরূপে) বিদিত।'

বুদ্ধ—হে উপশিব।

'অত্থং গতস্স ন পমানং অত্থি
যেন নং বজ্জু, তং তস্স ন অত্থি।
সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু
সমূহতা বাদ-পথা পি সব্বে॥' (১০৭৬)

'অস্তগতের প্রমাণ থাকে না।[২] যাহা দ্বারা সে আমাদের বিজ্ঞাত হইত, তাহা

পরিনিব্বায়েয্যা তি উচ্ছেদং পুচ্ছতি, পটিসংধিগহণত্থং বা পি বিভবেয্যা তি পটিসংধিং পি স্সা পুচ্ছতি। (বুদ্ধঘোষ)

১। "অথ ভগবা উচ্ছেদ-সস্সতং অনুপগম্ম, তত্থ উপ্পন্নস্স অরিয়সাবকস্স অনুপাদায় পরিনিব্বাণং দস্সেংতো 'অচ্চি যথা তি' গাথাং আহ।" (বুদ্ধঘোষ)

২। বুদ্ধ অন্যত্রও বলিয়াছেন 'অস্তগতের প্রমাণ থাকে না।' যথা, দ্রষ্টব্য—

"সংগাতিকো মচ্চুজহো নিরূপধি
পহায় দুক্খং অপুনব্ভায়।
অত্থংগতো সো ন পমাণমেতি
অমোহয়ি মচ্চুরাজংতি ব্রূমীতি॥"

—সংযুত্তনি, সভায়তন-সংযুত্ত, (৩৫।১৮।১২) [৪ খং, ১৫৮ পৃ]।

উহার (আর) থাকে না। সর্বধর্ম সমূহত হইলে বাদ-পথসমূহও সমূহত হয়।'
'চূলল নিদ্দেসে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে,—'অস্তগত'=নিরুদ্ধ, উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট, অনুপধিশেষ নির্বাণ-ধাতুতে নির্বৃত, 'প্রমাণ'=রূপ-প্রমাণ, বেদনা-প্রমাণ, ইত্যাদি, সর্ব-ধর্ম=সর্ব স্কংধ, সর্ব আয়তন· · ·, 'সমূহত=উদ্ধৃত, উৎপাটিত, প্রহীন, 'বাদ-পথসমূহ' বুচ্চংতি কিলেসা চ খংধা চ অভিসংখারা চ, তস্স বাদা চ বাদ-পথা চ অধিবচন-পথা চ নিরুত্তি চ নিরুত্তি-পথা চ, পঞ্ঞত্তি চ পঞ্ঞত্তি-পথা চ।"

(৩) প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে ব্রহ্ম সর্বাতীত। বৌদ্ধ নির্বাণও সর্বাতীত। এইমাত্র পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধের মতে নির্বাণ "লোকের অংত", "লোক-নিরোধ।" লোক কি?

বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"তস্মা হবে লোক বিদূ সমেধো
লোকাংতগূ বুসিত-ব্রহ্মচরিয়ো।
লোকস্স অংতং সমিতাবী ঞত্বা
নাসিংসতি লোকং ইহং পরং চ॥"[১]

'সেই কারণে লোকবিদ্ সুমেধা লোকাংতগ, ব্যুসিত-ব্রহ্মচর্য লোকের অংতকে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত হইয়া ইহলোক ও পরলোককে নাশ করে।' সুতরাং ঐ লোকাংত ইহপরলোকের অতীত। আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, লোক তিনটি —সংস্কার লোক, সত্ত্বলোক এবং অবকাশ লোক। তন্মধ্যে এক লোক,—সর্ব সত্ত্ব আহারাথিক্—ইহা আগতস্থানে 'সংস্কারলোক' বলিয়া বেদিতব্য। 'লোক শাশ্বত, কিংবা 'লোক অশাশ্বত'—ইহা আগতস্থানে 'সত্ত্বলোক'। চংদ্র সূর্য যাবৎ পর্যংত দিক পরিহরণ করে, আলোক দ্বারা আভাসিত করে, তাহার সহস্রগুণ লোক। ঐখানে তাহারা বাস করে[২]—ইহা আগতস্থানে 'অবকাশ-লোক।[৩] তারপর একটা বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, 'সংস্কার লোক শব্দের অর্থ আরও অনেক ব্যাপক,—"একলোক,—সর্বসত্ত্ব আহারাথিক।

১। সংযুত্তনি [১ খং, ৬২ পৃ], অংগুত্তরণি [২ খং, ৪৯ পৃ], (পূর্বে পৃষ্ঠার নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

২। মজ্ঝিমনি [১ খং, ৩২৮ পৃ], অংগুত্তরণি [১ খং, ২২৭ পৃ]।

৩। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৭ম পরি, বুদ্ধানুস্সতি, [২০৪-৫ পৃ]।

দুই লোক,—নাম ও রূপ। তিন লোক,—তিন বেদনা। চারি লোক,—চারি আহাব। পাঁচ লোক,—পংচোপাদান স্কংধ। ছয় লোক,—ছয আধ্যাত্মিক আয়তনসমূহ। সাত লোক,—সপ্ত বিজ্ঞান-স্থিতি। অষ্ট লোক,—অষ্ট লোক-ধর্ম। নব লোক,—নব সত্ত্বাবাসসমূহ। দশ লোক,—দশ আয়তন। দ্বাদশ লোক—দ্বাদশ আয়তন। অষ্টাদশ লোক,—আঠাব ধাতু।"[১] 'সত্ত্ব লোক' অর্থ সমস্ত প্রাণীতত্ত্ব বা প্রাণীজগৎ, আব 'অবকাশ-লোক' অর্থ 'বিশ্বব্রহ্মাংড'।[২] এইরূপে লোকেব মধ্যে সমস্তই আসিয়া গিয়াছে। সুতবাং লোকের অংত সর্বেবই অংত। অতএব নির্বাণ সর্বাংত বা সর্বাতীত।

বুদ্ধ বলিয়াছেন, নির্বাণেব একগুণ এই যে উহা "বট্টুপচ্ছোদো।"[৩] বুদ্ধঘোষ বলেন, "যেহেতু উহাতে আগমন করিয়া ত্রিভূমক বট্টকে উপচ্ছিন্ন কবে, সেইহেতু 'বট্টুপচ্ছেদ' বলিয়া উক্ত হব।"[৪] সুতবাং নির্বাণে বিশ্বব্রহ্মাংড বা জগৎ থাকে না।

(৪) প্রাচীন ভাগবতধর্মেব মতে ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য। উঁহাব স্বরূপ সতত একই রূপে থাকে, তাঁহার কোন প্রকাব বিকাব কিংচিৎমাত্রও কখনও হব না, সুতরাং তাঁহাব হ্রাস কিংবা বৃদ্ধিও হয় না। সুতবাং ইহা বলা যায় যে যত জীবই ব্রহ্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হউক না কেন,—ব্রহ্ম হউক না কেন, তাহাতে ব্রহ্মেব কিংচিৎমাত্রও বৃদ্ধি হব না। বুদ্ধও সেইপ্রকাব মনে কবেন যে যতই জীব পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হউক না কেন, নির্বাণ ধাতুব কিংচিৎমাত্রও বৃদ্ধি হয না। তিনি মহাসমুদ্রের দৃষ্টাংত দিয়া তাহা বিশদ কবিযা বুঝাইতেন। তিনি বলেন, মহাসমুদ্রের এক আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম এই বে পৃথিবীস্থ গংগাদি মহানদীসমূহ নিজেদেব জল মহাসমুদ্রে ক্ষেপণ কবিলেও, তথা অংতবিক্ষ হইতে বৃষ্টিধাবাসমূহ হইতে নিপতিত হইলেও, উহাব বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস দেখা যায় না।

"এবমেব খো ভিক্খবে বহু চে পি ভিক্খু অনুপাদিসেসায় নিব্বাণ ধাতুবা পবিনিব্বায়ংতি, ন তেন নিব্বাণ ধাতুবা উনত্তং বা পূরত্তং বা পঞ্ঞায়তি।"[৫]

১। পটিসংভিদামগ্গ, [১ খং ১২২ পৃ]

২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৭ম পরি, বুদ্ধানুস্সতি [২০২-৭ পৃ]।

৩। অংগুত্তরণি, [২ খং, ৩৪ পৃ]

৪। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৮ম পরি, উপসমানুস্সতি [২৯৩ পৃ]।

৫। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ৯।১।২, উদান, ৫।৫; অট্ঠকনিপাত, মহাবগ্গ প্রহ্লাদকেও সেই কথা বলা হয়। (অংগুত্তরণি, (১৯।১৫) [৪ খং, ২০২-৩ পৃ]।

'ঠিক ঐ প্রকারই, হে ভিক্ষুগণ। বহু ও ভিক্ষু যদি অনুপধিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তদ্ধেতু নির্বাণ ধাতুর বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস প্রজ্ঞাত হয় না। তিনি বলেন যে ইহাও তাহার ধর্মবিনয়ের এক "আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম।" 'মহানিদ্দেস ইহাকে "অনভিনির্বর্তী-সামগ্রী" বলা হইয়াছে।

"অনভিনির্বর্তী সামগ্রী" কি? বহু ও ভিক্ষু যদি অনুপধি-শেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তদ্ধেতু নির্বাণ ধাতুর ঊণত্ব কিংবা পূর্ণত্ব প্রজ্ঞাত হয় না। ইহা "অভিনির্বর্তী-সামগ্রী।"[১]

ইহা লক্ষ্য কর্তব্য যে মহাসমুদ্রের সহিত এই তুলনা হইতে বোধ হয় যে বুদ্ধ নির্বাণ ধাতুকে বস্তুবিশেষ বলিয়া মনে করিতেন।

(৫) এইমাত্র পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে "ব্রহ্ম-নির্বাণ-প্রাপ্ত জ্ঞানীর স্বরূপ মন ও বাণীর অগোচর, অনির্দেশ্য ও অপ্রতর্ক্য।" সেই হেতু তৎসংবন্ধে ইদংতয়া কিছুই বলা যায় না। বুদ্ধও সেই প্রকার মনে করেন যে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত অর্হতের স্বরূপ সংবন্ধে কিছুই নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। বৎসগোত্র পরিব্রাজককে তিনি তাহা বিশেষ করিয়া বুঝান।[২]

"ভো গৌতম। আপনার গৌতমের কোন দৃষ্টিগত আছে কি?"

বৎস! যাহাকে দৃষ্টিগত বলা হয়, তাহা তথাগতের অপনীত হইয়াছে। বৎস! ইহা তথাগত কর্তৃক দৃষ্ট যে রূপ এই প্রকার, রূপ সমুদয় এই প্রকার; এবং রূপের অস্তগমন এই প্রকার। বেদনা ০। সংজ্ঞা ০। সংস্কার ০। বিজ্ঞান এই প্রকার, বিজ্ঞান-সমুদয় এই প্রকার, এবং বিজ্ঞানের অস্তগমন এই প্রকার। সমস্ত মননীতসমূহের, সমস্ত মথিত সমূহের, সমস্ত অহংকার মমকারমান (রূপী) অনুশয়সমূহের ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগে এবং অনুৎপত্তিতে তথাগত বিমুক্ত—ইহা আমি বলি।

১। মহানিদ্দেস [১ খং, ১১৮ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—কথাবত্থু, ১২৪ পৃ, মিলিন্দপ্রশ্ন, ৩১৬ পৃ।

২। মজ্‌ঝিমনিকায় অগ্‌গিবচ্ছগোত্তসুত্ত (৭২) [১ খং, ৪৮৬-৮ পৃ]

দ্রষ্টব্য— "ততঃ পদমনির্বাণমতাংদ্রিয়মগোচরম্।
যদ্বদ্বেদচর্বম্ন চাখ্যাতুং শক্যতে তত্‌সমশ্নুতে।"
—(মার্কণ্ডেয় পু, ৪০।৪৩) [দত্তাত্রেয়]

"ভো গৌতম! এই প্রকার বিমুক্ত-চিত্ত ভিক্ষু (পরিনির্বাণের পর) কোথায় উৎপন্ন হয়?

"বৎস! উৎপন্ন হয়—ইহা (বলা সংভব) হয় না।

"তবে কি গৌতম! উৎপন্ন হয় না?

"বৎস! 'উৎপন্ন হয় না'—ইহা (বলা সংভব) হয় না।

"তবে কি গৌতম! উৎপন্ন হয়ও উৎপন্ন হয় নাও।

"বৎস! 'উৎপন্ন হয়ও, উৎপন্ন হয় নাও'—ইহা (বলা সংভব) হয় না।

"তবে কি গৌতম! উৎপন্ন হয়ও না, উৎপন্ন হয় নাও না?

"বৎস! 'উৎপন্ন হয়ও না, উৎপন্ন হয় নাও না'—ইহা (বলা সংভব) হয় না। বুদ্ধের এই প্রকার উত্তর শুনিয়া, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে "ইহা (বলা সংভব) হয় না" বলিতে শুনিয়া, বৎসগোত্র পরিব্রাজক বলেন,

"ভো গৌতম! এখানে আমার অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, এখানে আমার সংমোহ হইয়া গিয়াছে। পূর্বের বার্তালাপ হইতে আপনার গৌতমের প্রতি আমার যাহা কিছু শ্রদ্ধা (উৎপন্ন) হইয়াছিল, তাহাও এখন অংতর্হিত হইল।"

তখন বুদ্ধ বলেন,

"হে বৎস! তোমার অজ্ঞানের প্রয়োজন নাই, সংমোহের প্রয়োজন নাই। বৎস! এই ধর্ম গংভীর, দুর্দৃশ্য, দুর্জ্ঞেয়, শাংত, প্রণীত, তর্কের অবিষয়, নিপুণ, পংডিত-বেদনীয়। বৎস! ইহা অন্য-দৃষ্টিক, অন্য-ক্ষাংতিক, অন্য-রুচিক, অন্যত্র-যোগ-যুক্ত, অন্যত্র-আচার্যক তোমার জন্য দুর্জ্ঞেয়।"

তারপর তিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দৃষ্টাংত দিয়া তাহা বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, তৃণ-কাষ্ঠাদি উপাদান লইয়াই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। ঐ উপাদান শেষ হইলে, এবং অপর উপাদান না পাইলে অগ্নি নির্বাপিত হয়। নির্বাপিত হইলে উহা কোন দিকে কোথায় গিয়াছে বলা যায় না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উহা নির্বাপিত হইয়াছে।

'সেই প্রকারই, হে বৎস! তথাগতকে প্রজ্ঞাপন করিতে হইলে, যেই রূপ দ্বারা প্রজ্ঞাপন করিতে হইবে, সেই রূপই তথাগতের প্রহীন হইয়া গিয়াছে, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় অভাব প্রাপ্ত ও ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হইবার যোগ্য হইয়াছে। হে বৎস! রূপ-সংজ্ঞা বিমুক্ত তথাগত মহাসমুদ্রের ন্যায় গংভীর, অপ্রমেয়, দুষ্পরিগ্রাহ্য। (সেই কারণে উঁহাকে) 'উৎপন্ন হয়'—বলা

যায় না, 'উৎপন্ন হয় না'—বলা যায় না; 'উৎপন্ন হয়ও, উৎপন্ন হয় নাও'—বলা যায় না, 'উৎপন্ন হয়ও না, উৎপন্ন হয় নাও না'—বলা যায় না। তথাগতকে প্রজ্ঞাপন করিতে হইলে যেই বেদনা দ্বারা প্রজ্ঞাপন করিতে হইবে, সেই বেদনাই তথাগতের প্রহীন ০।০ সংজ্ঞা ০।০ সংস্কার ০। তথাগতকে প্রজ্ঞাপন করিতে হইলে যে বিজ্ঞান দ্বারা প্রজ্ঞাপন করিতে হইবে, সেই বিজ্ঞানই তথাগতের প্রহীন হইয়া গিয়াছে, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় অভাব প্রাপ্ত ও ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হইবার যোগ্য হইয়াছে। হে বৎস! বিজ্ঞান-সংজ্ঞা-বিমুক্ত তথাগত মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুষ্পরিগ্রাহ্য। (সেই কারণে উঁহাকে) 'উৎপন্ন হয়'—বলা যায় না, 'উৎপন্ন হয় না'—বলা যায় না, 'উৎপন্ন হয়ও, উৎপন্ন হয় নাও'—বলা যায় না; 'উৎপন্ন হয়ও না, উৎপন্ন হয় নাও না—বলা যায় না।"

সেই কারণে বুদ্ধ ঐ বিষয়ে কিছু পরিষ্কার করিয়া বলিতেন না।

(১) "তথাগত মৃত্যুর পরে থাকেন",

(২) "তথাগত মৃত্যুর পরে থাকেন না",

(৩) "তথাগত মৃত্যুর পরে থাকেনও এবং থাকেন নাও",

(৪) "তথাগত মৃত্যুর পরে থাকেনও না, এবং থাকেন নাও না",

—এই চারিটির কোনটা তিনি বলিতেন না। ঐ সকল তাঁহার মতে "অব্যাকৃত" (অর্থাৎ তৎকর্তৃক ব্যাকৃত বা ব্যাখ্যাত হয় নাই)।[১] 'সংযুত্তনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে তখনকার দিনে শ্রমণ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকদিগের মধ্যে কখন কখন এই আলোচনা হইত,—

পূরণ কাশ্যপ, মক্খলি গোশাল, নিগ্রন্থনাথপুত্র, সঞ্জয় বৈরাটী-পুত্র প্রকুধ

১। 'দীঘনিকায়ে' (মহাপরিনিব্বাণসুত্ত) বিবৃত হইয়াছে যে বুদ্ধ যখন জীবনের শেষভাগে বিচরণ করিতে করিতে নাদিকা গ্রামে উপস্থিত হন, তখন আনন্দ তাঁহাকে ঐ গ্রামে তৎপূর্বে মৃত সাল্হ ভিক্ষু, নন্দাভিক্ষুণী, সুজাতা উপাসিকা এবং বহু উপাসক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, উঁহাদের কি "গতি", কি "অভিসংপরায়" হইয়াছে। এক সাল্হ ভিক্ষু ব্যতীত অপর সকলের গতি, অভিসংপরায় বুদ্ধ ব্যাখ্যা করেন, তিনি বলেন যে উঁহাদের কেহ কেহ অনাগামী, কেহ কেহ সকৃদাগামী, আর কেহ কেহ স্রোতাপন্ন হইয়াছে। (পূর্বে) সাল্হ সম্বন্ধে বুদ্ধ এইমাত্র বলেন যে "হে আনন্দ! সাল্হ ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তিকে, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিত।"

কাত্যায়ন এবং অজিত কেশকম্বল—এই সকল "সংঘী, গণী, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী এবং বহুজনের সাধুসংমত তীর্থংকরগণ" তাঁহাদের শ্রাবকগণের কেহ মরিলে পর সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বলেন,—বলেন যে "অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে।" তাঁহাদের শ্রাবকগণের মধ্যে যাহারা "উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-প্রাপ্তি-প্রাপ্ত," উহারাও দেহত্যাগের পর কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলেন। "সংঘী, গণী, গণাচার্য, জ্ঞাত, যশস্বী এবং বহুজনের সাধু-সম্মত শ্রমণ গোতম" ও তাঁহার শ্রাবকদিগের যাহারা মৃত হয়, তাহাদের কে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বলেন, পরন্তু যাহারা "উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ পরম-প্রাপ্তি-প্রাপ্ত" তাহাদের কাহারও দেহত্যাগ হইলে সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে, কিংবা উৎপন্ন হয় নাই, বলেন না, উহার সম্বন্ধে তিনি কেবল এইমাত্র বলেন যে, সে "তৃষ্ণাকে আচ্ছিন্ন করিয়াছে, মানাভিসময়-সংযোজন সম্যক্ বিবর্তিত করিয়াছে, দুঃখের অন্ত করিয়াছে।"

বৎসগোত্র পরিব্রাজক কোন সময়ে বুদ্ধকে বলেন যে ঐ হেতু উঁহার ধর্ম-বিনয়ে তাঁহার মনে কাঙ্ক্ষা, বিচিকিৎসা উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে বৎস! তোমার কাঙ্ক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, বিচিকিৎসা করার প্রয়োজন নাই।

তোমার কাঙ্ক্ষীয় থাকাতেই বিচিকিৎসা উৎপন্ন হইয়াছে। হে বৎস। সোপাদানেরই উৎপত্তি আমি প্রজ্ঞাপন করি, অনুপাদানের নহে।

"যথা হে বৎস। অগ্নি সোপাদান প্রজ্জ্বলিত হয়, অনুপাদান নহে, সেই প্রকারই হে বৎস! আমি সোপাদানের উৎপত্তি প্রজ্ঞাপন করি, অনুপাদানের নহে।"

তারপর বৎস কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ বলেন অর্চি যে বায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত হইয়া দূরে গমন করে, "তাহাকে আমি বায়ু-উপাদান বলি; বায়ুই, হে বৎস! ঐ সময়ে উপাদান হয়।" মনুষ্য যে এক দেহ ছাড়িবার পর অন্য দেহে উৎপন্ন হয়, "তাহাকে আমি তৃষ্ণা উপাদান বলি, তৃষ্ণাই হে বৎস। ঐ সময়ে উপাদান হয়।"[১]

আয়ুষ্মান সভিয় কাত্যায়ন ও বৎসগোত্র পরিব্রাজককে উদ্ধৃত্তাচারি বচনের

১। সংযুত্তনি অব্যাকতসংযুত্ত, কুতূহলশালা (৪৪।৯) [৪ খং, ৩৯৮-৪০০ পৃ]।

প্রত্যেকটি সংবংধে বলেন, "হে বৎস। ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত।"[১] তখন বৎস জিজ্ঞাসা করেন, 'শ্রমণ গৌতম' কর্তৃক যে ঐ সকল অব্যাকৃত তাহার হেতু কি, প্রত্যয় কি? সভিয় উত্তর করেন,

"হে বৎস! প্রজ্ঞাপনের জন্য যাহা হেতু, যাহা প্রত্যয়,—'রূপী' বলিয়া কিংবা 'অরূপী' বলিয়া, কিংবা 'সংজ্ঞী' বলিয়া, কিংবা 'অসংজ্ঞী' বলিয়া, কিংবা 'নৈব-সংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী' (সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে) বলিয়া তৎসমস্তই সর্বপ্রকারে ('সব্বেন সব্বং সব্বথা সব্বং') অপরিশেষে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং প্রজ্ঞাপন করিতে গেলে কি প্রকারে,—রূপী বলিয়া, কিংবা অরূপী বলিয়া, কিংবা সংজ্ঞী বলিয়া, কিংবা অসংজ্ঞী বলিয়া, কিংবা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী বলিয়া—প্রজ্ঞাপন করা যাইবে।"[২]

ভিক্ষুণী ক্ষেমাও কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে উক্ত চারি বচনের প্রত্যেকটি সংবংধে বলেন যে উহা বুদ্ধ কর্তৃক অব্যাকৃত।[৩] তখন প্রসেনজিৎ জিজ্ঞাসা করেন, "ঐ সকল যে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক অব্যাকৃত তাহার হেতু কি, প্রত্যয় কি?" ক্ষেমা প্রতিজিজ্ঞাসা করেন, গংগার বালুকারাশি কেহ গণিতে পারে কি? মহাসমুদ্রের জলরাশি কেহ মাপিতে পারে কি? রাজা উত্তর করেন 'না, পারে না', এবং তাহার হেতু এই বলিয়া নির্দেশ করেন যে 'মহাসমুদ্র গংভীর, অপ্রমেয়, দুর্‌পরিযোগাহ্য।' তখন ক্ষেমা রাজাকে ঠিক তেমন বলেন যেমন বুদ্ধ বৎসগোত্র পরিব্রাজককে বলিয়াছিলেন।

"সেই প্রকারই হে মহারাজ। তথাগতকে প্রজ্ঞাপন করিতে হইলে, যেই রূপ দ্বারা প্রজ্ঞাপন করিতে হইবে সেই রূপই তথাগতের প্রহীন হইয়া গিয়াছে, উচ্‌ছিন্ন মূল তালবৃক্ষের ন্যায় অভাব-প্রাপ্‌ত ও ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হইবার যোগ্য হইয়াছে। রূপ-সংজ্ঞা হইতে বিমুক্ত তথাগত হে মহারাজ। যেমন মহাসমুদ্র তেমনই গংভীর, অপ্রমেয়, দুরপরিযোগাহ্য। সুতরাং 'তথাগত মরণের পরে থাকেন' ইহা বলা যায় না; 'তথাগত মরণের পরে থাকেন না'—ইহাও বলা যায় না। 'তথাগত মরণের পরে থাকেনও, এবং থাকেন নাও'—ইহাও

১। সংযুত্তনি, অব্যাকতসংযুত্ত, সভিয় (৪৪।১১।৩-৬) [৪ খং, ৪০১-২ পৃ]।
২। ঐ, ঐ, ঐ, (৪৪।১১।১১-২) [৪ খং, ৪০২ পৃ]।
৩। ঐ, ঐ খেমাথেরী (৪৪।১।৭-) [৪ খং, ৩৭৫ পৃ]।

বলা যাব না। 'তথাগত মবণেব পবে থাকেনও না, এবং থাকেন নাও না' —ইহাও বলা যায় না।

অনংতব তিনি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব এবং বিজ্ঞান সংবংধেও ঠিক সেই কথা বলেন। প্রসেনজিৎ পবে এক সময়ে বুদ্ধকে ঐ বিষব জিজ্ঞাসা কবেন এবং বুদ্ধ তাঁহাকে ঠিক সেই উত্তব দেন, যাহা ক্ষেমা দিয়াছিলেন।[১]

পবিনির্বাণেব পরে অর্হৎ থাকেন কি থাকেন না,—এই বিষয়ে কোন কিছু নির্দিষ্ট কবিয়া না বলাব অপব এক হেতুও বুদ্ধ কখন কখন প্রদর্শন কবিতেন। যথা, তিনি এক সময়ে চুংদকে বলেন, উক্ত চারি বচনের কোনটি উল্লেখ কবিয়া কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কবে, তথাগত উহা বলিয়াছেন কিনা, তবে যেন এই উত্তব দেয় যে, "আবুস্! তথাগত এই প্রকার বলেন নাই।" ঐ ব্যক্তি যদি তাবপব তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "শ্রমণ গৌতম ঐ বিষয়ে কিছু বলেন নাই কেন?" তবে সে যেন উত্তব করে,

"আবুস্। উহা অর্থসংহিত নহে, ধর্মসংহিত নহে, ব্রহ্মচর্যোপযোগী নহে, নির্বেদার্থ নহে, বিবাগার্থ নহে, নিবোধার্থ নহে, উপশমার্থ নহে, অভিজ্ঞার্থ নহে, সংবোধি-অর্থ নহে, নির্বাণার্থ নহে। সেই কাবণেই ভগবান উহা বলেন না।"

(৬) মন-বাণীব অগোচব বলিবা ব্রহ্মকে ইদংতয়া বিধিমুখে নির্দেশ কবা যায় না। সেইজন্য শ্রুতি 'নেতি নেতি' (ইহা নহে, ইহা নহে) কবিয়া নিষেধমুখে তাঁহাকে নির্দেশ কবিয়া থাকেন। বুদ্ধও পরিনির্বাণকে কখন কখন সেই প্রকাবে নিষেধমুখে নির্দেশ কবিবাছেন। যথা, বাহিয়, দারুচিবিয় নামে বুদ্ধের এক পবম ভক্তের দেহত্যাগ হইলে পব অন্য ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবেন, "উঁহাব কি গতি, কি অভিসংপবায় হইয়াছে?' বুদ্ধ উত্তব করেন, "হে ভিক্ষুগণ। বাহিয় দারুচিবিয় পংডিত ছিল, ধর্মেব অনুধর্মে আরূঢ় হইয়া গিয়াছিল।· · হে ভিক্ষুগণ! বাহিয় পবিচিবিয় পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবাছে।" অনংতব তিনি এই উদান বলেন,

> "যত্থ আপো চ পথবী তেজো বায়ো ন গাধতি।
> ন তত্থ সুক্কা জোতংতি আদিচ্চো ন প্পকাসতি॥
> ন তত্থ চংদিমা ভাতি তমো তত্থ ন বিজ্জতি।

১। সংযুত্তনি, অব্যাকতসংযুত্ত, ঐ (৪০।১।২১-) [৪ ২২, ৩৭৭-৮০ পৃ]।

যদা চ অত্তনা বেদি মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো।
অথ রূপা অরূপা চ সুখ-দুক্খা পমুচ্চতীতি ॥"[১]

'যেখানে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু (অব) গাহন করে না। তথায় শুক্রসমূহ (অর্থাৎ গ্রহ-তারাদি জ্যোতিষ্কসমূহ) জ্যোতি প্রদান করে না; আদিত্য প্রকাশিত হয় না। তথায় চন্দ্রমা ভাত হয় না। তথায় তম নাই। যখন নিজেই তাহা সম্যক্ প্রকারে জানে, তখন মুনি মৌনদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, অনন্তর রূপ ও অরূপ, এবং সুখ ও দুঃখ প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করে।' অন্য এক সময়ে ভিক্ষুগণকে নির্বাণের কথা বলিতে বলিতে বুদ্ধ এই উদান বলেন,

"অত্থি ভিক্খবে তদায়তনং যত্থ ন এব পথবী, ন আপো ন তেজো ন বায়ো ন আকাসানংচায়তনং ন বিঞ্ঞাণানংচায়তনং ন আকিংচাঞ্ঞায়তনং ন নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনং নায়ং লোকো ন পরলোকো ন উভে চংদিমসূরিয়া। তদ অহ্মং ভিক্খবে ন এব আগতিং বদামি ন গতিং ন ঠিতিং ন চুতিং ন উপপত্তিং। অপ্পতিট্ঠং অপ্পবত্তং অনারম্মণমেব তং। এস এব অংতো দুক্খস্স তি।"[২]

"হে ভিক্ষুগণ! সেই আয়তন আছেই, যথায় নিশ্চয়ই পৃথিবী নাই, জল নাই, তেজ নাই, বায়ু নাই, আকাশানংত্যায়তন নাই, বিজ্ঞানানংত্যায়তন নাই, আকিংচন্যায়তন নাই, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন নাই, এই লোক নাই, পরলোক নাই, চন্দ্র ও সূর্য উভয়েই নাই। উহাকে আমি, হে ভিক্ষুগণ। নিশ্চয় আগতি বলি না, গতিও না, স্থিতিও না, চ্যুতিও না, উত্পত্তিও না। উহা নিশ্চয়ই অপ্রতিষ্ঠ, অপ্রবর্তী, অনারম্ভন। উহা নিশ্চয়ই দুঃখের অংত।'

(৭) ঐ প্রকারে নির্দেশ হইতে পাছে কেহ মনে করে যে উহা অসত্ই, উহা নাইই, সেইজন্য ভাগবতধর্মে ইহাও বিধিমুখে বলা হয় যে ব্রহ্ম সত্ বা সত্যই, অর্থাত্ আছেই। বুদ্ধও সেই প্রকারে বিধিমুখে বলিয়াছেন, "অত্থি ভিক্খবে তদায়তনং" ('হে ভিক্ষুগণ! সেই আয়তন আছেই')। অনন্তর তিনি আবার আরও বিশেষ করিয়া বলেন,

"অত্থি ভিক্খবে অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং। নো চে তং ভিক্খবে

১। উদান, ১।১০ (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
২। উদান, ৮।১, ২, ৩

অভবিস্স অজাতং অভূতং অসংখতং, ন য়িধ জাতস্স ভূতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সবণং পঞ্‌ঞায়েথ। যস্মা চ খো ভিক্‌খবে অত্থি অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং তস্মা জাতস্স ভূতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সবণং পঞ্‌ঞায়তী তি।"[১]

"হে ভিক্ষুগণ। (উহা) আছেই, (যাহা) অজাত, অভূত, অকৃত এবং অসংস্কৃত। হে ভিক্ষুগণ। অজাত, অভূত, (অকৃত) এবং অসংস্কৃত উহা যদি না থাকিত, তবে এখানে এই জাতের, ভূতের, কৃতের এবং সংস্কৃতেব নিঃসরণ প্রজ্ঞাত হইত না। যেহেতু হে ভিক্ষুগণ। অজাত, অভূত, অকৃত এবং অসংস্কৃত উহা আছে, সেইহেতু এই জাতের, ভূতের, কৃতের এবং সংস্কৃতেব নিঃসবণ প্রজ্ঞাত হয়।"

বুদ্ধ অন্যত্র অতি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র নির্বাণই সত্য, যেহেতু উহা অবিপরিণাম-ধর্মী, সুতরাং অমোষধর্মা।[২] তিনি সাক্ষাৎভাবেও তাহা বলিযাছেন।

"হে ভিক্ষু। তাহা মৃষা, যাহা মোষধর্মা, আর উহা সত্য, যাহা অমোষধর্মা নির্বাণ। সেই কারণে এই প্রকার সমন্বাগত ভিক্ষু এই পরমসত্য-অধিষ্ঠান সমন্বাগত হয। উহাই, হে ভিক্ষু। পরম আর্য-সত্য, যাহা এই অমোষধর্মা নির্বাণ।"[৩]

'পটিসংভিদামগ্‌গে'র এক স্থলে[৪] নির্বাণের ১৪টি এবং অপর এক স্থলে[৫] ৪০টি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের কতিপয় এই,—নিত্য, ধ্রুব, পরমার্থ, সার, অবিপরিণাম-ধর্মা। তাই নির্বাণের মার্গকে কখন কখন "ধ্রুব-গামী মার্গ" বলা হইয়াছে।[৬]

(৮) আসল কথা, যেমন ভাগবতধর্মের ব্রহ্ম, তেমন বৌদ্ধধর্মেব নির্বাণ, অতীব দুর্বিজ্ঞেয়, সুদুর্দর্শ, পরন্তু অজ্ঞেয় নহে। উহা নিত্য সৎ হইলেও, বর্তমান থাকিলেও, একমাত্র জ্ঞানিগণই উহাকে দেখিতে পায়, অজ্ঞানিগণ উহাকে দেখে না, সুতরাং তাহাদের নিকট উহা নাই। ঐ বিষয়ে আলোকের দৃষ্টান্ত

১। উদান, ৮।৩ ২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৩। মজ্‌ঝিমনি, ধাতুবিভংগসুত্ত (১৪০) [৩ খং, ২৪৫ পৃ]
৪। পটিসংভিদামগ্‌গ, [১ খং, ১৪ পৃ] ৫। ঐ, [২ খং, ২৩৮-২৪১ পৃ]
৬। সংযুত্তনি, [৪ খং, ৩৭০ পৃ]

দেওবা হয়। যাহাবা দেখিতে পাব,—যাহাদেব দৃষ্টি শক্তি আছে, তাহাবাই পুরোস্থিত আলোককে দেখিতে পায়, আব যাহাদেব দৃষ্টি-শক্তি নাই, যাহারা অন্ধ, তাহাবা আলোককে, তাহাদেব সন্মুখে বর্তমান থাকিলেও দেখিতে পায় না। বুদ্ধ বলেন,

"নীবুতানং তমো হোতি অন্ধকাবো অপস্সতং।
সতং চ বিবতং হোতি আলোকো পস্সতামিব।
সংতিকে ন বিজানংতি মগ্গ ধম্মস্স অকোবিদা॥ ৭৬৩॥

'যাহাবা (অবিদ্যা দ্বাবা) আববিত, (সেইহেতু যাহাবা) দেখিতে পাব না, তাহাদেব নিকট (নির্বাণ) তম অন্ধকাব হব, আব সত্-পুরুষদিগেব নিকট উহা প্রকট হয়, যেমন যাহাবা দেখিতে পায়, তাহাদেব নিকট আলোক। ধর্মেব অকোবিদ ব্যক্তিগণ উহাকে, সংতিকে হইলেও, বিজ্ঞাত হব না।'

"ভববাগ পরেতেহি ভব-সোতানুসাবিহি।
মাব-ধেয্যানুপন্নেহি নায়ং ধম্মো সুসংবুধো॥ ৭৬৪॥

'যাহাবা মাব-ধেবানুপন্ন, (সুতবাং) ভব-বাগ-পবাযণ এবং ভব-স্রোতানুসারী, তাহাদেব নিকট এই ধর্ম সুসংবোধ্য নহে।'

"কো নু অঞ্ঞত্রমারিয়েহি পদং সংবুদ্ধুমবহতি।
যং পদং সম্মদ-অঞ্ঞায় পরিনিব্বংতি অনাসবা॥ ৭৬৫॥"[১]

'আর্যগণ ব্যতীত অপব কে সেই পদকে সংবুদ্ধ হইতে সমর্থ হয়, যেই পদকে সম্যক্ বিজ্ঞাত হইবা (আর্যগণ) অনাস্রব হইয়া (দেহাংতে) পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়।'

(৯) ব্রহ্মনির্বাণে জীবভাব নিবৃত্ত হয়, সুতবাং জ্ঞাতা থাকে না; তাই ইংদ্রিয়জ জ্ঞানও থাকে না। অন্য প্রকাবেও তাহা সিদ্ধ হব। ব্রহ্ম জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটিব অতীত। সুতবাং ব্রহ্ম-নির্বাণ-প্রাপ্ত বা ব্রহ্মভূত জ্ঞানীও ঐ ত্রিপুটিব অতীত হয়। তাহাতে বলা যায়, ব্রহ্ম-নির্বাণে বিজ্ঞানেব নিবোধ হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহা অতীব স্পষ্টবাক্যে বলিবাছেন। বিজ্ঞানঘন জীব ভাব।

"এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞা, স তীত্যবে ব্রবীমীতি।"[২]

১। সুত্তনিপাত, ৭৬৩-৫ (দ্বয়তানুপস্সনাসুত্ত, ৪০-২)
২। বৃহউ, ২।৪।১২; ৪।৫।১৩

'এই ভূতসমূহ হইতে সমুত্থিত হয় এবং উহাদেরই পরে বিনষ্ট হয়। প্রেত্য সংজ্ঞা থাকে না—ইহাই অরে (মৈত্রেয়ী) আমি বলি।' তাহা ভাগবত-ধর্মেরও অবশ্য মান্য।

বৌদ্ধধর্মেরও মতে, পরিনির্বাণে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়। ভিক্ষু দর্ব মল্ল পুত্র পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধ বলেন,

"কায় ভিন্ন হইল; সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হইল, সমস্ত বেদনাও দগ্ধ হইল, সংস্কারসমূহ উপশম প্রাপ্ত হইল, এবং বিজ্ঞান অস্তগমন করিল।"[১]

অন্য সময়ে বুদ্ধ বলেন,

"যাহা কিছু দুঃখ সংভূত হয়, তৎসমস্তই বিজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের নিরোধ হইলে দুঃখের উৎপত্তি হয় না।

("সুতরাং দুঃখের এই) পরিণাম জানিয়া,—দুঃখ বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং বিজ্ঞানের উপশমে উপশম প্রাপ্ত হয় বলিয়া, বুঝিয়া, ভিক্ষু তৃষ্ণারহিত হইয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়।"[২]

"তমাহু সেট্‌ঠং পটিপদং অথো সংসুদ্ধচারণং।
তমাহু লোকে সংবুদ্ধং বীরং পটিপদংতগুং॥
বিঞ্‌ঞাণস্‌সনিরোধেন তন্‌হাকখয়বিমুত্তিনো।
পজ্জোতস্‌সেব নিব্বাণং বিমোক্‌খো হোতি চেতসো তি॥"[৩]

'উহাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপদ, অতএব (উহাতে বিচরণকে) সংশুদ্ধচারণ বলে। যে ঐ প্রতিপদের অংতে গমন করিয়াছে, তাহাকে লোকে সংবুদ্ধ বীর বলে। তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্তের, বিজ্ঞানের নিরোধ হেতু, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নির্বাণের ন্যায়, চিত্তের বিমোক্ষ হয়।'

কথিত হইয়াছে যে কোন সময়ে এক দেবতা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে মারিষ! সত্ত্বের নির্মোক্ষ, প্রমোক্ষ, বিবেককে তুমি জান কি?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে আবুস! সত্ত্বের নির্মোক্ষ, প্রমোক্ষ, বিবেককে আমি নিশ্চয় জানি।" অনংতর উহা কি প্রকার? জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি বলেন,

---

১। উদান, ৮।৯ (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
২। সুত্তনিপাত, ৭৩৩-৪ (দ্বয়তানুপস্সনাসুত্ত, ১১-২)
৩। অংগুত্তরনি, তিকনিপাত, সমনবগ্গ (৩.৮৯।২) [১ খং, ২৩২ পৃ]

"নংদিভবপবিক্খযা সঞ্ঞাবিঞ্ঞাণ সংখয়া।
বেদনানং নিবোধা উপসমা এবং খ্বাহং আবুসো জানামি।
সত্তানং নিমোক্খং পমোক্খং বিবেকং তি॥"[১]

'ভবনংদীব পবিক্ষযে এবং সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানেব সংক্ষযে বেদনাব নিবোধ উপশম হব। হে আবুস্। সত্ত্বেব নির্মোক্ষ, প্রমোক্ষ, বিবেককে আমি এই প্রকাবই বলিযা জানি।'

বুদ্ধেব পবিনির্বাণকে আযুষ্মান অনিরুদ্ধ এই প্রকাবে বর্ণনা কবিয়াছেন,

"নাহু আস্সাস-প্রস্সাসো ঠিতচিত্তস্স তাদিনো।
অনেজো সংতিমাবংভ যং কালমকবী মুনি॥
অসল্লীনেন চিত্তেন বেদনং অজ্ঝবসাবি।
পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো চেতসো অহু তি॥"[২]

'স্থিত-চিত্ত তায়ীব শ্বাস-প্রশ্বাস (আর) নাই। মুনি শাংতির জন্য নিষ্কংপ হইয়া কাল কবিযাছেন। তিনি অসল্লীন চিত্ত দ্বাবা বেদনকে বিনষ্ট কবিযাছেন। তাঁহাব চিত্তেব প্রজ্জ্বলিত অগ্নিব নির্বাণেব ন্যায, বিমোক্ষ হইয়াছে।'

পূর্বে উক্ত হইযাছে যে নির্বাণ পবম সুখ। প্রশ্ন কবা যায, নির্বাণে যদি বিজ্ঞান না থাকে,—বেদন না থাকে এবং বিজ্ঞাতা বা বেদায়িতও না থাকে, তবে তখন সুখ থাকে, কিংবা উহাকে সুখ বলা যায় কি প্রকাবে? ভিক্ষু উদাসী বস্তুতই ভিক্ষু শাবিপুত্রকে সেইপ্রকাব প্রশ্ন কবেন।

"হে আবুস্ শাবিপুত্র। উহাতে (নির্বাণে) আবাব সুখ কি, যেহেতু উহাতে বেদয়িতাই থাকে না?"

শাবিপুত্র উত্তব কবেন,

"এতদেব খ্ব এত্থ আবুসো সুখং, যদেত্থ নত্থি বেদয়িতং"

'হে আবুস্! ইহাই উহাতে সুখ, যে উহাতে বেদয়িতা থাকে না।'"[৩]

১। সংযুত্তনি, দেবতাসংযুত্ত, ১ম বগ্গ, ২ (নিমোক্খসুত্ত) [১ খং, ২ পৃ]।

২। দীঘনি, মহাপরিনিব্বানসুত্ত (১৬) [২ খং, ১৫৭ পৃ], সংযুত্তনি, ব্রহ্মসংযুত্ত, পংচকবগ্গ (৬।২।৫।৭) [১ খং, ১৫৯ পৃ]।

৩। অংগুত্তবনি [৪ খং, ৪১৪-পৃ]।

(১০) বুদ্ধের মতে, বিজ্ঞানের নিরোধ হইলে নামরূপের বিনাশ হয়, আয়ুষ্মান অজিত বুদ্ধকে বলেন,

"হে মারিষ! প্রজ্ঞা ও স্মৃতি (এতদুভয়) এবং নাম রূপ—ইহাদের বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহাদের উপরোধ কিরূপে হয় বলুন।"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে অজিত! এই যে প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, উহার উত্তর তোমাকে বলিতেছি; যাহার দ্বারা নাম ও রূপের নিঃশেষে উপরোধ হয় (তাহা তোমাকে বলিতেছি), বিজ্ঞানের নিরোধেই উহারা উপরুদ্ধ হয়।"[১]

শারিপুত্র বলেন,

"চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন—এই ছয় আয়তনকে 'ষড়ায়তন' বলা হয়। নাম-রূপ-সমুদয় ষড়ায়তন-সমুদয়, নাম-রূপ-নিরোধ ষড়ায়তন-নিরোধ, আর্য অষ্টাংগিক মার্গ ষড়ায়তন-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদ। বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা ও স্পর্শ,—মনসিকার,—ইহাকে হে আবুস্! 'নাম' বলা হয়। চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূতকে লইয়া (নির্মিত) রূপ, ইহাকে হে আবুস! 'রূপ' বলা হয়। বিজ্ঞানসমুদয় নাম-রূপ সমুদয়। বিজ্ঞান-নিরোধ নাম-রূপ নিরোধ।"[২]

তাৎপর্য এই যে পরিনির্বাণে জগতের জ্ঞান থাকে না। ভাগবতধর্মেরও মতে, ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে,—ব্রহ্ম হইলে, জগতের জ্ঞান থাকে না।[৩]

ব্রহ্মনির্বাণ এবং পরিনির্বাণের মধ্যে এত সৌসাদৃশ্য হইলেও ইহা সুনিশ্চিত যে ঐ বিষয়ে ভাগবতধর্মিগণ যেমন সুনির্দিষ্ট মতবাদ পোষণ করিতেন এবং খ্যাপন করিতেন, বুদ্ধ তেমন করিতেন না। পরিনির্বাণের পরে অর্হতের

১। সুত্তনিপাত, ১০৩৬-৭ (অজিতমানবপুচ্ছা, ৫-৬)

২। মজ্‌ঝিমনি, সম্মাদিট্‌ঠিসুত্ত (৯) [১ খং, ৫৩ পৃ]

"তত্থ কতমং বিজ্ঞানপচ্চয়া নামরূপং? অত্থি নামং অত্থি রূপং। তত্থ কতমং নামং? বেদনাক্খন্ধো সঞ্ঞাক্খন্ধো সংখারাক্খন্ধো ইদং বুচ্চতি নামং। তত্থ কতমং রূপং? চত্তারো চ মহাভূতা চতুন্নাং চ মহাভূতানাং উপাদায় রূপং ইদং বুচ্চতি রূপং ইদং চ নামং। ইদং বুচ্চতি বিঞ্ঞাণপচ্চয়া নামরূপং।"

—(অভিধম্মপিটক, বিভংগ, নেত্তিপ্পকরণ)

৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিছু থাকে কি থাকে না,—পবিনির্বাণ কি শূন্য পর্যবসান বা আত্যংতিক বিনাশ না নহে,—তাহা বুদ্ধ পরিষ্কাব কবিয়া ব্যাকৃত কবিতেন না। তাঁহাব অংতেবাসী শিষ্যগণ ঐ অব্যাকৃত বিষয়ে কোন শংকা উত্থাপন কবিতেন না, কিংবা তাহাব ব্যাকৃত উপদেশসমূহ হইতে ঐ বিষয়ে কোন বাদ নিষ্কাশন কবিতে চাহিতেন না। 'অংগুত্তবনিকাযে' বিবৃত হইযাছে যে জনৈক ভিক্ষু একদা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবেন,

"হে ভংতে। সেই হেতু কি? প্রত্যয কি? যাহা বশত অব্যাকৃত বস্তুসমূহে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকেব (কোন) বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না?"

বুদ্ধ উত্তব কবেন,

"হে ভিক্ষু। দৃষ্টি নিবোধ বশতই অব্যাকৃত বস্তুসমূহে শ্রুতবান আর্য-শ্রাবকের (কোন) বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না। 'তথাগত মৃত্যুর পবে থাকেন'—ইহা হে ভিক্ষু! দৃষ্টিগত। 'তথাগত মৃত্যুব পবে থাকেন না'—ইহা(ও) হে ভিক্ষু। দৃষ্টিগত। 'তথাগত মৃত্যুব পবে থাকেনও এবং থাকেন নাও'—ইহা(ও) হে ভিক্ষু। দৃষ্টিগত। 'তথাগত মৃত্যুব পবে থাকেনও না, এবং থাকেন নাও না'—ইহা(ও), হে ভিক্ষু। দৃষ্টি-গত। হে ভিক্ষু। অশ্রুতবান পৃথক্‌জন দৃষ্টিকে প্রকৃষ্টরূপে জানে না, দৃষ্টি-সমুদযকে প্রকৃষ্টরূপে জানে না, দৃষ্টি-নিবোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানে না, এবং দৃষ্টিনিরোধ-গামিনী প্রতিপদাকে প্রকৃষ্টরূপে জানে না। উহাব সেই দৃষ্টি প্রবর্ধিত হয়। সে জাতি, জবা, মবণ, শোক, পবিদেবনা, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপাযাস হইতে পরিমুক্ত হয় না,—দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না,—ইহা আমি বলি। আব হে ভিক্ষু। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক দৃষ্টিকে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দৃষ্টিসমুদয়কে প্রকৃষ্টরূপে জানে, 'দৃষ্টি-নিবোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, এবং দৃষ্টিনিবোধ-গামিনী প্রতিপদাকে প্রকৃষ্টরূপে জানে। তাহাব সেই দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়। সে জাতি, জরা, মবণ, শোক, পবিবেদনা, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপাযাস হইতে পবিমুক্ত হয়,—দুঃখ হইতে পবিমুক্ত হয়,—ইহা আমি বলি। ইহা জানিযা, তাহা দর্শন কবিয়া, হে ভিক্ষু। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক 'তথাগত মৃত্যুব পবে থাকেন' ইহাও বলে না, 'তথাগত মৃত্যুব পবে থাকেন না,—ইহাও বলে না, 'তথাগত মৃত্যুব পবে থাকেনও, এবং থাকেন নাও'—ইহাও বলে না;

তথাগত মৃত্যুর পরে থাকেনও না, এবং থাকেন নাও না—ইহাও বলে না।” ইত্যাদি।[১]

বুদ্ধ অন্যত্র ইহাও বলিয়াছেন যে তিনি কিংবা কোন বিমুক্ত চিত্ত ভিক্ষু,—যে জানে যে “জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যবাস শেষ হইয়াছে, যাহা করণীয় ছিল তাহা কৃত হইয়াছে, অপর কিছু করিবার বাকী নাই,” যে ঐ বিষয়ে কিছু ধরিবাঁধা রূপে নির্দেশ করেন না, তাহার হেতু এই বলিয়া অনুমান করা ‘অযুক্ত’ হইবে যে তিনি স্বয়ং ঐ বিষয়ে কিছুই নিশ্চিতরূপে জানেন না, অথবা জানেন,—উক্ত চারি দৃষ্টির কোনটি পোষণ করেন, অথচ বলেন না।

“তাহা কি কারণে? হে আনন্দ! যত অধিবচন ও যত অধিবচন-পথ, যত নিরুক্তি ও যত নিরুক্তি-পথ, যত প্রজ্ঞপ্তি ও যত প্রজ্ঞপ্তি-পথ, যত প্রজ্ঞা ও যত প্রজ্ঞাবচর সংসারে আছে তৎসমস্তকেই জানিয়াই ভিক্ষু বিমুক্ত হইয়াছে। উহাদিগকে জানিয়া বিমুক্ত ভিক্ষুকে ‘জানে না, দেখে না’ বলিয়া (কিংবা) উহার দৃষ্টি ইহাই বলিয়া (বলা) অযুক্ত।”[২]

যমকের পাপদৃষ্টি

তবে ইহাও সংপূর্ণ সত্য নহে যে কোন ভিক্ষু ঐ বিষয়ে কোন মত অবধারণ করিতে কখনও চাহিতেন না। কেননা, ‘সংযুত্তনিকায়ে’ বিবৃত হইয়াছে যে, ঐ সময়ে যমক নামক এক ভিক্ষুর এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে ‘ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এই প্রকার বলিয়া জানিয়াছি যে, যে ভিক্ষু ক্ষীণাস্রব, সে কায়ার ভেদ হইলে (অর্থাৎ দেহান্তে) উচ্ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, মরণের পরে থাকে না (কায়স্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্সতি ন হোতি পরং মরণা তি)। শারিপুত্র যমকের ঐ ধারণা নষ্ট করিতে উদ্যত হন। তিনি উঁহাকে বুঝান তথাগত রূপ নহেন, রূপে নহেন, রূপ হইতে অন্যত্র (ও) নহেন। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সংবন্ধেও তিনি ঐ প্রকার বুঝান। অনন্তর বলেন,

“সুতরাং হে আবুস্ যমক! তথাগত এই প্রকারে তোমার দৃষ্টধর্মেই তোমার সত্যত, স্থিতিত অনুপলভ্যমান। তবে তোমার এই ব্যাখ্যাকরণ কি

১। অঙ্গুত্তরনি, সত্তকনিপাত, অব্যাকতবগ্গ (৫।১।১-২) [৪র্থ, ৬৭-৭০ পৃ]
২। দীঘনি, মহানিদানসুত্ত (১৫) [২য়, ৬৮ পৃ]

প্রকাব যে 'ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি এই প্রকাব বলিবা জানিয়াছি যে, যে ভিক্ষু ক্ষীণাস্রব, সে কায়াব ভেদ হইলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হয, মবণের পবে থাকে না' ?"

"ন হি ভগবা এবং বদেয্য খিনাসবো ভিক্খু ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্সতি ন হোতি পবং মবণা।"

'ভগবান নিশ্চয় এই প্রকাব বলেন নাই যে 'ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু, কাযেব ভেদ হইলে উচ্ছিন্ন হয, বিনাশ প্রাপ্ত হয , মবণেব পবে থাকে না।'

তখন যমক বলেন, "বংধু শাবিপুত্র ! আমি পূর্বে ভ্রাংতিবশতই ঐ পাপ দৃষ্টিগত পোষণ করিতেছিলাম। এখন আপনাব উপদেশ শুনিয়া আমাব ঐ পাপ দৃষ্টিগত প্রহীন হইয়াছে , এবং আমি (প্রকৃত) ধর্ম(তত্ত্ব) অবগত হইবাছি।" তাহাব পব, শারিপুত্রের জিজ্ঞাসার উত্তবে যমক বলেন, অতঃপব কেহ যদি তাঁহাকে প্রশ্ন কবে,—ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুব দেহপাত হইলে, মবণেব পবে কি হয় ? তবে এই উত্তব দিবেন যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব এবং বিজ্ঞান অনিত্য, অনিত্য বলিবা দুঃখময , যাহা দুঃখ, তাহা নিরুদ্ধ হইযাছে, অস্তগত হইয়াছে।[১]

বৈনাশিক অপবাদ

তদানীংতন কালেব অপব কেহ কেহও যাঁহাবা বুদ্ধেব অনুযায়ী ছিলেন না, তাঁহাব ধর্মোপদেশ শুনিযা, মনে কবিতেন যে তাঁহাব মতে পবিনির্বাণ-প্রাপ্ত অর্হতেব আত্যংতিক বিনাশ হয়। সেই কারণে উঁহাবা বুদ্ধকে "বৈনাশিক" বলিতেন। বুদ্ধ নিজেই উহাব উল্লেখ কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"তথাগত তথাগতশ্রাবককে সমস্ত দৃষ্টি-স্থান, অধিষ্ঠান, পর্যুত্থান, অভিনিবেশ ও অনুশয়সমূহেব বিনাশার্থ, সমস্ত সংস্কাবসমূহেব শমনার্থ; সমস্ত উপধিসমূহকে পবিত্যাগার্থ , তৃষ্ণাব ক্ষযার্থ, বিবাগ নিবোধ এবং নির্বাণেব জন্য ধর্মোপদেশ কবেন।" তাঁহাব ঐ ধর্মোপদেশ শুনিয়া কাহাবও মনে এই ভয় হয়ত যে তদনুসাবে চলিলে " 'অহো আমি উচ্ছিন্ন হইব ; 'অহো আমি বিনষ্ট হইয়া যাইব , (তাহাতে) সে শোক কবে, দুঃখিত হয়, কাঁদে,—ছাতি পিটিয়া কাঁদে, মূর্ছিত হয় ; উহাবা সেই কারণে তাঁহাকে বৈনাশিক বলিতেন। বুদ্ধ তাহাব প্রতিবাদ কবেন।

১। সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত, থেববগ্গ, (২২।৮৫) [৩ খং, ১০৯-১১৫ পৃ]

"হে ভিক্ষুগণ। ইহসংসারে ভিক্ষুর অস্মিমান বিনষ্ট হয়, উচ্ছিন্ন তাল-বৃক্ষের ন্যায় অভাবপ্রাপ্ত এবং ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হইবার যোগ্য হয়। ·
হে ভিক্ষুগণ। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি সহিত (সমস্ত) দেবতা অন্বেষণ করিয়া এইরূপ বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুকে পান না। তথাগতের এই বিজ্ঞান নিশ্রিত, তাহা কিসের জন্য? এই দৃষ্টিধর্মেই তথাগত অননুবেদ্য—ইহাই আমি বলি।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি এই প্রকার বলি, এই প্রকার ব্যাখ্যা করি। কিন্তু তবুও কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃষা ও অভূত ভাবে আমার প্রতি এই দোষারোপ করে যে 'শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক (=বৈনাশিক), তিনি সৎ-সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব[1] প্রজ্ঞাপন করেন'। ভিক্ষুগণ। আমি যে প্রকার নহি, আমি যে প্রকার বলি না, সেই প্রকারে ঐ সমুদয় ভদ্র শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃষা ও অভূতভাবে আমার প্রতি এই দোষারোপ করে যে 'শ্রমণ গৌতম বিনায়ক, তিনি সৎ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব প্রজ্ঞাপন করেন।'[2]

এই প্রতিবাদে বুদ্ধ "সৎসত্ত্বের"ই প্রতি বিশেষ জোর দিয়াছেন মনে হয়। সুতরাং উহার তাৎপর্য এই বলা মনে হয় যে তিনি সত্ত্বকে সৎ বলিয়া মানেন না, সুতরাং তৎকর্তৃক প্রজ্ঞাপিত উচ্ছেদ বা বিনাশ সৎ-সত্ত্বের উচ্ছেদ বা বিনাশ নহে। অন্যত্র নানা প্রকার আত্মবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ "সতো বা পন সত্তস্স উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং পঞ্ঞাপেন্তি" (আর সৎসত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব প্রজ্ঞাপন করেন)।[3] উঁহাদিগকে তিনি এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন যে উঁহারা সৎকায়ের ভয়ে সৎকায়ান্তের প্রতি পরিজুগুপ্সাপরায়ণ হইয়া সৎকায়জ্ঞানের প্রতি পরিধাবন করেন, উহারই চারিদিকে ঘুরেন ফিরেন। যেমন কোন দৃঢ় স্তম্ভে কিংবা খিলে উপনিবদ্ধ কুকুর ঐ স্তম্ভের বা খিলের প্রতি পরিধাবন করে, উহার চারিদিকে ঘুরে ফিরে, তেমনই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সৎকায়ের ভয়ে সৎকায়ের প্রতি পরিজুগুপ্সাপরায়ণ হইয়া সৎকায়জ্ঞানের প্রতি পরিধাবন করেন,

---

১। বিভব=বি (=বিগত)+ভব, 'ভব' অর্থ 'ভবন', 'উৎপত্তি', 'জীবন', 'জীবিত থাকা', 'অস্তিত্ব', আর 'বিভব' তাহার বিপরীত, সুতরাং অভবন, অনুৎপত্তি, মৃত্যু বা বিনাশ, অনস্তিত্ব।

২। মজ্ঝিমনি, অলগদ্দূপমসুত্ত (২২) [১ খণ্ড, ১৪০ পৃ]।

৩। ঐ, পঞ্চত্তয়সুত্ত (১০২) [২ খণ্ড, ২২৬ পৃ]

উহারই চারিদিকে ঘুরেন ফিরেন। অনন্তর তাঁহার নিজের সংবন্ধে বুদ্ধ বলেন,

"ইহা (পরিদৃশ্যমান জগৎ) সংস্কৃত স্থূল, আর সংস্কারসমূহের নিরোধ হয়, উহারা এতদর্থকই'—তাহা জানিয়া উহার নিস্সরণ দর্শন করাইতে প্রবৃত্ত তথাগত উহা হইতে উপাতিবর্তিত হন।"[১] পূর্বোক্ত প্রতিবাদে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে তিনি ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের ন্যায় 'সৎসত্ত্বের উচ্ছেদ বা বিনাশ, বিভব প্রজ্ঞাপন করেন না'; সুতরাং যাহারা বলে যে তিনি ঐ প্রকার করেন, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যাই বলে।

বুদ্ধ আবার কখন কখন স্বীকার করেন যে দৃষ্টিবিশেষে তাঁহাকে বৈনাশিক বলা যায়। যথা, কোন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে বলেন, তিনি শুনিয়াছেন যে "শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী", "শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক" ইত্যাদি। বুদ্ধ তাহাকে বলেন,

"হে ব্রাহ্মণ। সেই পর্যায়ও আছে, যেই পর্যায়ে আমাকে সম্যক্ বদমান বলিতে পারে যে 'শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী'। হে ব্রাহ্মণ! আমি 'রাগের, দ্বেষের এবং মোহের উচ্ছেদ (কর্তব্য) বলি, 'নানাবিধ পাপ, অকুশল ধর্ম-সমূহের উচ্ছেদ (কর্তব্য') বলি। 'ইহাই, হে ব্রাহ্মণ। সেই পর্যায়, যেই পর্যায়ে আমাকে সম্যক্ বদমান বলিতে পারে যে 'শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, পরন্তু উহা নহে, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি বলিতেছ।"[২]

"হে ব্রাহ্মণ। সেই পর্যায়ও আছে, যেই পর্যায়ে আমাকে সম্যক্ বদমান বলিতে পারে যে 'শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক।' হে ব্রাহ্মণ। আমি রাগের, দ্বেষের এবং মোহের বিনয়ের জন্য ধর্ম উপদেশ করি, নানাবিধ পাপ, অকুশল ধর্মসমূহের বিনয়ের জন্য ধর্ম উপদেশ করি। ইহাই, হে ব্রাহ্মণ! সেই পর্যায়, যেই পর্যায়ে আমাকে সম্যক্ বদমান বলিতে পারে যে শ্রমণ গোতম বৈনয়িক, পরন্তু উহা নহে, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি বলিতেছ।"[৩]

বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখা যায়, জৈনতীর্থংকর মহাবীর ("নিগ্গংথ নাথপুত্ত"), তাঁহার শ্রাবক সিংহ সেনাপতিকে, বুদ্ধের সংবন্ধে ঐ প্রকার বলেন যে তিনি উচ্ছেদবাদী, বৈনয়িক। সিংহ বুদ্ধের নিকট উহা বলিতে বুদ্ধ উত্তর করেন,

---

১। মজ্ঝিমনি, পংচত্তয়সুত্ত [১ খং, ২২৪-৫ পৃ]।
২। অংগুত্তরনি, অট্ঠকনিপাত, মহাবগ্গ (৮।১১।৫) [৪ খং, ১৭৪ পৃ]।
৩। ঐ, ঐ, ঐ, (৮।১১।৭) [৪ খং, ১৭৫ পৃ]; বিনয়পিটক, সুত্তবিভংগ, ১।১।৩।

"হে সিংহ ! সেই পর্যায়ও আছে, যেই পর্যায়ে আমাকে সম্যক্ বদমান বলিতে পারে যে 'শ্রমণ গোতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদেরই জন্য ধর্ম উপদেশ করেন, এবং তাহারই দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনাশ করেন।' হে সিংহ। সেই পর্যায়ও আছে, যেই পর্যায়ে আমাকে সম্যক বদমান বলিতে পারে যে 'শ্রমণ গোতম বৈনয়িক, বিনয়েরই জন্য ধর্ম উপদেশ করেন, এবং তাহারই দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনাশ করেন।[১]

ঐ পর্যায় সংবন্ধে পৃষ্ঠ হইয়া বুদ্ধ সিংহকে ঠিক সেই কথা বলেন, যাহা তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন,—তিনি রাগ, দ্বেষ ও মোহের উচ্ছেদের, নানাবিধ পাপ বা অকুশল ধর্মসমূহেরই বিনাশের জন্য ধর্ম উপদেশ করেন।[২]

পরিব্রাজকগণও বলিতেন, "সো সমণো গোতমো বেনয়িকো অপ্পঞ্ঞত্তিকো"; আর বুদ্ধের শিষ্যগণ তাহার প্রতিবাদ করিতেন, "ন সো ভগবা বেনয়িকো অপ্পঞ্ঞত্তিকো।"[৩]

বুদ্ধের কোন কোন ভক্ত ও বুদ্ধকে 'বৈনয়িক' বলিত দেখা যায়। যথা, গৃহপতি উপালি, যিনি প্রথমে জৈনতীর্থংকর মহাবীরের শ্রাবক ছিলেন, পরে বুদ্ধের শ্রাবক হয়, তিনি কাহার শ্রাবক তাহা বলিতে গিয়া মহাবীরকে বলেন

"বেনয়িকস্স · ভগবতো তস্স সাবকোহহমস্মি"[৪]

অগ্নি-নির্বাণের দৃষ্টান্তের রহস্য

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পরিনির্বাণ সংবন্ধে বুদ্ধ প্রায় অগ্নির নির্বাণের দৃষ্টান্ত দিতেন; তিনি বলিতেন যে অনাস্রব ভিক্ষু, অগ্নির নির্বাণের ন্যায়, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়।' উহার প্রকৃত রহস্য কি? উহার দ্বারা তিনি যে এই বুঝাইতে চাহিতেন না যে পরিনির্বৃত অর্হতের সম্যক্ বিনাশ বা উচ্ছেদ হয়, তাহা তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন। যথা উপশিবকে বুদ্ধ বলেন,

হে উপশিব। যেমন বায়ুবেগ দ্বারা ক্ষিপ্ত অর্চি অস্তগমন করে, (আর) সংখ্যা (=প্রকাশ, অস্তিত্ব-বোধ) প্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার

---

১ অংগুত্তরনি, অট্ঠকনিপাত মহাবগ্গ (৮।১২।৩) [৪ খং, ১৮২ পৃ]
২। ঐ, ঐ, ঐ (৮।১২।৭) [৪ খং, ১৮৩-৪ পৃ]
৩। অংগুত্তরনি, দসকনিপাত, উপাসকবগ্গ (১০।৯৪।৫) [৫ খং, ১৯০ পৃ]
৪। মজ্ঝিমনি. উপালিসুত্ত (৫৬) [১ খং, ৩৮৬ পৃ]

নাম ও কায় হইতে বিমুক্ত মুনি অস্তগমন করে, (আর) সংখ্যা প্রাপ্ত হয় না।"

অস্তগত মুনির আত্যংতিক বিনাশ বা উচ্ছেদ হইলেও তিনি অবশ্যই আর প্রকাশ পাইতেন না। বুদ্ধ কি তাহাই মনে করিতেছেন, উহা পরিষ্কার বুঝিবার জন্য উপশিব জিজ্ঞাসা করে,

"তিনি কি অস্তগত হন? কিংবা তিনি থাকেন না ('উদ বা সো নত্থি')? - কিংবা তিনি অরোগ হইয়া শাশ্বত কাল থাকেন? তাহা হে মুনি। আমার নিকট প্রকৃষ্টরূপে ব্যাকরণ করুন, কেননা, এই ধর্ম আপনার তথা (=প্রকৃষ্টরূপে) বিদিত।"

বুদ্ধ বলেন,

"হে উপশিব। অস্তগতের প্রমাণ থাকে না। যাহার দ্বারা সে আমাদের বিজ্ঞাত হইত, তাহা উহার (আর) থাকে না। সর্বধর্ম সমূহত হইলে বাদ-পথসমূহও সমূহত হয়।[১]

এই প্রকারে বুদ্ধ পরিষ্কার নির্দেশ করিয়াছেন যে অগ্নির নির্বাণের দৃষ্টাংত দ্বারা তিনি এই বুঝাইতে চাহেন নাই যে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত অর্হতের আত্যংতিক বিনাশ বা উচ্ছেদ হয়। তাঁহার সিদ্ধাংত এই যে, পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত অর্হৎ মন-বাণীর অতীত হন। সুতরাং উঁহার সংবংধে কিছুই বলা যায় না, অতএব ইহা বলা যায় না যে উনি থাকেন না,—উঁহার সম্যক বিনাশ বা উচ্ছেদ হয়, পক্ষাংতরে ইহাও বলা যায় না যে তিনি থাকেন। আচার্য বুদ্ধঘোষও বলিয়াছেন, পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত সত্ত্বের উচ্ছেদ এবং শাশ্বতত্ব উভয়কে অগ্রহণার্থই বুদ্ধ ঐখানে অগ্নির দৃষ্টাংত দিয়াছেন।[২] বুদ্ধ অন্যত্র বলিয়াছেন

"পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো চেতসো অহু তি।"[৩]

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। "অথ ভগবা উচ্ছেদ-সস্সতং অনুপগম্ম তত্থ উপ্পননস্স অধিমসাবকস্স অনুপাদায় পরিনিব্বানং দস্সেংতো 'অচ্চী যথা' তি গাথং আহ।"

—(সুত্তনিপাত, ১০৭৪ (ভাষ্য)) [পরমত্থজোতিকা, ৫৯৪ পৃ]

৩। দীঘনি, মহাপরিনিব্বানসুত্ত (১৬) [২ খং, ১৫৭ পৃ]; অনিরুদ্ধ, সংযুত্তনি, ব্রহ্মসংযুত্ত, পংচকবগ্গ, (৬।২।৫।৭) [১ খং, ১৫৯ পৃ], অংগুত্তরনি, তিকনিপাত, সমনববগ্গ (৩।৮৯।২) [১ খং, ২৩৬ পৃ] ('চেতসো অহু' স্থলে 'হোতি চেতসো' পাঠাংতরে)।

(তাঁহার) চিত্তের, প্রজ্বলিত অগ্নির নির্বাণের ন্যায়, বিমোক্ষ হইয়াছে।'
বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন

"বিমোক্খো তি কেনচি ধম্মেন অনাবরণো বিমোক্খো সব্বসো অপ্পঞ্ঞত্তিভাবূপগমো পজ্জোত-নিব্বান-সদিসো জাতো।"[১]

অর্থাৎ 'প্রজ্বলিত অগ্নির নির্বাণের সদৃশ হয়' অর্থ 'সর্বশ অপ্রজ্ঞপ্তিভাব প্রাপ্ত হয়'; 'বিমোক্ষ' অর্থ 'সর্বধর্ম হইতে মোক্ষ', 'কোন ধর্ম দ্বারা অনাবরণ'। কোন ধর্ম তখন থাকে না বলিয়াই প্রজ্ঞপ্তির কিছু থাকে না, 'সর্বশ অপ্রজ্ঞপ্তিভাব প্রাপ্ত হয়'। অগ্গি-বচ্ছ-গোত্ত-সুত্ত হইতেও তাহা জানা যায়। বর্তমান সময়ে অধ্যাপক কীথ তাহার প্রতি বিদ্বদ্বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২]

বুদ্ধ যে নির্বাণকে আত্যন্তিক বিনাশ বলিয়া মনে করিতেন না, তাহা কবি অশ্বঘোষও মানিতেন, কেননা লিখিয়াছেন, বুদ্ধ বলেন

"যাস্যামি নিষ্ঠামিতি বালিশো হি
জনক্ষয়াত্ত্রাসমিহাভ্যুপৈতি।"[৩]

'ইহসংসারে স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণই জনক্ষয় হইতে, 'আমি নিষ্ঠা বা আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত হইব' মনে করিয়া, ভয় প্রাপ্ত হয়।'

ইহা বলা যাইতে পারে যে মোক্ষ সম্বন্ধে প্রদীপনির্বাণের দৃষ্টান্ত বেদান্তাচার্য শঙ্করও কখন কখন দিয়াছেন।

"গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন, যাহা মৃত্যুরূপ, উদ্‌বৃত হইয়াছে। সেই মৃত্যুর ও সদ্ভাব হেতু মোক্ষ উপপন্ন হয়। ঐ মোক্ষ গ্রহাতিগ্রহরূপসমূহের এখানেই, প্রদীপনির্বাণবত্ প্রলয়।"[৪]

১। সুমঙ্গল-বিলাসিনী

২। A B Keith, *Bud Phil*, pp 65-6 "The comparison is indeed significant, for there is no doubt that the Indian idea of extinction of fire was not that which occurs to us of utter annihilation, but rather that the flame returns to the primitive, pure invisible state of fire, in which it existed prior to its menifestation in the form of visible fire"

৩। সৌন্দরনন্দ, ১৮।২৬ ২

৪। বৃহউ, ৩।২।১৩ শঙ্করভাষ্য।

"মুক্তস্য চ ন গতিঃ ক্বচিত্, সর্বোত্সাদো নামমাত্রাবশেষঃ প্রদীপনির্বাণবত্ ইতি চাবধৃতম্।"[১]

'ইহা অবধৃত হইয়াছে যে, মুক্তের কোথাও গতি হয় না, (যেহেতু) উহার, প্রদীপনির্বাণবত্ সর্বোত্সাদ হয়, কেবল নামমাত্র অবশেষ থাকে।' 'বিষ্ণুপুরাণে' আছে, "অনিংধনং জ্যোতিরিব প্রশাংতঃ

স ব্রহ্মলোকং শ্রয়তে· ।"[২]

তিনি (সন্ন্যাসী) অনিংধন অগ্নির ন্যায় প্রশাংত হইয়া ব্রহ্মকে আশ্রয় করে।"

ব্রহ্ম ও নির্বাণ

উপরে যাহা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে প্রাচীন ভাগবতধর্মের ব্রহ্মের এবং বৌদ্ধধর্মের নির্বাণের মধ্যে অনেক প্রকারে তাত্ত্বিক এবং পারিভাষিক সাম্যতা আছে। আমরা এখানে উহাদের মুখ্য মুখ্য গুলির সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করিতেছি।

(১) প্রাচীন ভাগবতধর্মের ব্রহ্মের স্বরূপ মন বাণীর অগোচর, সমস্ত ইংদ্রিয়ের অগোচর, ইংদ্রিয়ের ক্রিয়া উহাতে থাকে না বলিয়া বলা হয় যে ব্রহ্ম "উপশাংত"। বৌদ্ধধর্মেরও মতে, নির্বাণের স্বরূপ মন বাণীর অগোচর, উহা "শাংতপদ", "শাংতিবরপদ"।

(২) মন বাণীর অতীত বলিয়া ব্রহ্মকে ইদংতয়া বিধিমুখে নির্দেশ করা যায় না। সেই কারণে শ্রুতি 'নেতি, নেতি' (ইহা নহে, ইহা নহে) বলিয়া নিষেধ মুখে উহাকে নির্দেশ করিয়া থাকেন, বুদ্ধও পরিনির্বাণকে কখন কখন সেই প্রকারে নিষেধ মুখে নির্দেশ করিয়াছেন,

(৩) ঐ প্রকারে যেমন উপনিষদে ব্রহ্মকে, তেমনি বৌদ্ধধর্মে নির্বাণকে, অজর, অমর এবং অমৃত বলা হইয়াছে।

(৪) ঐ প্রকারে নির্দেশ হইতে পাছে কেহ মনে করে যে ব্রহ্ম অসত্ই, —উহা নাই, সেই জন্য ভাগবতধর্মে ইহাও বিধিমুখে বলা হয় যে ব্রহ্ম সত্, সত্যই অর্থাৎ আছেই। উপনিষদে আছে,

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

১। ঐ, ৩৷৩ ব্রাহ্মণ, সংবংধভাষ্য   ২। বিষ্ণু পু, ৩৷৯৷৩৩

'(ব্রহ্মকে) বাণীদ্বারা প্রাপ্ত হইতে (কেহই) নিশ্চয় সমর্থ নহে, মন দ্বারাও নহে, চক্ষু দ্বারাও নহে, যাহারা 'আছে,—ইহা বলে, তাহাদের (অর্থাত্ অস্তিত্ববাদিগণের) অন্যত্র (অর্থাত্ নাস্তিকবাদিগণের নিকট) উহা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবে?' যাহারা ব্রহ্মকে অসত্ বা নাই মনে করে, তাহাদিগকে উপনিষদে তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে।

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেত্।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সংতমেনং ততো বিদুঃ॥"[১]

'(কেহ) যদি ইহা জানে যে 'ব্রহ্ম অসত্' তবে সে নিশ্চয় অসত্ হয়। (আর্ কেহ) যদি ইহা জানে যে 'ব্রহ্ম আছে' তবে উহাকে ব্রহ্মবিদ্গণ সত্ জানেন'। যাহা হউক, তাহা হইতে ব্রহ্মের নাম হয় 'সত্য', "তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।"[২]

বুদ্ধও বিধিমুখে বলিয়াছেন যে নির্বাণ সত্য—উহা আছেই। ভিক্ষু নাগসেন বলিয়াছেন, নির্বাণ অস্তিধর্ম ("অত্থি-ধম্মস্স নিব্বানস্স")[৩] কেহ কেহ নির্বাণকে 'অভাব', শশশৃংগবত্ অনুপলংভনীয় বলিয়া অসত্ মনে করিতেন। আচার্য বুদ্ধঘোষ উহাদের মত খংডন করেন।[৪] তত্পূর্বে স্থবির নাগসেনও ঐ মত খংডন করেন।[৫] সংযুত্তনিকায়ে' আছে, 'সত্য' নির্বাণের সংজ্ঞাংতর।'[৬]

(৫) সত্য,—পরমার্থ সত্য বলিয়া যেমন ভাগবতধর্মে ব্রহ্মকে, তেমন বৌদ্ধধর্মে নির্বাণকে নিত্য, ধ্রুব এবং অপরিণামধর্মা বা নির্বিকারও বলা হয়।[৭] 'সংযুত্তনিকায়ে' আছে, 'ধ্রুব' নির্বাণের সংজ্ঞাংতর।[৮] 'পটিসংভিদামগ্গের মতে, নির্বাণ 'নিত্য'।[৯]

১। তৈত্তি উ, ২।৬ ২। ছাংদোগ্য উ, ৮।৩।৪
৩। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংক্নর সং, ৩১৬, ৩১৭ পৃ
৪। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৫০৭-৮ পৃ। (পরে দ্রষ্টব্য) ৫। পরে দ্রষ্টব্য
৬। সংযুত্তনি [৪ খং, ৩৬৯ পৃ]
৭। "সত্যমিতি যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তত্সত্যং। যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং যত্তদ্রূপং ব্যভিচরতি তদনৃতমিত্যুচ্যতে। অতো বিকারোঽনৃতং। "বাচারংভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" [ছাংদোগ্য উ, ৬।১।৪] এবং সদেব সত্যমিত্যবধারণাত্। অতঃ সত্যং ব্রহ্মেতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্তয়তি।" (ঐ, ২।১।১, শংকরভাষ্য)
৮। সংযুত্তনি [৪ খং, ৩৭০ পৃ] ৯। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(৬) প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অপর সমস্ত কিছু মিথ্যাই। বৌদ্ধধর্মেও সেই প্রকার বলা হয় যে একমাত্র নির্বাণই সত্য, অপর সমস্ত কিছু মিথ্যা।

(৭) উপনিষদের মতে ব্রহ্ম জ্ঞান, বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"[১]

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনংত।'

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"[২]

'বিষ্ণুপুরাণে' আছে, "জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম" (জ্ঞানই পরব্রহ্ম')।[৩] 'বার্ষ্‌-ণেয়াধ্যাত্মে উক্ত হইয়াছে যে "তদাহুর্জ্ঞান-লক্ষণ" (অর্থাৎ পরব্রহ্মকে-জ্ঞান-লক্ষণ বা জ্ঞান-স্বরূপ বলা হয়), বাসুদেব সত্য এবং জ্ঞান।[৪] যেমন আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, ঐ জ্ঞানাদি শব্দ করণ-বাচক নহে, অর্থাৎ জ্ঞান-কর্তৃ নহে, পরংতু ভাববাচকই, অর্থাৎ জ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞপ্তি মাত্রকে অর্থাৎ অববোধকে বুঝায়।[৫] ব্রহ্মে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটিভেদ নাই; তথায় সব অভিন্ন হয়।

"অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।"[৬]

১। ঐ, ২।১।১ ২। ঐত উ, ৩।১।৩

৩। বিষ্ণু পু, ২।৬।৪৮; আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ২।১২।৪৪

৪। 'বিষ্ণুপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে পরমতত্ত্ব পরমাত্মা "রূপ, বর্ণ, প্রভৃতি নির্দেশ-বিশেষণ বিবর্জিত, জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ (এই ভাব বিকার-সমূহ) বিবর্জিত; (সেইহেতু) তত্সংবংধে সর্বদা কেবল ইহা বলা যায় যে উহা আছে।" (বিষ্ণু পু, ১।২।১০-১)

৫। "অতঃ ইদমুচ্যতে জ্ঞানং ব্রহ্মেতি। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরববোধঃ। ভাবসাধনো জ্ঞান-শব্দো ন তু জ্ঞান-কর্তৃ ব্রহ্মবিশেষণত্বাত্ সত্যানংতাভ্যাং সহ। ন হি সত্যতানংততা চ জ্ঞান-কর্তৃত্বে সত্যুপপদ্যতে। জ্ঞান-কর্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মানং কথং সত্যং ভবেনংতং চ। যদ্ধি ন কুতশ্চিত্ প্রবিভজ্যতে তদনংতং। জ্ঞান-কর্তৃত্বে চ জ্ঞেয়-জ্ঞানাভ্যাং প্রবিভক্তমি-ত্যনংততা ন স্যাত্।"—(তৈত্তি উ, ২।১।১ শংকরভাষ্য)

"বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ"—(বৃহ উ, ৩।৯।২৮ শংকরভাষ্য)

"প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞা তচ্চ ব্রহ্মৈব। তস্মাত্ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।"—(ঐত উ, ৩।১।৩ শংকর ভাষ্য)

৬। মাংডুক্যকারিকা, ৩।৩৩; আরও দ্রষ্টব্য—

"আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তির্ন ততো ব্যতিরিচ্যতেঽতো নিত্যৈব।"

—(তৈত্তি উ, ২।১।১ শংকর ভাষ্য)

'অবলূপক ও অজ জ্ঞানকে জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন বলিয়া (বিদ্বানগণ) বলেন। তাৎপর্য এই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপই,[১] গুণবিশেষ নহে। বৌদ্ধধর্মেও নির্বাণকে বিজ্ঞান বলা হয়।[২]

(৮) উপনিষদের মতে, বিজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম আনন্দ বা আনন্দ-স্বরূপও।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"[৩]

'ব্রহ্ম বিজ্ঞান এবং আনন্দ।' ব্রহ্ম "আনন্দরূপ"।[৪]

"এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"[৫]

'উহা ইহার (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের) পরম আনন্দ। ঐ আনন্দেরই (কিঞ্চিত) মাত্রাকে (পাইয়া) অপর জীবগণ প্রাণধারণ করে।

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।"[৬]

'উহা নিশ্চয়ই রস। ঐ রসকে লাভ করিয়াই এই (পুরুষ) আনন্দী হয়। ঐ আনন্দ আকাশ (=ব্রহ্ম) যদি না থাকিত, তবে কেই বা অপান-ক্রিয়া করিত, কেই বা প্রাণন-ক্রিয়া করিত? (অর্থাৎ কেহই প্রাণধারণ করিত না)। উহা (জীবকে) নিশ্চয়ই আনন্দিত করে, (সেই হেতু জীব প্রাণ-ধারণ করে)।'

'কঠোপনিষদে'-'আনন্দ' শব্দের পরিবর্তে 'সুখ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাই উহাতে উক্ত হইয়াছে যে "যে ধীরগণ আত্মস্থ উহাকে (ব্রহ্মকে) অনুদর্শন করে (=সাক্ষাৎকার করে, অনুভব করে) তাহাদেরই শাশ্বত সুখ (লাভ হয়), অপর সকলের নহে।"[৭] আরও কথিত হইয়াছে যে ঐ শাশ্বত সুখ পরম সুখ। (মন-বাণীর অগোচর বলিয়া) উহা অনির্দেশ্য (অর্থাৎ অপরকে নির্দেশ করিতে পারা যায় না)। (ব্রহ্মবিদ্গণ) উহাকে "তদেতদিতি" ('উহা ইহাই' বলিয়া) অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। অপরে উহাকে বুঝিতে পারে

১। "জ্ঞান-স্বরূপো ভগবান্"—(বিষ্ণু পু, ২।১২।৩৯ ; ৩।৩।৩১)।

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য   ৩। বৃহ উ, ৩।৯।২৮   ৪। মুণ্ডক উ, ২।২।৭

৫। বৃহ উ, ৪।৩।৩২   ৬। তৈত্তি উ, আরও দ্রষ্টব্য—

"স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা"
—(কঠ উ, ১।২।১৩)

৭। কঠ উ, ২।২।১২, শ্বেত উ, ৬।১২, আরও দ্রষ্টব্য

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।"—(ঐ, ২।২।১৩)

না। অপরে উহা আছে কি নাই তাহাও জানিতে পাবে না। যদি বা উহার সদ্ভাব কোন প্রকারে জানিতে পারে, উহার স্বরূপ যথার্থত বুঝিতে পারে না।[১]

'কঠোপনিষদে'র অনুসরণে 'গীতা'য় উহাকে "অত্যন্ত সুখ", "আত্যন্তিক সুখ", "উত্তম সুখ" "পরম সুখ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মেও সেই প্রকারে বলা হইয়াছে যে "নির্বাণ পরম সুখ", নির্বাণ নিশ্চয় সুসুখ", ইত্যাদি।[২]

(৯) উপনিষদের মতে, ব্রহ্ম "অভয়",[৩] যে উহাকে জানে, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেও অভয় হয়।[৪]

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"[৫]

"আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে, আর কোথাও হইতে (কখনও) ভীত হয় না।' 'আত্মজ্ঞ শোককে উত্তীর্ণ হয়, যেহেতু বিদ্বান্ কোথাও হইতে ভীত হয় না।' তাহার মৃত্যু হইতেও মরণ ভয় হয় না, অপর কোথাও হইতে ভয়ের আর কথা কি?[৬] বৌদ্ধধর্ম মতে নির্বাণ "অকুতোভয়"।

"দেসেন্তো বিরজং ধম্মং নিব্বানং অকুতোভয়ং।"[৭]

অর্থাৎ বুদ্ধ বিরজ, (সুতরাং) অকুতোভয়, ধর্ম নির্বাণ উপদেশ করেন। 'অকুতোভয়' নির্বাণের এক সংজ্ঞা বিশেষ।[৮] "পঞ্চস্কন্ধসমূহের নিরোধ অভয় নির্বাণ।"[৯]

১। "তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥" (কঠ, ২।২।১৪)

২। পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৩। ছান্দোগ্য উ, ৮।৭।৪, ৮।৩, ইত্যাদি

৪। "স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।"

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য।" —(তৈত্তি উ, ২।৭)

৫। তৈত্তি উ, ২।৯, ২।৪ ('কুতশ্চন' স্থলে 'কদাচন' পাঠান্তরে)

৬। পরমার্থসার, ৬৮, তাহার দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মোপদেশ লাভ করিয়া সম্রাট জনক অভয় প্রাপ্ত হন।

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।"

—(বৃহ উ, ৪।২।৪)

৭। সংযুত্তনি [২ খং, ১৯২ প]

৮। দ্রষ্টব্য—অংগুত্তরনি [২ খং, ২৪ পৃ]=ইতিবুত্তক, ১২২।

৯। পটিসংভিদামগ্গ [২ খং, ২৪০ পৃ]

(১০) উপনিষদের মতে, ব্রহ্ম অনংত,[১] "অনংতশ্চাত্মা" ('আত্মা অনংত')।[২] উহা "অলিংগ"[৩] "নৈব চ তস্য লিঙ্গম্" ('উহার লিংগ নিশ্চয় নাই')।[৪] 'মাংডুক্যোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে আত্মার পরমার্থরূপ,—যাহা এক দৃষ্টিতে উহার 'তুরীয় পাদ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে,—"অলক্ষণ"।[৫]

আরও বলা হয় যে ব্রহ্ম "ভাবরূপ",[৬] "জ্যোতিঃ",[৭] "আবিঃ" (=প্রকাশ),[৮] "অর্চিমৎ"[৯]। এদেশে অবিদ্যাকে তম বলা হয়। তাহাতে বিদ্যাকে বা বিদ্যা-স্বরূপ ব্রহ্মকে তমের বা অবিদ্যার অতীত, তথা বিপরীত বা বিনাশক বলিয়া, 'জ্যোতি' বা 'প্রকাশ' বলিতে হয়।[১০] 'ছান্দোগ্য-উপনিষদে' তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে,—

"উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যংত উত্তরং
স্বঃ পশ্যংত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম
জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি।"[১১]

অর্থাত্, ব্রহ্ম তমের পরে উত্তর জ্যোতি, সূর্য-রূপ, উত্তম জ্যোতি।[১২] 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে' আছে।

"আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাত্"[১৩]

('ব্রহ্ম) তমের পরে আদিত্যবর্ণ'। শ্রুতিতে আরও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে উপনীত হইলে,

"নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।[১৪]

১। তৈত্তি উ, ২।১।১ ২। শ্বেত উ, ১।৯
৩। কঠ উ, ২।৩।৮ ৪। শ্বেত উ, ৬।৯ ১
৫। মাংডুক্য উ, ৭; আরও দ্রষ্টব্য—নৃসিংহোত্তরতাপিনী উ, ১, নারদপরিব্রাজক উ, ৮।২০।
৬। ছান্দোগ্য উ, ৩।১৪।২ ৭। শ্বেত উ, ৩।১২
৮। মুণ্ডক উ, ২।২।১ ৯। ঐ, ২।২।২
১০। আচার্য শংকর বলিয়াছেন, "প্রকাশাত্মকত্বাজ্জ্ঞানংজ্যোতিঃ ('প্রকাশস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান জ্যোতি')। (বৃহ উ, ১।৩।২৮ শংকর-ভাষ্য), মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন
"স হি দেবঃ পরংজ্যোতিস্তমঃপারে ব্যবস্থিতম্
—(কুমারসংভব, ২।৫৮)
১১। ছান্দোগ্য উ, ৩।১৭।৭ ১২। এই মংত্রের ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য
১৩। শ্বেত উ, ৩।৮ ১৪। ছান্দোগ্য উ, ৮।৪।২

"(তমরূপ) রাত্রি নিশ্চয় দিন হইয়া যায়, কেন না, ঐ ব্রহ্ম নিশ্চয় সকৃদ্-বিভাত,[১] 'বার্হস্পত্যাধ্যাত্মে' আছে,

"ব্রহ্ম তত্ পরমং জ্ঞানমমৃতং জ্যোতিরক্ষরম্।"[২]

'ব্রহ্ম সেই পরম জ্ঞান, যাহা অমৃত, অক্ষর এবং জ্যোতি।' বিষ্ণুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে "অজ্ঞান অন্ধ তম তুল্য, ইংদ্রিয়োদ্ভব জ্ঞান (অর্থাত্ শাস্ত্র জন্য জ্ঞান) দীপবত্, আর বিবেকজ জ্ঞান (বা পরব্রহ্ম) সূর্যসদৃশ।"[৩] ক্রমে বলা হইতে থাকে যে ব্রহ্ম "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (অর্থাৎ সূর্যচংদ্রাদি সমস্ত জ্যোতিষ্ক সমূহেরও জ্যোতিঃ।[৪] তাহা কি প্রকারে তাহা বুঝাইতে বলা হইয়াছে যে

"উঁহাতে (ব্রহ্মে) সূর্য ভাত হয় না, চংদ্র এবং তারকাসমূহ না, এই বিদ্যুত্ও না; (সুতরাং) অগ্নির আর কথাই বা কি ? (সূর্যাদি) এই সর্ব (জ্যোতিষ্ক) উঁহারই ভাস দ্বারা বিভাত হইতেছে। (সুতরাং সূর্যাদি) সর্ব উঁহাকে ভাত করিয়াই অনুভাত হইতেছে।"[৫] তদনুসরণে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।"[৬]

"উহা (ব্রহ্ম) জ্যোতিষ্কসমূহেরও জ্যোতি, 'তমের পর' বলিয়া উক্ত হয়'। এইরূপে সূর্যচংদ্রাদি সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি বলিয়া ব্রহ্ম 'পর (বা পরম) জ্যোতি' অথবা, সূর্যচংদ্রাদি সর্বজ্যোতি অবিদ্যার অংতর্গত, আর ব্রহ্ম-জ্যোতি অবিদ্যার পর, সুতরাং ব্রহ্ম 'পর জ্যোতি।' যাহা হউক, ইহা দেখা যায় যে, ব্রহ্ম শ্রুতিতে কখন কখন "পর জ্যোতি" নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন।[৭]

১। আচার্য শংকর লিখিয়াছেন, আত্মা "সকৃদ্বিভাত" (পরমার্থসার, ২৫), "ভারূপ" (ঐ, ৪২) আচার্য গৌড়পাদ লিখিয়াছেন, "ব্রহ্ম জ্ঞানালোক" (মাংডুক্য-কারিকা, ৩।৩৫), "সকৃদ্বিভাত" (ঐ, ৩।৩৬), "স্বয়ংজ্যোতি" (ঐ, ৩।৩৭)

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। বিষ্ণু পু, ৬।৫।৬২ ; "বিবেকজ জ্ঞান পরব্রহ্মই।" (ঐ, ৬।৫।৬১)

৪। মুংডক উ, ২।২।৯

৫। ঐ, ২।২।১০ ; কঠউ ; ২।২।১৫ ; শ্বেত উ, ৬।১৪ ; 'তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে' (৩।১২।৯।৭) আছে,

"যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ"

অর্থাৎ উঁহার তেজ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াই সূর্য তাপ দিতেছে।

৬। গীতা, ১৩।১৭ ১, আর দ্রষ্টব্য

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চংদ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং॥"—(ঐ, ১৫।২২)

৭। ছাংদোগ্য উ, ৮।৩।৪ ; ৮।১২।৩

বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে যে 'অনন্ত', তথা 'অনিদর্শন', নির্বাণের সংজ্ঞান্তর বিশেষ।[১]

"বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতো পভং।"[২]

"(পরম) বিজ্ঞান অনিদর্শন, অনন্ত এবং সর্বতো-প্রভ'। 'সব্বতোপভং' শব্দের অর্থ আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, এই

"সব্বতো প্রভা-সম্পন্নং। নিব্বানতো হি অঞ্ঞো ধম্মো সপ্পভতরো বা জ্যোতিমন্ততরো বা পরিসুদ্ধতরো বা পণ্ডরতরো বা ন অত্থি" ইত্যাদি।[৩] অর্থাৎ নির্বাণ হইতে সপ্রভতর বা জ্যোতিষ্মত্তর কিছুই নাই, সেই কারণে উহা সর্বাপেক্ষা প্রভাসম্পন্ন।

বিজ্ঞানের 'অনন্ত' বিশেষণের তাৎপর্য সম্বন্ধে বেদান্তীগণ এবং বৌদ্ধগণের মধ্যে মতভেদ ছিল মনে হয়। 'অনন্ত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'অন্ত-রহিত'। তাহা সর্বগ্রাহ্য। পরন্তু ঐ অন্ত কি বা কি কি, তাহা লইয়া মতভেদ হয়। বেদান্তাচার্য শংকর বলেন, অন্ত বা পরিচ্ছেদ ত্রিবিধ হইতে পারে,—দেশত,

---

১। সংযুত্তনি, (৪৩।১৩, ২২, ৩৪) [৪ খং ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১ পৃ] (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২। পূর্বে পৃষ্ঠায় ধৃত।

ইহা বোধ হয় বলা উচিত হইবে যে বর্তমান 'দীঘনিকায়ের এবং 'মজ্‌ঝিমনিকায়ের'র এই প্রকারের বচনসমূহ উহাদিগেতে মূলে ছিল কিনা, কেহ কেহ তাহাতে সংদেহ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে ঐ সকল বচন ঐ দুই নিকায়ে পরে পরে প্রক্ষিপ্ত হয়। যথা, অধ্যাপক শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত লিখিয়াছেন, "The few passages of the *Digh* and *Majjima Nikayas*, in which Nibbana has been equated to infinite consciousness (ananta viññana) do not, however, find support in other portions of the same works, which throw light on the conception of Nibbana All that can be said under the circumstances is that these passages were later interpolations made at a time when the *Samyutta Nikaya* was being compiled The account of the death of Vakkali with apatitthita-Viññana) and not patisandhi-viññana hints that the constituted viññana of an Arhat passes away and mixes indistinguishably with an ever existing infinite consciousness This seems to be an anticipation of the Vijñanavada school of philosophy, but we cannot deny the existence of a trend of thought like this among the early Buddists —(N Dutt, *Aspects of Mahayana Buddhism*, p 169) বক্কলির বিলয় উপনিষদে প্রোক্ত বিজ্ঞানঘন জীবাত্মার বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে বিলয়ের ন্যায়।

৩। পপঞ্চ-সূদনি [১ খং, ৪১৩ পৃ]

কালত ও বস্তুত। ঐ ত্রিবিধ অন্তবত্ত্ব রহিত বলিয়া জ্ঞানকে 'অনন্ত' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে উহা ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধ হয়।[১] বৌদ্ধাচার্য বুদ্ধঘোষ মনে করেন উৎপাদ ও ব্যয় এই দুই অন্ত বিরহিত বলিয়া নির্দেশার্থই বিজ্ঞানকে 'অনন্ত' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।[২] সুতরাং তিনি বিশেষভাবে কালত অনন্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাও মনে করেন যে ঐ 'অনন্ত' শব্দে 'স্থিতির অন্যতাত্বের অভাব'ও নিহিত আছে। তাহাতে 'অনন্ত' বৌদ্ধশাস্ত্রে যাহাকে 'অসংস্কৃত' বলা হয়, উহারই সংজ্ঞান্তর-বিশেষ হয়। 'পটিসংভিদামগ্গে' সাক্ষাৎভাবে উক্ত হইয়াছে যে নির্বাণ=অসংস্কৃত। বুদ্ধ-ঘোষের 'বিসুদ্ধি মগ্গে' এবং বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোশে' ও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে নির্বাণ অসংস্কৃত। এই বিষয়ের অধিক আলোচনা পরে করা যাইবে। এখানে ইহা বলা যাইতেছে যে বুদ্ধ বিজ্ঞানকে দুই কোটিতে বিভক্ত করেন, সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত। যে বিজ্ঞানের নিরোধ হয় বলিয়া তিনি বলেন, উহা সংস্কৃত বিজ্ঞান বা "প্রতীত্য-সমুৎপন্ন বিজ্ঞান", যে 'বিজ্ঞানের সংভব প্রত্যয় ব্যতীত অন্যত্র নাই।' উহা চক্ষু প্রভৃতি ইংদ্রিয়সমূহ প্রতীত্য উৎপন্ন হয়।[৩] 'সংযুত্ত-নিকায়ে'র পরিভাষায় উহা "প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান"[৪] বুদ্ধঘোষ উহাকে "অভিসং-স্কার-বিজ্ঞান" বলিয়াছেন।[৫] উহাকে বৌদ্ধশাস্ত্রে কখন কখন "প্রতিসংধি-বিজ্ঞান"ও বলা হয়। এই বিজ্ঞান "অস্তগত" হয়। 'উদানে' ভিক্ষু দর্ব মল্ল-পুত্রের পরিনির্বাণের বর্ণনায় তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে ('বিঞ্ঞাণং অত্থং আগমা তি')। অসংস্কৃত বিজ্ঞানের উদয়ও নাই, অস্তগমনও নাই,

---

১। দ্রষ্টব্য—''যদ্যপি ন কুতশ্চিত্ প্রবিভজ্যতে তদনন্তম্ জ্ঞানং ব্রহ্মেতি-বচনাত্ প্রাপ্তমন্তবত্ত্বম্। লৌকিকস্য জ্ঞানস্যান্তবত্ত্ব-দর্শনাত্। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমাহ-অনন্তমিতি। • তত্রানন্ত-শব্দোঽন্তবত্ত্ব প্রতিষেধদ্বারেণ বিশেষণম্। সত্য-জ্ঞানশব্দৌ তু স্বার্থসমর্পণেনৈব বিশেষণে ভবতঃ। • তত্র তত্র ত্রিবিধং হ্যানন্ত্যং দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি।" ইত্যাদি —(তৈত্তি উ, ২।১।১ শংকর ভাষ্য)

''অনন্ত এবাত্মা। অস্যান্তঃ পরিচ্ছেদো দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা ন বিদ্যতে ইতি।" —(শ্বেত উ, ১।৯ শংকর ভাষ্য)

২। '''অনন্তং' তি তয়িদং উপ্পাদ-বয়-অন্ত-রহিতত্তা অনন্তং নাম।' —(পপংচসূদনি, [১ খং, ৪১৩ পৃ]

৩। মজ্ঝিমনি, মহাতন্হাসংখয়সুত্ত (৩৮)

৪। সংযুত্তনি, [২ খং, ৬৫ পৃ ; ৩ খং ৫৩-৬১, ১২৪ পৃ]

৫। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৬৮৯ পৃ

তথা স্থিতির অন্যথাত্বও নাই। উহাই পরম বিজ্ঞান। উহাই নির্বাণ। ইহা বলা যাইতে পারে যে এই ব্যাখ্যা অনুসারে 'অনংত' সংজ্ঞা বেদাংতের 'কূটস্থ নিত্য' সংজ্ঞার সমান হয়। 'সংযুত্তনিকায়ে' আছে,

"হে ভিক্ষুগণ! অনংত কি? হে ভিক্ষুগণ। যাহা রাগক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয়, মোহক্ষয়—ইহা, হে ভিক্ষুগণ! 'অনংত' বলিয়া উক্ত হয়।"[১]

এবার আমরা বিজ্ঞানের 'অনিদস্সন' (=সংস্কৃত, অনিদর্শন) বিশেষণের কিংচিৎ আলোচনা করিব। বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, 'অনিদর্শন' বিশেষণ থাকাতেই বুঝিতে হইবে যে ঐ বিজ্ঞান নির্বাণই।[২] পালি নিদস্সন শব্দের অর্থ 'প্রমাণ', 'দৃষ্টাংত'[৩], 'উপমা', 'গুণ', 'লিংগ', প্রভৃতি। সুতরাং 'অনিদস্সন' শব্দের অর্থ এই যে 'যাহার অপর কোন প্রমাণ নাই, যাহা স্বত-প্রমাণ বা স্বত-সিদ্ধ; 'যাহার কোন দৃষ্টাংত নাই, 'অনৌপম্য', 'নির্গুণ', 'অলক্ষণ', 'অলিংগ', ইত্যাদি। এই সকল বেদাংতের ব্রহ্মের প্রতিও খাটে, অর্থাৎ ব্রহ্ম সংবংধেও তাহা বলা যায়।

(১১) প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখা যায়, নির্বাণের আর এক সংজ্ঞা 'অনিমিত্ত'। পটিসংভিদামগ্গে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে 'অনিমিত্ত' 'নিরোধ' ও 'নির্বাণে'র পর্যায় শব্দ।[৪] পালি-নিকায়ের উক্তি হইতেও তাহা বুঝা যায়।[৫] উহাদের মতে, ভিক্ষু নিমিত্তকে (বা সনিমিত্তকে) পরিত্যাগ

১। সংযুত্তনি (৪৩।১৩) [৪ খং, ৩৬৮ পৃ]

২। "(বিজ্ঞান-মনিদস্সনং) পদদ্বয়েন পি নিব্বানমেব বুত্তম্।"
—(পপংচসূদনি [১ খং, ৪১৩ পৃ]

৩। 'দৃষ্টাংত' অর্থে 'নিদর্শন' শব্দের প্রয়োগ গৌড়পাদের 'মাংডুক্য-কারিকা'য় (৩।৩) আছে।

৪। নিমিত্তং ভয়তো সংপস্সমানো অনিমিত্তে অধিমুত্তা পবত্তং অজ্ঝুপেক্খিত্বা নিরোধং নিব্বানং অনিমিত্তং আবজ্জিত্বা সমাপজ্জিত্বা" ইত্যাদি।
—(পটিসংভিদামগ্গ [১ খং, ৯১ পৃ]

"অনিমিত্তং নিব্বানং তি অভিঞ্ঞেয্যং" —(ঐ, [১ খং, ১৪ পৃ]]

'সুত্তনিপাতে' আছে, বুদ্ধ রাহুলকে বলেন, "অনিমিত্তের ভাবনায় নিযুক্ত হও"
—(সুত্তনিপাত, ৩৪২ (রাহুলসুত্ত, ৮)

৫। যথা দ্রষ্টব্য—

"যস্মিং সময়ে তথাগতো সব্ব-নিমিত্তানং অমনসিকারা একচ্চানং বেদনানং নিরোধা অনিমিত্তং চেতো-সমাধিং উপসংপজ্জ বিহরতি।"
—(দীঘনি, [২ খং, ১০০ পৃ]])

আরও দ্রষ্টব্য—অংগুত্তরনি, [৩ খং ২৯২ ও ৩১৯ পৃ]

করিয়া অনিমিত্ততে উপগমন করে, অনিমিত্ত-সমাপন্ন হয়। মহাযানাচার্য অসংগও তাহা বলিয়াছেন।[১] তাহাতে বুঝা যায় যে 'অনিমিত্ত' নির্বাণের এক সংজ্ঞান্তর-বিশেষ। 'লংকাবতারসূত্রে' উক্ত হইয়াছে যে ভগবান বুদ্ধের অসংখ্যের পর্যায় নামসমূহের কতিপয়, কাহারও কাহারও মতে এই,—নির্বাণ, নিত্য, অনুত্পাদ, অনিরোধ, অনিরোধানুত্পাদ, অনিমিত্ত ও বিমোক্ষ।[২]

'নিমিত্ত' শব্দের মুখ্য অর্থ দুইটি—একটি 'হেতু', অপরটি 'লক্ষণ' (বা 'লিঙ্গ')[৩]। তাহাতে 'অনিমিত্ত' শব্দের মুখ্য অর্থ হয়, (১) 'অহেতু' এবং (২) 'অলক্ষণ' বা 'অলিংগ'। উপনিষদে যে ব্রহ্মকে 'অলিংগ', 'অলক্ষণ' বলা হইয়াছে, তাহা এইমাত্র পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সাথে ব্রহ্মকে 'অনিমিত্ত'ও বলা যায়।

'অহেতু' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'অনিমিত্ত' শব্দের তাত্পর্য হইবে 'নিজের কোন নিমিত্ত বা হেতু নাই, নিজেও অপর কিছুর নিমিত্ত বা হেতু নহে', অপর কথায় বলিতে 'কার্য'ও নহে, কারণও নহে'। ভাগবতধর্মের ব্রহ্মকে তথা বৌদ্ধধর্মের নির্বাণকে, 'নিত্য, ধ্রুব এবং নির্বিকার বলাতে সিদ্ধ হয় উহার উত্পত্তি নাই, সুতরাং উহার কোন হেতু নাই, আবার উহা হইতেও কিছু উত্পন্ন হয় না, সুতরাং উহা কাহারও হেতু নহে। তাহাতে বলা যায় যে উহা অহেতু বা অনিমিত্ত। 'অনুগীতা'য় স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম "অহেতুক"।[৪]

ব্রহ্ম বা নির্বাণ যে অহেতু বা অনিমিত্ত তাহা অন্য প্রকারেও সিদ্ধ করা যায়। যথা, মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে

"তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনংতরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূরিত্যনুশাসনং।"[৫] 'সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনংতর এবং অবাহ্য; এই সর্বানুভূ, আত্মা

১। অসংগ লিখিয়াছেন, হীনযানী

"সর্বনিমিত্তানাং অমনসিকারাদ্ অনিমিত্তস্য চ ধাতোর্মনসিকারাদ্ অনিমিত্তং সমাপদ্যতে।" —(মহাযানসূত্রালংকার, ১৬৯ পৃ)

২। লংকাবতার সূত্র

৩। "নিমিত্তং হেতু-লক্ষণোঃ; (অমরকোশ)

"তত্র মহামতে নিমিত্তং যত্ সংস্থানাকৃতি-বিশেষাকার-রূপাদি-লক্ষণং দৃশ্যতে তন্নিমিত্তং।" —(লংকাবতারসূত্র, ২২৮ পৃ)

৪। মহাভা, ১৪।১৯।১১ ৫। ঐ

ব্রহ্মই,—ইহাই সমগ্র (বেদাংতের) অনুশাসন (বা উপদেশ)'। ব্রহ্মের পূর্ব বা কারণ নাই, তাই উহা অপূর্ব। উহার অপর বা কার্য নাই, তাই উহা অনপর। উহার অভ্যংতরে কোন জাত্যংতর নাই, তাই উহা অনংতর। উহার বাহ্য নাই বলিয়া উহা অবাহ্য। সুতরাং ব্রহ্মের কোন কারণ বা নিমিত্ত নাই এবং উহা কিছুর নিমিত্ত নহে। এইরূপে ব্রহ্ম সর্বপ্রকারে 'অনিমিত্ত'।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিত্-
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিত্।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
॥"[১]

'বিপশ্চিত্ (অর্থাত্ "অবিপরিলুপ্ত চৈতন্যস্বভাব 'আত্মা')[২] জন্মেও না মরেও না, উহা কোথাও হইতে উত্পন্ন হয় নাই, (নিজেও) কিছু হয় নাই (অর্থাত্ অবস্থাংতর প্রাপ্ত হয় নাই)। (অতএব) উহা অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ।' 'গীতা'য় এই মংত্রের কিংচিত্ পাঠাংতর আছে।

—"(আত্মা) কথনও জন্মেও না, মরেও না। কিংবা উহা উৎপন্ন হইয়া পুনঃ অভাবগত হয় না (অর্থাত্ মরে না), আবার ইহাও নহে উহা (পূর্বে) অভাব-গত থাকিয়া পুনঃ উত্পন্ন হয় (অর্থাত্ জন্মে)। (অতএব) উহা অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ।"[৩] আচার্য শংকর বলেন, শাশ্বত=অপক্ষয় বর্জিত, পুরাণ=বৃদ্ধি-বর্জিত,[৪] এই মংত্রে ছয় ভাববিকারসমূহ—লৌকিক বস্তু-সমূহে (পরিদৃষ্ট) বিক্রিয়াসমূহ আত্মাতে প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। বাক্যার্থ এই যে আত্মা সর্বপ্রকার বিক্রিয়া-রহিত।"[৫]

বৌদ্ধশাস্ত্রেও কথিত হয় যে নির্বাণ উৎপন্নও হয় নাই, প্রবর্তও হয় না।

১। কঠ উ, ১।২।১৮ ২। ঐ, শংকরভাষ্য.

৩। গীতা, ২।২০ ৪। গীতা, ২।২০ শংকরভাষ্য

৫। মহাযান-বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে,

"উত্পাদ-বিগমান্-নিত্যং নিরোধ-বিগমাদ্-ধ্রুবম্।
শাশ্বতং ধর্মতা-স্থিতে॥"
—(রত্নগোত্রবিভাগ, ২।৩৪, আরও দ্রষ্টব্য—১।৮০-২; (২।২৪-৬)

"তত্রোত্পাদ-হেতোরসম্ভান-নিত্যং। উত্পন্নস্য বিনাশাভাবাদ্ ধ্রুবঃ। আবির্ভাব-তিরোভাব-রূপেণ বিবর্তনাচ্ছাশ্বতঃ। অবস্থাংতর-প্রাপ্তি-বিরহাদপরিণাম-ধর্মঃ।"
—(অভিসময়ালংকারালোক, ৪২৭-৮)

"অনুপ্পাদো নিব্বানং তি অভিঞ্ঞেয্যং; 'অপ্পবত্তং নিব্বানং' তি অভিঞ্ঞেয্যং; 'অনিমিত্তং নিব্বানং তি অভিঞ্ঞেয্যং; অনায়ূহনা নিব্বানং তি অভিঞ্ঞেয্যং'[১]

'অনুত্পাদই নির্বাণ'—ইহা অভিজ্ঞেয়; 'অপ্রবর্তই নির্বাণ'—ইহা অভিজ্ঞেয়, 'অনিমিত্তই নির্বাণ,—ইহা অভিজ্ঞেয়, অনায়ূহনই নির্বাণ'—ইহা অভিজ্ঞেয়; তাত্পর্য এই যে, নির্বাণ উত্পন্ন হয় নাই, সেই কারণে অনুত্পাদ। উহার উত্পাদের কোন নিমিত্ত বা হেতুও নাই, সেই কারণে 'অনিমিত্ত'। উহা প্রবর্তিত হয় না, অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, সেই কারণে অপ্রবর্ত'। প্রবর্তিত হইবার কোন প্রচেষ্টাও উহার নাই, সেই কারণে 'অনায়ূহন। কথাবত্থুতে আছে

"নিব্বানং অত্থীতি নিব্বানস্স কারকো নত্থি।"[২]

'নির্বাণ আছে; নির্বাণের কারক নাই, (অর্থাত্ নির্বাণ উৎপন্ন নয় নাই), নির্বাণ "অনারংভন"[৩], "অসংস্কৃত"[৪]। আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন

"নিব্বানং ন উপ্পজ্জতি ন ভিজ্জতি"[৫]

'নির্বাণ উৎপন্নও হয় না, ভিন্ন (বা বিনষ্ট)ও হয় না।'

এইরূপে ব্রহ্ম বা নির্বাণ জন্মে না, বা জাত হয় না বলিয়া 'অজ', উত্পন্ন হয় না বলিয়া অনুত্পন্ন বলিয়া কথিত হয়।[৬] আচার্য শংকর বলেন, 'অজ' সংজ্ঞার তাত্পর্য আরও ব্যাপক।

"'অজ' অর্থ কোথাও হইতে জাত হয় না। আপন হইতে ভিন্ন কোন জন্মনিমিত্তের অভাব হেতু (ব্রহ্ম কোথাও হইতে জাত হয় না)। যেমন জলের বুদ্বুদাদির (জন্ম-নিমিত্ত) বায়ুবাদি, যেমন আকাশের সুষির-ভেদ-সমূহের (জন্ম-নিমিত্ত) ঘটাদি, (উহার ভেদের তেমন কোন জন্ম-নিমিত্ত নাই, তাই উহা জাত হয় না)। যেহেতু সর্বভাববিকারসমূহের মূল জন্মই, সেই হেতু উহার প্রতিষেধ দ্বারা সকলেই প্রতিষিদ্ধ হইয়া যায়। যেহেতু

১। পটিসংভিদামগ্গ, [১ খং, ১৪ পৃ] ২। কথাবত্থু, ১।১।১১৪

৩। ঐ, ১৯।৫।১, ২ ৪। কথাবত্থু, ৬।১।১, ৪, ৬।৪।১

৫। কথাবত্থু, ১।১।১০০ বুদ্ধঘোষের টীকা।

৬। গৌড়পাদ লিখিয়াছেন,

"জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথং চ তত্।"—(মাণ্ডুক্যকারিকা, ৪।১১-২)

সবাহ্যাভ্যংতর অজ, সেই হেতু অজর, অমর, অক্ষর, ধ্রুব ও অভয়—ইহাই তাৎপর্য।"[1]

"উহাতে (আত্মাতে) বাহ্য কিংবা আভ্যংতর জন্মাদি ভাব-বিকার নাই, সেই কারণে (উহা) অজ, (অর্থাৎ) সবাহ্যাভ্যংতর-সর্বভাববিকার-বর্জিত।[2])

'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে' আছে, ব্রহ্ম "অলক্ষণ",

"অজ্ঞানকর্ম নির্দিষ্টমেতত্ কারণ-লক্ষণং'[3]

অর্থাৎ জগতের জন্মাদির কারণ বলিয়া তাঁহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হয়,[4] তাহা অজ্ঞানের কার্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে কারণ নহে। ভগবান জগতের সৃষ্ট্যাদির কারণ,—তিনি নিজে নিজেকে জগদ্রূপে সৃষ্টি করেন, সৃষ্টজগত্কে পালন করেন, এবং আবার উহাকে নিজেতে প্রলীন করেন, ইহা বর্ণনার পর, '(বিষ্ণু)' ভাগবত-পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,

"ইত্থং-ভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমঃ।
নেত্থং-ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হংতি সূরয়ঃ॥
নাস্য কর্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্তৃত্ব-প্রতিষেধার্থং মায়য়ারোপিতং হি তত্॥"[5]

'ভগবান-ভগবত্তম (শাস্ত্রে) ইত্থং-ভাবে কথিত হইয়াছেন (সত্য। পরংতু) পরকে ইত্থং-ভাবে দেখা সূরিগণের নিশ্চয় উচিত নহে। (কেননা, ঐ সকল বচন প্রকৃত পক্ষে) এই পরের (জগতের) জন্মাদি কর্মে (কর্তৃত্ব) অনুবিধান করে না। কর্তৃত্বকে প্রতিষেধার্থই, যেহেতু তাহা মায়া দ্বারা আরোপিত, (ঐ প্রকার বলা হইয়াছে)।'

'সুবালোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে যে, যাহাতে "সমস্তই অস্তগমন করে', সেই বিজ্ঞান 'আনংদ এবং তুরীয়, "উহা অমৃত, অভয়, অশোক, অনংত এবং নির্বীজ।'

১। মুংডক উ, ২।১।২ শংকরভাষ্য
২। মাংডুক্য-কারিকা, ১।১৬ শংকরভাষ্য, আরও দ্রষ্টব্য।
"জন্ম-নিমিত্তাভাবাত্ সবাহ্যাভ্যংতরমজং"—(ঐ, ৩।৩৬ শংকরভাষ্য)।
৩। মহাভা, ১২।২১১।৬; (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
৪। তৈত্তি উ, ৩।১, "জন্মাদ্যস্যযতঃ"—(ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২)।
৫। (বিষ্ণু) ভাগ পু (২।১০।৪৪-৫)

"য এবং নির্বীজং বেদ নির্বীজ এব স ভবতি ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন মুহ্যতে ন ভিদ্যতে ন দহ্যতে ন ছিদ্যতে ন কংপতে ন কুপ্যতে সর্বদহনোঽয়মাত্মেত্যাচক্ষতে।"[১]

'যে এইপ্রকার নির্বীজকে জানে সে নিশ্চয় নির্বীজ হয়। (সুতরাং) সে জন্মে না, মরে না, মোহগ্রস্ত হয় না, ভিন্ন (বা বিনষ্ট) হয় না, দগ্ধ হয় না, ছিন্ন হয় না। কংপায়মান হয় না, কোপ করে না। 'এই আত্মা সর্বদহন'—ইহা কথিত হইয়া থাকে।' এখানে ব্রহ্মই 'নির্বীজ' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। আচার্য গৌড়পাদ লিখিয়াছেন।

"অনিমিত্ততাকে সত্য বুঝিয়া, হেতুকে পৃথক্ না পাইয়া বীতশোক, তথা অকাম, অভয়পদ প্রাপ্ত হয়।"[২]

তাত্পর্য এই যে, অনিমিত্ততাই প্রকৃত তথ্য,—ইহা অবগতি হইলে, শোকের, কামের ও ভয়ের কোন নিমিত্ত বা হেতু প্রকৃতপক্ষে থাকে না। "হেত্বাভাবে ফলং কুতঃ" ('হেতুর অভাব হইলে ফল কোথা হইতে হইবে') ?[৩] "নিমিত্তো ন জায়তে" ('নিমিত্ত জাত হয় না')।[৪] তাহাতে অশোক, অকাম ও অভয়পদ লাভ হয়। আরও বিশেষ করিয়া বলিতে জাগতিক বিষয় সংপর্কেই শোকাদি হয়। হেতু থাকিলেই ফল হয়, জাগতিক বস্তু উত্পন্ন হয়। হেতু না থাকিলে বস্তু প্রকৃতপক্ষে থাকিবে না। সুতরাং অনিমিত্তকে বুঝিলে, 'বস্ত্বাভাব'ও বুঝিবে।

"বস্ত্বাভাবকে বুঝিয়া সে নিশ্চয় নিঃসঙ্গ হইয়া বিনিবৃত্ত হইবে।"[৫] নিমিত্ততা থাকিতেও ফলের বা বস্তুর অভাব হইতে পারে,—বস্ত্বাভাব-বোধ এবং নিবৃত্তি হইতে পারে। যথা, সুষুপ্তিতে বস্ত্বাভাব ও নিবৃত্তি হয়, যোগশাস্ত্রের নির্বিকল্প সমাধিতেও কিংবা বৌধধশাস্ত্রের 'সংজ্ঞা-বেদয়িতা-

---

১। সুবাল উ, ৯

২। "বুদ্ধ্বানিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথগনাপ্নুবন।
বীতশোকং তথাকামমভয়ং পদমশ্নুতে॥
—(মাংডুক্যকারিকা, ৪।৭৮)

৩। ঐ, ৪।৭৬ ৪। ঐ ৪।৭৫

৫। "অভূতাভিনিবেশাদ্ধি সদৃশে তত্প্রবর্ততে।
বসত্বাভাবং স বুদ্ধ্বৈব নিঃসংগং বিনির্বর্ততে॥"
—(ঐ, ৪।৭৯)

নিরোধ-সমাধি'তেও তাহা হয়। সুষুপ্তি হইতে পুনঃ ব্যুত্থান হয়, যেহেতু অবিদ্যাবীজ থাকে। পাতঞ্জল যোগীর নির্বিকল্প সমাধি যদি সবীজ হয়, তবে তাহা হইতে পুনঃ ব্যুত্থান হয়। বৌদ্ধ যোগীর 'সংজ্ঞা-বেদয়িতা-নিরোধ-সমাধি' হইতেও ব্যুত্থান হয়। সুতরাং উহাদিগেতে যে বস্তুাভাব বোধ এবং নিবৃত্তি স্থিতি তাহাও 'নিশ্চল" নহে' পাতঞ্জল যোগীর নির্বিকল্প সমাধি যদি নির্বীজ হয়, তবে তাহা হইতে আর ব্যুত্থান হয় না। সুতরাং বীজভাব না থাকিলে, অনিমিত্তাকে অবগতি হইলে নিবৃত্তির পর আর প্রবৃত্তি হইবে না। তখন বস্তুাভাব-বোধ এবং নিবৃত্তি স্থিতি নিশ্চল হয়। তাই গৌড়পাদ লিখিয়াছেন।

"নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ ॥'[১]

'(বস্তুাভাব-বোধ বশত নিঃসংগ হইয়া) নিবৃত্তের স্থিতি তখনই নিশ্চল হয়, যখন সে অপ্রবৃত্ত হয় (অর্থাত্ যখন ব্যুত্থানের সংস্কার বা বীজ থাকে না)।'

"বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তত্সাম্যমজমদ্বয়ম্ ॥"[২]

অর্থাত্ ঐ স্থিতি যে কি, তাহা যাঁহারা উহাকে অবগত হইয়াছেন, সেই বুদ্ধগণই বুঝিতে পারেন, অপরে পারে না। আবার তাঁহারাও উহাকে বাণী দ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন না। তবে তত্সংবংধে এই বলা যায় যে, উহা অজ, অদ্বয় এবং সাম্য। উহাই পূর্বে উক্ত 'অশোক, অকাম ও অভয় পদ।'

আচার্য গৌড়পাদের বচনসমূহের এই ব্যাখ্যা 'অনিমিত্ততা'কে সাধারণ অর্থে, নিমিত্তের বা কারণের অভাব অর্থে, মাত্র গ্রহণ করিয়াই কৃত হইয়াছে। পরংতু তিনি উহাকে এক বিশেষ অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন। 'মাংডূক্যোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে যে আত্মার তৃতীয় পাদ—যাহা 'প্রাজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়—যোনি বা কারণ, যেহেতু উহা সর্বভূতের প্রভব এবং প্রলয়।[৩] অনংতর

১। মাংডূক্যকারিকা, ৪।৮০

২। "এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽংতর্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং।"

—(মাংডূক্যোপনিষত্, ৬)

৩। 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "ভূতমহেশ্বর" (৯।১১-২), "সর্বলোক-মহেশ্বর" (৫।২৯-১), ইত্যাদি। (পূর্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) তিনি সর্বজ্ঞ (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

"অহংকৃত্স্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।" (৭।৬-২)

"প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।" (৯।১৮-২)

উক্ত হইয়াছে যে আত্মার তুরীয় পাদ—যাহা আত্মার 'পরমার্থ রূপ, উহা হইতে ভিন্ন। তাহাতে ইহা সিদ্ধ হয় যে, 'মাণ্ডূক্যোপনিষদে'র মতে, আত্মার তুরীয় পাদ যোনি বা কারণ নহে। উহার স্বপ্রণীত কারিকায় আচার্য গৌড়পাদ, তাহা সুস্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন।

"বিশ্ব এবং তৈজস—এই দুইটি কার্য-কারণ-বদ্ধ, আর প্রাজ্ঞ কারণ-বদ্ধ। বলিয়া মানা হয়। পরন্তু (কার্য এবং কারণ—) এই দুইটি তুরীয়ে সিদ্ধ হয় না (অর্থাৎ নাই)।"[১]

অনন্তর প্রকারান্তরে বলিয়াছেন,

"প্রথম দুইটি (=বিশ্ব এবং তৈজস) স্বপ্ন ও নিদ্রা দ্বারা যুক্ত, প্রাজ্ঞ অস্বপ্ন নিদ্রা দ্বারা (যুক্ত); অর্থাৎ প্রাজ্ঞে নিদ্রা আছে স্বপ্ন নাই)। পরন্তু (আত্মা বিষয়ে) নিশ্চিত (বিদ্বানগণ) তুর্যে স্বপ্নও দেখেন না, নিদ্রাও না। তত্ত্বতে অজ্ঞানীর নিদ্রা (হয়), আর অন্যথা গ্রহণকারীর স্বপ্ন।"[২]

"দ্বৈতের অগ্রহণ প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় উভয়েরই সমান। (কিন্তু) প্রাজ্ঞ বীজ-নিদ্রা যুক্ত, আর তুরীয়ে উহা নাই।"[৩]

তাহাতে অনায়াসে বুঝা যায় যে আচার্য শংকরও বলিয়াছেন, তত্ত্বের বা আত্মার পরমার্থস্বরূপের অপ্রতিবোধই 'নিদ্রা'। উহাই আবার বিশেষ প্রতিবোধ-প্রসবের, জগৎ-প্রপঞ্চ-বোধের বা স্বপ্নের উৎপত্তির বীজ বা কারণ। ঐ দ্বৈতগ্রহণ বা স্বপ্নই কার্য। যেহেতু তুরীয়ে তত্ত্বের অপ্রতিবোধরূপ নিদ্রা বা কারণ, তথা অন্যথা-প্রতিবোধ বা দ্বৈতপ্রপঞ্চ-প্রতিবোধরূপ স্বপ্ন বা কার্য নাই, সেইহেতু গৌড়পাদ বলিয়াছেন যে "ঐ দুই বিপর্যাসের ক্ষয় হইলেই তুরীয় পদ প্রাপ্ত হয়।"[৪] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তুরীয় আত্মাই সর্বদুঃখের নিবৃত্তিতে সমর্থ বলিয়া স্মৃত হয়।[৫] "তদ্‌বিজ্ঞান-নিমিত্তত্বাদ্ দুঃখনিবৃত্তে," (যেহেতু উহার বিজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত)। (শংকর) ঐ তুরীয়, গৌড়পাদ বলিয়াছেন, "সর্বভাবসমূহে অদ্বৈত," "অজ, অনিদ্র (=অনিমিত্ত),

---

১। মাণ্ডূক্যকারিকা, ১।১১ ২। ঐ, ১।১৪-১৫-১ ৩। ঐ, ১।১৩

৪। মাণ্ডূক্যকারিকা, ১।১৫ ২

৫। "নিবৃত্তে সর্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্বভাবানাং দেবস্তুর্যো বিভুঃ স্মৃতঃ॥"
—(মাণ্ডূক্য-কারিকা, ১।১০)

অস্বপ্ন (=অবাধ) এবং অদ্বৈত।"[১] এইরূপে জানা যায় যে অনিমিত্ততা প্রকৃত তথ্য, যাহাকে অবগতি হইলে 'অশোক, অকাম ও অভয় পদ লাভ হয়, এবং যাহা, 'অজ, অদ্বয় ও সাম্য' তথা কেবল বুদ্ধগণেরই বিষয় বলিয়া গৌড়পাদ বলিয়াছেন, উহা আত্মার তুরীয় পাদই, আত্মার পরমার্থরূপই। আচার্য গৌড়পাদ স্বয়ং ও তাহা এক প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন। কেননা, উহার সংবন্ধে তিনি অনন্তর আরও বলিয়াছেন।

"অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ং।
সকৃদ্বিভাতে হ্যেবৈব ধর্মো ধাতুস্বভাবতঃ॥"[২]

"(উহা) অজ অনিদ্র এবং অস্বপ্ন, তথা স্বয়ং প্রভাত হয় (অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ)। এই ধর্ম ধাতুস্বভাবই (=বস্তু-স্বভাবই) নিশ্চয় সকৃদ্বিভাত।' জ্ঞানালোক নির্ভয় এবং সমংতত ব্রহ্ম"[৩] সংবন্ধেও তিনি সেইপ্রকার বলিয়াছেন,

"অজমনিদ্রমস্বপ্নমনামকমরূপকম্।
সকৃদ্বিভাতং সর্বজ্ঞং নোপচারঃ কথংচন॥[৪]

'(উহা) অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন এবং অনাম ও অরূপ (অর্থাত্ নামরূপ-বিরহিত)। (উহা) সকৃদ্-বিভাত এবং সর্বজ্ঞ। (উহাতে) কোন প্রকারের উপচার নাই।' ঐ তুরীয় আত্মা বা ব্রহ্ম 'অস্বপ্ন' অর্থাত্ অন্যথা-গ্রহণ বা দ্বৈত-প্রপংচ-প্রতিবোধরূপ স্বপ্ন বা কার্য বিরহিত, সুতরাং উহা নিবৃত্তি, তথা 'অনিদ্র' অর্থাত্ তত্ত্বাপ্রতিবোধরূপ নিদ্রা বা কারণ বিরহিত, অনিমিত্ত, সুতরাং অপ্রবৃত্তি। যেহেতু প্রাজ্ঞ ও অস্বপ্ন- সেইহেতু উহার বিশিষ্ট লক্ষণ অনিদ্রা বা অনিমিত্তা, সুতরাং অপ্রবৃত্তি।

১। মাংডুক্য-কারিকা, ১।১৬-১

"নাস্মিন বাহ্যাভ্যংতরং বা জন্মাদি-ভাব-বিকারোঽস্তীত্যজং সবাহ্যাভ্যংতরসর্ব-ভাববিকারবর্জিতমিত্যর্থঃ। অস্মাজ্জন্মাদি-কারণ-ভূতং নাস্মিন্নবিদ্যা-তমোবীজং নিদ্রা বিদ্যত ইত্যনিদ্রম্। অনিদ্রং হি তত্ তুরীয়মতএবাস্বপ্নং। তন্নিমিত্তত্বাদন্যথাগ্রহণস্য। যস্মাচ্চানিদ্রমস্বপ্নং তস্মাদজমদ্বৈতং তুরীয়মাত্মানং বুধ্যতে তদা। (শংকরভাষ্য) আরও দ্রষ্টব্য—

"অতস্তয়োঃ কার্য-কারণ বদ্ধয়োঃ অন্যথা-গ্রহণাতত্ত্বাগ্রহণ-লক্ষণ-বিপর্যাসে কার্যকারণ বংধরূপে পরমার্থ-তত্ত্ব-প্রতিবোধতঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে।"

—(মাংডুক্য-কারিকা, ১।১৫ ভাষ্য)

২। মাংডুক্য-কারিকা, ৪।৮১ ৩। ঐ, ৩।৩৫

৪। মাংডুক্যকারিকা, ৩।৩৬

বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণ সংবন্ধেও ঠিক সেই প্রকারে উক্তি পাওয়া যায়। 'অনিমিত্ত', 'অপ্রবর্ত্ত' ও 'অনায়ূহন' যে নির্বাণের সংজ্ঞান্তর তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 'পটিসংভিদামগ্গে' আরও আছে যে, নির্বাণ পরমশূন্য।[১] স্থবির বিজয় লিখিয়াছেন,

"সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো।"[২]

অর্থাৎ বিমোক্ষ শূন্যতা এবং অনিমিত্ত। যাহাকে গৌড়পাদ 'অস্বপ্ন' বা 'বস্ত্বাভাব' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকেই বিজয় 'শূন্যতা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, আর যাহাকে গৌড়পাদ 'অনিদ্রা' বা 'অনিমিত্ত' বলিয়াছেন, তাহাকে বিজয়ও 'অনিমিত্ত' বলিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়, গৌড়পাদের ন্যায় বিজয়ও নির্বাণকে পর্যায়ান্তরে নিবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি বলিয়াছেন। মহাযানাচার্য চন্দ্রকীর্তি সাক্ষাদ্ভাবে তাহা বলিয়াছেন,

"যাঽপ্রবৃত্তিস্তন্নির্বাণং ইতি ব্যবস্থাপ্যতে।"[৩]

"যা উপশমোঽপ্রবৃত্তিস্তন্নির্বাণং।"[৪]

(১১) শ্রুতিতে ব্রহ্ম কখন কখন 'অজ' নামে[৫] কখন কখন 'অমর' নামে[৬] আর কখন কখন 'পর অব্যয়' নামে[৭] উল্লিখিত হইয়াছেন। আচার্য শংকরের মতে, ঐ সকল সংজ্ঞা প্রায় সমানার্থক। কেননা, প্রত্যেকের তাৎপর্য এই যে, 'জন্মাদি সর্বভাব-বিকার রহিত।'[৮]

১। পটিসংভিদামগ্গ [২ খং ২৪০ পৃ]

২। থেরগাথা, ৯২ (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আরও দ্রষ্টব্য—ধম্মপদ, ৯২ (৭।৩, ৪)।

৩। মাধ্যমিক-কারিকা-বৃত্তি, ৫২৯ পৃঃ। ৪। ঐ, ৫৩৮ পৃ

৫। যথা দ্রষ্টব্য,—কঠ উ, ২।২।১, মাণ্ডুক্য-কারিকা, ১।১৬; ৩।১৯, ২৬, ইত্যাদি।

৬। যথা দ্রষ্টব্য—বৃহ উ, ৩।৮।৮।১১; মুণ্ডক উ, ১।১।৫, ৭; ১।২।১৩, ২।১।১, ২।২।৩
"তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম"—(মুণ্ডক উ, ২।২।২)।

৭। যথা দ্রষ্টব্য—মুণ্ডক উ, ৩।২।৭, আরও দ্রষ্টব্য—গীতা, ২।১৭, ২১; ৭।১৩, ২৫; ১৪।২৭ ইত্যাদি।

৮। যথা শংকর লিখিয়াছেন
"অজস্য জন্মাদি-বিক্রিয়া-রহিতস্যাত্মনো" (কঠ, ২।২।১ ভাষ্য)
"অজমব্যয়মাত্ম-তত্ত্বং" (মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩।১৯ ভাষ্য)
'পর অব্যয়'=অনন্ত, অক্ষয় ব্রহ্ম—আকাশকল্প, অজ, অজর, অমৃত, অভয়, অপূর্ব, অনপর, অনন্ত, অবাহ্য, অদ্বয়, শিব ও শান্ত (ব্রহ্ম)। (মুণ্ডক, ৩।২।৭ ভাষ্য)
"অব্যয়ং ব্যয়রহিতং, জন্মাদি-সর্বভাব-বিকার-বর্জিতমিত্যর্থঃ" (গীতা, ৭।২৩ ভাষ্য)
অব্যয়=ব্যয়রহিত, উপচয় ও অপচয়রহিত (গীতা, ২।১৭ ভাষ্য); "অপচয়-রহিত" (২।২১ ভাষ্য), "অক্ষয়" (১১।২ ভাষ্য); "অবিনাশী" (১৪।২৭ ভাষ্য)।

আচার্য যাস্কের নিরুক্তিতেও প্রায় তাহাই আছে,—

"অক্ষরং ন ক্ষরতি ন ক্ষীয়তে বা"

'অক্ষর' শব্দের অর্থ 'ন ক্ষরতি' অর্থাত্ ক্ষরণ বা অন্যথা-ভাব-প্রাপ্তি হয় না, সুতরাং 'ন ক্ষীয়তে' অর্থাত্ ক্ষয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। অতএব

"যদবিনাশী-ধর্ম তদক্ষরং ভবতি"

'যাহা অবিনাশী, তাহাই অক্ষর।' শ্রুতিতে ব্রহ্ম 'অমৃত' নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন।[১]

বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণ সংবন্ধে ঠিক সেই প্রকারের কথা পাওয়া যায়, পরন্তু ভিন্ন শব্দে। যথা, বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে, নির্বাণের আর এক সং ।
'অসংস্কৃত'।[২] উহার নিজের ব্যাখ্যা মতে, যাহার উত্পাদ ও বিনাশ প্রজ্ঞাত হয় না এবং স্থিতির অন্যথাভাবও প্রজ্ঞাত হয় না, তাহাই 'অসংস্কৃত'।[৩] সুতরাং যাহা নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত তাহাই অসংস্কৃত। সাক্ষাত্ভাবেও উক্ত হইয়াছে যে,—"অজাতি" বা "অজাত", বা "অনাদীনব", "অবিপরিণাম-ধর্ম", "অজর", "অজর্জর', "অমৃত", "অবিভব",—এই সকল নির্বাণের পর্যায় নাম।[৪] নির্বাণের আর এক সংজ্ঞা 'অক্ষর'। 'অকৃত' বা 'অসংস্কৃত' নামে নির্বাণের উল্লেখ বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা, 'ধম্মপদে' আছে

"সংখারানং খয়ং ঞত্বা অকতঞ্ঞূসি ব্রাহ্মণ।"[৫]

"হে ব্রাহ্মণ! সংস্কারসমূহের ক্ষয়কে জানিলেই তুমি অকৃতকে জানিবে।'
'থেরীগাথা'য় দেখা যায় ভিক্ষুণী সুমেধা 'অজর' ও 'অমৃত' নামে নির্বাণের উল্লেখ করিয়াছেন।[৬] বুদ্ধ বলিয়াছেন "অমৃত-দর্শী হইয়া,—অমৃতকে সাক্ষাৎকার করিয়া বিহার করিত।

(১৩) উপনিষদের মতে ব্রহ্ম "বিরজ"।[৭]

"বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ।"[৮]

১। যথা দ্রষ্টব্য—মুণ্ডক উ, ২।২।৭

২। সংযুত্তনি, [৪ খং, ৩৫৯ পৃ], পটিসংভিদামগ্গ [২ খং, ২৪১ পৃ]।

৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪। সংযুত্তনি, [৪ খং ৩২৯ পৃঃ], পটিসংভিদামগ্গ [২ খং, ২৩৮-২৪১ পৃ]।

৫। ধম্মপদ, ৩৮৩ (২৬।১)

৬। "অজরমৃহি বিজ্জমানে" (থেরীগাথা, ৫১১), "অধিগতমিদং বহূহি অমতং"(ঐ, ৫১৩)।

৭। মুণ্ডক উ, ২।২।৯ ১ ৮। বৃহ উ, ৪।৪।২০ ২

'আত্মা আকাশ হইতে(ও) পর (বা শ্রেষ্ঠ); (সুতরাং সর্বাপেক্ষা) মহান্। উহা অজ, ধ্রুব এবং বিরজ।' ব্রহ্ম বিরজ বলিয়া যে ব্রহ্ম-প্রাপ্ত হয়, সেও বিরজ হয়।[১] বৌদ্ধধর্মে "বিরজ-ধর্ম" বলা হয়, এবং যিনি নির্বাণ-প্রাপ্ত সেই বুদ্ধকে 'বিরজ', 'বিগত-রজ' বলা হয়।[২]

বৌদ্ধশাস্ত্রে রাগ, দ্বেষ এবং মোহ—এই তিনটিকেই 'রজ' বা 'মল' বলা হয়। পরন্তু ভাগবতশাস্ত্রে 'রজ' শব্দ আরও অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মতে, যেমন আচার্য শংকর বলিয়াছেন, অবিদ্যা এবং তজ্জনিত ধর্মাধর্মাদি সমস্ত কিছুই 'দোষ', 'রজ' বা 'মল'।[৩]

(১৪) 'বিরজ' বা 'বিমল' বলিয়া নির্বাণ বিশুদ্ধ—অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তাই বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণ কখন কখন 'বিশুদ্ধি' নামেও উল্লিখিত হইয়া থাকে।[৪] ভাগবতশাস্ত্রের মতে, ব্রহ্মই "অপাপবিদ্ধ, শুদ্ধ"।[৫] এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে অবিদ্যা এবং তজ্জনিত ধর্মাধর্মাদি সমস্ত কিছুই দোষ বা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং উহারাই মল। ঐ পাপ বা মল দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে বলিয়া ব্রহ্ম নির্মল বা শুদ্ধ। উহা "স্বভাব-বিমল"।[৬] উপনিষদের অন্যত্র আছে, ব্রহ্ম "অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং" ('অজ, ধ্রুব এবং সর্বতত্ত্বসমূহ (অর্থাত্ অবিদ্যা এবং তত্কার্যসমূহ) দ্বারা বিশুদ্ধ')।[৭]

১। যথা কঠোপনিষদের উপসংহারে বিবৃত হইয়াছে যে "ব্রহ্মবিদ্যাচার্য ভগবান বৈবস্বত যমে"র নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লাভ করিয়া নচিকেতা

"ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু—
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব।"

ব্রহ্মপ্রাপ্ত, বিরজ এবং বিমৃত্যু হইল। অপর যে কেহও অধ্যাত্ম-তত্ত্বকে এই প্রকারে জানিবে, সেও তদ্রূপ হইবে।' ব্রহ্মবেত্তার মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, তিনি "বিপাপ, বিরজ এবং অবিচিকিত্স হন, ব্রাহ্মণ হন।" (বৃহ উ, ৪।৪।২৩)

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩। দ্রষ্টব্য—

"বিরজমবিদ্যাদ্যশেষ-দোষ-রজো-মল-বর্জিতং ব্রহ্ম সর্বমহত্বাত্ সর্বাত্মত্বাচ্চ।"
—(মুণ্ড উ, ২।২।৯ শংকরভাষ্য)

"বিরজো বিগতরজঃ রজো নাম ধর্মাধর্মাদি-মলং তদ্রহিত ইত্যেতত্।"
—(বৃহ উ, ৪।৪।২০, শংকরভাষ্য) ইত্যাদি

৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৫। ঈশ, ৮

৬। পরমার্থসার, ১৫; আরও দ্রষ্টব্য—২৫, ৫৮

৭। শ্বেত উ, ২।১৫ ২ "সর্বতত্ত্বৈরবিদ্যা-তত্কার্যৈর্বিশুদ্ধমসংস্পৃষ্টং"
—(শংকরভাষ্য)

উপনিষদে ব্রহ্মকে কখন কখন 'শুভ্র' বলা হইয়াছে দেখা যায়,[১] আর কখন কখন 'শুক্র'।[২] আচার্য শংকর বলেন, ঐ উভয় সংজ্ঞারই অর্থ 'শুদ্ধ', শুক্র=শুভ্র=শুদ্ধ। তবে শুক্র সংজ্ঞাতে কখন কখন 'জ্যোতিষ্মান' 'চৈতন্যাত্ম-জ্যোতি-স্বভাব',—এই ভাবও নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়।[৩]

(১৫) ব্রহ্ম অবিদ্যা এবং তত্কার্য সংসার বা দুঃখ দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে। তাহাতে প্রকারান্তরে বলা যায় যে ব্রহ্ম অবিদ্যা এবং তত্কার্য সংসারের বা দুঃখের অতীত। সংসারকে বা দুঃখকে সাগর বিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়া ভাগবতশাস্ত্রে বলা হয় যে ব্রহ্ম সংসারের বা দুঃখের পরপারে অবস্থিত, উহাদের কারণ "অবিদ্যামহোদধি'রও পরপারে অবস্থিত; তদনন্তর বলা হইতে থাকে যে ব্রহ্ম দুঃখের পার', সংসারের পার,' 'অবিদ্যার পার'। "পরব্রহ্ম (সংসার-সাগর, দুঃখ-সাগর বা অবিদ্যা-মহাসাগর) তিতীর্ষুদিগের অভয় পার।" বৌদ্ধশাস্ত্রেও নির্বাণকে 'পার',—'সর্বধর্মের পার' বলা হইয়াছে।[৪]

(১৬) উপনিষদে আছে, মানুষের হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি যখন প্রভিন্ন (বা প্রনষ্ট) হয়, তখন মর্ত্য সে অমৃত হয়, ইহশরীরেই সে ব্রহ্মকে সংপ্রাপ্ত হয় (অর্থাত্ ব্রহ্ম হয়), (সমগ্র শাস্ত্রের) অনুশাসন নিশ্চয় এতাবত্ মাত্রই।[৫] আরও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলেই হৃদয়গ্রন্থি-সমূহ ভিন্ন-(=নষ্ট) হয়।[৬]

"স যো হ বৈ তত্ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ..। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।"[৭]

'যে কেহ সেই পরব্রহ্মকে জানে সে নিশ্চয় ব্রহ্মই হয়—। শোক উত্তীর্ণ

১। মুণ্ডক উ, ২।১।২; ২।২।৯; ৩।১।৫; ৩।২।১, প্রশ্ন উ, ৪।১০।

২। ঈশ উ, ৮; কঠ উ, ২।২।৮; ২।৩।১, ১৭; শ্বেত উ, ৪।২।

৩। দ্রষ্টব্য—"শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মদ্দীপ্তিমান্ ইত্যর্থঃ"—(ঈশ উ, ৮ শংকরভাষ্য)
"শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং" (কঠ উ, ২।২।৮ শংকরভাষ্য)
"শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মত্ চৈতন্যাত্ম-জ্যোতি-স্বভাবঃ"
—(কঠ উ, ২।৩।১ শংকরভাষ্য)

৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৫। কঠ, ২।৩।১৪-১; আরও দ্রষ্টব্য—বৃহ উ, ৪।৪।৭।

৬। মুণ্ডক উ, ২।২।৮ ৭। ঐ, ৩।২।৯

হয়, পাপ উত্তীর্ণ হয়। (হৃদয়গুহার গ্রংথিসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়।'[১] সুতরাং ব্রহ্ম সর্বগ্রংথিপ্রণাশক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে, নির্বাণ "সর্ব-গ্রংথি-প্রমোচন।"[২]

ব্রহ্ম সংবংধে এই সকল উহার স্বরূপ নির্দেশক সাক্ষাত্ এবং সুস্পষ্ট উক্তি ব্যতীত অপর কতিপয় গৌণ উক্তিও ভাগবতশাস্ত্রে যখন কখন পাওয়া যায়, যেগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণ সংবংধেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে দেখা যায়।

ব্রহ্ম

(১) উপনিষদে ব্রহ্মকে 'পদ'[৩] ও 'ধাম'[৪] বলা হইয়াছে। আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম 'মহত্ পদ' বলিয়া উক্ত হয়, যেহেতু "উহাতে এই (সমস্তই) সমর্পিত, যাহা কিছু এজত্ক, প্রাণন-কারী এবং নিমিষ-কারী", উহা "সদসতের (=মূর্তের ও অমূর্তের, স্থূলের ও সূক্ষ্মের) বরেণ্য, (সমস্ত) প্রজাগণের (=প্রজাত পদার্থসমূহের) বরিষ্ঠ; বিজ্ঞান (অর্থাত্ যাহা কিছু লৌকিক-বিজ্ঞান-গোচর তত্সমস্ত) হইতেও পর।"[৫] তাত্পর্য এই যে, উপনিষদের মতে, সর্ব ব্রহ্ম হইতেই উত্পন্ন হয়, উহাতেই স্থিত থাকে, এবং প্রলয়ে উহাতেই আবার লয় পায়।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ংতে, যেন জাতানি জীবংতি, যত্ প্রয়ংত্যভিসংবিশংতি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্মেতি।"[৬]

"যদিদং কিং চ জগত্ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্"[৭]

'এই যাহা কিছু জগত্ সমস্তই প্রাণ (বা পরব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত হইয়া উহাতেই চলিতেছে।'

"তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।"[৮]

১। আরও দ্রষ্টব্য—
"পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্‌যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রংথিং বিকিরতীহ সোম্য।"
—(মুংডক উ, ২।১।১০)

২। "নিব্বানং অধিগংতব্বং সব্ব-গংথ-পমোচনং"
—(সংযুত্তনি [১ খং, ২১০ পৃ]; ইতিবুত্তক, ১০৪)।

৩। দ্রষ্টব্য—মুংডক উ, ২।২।১; কঠ উ, ১।২।১৫, ১৬, ১।৩।৭, ৮, ৯; ইত্যাদি।

৪। দ্রষ্টব্য—মুংডক উ, ৩।২।১, ৪, শ্বেত উ, ৬।৬ ৫। মুংডক উ, ২।২।১

৬। তৈত্তি উ, ৩।১ ৭। কঠ উ, ২।৩।২ ১ ৮। ঐ, ২।৩।১

'সমস্ত লোক উহাতেই আশ্রিত আছে: কেহই উহাকে অতিক্রমণ করে না।'

"তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সর্বং বেদ।"[1]

'এই যাহা আত্মা সেই উহাই সর্বের পদনীয়: কেননা উহাদ্বারাই (জ্ঞান) দ্বারা এই সর্বকে জানে।'

"পুরুষান্ন পরং কিংচিৎ"[2]

'পুরুষ হইতে পর (বা শ্রেষ্ঠ) কিছুই নাই। সেই কারণে

"উদ্গীতমেতৎ পরমং তু ব্রহ্ম"[3]

'এই ব্রহ্ম পরম বলিয়া (ঋষিগণ কর্তৃক) উদ্গীত হইয়াছে।'

"তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্"[4]

'সেই পুরুষকে (ঋষিগণ) অগ্র্য ও মহান্ বলেন।' আত্মা বা পুরুষ 'মহান্'।[5]

এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে উপনিষদের মতে ব্রহ্ম 'পরম', 'মহৎ'; ঋষিগণ তাহা বলেন। সর্বের 'পদনীয় বা গমনীয়' বলিয়া,—সর্ব উহাতে প্রলয়ে গমন করে ('পদ্যতে') বলিয়া ব্রহ্মকে 'পদ' বলা হয়[6]: এবং সর্বের আশ্রয় বা আধার দৃষ্টিতে ব্রহ্ম 'ধাম'।[7] তাই ব্রহ্ম 'মহৎপদ', 'পরম পদ' এবং 'মহদ্ধাম' 'পরমধাম' বলিয়া উপনিষদে উক্ত হয়। ব্রহ্ম 'বিশ্বরূপ', সুতরাং 'বিশ্বধাম'।[8] সর্ব উহাতে গমন করে ('পদ্যতে'),—চলাফেরা করে, অর্থাৎ উহা সর্বের আস্পদ,—এই অর্থেও ব্রহ্মকে 'পদ' বলা হইয়াছে মনে করা যায়।[9] তাহাতে 'পদ' এবং 'ধাম' শব্দদ্বয় ব্যুৎপত্তিগত অর্থে অভিন্ন হয় বা পর্যায়বাচী হয়।

১। বৃহ উ, ১।৪।৭ ২। কঠ উ, ১।৩।১১ ; আরও দ্রষ্টব্য—প্রশ্ন উ, ৬।৭।

৩। শ্বেত উ, ১।৭ ১

৪। শ্বেত উ, ৩।১৯ ২ ; আরও দ্রষ্টব্য—"ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যং" (বৃহ উ, ৪।৪।১৮)।

৫। যথা দ্রষ্টব্য—"অয় আত্মা মহান্ অজঃ" (বৃহ উ, ৪।৪।২০) "পুরুষং মহান্তম্" (শ্বেত উ, ৩।৮) "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" (ঐ, ৩।১২)।

৬। "পদং পদনীয়ং গমনীয়ং" (কঠ উ, ১।২।১৫ শংকরভাষ্য), "পদনীয়ং" ([illegible], ৮।১১ শংকরভাষ্য)।

৭। "এতদ্ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং" —(মুণ্ডক উ, ৩।২।১)

"ধাম সর্বকামানামাশ্রয়মাস্পদং যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ধাম্নি বিশ্বং জগৎ নিহিতমর্পিতং" (শংকরভাষ্য)।

৮। শ্বেত উ, ৬।৫, ৬ ; "'বিশ্বধাম' বিশ্বস্য ধারয়িতৃ" (ঐ, ৬।৬ শংকরভাষ্য)।

৯। "পদং পদ্যতে গম্যতে সর্বৈরিতি সর্বপদার্থাস্পদত্বাৎ" (মুণ্ডক উ, ২।২।১ শংকরভাষ্য)। 'পদ' শব্দের অর্থ 'স্বরূপ'ও হইতে পারে। ঐ অর্থেও 'পদ' শব্দের ব্যবহার উপনিষদে পাওয়া যায়। যথা দ্রষ্টব্য—বৃহ উ, ৪।৪।২৩ শংকরভাষ্য

উপনিষদের অনুসরণে 'গীতা'য়ও ব্রহ্মকে 'পদ' এবং 'ধাম' বিশেষ বলা হইয়াছে। আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম 'অনাময় পদ'[১] 'অব্যয় পদ'[২] 'শাশ্বত ও অব্যয় পদ',[৩] 'পরমধাম',[৪] 'পরধাম'।[৫] 'তিষ্ঠতি অস্মিন' —এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'স্থান' শব্দ[৬] 'ধাম' এবং 'পদ' শব্দের সমানার্থক হয়।[৭] তাই 'গীতা'য় ব্রহ্মকে কখন কখন 'স্থান'[৮] 'আদ্য, পরস্থান'[৯] এবং 'শাশ্বতস্থান'[১০]ও বলা হইয়াছে।[১১] 'ধাম' শব্দের যেমন 'স্থান' এবং 'পদ' হয়, তেমন 'তেজ'ও হয়।[১২]

এই তেজ অর্থ গ্রহণ করিলে, আচার্য শংকর বলেন, পরম তেজোরূপ বলিয়াই পরব্রহ্মকে "পরধাম[১৩] বা 'পরমধাম"[১৪] বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণকে 'স্থান' বা 'পদ' বিশেষ বলা হইয়াছে। যথা, 'সংযুত্তনিকায়ে' উক্ত হইয়াছে যে

"ইদং পি খো ঠানং দুদ্দসং যদিদং সব্ব-সংখার-সমথো সব্বূপধিপটি-নিস্সগ্গো তণহাক্খয়ো বিরাগো নিরোধো নিব্বানং।"[১৫]

'এই স্থান ও দুর্দর্শ যাহা এই সর্ব-সংস্কার-শমথ, সর্বোপধি-প্রতিনিঃসর্গ, তৃষ্ণা-ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।' উহাকে আরও বিশেষ করিয়া "অচ্যুতস্থান", "অচলস্থান" বলা হইয়াছে। যথা উক্ত হইয়াছে যে

"তে যংতি অচ্চুতং ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে।"[১৬]

"তাহারা (সেই) অচ্যুত স্থানে গমন করে, যথায় গমন করিয়া শোক করে না।'

১। গীতা, ২।৫১ ২। ঐ, ১৫।৫ ৩। ঐ, ১৮।৫৬

৪। ঐ, ৮।২১; ১৫।৬ ৫। ঐ, ১০।১২; ১১।৩৮

৬। "স্থানং তিষ্ঠতি অস্মিন ইতি" (ঐ, ৯।১৮ শংকরভাষ্য)।

৭। 'স্থান' অর্থে 'ধাম' শব্দের প্রয়োগ আচার্য যাস্কের 'নিরুক্তি' অনুসারে বেদে আছে। 'অমরকোশে' আছে, "পদং ব্যবসিত-ত্রাণ-স্থান-লক্ষ্মাংঘ্রি-বস্তুষু।"

৮। গীতা, ৯।১৮ ৯। ঐ, ৮।২৮ ১০। ঐ, ১৮।৬২

১১। "তদ্ধাম পরমং মম" (গীতা, ৮।২১)

শংকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তদ্ধাম' স্থানং 'পরম' প্রকৃষ্টং 'মম' বিষ্ণোঃ পরমং-পদমিত্যর্থঃ'। " 'স্থানং' চ মম বিষ্ণোঃ পরমংপদং" (ঐ, ১৮।৬২ শংকরভাষ্য)।

১২। গৃহ-দেহ-ত্বিট্-প্রভাবা ধামানি (অমরকোশ)

১৩। "পরংব্রহ্ম পরংধাম" (গীতা, ১০।১২); "পরংধাম পরংতেজঃ" (শংকর)।

১৪। "তদ্ধাম পরমং মম" (গীতা, ১৫।৬), "ধাম তেজোরূপং পদং" (শংকর)।

১৫। সংযুত্তনি, ব্রহ্মসংযুত্ত, আযাচন-সুত্ত (৬।১।১) [১ খং, ১৩৬ পৃ]।

১৬। ধম্মপদ, ২২৫ (১৭।৬)

"পত্তা তে অচল-ট্‌ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে।"[১]

"তাহারা (সেই) অচল-স্থান প্রাপ্ত (হইল), যথায় গমন করিয়া শোক করে না।"

বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণকে আবার "অচ্যুতপদ", "অমৃতপদ", "শান্তি পদ", "শান্তিবর-পদ" প্রভৃতিও বলা হইয়াছে।[২] 'ইতিবুত্তকে' উক্ত হইয়াছে যে,

"যাহা জাত, ভূত, সমুত্পন্ন, কৃত, সংস্কৃত, উহার নিঃসরণ শান্ত, অতর্কাবচর, ধ্রুব, অজাত, অসমুত্পন্ন, অশোক এবং বিরজ পদ। উহা দুঃখ-ধর্মসমূহের নিরোধ এবং সংস্কারসমূহের উপশম। উহা সুখস্বরূপই।"[৩]

"সম্যক্‌সংবুদ্ধ কায় দ্বারা নিরুপধি অমৃত ধাতুকে স্পর্শ করিয়া, উপধি-প্রতিনিঃসর্গকে সাক্ষাত্কার করিয়া, অনাস্রব হইয়া অশোক ও বিরজ পদকে উপদেশ করেন।"[৪]

'অভিধম্মত্থসংগ্রহে' আছে,

"বান-মুক্ত মহর্ষিগণ নির্বাণকে, অচ্যুত, অত্যন্ত, অসংস্কৃত এবং অনুত্তর পদকে নির্বাণ বলিয়া ভাষণ করেন।"[৫]

উহা "উপধি-রহিত-পদ"[৬] এবং "অসংস্কৃত পদ"।[৭]

(২) বেদান্তে দেখা যায়, ব্রহ্ম কখন কখন 'প্রধান' নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা 'ব্রহ্মসূত্রে' আছে,

"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য"[৮]

'প্রধানে'র আনন্দাদি (ধর্মসমূহ)।' প্রকরণ হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায় যে এই সূত্রে 'প্রধান' শব্দে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আচার্য শংকরও বলিয়াছেন, প্রধান = ব্রহ্ম। প্রধানের 'আনন্দাদি ধর্মসমূহ' শংকর বলেন, এই —আনন্দরূপত্ব, বিজ্ঞানঘনত্ব, সর্বগতত্ব, সর্বাত্মকত্ব, ইত্যাদি। ঐগুলি ব্রহ্মেরই ধর্মসমূহ বলিয়া শ্রুতির কোথাও-কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে।[৯] তাহাতেও

১। বিমানবত্থু, ৫১

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য

"অমৃতপদকে না দেখিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা অপেক্ষা, অমৃতপদকে দেখিয়া একদিন জীবিত থাকা শ্রেষ্ঠ।"—(ধম্মপদ ১১৪ (৮।১৫))।

৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৫। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৬। বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ১।২ ৭। ইতিবুত্তক, ৪৪ ৮। ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।১১

৯। "ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদন-পরাসু শ্রুতিষু আনন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্বগতত্বং

বুঝা যায় যে 'প্রধান' শব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম'। প্রাচীন সংস্কৃত কোশ 'অমর-কোশে' আছে, 'প্রধান' সংজ্ঞার এক পারিভাষিক অর্থ 'পরমাত্মা'।[১] উহার মতে, 'প্রধান' শব্দের সাধারণ অর্থ, -পর্যায়বাচী শব্দ, প্রমুখ, মুখ্য, উত্তম, অনুত্তম, অগ্র্য, বর্য, বরেণ্য, প্রভৃতি। কিংচিত্পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উপনিষদের মতে ব্রহ্ম হইতে পর (বা শ্রেষ্ঠ) কিছুই নাই,[২] সেই কারণে ব্রহ্ম "পরম", 'অগ্র্য', ও "মহান" বলিয়া ঋষিগণ কর্তৃক গীত হইয়া থাকেন।[৩] ব্রহ্মকে "বরিষ্ঠ"ও বলা হইয়াছে।[৪] সুতরাং ব্রহ্মকে প্রধান বলা যায়।[৫]

বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণকে কখন কখন 'প্রধান' বলা হইয়াছে দেখা যায়। যথা, বুদ্ধ, প্রব্রজ্যার অল্প দিন পরে, মগধের রাজা বিংবিসারকে বলেন,

"কামেস্বাদীনবং দিস্বা নেক্খম্মং দট্ঠু খেমতো।
পধানায় গমিস্সামি এত্থ মে রংজতী মনো॥"[৬]

'কামসমূহে আদীনব দেখিয়া এবং নৈষ্কাম্যকে ক্ষেম বলিয়া চিংতা করিয়া

সর্বাত্মকত্বমিত্যেবংজাতীয়কা ব্রহ্মণো ধর্মাঃ ক্বচিত্ ক্বচিত্ শ্রূয়ংতে। আনংদাদয়ো-ব্রহ্মধর্মাঃ ·।" —(ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।১১ শংকরভাষ্য)

১। "প্রধানং পরমাত্মা ধীঃ" (অমরকোশ)

২। উপনিষদের মতে, মুক্ত জীব ব্রহ্মে গমন করে, ব্রহ্মে বিলীন হয়, ব্রহ্ম হয়। ব্রহ্ম হইতে পর কিছুই নাই। সেই হেতু ব্রহ্মে গেলে জীবের গতির অংত হয়। সুতরাং ব্রহ্মই জীবের পরা গতি।

"সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" —(কঠ উ, ১।৩।১১.২)

"কাষ্ঠা" শব্দের অর্থ, আচার্য শংকর বলেন, "নিষ্ঠা, পর্যবসান" অর্থাৎ "সংসার-গতিসমূহের অবসান, নিষ্ঠা, সমাপ্তি।" সুতরাং, উহা "সর্বগতিমানদিগের পরা গতি।" 'আপস্তংবধর্মসূত্রে'ও আছে, আত্মা "পরমা কাষ্ঠা।" (৮।৭) "অতএব পরমা প্রকৃষ্টা কাষ্ঠা অবসানং। সংসার-গতীনাং অবসানং নিষ্ঠা সমাপ্তিরিতি।" (শংকর-ভাষ্য)।

৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। মুংডক উ, ২।২।১১। "বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ।" —(ঐ ৩।১।৪ শংকরভাষ্য)।

৫। সাংখ্যশাস্ত্রের মতে, অব্যক্ত বা প্রকৃতি সমস্ত অচিত্ জগতের মূলকারণ, সুতরাং অগ্র্য বা প্রধান। সেই কারণে উহা কখন কখন 'প্রধান' নামেও অভিহিত হয়। পরংতু বেদাংতের ব্রহ্ম যেই প্রকারে প্রধান, সর্বপ্রধান, সাংখ্যের অব্যক্ত সেই প্রকারে সর্বপ্রধান নহে, কেননা, উহা চিত্ পুরুষ হইতে প্রধান নহে। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে উহার প্রধান পুরুষ বা ব্রহ্ম, সাংখ্য শাস্ত্রের প্রধান, অব্যক্ত হইতেও পর।

"অব্যক্তাত্ পুরুষ পরঃ" —(কঠ উ, ১।৩।১১.১)

"অব্যক্তাত্ তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিংগ এব চ। —(কঠ উ, ২।৩।৮.১)

সাংখ্যের প্রধান অচিত্, আর বেদাংতের প্রধান চিত্।

৬। সুত্তনিপাত, ৪২৪ (পব্বজ্জা-সুত্ত, ২০)।

আমি প্রধানার্থ গমন করিব। আমার মন উহাতেই রঞ্জিত হইতেছে।" এখানে, ইহা অনায়াসে বুঝা যায় যে, 'নেক্খম্ম'কে (নৈষ্কাম্যকে) 'প্রধান' বলা হইয়াছে। আচার্য বুদ্ধঘোষও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ঐ পরমার্থ নৈষ্কাম্য নির্বাণামৃতই। সর্বধর্মসমূহের অগ্রস্থ বলিয়া, (উহা) প্রধান"।[১] বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে আরও বলেন,

> 'তং মং পধান-পহিতত্তং নদীং নেরঞ্জরং পতি।
> বিপরক্কম্ম ঝায়ন্তং যোগ-ক্খেমস্স পত্তিয়া॥'[২]

"নেরঞ্জর নদীর সন্নিকটে, প্রধান-প্রহিতত্ব—যোগক্ষেমের প্রাপ্তির জন্য বিশেষ পরাক্রম সহকারে ধ্যান-রত, সেই আমাকে নিবৃত্ত করিতে মার প্রচেষ্টা করে। সে বলে,

"ব্রহ্মচর্য চর্যা করিলে, অগ্নিহোত্র হবন করিলে, তুমি প্রভূত পুণ্য সংচয় করিবে। প্রধান দ্বারা কি করিবে?

"প্রধানের মার্গ দুর্গম, দুষ্কর এবং দুরভিসংভব।"[৩]

বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"পধান-পহিতত্তং' তি নিব্বানত্থায় পেসিত-চিত্তং পরিচ্চত্ত-অত্ত-ভাবং বা।" 'পধান-পহিতত্ত' (শব্দের) অর্থ নির্বাণার্থ প্রেষিত-চিত্ত বা পরিত্যক্ত-আত্মভাব।' স্থবিরা বর্ধ-মাতা লিখিয়াছেন যে তাঁহার পুত্র বর্ধ তাঁহার প্রেরণার পরম উৎসাহ সহকারে ধ্যান নিবিষ্ট হইয়া অর্হত্ব লাভ করে: অনন্তর নিজের অনুভব তাঁহার নিকটে এই প্রকারে বর্ণনা করে,—

> "সোহং পধান-পহিতত্তো রত্তিংদিবমতন্দিতো।
> মাতরা চোদিতো সন্তো অফুসিং সন্তিমুত্তমং॥"[৪]

মাতা কর্তৃক চোদিত সেই আমি দিনরাত্রি অতন্দ্রিত থাকিয়া প্রধান-প্রহিতত্ব হইয়া উত্তম শান্তিকে স্পর্শ করিলাম।'

বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখা যায়, নির্বাণ সর্বধর্মের অগ্র বলিয়া আখ্যাত হয়। বুদ্ধ বলেন,

---

১। "তস্মা তং পরমত্থ-নেক্খম্মং নিব্বানামতং সব্বধম্মানং অগ্গট্ঠেন পধানং পত্থেন্তো পধানত্থায় গমিস্সামি।" (পরমত্থজোতি)।

২। সুত্তনিপাত, ৪২৫ (পধানসুত্ত, ১)

৩। সুত্তনিপাত, ৪২৮-৪২৯ (পধানসুত্ত, ৪-৫)

৪। থেরীগাথা ২১২

"হে ভিক্ষুগণ। সংস্কৃত কিংবা অসংস্কৃত যে সকল ধর্ম আছে, বিরাগ সেই সকল ধর্মের অগ্র বলিয়া আখ্যাত হয়, যাহা এই মদ-নির্মদন, পিপাসা-বিনয়, আলয়-সমুদ্‌ঘাত, বর্ত্তোপচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।"[১]

এই বচন আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে[২] এবং উহারই মূলে তিনি বলিয়াছেন যে, নির্বাণ যেহেতু সর্বধর্মের অগ্রে স্থিত, সেই হেতু 'প্রধান' বলিয়া অভিহিত হয়।

ইহা বোধ হয় এখানে বলা উচিত্ হইবে যে 'প্রধান' শব্দ বৌদ্ধশাস্ত্রে কখন কখন ভিন্ন অর্থেও, "বীর্য, (যাহা চিত্তের বীর্যারম্ভ, নিষ্ক্রম, পরাক্রম · · অশিথিল-পরাক্রম, অনিক্ষিপ্ত-ছন্দতা, অনিক্ষিপ্ত-ধুরতা" ইত্যাদি, অর্থেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 'চুল্লনিদ্দেসে' তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে।[৩] প্রধান বিষয়ে উপরে উদ্ধৃত বচন-সমূহে 'প্রধান' শব্দের অর্থ নিশ্চয় তাহা হইতে পারে না। কেননা, 'মহানিদ্দেসে' উক্ত হইয়াছে যে 'প্রহিতত্ব' শব্দের অর্থও ঠিক তাহাই,—"আরব্ধ-বীর্য, দৃঢ়-পরাক্রম, অনিক্ষিপ্ত-ছন্দ, অনিক্ষিপ্ত-ধুর।"[৪] সুতরাং 'প্রধান-প্রহিতত্ব' সংজ্ঞাতে 'প্রধান' শব্দের অর্থ অবশ্যই ভিন্ন করিতে হইবে, নতুবা উহা নিরর্থক হইবে। তাই আচার্য

১। সংযুত্তনিকায়, [২ খং, ৩৪ পৃ]—ইতিবুত্তক, ৮৮।

২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৮ পরি, ২৯৩-৪ পৃ

৩। 'সুত্তনিপাতে' আছে।

"তণ্হক্‌খয়ং পত্‌থয়ং অপ্পমত্তো
অনেলমূগো সুতবা সতিমা।
সংখাত-ধম্মো নিয়তো পধানবা
একো চরে খগ্‌গ-বিসাণ-কপ্প।
—(সুত্তনিপাত, ৭০ [খগ্‌গ-বিসাণ সুত্ত, ৩৩])

'পধানবা' ('প্রধানবান') শব্দ 'চুল্লনিদ্দেসে' এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,

"পধানং বুচ্চতি বিরিয়ং যো চেতসো বিরিয়ারম্ভো নিক্কমো পরক্কমো অসিথিল-পরক্কমো অনিক্খিত্ত-ছন্দতা অনিক্খিত্ত-ধুরতা ধুরসম্পগ্গাহো বিরিয়ং বিরিয়-ইন্দ্রিয়ং বিরিয়-বলং সম্মা-বায়ামো। [সো পচ্চেক-সম্বুদ্ধো] ইমিনা পধানেন উপেতো। তস্মা [সো পচ্চেক-সম্বুদ্ধো] পধানবা।"

—(চুল্লনিদ্দেস, ৩৯৪, ১২৯ পৃ)

৪। "পহিতত্তস্স তি আরদ্ধ-বিরিয়স্স থামবতো দঢ়-পরক্কমস্স অনিক্খিত্ত-ছন্দস্স অনিক্খিত্ত-ধুরস্স কুসলেসু ধম্মেসু। অথবা পেসিতত্তস্স যস্স অত্তা পেসিতো অত্তত্থে চ ঞায়ে চ লক্খণে চ কারণে চ।"

—(মহানিদ্দেস, ১৬।৭ (৪৭২ পৃ))

বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে ঐ সংজ্ঞাতে প্রধান=নির্বাণ, প্রহিতত্ব=প্রেরিত-চিত্ত (অর্থাৎ আবদ্ধ-বীর্য)। 'নিদ্দেসে'ই এমন বচন আছে যেখানে প্রধান শব্দের অর্থ 'বীর্য' বলিয়া মনে করা যায় না। যথা, এক স্থলে কথিত হইয়াছে যে

"ভগবান তৃষ্ণাকে প্রহাণে একই।'

"কি প্রকারে ভগবান তৃষ্ণাকে প্রহাণে একই? তিনি এই প্রকারে এক, অদ্বিতীয়, অপ্রমত্ত, আতাপী, প্রহিতত্ব বিহার করিতে থাকিয়া নেরঞ্জরা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে মহাপ্রধানকে প্রধারণে নিরত থাকিয়া 'মহাপধানং পদহংতো' মারকে, নমুচিকে, প্রমত্তবন্ধুকে, সেনা সহিত বিধমন করিয়া তৃষ্ণাকে জালিনিকে, সরিতকে বিসত্তিকাকে পরিত্যাগ করে, বিনোদন করে, ব্যংতীকৃত করে, অনাভাব প্রাপ্ত করে।"[১]

ওয়াড্ডেল বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে দুইটি বচন অনুবাদ করিয়াছেন, যেগুলিকে 'প্রধান' শব্দ 'বীর্য' বা 'বীর্যারম্ভ' অর্থে গ্রহণ করা যায় না।

"পধানমনুযুঞ্জ খিপ্পং হোহিসি অনাসবো"[২]

'পধানে অনুযুক্ত থাক, ক্ষিপ্র অনাস্রব হইবে।'

"ছব্বস্সানি মহাপধানং পদহিত্বা'

'ছয় বৎসর মহাপ্রধানকে প্রধারণ করিয়া'। ওয়াড্ডেল লিখিয়াছেন,

এই পালি বচনসমূহে 'পধান' শব্দ 'প্রচেষ্টাকরণ'কে বুঝায় না, পরংতু 'পরম এক'রূপে' স্বয়ং বুদ্ধকে, কিংবা 'পরমধর্ম'রূপে অর্হত্বকে বুঝায়।"[৩]

১। মহানিদ্দেস, ৩৫৪ ও ৪৫৫ পৃ, চুল্লনিদ্দেস, ১১৩ পৃ।

২। পরিনির্বাণের অব্যবহিত পূর্বে বুদ্ধ অতীব শোকাভিভূত আনন্দকে সান্ত্বনা দিতে বলেন, 'তুমি দীর্ঘকাল অপ্রমাণ মৈত্রী, হিত, ও সুখ পূর্ণ কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম দ্বারা নিষ্কপটভাবে তথাগতের সেবা করিয়াছ। তাহাতে

"কত-পুঞ্ঞোসি ত্বং আনন্দ। পধানমনুযুঞ্জ খিপ্পং হোহিসি অনাসবো তি।"

—(দীঘনি, মহাপরিনিব্বান-সুত্ত (১৬))

৩। L A Waddell, "The so-called "Mahapadhana" Suttanta and the date of the Palı Canon, JRAS (1914), pp 661-80, "Maha Padhana Suttanta", pp 1037-8, এই বচন ৬৭১ পৃষ্ঠায় আছে।

চাইল্ডার্স এই দুই বচনে 'পধান' শব্দের অর্থ "প্রচেষ্টাকরণ", করিয়াছেন। ওয়াড্ডেল বলেন, ঐ ব্যাখ্যা সংগত হয় নাই; তাহার কারণ এই যে তাঁহার ভাষান্তরকে বোধগম্য করিতে চাইল্ডার্সকে 'অর্হত্ব' এবং 'অর্হৎ' শব্দ-দ্বয়কে যোগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। (pp 671-2)

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "'প্রধান' ব্রাহ্মণদিগের এবং সাংখ্যদিগের পরিভাষায় 'পরমেশ্বরে'র বা 'আদি মহাকারণে'র এবং 'প্রকৃতি'র বা "জড়জগতে'র জন্য এক সাধারণ সংজ্ঞামাত্র। উহা বৌদ্ধধর্মে নিজের প্রধান, অগ্রতম বা পরম,—এই মূল অর্থকে রক্ষা করিয়াছে।"[১] "প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে দুইটি সূত্র পাওয়া যায়, যাহাদের নামে 'প্রধান' শব্দ আছে:—যথা 'পধান-সুত্ত' এবং 'মহা-পধান-সুত্ত'। উহাদের উভয়েরই মুখ্য আলোচ্য বিষয় বুদ্ধই। এবং তিনিই উহাদের নামে 'প্রধান' বা 'অগ্রতম সত্ত্ব' নামে পরিব্যক্ত অভিহিত হইয়াছেন। 'প্রধান' ব্রাহ্মণ ধর্মের পরমেশ্বরের জন্য বৌদ্ধ-প্রাক্ সাংখ্য-সংজ্ঞা-বিশেষই।"[২] ওয়াড্ডেল ইহাও দেখাইয়াছেন যে পরবর্তী বৌদ্ধশাস্ত্রে সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে, বুদ্ধ কখন কখন 'প্রধান' এবং 'মহা-প্রধান' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন—মনুষ্যরূপে তাঁহাকে 'প্রধান' এবং দেবতারূপে,—যখন তিনি দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন, তখন তাঁহাকে 'মহা-প্রধান' বলা হইয়াছে।[৩]

(৩) শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম" ('ব্রহ্ম আকাশ-শরীর [বা আকাশ রূপ])[৪], ব্রহ্ম "আকাশাত্মা" (=আকাশ-স্বরূপ)।[৫] অপর কোন কোন শ্রুতিবচনে 'আকাশ' শব্দ যে 'ব্রহ্ম' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রকরণ হইতে অনায়াসে বুঝা যায়।[৬] অপর কোন কোন বচনে[৭] 'আকাশ' নামে যে ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন, তাহা ভগবান বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে' মীমাংসিত হইয়াছে।[৮]

বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণকে পরে পরে আকাশের সংগে তুলনা করা হইয়াছে।[৯]

১। ঐ, ৬৯-৭০ পৃ।

২। ঐ, ১০৩৮ পৃ। ৩। ঐ, ৩৭১ পৃ। ৪। তৈত্তিরি উ, ১।৬।২

৫। ছান্দোগ্য উ, ৩।১৪।২

৬। যথা দ্রষ্টব্য—তৈত্তিরি উ, ২।৭; ছান্দোগ্য উ, ৮।১৪।১।

ইহা বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্মকে কখন কখন "পরম ব্যোম" নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। (ঋক্ সং, ১।১৬৪।৩৯=শ্বেত উ, ৪।৮, তৈত্তিরি উ, ৩।৬); আর কখন কখন 'খ' নামে।

"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য উ, ৪।১০।৪)

"যদবাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কমিতি।" (ঐ, ৪।১০।৫)

৭। যথা, ছান্দোগ্য উ, ১।৯।১ ৮। ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২২; আরও দ্রষ্টব্য—১।৩।৪২

৯। দ্রষ্টব্য—Dr Nalinaksha Dutta, *Aspects Mahā Bud*, pp 164—

মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে, প্রজ্ঞাপারমিতা, শূন্যতা, তথতা, ভূতকোটি, ধর্মধাতু, ধর্মকায়, ইত্যাদি নামে অভিহিত পরমার্থ তত্ত্ব "আকাশ-প্রতিসম"।[১]

ইহা বোধহয় বলা উচিত্ হইবে যে ভাগবতধর্মে এবং বৌদ্ধধর্মে ব্রহ্মকে এবং নির্বাণকে কিংচিত্ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে আকাশবত্ বা আকাশ বলা হইয়াছে। একটা শ্রুতিতে আছে, আত্মা

"আকাশবত্ সর্বগতশ্চ নিত্য"[২]

'আকাশবত্ সর্বগত এবং নিত্য।' 'গীতা'য় উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম আকাশবত্ সর্বগত এবং নির্লেপ।[৩] ভগবান শেষের 'পরমার্থসারে' আছে, ব্রহ্মের বা আত্মার আকাশের সহিত সমতা ব্যাপীত্বে। "আত্মা খবদ্ ব্যাপী।"[৪]

"খমিব ঘটাদিষ্বংতর্বহিঃ স্থিতং ব্রহ্ম সর্বপিংডেষু।"[৫]

'ব্রহ্ম, ঘটাদিতে আকাশের ন্যায়, সর্বপিংডসমূহে, অভ্যংতরে ও বাহিরে, স্থিত।'[৬] 'বিষ্ণুপুরাণে' আছে, মহর্ষি ঋভু[৭] বলেন,

"পুমান্ সর্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ।
কুতঃ কুত্র ক্ব গংতাসীত্যেতদপ্যর্থবত্ কথং॥
সোঽহং গংতা নাগংতা নৈকদেশ-নিকেতনঃ।"[৮]

অর্থাত্, যেমন আকাশ ব্যাপী এবং সর্বগত, তেমন পুরুষ বা আত্মা ব্যাপী এবং সর্বগত। সেই কারণে আত্মার (এক স্থান হইতে অন্য স্থানে) গমন (অন্য স্থান হইতে এক স্থানে) আগমন, কিংবা স্থান-বিশেষে অবস্থিতি

১। বোধিচর্যাবতার-পংজিকা, ৪২১ পৃ।

২। আচার্য শংকর কর্তৃক ধৃত। (ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪ ভাষ্য, বৃহ্ উ, ২।১।২০ ভাষ্য)
আরও দ্রষ্টব্য—

"দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং
সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরম।
অলেপকং সর্বগতং যদদ্বয়ং
তদেব চাহং সততং বিমুক্ত ওঁ॥"

—(মুক্তিক উ, ২।৭৩—উপদেশসাহস্রী, ২।১০।১)

৩। গীতা, ৯।৬, ১৩।৩২ ৪। পরমার্থসার, ২৫ ২ ৫। ঐ, ২৪ ১

৬। আরও দ্রষ্টব্য—পরমার্থসার, ৫১, ৬৩

৭। কথিত হইয়াছে যে, ঋভুর মন যেমন "অদ্বৈত-সংস্কার-স্ সুদৃঢ়" ছিল, অপর কাহারও তেমন ছিল না। (বিষ্ণু পু, ২।১৬।১৬)

৮। বিষ্ণু পু, ২।১৩।২৪-২৫ ১

সংভব নহে। ইহাকে প্রকারাংতরে বলা হয় যে, যেমন আকাশ সর্বভূতকে অবকাশ দেয় (অর্থাত্ আপনার মধ্যে স্থান দেয়), তেমন ব্রহ্ম সর্বভূতকে অবকাশ দেয়, সেই কারণে ব্রহ্ম "ব্যোমাত্মা"।[১]

আকাশের সহিত ব্রহ্মের অন্য দৃষ্টিতেও সমতার কথা ভাগবতশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা, কথিত হয় যে,

(ক) "যেমন ব্যোমে নীলত্ব · তেমন চিদাত্মাতে বিশ্ব (প্রতীতি গোচর হয়)।"[২] "যেমন আকাশে দ্বিচংদ্রত্ব, তেমন সত্যে (=ব্রহ্মে) জগতের স্থিতি (প্রতীতি-গোচর হয়)।"[৩]

"সিত-নীলাদি-ভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রাংতি-দৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকং সন্ পৃথক্ পৃথক্॥"[৪]

'ভ্রাংতি-দৃষ্টি ব্যক্তিগণ কর্তৃক যেমন একই আকাশ সিত-নীলাদি-ভেদবান বলিয়া দৃষ্ট হয়, তেমন আত্মাও, এক হইয়াও, পৃথক্ পৃথক্‌রূপে (অর্থাত্ বিচিত্র জগত্-প্রপঞ্চরূপে) দৃষ্ট হয়।'

(খ) যেমন একই আকাশ, ঘট, মঠ, প্রভৃতি উপাধি ভেদে, ঘটাকাশ, মঠাকাশ, প্রভৃতিরূপে প্রকল্পিত হয়, তেমন চিদাকাশ (=ব্রহ্ম), উপাধি ভেদে, ঈশ্বর ও বহুবিধ জীবরূপে পরিকল্পিত হয়। ঐ উপাধিসমূহ বাস্তব নহে, মায়িকই, মায়ার কার্যই। সুতরাং মায়া এবং উহার কার্য বিলয় প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বরও থাকে না, জীবও থাকে না।[৫]

"যেমন ঘট নষ্ট হইলে (তদবচ্ছিন্ন) ব্যোম (অর্থাত্ ঘটাকাশ) স্বয়ং

১। ঐ, ১।১৪।৩২ ; আরও দ্রষ্টব্য—
"দদাতি বিশ্ব-স্থিতি-সংস্থিতস্তু
সর্বাবকাশং চ নভঃস্বরূপী॥"—(ঐ, ৪।১।৮৮ ২)

২। যোগশিখা উ ৪।১৫=অপরোক্ষানুভূতি, ৬১।

৩। যোগশিখা উ, ৪।১৬=অপরোক্ষানুভূতি, ৬২।

৪। বিষ্ণু পু, ২।১৬।২২ (জড়ভরত)

৫। "ঘটাকাশ-মঠাকাশৌ মহাকাশে প্রকল্পিতৌ॥
এবং ময়ি চিদাকাশে জীবেশৌ পরিকল্পিতৌ।
* * *
মায়া তৎকার্য বিলয়ে নেশ্বরত্বং ন জীবতা॥
ততঃ শুদ্ধশ্চিদেবাহং ব্যোমবন্নিরুপাধিকঃ।"
—(বরাহ উ, ২।৫০.২-৫১.১, ৫২.২-৫৩.১=স্বাত্মপ্রকাশিকা, ৪২-৩ (ঈষত-পাঠাংতরে))

ব্যোমই হয়, ঠিক তেমনই (দেহ) উপাধির বিলয় হইলে ব্রহ্মবিত্ (জীব) নিশ্চয় স্বয়ং ব্রহ্মই হন।"[১]

"ঘট লয় পাইলে ঘট সংভৃত আকাশ (নিশ্চয় লয় পায়)। (তাহাতে প্রকৃতপক্ষে) ঘটই লয় পায় আকাশ নহে। জীব সেই প্রকারে ঘটোপম।"[২]

'(বিষ্ণু) ভাগবত পুরাণে'ও তাহা উক্ত হইয়াছে,—

"দেহে স্বধাতু-বিগমেঽনুবিশীর্যমাণে
ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীর্যতেঽজঃ॥"[৩]

'যেমন আকাশ, ঘটাদি উপাধি, উপাদান বস্তুসমূহ পৃথক হইয়া, বিশীর্ণ হইলেও বিশীর্ণ হয় না, তেমন পুরুষ, দেহোপাধি, উপাদান-বস্তুসমূহ পৃথক হইয়া, বিশীর্ণ হইলেও বিশীর্ণ হয় না। উহা অজ (অর্থাত্ জন্মাদি সর্বভাব বিকার বিরহিত)।'

'বিষ্ণুপুরাণে' আছে, মহাত্মা ঋভু বলেন

"ত্বং চান্যে চ ন চ ত্বং চ নান্যে নৈবাহমপ্যহম্।"[৪]

'(যেহেতু উপাধিসমূহ বাস্তব নহে, মায়িকই,—মায়ার কার্যই, সেইহেতু যেমন আকাশের ঘটাকাশাদিরূপ বাস্তব নহে, তেমন ব্রহ্মের জীবাদিরূপ বাস্তব নহে। অতএব প্রকৃতপক্ষে) তুমি তুমি নহ, অন্য অন্য নহে, আমিও নিশ্চয় আমি নহি।'

বেদান্তাচার্য গৌড়পাদ লিখিয়াছেন,

"আত্মা হ্যাকাশবত্"[৫]

'আত্মা নিশ্চয় আকাশবত্।' কেননা, আত্মা "জনম, মৃত্যু, গতি ও আগতি, তথা সর্বশরীরসমূহে স্থিতি, বিষয়ে আকাশের সহিত অবিলক্ষণ।"[৬]

১। আত্মাউ ২২ ২-২৩ ১=বিবেকচূড়ামণি, ৫৬৬ (২য় চরণের 'স্বয়ং' স্থলে 'স্ফুটং'-পাঠান্তরে)।

২। "ঘটসংভৃতমাকাশং লীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো লীয়তেনাকাশংতদ্বজ্জীবো ঘটোপমঃ॥
ঘটবদ্বিবিধাকারং ভিদ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
তদ্ভগ্নং ন চ জানাতি স জানাতি চ নিত্যশঃ॥"
—(ব্রহ্মবিন্দু উ, ১৩-৪)

৩। (বিষ্ণু) ভাগ পু, ২।৭।৪৯ ২

৪। বিষ্ণু পু, ২।১২।২৫ ২

৫। মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।৩ ১

৬। ঐ ৩।৯

তিনি বিশদ এবং বিস্তারিত রূপে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১]

পরবর্তী বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণকে যে আকাশ-সম মনে করা হয়, তাহা সংপূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতেই। যথা, স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন,

"আকাশের দশগুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। যেমন হে মহারাজ। আকাশ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, দুষ্প্রসহ, অচোরাহরণ, অনিশ্রিত, বিহগগমন, নিরাবরণ, অনংত, সেই প্রকারই, হে মহারাজ। নির্বাণ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, দুষ্প্রসহ, অচোরাহরণ, অনিশ্রিত, আর্যগমন, নিরাবরণ, অনংত।"[২]

এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। এইখানে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, যে সকল গুণ আছে বলিয়া নির্বাণের আকাশের সংগে সমতা আছে বলিয়া নাগসেন বলিয়াছেন, সেই সকল ভাগবতধর্মের ব্রহ্মেরও আছে বলা যায়। যথা, ব্রহ্মও জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না; দুষ্প্রসহ, অচোরাহরণ, অনিশ্রিত, আর্যগমন, নিরাবরণ, অনংত।"

(৪) যেমন ভাগবতশাস্ত্রে ব্রহ্মকে, তেমন বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণকে অগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। সর্বব্যাপীত্ব, সর্বগতত্ব, বহু উপাধিতে উপহিত হইয়া একের বহু ভবন এবং নির্লেপতা—এই সকল বিষয়ে ভাগবত্শাস্ত্রে ব্রহ্মকে যেমন আকাশের সমান বলা হয়, তেমন অগ্নিরও। যথা 'কঠোপনিষদে' উক্ত হইয়াছে যে

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতাংতরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"[৩]

অর্থাৎ, যেমন একই অগ্নি জগতের সর্ববস্তুতে প্রবিষ্ট, তেমন একই আত্মা জগতের সর্ববস্তুতে প্রবিষ্ট। প্রত্যেক বস্তুতে প্রবেশ করিয়া যেমন অগ্নি তেমন ব্রহ্ম উহারই প্রতিরূপ হইয়াছেন। সুতরাং যেমন একই অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু উপাধি সংপর্কে ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং নাম বিশিষ্ট হইয়াছে, তেমন একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন দেহোপাধি সংপর্কে ভিন্ন ভিন্ন রূপের এবং

১। মাংডুক্যকারিকা ৩।৩-৮, ১০ (পরে দ্রষ্টব্য)।
২। মিলিংদপ্রশ্ন (ট্রেংক্নের সং, ৩২০-১ পৃঃ)। ৩। কঠ উ, ২।২।৯

নামের জীব হইয়াছেন। এই রূপে বহু উপাধি সংপর্কে যেমন একই অগ্নি, তেমন একই ব্রহ্ম, বহু হইয়াছেন। অতএব সর্বভূতের (বা প্রাণীর) অভ্যংতরস্থ আত্মা একই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সেই কারণে উঁহাকে 'সর্বভূতাংতরাত্মা' বলা যায়। উপাধি সংপর্কে বহুনাম-রূপ-বিশিষ্ট হইলেও অগ্নি যেমন প্রকৃতপক্ষে উপাধিসমূহের দোষগুণাদির দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, লিপ্ত হয় না, তেমন সর্বভূতাংতরাত্মা ব্রহ্ম ভূতগণের দোষগুণাদির দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, লিপ্ত হন না। তাহাতে বলা যায় যে ব্রহ্ম সর্বভূতের অংতরস্থ আত্মা হইয়াও উঁহাদের বাহিরেও থাকেন। আচার্য শংকর বলিয়াছেন, "বহিশ্চ স্বেন অবিকৃতেন স্বরূপেণাকাশবত্" ("আকাশবত্ স্বীয় অবিকৃতস্বরূপে থাকেন বলিয়া 'বাহিরেও'")। 'বিষ্ণুপুরাণে'[১] এবং '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'[২] এই প্রকারের অনেক বচন আছে। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' আছে, ব্রহ্ম "দগ্ধেংধনমিবানলং" ('দগ্ধেংধন অনলের ন্যায়')।[৩] অর্থাত্ অব্যাকৃত।

ব্রহ্মের জীবরূপে জন্মাদি সংবংধেও অগ্নির দৃষ্টাংত দেওয়া হইয়া থাকে।

"অজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নি।"[৪]

'ভগবান অজ হইয়াও জাত হয়, যেমন অগ্নি।'

"যেমন দাহ্য (কাষ্ঠ) হইতে উঁহার দাহক এবং প্রকাশক দারুণ অগ্নি অন্য (পৃথক্), তেমন (দৃশ্য) স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ হইতে উঁহাদের সাক্ষী স্বদৃক্ আত্মা বিলক্ষণ (অর্থাত্ অত্যংত ভিন্ন)। (পরংতু তত্সত্বেও, দাহ্যের)

১। ভগবান বিষ্ণুর স্তুতিতে ভগবান ব্রহ্মা বলেন,

"যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে
বিকার-ভেদৈরবিকার-রূপঃ।
তথা ভবান্ সর্বগতৈক-রূপী
রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ ॥"

—(বিষ্ণু পু, ৫।১।৮৪)

২। যথা দ্রষ্টব্য—

"যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥"

—(বিষ্ণু), ভাগ পু, ১।২।৩২)

আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ৩।৯।৩২, ৩।২৮।৪৩; ৪।৯।৭; ৭।২।৪৩, ১১।৭।৪৭; ইত্যাদি।

৩। শ্বেত উ, ৬।১৯ ৪। (বিষ্ণু) ভাগ পু, ৩।১।১২

অভ্যংতরে প্রবিব্‌ট (অগ্‌নি) যেমন তত্‌কৃত নিরোধ, উত্‌পত্‌তি, অণুত্ব, বৃহত্ত্ব, নানাত্ব, (প্রভৃতি) গুণসমূহ গ্রহণ করে, তেমন (দেহের অভ্যংতরে প্রবিব্‌ট) পর (ব্রহ্ম) দেহগুণসমূহ (গ্রহণ করে)।[১]

"ন স্বস্য কর্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।
ম্রিয়তে বামরো ভ্রাংত্যা যথাগ্‌নির্দারুসংযুতঃ॥"[২]

'এই পুরুষ সে হইলেও[৩] নিজের কর্মবীজ হেতু জন্মে না, কিংবা মরে না, (কেননা) উহা অমর। (উহার জন্ম এবং মৃত্যু) ভ্রাংতিবশতই (প্রতীয়মান হয়), যেমন দারুসংযুত অগ্‌নি।'

মুক্তি সংবংধে ও ভাগবতশাস্‌ত্রে অগ্‌নির দৃব্‌টাংত দেওয়া হইয়া থাকে, কথিত হয় যে জীবের মুক্তি অগ্‌নির নির্বাণের ন্যায়। যথা, 'অনুগীতা'র বিবৃত হইয়াছে যে

"অরূপ অশব্‌দ, অগংধ, অরস, অস্‌পর্শ এবং অনভিজ্ঞের আত্‌মাকে দর্শন করিয়া (জীব) বিমুক্ত হয়।

"পঞ্চভূত-গুণ-বিহীন (অর্থাত্‌ সর্বাতীত), অমূর্তিমান্, অহেতুক এবং অগুণ ও গুণভোক্‌তাকে যে দর্শন করে, সে মুক্ত হয়।"[৪]

অনংতর মুক্তির স্বরূপ এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে,—

"বুদ্‌ধি দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক সর্বসংকল্‌পকে ত্যাগ করত নিরিংধন অগ্‌নির ন্যায় শনৈ শনৈ নির্বাণ প্রাপ্‌ত হয়।"[৫]

১। (বিব্‌ণু) ভাগ পু, ১১।১০।৮-৯ (কৃব্‌ণ)   ২। ঐ, ১১।২২।৪৫

৩। 'সে হইলেও' বাক্যের তাত্‌পর্য এই, ইহার অব্যবহিত পূর্বে কৃষ্‌ণ উদ্‌ধবকে বলেন, হে তাত। ভূতসমূহ কালের অলক্ষ্য বেগে নিত্যই উত্‌পন্ন হইতেছে এবং বিনব্‌ট হইতেছে। পরংতু সূক্ষ্‌মত্ব হেতু তাহা দৃব্‌ট হইতেছে না। যেমন অর্চির এবং স্রোতস্বিনীর তেমন সর্বভূতের বয়স অবস্‌থা প্রভৃতি (সতত পরিণামী) হত।

"সোঽয়ংদীপোঽর্চিষাং যদ্বত্‌ স্রোতসাং তদিদং জলম্।
সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্মৃষায়ুষাম্॥"

"মনুষ্যের আয়ুর (এবং অবস্‌থাদির) (এই প্রকার পরিবর্তন সত্ত্বেও) 'সোঽয়ং পুমান্' ('এই পুরুষ সেই')—এই বাণী মিথ্যা, এই বুদ্‌ধি মিথ্যা, যেমন অর্চির (এইপ্রকার পরিবর্তন সত্ত্বেও) 'এই দীপ সেই' তথা স্রোতস্বিনীর (এই প্রকার পরিণাম সত্ত্বেও) 'এই জল সেই', (এই বাণী মিথ্যা, এই বুদ্‌ধি মিথ্যা।"

—(বিব্‌ণু) ভাগ পু, ১১।২২।৪৩-৪ ; আরও দ্রব্টব্য—ঐ, ১১।২২।৩৫-৬

৪। মহাভা, ১৪।১৯।১০-১ (অনুগীতা)   ৫। ঐ, ১৪।১৯।১২

কথিত হইয়াছে যে জীবত্ব দেহেন্দ্রিয়সংঘাতোপাধি-সংপর্ক-জনিত। সুতরাং জীবের নির্বাণ প্রকৃতপক্ষে দেহেন্দ্রিয়সংঘাতেরই নির্বাণ। তাই কথিত হইয়াছে যে চিত্তনিরোধ-পরায়ণ যতির চিত্ত "নির্বাণং যাত্যনিন্ধন-বহ্নিবত্" ('ইন্ধন রহিত অগ্নির ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হয়')।[১] অথবা ভগবান হরিতে যাহার প্রেম জন্মিয়াছে এবং ঐ ভক্তি দ্বারা যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে, সে ধীরে ধীরে চিত্ত-বড়িশকে (অর্থাত্ মাছ ধরিবার সাধন বড়িশের ন্যায় ভগবান হরিকে ধরিবার সাধন চিত্তকে) পরিত্যাগ করে।[২]

"মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্বিষয়ং বিরক্তং
নির্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চিঃ।"[৩]

'বিষয়ে বিরক্ত নির্বিষয় এবং মুক্তাশ্রয় মন সহসা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, যথা অর্চি।' অথবা,

"(জ্ঞানীর) বৈশারদী এবং সাতিশয়-বিশুদ্ধ বুদ্ধি গুণসংপ্রসূতা মায়াকে ধ্বংস করে ('ধূনোতি'), এবং ইহা (এই পরিদৃশ্যমান জগত্) যদাত্মক সেই গুণ-সমূহকে সম্যক্ দগ্ধ করিয়া, উহা স্বয়ং শান্ত হয়, যেমন সমিদ্ধ অগ্নি।"[৪]

"যেমন বেণু-সংঘর্ষজ অগ্নি বেণুবনকে দগ্ধ করিয়া শান্ত হয়, তেমন গুণ-ব্যত্যয়জ দেহ তত্ক্রিয় হইয়া (অর্থাত্ আপনা হইতে উত্পন্ন জ্ঞান দ্বারা গুণ-বিকার আপনাকে বিলয় করিয়া) শান্ত হয়।"[৫] ইত্যাদি।[৬]

বৌদ্ধ শাস্ত্রে কেবল মুক্তি সংবন্ধেই অগ্নির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে, কথিত হইয়া থাকে যে জীবের মুক্তি অগ্নির নির্বাণের ন্যায়।[৭] সেই কারণে উহাতে মুক্তিকে বিশেষ ভাবে 'নির্বাণ' বলা হয়।

ইহা বলা যাইতে পারে যে অগ্নির নির্বাণ আভ্যন্তরিক কারণে উপাদানের, ইন্ধনের বা তৈল-বর্তীর অভাবেও হইতে পারে, কিংবা বাহ্যকারণে জল নিক্ষেপ বা বায়ু-বেগ দ্বারাও হইতে পারে। উপরে যাহা যাহা উল্লিখিত

১। (বিষ্ণু) ভাগ পু, ৭।১২।৩৪ (নারদ) ২। (বিষ্ণু) ভাগ পু, ৩।২৮।৩৪

৩। (বিষ্ণু) ভাগ পু, ৩।২৮।৩৫ (কপিল)। ৪। ঐ, ১১।১০।১৩ (কৃষ্ণ)

৫। (বিষ্ণু) ভাগ পু, ১১।১৩।৭ (কৃষ্ণ)

৬। আরও দ্রষ্টব্য—(বিষ্ণু) ভাগ পু ১১।১৪।১৯ (কৃষ্ণ), আরও দ্রষ্টব্য—
"যথা দাহ্যং দগ্ধ্বাগ্নিরবিকল্পো হ্যয়মাত্মা বাঙ্মনোঽগোচরত্বাচ্চিদ্রূপঃ"
(নৃসিংহোত্তরতাপিনী উঃ ২)

৭। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইযাছে, তাহা হইতে অনাযাসে বুঝা যাইবে যে ভাগবতশাস্ত্রে বিশেষভাবে উপাদানেব অভাবেই অগ্নিব নির্বাণকে লক্ষ্য কবা হইযাছে। 'অনুগীতা'য তাহা স্পষ্টতও উক্ত হইয়াছে,—

"যেমন কোন (পথিক) প্রদীপ লইযাই অংধকাবে গমন কবে, তেমন পবকে অভিলাষীগণ সত্বপ্রদীপ সহকাবেই (অজ্ঞানাংধকাবে) গমন কবে।

"প্রদীপ তাবত্ সংপ্রকাশিত থাকে, যাবত্ (উহাব উপাদান), দ্রব্য (=তৈল) এবং গুণ (=বত্তি) থাকে। দ্রব্য এবং গুণ ক্ষয হইলে প্রদীপ অংতর্ধান হয়।

"সেই প্রকাব (যাবত্) সত্বগুণ (থাকে, তাবত্) পুরুষ ব্যক্ত (থাকে, সত্বগুণ ক্ষয হইলে) পুরুষ অব্যক্ত হয় বলিযা কথিত হয়।"[১]

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও সেই প্রকায বলা হইযা থাকে।[২] তবে উহাতে বাযুবেগ বশত অগ্নি-নির্বাণের কথাও আছে।[৩]

বেদাংতেব ব্রহ্ম ও বৌদ্ধ নির্বাণেব মধ্যে এই সকল প্রকাব তাত্ত্বিক এবং পাবিভাষিক সাম্যতা দেখিযা সহজে মনে হইবে উভযে অভিন্ন বা প্রায় অভিন্ন। তখন জিজ্ঞাসা কবা যায় ঐ অনুমান কি প্রকৃতই সত্য ?—বেদাংতের ব্রহ্ম এবং বৌদ্ধ নির্বাণ কি বস্তুতই অভিন্ন ? ইহা বোধ হয় বিশেষ কবিযা বলা উচিত হইবে যে এখানে, এই প্রকবণে আমবা 'নির্বাণ' শব্দ 'অনুপধিশেষ-নির্বাণ বা পবিনির্বাণ অর্থেই প্রযোগ কবিযাছি, 'সোপধিশেষ-নির্বাণ' অর্থে নহে।

ইহা দেখা যায় যে ভাগবতশাস্ত্রেব মতে ব্রহ্ম এবং নির্বাণ একই, উহাদেব মধ্যে কোন ভেদ নাই। যথা, 'নাবাযণীয়াখ্যানে' আছে, কৃষ্ণ বলেন,

"নির্বাণং পবমং ব্রহ্ম ধর্মোঽহংসৌ পব উচ্যতে।"[৪]

'নির্বাণ পবব্রহ্মই। উহা পবমধর্ম বলিয়া উক্ত হয।' ভীষ্ম বলেন, কৃষ্ণ বা ভগবান "মোক্ষাত্মা।"[৫] 'বিষ্ণুপুবাণে' আছে,

---

১। মহাভা, ১৪।৫০।১৪-৬

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আবও দ্রষ্টব্য—"অগ্নি অনাহাবো নিব্বুতো" (মজ্ঝিমনি [১ খং ৪৮৭ পৃ], "অকিঞ্চনং অনাদানং এতং দীপং অনাপবং নিব্বানং তি" (সুত্তনিপাত, ১০৯৪), ইত্যাদি। সংযুত্তনি [৪ খং, ৩৯৯ পৃ]

৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য, সুংযুত্তনি [৪ খং, ৩৯৯ পৃ]

৪। মহাভা, ১২।৩৪২।৮১ ১ ৫। ঐ, ১২।৪৭।৫৫

"নির্বাণময় এবাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ।
দুঃখাজ্ঞানময়া ধর্মাঃ প্রকৃতেস্তে তু নাত্মনঃ।"[১]

'আত্মা নিশ্চয় জ্ঞানময় (বা জ্ঞানস্বরূপ), অমল এবং নির্বাণময় (বা নির্বাণস্বরূপ)। ধর্মসমূহ (অর্থাত্ জাগতিক সর্ববস্তু) দুঃখ এবং অজ্ঞানময়। পরন্তু উহারা প্রকৃতিরই, আত্মার নহে।' বেদান্তাচার্য শংকর বার বার বলিয়াছেন যে মোক্ষ "ব্রহ্মস্বরূপই", "ব্রহ্ম ভাবই।'[২]

"মুক্ত্যাবস্থা হি সর্ববেদান্তেষ্বেকরূপৈবাবধার্যতে। ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যাবস্থা। ন চ ব্রহ্মণোঽনেকাকার-যোগোঽস্তি।"[৩]

'যেহেতু মুক্ত্যাবস্থা একরূপই বলিয়া সর্ববেদান্তসমূহে অবধারিত হয়। কেননা, ব্রহ্মই মুক্ত্যাবস্থা, আর ব্রহ্মের অনেকাকার-যোগ নাই।'

ভাগবতধর্মের মতে, ব্রহ্মের জ্ঞান বা অবগতি হইলেই মুক্তি বা নির্বাণলাভ হয়, যে ব্রহ্মকে জানে বা অবগত হয়, সে নিশ্চয় ব্রহ্ম হয়। সুতরাং ব্রহ্ম-ভবনই মুক্তি। অতএব ভাগবতধর্মের মতে, ব্রহ্ম এবং মোক্ষ বা নির্বাণ অভিন্নই। তখন প্রশ্ন হয়,—

'ভাগবতধর্মের ব্রহ্ম, মোক্ষ বা নির্বাণ এবং বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ (=অনুপধি-শেষনির্বাণ বা পরিনির্বাণ) কি অভিন্ন, না ভিন্ন ভিন্ন? উভয়ের মধ্যে সমানতা বা সাদৃশ্যতা আছে কি নাই?'

আধুনিক বিদ্বানদিগের মত

আধুনিক বিদ্বানদিগের যাঁহারা যাঁহারা বৌদ্ধশাস্ত্রকে যত্ন সহকারে অধ্যয়ন এবং পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধ নির্বাণ সম্বন্ধে দুই পরস্পর বিরোধী নির্ণয়ে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ মীমাংসা করেন যে প্রাথমিক বৌদ্ধগণ আত্মার সদ্ভাব স্বীকার করিতেন না, এবং

১। বিষ্ণু পু, ৬।৭।২২

২। যথা দ্রষ্টব্য—

"অনাদ্যেয়াতিশয়-ব্রহ্মস্বরূপত্বান্ মোক্ষস্য",
"নিত্য শুদ্ধ-ব্রহ্মস্বরূপত্বান্ মোক্ষস্য",
"ব্রহ্ম ভাবশ্চ মোক্ষঃ।"

—(ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৪ শংকরভাষ্য)

৩। ঐ, ৩।৪।৫২ শংকরভাষ্য।

(১) নির্বাণ সংজ্ঞাবেদয়িতা-নিরোধ-সমাধির অনুরূপ নহে, যেমন ছারবেত্স্কি-প্রমুখ বিনাশমতবাদীগণ মনে করেন, উহার পরের, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ এক অবস্থা।

(২) বিনাশ-পক্ষীগণ যাহার উপর মুখ্যতয়া আস্থা স্থাপন করেন, সেই অগ নিব্বুটাংতের তাতপর্য যেমন তাহারা মনে করেন, তেমন নহে উহা সম্যক্ বিনাশকে বুঝায় না।[১]

(৩) প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের, পালি-নিকায়ের টীকাকার আচার্য বুদ্ধঘোষ তাহার টীকায়, তথা উহাদের আধারে লিখিত তাঁহার স্বতন্ত্র মীমাংসা-গ্রন্থ 'বিসুদ্ধিমগ্‌গে' দেখাইয়াছেন যে নির্বাণ এক লোকোত্তর অনির্বচনীয় অবস্থা, বিনাশ নহে।

(৪) পালি নিকায়সমূহে এমন বহু বচন আছে, যাহা হইতে বুঝা যায় যে নির্বাণ এক ধর্ম বা বস্তু বিশেষ, যাহার স্বরূপ অনির্বচনীয়, পরম সুখ, পরা শাংতি, ইত্যাদি। তাই দত্ত বলেন যে,—ছারবেত্স্কি প্রমুখ বিনাশ-প্রতিপাদক বিদ্বানগণের মত বিচারসহ নহে, প্রাচীন বৌদ্ধাচার্যদিগের কেহও নির্বাণকে বিনাশ বলিয়া মনে করিতেন না।

যে সকল আধুনিক বিদ্বান মনে করেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ নির্বাণ এমন এক অবস্থা যাহা লোকোত্তর কিংতু অমৃত্তত্ত্ব, সুতরাং যাহা পরম, যাহার স্বরূপ মনের ও বাণীর অগোচর, যাহা অকৃত বা অসংস্কৃত, ইত্যাদি, তাঁহাদের কেহ কেহ আরও মনে করেন যে বেদাংতের ব্রহ্ম এবং বৌদ্ধ নির্বাণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যথা মহেশচংদ্র ঘোষ লিখিয়াছেন,[২]

"শ্রুতিতে যাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হয়, বুদ্ধ তাহাকে নির্বাণতত্ত্ব বলিয়াছেন।"

"বুদ্ধ ও বেদাংত উভয়েই এক নিত্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। ইহার নাম নির্বাণ বা পরব্রহ্ম।"

"বুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার নির্বাণ-তত্ত্বই ব্রহ্ম-তত্ত্ব এবং এই নির্বাণ ও তুরীয় ব্রহ্ম বা শংকরের পরব্রহ্ম একই বস্তু।"

ইত্যাদি। অধ্যাপক শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত লিখিয়াছেন, আধুনিক বিদ্বানগণের

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এই উক্তি নির্দোষ নহে, কেননা, ইহাতে দত্ত প্রাথমিক বৌদ্ধগণ কোন দার্শনিক পরতত্ত্বের আলোচনা করিতেন না সূক্ষ্ম তর্কবিচার করিতেন না, —পুসিঁ এবং বেলভল্‌করের এই মত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ মত সাবধান নহে, প্রাসংগিকও নহে। দ্বিতীয়ত ঐ উক্তির শেষাংশে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দত্ত সোপাধিশেষ নির্বাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা বিচার্য বিষয় অবশ্যই নহে। বিচার্য বিষয় এই যে বেদাংতের ব্রহ্মের সহিত বৌদ্ধ অনুপধিশেষ-নির্বাণের বা পরিনির্বাণের ঐক্য বা সাদৃশ্য আছে কিনা। ঐ নির্বাণে যে জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না, তাহা অধ্যাপক দত্ত স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

মুখ্য বিচার্য বিষয়ের পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে। বেদাংতের পরব্রহ্মের সহিত বৌদ্ধ অনুপধিশেষ-নির্বাণের বা পরিনির্বাণের যে তত্ত্বে এবং পরিভাষায় অনেকাংশে সমতা বা সাদৃশ্য আছে, তাহা বিস্তারিত এবং নিঃসংদিগ্ধ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন উহারা কি সর্বাংশে সমান, না উহাদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে?

মহেশচংদ্র ঘোষ মনে করেন যে উহারা সর্বাংশে সমান, বেদাংতের পরব্রহ্ম=বৌদ্ধ নির্বাণ (বা পরিনির্বাণ)। তাহা মানিতে যাহারা চাহেন না, —যাহারা মনে করেন যে বৌদ্ধ নির্বাণ (বা পরিনির্বাণ) বেদাংতের ব্রহ্মের সমান, অনুরূপ বা সমরূপ নহে, তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোন কোন বিষয়ে। প্রাথমিক বৌদ্ধগণ দার্শনিক পরতত্ত্বের আলোচনা করিতেন না, সূক্ষ্ম তর্কবিচার করিতেন না,—ইহা বলা, যেমন পুসিঁ প্রমুখ কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইলেও, ঐ প্রশ্নের সমাধানে কিংচিন্মাত্রও সহায়ক হয় না, একেবারে প্রাসংগিক নহে। কেননা, যেমন বেদাংতের ব্রহ্ম, তেমন বৌদ্ধ নির্বাণ। মন বাণীর অগোচর বলিয়া, তর্ক-সিদ্ধ নহে, তর্ক-গম্যও নহে। সুতরাং উহাদের অধিগমে তর্কবিচারের প্রয়োজন নাই। তারপর প্রজ্ঞাবান পুরুষের অংতরে এমন জ্ঞান এমন তত্ত্ববোধ স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে, যাহা অতি সূক্ষ্ম-বিচার-পরায়ন বিদ্বানের

---

special aptitude for metaphysical theories and logical subleties", (Belvalkar, *Brahma Sutra* (Poona, 1924) p 57) (দত্ত কর্তৃক দৃত, (ঐ, p 184 পাদটীকা)

পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক কালেও তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন উপনিষদের ঋষি, তেমন বুদ্ধও প্রজ্ঞাবান ছিলেন। উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে যে ঋষিগণ যুক্তিবিচার দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হন; অনন্তর "ধ্যানযোগানুগত" হইয়া উহাকে সাক্ষাৎকার করেন ("অপশ্যন্")[১] প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রেও দেখা যায়, বুদ্ধ ধ্যানযোগানুগত হইয়াই তত্ত্বোপলব্ধি করেন। উপনিষদে আছে, জ্ঞানের প্রসাদে (চিত্তের রাগাদি মল অপনীত হয়), চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, (বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করার যোগ্য হয়,) অনন্তর উহা ধ্যান-পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মকে সাক্ষাত্কার করে।[২] বুদ্ধ বীতরাগ, বীতদ্বেষ ও বীতমোহ ছিলেন। তাঁহার অন্তেবাসী প্রধান প্রধান শিষ্যগণের ও রাগাদি মল অপনীত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ-চিত্ত ছিলেন। এখন প্রশ্ন, তাঁহারা যাহা উপলব্ধি করেন, তাঁহাদের বিশুদ্ধ চিত্তে যাহা স্বতঃস্ফূর্ত হয়, সেই নির্বাণ-তত্ত্ব, উপনিষদের ঋষিগণ কর্তৃক উপলব্ধ, উঁহাদের বিশুদ্ধ-চিত্তে যাহা স্বতঃস্ফূর্ত হয়, সেই ব্রহ্ম তত্ত্বের সমান, অনুরূপ বা সমরূপ কি নহে?

উপনিষদ্ ব্রহ্মতত্ত্ব বৌদ্ধ নির্বাণ তত্ত্বের পূর্বে অধিগত (বা প্রপংচিত) হইয়াছিল না পরে—ইহার বিচারও ঐ প্রশ্নের যথাভূত উত্তর নিরূপণে

১। দ্রষ্টব্য—শ্বেত উ, ১।১-৩, আরও দ্রষ্টব্য

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিং।
ধ্যান-নির্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢবত্॥"—(ঐ, ১।১৪)

"তং দুর্দর্শং গূঢমনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"—(কঠ উ, ১।২।১২)

২। "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"—(মুণ্ডক উ, ৩।১।৮)

"'জ্ঞানপ্রসাদেন'-আত্মাববোধন-সমর্থমপি স্বভাবেন সর্ব-প্রাণিনাং জ্ঞানং বাহ্য-বিষয়-রাগাদি-দোষ-কলুষিত-মপ্রসন্ন-মশুদ্ধং সন্নাববোধয়তি নিত্যং সংনিহিতমপ্যাত্ম-তত্ত্বং মলা বনদ্ধ মিবাদর্শনম্, বিলুলিতমিব সলিলম্। তদ্যদেংদ্রিয়-বিষয়-সংসর্গ-জনিত-রাগাদি-মলকালুষ্যাপনয়নাদাদর্শসলিলাদিবত্ প্রসাদিতং স্বচ্ছং শান্তমবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্য প্রসাদঃ স্যাত্।" (শংকর)

বিশেষ সহায়ক হয় না। এতাবত্মাত্র সহায়ক অবশ্যই হইতে পারে যে ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে যে উহাদের একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল;—যদি ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্বে অধিগত হইয়াছিল, তবে কল্পনা করা যাইতে পারে যে উহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই বুদ্ধ নির্বাণতত্ত্ব পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; আর যদি ব্রহ্মতত্ত্ব পরের হয়, তবে ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে যে বৌদ্ধ নির্বাণ তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই, বেদান্তীগণ ব্রহ্মতত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল কল্পনা করিলে ইহা অনুমান করা যায় যে উহাদের মধ্যে সমানতা বা সাদৃশ্য থাকা সম্ভব। পরন্তু ঐ প্রকারে একের উপরে অন্যের প্রভাবের কল্পনা ব্যতীত ও উপনিষদ্ ব্রহ্ম-তত্ত্ব এবং বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বের মধ্যে সমানতা বা সাদৃশ্য থাকিতে পারে। কেননা, পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ কালে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে,—একের অন্যের কোন অপেক্ষা ব্যতীতই, আবিষ্কৃত বা পরিকল্পিত দুই তত্ত্বের মধ্যেও সমানতা বা সাদৃশ্য থাকিতে দেখা যায়। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কখন কখন দেখা যায়, এক বৈজ্ঞানিকের, হয়ত দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমে প্রাপ্ত ফল, তাঁহার বহুপূর্বে অপর এক বৈজ্ঞানিক, যিনি ভিন্ন দেশেরও হইতে পারেন, পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি উহা জানিতেন না।

ছারবেত্স্কির একটা কথা এখানে উল্লেখ করা উচিত্ হইবে মনে হয়। তিনি বলেন যে হীনযানিক নির্বাণ চিরকালের জন্য মৃত্যু আর মহাযানিক নির্বাণ চিরকালের জন্য জীবন এবং পশ্চাত্কেরটি এবং অদ্বৈততত্ত্ব বা বেদান্তীগণের অদ্বৈতব্রহ্ম একই; "ইহা পোষণ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব যে হীনযান এক অদ্বৈত-পদ্ধতি।"[১]

আত্মা ও নির্বাণ

আত্ম-তত্ত্বের সহিত নির্বাণ তত্ত্বের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আধুনিক বিদ্বানগণের যাঁহারা প্রথম প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং চর্চা আরম্ভ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশ জনই মনে করিতে থাকেন যে নির্বাণ

১। N Dutt, *Aspects Maha Bud.* p 158

বা 'অমৃত' বলা হয়। জীবের অপর কোন ব্যাপারও তখন থাকে না। তাই ভাগবতগণ মনে করেন যে তখন জীবভাব বা জীবত্ব থাকে না, জীব ইংধনের অভাবে অগ্নির ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে মোক্ষকে নির্বাণও বলা হয়। বুদ্ধও ঠিক সেই প্রকার মনে করেন।

ভাগবতগণ আরও মনে করেন যে জীব স্বরূপত ব্রহ্মই, কেননা, ব্রহ্মই ঐ দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতোপাধি-সংপর্কে 'জীব' নামে অভিহিত হন, সুতরাং মুক্ত বা নির্বাণ-প্রাপ্ত জীব ঐ উপাধি রহিত হইয়া আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়,—ব্রহ্ম হয়. তাই ব্রহ্ম এবং মোক্ষ বা নির্বাণ অভিন্নই। ভাগবতগণ কখন কখন বলেন যে মুক্ত জীব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, যেমন নদী সমুদ্রে। তাই তাঁহারা মোক্ষকে বিশেষভাবে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলেন।[1] বুদ্ধ তেমন কিছু পরিষ্কার-ভাবে, স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছিলেন বলিয়া অধুনা উপলব্ধ প্রাচীনতম বৌদ্ধ-শাস্ত্রে,—পালি নিকায়ে দেখা যায় না। তাই জিজ্ঞাস্য এই দাঁড়ায় যে,—

তেমন কিছু তাঁহার মনে মনে ছিল, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল বলিয়া নিকায় হইতে নিরূপণ করা যায় কিনা?

অপর কথায় বলিতে

ব্যবহারিক আত্মাতে বা জীবে দেহেন্দ্রিয়সংঘাতোপাধি বা নামরূপোপাধি হইতে অধিক কিছু আছে, যাহা ঐ উপাধিমান হইয়া সমস্ত জীব-ব্যাপার নির্বাহ করে, বলিয়া বুদ্ধ মানিতেন কিনা?

ভাগবতগণ মানেন। সেই কারণে তাঁহারা মোক্ষকে বা নির্বাণকে সম্যক্ বিনাশ মানেন না। তাঁহারা মানেন যে মোক্ষে উপাধি থাকে না,—উপাধির সম্যক্ বিনাশ হয় বটে, সেইহেতু জীবত্বের বিনাশ হয় বটে, পরন্তু মোক্ষ সম্যক্ বিনাশ নহে, ব্রহ্মই। তাঁহারা মানেন যে ব্রহ্মই দেহেন্দ্রিয়সংঘাতোপাধি সংপর্কে 'জীব' নামে অভিহিত হন। উপাধি বিনষ্ট হইলে, জীবসংজ্ঞা থাকে না, পরন্তু ব্রহ্ম থাকেন। নির্বাণে যে জীবের উপাধি থাকে না, তাহা বুদ্ধও মানিতেন।[2] তাই তিনি নির্বাণকে বিশেষভাবে 'অনুপধিশেষ-নির্বাণ' বলিতেন

১। গীতা, ২।৭২, ৫।২৪, ২৫, ২৬

২। দ্রষ্টব্য—"অরহতো অনুপাদিসেসায় নিব্বাণ-ধাতুয়া পরিনিব্বায়ন্তস্স চরিম-বিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন পঞ্ঞা চ সতি চ নামং চ রূপং চ, এতে, এতে নিরুজ্ঝন্তি।"

—(চুল্লনিদ্দেস, ২৪৫ পৃ)

অনিয়ংত্রিত, সমস্ত ব্যবহারিক কোটির উর্ধ্বে, (উহা এমন) কিছু যাহা কোন কার্য উৎপন্ন করে না এবং (স্বয়ং) অপর কোন কিছুর কার্য নহে।"[১]

রাধাকৃষ্ণ মনে করেন যে, বৌদ্ধ নির্বাণ আত্মার নিজেতে প্রত্যাবর্তন মাত্র।

"নির্বাণ শূন্যে বিলোপ নহে, পরংতু কেবল সংতত-প্রবাহের অভাব এবং আত্মার নিজেতে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন। ইহা হইতে তর্ক-শাস্ত্র-সম্মত-নিষ্কর্ষ এই হইবে যে কিছু আছে, যদিও উহা ব্যবহারিক আত্মা নহে। আত্মা স্কংধসমূহের সহিত একও নহে, স্কংধসমূহ হইতে ভিন্ন নহে,—বুদ্ধের এই উক্তির সহিতও ইহার ঐক্য হয়।"[২]

"উহা নিত্য পরম তত্ত্বের সহিত এক হইয়া যাওয়া। নির্বাণ বিনাশও নহে, (তেমন) ভাবও নহে, যেমন আমরা কল্পনা করিয়া থাকি, পরংতু উহা নিত্য তত্ত্বের সহিত এক হইয়া যাওয়া, যাহা বুদ্ধ স্পষ্টত স্বীকার করেন না।"[৩]

এইরূপে রাধাকৃষ্ণ স্বীকার করিয়াছেন যে বুদ্ধের নির্বাণ ভাগবতগণের স্বরূপ প্রাপ্তি ও ব্রহ্মৈক্যতা-প্রাপ্তির তুল্য।

যে সত্ব বা নিত্য পরমতত্ত্ব সর্বজীবের,—জগতের সর্ববস্তুর পৃষ্টভূমিতে আছে, যাহা জীবের স্বরূপ এবং নির্বাণ-প্রাপ্ত জীব যাহাতে প্রত্যাগমন করে, যাহার সহিত এক হইয়া যায় বলিয়া বুদ্ধ মানিতেন বলিয়া রাধাকৃষ্ণ অনুমান করেন এবং দেখাইতে চাহিয়াছেন, উহাকে, তিনি আরও মনে করেন যে, বুদ্ধ নির্বাণও বলিতেন।

'ইহা পরিষ্কার যে যাহা তিরোহিত হয়, উহা মিথ্যা ব্যক্তিত্বই, আর প্রকৃত সত্ব অবশেষ থাকে। এমন কি, যেমন ইংদ্রধনু তথ্য এবং কল্পনার এক সংমিশ্রণ, তেমন ব্যক্তিত্ব সত্ব এবং অসত্বের এক সংমিশ্রণ। পতনশীল বৃষ্টি-বিংদুসমূহ রূপ, আলোকের রেখা নাম, এবং উহাদের সংযোগের ফল ভব অথবা ইংদ্রধনু, যাহা প্রতিভাসই, মায়াই। পরংতু উহাতে উহার ভিত্তিরূপে, প্রকৃত কিছু আছে যাহা নিত্য। নির্বাণ সত্বের নিত্য অবস্থা। কেননা, উহা সংস্কৃত,—অথবা যাহা নির্মিত বা সমবেত-কৃত, তাহা নহে, যাহা অনিত্য।

১। ঐ, pp 451-   ২। ঐ, pp 386-7   ৩। ঐ, p 450

উহা থাকিয়া যায়, আর উহার ব্যক্ত রূপসমূহ পরিবর্তিত হইতে থাকে। উহাই তাহা যাহা স্কন্ধসমূহের পৃষ্ঠে আছে, যেগুলি উৎপাদের এবং নিরোধের অধীন। ভবতের মায়া নির্বাণের সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাকে ব্যাক্ত করিতে বুদ্ধ চেষ্টা করেন না, যেহেতু উহা সর্বের মূলতত্ত্ব এবং সেই কারণে অব্যাকরণীয়।"[১]

অপর যে সকল আধুনিক বিদ্বান বৌদ্ধ পরিনির্বাণকে এক অনির্বচনীয় অবস্থাবিশেষ বলিয়া অনুমান করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়,—

(১) পরিনির্বৃত আত্মা ঐ 'অবস্থা' কি নূতন প্রাপ্ত হয়? ঐ 'অবস্থা' কি আত্মার পরিনির্বাণের সংগে সংগে নূতন উৎপন্ন হয়, না উহা পূর্ব হইতেই আছে? অপর কথায় যাহা পূর্বে ছিল না, তাহাকে প্রাপ্ত হয় কি? না যাহা পূর্ব হইতেই আছে, তাহাকে প্রাপ্ত হয়? দেখা যায় রাজা মিলিন্দ স্থবির নাগসেনকে সেই প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"ইহ সংসারে, হে ভংতে নাগসেন। যে কেহ সম্যক্ প্রতিপন্ন হইয়া নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করে, সে কি উত্পন্নকে সাক্ষাত্কার করে, না উত্পন্ন করিয়া সাক্ষাত্কার করে?"

(২) যদি উহা পূর্ব হইতেই আছে,—নূতন উত্পন্ন হয় না, তবে উহা কি অনিবৃত আত্মার মধ্যেও আছে, না নাই,—উহা অনিবৃত আত্মার বাহিরে? যাহাই হউক না কেন,—অনিবৃত আত্মার অভ্যংতরেও থাকুক, কিংবা কেবল বাহিরে থাকুক, অনিবৃত আত্মার সহিত উহার সংপর্ক কি প্রকারের?

(৩) সমস্ত পরিনিবৃত আত্মা একই 'অবস্থা প্রাপ্ত হয়, না ভিন্ন ভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, ঐ অবস্থাসমূহ কি সমান, না সমান নহে? আর যদি একই হয়, তবে উহা কি সর্বগত অর্থাৎ সর্বত্র সকলেরই অভ্যংতরে আছে, না কোন এক স্থান-বিশেষে আছে? অপর কথায়,—নির্বাণ কি এক না বহু? যদি বহু হয়, তবে সমস্ত নির্বাণ কি সমান, না সমান নহে? আর নির্বাণ যদি একই হয়, তবে উহা কি সর্বত্র সকলের মধ্যে আছে, না কোন এক বিশেষ স্থানে আছে?

এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কি,—পালি-নিকায় হইতে কি জানা

১। S Radhakrishnan, *Ind. Phil*, I, p 449

যায় তাহা ঐ সকল বিদ্বান চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা, পালি-নিকায় মূলে নিরূপণ করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, জানি না। তাই আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে কিংচিত্ চেষ্টা করিতেছি।

(১.১) পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'সংযুত্ত নিকায়ে'র মতে, নির্বাণের অপর এক সংজ্ঞা 'অসংস্কৃত'। সুতরাং উহার উত্পাদ এবং নিরোধ প্রজ্ঞাত হয় না, স্থিতির অন্যথাত্বও প্রজ্ঞাত হয় না।[১] উহা নিত্য, ধ্রুব, এবং শাশ্বত। 'সত্য', 'ধ্রুব', 'অনংত', 'অজর্জর', 'অমৃত' প্রভৃতি উহার, ঐ নিকায়ের মতে, অপর পর্যায় নামসমূহ হইতেও তাহা জানা যায়। সুতরাং পরিনিবৃত আত্মা যাহাকে প্রাপ্ত হয়, উহা প্রথম হইতেই, উহাকে প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই আছে, উহা অনাদি কাল হইতেই আছে এবং অনংত কাল থাকিবে, উহা কালাতীত। স্থবির নাগসেনও রাজা মিলিংদের ঐ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সেই প্রকার বলেন,

"হে মহারাজ। যে কেহ সম্যক্ প্রতিপন্ন হইয়া নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করে, সে ন উত্পন্নকে সাক্ষাত্কার করে, ন উত্পাদন করিয়া সাক্ষাত্কার করে। অপি চ, হে মহারাজ। এই নির্বাণ-ধাতু আছেই, যাহাকে সেই সম্যক্-প্রতিপন্ন সাক্ষাত্কার করে।"[২]

(২.১) 'সংযুত্ত-নিকায়ে' বিবৃত আছে যে, বুদ্ধ কোন সময়ে রোহিতাশ্ব নামক জনৈক দেবপুত্রকে বলেন।[৩]

"হে আবুস্। যেখানে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, চ্যুতি নাই, উত্পত্তি নাই, সেই লোকের অংতকে গমন দ্বারা অভিজ্ঞাত হইতে, সাক্ষাত্কার করিতে, উপসংপন্ন হইতে পারা যায়,—তাহা আমি বলি না।"

"হে আবুস্। আমি আবার ইহাও বলি না যে লোকের অংতকে প্রাপ্ত না হইলে দুঃখের অংতক্রিয়া হয়।"

"লোকের অংত কদাচও গমন দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে না। আর লোকাংতকে প্রাপ্ত না হইলে দুঃখ হইতে প্রমোচন হয় না।"

তাত্পর্য এই যে লোকাংতকে পাইতে, নির্বাণকে লাভ করিতেও যাইতে

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ২। আরও পরে দ্রষ্টব্য

৩। সংযুত্তনি, [১ খং, ৬১-২ পৃ], অংগুত্তরনি, [২ খং, ৪৭-৯ পৃ], (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

হয় না। তিনি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, নির্বাণ-প্রাপ্তের গতি দেবতা, গন্ধর্ব এবং মনুষ্য কেহই জানে না।[১] বুদ্ধ মনে করেন যে লোকান্ত বা নির্বাণ এই শরীরের অভ্যন্তরেই আছে।

"অধিকন্তু হে আবুস্! আমি ইহা প্রজ্ঞাপন করি যে এই সংজ্ঞী এবং সমনস্ক ব্যামমাত্র কলেবরেই লোক, লোক-সমুদয়, লোক-নিরোধ এবং লোক-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা।"[২] সেই কারণেই তিনি মনে করেন যে নির্বাণকে পাইতে অপর কোথাও যাইতে হয় না।

স্থবির নাগসেন বলেন নির্বাণকে কোন স্থান বিশেষে আছে বলিয়া বলা যায় না, সুতরাং উহাকে পাইতে কোন স্থান-বিশেষে যাইতে হয় না, জগতের যে কোন স্থানে থাকিয়া উহাকে সাক্ষাত্‌কার করা যায়। সুতরাং তিনি মনে করিতেন যে উহা সর্বত্রই আছে, উহা সর্বগত। অতএব নির্বাণ সর্বজীবের মধ্যেই আছে, যেমন 'সংযুত্ত-নিকায়ে' সম্প্রতি উদ্ধৃত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়, রাধাকৃষ্ণণ যে অনুমান করিয়াছেন,—বুদ্ধ মানিতেন যে আত্মা কেবল দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাত,—পঞ্চস্কন্ধাত্মক মাত্র নহে, আরও কিছু যাহা নিত্য, নিরাকাল, উহাই আত্মার বা জীবের প্রকৃত স্বরূপ, উহাকে বুদ্ধ 'নির্বাণ' বলিতেন,—তাহা সত্যই।

ঐ নির্বাণ-তত্ত্ব বা আত্ম-তত্ত্ব নিজের মধ্যে সতত বিদ্যমান থাকিলেও অজ্ঞ জীব উহাকে জানে না, দেখে না। তারপর যখন সাধন বলে প্রজ্ঞা লাভ করে, তখন উহাকে জানে। সাক্ষাত্‌কার করে। স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন,

"হে মহারাজ। এই শান্ত, সুখ ও প্রণীত নির্বাণ-ধাতু আছেই। উহাকে সম্যক্-প্রতিপন্ন, জিনানুশিষ্ট প্রজ্ঞাদ্বারা সংস্কার সম্যক্ শান্ত হইলে, সাক্ষাত্‌কার করে।"

(৩১) বুদ্ধ অনুপধিশেষ-নির্বাণের কোন ভেদ করিতেন না। 'মজ্ঝিমনিকায়ে'র মতে, তিনি বলিতেন যে "উহাতে কিছুই ভেদ,—এই যাহা বিমুক্তি হইতে বিমুক্তি (ভেদ) আছে, আমি বলি না।" 'অঙ্গুত্তরনিকায়ে'র মতে, তিনি বলিতেন যে, "এখানে, যাহা (সর্বোপধি হইতে) বিমুক্তি হেতু বিমুক্তি

১। মজ্ঝিমনি, বাসেট্‌ঠসুত্ত (৯৮), গাথা ৫১, সুত্তনিপাত, ৬৩৪ (বাসেট্‌ঠসুত্ত, ৫১) (পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ২। সংযুত্তনি, [১ ৬২, ৬১-২ পৃ]

তাহাতে,—কোন নানা-করণ (আছে) আমি বলি না।"[১] তাহা অন্য প্রকারে সিদ্ধও করা যায়। যথা নিকায়ের মতে, নির্বাণ 'অনিমিত্ত', 'অনিদর্শন' অর্থাত্ অলক্ষণ বা-অলিংগ।[২] তাহাতে নির্বাণে নির্বাণে ভেদ করা যায় না।

'বিনয়পিটক এবং 'অংগুত্তরনিকায়ে'র মতে, বুদ্ধ বলিতেন যে,—মহাসমুদ্রের এক "আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম" এই যে পৃথিবীস্থ গংগাদি মহানদীসমূহ নিজেদের জল মহাসমুদ্রে ক্ষেপন করিলেও, তথা অংতরিক্ষ হইতে বৃষ্টিধারা সমূহ উহাতে নিপতিত হইলেও, উহার বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস দেখা যায় না, ঠিক সেই প্রকারই হে ভিক্ষুগণ। বহুও ভিক্ষু যদি অনুপধিশেষ-নির্বাণ-ধাতুতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তদ্ধেতু নির্বাণ ধাতুর বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস প্রজ্ঞাত হয় না।" ইহাও তাঁহার ধর্মবিনয়ের এক "আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম।"[৩] ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় বুদ্ধ মানিতেন যে সমস্ত ভিক্ষু একই নির্বাণ-ধাতুতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়, নির্বাণ-ধাতু একই, বহু নহে।

এইরূপে দেখা যায়, বুদ্ধ মানিতেন যে এক নির্বাণ-ধাতু আছে, যাহা অসংস্কৃত, অর্থাত্ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা নির্বিকার, যাহা সর্বজীবের অভ্যংতরে আছে,—সর্বগত, এবং যাহা অলক্ষণ। যেমন আচার্য বুদ্ধঘোষও স্বীকার করিয়াছেন, ঐ নির্বাণকে বুদ্ধ 'বিজ্ঞান' (=পরম বিজ্ঞান)ও বলিতেন, যেই বিজ্ঞান 'সর্বের সর্বত্বের পরে', "সর্বের সর্বত্ব দ্বারা অননুভূত" "যাহাতে নাম ও রূপ অশেষে উপরুদ্ধ হইয়া যায়" এবং অসংস্কৃত যাহা না থাকিলে সংস্কৃত সর্ববস্তুর নিঃসরণ প্রজ্ঞাত হইত না। তিনি আরও বলেন যে, একমাত্র ঐ নির্বাণই সত্য, অপর সমস্ত কিছুই মিথ্যা, ঐ সত্য নির্বাণই, মিথ্যা সর্বের অধিষ্ঠান।[৪] সুতরাং রাধাকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন, বুদ্ধও, উপনিষদের ন্যায়, এই মত পোষণ করেন যে, এক বিশ্বজনীন আত্মা আছে, "যাহা এই পরিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহের কোনটি নহে, যদিও উহাদের সকলেরই ভিত্তি," "যদিও তিনি তাহা নিশ্চিতরূপে বলেন না"—তাহা সত্যই। অতএব কৃষ্ণস্বামী আয়েংগার যে মনে করেন, 'সর্বজনীন আত্মা'র, 'সামান্য আত্মা'র ধারণা সর্বপ্রথমে আচার্য হরিবর্মন্ (২৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে) কর্তৃক অবতারিত

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হয়[১] তাহা ঠিক নহে। তবে ইহা হইতে পারে যে উহার কথা বুদ্ধ স্পষ্টবাক্যে নিশ্চিতরূপে বলিতেন না, আর হরিবর্মন্ বলিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে লোকে মনে করিতে লাগিল যে উহা হরিবর্মন্ কর্তৃক নূতন অবতারিত হয়।

ভিক্ষুই নির্বাণের অধিকারী

প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে বদ্ধ মনুষ্যমাত্রেরই মুক্তি লাভের অধিকার আছে। জাতি, বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতি কিছুই তাহাতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সুতরাং যেমন উচ্চ বর্ণ, তেমন নিম্ন বর্ণও, যেমন সন্ন্যাসী তেমন গৃহস্থও, যেমন পুরুষ তেমন নারীও, যথোচিৎ সাধন করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে।[২]

বুদ্ধ মনে করিতেন যে, ইহা বোধ হয় যে, একমাত্র ভিক্ষুই নির্বাণ লাভ করিতে পারে, গৃহস্থ নহে। তাহার কারণ এই যে নির্বাণ লাভার্থ অত্যাবশ্যক ব্রহ্মচর্য যথাযথ পালন করা, তাঁহার মতে, ভিক্ষুরই পক্ষে সম্ভব, গৃহস্থের পক্ষে নিশ্চয় সম্ভব নহে। তিনি বলেন,

"হে ভারদ্বাজ! সংবোধি লাভের পূর্বে আমার অনভিসংবুদ্ধ বোধিসত্ত্বের, (মনে) স্বতই ইহা (এই ভাবনা) হইল—'ঘরাবাস সংবাধা, মলিনতার মার্গ, (আর) প্রব্রজ্যা মুক্তাকাশ। এই একান্ত-পরিপূর্ণ, একান্ত-পরিশুদ্ধ, শঙ্খধবল ব্রহ্মচর্য আচরণ করা আগারে অধিবাসকারী দ্বারা সুকর নহে। (সুতরাং) আমি কেন না, কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া আগার হইতে অনাগারিকে প্রব্রজ্যা করি না?"[৩]

এই ভাবিয়া তিনি আগার পরিত্যাগ করিয়া অনাগারিক হইয়া প্রব্রজিত হন। সংবোধিলাভের এবং তদর্থে ধর্ম আবিষ্কারের অব্যবহিত পরে তাঁহার মনে নাকি এই ভাবনা উপস্থিত হয়,—"এই যে ধর্ম মৎকর্তৃক অধিগত হইয়াছে, তাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরনুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়। এই প্রজাগণ আলয়-আরাম, আলয়-রত, আলয়-সংমোদিত। আলয়-আরাম, আলয়-রত, ও আলয়-সংমোদিত প্রজাগণের পক্ষে এই স্থান দুর্দর্শ,

---

১। S Krishnaswami Iyangar, *Manimekhalai in its Historical Setting, Introd* pp xxvii, 82; 224 fn (আরও দ্রষ্টব্য)

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৩। মজ্ঝিমনি, সংগারবসুত্ত (১০০) [২খং ২১১-২ পৃ]।

যাহা ইদংপ্রত্যয়তা, প্রতীত্যসমুত্‌পাদ, এই স্থানও দুর্দর্শ, যাহা সর্বসংস্কার-শমথ, সর্বোপধি-প্রতিনিঃসর্গ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।'[১] বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার মুখ হইতে ধর্মোপদেশ শুনিয়া যে গৃহস্থের মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহার মনেও, ঠিক সেই ভাবনা উদয় হয়, যাহা তাঁহার মনে গৃহস্থ থাকা কালে উদয় হইয়াছিল,—

"ঘরাবাস সংবাধা, (আর) প্রব্রজ্যা রাজপথ,—মুক্তাকাশ। এই একান্ত-পরিপূর্ণ একান্ত পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করা আগারে অধিবাস-কারী দ্বারা সুকর নহে। সুতরাং আমি নিশ্চয় কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন পূর্বক, কাষায় বস্ত্রসমূহ পরিধান করিয়া আগার হইতে অনাগার প্রব্রজিত হইব।"

অনন্তর সে নিজের অল্পভোগরাশিকে, কিংবা মহাভোগরাশিকে, অল্পজ্ঞাতিমণ্ডলকে কিংবা মহাজ্ঞাতিমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া শিরদাড়ী মুড়াইয়া, কাষায়বস্ত্র পরিয়া আগার হইতে অনাগারিকে প্রব্রজিত হইয়া যায়।"[২] ভিক্ষু মহাকাত্যায়নের মুখে ধর্মোপদেশ শুনিয়া শোন উপাসকও তাহা বুঝিতে পারেন এবং উঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।[৩]

সেই কারণে, অথবা অপর কোন কারণেও হইতে পারে,—ধর্মের উচ্চাংগের কথা বুদ্ধ এবং তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ গৃহস্থের নিকটে প্রকাশ করিতেন না। বংগীশ বুদ্ধের নিকট বিদ্যা প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন "নায়ং বিজ্‌জা অপব্‌বজিতানং সংপজ্‌জতি" ('এই বিদ্যা অপ্রব্রজিতগণের সংপ্রাপ্‌তি হয় না')। বুদ্ধের পরম ভক্ত অনাথপিংডিক যখন শেষবয়সে মুমূর্ষু অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, সারিপুত্র তাঁহার সাক্ষাতের প্রার্থনায় তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার দারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া দয়ায় বিগলিত হইয়া উহা লাঘবার্থ কোন কিছুকে উপাদান না করিতে তাহাকে উপদেশ দেন।

"সেইহেতু, হে গৃহপতি। এখন তোমার এই প্রকার অভ্যাস কর্তব্য, এই

১। মজ্‌ঝিমনি, অরিয়পরিয়েসনসুত্ত (২৬) [১ খং, ১৬৩ পৃ] (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

২। ঐ, চূলহত্‌থিপদোপমসুত্ত (২৭) [১ খং, ১৭৯ পৃ]; ইত্যাদি। (পূর্বে দ্রষ্টব্য]।
আরও দ্রষ্টব্য—দীঘনি সামঞ্‌ঞফলসুত্ত (২) [১ খং, ৬২ পৃ], মজ্‌ঝিমনি, রট্‌ঠপাল-সুত্ত (৮২) [২ খং, ৫৫ পৃ]; অংগুত্তরনি, [২ খং, ২০৮ পৃ]।

৩। বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ (৫।১৩।১, ২, উদান, ৫।৬।

যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অভিমত, বিজ্ঞাত, পর্যেষিত, মন দ্বারা অনুবিচারিত, সেই সকলেরও উপাদান করিব না, আমার বিজ্ঞান উহাতে মিশ্রিত হইবে না।' হে গৃহপতি। তোমার এই প্রকার অভ্যাস কর্তব্য।"

তাহা শুনিয়া অনাথপিণ্ডিক কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে দরদর অশ্রু পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আনন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি ঘাবড়াইতেছেন, অবসাদগ্রস্ত হইতেছেন? অনাথপিণ্ডিক বলেন,

"ভন্তে আনন্দ! আমি ঘাবড়াইতেছি না, অবসন্ন হইতেছি না। বরং ভন্তে! আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া শাস্তার পর্যুপাসনা করিয়াছি; এবং তাঁহার মনোভাবনীয় ভিক্ষুও। কিন্তু এই প্রকার ধার্মিক কথা আমি ইতিপূর্বে শুনিতে পাই নাই।"

তাহাতে শারিপুত্র বলেন, এই প্রকার ধার্মিক কথা

"হে গৃহপতি। গৃহস্থগণের বোধগম্য হয় না। হে গৃহপতি। এমন ধার্মিক কথা প্রব্রজিতেরই বোধগম্য হয়।"

সেইজন্যই উহা গৃহস্থকে বলা হয় না। তখন অনাথপিণ্ডিক প্রার্থনা করেন,

'সেইহেতু, ভন্তে শারিপুত্র। এমন ধার্মিক কথা যেন শ্বেতবস্ত্রধারী গৃহস্থদিগেরও বোধগম্য (হইতে সুযোগ) হয়। অল্পরজস্কজাতির কুলপুত্রও নিশ্চয় আছে, যাহারা ধর্মের শ্রবণ হইতে পরিহীন থাকিলে ধর্মের অজ্ঞাতা থাকিবে।"

শারিপুত্র কিংবা আনন্দ তাহার উত্তর দিলেন না। তাঁহারা আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসেন। উহার স্বল্পকাল পরে অনাথপিণ্ডিক দেহত্যাগ করেন এবং তুষিতদেবলোকে উৎপন্ন হন।[১]

তাঁহার প্রতি "অভিপ্রসন্ন" (অতীব শ্রদ্ধাবান) ছিল বলিয়াই শারিপুত্র, দয়ার বিগলিত হইয়া অনাথপিণ্ডিককে মুমূর্ষু অবস্থার রোগের দারুণ যন্ত্রণা লাঘব করিতে ধর্মের উচ্চতত্ত্বের উপদেশ করেন। অনাথপিণ্ডিকের মত বুদ্ধের পরম ভক্ত সুদীর্ঘকালের পর্যুপাসক এবং "মনোভাবনীয় ভিক্ষু"র[২] পক্ষে যাহা শুনিতে পাওয়া এতই দুর্লভ, অপর গৃহস্থগণের আর কথাই বা কি? ধর্মের

১। মজ্ঝিমনি, অনাথপিণ্ডিকোবাদসুত্ত (১৪৩) [৩ খং, ২৬১ পৃ]।
২। 'মনোভাবনীয় ভিক্ষু'র উল্লেখ বৌদ্ধ শাস্ত্রে আরও পাওয়া যায়। যথা দ্রষ্টব্য—ঐ, সমনমণ্ডিকসুত্ত (৭৮) [২ খং, ২৩ পৃ], দীঘনি, মহাপরিনিব্বানসুত্ত (১৬) [২ খং]।

উচ্চতত্ত্ব যদি শুনিতেই না পায়, তবে গৃহস্থগণ তাহা বোধগম্য কি প্রকারে করিবে? সুতরাং নির্বাণ কি প্রকারে পাইবে? তাহা শুনিয়াও গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক দেহান্তে দেবত্বই প্রাপ্ত হন মাত্র।

গৃহস্থকে বুদ্ধ দান, শীল ও স্বর্গের, তথা কামসমূহের আদিনব, বিকার ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যের আনিসংশ, বিষয়ে উপদেশ দিতেন।[১] 'সুত্তনিপাতে' বিবৃত আছে যে বুদ্ধ কতিপয় গৃহস্থকে বলেন, "যে পার্থিব সম্পদের অনুসরণ করে, পূর্ণ ভিক্ষুধর্মের পালন তাহার দ্বারা সম্ভব নহে।" সেই কারণে তিনি উহাদিগকে গৃহস্থের পালনীয় ধর্মসমূহের উপদেশ করেন, যেগুলি পালন করিলে গৃহস্থ উপাসক সাধু হইতে সক্ষম হয়। পরিশেষে বুদ্ধ বলেন, "গৃহী অপ্রমত্ত হইয়া এই সকল ধর্ম পালন করিলে স্বয়ংপ্রভ নামক দেবগণের নিকট গমন করে।"[২] বুদ্ধ কখন কখন বলিতেন এই চারি ধর্ম যুক্ত হইলে গৃহস্থ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধি-পরায়ণ হয়,—(১) বুদ্ধে শ্রদ্ধা, (২) ধর্মে শ্রদ্ধা, (৩) সংঘে শ্রদ্ধা এবং (৪) মলমাৎসর্য-রহিত-চিত্ত হইয়া দানে রত থাকা গৃহে যাহা কিছু দাতব্য বস্তু আছে, তৎসমস্তই শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ জনগণের জন্য বলিয়া মনে করা।[৩]

বুদ্ধ কখন কখন কোন কোন গৃহস্থকে, তাহার যোগ্যতা বুঝিয়া, ধর্মের উচ্চতত্ত্বও উপদেশ করিতেন। যথা, লিচ্ছবীদিগের সেনাপতি সিংহকে, তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে, বুদ্ধ প্রথমে আনুপূর্বী কথা উপদেশ করেন,— দানকথা, শীলকথা ও স্বর্গকথা তথা কামভোগসমূহের আদিনব, বিকার ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যের মাহাত্ম্য, উপদেশ করেন। অনন্তর "ভগবান যখন সিংহ সেনাপতিকে অরোগচিত্ত, মৃদুচিত্ত, অনাচ্ছাদিত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্ন-চিত্ত জানিলেন, তখন বুদ্ধগণের যে সামুৎকর্ষিক ধর্মদেশনা,—দুঃখ, (দুঃখ-) সমুদয়, (দুঃখ-) নিরোধ এবং (দুঃখ-) নিরোধগামিনী মার্গ, তাহা প্রকাশ করিলেন। যেমন মলরহিত শুদ্ধ বস্ত্র রংকে উত্তমরূপে গ্রহণ করে, তেমন সিংহ সেনাপতির ঐ আসনেই বিমল, বিরজ ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—'যাহা কিছু সমুদয় ধর্ম, তৎসমস্তই নিরোধ-ধর্ম'। সিংহ সেনাপতি দৃষ্ট-ধর্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম, বিদিত-ধর্ম,

১। ম., দ্রষ্টব্য—উপালি, ৭৬, অংগুত্তরনি, ৮।১।২।২ (আরও দ্রষ্টব্য—৪।২।১।৩)।
২। সুত্তনিপাত, ৩৯৩-৪০৪ (ধম্মিকসুত্ত, ১৮-২৯) (বাংলাভাষান্তর, ৭৮-৯ পৃষ্ঠা)।
৩। সংযুত্তনি, ৫৪।১।৬ (থপতিসুত্ত)।

পর্যবগাঢ-ধর্ম, সংদেহ-বহিত, বাদ-বিবাদ-বহিত, বৈশাবদ্য-প্রাপ্ত, শাস্তাব শাসনে স্বতংত্র হইলেন।"[১]

বৎসগোত্র পবিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবেন,

"ভো গৌতম। এমন কোন গৃহস্থ আছে কি, যে গৃহস্থেব সংযোজন-সমূহকে বিনা ছাড়িয়া কায়াকে ছাড়িয়া দুঃখেব অংতকাবী হয়?

বুদ্ধ উত্তব কবেন,

"না বৎস! এমন কোন গৃহস্থ নাই, যে গৃহস্থেব দুঃখেব অংতকাবী হয়।" তখন বৎস জিজ্ঞাসা কবেন,

ভো গৌতম। এমন কোন গৃহস্থ আছে কি, যে গৃহস্থেব সংযোজনসমূহকে বিনা ছাড়িয়া কায়াকে ছাড়িয়া স্বর্গপ্রাপ্তিকাবী হয়?

বুদ্ধ উত্তব করেন,

"বৎস। একই নহে, শ নহে, দুশ নহে, তিন শ নহে, চাব শ নহে, পাঁচ শ— আরও বহু, গৃহস্থ আছে, (যাহাবা) গৃহস্থেব সংযোজনসমূহকে বিনা ছাড়িয়া কায়া ছাড়িয়া স্বর্গগামী হয়।[২]

বৎসগোত্র পরিব্রাজক অন্য সময়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবেন,

ভো গৌতম! আপনাব গৌতমেব একটিও গৃহস্থ, অবদাতবসন, ব্রহ্মচারী শ্রাবক উপাসক আছে কি, যে পাঁচ অবব-ভাগীয়-সংযোজনসমূহেব পবিক্ষয়ে (দেহাংতে) উপপাতিক (দেব) হইয়া তত্রপবিনির্বাণ প্রাপ্তকাবী, ঐ লোক হইতে (ইহলোকে) অপ্রত্যাবর্তনকাবী?"

বুদ্ধ উত্তব কবেন,

"বৎস। (কেবল) একটি নহে, শ' ই নহে, দু'শ; দু'শই নহে, তিন শ'; তিন শ'ই নহে, চাব শ', চাব শ'ই নহে, পাঁচ'শ' নহে, (তদপেক্ষাও) অধিক আমাব গৃহস্থ উপাসক আছে, যাহাবা পাঁচ অপ্রত্যাবর্তনকাবী।"

"গৃহস্থ, অবদাতবসনা, ব্রহ্মচাবিণী শ্রাবিকা উপাসিকা" সংবংধেও বৎসগোত্র পবিব্রাজক সেই প্রকাব প্রশ্ন কবেন এবং বুদ্ধ ঠিক সেই প্রকাব উত্তব দেন।[৩]

১। অংগুত্তরণি, ৮।১।২।২; আবও দ্রষ্টব্য—বিনযপিটক মহাবগ্গ, (যশের দীক্ষা); (মেংডকদীক্ষা) (বোজমল্ল)।

২। মজ্ঝিমনি, তেবিজ্জবচ্ছগোত্তসুত্ত (৭১) [১ খং, ৪৮৩ পৃ]।

৩। মজ্ঝিমনি, মহাবচ্ছগোত্তসুত্ত (৭৩) [১ খং, ৪৯০-১ পৃ]।

তাহাতেও পরিষ্কার বুঝা যায়, বুদ্ধের মতে গৃহস্থ দুঃখের অংত করিতে, নির্বাণ-লাভ করিতে পারে না, স্বর্গলাভ করিতে পারে, "কামভোগ" পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মচারী কিংবা ব্রহ্মচারিণী থাকিলে, অনাগামী পর্যংত হইতে পারে। নাদিকা গ্রামে তৎপূর্বে মৃত উপাসকগণের এবং উপাসিকাগণের গতি, অভিসংপরায় সংবংধে আনংদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ বলেন, পংচাশের অধিক উপাসক অনাগামী হইয়াছে, নব্বইয়ের অধিক উপাসক সকৃদ্‌গামী হইয়াছে, সুজাতা উপাসিকা এবং পাঁচ শতের অধিক উপাসক স্রোতাপন্ন হইয়াছে।[১]

গৃহস্থের নির্বাণ

পরংতু গৃহস্থের নির্বাণ লাভেরও কতিপয় দৃষ্টাংত প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা, 'সংযুত্তনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে কোন সময়ে আনংদ বুদ্ধকে অশোক নামক দুই জন পুরুষের,—যাহাদের একজন ভিক্ষু, অপর উপাসক,—এবং অশোকা নামে দুই জন নারীর—যাহাদের একজন ভিক্ষুণী, অপর উপাসিকা-মৃত্যুসংবাদ দেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন, উঁহাদের "কা গতি কো অভিসংপরায়ো" ('পরলোকে কি গতি হইয়াছে')? বুদ্ধ উত্তর করেন, উঁহারা "আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব, চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিত।'[২] 'অংগুত্তরনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে পরলোকগত তাপুস্স গৃহপতি সংবংধে বুদ্ধ বলেন,

"ছহি ভিক্খবে ধম্মেহি সমন্নাগতো তাপুস্সো গহপতি তথাগতে নিট্ঠাংগতো অমতদস্সো অমতং সচ্ছিকত্বা ইরিয়তি।"[৩]

"হে ভিক্ষুগণ! ছয় ধর্ম সমন্বাগত, তথাগতে নিষ্ঠাগত তাপুস্স গৃহপতি অমৃত-দর্শী (হইয়া), অমৃতকে সাক্ষাৎকার করিয়া বিহার করিত।' অনংতর তিনি বলেন যে ঐ ছয় ধর্ম এই, বুদ্ধে নিশ্চলা ভক্তি ("অবেচ্চপ্পসাদ"), ধর্মে নিশ্চলা ভক্তি, সংঘে নিশ্চলা ভক্তি, আর্যশীল, আর্যপ্রজ্ঞা, এবং

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। সংযুত্তনি, সোতাপত্তিসংযুত্ত, (৫৫।৯) [৫ খ, ৩৭৮ পৃ]।

৩। অংগুত্তরনি, ছক্কনিপাত, ধম্মসংগহীত সুত্তংত, (১১৯।১) [৩ খ, ৪১০ পৃ]।

আর্যবিমুক্তি। "হে ভিক্ষুগণ! এই ছয় ধর্ম সমন্বাগত, তথাগতে নিষ্ঠাগত তাপুস্র গৃহপতি, অমৃতদর্শী (হইয়া), অমৃতকে সাক্ষাৎকার করিয়া বিহার করিত।"[১] তিনি আরও বলেন যে ঐ ছয় ধর্ম সমন্বাগত, তথাগতে নিষ্ঠাগত ভল্লিক, সুদত্ত, চিত্র (বা চিত্ত), উগ্র, উগ্রহ, নকুলপিতা, তবকর্ণিক, পূরাণ, ঋষিদত্ত, সংধান, বিজয়, বজ্জীয়, মহিত, এবং মেংডক—এই কয়জন গৃহপতি, তথা অবিষ্ঠ এবং সাবগ্র উপাসক, "অমৃতদর্শী (হইয়া), অমৃতকে সাক্ষাৎকার করিয়া বিহার করিত।"[২]

ঐ সকল দৃষ্টাংত ব্যতীত এমন কোন উক্তিও পালিনিকায়ে কৃবচিৎ কৃবচিৎ পাওয়া যায়, যাহা হইতে প্রতীতি হয় যে গৃহস্থও নির্বাণ লাভ করিতে পারে বলিয়া বুদ্ধ মানিতেন। যথা, 'মজ্ঝিমনিকায়ে' বিবৃত আছে যে তৌদেয্য নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্র শুভ মানবক কোন সময়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"ভো গৌতম! ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার বলেন, 'গৃহস্থই ন্যায়-কুশল-ধর্মের আরাধক হইতে পারে, প্রব্রজিত নহে।' ঐ বিষয়ে আপনি গৌতম কি বলেন?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে মানব! আমি ঐ বিষয়ে বিভজ্যবাদীই, একাংশবাদী নহি। হে মানব! গৃহীরও জন্য এবং প্রব্রজিতেরও জন্য, আমি সম্যক্-প্রতিপত্তির প্রশংসা করি। গৃহী কিংবা প্রব্রজিত, সম্যক্ প্রতিপন্ন হইলেই, সম্যক্ প্রতিপত্ত্যধিকরণ হেতু আরাধক হইবে, (ন্যায়-) কুশল-ধর্মকে জানিবে।"[৩]

'জাতকে' বিবৃত আছে ভদ্রিক নগরের অশীতি কোটি বিভব সংপন্ন কোন শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র ভদ্রিক বা ভদ্রজিৎ ভগবান বুদ্ধের মহিমার পরিচয় পাইয়া সর্বাভরণ ধারণ করিয়াই অনুচরগণসহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন এবং জনসংঘের এক প্রাংতে বসিয়া তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিতে থাকেন। তাহাতে তাঁহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় এবং তিনি তখনই পরমফল অর্হত্ব লাভ করেন। তখন শাস্তা ভদ্রিকের পিতাকে সংবোধন করিয়া বলিলেন, 'মহাশ্রেষ্ঠিন্, তোমার পুত্র নানাবিধ অলংকার পরিধান করিয়াও আমার ধর্মকথা শ্রবণে অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত

১। অংগুত্তরনি, ছক্কনিপাত, বগ্গসংগহীতসুত্তংত, (১১৯।২) [৩ খং, ৪৫১ পৃ]।
২। ঐ, ঐ, ঐ, (৩২০।১-২) [৩ খং, ৪৫০-১ পৃ]।
৩। মজ্ঝিমনি, সুভসুত্ত (৯৯) [২ খং, ১৯৭ পৃ]।

হইয়াছে। অতএব ইহাকে অদ্যই হয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে, নয় পরিনির্বাণ লাভ করিতে হইবে।' ইহা শুনিয়া সেই শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, 'ভদন্ত। আমি পুত্রের পরিনির্বাণ চাই না, তাহাকে প্রব্রজ্যা দিন এবং প্রব্রজ্যাদানের পর আগামীকল্য তাহাকে লইয়া আমার গৃহে আগমন করুন।' তখন বুদ্ধ ভদ্রিককে লইয়া বিহারে গেলেন এবং তাহাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিলেন।[1]

'কুম্ভকার-জাতকে' বিবৃত আছে যে বুদ্ধ বলেন কলিঙ্গরাজ্যের দন্তপুর নগরের রাজা একদা বহু অনুচরসহ উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া একটা ফলবান আম্রবৃক্ষের সকালবেলার মনোরম শোভা এবং সায়ংকালের দুর্দশা ভাবিয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হন। উহার নীচে দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'এই বৃক্ষটি সকালবেলা ফলভরে অবনত হইয়া কি সুন্দরই দেখাইতেছিল। তখন ইহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও যেন লোকের তৃপ্তি হইত না, তাহারা আবার দেখিত। এখন লোকে ফল লইয়া গিয়াছে, শাখা প্রশাখা ভগ্ন করিয়াছে, ইহাকে সম্পূর্ণরূপে শোভাহীন করিয়াছে।' ইহার পর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি একটা নিষ্ফল আম্রবৃক্ষ দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বৃক্ষটি নিজের ফলহীনতা বশত তরু-লতা-হীন মণিপর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপর বৃক্ষটি ফলশালিতা বশত এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গার্হস্থ্যজীবনও ফলিত বৃক্ষ সদৃশ এবং প্রব্রজ্যা নিষ্ফল বৃক্ষ সদৃশ। যে ধনবান তাহারই ভয়, নির্ধনের ভয় নাই। অতএব আমিও নিষ্ফল বৃক্ষের ন্যায় হইব।' এইরূপে ফলিত বৃক্ষকে নিজের আলম্বন করিয়া তিনি উহার মূলদেশে থাকিয়াই লক্ষণত্রয় চিন্তা করিলেন, এবং তত্ত্ব-দৃষ্টির উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার ফলে তিনি তখনই প্রত্যেক-বুদ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন 'এখন আমি মাতৃকুক্ষিকুটীর ভগ্ন করিলাম, আমাকে আর ভবত্রয়ের কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, আমার পক্ষে এখন সংসাররূপ মল-ভূমি শোধিত হইল। আমার অশ্রু সমুদ্র শুষ্ক হইল, অস্থি-প্রাকার ভগ্ন হইল, আমাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি যেন সর্বালংকার মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।' তখন অমাত্যেরা তাঁহাকে 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি বলেন, "আমি এখন রাজা নহি, আমি প্রত্যেক-বুদ্ধ।' গান্ধার রাজ্যের,

---

১। মহাপ্রণাদ-জাতক (২৬৪) [ঈশানচন্দ্র ঘোষের বঙ্গ ভাষান্তর, ২য় খং, ২০৯ পৃ]।

তক্ষশীলা নগরের রাজা নগ্নজি একদা প্রাসাদের উপরিতলে পালংকে বসিয়া দেখিলেন যে, অদূরে এক রমণী এক এক হস্তে এক একটি বলয় পরিধান করিয়া গন্ধ পেষণ করিতেছে, সে কতক্ষণ পরে দক্ষিণ হস্তের বলয়টি খুলিয়া বাম হস্তে পড়িয়া পেষণ করিতে লাগিল। তখন বলয়ের ঝণুকণু শব্দ হইতে লাগিল। রাজা ভাবিলেন, "বলয় দুইগাছি যখন পরস্পর হইতে দূরে দূরে থাকে, তখন সংঘট্ট হয় না। কিন্তু এক গাছির সহিত আর এক গাছি লগ্ন হইলেই সংঘট্ট ও শব্দ হয়। প্রাণীরাও ঠিক এইরূপ পৃথক পৃথক থাকিলে তাহাদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত বা কলহ হয় না, কিন্তু দুই জন একত্র হইলেই তাহারা পরস্পরের স্বার্থে আঘাত করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। 'আমি কাশ্মীর ও গান্ধার এই উভয় রাজ্যের অধিপতি, আমিও এখন অবধি এক বলয়ের সদৃশ হইব এবং অপরের শাসন না করিয়া আত্মশাসনে রত থাকিব।' এইরূপে বলয়-সংঘট্টনকে আলংবন করিয়া উক্ত রাজা সেখানে বসিয়া বসিয়াই ত্রিলক্ষণ উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্ব-দৃষ্টির উৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রত্যেক বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন।" মিথিলার রাজা নিমি এবং পাংচাল-রাজ দুর্মুখও ঐ প্রকারে অপর অপর আলংবন সহায়ে ভাবনা দ্বারা রাজা থাকিতেই প্রত্যেক-বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।[1] এইরূপে দেখা যায় বুদ্ধ মানিতেন যে গৃহী প্রত্যেকবুদ্ধত্ব লাভ করিতে, সুতরাং নির্বাণ লাভ করিতে পারেন। ইহা বোধ হয় বলা উচিত হইবে যে ঐ চারি রাজার প্রত্যেকেই প্রত্যেকবুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরে অপরের দ্বারা সম্ভাবিত হইয়া, প্রত্যেকবুদ্ধদিগের লক্ষণসমূহ ভাবিয়া মাথায় হাত দেন, তৎক্ষণেই তাঁহার গৃহী-চিহ্নসমূহ অন্তর্হিত হয়, এবং সমস্ত শ্রমণ-চিহ্ন তাঁহাতে প্রকাশ পায়,—শ্রমণের প্রয়োজনীয় পাত্রচীবরাদি সমস্ত দ্রব্যই তাঁহার নিকট প্রাদুর্ভূত হয়, তাঁহার দেহে সংলগ্ন হয়। তিনি আকাশে উঠিয়া সমাসীন হইয়া জনসংঘকে ধর্মোপদেশ দেন, অনন্তর আকাশ মার্গে হিমালয়ে চলিয়া যান।[2] 'মহামযূরজাতকে' (৪৯১) আছে যে, জনৈক ব্যাধ শিকার করিতে গিয়া এক বোধিসত্ত্বের মুখে ধর্মকথা শুনিতে শুনিতে সংস্কার-তত্ত্ব বুঝিতে পারে,—সংস্কারসমূহের অনিত্যতা, দুঃখ ও অনাত্মতা

১। কুম্ভকার জাতক (৪০৮) [ঈশানচন্দ্র ঘোষের বংগ ভাষান্তর, ৩য় খং, ২১৫-৭ পৃ]।
২। ঐ [ঐ, ঐ, ২১৬ পৃ]

উপলব্ধি করে এবং প্রত্যেক্-বোধি প্রাপ্ত হয়, সর্ববিধ ক্লেশবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। "অতঃপর প্রত্যেকবুদ্ধ হাত তুলিয়া নিজের মাথায় বুলাইতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার গৃহীচিন্হ অংতর্হিত হইল, তাঁহার দেহে প্রব্রাজক চিন্হ আবির্ভূত হইল। তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক প্রব্রাজকোচিত-বেশী অষ্ট-পরিষ্কার-ধারী স্থবিরের আকার প্রাপ্ত হইলেন।'[1]

ভিক্ষু হইবার অধিকার সকলের

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই বৌদ্ধ ভিক্ষু হইবার অধিকার ছিল। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে বুদ্ধের অংতেবাসী শিষ্যদিগের মধ্যে নাপিত ছিল[2], কুংভকার ছিল[3], কৈবর্ত ছিল[4], গৃদ্ধবধকারী ছিল।[5] ভিক্ষুণী চাপা ব্যাধের কন্যা ছিলেন।[6] ভিক্ষু সুনীথ বলিয়াছেন, "আমি নীচ কুলে জাত, দরিদ্র ও অল্প-ভোজী (ছিলাম) (অর্থাৎ এত দরিদ্র ছিলাম যে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম না)। আমার কর্ম হীন ছিল,—আমি পুষ্পাদি আবর্জনা সাফ করিতাম। যাহা মনুষ্যদিগের জুগুপ্সিত, অবজ্ঞাকৃত এবং তিরস্কৃত (সেই কর্ম করিতাম)। মনকে নীচ করিয়া সকলকে নমস্কার করিতে হইত।"[7] ভিক্ষু বিমল কোংডঞ্ঞ বলিয়াছেন যে তিনি রাজা বিংবিসারের ঔরসে গণিকা অংবাপালীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[8] তাঁহার প্রভাবে তাঁহার মাতা গণিকা অংবাপালীও পরে ভিক্ষুণী হন।[9] বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে আরও অনেক গণিকা ছিল।[10]

১। ঈশানচংদ্র ঘোষের বংগ ভাষাংতর, ৪র্থ খং, ২৩১-২ পৃ।

কথিত হইয়াছে যে "এই ব্যাধ প্রত্যেক-বোধিসত্ব ছিল; যেমন পরিণত পদ্ম-কোরক প্রস্ফুটিত হইবার জন্য সৌরকরস্পর্শ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ জ্ঞানের পরিণতি-প্রতীক্ষায় বিচরণ করিতেছিল।" (ঐ, ২৩১ পৃ)।

২। যথা, উপালি (বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ৬।৩৭।১, চুল্লবগ্গ, ৭।১-৪।

৩। যথা, ধনিয় কুংভকার পুত্র। পারাজিকা, ২।

৪। মজ্ঝিমনি, মহাতণ্হাসংখয়সুত্ত (৩৮)।

৫। ঐ, অলগদ্দূপমসুত্ত (২২) [১ খং, ১৩০- পৃ]।

৬। থেরীগাথা, ২৯১-৩১১ (বাংলা ভাষাংতর, ১২১-৭ পৃ)।

৭। থেরগাথা ২৪২ ৮। ঐ, ৬৪

৯। থেরীগাথা, ২৫২-২৭০ (বাংলা ভাষাংতর, ১১৩-৭ পৃ)।

১০। দীঘনি [৩ খং, ৯৫-৬ পৃ]; আরও দ্রষ্টব্য—মজ্ঝিমনি, কণ্ণকত্থলসুত্ত (৯০) [২ খং, ১২৮-৯ পৃ]।

শ্রীমতী রীজ ডেভিড্স, 'থেরগাথা'র টীকার আধারে দেখাইয়াছেন যে উহাতে সংকলিত

বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'শ্রমণ হইব' এই সংকল্প করিয়া ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র আগার ছাড়িয়া অনাগারিক হইয়া প্রব্রজিত হয়। ঐ চারি মণ্ডলের দ্বারা তাঁহার শ্রমণ মণ্ডল গঠিত হইয়াছে।[১]

ভিক্ষু-দীক্ষার পর জাতিবর্ণ ঘুচিয়া যাইত, সকলেই সমান হইত, সকলেরই একই সংজ্ঞা হইত "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ।" বুদ্ধ বলেন,

"হে বাশিষ্ট। নানা জাতির, নানা নামের, নানা গোত্রের, নানা কুলের তোমরা আগার হইতে অনাগারিক হইয়া প্রব্রজিত হও। 'তোমরা কে?'—এই জিজ্ঞাসা করিলে, তোমরা সমভাবে বল, 'আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ'।"[২]

সমুদ্র ও নদীসমূহের দৃষ্টান্ত দিয়া বুদ্ধ তাহা বিশদ করিয়াছেন।

'হে ভিক্ষুগণ। যেমন মহানদীসমূহ,—যথা, গংগা যমুনা, অচিরাবতী, শরভূ ও মহী সমুদ্রে পড়িয়া পূর্বের নামগোত্রসমূহ পরিত্যাগ করে, এবং মহাসমুদ্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনই হে ভিক্ষুগণ। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়া পূর্বের নামগোত্রসমূহ পরিত্যাগ করে এবং শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।"

ইহা বোধ হয় বলা উচিৎ যে ভিক্ষুদিগের মধ্যে কিংচিৎ ভেদ বুদ্ধ করিতেন। যথা তিনি বলিয়াছেন যে, যে ভিক্ষু অর্হৎ হন, তিনি অপর সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হন।

"হে বাশিষ্ঠ। (ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র—) এই চারি বর্ণের যে ভিক্ষু অর্হৎ ।

বুদ্ধ প্রথম প্রথম অল্প বয়স্ক বালককেও ভিক্ষু করিতেন। যথা, স্থবির

গাথাসমূহের ২২৯ রচয়িতার মধ্যে ১১৩ জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, ৬০ জন ক্ষত্রিয়, ৭ জন বৈশ্য, ৫৩ জন রাজসভাসদ-বণিকাদি, ৮ জন শিল্পী, হস্তিপালক, প্রভৃতি, ১০ জন চণ্ডাল শ্রমজীবি ও দাস, ১ জন নট, এবং ৩ জন ব্রাহ্মণ পুত্র।

পরন্তু ওল্ডেনবার্গ লিখিয়াছেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ চণ্ডাল ছিল বলিয়া ধর্মগ্রন্থ হইতে জানা যায় না। (Buddha pp 156 f)

১। দীঘনি অগ্‌গঞ্ঞসুত্ত (২৭) [৩ খং, ৮৬ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—মজ্‌ঝিমনি, মাধুরিয়সুত্ত (৮৪) [২ খং, ৮৮ পৃ]।

২। বিনয়পিটক; চুল্লবগ্‌গ, ৯।১।৪, উদান, ৫।৫; অংগুত্তরনি অট্‌ঠকনিপাত মহাবগ্‌গ (১৯।১৪) (প্রহ্লাদকে উদ্দিষ্ট) [৪ খং, ২০২ পৃ]।

সুমন লিখিয়াছেন যে তিনি যখন প্রব্রজিত হন তখন তাঁহার বয়স ৭ বছর ছিল।[১] স্থবির ভদ্র লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। উঁহারা তাঁহাকে বাল্যাবস্থাতেই ভগবান বুদ্ধকে দান করেন।[২] শাস্তা তাঁহাকে প্রতিগ্রহণ করিয়া আনন্দকে বলেন, ইহাকে ক্ষিপ্র প্রব্রজিত কর।[৩] প্রব্রজ্যা লাভের পর বুদ্ধ তাঁহাকে উপসংপদা দেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৭ বছর।

> "জাতিয়া সত্তবস্সেন লদ্ধা মে উপসংপদা।
> তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা অহো ধম্ম-সুধম্মতা' তি॥"[৪]

'জন্ম হইতে সপ্তম বৎসরে মৎকর্তৃক উপসংপদা লব্ধ হইয়াছিল। (এখন) তিনই বিদ্যা অনুপ্রাপ্ত হইয়াছে। অহো ধর্মের সুধর্মতা।' স্থবির সোপাক বলিয়াছেন,

"জন্ম হইতে সপ্তম বৎসরে আমি উপসংপদ লাভ করিয়াছিলাম। আমি অন্তিম দেহ ধারণ করিতেছি। অহো ধর্মের সুধর্মতা।"[৫]

নির্বাণের অধিকার সর্ববর্ণের

প্রদর্শিত হইয়াছে যে বুদ্ধের মতে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই ভিক্ষু হইবার অধিকার আছে, এবং ভিক্ষুমাত্রেরই নির্বাণ লাভের অধিকার আছে। সুতরাং তাঁহার মতে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই নির্বাণ লাভের অধিকার আছে। ঐ বিষয়ে তাঁহার সাক্ষাৎ উক্তিও পাওয়া যায়। যথা, তিনি বলিয়াছেন, মনুষ্য ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কিংবা শূদ্র কুল হইতে, অথবা

"যে কোন কুল হইতেও আগার হইতে অনাগারিয়ে প্রব্রজিত হয়, সে তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগমন করিয়া এই প্রকারে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা ভাবনা করিয়া অধ্যাত্ম উপশম লাভ করে। অধ্যাত্ম-উপশম-প্রাপ্তকে আমি শ্রমণ-সামীচী-প্রতিপদ-প্রতিপন্ন বলিয়া বলি।

মনুষ্য ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কিংবা শূদ্র কুল হইতে, অথবা

"যে কোন কুল হইতে ও আগার হইতে অনাগারিয়ে প্রব্রজিত হয়, সে আস্রব-সমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই ('দিট্ঠের

১। "যদা অহং পব্বজিতো জাতিয়া সত্তবস্সিকো।"—(থেরগাথা, ৪২৯ ১)।

২। "ইমং তুম্হে দেম নাথ জিনস্স পরিচারকং।"—(ঐ, ৪৭৩ ১)।

৩। ঐ, ৪৭৬ ২ ৪। ঐ, ৪৭৯ ৫। ঐ, ৪৮৬

ধম্মে') স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎকার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করে। আস্রবসমূহের ক্ষয় হইলেই শ্রমণ হয়।"[১]

"এই প্রকারে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোন জাতিতে,—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল ও পুক্কস—এই সকলের যে কোনটিতে, দান্ত, সুব্রত, ধর্মস্থ, শীলসংপন্ন, সত্যবাদী এবং হ্রীমান (মনুষ্য) জাত হয়, জাতিমরণ-প্রহীন, ব্রহ্মচর্যের কেবলী, পণ্যভার বিসংযুক্ত, কৃতকৃত্য, অনাস্রব, সর্বধর্মের পারগতী, অনুপাদান—নির্বৃত (হয়)।"[২]

কোন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে তাঁহার জাতি কি জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে বুদ্ধ উত্তর করেন,

"মা জাতিং পুচ্ছ চরণং চ পুচ্ছ,
কট্‌ঠা হবে জায়তি জাতবেদো।
নীচকুলীনো পি মুনি ধিতিমা,
আজানীযো হোতে হিরীনিসেধো॥"[৩]

'জাতি জিজ্ঞাসা করিও না, আচরণই অনুসংধান কর। (কেননা,) কাষ্ঠ হইলেই অগ্নি উৎপন্ন হয়। নীচকুলজ (ব্যক্তি)ও ধীতিমান, হ্রীনিষেধ এবং আজানেয় মুনি হয়।'

'থেরগাথা' এবং 'থেরীগাথা' হইতে বস্তুত জানা যায় যে পূর্বে অতি হীনকুলে জাত কিংবা অতি হীনকর্মকারী কোন কোন ভিক্ষুও নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। যথা, হীনকুলে জাত এবং হীনকর্মকারী সুনীথ ভিক্ষু হইয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন,[৪] গণিকার গর্ভে জাত বিমল কোণ্ডঞ্ঞ অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।[৫] অংবাপালী,[৬] অর্ধকাশী[৭], প্রভৃতি অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীগণ পূর্বে গণিকা ছিলেন। ব্যাধের কন্যা চাপাও ভিক্ষুণী হইয়া অর্হৎ হইয়াছিলেন।[৮]

ইহাও বলা উচিৎ যে 'অর্হৎ সম্যক্-সংবুদ্ধ' হইবার অধিকার সর্ববর্ণের

১। মজ্‌ঝিমনি, চূলঅস্সপুরসুত্ত (৪০) [১ খং, ২৮৪ পৃ]।

২। অংগুত্তরনি, পংচকনিপাত, উপাসকবগ্গ (১৭৯।৮) [৩ খং, ২১৪ পৃ]; আরও দ্রষ্টব্য—উদ্দালক জাতক (৪৮৭)।

৩। সংযুত্তনি, ব্রাহ্মণসংযুত্ত, অরহংতবগ্গ (৭।১।৯।৯) (সুংদরিকসুত্ত) [১ খং, ১৬৮ পৃ]।

৪। থেরগাথা, ৬২০- ৫। থেরগাথা, ৬৪

৬। থেরীগাথা, ২৫২- (বাংলা ভাষান্তর, ১১৩-৭ পৃ)

৭। ঐ, ২৫-৬ (ঐ, ১৯-২০ পৃ) ৮। ঐ, ২৯১- (ঐ, ১২১- পৃ)

ছিল না। কেননা, পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সম্যক্ সংবুদ্ধ হয়ত ক্ষত্রিয়কুলে, নয়ত ব্রাহ্মণকুলেই জন্মগ্রহণ করেন, অপর কোন কুলে নহে।[১]

নারীর অধিকার

বুদ্ধদেবের মতে নারীও সাধন বলে মুক্তি লাভ করিতে পারে।[২] বুদ্ধও তাহা মানিতেন। পরন্তু সম্ভবত তিনি প্রথম প্রথম নারীকে নির্বাণ লাভের সুযোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, দেখা যায়। কেননা তাঁহার মতে একমাত্র ভিক্ষুই নির্বাণ লাভের অধিকারী, আর তিনি প্রথম প্রথম নারীকে ভিক্ষুণী হইতে দিতে একেবারে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার বিমাতা এবং পালক-মাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁহার নিকট বার বার তিন বার প্রার্থনা করেন, নারীগণকে ভিক্ষুণী দীক্ষা দিতে।

"ভন্তে! যদি নারীগণ তথাগত প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্যা লাভ করে, তবে ভাল হইবে।"

বুদ্ধ প্রতিবারই তাহাকে এই উত্তর দেন।

"যথেষ্ট গৌতমী! তোমার (ইহাতে) রুচি না হউক যে নারীগণ তথাগত-প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্যা লাভ করুক।"[৩]

পরে আনন্দ বুদ্ধের নিকট তিন বার ঐ প্রকার প্রার্থনা করেন, এবং বুদ্ধ তাঁহাকেও প্রতিবারে ঐ উত্তর দেন, যাহা তিনি গৌতমীকে দিয়াছিলেন। তখন আনন্দ এক কৌশল অবলম্বন করেন, তিনি একদিন সুযোগ বুঝিয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, নারী, যদি ভিক্ষুণী হয়, তবে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, কিংবা অর্হৎ হইতে পারিবে কিনা। বুদ্ধ উত্তর করেন, পারিবে। তাহাতে বাধ্য হইয়া বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ভিক্ষুণী দীক্ষা দেন।[৪] অনন্তর তিনি আনন্দকে বলেন,

"হে আনন্দ! যদি নারীগণ তথাগত-প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্যা লাভ না করিত: তবে, হে আনন্দ! ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হইত, সদ্ধর্ম সহস্র বৎসর থাকিত। পরন্তু, যেহেতু, হে আনন্দ! নারীগণ তথাগত-প্রবেদিত ধর্মবিনয়ে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছে, সেই হেতু, এখন

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য। ২। থেরী ২৩; (পূর্বে দ্রষ্টব্য)
৩। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ১০।১।১, অঙ্গুত্তরনিকায়, (৮।২১।১-২) [?...] ।
৪। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ১০।১।৪

হে আনন্দ! ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হইবে না; হে আনন্দ! সদ্ধর্ম এখন কেবল পাঁচশত বৎসরই থাকিবে।" ইত্যাদি।[১]

বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনতিকাল পরে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলেন যে, বুদ্ধকে বাধ্য করিয়া নারীগণকে ভিক্ষুণী দীক্ষা দেওয়াইয়া তিনি অন্যায় করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই অপরাধ তিনি যেন স্বীকার করেন। তখন আনন্দ, নিজে তাহাতে তিনি অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া মনে না করিলেও, অপর ভিক্ষুগণের প্রতি শ্রদ্ধা বশত তাহা তাঁহার অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন।[২]

এইরূপে দেখা যায় বুদ্ধ, তাঁহার আনন্দ ব্যতীত অপর শিষ্যগণ মনে করিতেন যে নারীগণকে ভিক্ষুণী করা ঠিক হয় নাই, বরং অন্যায়ই হইয়াছে। বুদ্ধ ভিক্ষুণী-দিগকে ভিক্ষুদিগের সমান স্থান দেন নাই, তাঁহাদিগকে নিকৃষ্টই রাখিয়াছেন।[৩] যথা, তাঁহার মতে এমন কি শতবর্ষ পূর্বে দীক্ষা প্রাপ্ত ভিক্ষুণীকেও সদ্য দীক্ষা প্রাপ্ত ভিক্ষুকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, হাত জোড়া প্রভৃতি করিতে হইবে। কোন ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুকে নিন্দা কিংবা শাসন করিতে পারিবে না। ইত্যাদি।[৪]

পরিনির্বাণের অতি স্বল্পকাল পূর্বে বুদ্ধ, আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে, নারীর সহিত ভিক্ষুর ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ দেন।

"হে ভন্তে, মাতৃগ্রামের প্রতি আমরা কি প্রকার ব্যবহার করিব?

"অদর্শন, আনন্দ।

"দর্শন হইলে, হে ভগবান, কি প্রকার ব্যবহার করা উচিৎ হইবে?

"অনালাপ, আনন্দ।

"যদি আলাপ করিতেই হয়, তবে ভন্তে! কি প্রকার করিতে হইবে?

"হে আনন্দ। (তখন) স্মৃতিকে উপস্থাপিত রাখিতে হইবে।[৫]

বুদ্ধ আনন্দকে বলিয়াছিলেন যে নারী যদি ভিক্ষুণী হয়, তবে অর্হত্ পর্যন্ত হইতে পারিবে। তাঁহার স্বোক্তি হইতে জানা যায় যে তাঁহার ভিক্ষুণীদিগের অনেকে বস্তুতই অর্হত্ হইয়াছিলেন। বৎসগোত্র পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

---

১। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ১০।১।৬

২। ঐ, ১০।১।১০ ৩। ঐ, ১০।৩

৪। দ্রষ্টব্য—Nalinaksha Datta, *Early Mons, Bud* I, pp 294-

৫। দীঘনি, মহাপরিনিব্বানসুত্ত (১৬) [২ খং]

"হে গৌতম। আপনার গৌতমের একটিও শ্রাবিকা ভিক্ষুণী আছে কি, যে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্ত বিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাত্‌কার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিতেছে ?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

"বৎস। (কেবল) একটি নহে, শ'ই, শ'ই নহে, দুই শ', দুই শ'ই নহে, তিন শ', তিন শ'ই নহে, চার শ, চার শ'ই নহে, পাঁচ শ'ই নহে, বরং তদপেক্ষা ও অধিকই আমার শ্রাবিকা ভিক্ষুণী আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া সাক্ষাত্‌কার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিতেছে।'[১]

"থেরীগাথা'য়ও তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বহু স্থবিরা সাক্ষাদ্‌ ভাবে বলিয়াছেন যে তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন। যথা, স্থবিরা মুক্তা বলেন,

"মুত্তা ম্হি জাতিমরণা ভব-নেত্তি সমূহতা।"[২]

'আমি জাতিমরণ হইতে মুক্ত হইয়াছি, (আমার) ভব-নেত্রী সমূহত হইয়াছে।' স্থবিরা উত্তরা (অন্যতরা) বলিয়াছেন,

"(আমার) সর্ব কাম—যে সকল দিব্য এবং যে সকল মানুষ—সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে জাতি সংসার বিক্ষীণ হইয়াছে, এখন পুনর্ভব নাই।"[৩]

কোন কোন ভিক্ষুণী বলিয়াছেন, "সীতিভূতা ম্হি নিব্বুতা" ('আমি সীতিভূত এবং নিবৃত হইয়াছি')।[৪] কেহ কেহ বলিয়াছেন, "উপসন্ত ম্হি নিব্বুতা" ('আমি উপশান্ত এবং নির্বৃত হইয়াছি')।[৫] ভিক্ষুণী পটাচারার তিন শত ভিক্ষুণী শিষ্যা তাঁহার নিকট নিজেদের অনুভব ব্যক্ত করিতে গিয়া উল্লাসে বলেন, "তেবিজ্জ ম্হা অনাসবা" ('আমরা ত্রৈবিদ্য এবং অনাস্রব')।[৬] অপর কোন

১। মজ্‌ঝিমনি, মহাবচ্ছগোত্তসুত্ত (৭৩) [১ খ, ৪৯০ পৃ]।

২। থেরীগাথা, ১১২ ৩। ঐ, ৪৭

৪। ঐ, ১৮:২ (উত্তরা), ৩৪:১ (অভয়-মাতা), ১০:২ (সকুলা)

"সব্বে যোগা সমুচ্ছিন্না যে দিব্বা যে চ মানুসা।
খেপেত্বা আসবে সব্বে সীতি-ভূতা ম্হি নিব্বুতা ॥"
—ঐ, ৭৬ (বিমলা পুরাণ-গণিকা)।

৫। থেরীগাথা, ১৮:২ (সংঘা), ৮৬ (নন্দা)

৬। ঐ, ১২১

কোন ভিক্ষুণীও বলেন, "আমি ত্রৈবিদ্য এবং অনাশ্রব"।[১] ভিক্ষুণী ভদ্রাকাপিলানী বলেন,

"ভদ্রা কাপিলানী ও ত্রৈবিদ্য এবং (জন্ম-) মৃত্যু-হারিণী, মারকে, (উহার) বাহনগণ সহ জয় করিয়া অংতিম দেহ ধারণ করিতেছে।

"লোকের আদি নব দেখিয়া আমরা উভয়েই প্রব্রাজিত হইয়াছি। আমরা উভয়েই ক্ষীণাস্রব, দাংত এবং শীতিভূত, আমরা নির্বাণ-প্রাপ্ত।"[২]

কোন কোন ভিক্ষুণী বলিয়াছেন, তিনি পূর্বে 'ব্রহ্মবংধু' ছিলেন, পরে "সত্যব্রাহ্মণ" হইয়াছেন, ত্রৈবিদ্য, বেদ-সংপন্ন বা বেদগূ, শ্রোত্রিয়, স্নাতক হইয়াছেন।[৩]

নারীর অর্হত্বলাভের বহু দৃষ্টাংত 'জাতকে'ও পাওয়া যায়। যথা, উক্ত হইয়াছে যে—যেই 'পাঁচশ' শাক্য মহিলা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সংগে প্রব্রজ্যা এবং উপসংপদা লাভ করিয়াছিলেন, উঁহাদের সকলেই অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,[৪] স্থবিরা উত্পলবর্ণার চারি শিষ্যা প্রব্রজ্যা গ্রহণের অচির কাল পরে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।[৫]

'সংযুত্ত-নিকায়ে' বিবৃত আছে যে, মার একদা সোমা নামক জনৈক ভিক্ষুণীকে বলেন,

"যে স্থান লাভ করা সুকঠিন, যাহা ঋষিদিগেরই প্রাপ্তব্য, নারীগণ তাহাদের দুই অংগুলি জ্ঞান দ্বারা উহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে।"

ভিক্ষুণী তৎপূর্বেই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, অর্হত্ হইয়াছিলেন। তিনি উত্তর করেন,

"যাহার চিত্ত সুসমাহিত হইয়াছে, যাহাতে জ্ঞান বর্তমান, এবং যে ধর্মকে সম্যক্ দর্শন করিতেছে, স্ত্রীভাব তাহার কি করিবে?"[৬]

১। থেরীগাথা, ১২৬ (চংদা); ১৮১ (উত্তরা)।

২। থেরীগাথা, ৬৫-৬; এই বচনে উল্লিখিত 'উভয়' ভিক্ষুণী ভদ্রাকাপিলানী এবং তাঁহার গুরু ভিক্ষু মহাকাশ্যপ।

৩। যথা দ্রষ্টব্য—থেরীগাথা, ২৫১ (পুণ্নিকা); ২৫০ (রোহিণী)
কোন কোন স্থবিরও সেইপ্রকার বলিয়াছেন। (থেরগাথা, ২২১ (অগ্নিক ভারদ্বাজ))।

৪। অভ্যংতর জাতক (২৮১) (নিদান-কথা)।

৫। খুল্ল-কালিংগ-জাতক (৩০১) (নিদানকথা)।

৬। সংযুত্তনি, ভিক্খুনী-সংযুত্ত, ২ (সোমাসুত্ত) [১খং, ১২৯ পৃ]।

এই ঘটনার উল্লেখ "থেরীগাথা"য়ও আছে।[1] তাৎপর্য এই যে নারী নির্বাণ লাভ করিতে পারে না, ইহা মারেরই কথা, সুতরাং প্রকৃত তথ্য নহে, নারীও প্রকৃতপক্ষে নির্বাণ লাভ করিতে পারে।

ইহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলা উচিত্ হইবে যে কোন কোন নারী ভিক্ষুণী দীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই, গৃহস্থ থাকিতেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যথা, সাকেতনগরের জনৈক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ সুজাতা সম্বন্ধে কথিত হয় যে 'একদা প্রমোদ উদ্যানে নক্ষত্রোত্সব হইতে অনুচরবর্গের সহিত নগরে প্রত্যাবর্তন কালে অঞ্জন উদ্যানে তিনি বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন। ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন ও বন্দনান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ সুজাতার চিত্তের নির্মলতা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে প্রাণস্পর্শী ধর্মোপদেশ দিলেন। ঐ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিণত বোধ শক্তি সম্পন্না সুজাতা সেইক্ষণেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধের বন্দনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক তিনি স্বামী ও স্বামীর পিতা মাতার অনুমতি লইয়া বুদ্ধের আদেশক্রমে ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ লাভ করিলেন।"[2] সুজাতা স্বয়ং তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।[3]

> "সুত্বা চ মহেসিস্স সচ্চং সংপটিবিজ্ঝ অহং।
> তত্থ এব বিরজং ধম্মং ফুসয়িং অমতং পদং॥
> ততো বিঞ্ঞাত-সদ্ধম্মা পব্বাজিং অনাগারিয়ং।
> তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা অমোঘং বুদ্ধসাসনং॥"[4]

'মহর্ষির (উপদিষ্ট) সত্য শ্রবণ করিয়া আমি সংপ্রতিবিদ্ধ হইলাম, তত্রই বিরজধর্মকে, অমৃতপদকে স্পর্শ করিলাম। তাহার পরে বিজ্ঞাত সদ্ধর্মা আমি অনাগারে প্রব্রজ্যা করিলাম। তিনই বিদ্যা (আমার) অনুপ্রাপ্ত, বুদ্ধের শাসন অমোঘ।

বুদ্ধ বলিয়াছেন যে "বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ"-যুক্ত হইলেই মনুষ্য "সম্যক্ সংবুদ্ধ" হইতে পারে।[5] উহাদের একটি কেবল পুরুষেরই থাকিতে পারে,

১। থেরীগাথা, ৬০-১

২। থেরীগাথা, ভিক্ষু শীলভদ্রের বাংলা-ভাষান্তর, ৭৯-৮০ পৃ।

৩। থেরীগাথা, ১৪৫-১৫০ ৪। ঐ, ১৪৯-১৫০

৫। দীঘনিকায়, মহাপদানসুত্ত (১৪) [ ], লক্খণসুত্ত (৩০) [ ]; আরও দ্রষ্টব্য—মজ্ঝিমনিকায়, ব্রহ্মায়ু-সুত্ত (৯১) [ ], সেল-সুত্ত (৯২) [ ]।

বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখা যায়, বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ তৎকালীন কালের ব্রাহ্মণগণও

নারীর নহে। সুতরাং তাহাতে বুদ্ধ প্রকারাংতরে নির্দেশ করিয়াছেন যে একমাত্র পুরুষই সম্যক্ সংবুদ্ধ হইতে পারে, নারী নহে। 'বুদ্ধ-বংশে'[১] এবং 'জাতকে'[২] তাহা অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে বুদ্ধ-পদ-কামী ব্যক্তি যদি মনুষ্যত্ব, লিংগসংপত্তি, (উত্তম) হেতু, বুদ্ধের দর্শন, প্রব্রজ্যা, গুণ-সংপ্রাপ্তি, অধিকার এবং কামনা—এই আটধর্ম সংপন্ন হয়, তবেই তাহার প্রবল ইচ্ছা পূর্ণ হয়। অর্থাত্ "মনুষ্য-যোনিতেই বুদ্ধ-পদ-কামীর ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। নাগ গরুড় কিংবা দেবতা যোনিতে উহা পূর্ণ হইতে পারে না। মনুষ্য যোনির মধ্যে আবার পুরুষলিংগে স্থিত হইলেই ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। স্ত্রী, নপুংসক, কিংবা (স্ত্রী ও পুরুষ) উভয় লিংগ যুক্ত হইলে উহা পূর্ণ হইতে পারে না।"[৩] কথিত হইয়াছে যে প্রত্যেক-বুদ্ধ হইতে হইলেও মনুষ্যত্ব এবং লিংগসংপত্তি সংপন্ন হইতে হইবে।[৪] সুতরাং নারী প্রত্যেক-বুদ্ধও হইতে পারে না।

মহাপাপীর অধিকার

ভাগবতধর্মের মতে, অতীব দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তিসহকারে ভগবানকে ভজন করিতে আরংভ করে, তবে সে শীঘ্র ধর্মাত্মা হয়, এবং শশ্বৎ শাংতিকে অর্থাৎ নির্বাণকে প্রাপ্ত হয়।[৫] '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' আছে, কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সংভবাৎ"[৬]

'মন্নিষ্ঠ ভক্তি শ্বপাকগণকেও পবিত্র করে, যেহেতু তাহা সংভব।'

"যদুপাশ্রিত ভক্তগণকেও আশ্রয় করিয়া কিরাত, হূণ, আংধ্র, পুলিংদ, পুল্কস,

---

মানিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে ঐসকল তাঁহাদের মংত্রসমূহে আছে। (যথা দ্রষ্টব্য—দীঘনি, অম্বট্ঠসুত্ত (৩) [১খং পৃ]; সুত্তনিপাত, ১০০০- (বত্থুগাথা, ২৫-), সেল-সুত্ত, মজ্ঝিমনি, সেলসুত্ত (৯২)।

১। বুদ্ধবংস, ২।৭৯, দ্রষ্টব্য—'সুত্তনিপাত-অট্ঠকথা' ('পরমত্থজ্যোতিকা') ৪৮ পৃ।

২। সুমেধ-জাতক

৩। সুমেধ-জাতক

৪। সুত্তনিপাত-অট্ঠকথা ('পরমত্থজোতিকা') তে (৫১ পৃ) ধৃতবচন দ্রষ্টব্য।

৫। গীতা, ৯।৩০-১, আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ৯।৩২-৩, মহাভা, ১৪।১৯।৬১-২।

৬। (বিষ্ণু) ভাগপু, ১১।১৪।২১২

আভীর, কংক, যবন, খশ, প্রভৃতি তথা অপর যে সকল পাপী জনগণ আছে,—(সকলেই) শুদ্ধ হয়, সেই প্রভবিষ্ণুকে নমস্কার।"[১]

বৌদ্ধধর্মেও মানা হয় যে অতি মহাপাপীরও নির্বাণলাভের অধিকার আছে। ঐ বিষয়ে এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ডাকাত অংগুলিমাল। বুদ্ধের সময়ে কোশল দেশে রাজা প্রসেনজিতের রাজ্যে রুদ্র, লোহিতপাণি, মার-কাটে সংলগ্ন, প্রাণ-ভূতগণে দয়ারহিত অংগুলিমাল নামে এক ডাকাত ছিল। সে বহু গ্রামকে অগ্রাম করিয়া দিয়াছিল, বহু নিগমকে অনিগম করিয়া দিয়াছিল, বহু জনপদকে অজনপদ করিয়া দিয়াছিল।" কথিত হয় যে "সে বহু মনুষ্যকে মারিয়া উহাদের (বৃদ্ধ) অংগুলিসমূহের মালা (গলায়) পরিত", তাহাতে সে 'অংগুলিমাল' নামে অভিহিত হইতে থাকে। এক সময়ে সে ভগবান বুদ্ধকে মারিতে উদ্যত হয়। বুদ্ধ "যোগবল প্রকট করিয়া, তাহাকে স্তংভিত ও হতবল করিয়া দেন। তাঁহার প্রভাবে সে তত্ক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে, আপন অতি ক্রূর বৃত্তি পরিত্যাগ করে, এবং বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হয়। তখন হইতে তিনি কঠোর ব্রত পালন করিতে থাকেন। "আয়ুষ্মান অংগুলিমাল আরণ্যক, পিংডপাতিক, পাংসুকুলিক, এবং ত্রৈচীবরিক ছিলেন।" "আয়ুষ্মান অংগুলিমাল একাকী, অপ্রমত্ত, উদ্যোগী, সংযমী হইয়া বিহার করত অচিরেই, যাহার জন্য কুলপুত্র প্রব্রজিত হয়, সেই সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্যফলকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া সাক্ষাৎকার করিয়া উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। (তিনি) জ্ঞাত হইলেন যে জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যপালন (শেষ) হইয়া গিয়াছে, যাহা করণীয় ছিল তাহা কৃত হইয়াছে, এখন আর কিছু কর্তব্য অবশেষ নাই। আয়ুষ্মান অংগুলিমাল অর্হদ্গণের মধ্যে এক হইলেন।"[২] অর্হৎ অংগুলিমাল বলিয়াছেন,

"আমি পূর্বে অংগুলিমাল নামে বিশ্রুত চোর ছিলাম। মহান প্লাবনে ডুবিতে ডুবিতে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিলাম।

"আমি পূর্বে অংগুলিমাল নামে বিশ্রুত লোহিতপানি ছিলাম। দেখ শরণাগতিকে (অর্থাত্ শরণাগতির ফলকে),—(আমার) ভবজাল ছিন্ন হইয়াছে।

১। (বিষ্ণু) ভাগবত, ২।৪।১৮

২। মজ্ঝিমনি, অংগুলিমালসুত্ত (৮৬) [২ পৃ, ২৮- পৃ]।

"তাদৃশ বহু দুর্গতি প্রাপক কর্ম করিয়াও কর্মবিপাকের স্পর্শ হইতে উৎসন্ন হইয়া ভোজন করিতেছি।"[১]

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের কেহ কেহ পূর্বে গণিকা ছিলেন এবং উঁহাদের কেহ কেহ অর্হত্ত্বও লাভ করেন। কাশীর জনৈক অভিরূপসী বেশ্যা, যে 'অর্ধকাশী' নামে খ্যাত হইয়া পড়ে, ভিক্ষুণী হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তাহা তিনি নিজেই গাহিয়াছেন।

"আমি মোহমুক্ত। পুনর্জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আমি আর ঘূর্ণিত হইব না। আমি ত্রিবিদ্যার ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ভগবান বুদ্ধের উপদেশ পালিত হইয়াছে।[২] ভিক্ষুণী বিমলা "গৌতম বুদ্ধের সময়ে বৈশালী নগরে এক গণিকার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন।... বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দূষিত জীবন যাপন কালে একদিন তিনি মাননীয় মহামৌদ্গল্যায়নকে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তাঁহার বাসস্থানে গমন পূর্বক তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ কহেন নিগ্রন্থ সংপ্রদায় বিশেষ কর্তৃক প্রবোচিত হইয়া তিনি ঐ কার্য করিয়াছিলেন। ভিক্ষু তাঁহার অসংগত আচরণে তাঁহাকে ভর্ত্সনা করিয়া পরে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। ভিক্ষুর উপদেশে তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে সংঘ-বহির্ভূত শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। পরবর্তীকালে তিনি সংঘে প্রবেশ করিয়া শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।[৩] তিনি যে পূর্বে গণিকা ছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং গাথায় উল্লেখ করিয়াছেন।

"আমার বিভূষিত স্বরঞ্জিত দেহ তরুণগণকে আকর্ষণ করিত। আমি পাশ নির্মাণরত ধূর্ত ব্যাধের ন্যায় গণিকালয়ের দ্বারে সতর্ক দৃষ্টিতে দাঁড়াইতাম।

১। মজ্ঝিমনি, গাথা ১০-২

২। থেরীগাথা, ২৩ (বাংলা ভাষান্তর, ২০ পৃ); উহাতে পূর্ব চরিত্র তিনি এইরূপে ইংগিত করিয়াছেন

"কাশীরাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ বিপুল। আমারও পারিশ্রমিক তদপেক্ষা কম ছিল না। নগরবাসীগণ উহাই মূল্যরূপে নির্দিষ্ট করিয়া আমাকে অমূল্য মনে করিত।"

—(থেরীগাথা, ২৫-৬ (বাংলা ভাষান্তর ২০ পৃ)

তাঁহার সংসার ত্যাগ ও ভিক্ষুণীদীক্ষার কথা 'বিনয়পিটকে' (চুল্লবগ্গ) বিবৃত আছে।

৩। থেরীগাথা, (বাংলা ভাষান্তর, ৪২-৩ পৃ)।

"আমি লজ্জা ত্যাগপূর্বক দেহভূষণ প্রদর্শন মানসে অনাবৃতবসনা হইতাম, উচ্চ হাস্যে বিবিধ মায়ার প্রয়োগে বহুজনকে কলংকিত করিতাম।"[১]

তাঁহার ভিক্ষুণীজীবন এবং অর্হত্ত্ব-লাভ সংবন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

"আজ আমি মুণ্ডিতমস্তক, পীতাংবর-পরিহিতা, ভিক্ষারতা, আমি বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা, অবিতর্কের লাভী।

"দৈব ও মানুষ সর্ববিধ বংধন আমি ছিন্ন করিয়াছি। সমুদর আস্রব আমি দূর করিয়াছি। আমি শীতিভূত ও নির্বাণ-প্রাপ্ত।"[২]

ভিক্ষু নাগসেন ঐ বিষয়ে জিনশাসনকে মহাসমুদ্রের সংগে তুলনা করিয়াছেন। যেমন হে মহারাজ! মহাসমুদ্র মৃতের, কুণপের সংগে সহবাস করে না, মহাসমুদ্রে যে মৃত, কুণপ হয়, উহাকে (মহাসমুদ্র) ক্ষিপ্রই তীরে উপনীত করে, বা স্থলে উৎক্ষেপন করে, ; সেই প্রকারই হে মহারাজ! যে সকল পাপী, অক্রিয়, অবসন্ন-বীর্য, কুস্থিত, কৃলিষ্ট, দুর্জন মনুষ্য জিনশাসনে প্রব্রজিত হয়, তাহারা অচিরেই বিমল, ক্ষীণাস্রব অর্হৎ হয়।" ইত্যাদি।[৩]

ভব্য ও অভব্য জীব

নির্বাণ লাভের অধিকার সর্বজাতির এবং সর্ববর্ণের অর্থাত সর্বপ্রকারের লোকের এমন কি মহাপাপীর থাকিলেও সর্বলোকের ছিল না। জৈন শাস্ত্রে, পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে,[৪] বদ্ধ-জীবগণকে দুই কোটিতে বিভক্ত করা হইয়াছে,—ভব্য এবং অভব্য; যাহারা মুক্তি লাভের যোগ্য উহারা 'ভব্য'। আর যাহারা মুক্তি লাভের যোগ্য নহে উহারা 'অভব্য'। জীবগণের এই প্রকার বিভাগ ভাগবতশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। পরন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। যথা, 'সংযুত্তনিকায়ে' আছে, বুদ্ধ বলেন,

"যাহারা দুঃখকে প্রকৃষ্টরূপে জানে না, সুতরাং দুঃখের সংভবকেও (প্রকৃষ্টরূপে জানে না), যত্র সর্বদুঃখ অশেষে উপরুদ্ধ হয় (তাহাকেও প্রকৃষ্টরূপ জানে না); এবং সেই মার্গকেও জানে না, যাহা দুঃখোপশমগামিনী,

১। থেরীগাথা, ৭৩-৪ (বাংলা ভাষান্তর, ৬৬ পৃ)।
২। থেরীগাথা, ৭৭-৮ (বাংলা ভাষান্তর, ৬৬-৭ পৃ)।
৩। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ২৫০ পৃ]। ৪। পূর্বে দ্রষ্টব্য

তাহারা চেতো-বিমুক্তিহীন, সুতরাং তাহারা প্রজ্ঞাবিমুক্তিতে, অংতক্রিয়ায় অভব্য, তাহারা জাতি-জরোপগামী। আর যাহারা দুঃখকে প্রকৃত্‌রূপে, সুতরাং দুঃখের সংভবকেও (প্রকৃত্‌রূপে জানে), যত্র সর্বদুঃখ অশেষে উপরুদ্ধ হয়, (তাহাকেও প্রকৃত্‌রূপে জানে), এবং সেই মার্গকেও প্রকৃত্‌রূপে জানে, যাহা দুঃখোপশমগামিনী, তাহা চেতো-বিমুক্তিসংপন্ন, সুতরাং প্রজ্ঞাবিমুক্তিতে, অংতক্রিয়ায় ভব্য, তাহারা জাতি-জরোপগামী নহে।"[১]

অর্থাত যাহারা চতুরার্যসত্যকে প্রকৃত্‌রূপে জানে, তাহারা 'ভব্য', যেহেতু তাহারা দুঃখের অংত করিতে নির্বাণ লাভ করিতে 'ভব্য' বা সমর্থ; আর যাহারা চতুরার্যসত্যকে প্রকৃত্‌রূপে জানে না, তাহারা 'অভব্য', যেহেতু তাহারা দুঃখের অংত করিতে, নির্বাণ লাভ করিতে 'অভব্য' বা অসমর্থ। 'পটি-সংভিদামগ্‌গে' আছে,

"তথাগত ভব্য এবং অভব্য সত্বগণকে প্রকৃত্‌রূপে জানেন।"[২]

"'অভব্য' সত্বগণ কাহারা? যে সত্বগণ কর্মাবরণ দ্বারা সমন্বাগত, ক্লেশাবরণ দ্বারা সমন্বাগত, বিপাকাবরণ দ্বারা সমন্বাগত, অশ্রদ্ধ, অচ্‌ছংদিত ও দুষ্‌প্রজ্ঞ, এবং (সেইহেতু) কুশলধর্মসমূহে নিয়াম ও সমসকৃত্ব (নামক আর্যমার্গে) উত্‌ক্রমণ করিতে অভব্য (=অযোগ্য), সেই সত্বগণই 'অভব্য'। 'ভব্য' সত্বগণ কাহারা? যে সত্বগণ কর্মাবরণ দ্বারা সমন্বাগত নহে, ক্লেশাবরণ দ্বারা সমন্বাগত নহে। বিপাকাবরণ দ্বারা সমন্বাগত নহে, শ্রদ্ধাবান, ছংদিক ও প্রজ্ঞাবান, এবং (সেই হেতু) কুশলধর্মসমূহে, নিয়াম ও সম্যক্‌ত্বে উত্‌ক্রমণ করিতে ভব্য, সেই সত্বগণ 'ভব্য'।"[৩]

নিত্যবদ্ধ-বাদ

জৈনধর্মের মতে বদ্ধ জীবগণের ভব্য এবং অভব্য ভেদ স্বাভাবিক, সেই কারণে উহার কখনও বিলোপ হয় না; অভব্য জীব কখনও ভব্য হয় না, আর ভব্য জীব কখনও অভব্য হয় না। সুতরাং অভব্য জীবগণ কখনও মুক্তি লাভ

১। সংযুত্‌তনি, সচ্‌চ-সংযুত্‌ত, কোটিগামবগ্‌গ, (৫৬।২২।৪) [৫ খং, ৪৩৩ পৃ]।
২। পটিসংভিদামগ্‌গ, (১।৫২।১) [১ খং, ১২৩ পৃ]।
৩। ঐ, (১।৫২।৬-৭) [১ খং, ১২৪ পৃ]; আরও দ্রষ্টব্য—অংগুত্‌তরণি [১ খং, ১২২-৩ পৃ; ৩ খং, ৪৩৬ পৃ]।

করে না। এমনকি সাক্ষাৎ ভগবানের উপদেশও ঐ বিষয়ে অভব্য জীবের কোন উপকারে আসে না। তারপর ভব্য জীবগণের কতিপয়ও, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কখনও মুক্তি লাভ করবে না। এইরূপে, জৈনধর্মের মতে, কতিপয় বদ্ধজীব কখনও মুক্তি লাভ করিবে না; জগতে এমন সময় কখনও আসিবে না, যখন সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া যাইবে, বদ্ধ জীবের অভাব হইবে, জগৎ জীবশূন্য হইবে।[১] এই নিত্যবদ্ধ-বাদ প্রাচীন ভাগবতধর্মে ছিল না। উহার মতে, জীবমাত্রেরই মুক্তিলাভের অধিকার আছে, যোগ্যতা আছে, কোন জীব সতত বদ্ধ থাকিবে না। রূপান্তরিত ভাগবতধর্মের উপশাখাসমূহের মধ্যে একমাত্র মাধ্ব উপশাখাতে নিত্যবদ্ধ জীবের কথা পাওয়া যায়।[২]

ঐ নিত্যবদ্ধ-বাদ বৌদ্ধধর্মেও, অন্তত পরে পরে, মানা হইত দেখা যায়। যথা স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন,

"তথাগত দশসহস্র লোকধাতুতে দেবমনুষ্যগণকে অমৃত ধর্ম-দান দেন। (তন্মধ্যে) যে সত্ত্বগণ ভব্য, তাহারা (ঐ) ধর্মামৃত দ্বারা বোধি প্রাপ্ত হয়, আর যে সত্ত্বগণ অভব্য, তাহারা (ঐ) ধর্মামৃত দ্বারা হত হয়, (অধ-) পতিত হয়। ভোজন হে মহারাজ। সর্ব-সত্ত্বগণের জীবন রক্ষা করে, (পরন্তু) কেহ কেহ উহা ভোজন করিয়া বিসূচীকায় মরে।"[৩]

সুতরাং তাঁহার মতে, অভব্য জীব কখনও ভব্য হয় না, এমনকি সাক্ষাত্ ভগবানের উপদেশ শুনিয়াও সে উপকৃত হয় না। কবি মাতৃচেটও তাহা মানিতেন বোধ হয়। কেন না, তিনি লিখিয়াছেন,

"অনাদিকালপ্রহতা ভব্য-প্রকৃতয়ো নৃণাং।
ত্বয়া বিভাতাপারা ক্ষণেন পরিবর্তিতাঃ॥"[৪]

'মনুষ্যগণের ভব্য-প্রকৃতিগণ অনাদিকাল হইতে প্রহত থাকিলেও, তোমার দ্বারা ক্ষণমধ্যে পরিবর্তিত হয় এবং অপারবিহীন হইয়া শোভা পায়।' 'ভব্য-প্রকৃতিগণ' বলাতে বুঝা যায় যে যাহারা অভব্য-প্রকৃতির তাহাদিগকে বুদ্ধও পরিবর্তিত করিতে পারেন না।

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। মিলিন্দপ্রশ্ন (ট্রেংকনের সং, ১৬৮ পৃ)।

৪। শতপঞ্চাশতিক-স্তোত্র, ১২০ (A F R Hoernle *Mss Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkestan*, I, p 71

যেহেতু অভব্য মনুষ্য কখনও ভব্য হব না, সুতরাং মুক্তিও পায় না, সেইহেতু উহারা বরাবর এই সংসারে থাকে, জগত্ কখনও মনুষ্যশূন্য হয় না। এই মতের উল্লেখ 'মহাবস্তু'তেও পাওয়া যায়। উহাতে এই শংকা উত্থাপিত হইয়াছে,

"হে জিন পুত্রগণ! যদি সম্যক্ সংবুদ্ধগণ এতত্তকই (=এই অধিকই) এবং এক সম্যক্ সংবুদ্ধ অপরিমিত সত্বগণকে পরিনির্বাপিত করেন, তবে কি অচির-কালে সর্বসত্বগণকে পরিনির্বাপিত করিবেন না? ঐ প্রকারে এই লোক সর্বপ্রকারে সর্বশূন্য, সর্বসত্ববিরহিত হইবে না কি?"[১]

অনংতর উহার এই সমাধান করা হইয়াছে।

"সমনংতর-সংপুর সর্বদা শূন্য হউক, অপ্রতিবদ্ধ এবং অনালংবনে সর্বদা নিবিষ্ট হউক। (পরংতু) পৃথিবী ধাতু যতটা তদপেক্ষা ও বহুতর সত্বগণ 'পৃথগজন' বলিয়া সেই পরমদর্শী কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। (সুতরাং) পুরুষবরের শাসন শ্রবণ করত বহু সত্বগণের পর্যংত কোথা হইতে হইবে? ইহা মহর্ষি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।"

'মিলিংদপ্রশ্নে' আছে,

"রাজা বলেন,—'হে ভংতে নাগসেন! সকলেই নির্বাণ লাভ করে কি?' (নাগসেন বলেন,) না, হে মহারাজ। সকলেই নির্বাণ লাভ করে না। অপিচ হে মহারাজ। যে সম্যক্-প্রতিপন্ন অভিজ্ঞের ধর্মকে অভিজানে, পরিজ্ঞের ধর্মকে পরিজানে, প্রহাতব্য ধর্মকে প্রহাণ করে, ভাবিতব্য ধর্মকে ভাবে, সাক্ষাত্কর্তব্য ধর্মকে সাক্ষাত্কার করে, সেই নির্বাণ লাভ করে।[২]

কীথ মনে করেন যে এই প্রশ্ন-প্রতিবচনের তাত্পর্য এই যে সেই সময় কখনও আসিবে না, যখন জগতের সমস্ত মনুষ্য নির্বাণ লাভ করিবে, সুতরাং জগতে কোন মনুষ্য থাকিবে না।[৩] প্রতিবচনের শেষভাগের অভিপ্রায় আজীবিকদিগের 'সংসার-শুদ্ধি-বাদে'র প্রতিবাদ করা মনে হয়। আজীবিকগণ মানেন যে,

"সত্বগণের সংক্লেশের (কোন) হেতু নাই, প্রত্যয় নাই, বিনা হেতুতেই, বিনা প্রত্যয়েই সত্বগণ সংক্লেশ প্রাপ্ত হয়। সত্বগণের বিশুদ্ধির (কোন)

১। মহাবস্তু (১ খং, ১২৬ পৃ)। ২। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং, ৬৯ পৃ]।
৩। A B Keith *Bud Phil*, p 133

হেতু নাই, প্রত্যয় নাই। বিনা হেতুতেই, বিনা প্রত্যয়েই সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়। আত্মকার নাই, পর-কার নাই, পুরুষকার নাই, বল নাই, বীর্য নাই, পুরুষ-স্থাম নাই, পুরুষ-পরাক্রম নাই। সর্ব সত্ত্বগণ, সর্ব প্রাণীগণ, সর্ব ভূতগণ সর্ব জীবগণ অবশ, অবল অবীর্য, 'নিয়তি-সংগতি-ভাব-পরিণত (হইয়া) ছয়টি মাত্র অভিজাতিসমূহে সুখ ও দুঃখ প্রতিসংবেদন করে। এই ১৪ লাখ ৬৬ শত প্রমুখ যোনি আছে, , যাহাদিগেতে সংধাবিত হইতে হইতে, সংসরণ করিতে করিতে মূর্খ এবং পণ্ডিত (সকলেই) দুঃখের অন্ত করিবে। তাহাতে ইহা নাই যে 'এই শীল দ্বারা, কিংবা ব্রত দ্বারা, কিংবা তপ দ্বারা, কিংবা ব্রহ্মচর্য দ্বারা আমি অপরিপক্ক কর্মকে পরিপক্ক করিব, (আর) পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিতে করিতে ব্যন্ত করিব।' এই প্রকার নাই (অর্থাৎ হয় না)। সংসারে (জীবের) সুখ ও দুঃখ দ্রোণমাপদ্বারা পরিমাপিত আছে, উহাদের) হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না। যেমন (আকাশে) নিক্ষিপ্ত সূত্রগোলক ঘুরিতে ঘুরিতে অবশ্যই (নীচে) পড়ে তেমনিই মূর্খ এবং পণ্ডিত (সকলেই) সংধাবিত হইতে হইতে, সংসরণ করিতে করিতে অবশ্যই দুঃখের অন্ত করিবে।"[1]

বুদ্ধ ঐ বাদের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। নাগসেন বলিয়াছেন যে, যথোচিত সাধন ব্যতীত, কেহই, কেবল স্বভাবত বা নিয়তির বশে সংসরণ করিতে করিতে নির্বাণ লাভ করিতে পারে না।

মহাযানাচার্য হরিভদ্র (খ্রীষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন,

"একত্র লোকধাতৌ বুদ্ধবৈনেয়জনাভাবেঽপি লোকধাত্বন্তরেষপরিমিতেষু তদভাবাত্।"[2]

'কোন এক লোক-ধাতুতে বুদ্ধ বিনেয় জনের অভাব হইলেও, অপর অপরিমিত লোকধাতুসমূহে সে (=বুদ্ধ বিনেয়-জন) থাকে, সেইহেতু (সমগ্র জগতে বুদ্ধ বিনেয়জনের অভাব কখনও হয় না)।'

উপরের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এই যে—কতিপয় মনুষ্য সংসারে সততই নিবদ্ধ থাকিবে, কখনও মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিবে না, সুতরাং জগত্ কখনও মনুষ্যশূন্য হইবে না। ইহা যেমন জৈনগণ, তেমন পরবর্তী বৌদ্ধগণও মানেন।

১। দীঘনি, সামঞ্ঞফলসুত্ত (২) [১ ৭২ পৃ]। সংযুত্তনি, দিট্ঠি-সংযুত্ত, সোতাপত্তিবগ্গ (২৪।৮।১-৭) [৩ ২১, ২১১২ পৃ]।

২। অভিসময়ালংকারালোক, ১৩১ পৃ।

ইহার কারণ উভয়েরই মতে এই যে, মুক্তি লাভের যোগ্যতা কতিপয় মনুষ্যের স্বভাবতই নাই। স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। এমন কি তীর্থংকর মহাবীর কিংবা বুদ্ধও উহাদের ঐ স্বভাবের পরিবর্তন করিতে পারেন না। সুতরাং উহারা কখনও নির্বাণ লাভ করে না, সততই বদ্ধ থাকে। জৈন শাস্ত্রে আরও মানা হয় যে যেসকল মনুষ্য স্বভাবত ভব্য, মুক্তি লাভের যোগ্য তাহাদের কতিপয়ও বস্তুত মুক্তি লাভ করে না। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তেমন কোন কথা আমরা পাই না। বুদ্ধও অভব্যকে ভব্য করিতে পারেন না,—ইহা মানিলে তাহার ঐশ্বর্যের,—আশ্চর্য, অদ্ভূত ক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ হইবে আশংকা করিয়া হরিভদ্র কল্পনা করিয়াছেন যে যেই লোক-ধাতুতে বুদ্ধের উত্পাদ হয়, সেই লোকধাতুর সমস্ত মনুষ্য, কি ভব্য কি অভব্য, তাহার প্রভাবে নির্বাণলাভ করে, সেই লোক-ধাতুতে বদ্ধ মনুষ্যের অভাব হয় বটে. পরংতু অপর লোকধাতুতে, যেখানে বুদ্ধের উত্পাদ হয় নাই, সেইখানে নিবদ্ধ লোক থাকে,—কেননা, সেখানের অভব্য মনুষ্যগণ কখনও নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। জগতে লোক ধাতুর সংখ্যা অপরিমিত। আবার বুদ্ধের উত্পাদ অল্প লোক-ধাতুতেই হয়। সুতরাং সমগ্র জগতে বদ্ধ মনুষ্যের অভাব কখনও হয় না। 'মহাবস্তু'র বচনেরও তাত্পর্য ইহাই মনে হয়। উহাতে এই বিষয়েরও প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে যে প্রত্যেক লোকে ভব্য অপেক্ষা অভব্য জনগণের সংখ্যা অতি অধিক, সুতরাং সমগ্র জগতে যত লোক নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তদপেক্ষা অতি অধিক জনগণ সতত নিবদ্ধ থাকে।

নির্বাণের সাধন

আর্য অষ্টাংগিক মার্গ

যে আর্যসত্যচতুষ্টয় বুদ্ধ উপলব্ধি করেন, যাহাদের "অননুবোধ, অপ্রতিবোধ হেতুতেই (মনুষ্য) এই দীর্ঘ (সংসার) পথে এইপ্রকারে সংধাবিত হইতেছে, সংসরণ করিতেছে" এবং যাহাদিগকে অনুবুদ্ধ, প্রতিবুদ্ধ হইলে মনুষ্য ঐ সংধাবন সংসরণ হইতে মুক্ত হইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন, এবং সেই কারণে যাহাদিগকে তিনি মনুষ্যদিগের হিতার্থ জগতে প্রচার করেন, উহাদের একটি দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা। আর্য অষ্টাংগিক মার্গই ঐ দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা। গয়ার সন্নিকটে উরুবেলা সেনানীতে নির্বাণ লাভের সময়ে বুদ্ধ তাহা প্রথমে উপলব্ধি করেন। বারানসীর সন্নিকটে ঋষিপত্তন মৃগদাবে প্রথম ধর্মপ্রচারের বা ধর্মচক্রপ্রবর্তনের সময়ে তাঁহার প্রথম পাঁচ শিষ্যকে তিনি তাহা ঘোষণা করেন। এবং পরিনির্বাণের অব্যবহিত পূর্বেও তিনি তাহা ঘোষণা করেন। অপর কোন কোন সময়েও ধর্মোপদেশ দিতে গিয়া বুদ্ধ তাহা বলেন। যথা

(১) হে ভিক্ষুগণ! দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদ আর্যসত্য কি? এই আর্য অষ্টাংগিক মার্গ, যথা," ইত্যাদি।[১]

(২) হে আনংদ। এখন আমিও এই কল্যাণ-বর্ত্ম স্থাপিত করিয়াছি, (যাহা) একাংত নির্বেদার্থ, বিরাগার্থ, নিরোধার্থ, উপশমার্থ, অভিজ্ঞার্থ, সংবোধি-অর্থ, নির্বাণার্থ। (উহা) এই আর্য অষ্টাংগিক মার্গ, যথা সম্যগ্দৃষ্টি সম্যক্ সমাধি। হে আনংদ। আমি এই কল্যাণ-বর্ত্ম স্থাপিত করিয়াছি" ইত্যাদি।[২]

(৩) নংদিয় নামে জনৈক পরিব্রাজক জেতবনে বুদ্ধের সংগে সাক্ষাত্

১। দীঘনি, মহাসতিপট্ঠানসুত্ত (২২)।
২। মজ্ঝিমনি, মখাদেবসুত্ত।

করেন এবং নির্বাণ লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে আর্যঅষ্টাংগিক মার্গের উপদেশ করেন।[১]

(৪) মহালি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভংতে! (স্রোতাপন্নত্ব, সকৃদাগামীত্ব, অনাগামীত্ব ও অর্হত্ত্ব-) এই ধর্মসমূহকে সাক্ষাৎকার করিতে কোন মার্গ, প্রতিপদ আছে কি?" বুদ্ধ উত্তর করেন, "হাঁ আছে মহালি!" তখন মহালি জিজ্ঞাসা করেন, "সেই মার্গ, প্রতিপদ কোনটি?' বুদ্ধ বলেন, "এই আর্য অষ্টাংগিক মার্গ, হে মহালি। ইহাই সেই মার্গ।"[২]

বুদ্ধ পক্ষাংতরে ইহাও বলিতেন যে, যেই ধর্মে আর্য অষ্টাংগিক মার্গ নাই, উহাতে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ এই চতুর্বিধ শ্রেষ্ঠ শ্রমণের কোনটি থাকিতে পারে না। যথা, কুশীনারাতে পরিনির্বাণের স্বল্পকাল পূর্বে পরিব্রাজক সুভদ্রকে বুদ্ধ বলেন,

"হে সুভদ্র। যেই ধর্মবিনয়ে আর্য অষ্টাংগিক মার্গ উপলব্ধ হয় না, উহাতে প্রথম শ্রমণ (=স্রোতাপন্ন) ও উপলব্ধ হয় না, দ্বিতীয় শ্রমণ (=সকৃদাগামী) ও উপলব্ধ হয় না, তৃতীয় শ্রমণ (=অনাগামী) ও উপলব্ধ হয় না, (এবং) চতুর্থ শ্রমণ (=অর্হত্) ও উপলব্ধ হয় না। আর যেই ধর্মবিনয়ে হে সুভদ্র। আর্য অষ্টাংগিক মার্গ—উপলব্ধ হয়, উহাতে প্রথম শ্রমণও উপলব্ধ হয়, দ্বিতীয় শ্রমণও উপলব্ধ হয়, তৃতীয় শ্রমণও উপলব্ধ হয়, (এবং) চতুর্থ শ্রমণও উপলব্ধ হয়। হে সুভদ্র। এই (অর্থাত্ মৎকর্তৃক প্রচারিত) ধর্মবিনয়ে আর্য অষ্টাংগিক মার্গ উপলব্ধ হয়। সুতরাং, হে সুভদ্র। এইখানেই প্রথম শ্রমণ, এইখানেই দ্বিতীয় শ্রমণ, এইখানেই তৃতীয় শ্রমণ, (এবং) এইখানেই চতুর্থ শ্রমণ। অপর প্রবাদসমূহ নিশ্চয়ই শ্রমণ-শূন্য। হে সুভদ্র! ভিক্ষু যদি এইখানেই সম্যক্ বিহার করিতে থাকে, তবে লোক অর্হত্গণ শূন্য হইবে না। হে সুভদ্র। উনত্রিশ বৎসর বয়সে যে আমি প্রব্রজ্যা করিয়াছিলাম, কি কুশলান্বেষী হইয়া? যখন আমি প্রব্রজিত হইয়াছিলাম, সেই হইতে পংচাশ বত্সরের অধিক হইয়া গিয়াছে। হে সুভদ্র। ন্যায় ধর্মের (=সত্যধর্মের) প্রদেশবর্তী শ্রমণও ইহার বাহিরে নাই, (সুতরাং) প্রথম শ্রমণও

১। সংযুত্তনি, [৫ খং, ১১ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, [৪ খং, ৩৬১ পৃ]।
২। দীঘনি, মহালিসুত্ত (৬) [১ খং

নাই, দ্বিতীয় শ্রমণও নাই, তৃতীয় শ্রমণও নাই; (এবং) চতুর্থ শ্রমণও নাই, অপর প্রবাদসমূহ নিশ্চয় শ্রমণশূন্য।"[1]

সেই কারণে বৌদ্ধ আর্য অষ্টাংগিক মার্গকে বৌদ্ধশাস্ত্রে কখন কখন 'একযান' (=একমাত্র যান বা মার্গ) বলা হইয়াছে।[2]

পরংতু ইহা বলা উচিত্ যে, বুদ্ধের কোন কোন উক্তি হইতে মনে হয় যে নির্বাণ লাভের অপরাপর মার্গও আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন। যথা, 'মজ্ঝিমনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে বুদ্ধ পরিব্রাজক মাগংদিয়কে বলেন, "অমৃতের দিকে লইয়া যাওয়ার মার্গসমূহের মধ্যে আর্য অষ্টাংগিক মার্গ ক্ষেমময়।"[3] তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে নির্বাণ লাভের অষ্টাংগিক মার্গ ব্যতীত আরও অনেক মার্গ ছিল বলিয়া বুদ্ধ মানিতেন। তবে অপর মার্গসমূহ হইতে অষ্টাংগিক মার্গকে তিনি এই কারণে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন যে উহা ক্ষেমময়। অষ্টাংগিক মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব 'ধর্মপদে'ও খ্যাপিত হইয়াছে,

"মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাংগিক (মার্গ) শ্রেষ্ঠ। দর্শনের বিশুদ্ধির জন্য ইহাই একমাত্র মার্গ, অন্য (মার্গ) নাই। ইহাতে প্রতিপন্ন হইলেই তুমি দুঃখের অংত করিবে।"[4]

চার স্মৃতি প্রস্থান

আর্য অষ্টাংগিক মার্গের এক অংগ সম্যক্ স্মৃতিকে বা চার স্মৃতি প্রস্থান-কেই বুদ্ধ কখন কখন নির্বাণের একমাত্র সাধন বলিয়াছেন। যথা, তিনি কোন সময়ে ভিক্ষুগণকে বলেন যে নির্বাণলাভের অব্যবহিত পরে তিনি যখন অজপাল নিগ্রোধের নীচে বসিয়া সমাধিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই ভাব উপস্থিত হয় যে,—

"এই যে চারি স্মৃতি প্রস্থান, উহারা সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরি-

১। দীঘনি, মহাপরিনিব্বানসুত্ত (১৬) [২ খং], আরও দ্রষ্টব্য—মজ্‌ঝিমনি, চূলসীহনাদসুত্ত (১১) [১ খং, ৬৩-৪ পৃ]; অংগুত্তরনি, [২ খং, ২৩৮ পৃ]।

২। দ্রষ্টব্য—দীঘনি [২ খং, ২৯০ ও ৩১৫ পৃ]। ৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। ধম্মপদ, ২৭৩-৫ (২০।১-৩) আরও দ্রষ্টব্য

"একমেব ভবেদযানং মার্গমষ্টাংগিকং শিবং।"

—(লংকাবতারসূত্র, ৩।১১০-২)

দেবনের সমতিক্রমণের জন্য, দুঃখ দৌর্মনস্যের অস্তগমনের জন্য, ন্যায়ের অধিগমের জন্য, নির্বাণের সাক্ষাত্কারের জন্য একায়ন মার্গ।"

ব্রহ্মা সহংপতি তাঁহার ঐ মনোভাব জানিতে পারেন এবং তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া উহাকে সমর্থন করেন।[১] অন্য সময়ে তিনি চার স্মৃতি প্রস্থানের আরও এই বলিয়া অতি প্রশংসা করেন যে

"হে ভিক্ষুগণ। যে কোন সত্ত্ব এই চার স্মৃতি প্রস্থানকে এই প্রকারে সাত বছর ভাবনা করে, তাহার দুই ফলের অন্যতর ফল প্রতিলাভ হয়,—এই জন্মেই আজ্ঞা, অথবা, উপাধি শেষ থাকিলে, অনাগামীতা। হে ভিক্ষুগণ। থাকুক সাত বছর, যে কোন সত্ত্ব এই চার স্মৃতি প্রস্থানকে এই প্রকারে ছয় বছর ভাবনা করে, তাহার দুই ফলের অন্যতর ফল প্রতিলাভ হয়,—এই জন্মেই আজ্ঞা, অথবা উপাধি শেষ থাকিলে, অনাগামীতা।০ পাঁচ বছর ০।০ চার বছর ০।০ তিন বছর ০।০ দুই বছর ০।০ এক বছর ০।০ সাত মাস ০।০ ছয় মাস ০।০ পাঁচ মাস ০।০ চার মাস ০।০ তিন মাস ০।০ দুই মাস ০।০ এক মাস ০।০ অর্ধমাস ০। হে ভিক্ষুগণ। থাকুক অর্ধমাস, যে কোন সত্ত্ব এই চার স্মৃতি প্রস্থানকে এই প্রকারে এক সপ্তাহ ভাবনা করে, উহার দুই ফলের অন্যতর ফল প্রতিলাভ হয়,—এই জন্মেই আজ্ঞা, অথবা, উপাধি শেষ থাকিলে, অনাগামিতা।"[২]

সকুলদায়ী পরিব্রাজককে বুদ্ধ বলেন,

"তাহাতে (অর্থাত্ চার স্মৃতি-প্রস্থানের ভাবনা দ্বারা) আমার বহু শ্রাবক অভিজ্ঞা-ব্যবসান-প্রাপ্ত, অভিজ্ঞা-পারমিতা-প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।"[৩]

ভিক্ষু অনিরুদ্ধ ঘোষণা করেন যে চার স্মৃতি প্রস্থানকে "ভাবিত, বহুলীকৃত-করিয়া" তিনি অনেক প্রকার ঋদ্ধি লাভ করেন, যথা—

(১) "কল্পসহস্রকে অনুস্মরণ করি,"

১। সংযুত্তনি, সতিপট্ঠানসংযুত্ত, নালংদাবগ্গ, ব্রহ্মা (৪৭।১৮।১-) [৫ খং, ১৬৭—পৃ]; ঐ, ঐ, অমতবগ্গ, মগ্গ (৪৭।৪৩।১-) [৫ খং, ১৮২-৬ পৃ]; ঐ, ঐ, অম্বপালিবগ্গ (৪৭।৩, ৫) [৫ খং, ১৪১ পৃ]।

২। দীঘনি, মহাসতিপট্ঠানসুত্ত (২২) [২ খং, ৩১৪-৫ পৃ]; মজ্ঝিমনি, সতিপট্ঠানসুত্ত (১০) [১ খং, ৬২-৩ পৃ]।

৩। মজ্ঝিমনি, মহাসকুলউদায়ীসুত্ত (৭৭) [২ খং, ১১ পৃ]।

(২) অনেকবিহিত ইদ্‌ধিবিধ প্রত্যনুভব করি,—এক হইয়াও বহু হই, ... যাবত্ ব্রহ্মলোককেও কায় দ্বারা বশবর্তী করি।"[১]

এইরূপে দেখা যায় চার স্মৃতি প্রস্থানের ভাবনা দ্বারা যেমন নির্বাণ লাভ হয়, তেমন অনেকবিধ ঋদ্‌ধিও লাভ হয়। সেই কারণে অনেক ভিক্ষু সতত উহাদিগকে ভাবনা করিতেন।

কংদরক পরিব্রাজককে বুদ্‌ধ বলেন

"হে কংদরক। এই ভিক্ষুসংঘে নিরংতর শীল (—যুক্ত), নিরংতর (সু—) বৃত্তি (—যুক্ত), সংতোষী, সংতোষ-বৃত্তি-যুক্ত শৈক্ষও আছে, যাহারা চারি স্মৃতি-প্রস্থানে স্থির-চিত্ত হইয়া বিহার করে।" ইত্যাদি।[২]

কোন কোন গৃহস্থও উহাদের অভ্যাস করিত। যথা, পেশ্র হস্ত্যারোহপুত্র বুদ্‌ধকে বলেন,

"শ্বেতবস্ত্রধারী গৃহী আমরাও সময় সময় এই চারি স্মৃতি-প্রস্থানসমূহে চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করত বিহার করি।" ইত্যাদি।[২]

আয়ুষ্মান চুংদকে বুদ্‌ধ বলেন

"হে চুংদ। পূর্বাংত এবং অপরাংত সংবংধ এই দৃষ্টিসমূহকে প্রহাণার্থ, সমতিক্রমনার্থ ই, আমি এই প্রকার চার স্মৃতি প্রস্থানের উপদেশ প্রজ্ঞাপন করিয়াছি।"[৩]

সুতরাং, তাঁহার মতে, চার স্মৃতি প্রস্থানকে ভাবিত বহুলীকৃত করিলে জীব ও জগত্ বিষয়ে কোন দৃষ্টি থাকে না।

কায়গত স্মৃতি

বুদ্‌ধ কখন কখন কায়গত স্মৃতিকে অতি প্রাধান্য দিয়াছেন, বলিয়াছেন মাত্র ঐ একধর্ম "ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে মহান্ সংবেগার্থ সম্যক্ হয়, মহান্ অর্থের জন্য সম্যক্ হয়, মহান্ যোগক্ষেমার্থ সম্যক্ হয়, স্মৃতি-সংপ্রজন্যার্থ সম্যক্ হয়, জ্ঞানদর্শন প্রতিলাভার্থ সম্যক্ হয়, দৃষ্টধর্ম সুখ বিহারার্থ সম্যক্ হয়, বিদ্যা বিমুক্তিফল সাক্ষাত্কারার্থ সম্যক্ হয়।"

১। সংযুত্তনি, অনুরুদ্‌ধসংযুত্ত (৫২।১১-) [৫ খং, ৩০৫- পৃ]।
২। মজ্‌ঝিমনি, কংদকসুত্ত (৫১) [১ খং, ৩৩৯-৩৪০ পৃ]।
৩। দীঘনি, পাসাদিকসুত্ত (২৯) [৩ খং, ১৪১ পৃ]।

কিসের অভাবিতত্ব? ৪ স্মৃতি প্রস্থানের, ৪ সম্যক্ প্রধানের, ৪ ঋদ্ধিপাদের, ৫ ইন্দ্রিয়ের, ৫ বলের, ৭ বোধ্যংগের, এবং আর্য অষ্টাংগিকমার্গের।" ইত্যাদি। যে, ভিক্ষু উহাদিগকে ভাবনা ব্যতীত অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি লাভের আশা করে, সে, বুদ্ধ বলেন, সেই ব্যক্তির সদৃশ যে তাপ-প্রদায়ক মুর্গী ব্যতীত ডিম ফুটিবার আশা করে।[১]

বোধ্যংগ

সাইত্রিশ বোধিপাক্ষিক ধর্মসমূহের একাংশ সাত বোধ্যংগকেই বুদ্ধ কখন কখন নির্বাণের সাধন বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সাত বোধ্যংগ "ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে তিন বিদ্যা পরিপূর্ণ হয়,'—১) পূর্বনিবাসানুস্মৃতি, (২) প্রাণী-চ্যুতি-উৎপাদ-জ্ঞান এবং (৩) আস্রবক্ষয়জ্ঞান।[২] সাত বোধ্যংগই 'অসংখতগামি মগ্‌গো" ("অসংস্কৃতগামী মার্গ")।[৩] আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে বুদ্ধ বলেন,

"হে কাশ্যপ। এই সপ্ত বোধ্যংগ মৎকর্তৃক সম্যক্ আখ্যাত হইয়াছে, (যেগুলি) ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে অভিজ্ঞার্থ, সংবোধার্থ, নির্বাণার্থ সম্যক্ হয়।" ইত্যাদি।[৪]

কুণ্ডলীয় পরিব্রাজক কোন সময়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে গৌতম। কতিপয় ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে বিদ্যাবিমুক্তি পরিপূরণ করে?" বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে কুণ্ডলীয়! সাত বোধ্যংগ ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে বিদ্যাবিমুক্তি পরিপূরণ করে।'

ঐ সময়ে কুণ্ডলীয়ের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ ইহাও বলেন যে চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত বহুলীকৃত হইলে সাত বোধ্যংগকে পরিপূরণ করে, কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত ও মনো-সুচরিত,—এই তিন সুচরিত ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে

১। অংগুত্তরনি, সত্তকনিপাত, মহাবগ্গ (৬৭।১০) [৪ খং, ১২৫ পৃ]।

২। অংগুত্তরনি, দশকনিপাত, সমণসঞ্ঞবগ্গ (১০২) [৫ খং ২১১ পৃ]।

৩। সংযুত্তনি, [৪ খং, ৩৬১ পৃ]

৪। সংযুত্তনি, বোজ্ঝংগসংযুত্ত, গিলান (৪৬।১৪) [৫ খং, ৮০ পৃ]; আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, (৪৬।১৬।১০) [৫ খং, ৮১-২ পৃ]।

চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে পরিপূরণ করে; এবং ইংদ্রিয়-সংবর ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে তিন সুচরিতকে পরিপূরণ করে।[১] অন্য সময়ে বুদ্ধ বলেন, আনাপান স্মৃতি সাত বোধ্যংগের সহায়ক।[২]

যেমন সংজ্ঞা হইতে অনায়াসে বুঝা যায়, তেমন বুদ্ধ স্পষ্ট বাক্যেও বলিয়াছেন,

"বোধায় সংবত্তংতীতি খো ভিক্খু। তস্মা বোজ্ঝংগাতি বুচ্চংতি।"[৩]

বোধ্যংগ-ভাবনা দ্বারা যে কেবল সংসার-রোগ হইতেই মুক্তি লাভ হয়, তাহা নহে, শারীরিক রোগ হইতেও মুক্তি হয়। যথা,—(১) আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কোন সময়ে পিপ্পলী গুহাতে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে দেখিতে যান এবং সাত বোধ্যংগের কথা বলেন, তাহাতে মহাকাশ্যপ প্রসন্ন হন এবং বোধ্যংগের ভাবনা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হন।[৪] (২) আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন যখন কঠিন রোগে আক্রাংত হন তখন বুদ্ধ তাঁহার ও নিকটে গিয়া সেই উপদেশ করেন, এবং তিনিও সেই প্রকারে রোগ-মুক্ত হন।[৫] (৩) এক সময়ে বুদ্ধ স্বয়ং যখন কলংদক-নিবাপে রোগগ্রস্ত ছিলেন, আয়ুষ্মান মহা চুংদ তাঁহাকে দেখিতে যান এবং সাত বোধ্যংগের আলোচনা করেন। তাহাতে বুদ্ধ সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করেন।[৬]

অপর সাধন

বুদ্ধ বলেন যে নির্বাণ লাভের অপর সাধনাও আছে। যথা, 'সংযুত্তনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে উপরে উক্তগুলি ব্যতীত এইগুলিও "অসংস্কৃত-গামী মার্গ" (অসংস্কৃত = নির্বাণ) (১) শমথ এবং বিপশ্যনা, (২) "সবিতর্ক-সবিচার সমাধি, অবিতর্ক-বিচারমাত্র সমাধি এবং অবিতর্ক-অবিচার সমাধি" , (৩) "শূন্যত সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি এবং অপ্রণিহিত সমাধি," (৪) চারি ঋদ্ধি-পাদ , (৫) পংচ

১। সংযুত্তনি, কংডলী (৪৬।৬) [৫ খং, ৭৩-৫ পৃ]।
২। ঐ, [৫ খং, ৩১২ পৃ]।
৩। ঐ, [৫ খং, ৮৩ পৃ]
৪। সংযুত্তনি, [৫ খং, ৭৯-৮০ পৃ], ৫। ঐ, [৪ খং, ৮০ পৃ]
৬। ঐ, [৫ খং, ৮১ পৃ]

ইংন্দ্রিয় ও (৬) পংচ বল।[১] তিনি পরে বলেন যে শমথ বিপশ্যনা, প্রভৃতির প্রত্যেকেই "অসংস্কৃতগামী মার্গ"।[২]

প্রজ্ঞা

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বুদ্ধের মতে বিদ্যা বা প্রজ্ঞা লাভ হইলেই আস্রব সমূহের ক্ষয় হয় এবং অবিদ্যা সম্যক্ বিনষ্ট হয়।[৩] সুতরাং বিদ্যা বা প্রজ্ঞাই নির্বাণের প্রকৃষ্ট সাধন। তাই কথিত হয় যে "নিব্বানং এব অজ্ঝগমুং সপঞ্ঞা" ('প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই নির্বাণ অধিগত হয়'),[৪] "নিব্বানাভিরতো পঞ্ঞা" ('প্রজ্ঞাই নির্বাণে অভিরত')।[৫]

"অনুপুব্বেন নিব্বানং অধিগচ্ছংতি পংডিতা"[৬]

'পণ্ডিতগণ ক্রমে নির্বাণে অধিগমন করে।'[৭]

"ভিক্খু পণিহিতেন চিত্তেন অবিজ্জং ভেচ্ছতি বিজ্জং উপ্পাদেস্সতি নিব্বানং সচ্ছিকবিস্সতি।"[৮]

'ভিক্ষু প্রণিহিতচিত্তে অবিদ্যাকে বিনাশ করিবে, বিদ্যাকে উত্পাদন করিবে এবং নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করিবে।'

সামান্য সাধন

বুদ্ধকে কোন সময়ে জিজ্ঞাসা করা হয়,

"ভিক্ষু কোন প্রকারে দেখিয়া লোকে কিছুকেই উপাদান না করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হয়?"[৯] তিনি উত্তর করেন,

"আমি মংতা"[১০]—ইহাই প্রপংচ-সংখ্যার মূল। (সুতরাং তাহাকে) সম্যক্

১। সংযুত্তনি, [৪ খং, ৩৫৯-৩৬১ পৃ]

২। ঐ, [৪ খং, ৩৬২- পৃ]   ৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪। সংযুত্তনি, [১ খং ২২ পৃ]   ৫। ঐ, [১ খং, ৩৮ পৃ]

৬। অংগুত্তরণি, [১ খং, ১৬২ পৃ]

৭। আরও দ্রষ্টব্য—"নিপকা অসেসং পরিনিব্বংতি।" (ইতিবুত্তক, ৯৩.)

৮। অংগুত্তরণি, [১ খং, ৮ পৃ]

৯। সুত্তনিপাত, ৯১৫ (তুবটক-সুত্ত, ১)

১০। চুল্লনিদ্দেসে' (৪৯৭ পৃ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে "মংতা বুচ্চতি পঞ্ঞা"। বুদ্ধঘোষও এক স্থলে বলিয়াছেন, মংতা=পঞ্ঞা। (সুত্তনিপাত, ২০৪ টীকা)

উপরুদ্ধ করিবে। যাহা কিছু অধ্যাত্ম তৃষ্ণা উহাদের বিনয় সদা স্মৃতিমান থাকিয়া শিখিবে।

"যাহা কিছু ধর্ম, অধ্যাত্ম কিংবা বাহ্য, সেই সকলকে অভিজ্ঞাত হইবে। (পরন্তু) তাহার কারণে অভিমান করিবে না। কেননা, উহা সন্তগণ-কথিত নির্বৃতি (বা শান্তি)[১] নহে।

"তাহার কারণে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর, নীচতর কিংবা সমকক্ষ মনে করিবে না। অনেকরূপে স্পৃষ্ট হইয়াও আত্মাকে বিকল্পনা না করিয়া স্থিত থাকিবে।

"উপশম নিশ্চয়ই অধ্যাত্ম। ভিক্ষু শান্তিকে অন্যত্র অন্বেষণ করিবেন না। অধ্যাত্ম (=রাগদ্বেষমোহাদি) উপশান্তের আত্মা (=শাশ্বতদৃষ্টির গ্রাহ্য) থাকে না, সুতরাং নিরাত্মা (=উচ্ছেদদৃষ্টি বা ত্যাজ্য) কোথা হইতে থাকিবে?"[২]

"যেমন সমুদ্রের মধ্যভাগে ঊর্মি উৎপন্ন হয়, উহা স্থিরই থাকে, ভিক্ষু ঐ প্রকারে স্থির এবং তৃষ্ণা বিহীন থাকিবে, কিছুতেই উৎসেধ করিবে না।"[৩]

উপশান্তের লক্ষণ

ইহা সর্বত্র সাধারণ নিয়ম যে সিদ্ধের যাহা যাহা লক্ষণ, তৎসমস্তই সাধকের সাধ্য। তদনুসারে ইহা বলা যায় যে নির্বাণ-প্রাপ্তের লক্ষণসমূহ নির্বাণাভিলাষীর সাধ্য, এবং সেইগুলিকে উপার্জন করাই নির্বাণের প্রকৃষ্ট সাধন। তাই নির্বাণাভিলাষীকে নির্বাণ-প্রাপ্তের লক্ষণসমূহ সম্যক্ জানিতে হইবে।

ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বৌদ্ধধর্মে নির্বাণকে "শান্তপদ", "শান্তি-বর-পদ" বলা হয়, কথিত হয় যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী "শান্ত পদে অধিগমন করে",

---

১। "সন্তী তি নিব্বুতিং ঞাত্বা" (সুত্তনিপাত, ৯৩৩)।

২। 'মহানিদ্দেশে' (৩৫২ পৃ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, অজ্ঝত্তং=রাগদ্বেষমোহাদি; "অত্তা তি সস্সত-দিট্ঠি ন অত্থি, নিরত্তা তি উচ্ছেদ-দিট্ঠিং ন অত্থি, অত্তা তি গহিতং ন অত্থি, নিরত্তা তি মুংচিতব্বং ন অত্থি। যস্স ন অত্থি গহিতং, তস্স ন অত্থি মুংচিতব্বং, যস্স ন অত্থি মুংচিতব্বং, তস্স ন অত্থি গহিতং; গহন-মুংচনং সমতিক্কন্তো অরহা বুদ্ধিং পরিহানিং বীতিবত্তো। সো বুট্ঠ-বাসো চিণ্ণ-চরণো... পে...ন অত্থি তস্স পুনব্ভবো তি।"

৩। সুত্তনিপাত, ৯১৬-২০ (তুবটক-সুত্ত, ২-৬)

"পরম শাংতি লাভ করে এবং পরিনির্বাণ লাভ কবে।"[১] ভিক্ষুদিগের, তথা ভিক্ষুণীদিগেব কেহ কেহও বলিয়াছেন যে তাঁহাবা "উপশাংত এবং নির্বৃত (বা নির্বাণ-প্রাপ্ত)" হইযাছেন।[২] তাহাতে ইহা জিজ্ঞাসা কবা যায়, উপশাংত এবং নির্বৃতেব লক্ষণ কি? 'সুত্তনিপাতে' বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান বুদ্ধকে কোন সময় জিজ্ঞাসা কবা হয়,

"কথংদর্শী এবং কথংশীল (অর্থাত্ কি প্রকাব দৃষ্টি সংপন্ন এবং কি প্রকাব শীল সংপন্ন ব্যক্তি) 'উপশাংত' বলিয়া উক্ত হন?"[৩]

বুদ্ধ উত্তব কবেন,

"যে (কাযের) ভেদেব পূর্বে বীত-তৃষ্ণ (হয়), (সুতবাং) পূর্বে এবং অংতে নিশ্রিত নহে, মধ্যেও উপসংক্রমণশীল নহে, তাহাব পুরস্কৃত নাই।

"যে অক্রোধন, অসংত্রাসী, অবিকত্থী, অকুকৃত, মংত্রভানী (=নিপুণ-বক্তা), অনুদ্ধত, বাক্-যত, সে মুনি।

"যে অনাগতে আসক্তি রহিত, অতীতকে অনুশোচনা করে না, স্পর্শসমূহে বিবেকদর্শী এবং দৃষ্টিসমূহে নির্গমন করে না।

"যে প্রতিলীন, অকুহক, অনাকাঙ্ক্ষী, অমত্সবী, অপ্রগল্ভ, অজুগুপ্স, এবং পৈশুন্যে যুক্ত নহে।

"যে সাতবস্তুসমূহে (কামগুণসমূহে) তৃষ্ণা-সংস্তব-বিরহিত, অতিমানে যুক্ত নহে, নম্র এবং প্রতিভাবান, (অতি) শ্রদ্ধ নহে, বিবক্তও নহে।

"যে লাভকামনায় শিক্ষা কবে না, অলাভে কুপিত হয় না, তৃষ্ণাব অবিরুদ্ধ (=অব্যাহত), বসে অনুগৃদ্ধ নহে।

"যে উপেক্ষক, সদা স্মৃতিমান, ইহজগতে (কাহাকেও যে নিজেব) সম, (নিজ হইতে) বিশিষ্ট কিংবা হীন মনে কবে না।

"যাহার নিশ্রয়তা নাই, ধর্মকে জ্ঞাত হইয়া যে অনিশ্রিত হইযাছে, ভবে কিংবা বিভবে যাহার তৃষ্ণা নাই।

"কামসমূহে অপেক্ষা-বিবহিত তাহাকে আমি 'উপশাংত' বলি। তাহার গ্রংথিসমূহ নাই। সে বিসক্তিকে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ২। দ্রষ্টব্য—

৩। সুত্তনিপাত, ৮৪৮ (পুরাভেদসুত্ত, ১)

"তাহার পুত্র নাই, পশু নাই, ক্ষেত্র নাই, বস্তু নাই। তাহাতে আত্মা কিংবা নিরাত্মা উপলব্ধ হয় না।[১]

"পৃথক্ জনগণ কিংবা শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ যাহা হেতু নিন্দা করিতে পারে উহা তাহার পুরস্কৃত নহে। সেই হেতু অপবাদ হইলে সে কম্পিত হয় না।

"মুনি বীতলোভ, অমৎসরী। নিজেকে উচ্চে বলে না, সমেও না, নীচেও না, তিনি কল্পে আসেন না,—কল্পাতীত।

"যাহার লোকে স্বক (কিছু) নাই, এবং না থাকিলেও যে অনুশোচনা করে না; এবং ধর্মসমূহে যে গমন করে না, সে নিশ্চয় শান্ত বলিয়া উক্ত হয়।"[২]

ধোন

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে অর্হত্‌কে 'ধোন' বলা হয়।[৩] 'সুত্তনিপাতে' আছে,—

"লোকের কোথাও ভবাভবসমূহে[৪] প্রকল্পিত দৃষ্টি ধোনের নিশ্চয় নাই। ধোন মায়া এবং মান পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কি কারণে গমন করিবেন? তিনি অনুপয়[৫] (অর্থাৎ তিনি কোন দৃষ্টিতে উপগত নহে, কোন দৃষ্টিকে গ্রহণ করেন নাই, কোন দৃষ্টিতে আসক্ত নহেন)।"

১। 'মহানিদ্দেশে' (২৪৭ পৃ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে আত্মা=শাশ্বতদৃষ্টি, গ্রাহ্য, নিরাত্মা=উচ্ছেদ দৃষ্টি, ত্যাজ্য। (৩৪৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য)।

২। সুত্তনিপাত, ৮৪৯-৮৬১ (পুরাভেদসুত্ত, ২-১৪) আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ৯৪০—(অত্ত-দণ্ড-সুত্ত,৬-)।

৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪। 'ভবাভবসমূহে' অর্থাৎ ভবাভবে, কর্মভবে, পুনর্ভবে, কাম-ভবে, কর্ম-ভবে, কাম-ভব পুনর্ভবে; রূপ-ভবে কর্ম-ভবে, রূপ-ভবে পুনর্ভবে; অরূপ-ভবে কর্ম-ভবে, অরূপভবে পুনর্ভবে, পুনঃপুনঃভবে, পুনঃপুনঃ গতিতে, পুনঃপুনঃ উৎপত্তি, পুনঃপুনঃ প্রতিসংধিতে, আত্মভাবাভিনির্বৃত্তিতে।" (মহানিদ্দেশে, ৩৭ [৭৯ পৃ])।

৫। অনুপয=ন+উপয। 'উপয' শব্দের অর্থ (উপ+ই) 'উপগমন অর্থাৎ গ্রহণ, আসক্তি। তাহা হইতে যে কোন দৃষ্টিতে উপগমন করে, উপগত হয়, অর্থাৎ উহাকে গ্রহণ করে এবং উহাতে আসক্ত হয়, তাহাকেও 'উপয়' বলা হয়। সুতরাং যে কোন দৃষ্টিকে গ্রহণ করে না, কোন দৃষ্টিতে আসক্ত নহে, সে 'অনুপয়'। 'মহানিদ্দেসে' বিবৃত হইয়াছে যে "'উপয়'=উপগমন, গ্রহণ দুইটি,-তৃষ্ণা-উপয় এবং দৃষ্টি-উপয়।" (৩৮, ৮১ পৃ) পরে আছে, "পরিগ্রহ দুইটি, তৃষ্ণা-পরিগ্রহ এবং দৃষ্টি-পরিগ্রহ"। (৬।২; ১২২ পৃ)।

"উপর নিশ্চয় ধর্মসমূহ বিষয়ে বাদে উপগমন করে। অনুরূপ কাহার সহিত কি প্রকারে (বা কি লইয়া) বাদ করিবেন? কেননা, তাঁহার আত্মা ও নিরাত্মা নাই,[১] যেহেতু তিনি ইহসংসারে সমস্ত দৃষ্টিকে ধুইয়া ফেলিয়াছেন।"[২]

যেমন বুদ্ধ বলেন যে কোন বিষয়ে কোন দৃষ্টি তিনি রাখেন না, তেমন ধ্যান বা অর্হত্ও রাখেন না। তাই তিনি কাহারও সহিত কোন বিষয়ে বাদ-বিবাদ করেন না।[৩]

"আত্মাকে পরিত্যাগ করত, উপাদানবান না হইয়া, তিনি জ্ঞানেও নিশ্রয় করেন না। তিনি বিরত্তদিগের (বিবিধ পথে কিংবা তাঁহার হইতে বিপরীত বা ভিন্ন পথে প্রবর্তনশীলদিগের) বর্গানুসারী নিশ্চয় হন না। কোন দৃষ্টিতে তিনি গমন করেন না।[৪]

কালাপেক্ষা

সোপধিশেষ-নির্বাণ-প্রাপ্ত ব্যক্তি সংবংধে বুদ্ধ বলেন যে "তাঁহার পংচেংদ্রিয়সমূহ নিশ্চয় স্থিত থাকে। উহাদের অবিঘাত হেতু সে প্রিয়-অপ্রিয় প্রত্যনুভব করে, সুখ-দুঃখ প্রতি-সংবেদন করে।"[৫] স্থবির নাগসেন বলেন যে বুদ্ধের মতে "সে এক বেদনকে জানে (=অনুভব করে),—কায়িক, চেতসিক নহে।"[৬] বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখা যায়, সোপধিশেষ-নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু-দিগের কেহ কেহ অতীব কঠিন রোগে আক্রাংত হন, কঠোর রোগযংত্রণা

১। 'মহানিদ্দেসে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, "আত্মা অর্থাত্ শাশ্বত-দৃষ্টি নাই, নিরাত্মা অর্থাত্ উচ্ছেদ-দৃষ্টি নাই; আত্মা অর্থাত্ গৃহীত নাই, নিরাত্মা অর্থাত্ মুংচিতব্য নাই, যাহার গৃহীত আছে, তাহার মুংচিতব্য আছে, যাহার মুংচিতব্য আছে তাহার গৃহীত আছে; অর্হত্ গ্রহণ-মুংচনকে সমতিক্রাংত, বৃদ্ধি-পরিহানিকে বীতিবর্ত।" (৩৮, ৮১ পৃ); ১০।১১ (২৪৮ পৃ), ১৪।৫ ৩৭২ পৃ) 'অত্তা (বা আত্মা) শব্দের অপর অর্থও 'মহানিদ্দেসে' পাওয়া যায়। যথা "অত্তা বুচ্চংতি দিট্ঠিগতং; অত্তনো দিট্ঠিয়া" ইত্যাদি (৭৩, ১০৪ পৃ), 'অত্তং=অত্ত-দিট্ঠিং, অত্তগ্গহং (১৩০ পৃ)।

২। সুত্তনিপাত, ৭৮৬-৭ (দুট্ঠট্ঠক-সুত্ত ৭-৮)

৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪। 'সুত্তনিপাত', ৮০০ (পরমট্ঠকসুত্ত, ৫-)

৫। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৬। 'মিলিংদপ্রশ্ন' [ট্রেংক্নের সং, ৪৪ পৃ]

ভোগ কবেন। স্বয়ং ভগবান বুদ্ধও কখন কখন বোগেব যংত্রণা ভোগ কবেন। গোধিক, বক্কলি প্রভৃতি কোন কোন অর্হত্ বোগেব যংত্রণায় অতীব কাতব হইয়া শস্ত্রাঘাতে দেহকে নিপাত কবিয়া পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তখন প্রশ্ন কবা যায, অর্হত্ কেন অপ্রিয় প্রত্যনুভব কবিতে থাকেন, দুঃখ প্রতিসংবেদন কবিতে থাকেন? দুঃখ যংত্রণাব অংত কবিতে উপধিকে পবিত্যাগ করেন না কেন, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন না কেন? 'মিলিংদপ্রশ্নে' দেখা যায, বাজা মিলিংদ ভিক্ষু নাগসেনকে বস্তুতই সেইপ্রকাব প্রশ্ন করেন।

"হে ভংতে নাগসেন। যিনি দুঃখ বেদনকে অনুভব করেন, তিনি কেন পবিনির্বাণ প্রাপ্ত হন না?" নাগসেন উত্তব কবেন,

"হে মহাবাজ। অর্হদ্গণেব অনুনয় কিংবা প্রতিঘ নাই। অর্হদ্গণ, পংডিতগণ অপক্ককে পাতিত কবেন না, পবিপাকে আনয়ন কবেন না। হে মহাবাজ! ধর্মসেনাপতি স্থবিব শাবিপুত্র কর্তৃক ইহা ভাষিতও হইয়াছে,—

"নাভিনংদামি মবণং নাভিনংদামি জীবিতং।
কালং চ পটিকংখামি নিব্বিসং ভতকো যথা॥
নাভিনংদামি মবণং নাভিনংদামি জীবিতং।
কালং চ পটিকংখামি সংপজানো প্রতিস্সতো তি।"[১]

'আমি মবণকে অভিনংদন কবি না, জীবিতকেও অভিনংদন কবি না। আমি কার্লের প্রতীক্ষা করি, যেমন ভৃত্য নির্দেশেব। আমি মরণকেও অভিনংদন কবি না, জীবিতকেও অভিনংদন কবি না। আমি সংপ্রজন্য এবং প্রতি-স্মৃতি-যুক্ত হইয়া কালেব প্রতীক্ষা কবি।"[২]

'থেবগাথা'য় দেখা যায়, আবও অনেক স্থবিব ঠিক ঐ প্রকাব বলিয়াছেন।[৩] উঁহাদের সকলেই তাঁহাদেব স্বোক্তি মতে, কৃতকৃত্য এবং অনাস্রব ছিলেন।[৪]

১। 'থেবগাথা'য় (১০০২-৩) শাবিপুত্রেব উক্তিব পাঠ কিংচিত্ ভিন্ন। নাগসেন বৃত বচনেব প্রথম শ্লোক 'থেবগাথা'য দ্বিতীয় শ্লোক; নাগসেনেব বচনেব দ্বিতীয় শ্লোকের 'কালং চ পটিকংখামি' স্থলে তথায 'নিক্খিপিস্সং ইমং কায়ং' পাঠ আছে।

২। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং, ৪৫ পৃ]

৩। থেরগাথা, ৬০৬-৭ (সংকিচ্চথেব), ৬৫৪-৫ (বেরত থেব), ৬৮৫-৬ (অঞ্ঞাকোণ্ডঞ্ঞ-থেব)।

৪। ঐ, ৬০৪-৫; ৬৫৬-৭; ৬৮৪, ৬৮৭। আবও দ্রষ্টব্য—১১৮৫-৬ (মৌদ্গল্যায়ন)।

জীবনমুক্তকে যে মরণকে কিংবা জীবিতকে অভিনংদিত না করিয়াই কালকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে তাহা ভাগবতশাস্ত্রেও আছে। তন্মতে মনকে সতত ব্রহ্মে নিমগ্ন রাখিতে হইবে, শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে নাই। সুতরাং শরীরকে নিপাতিত করিতে বা মরিতেও ব্রহ্মজ্ঞের ইচ্ছা হয় না। উহা সুদীর্ঘদিন রাখিতেও তাঁহার ইচ্ছা হয় না। উহা দীর্ঘদিন থাকিয়া গেলেও তাঁহার হর্ষ হয় না।[১]

১। যথা দ্রষ্টব্য—

"একাকী চিংতয়েদ্‌ব্রহ্ম মনো-বাক্‌-কায়-কর্মভিঃ।
মৃত্যুং চ নাভিনংদেত জীবিতং বা কথংচন॥
কালমেব প্রতীক্ষেত যাবদায়ুঃ সমাপ্যতে।
নাভিনংদেত মরণং নাভিনংদেত জীবিতম্‌।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥"

—(নারদপরিব্রাজকোপনিষত্‌, ৩।৬০-১)

এই বচনের শেষের দুই পংক্তি অন্যত্রও পাওয়া যায়। (মনুস্মৃতি, ৬।৪৫)

তৃতীয় খণ্ড

রূপাংতর ও পরস্পর প্রভাব

রূপাংতর ও পরস্পর প্রভাব

যেমন ভাগবতধর্ম তেমন বৌদ্ধধর্মও কালক্রমে রূপাংতরিত হইতে হইতে বহু সংপ্রদায়ে এবং উপসংপ্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঐ ভেদ বুদ্ধের জীবনকালেই আরংভ হয় এবং ক্রমে বাড়িতে থাকে। তাঁহার পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে তাঁহার মূলধর্ম হইতে ক্রমে ক্রমে ১৭ সংপ্রদায় ও উপসংপ্রদায় নির্গত হয়।[১] সুতরাং তখন, বৌদ্ধধর্মের মূলকে লইয়া, সর্বসমেত ১৮ ভেদ হয়।[২]

'অংগুত্তরনিকায়ে'র তিন সূত্র 'ভংডন-সুত্ত' নামে অভিহিত হয়। উহাদিগেতে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধের জীবনকালেই তাঁহার শিষ্যগণের পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ হইত, একে অপরকে তীব্র নিংদাদি করিত।[৩]

পরিনির্বাণের স্বল্পকাল পূর্বে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে চারিটি "মহাপ্রদেশ" উপদেশ করেন।[৪] তাহা হইতে অনায়াসে বুঝা যায়—ধর্ম ও বিনয় সংবংধে বুদ্ধ কি কি উপদেশ করিয়াছিলেন আর কি কি উপদেশ করেন নাই, উহা লইয়া ভিক্ষুগণের মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ হইত। 'বিনয়পিটকে' তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে—

১। "পঠমে বস্সসতে ন অত্থি দুতিয়ে বস্সসতংতরে।
ভিন্না সত্তরস বাদা উপ্পন্না জিন সাসনে॥"

—(দীপবংস, ৫।৫৩)

২। ঐ, ৫।৫১

৩। "ভিক্খূ ভংডনজাতা কলহজাতা বিবাদাপন্না অঞ্ঞমঞ্ঞং মুখসত্তীহি বিতুদংতা।" —(অংগুত্তরণি, তিকনিপাত, কুসিনারাবগ্গ (৩।১২২) [১ খং, ২৭৫ পৃ]

"ভিক্খূ ভংডনকারকো কলহকারকো বিবাদকারকো ভস্সকারকো সংঘে অধিকরণকারকো।" —(ঐ, পংচকনিপাত, অক্কোসবগ্গ (৫।২১২) [৩ খং, ২৫২ পৃ]

"তেন খো পন সময়েন সংবহুলা ভিক্খূ পচ্ছাভত্তং পিংডপাতপটিক্কংতা উপট্ঠানসালায়াং সন্নিসিন্না সন্নিপাতিতা ভংডনজাতা কলহজাতা বিবাদাপন্না অঞ্ঞমঞ্ঞং মুখসত্তীহিবিতুদংতা বিহরংতি।"

—(ঐ, দসকনিপাত, অক্কোসবগ্গ (১০।৫০।১) [৫ খং, ৮৮-৯ পৃ]

৪। দীঘনি, মহাপরিনিব্বানসুত্ত (১৬) [২ খং, ১২৩- পৃ]; অংগুত্তরণি, চতুক্কনিপাত, সংচেতনিকবগ্গ (৪।১৮০।১-) [২ খং, ১৬৭- পৃ]।

"ভিক্ষু বিবাদ করে—ধর্ম কি অধর্ম, বিনয় কি অবিনয়; তথাগত কর্তৃক ভাষিত কি অভাষিত, তথাগত এই প্রথা আচরণ করিয়াছেন, কি করেন নাই" ইত্যাদি।

এইরূপে ভিক্ষুগণ শীল, দৃষ্টি, প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিবাদ করিত এবং পরস্পরকে দোষারোপ করিত।[১]

বুদ্ধ কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তিনি মৌখিক উপদেশ দিতেন মাত্র। তাঁহার প্রধান প্রধান ভিক্ষুগণ তাঁহার উপদেশকে শুনিতে শুনিতে কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। পরন্তু কণ্ঠস্থকৃত বিষয় সম্বন্ধে ভ্রম-প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালের অন্তরে ঐ সম্ভাবনা আরও বাড়িয়া যায়। তাহাতে বুদ্ধের উপদেশ বস্তুত কি, তাহা লইয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে স্বল্প-বিস্তর মতভেদ হইতে লাগিল। আবার বিভিন্ন উপদেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থলে প্রদত্ত হইয়াছিল। সকল প্রধান ভিক্ষুগণ অবশ্যই সর্বস্থলে উপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং বুদ্ধের সকল উপদেশ অবশ্যই শুনেন নাই। তাহাতে বুদ্ধের বচন সম্বন্ধে মতভেদ হইতে লাগিল। এইরূপে কোন কোন ধর্ম বিনয় বুদ্ধ কর্তৃক বিহিত, আর কোন কোন অবিহিত, তথা কোন কোন নিষিদ্ধ, তাহা লইয়া ভিক্ষুগণের মধ্যে মতভেদ হইতে লাগিল।

বিহিতের অপালন আর অবিহিতের তথা নিষিদ্ধের পালন লইয়াও ভিক্ষুগণের মধ্যে মতভেদ এবং দলাদলি হইতে লাগিল। যথা অশ্বজিত্ প্রভৃতি ছয়জন ভিক্ষু[২] এবং উহাদের অনুযায়ী ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণ বুদ্ধের বিনয়সমূহকে স্বল্পাধিক পালন করিতেন না। বুদ্ধ রাত্রিতে ভোজন নিষেধ করিয়াছিলেন। পরন্তু উঁহারা সকালে, সন্ধ্যায় এবং মধ্যাহ্নে তথা বিকালেও ভোজন করিতেন। উঁহাদের আরও অনেক বেশী দুরাচার ছিল।[৩] 'জাতকে' দেখা

১। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ৪।৩।১, ৩, ৪, ৫

২। ইহা বোধ হয় বলা উচিত্ হইবে যে ঐ ছয় জন ভিক্ষুর নাম সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 'বিনয়পিটক' অনুসারে উঁহাদের নাম অশ্বজিত্, পুনর্বসু, মৈত্রেয়, ভূমিজক, পাণ্ডুক এবং লোহিতক। 'সুত্তপিটকের মতে উঁহাদের নাম অশ্বক, পুনর্বসু, নন্দ, উপনন্দ, চন্দ্র এবং উদায়ী।

৩। "They used to grow flowers, make wreaths and garlands and send them to girls and women of respectable families and also to slave girls, to lie with such women, and disregard the precepts regarding eating at wrong time, using perfumes, visiting shows, singing and playing games

যায়,[১] বুদ্ধের সময়ে বহু ভিক্ষু বৈদ্যকর্ম, দৌত্য, বার্তাবহন, পদাতিকত্ব, পিংড-প্রতিপিংড, প্রভৃতি একবিংশতিবিধ অবিহিত এবং নিষিদ্ধ উপায়ে জীবনধারণ করিত। বুদ্ধ তাহাদিগকে ঐ প্রকারে নিষিদ্ধ উপায়ে জীবিকার্জনের মহাদোষ দেখাইয়া দেন এবং তাহা করিতে নিষেধ করেন।

বুদ্ধের পরিনির্বাণ হইলে ভিক্ষু সুভদ্র এই বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন যে, 'ইহা বিহিত উহা অবিহিত' এই বলিয়া বুদ্ধ তাহাদিগকে আর উত্‌পীড়িত করিবেন না, এখন তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়াছেন—যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা করিতে পারিবেন, আর যাহা ইচ্ছা হয় না তাহা করিবেন না।[২] সুভদ্র তাহা স্পষ্টত প্রকাশ করিয়াছিলেন, অপর কোন কোন ভিক্ষুরও মনে সেইভাব ছিল বোধ হয়, উঁহারা বুদ্ধের অনেক ছোটখাট নিয়মের প্রতি মনে মনে বিদ্রোহী হইতেছিলেন বোধ হয়। বুদ্ধ স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই পরিনির্বাণের পূর্বে অংতিম উপদেশে বলেন, 'আমার গমনের পর সংঘ ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ পরিত্যাগ করিবেক।'[৩]

ভিক্ষু দেবদত্ত বুদ্ধের জীবনকালেই বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার সমান বলিয়া দাবী করিতেন এবং পৃথক্ সংপ্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। যেই পাঁচ ধার্মিক নিয়মকে বুদ্ধ ইচ্ছা-পালনীয় রাখিয়াছিলেন, দেবদত্ত চাহেন যে, বুদ্ধ ঐগুলিকে অবশ্য পালনীয় বলিয়া বিধান করুক।[৪] বুদ্ধ অস্বীকার করাতে তিনি বিদ্রোহী হন এবং পৃথক সংঘ স্থাপন করেন।

'জাতকে' দেখা যায়, বুদ্ধের অপর কোন কোন শিষ্যও দেবদত্তের ন্যায়, তাঁহার জীবিতকালেই নিজেদিগকে তাঁহার সমান বলিয়া মনে করিতে থাকেন;

---

of various sorts Their abandoned ways of life won popularity for them, and virtuous monks, who did not belong to their group, were not welcomed by the people of the neighbourhood."

—(C Malalaseker, Dict Pali Proper Names, I, pp 225-6)

"শতপত্র জাতকে'র (২৭৯) মতে, "যে সমস্ত বিষয় ধর্মশাস্ত্রানুসারে মীমাংসিত হইয়াছে, ষড়বর্গীয়েরা সেই সকলের সংবংধে কুতর্ক উপস্থাপিত করিতেন।"

১। শতধর্ম-জাতক (১৭৯)

২। 'বিনয়পিটক' চুল্লবগ্‌গ, ১১।১; দীঘনি, মহাপরিনিব্‌বানসুত্‌ত (১৬) [২ খং, ১৬২ পৃ]।

৩। দীঘনি, মহাপরিনিব্‌বান-সুত্‌ত (১৬)। ৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এবং পৃথক সংপ্রদায় প্রবর্তন করেন। যথা, 'মূল-পর্যায়-জাতকে'র (২৪৫) নিদান কথায় আছে, "শুনা যায় তত্কালে ত্রিবেদ-বিশারদ পাঁচশত ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ-শাসনে প্রবিষ্ট হইয়া পিটক-ত্রয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কিংতু ইহাতে তাঁহারা মদোন্মত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'সম্যক্-সংবুদ্ধ পিটক তিনখানি জানেন, আমরাও তাহাতে ব্যুত্পন্ন হইয়াছি। আমাদের সহিত তাঁহার পার্থক্য কি?' তাঁহারা অতঃপর বুদ্ধোপাসনা ত্যাগ করিলেন এবং নিজেরাই শিষ্যের দল গড়িয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।"[১]

অন্যান্য কারণেও ভিক্ষুদিগের মধ্যে মতভেদ এবং সংপ্রদায়ভেদ হইতে থাকে। যথা, স্থবির পারাপারিয় লিখিয়াছেন, ভিক্ষুগণ

"সদ্ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে খংডন করিতে লাগিলেন। (ভিন্ন ভিন্ন) দৃষ্টিগত সমূহকে অনুগমন করিয়া (স্ব স্ব দৃষ্টিকে) 'ইহাই শ্রেষ্ঠ' বলিয়া মংডন করিতে লাগিলেন।"[২]

"কর্মত পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন, ধর্মত নহে। লাভেরই জন্য অপরকে ধর্ম উপদেশ করিতে লাগিলেন, (পরম) অর্থের (বা নির্বাণের) জন্য নহে।"[৩]

আসল কথা, ভিক্ষুগণের নানাপ্রকারে অতি বেশী অধঃপতন হয়। স্থবির পারাপারিয় তাহার বিশদ বর্ণনা লিখিয়াছেন।[৪] তাঁহারা শ্রামণ্যের সামান্য সামান্য বস্তুর জন্য অকৃত্যসমূহও নিষেবন করিতে লাগিলেন।[৫] "প্রতিবুদ্ধ হইয়া (সেই সকল) কথা বলিতে লাগিলেন, যে সকল কথা শাস্তা কর্তৃক গর্হিত হইয়াছিল।"[৬] "ভৈষজ্যসমূহে যথা বৈদ্যগণ, কৃত্যাকৃত্যসমূহে যথা গৃহীগণ, বেশভূষায় যথা গণিকাগণ, এবং ঈশ্বরে (অর্থাত্ প্রভুত্ব দেখাইতে) যথা ক্ষত্রিয়গণ।"[৭] স্থবির যুশ্শও ভিক্ষুগণের অধঃপতনের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ভিক্ষুগণ "অনাগত কালে বহু ক্রোধী, উপনাহী, ম্রক্ষী, শঠ এবং ঈর্ষাপরায়ণ, তথা নানাবাদী হইবেন। ... অবদাত স্বক-ধ্বজকে গর্হন করত তীর্থিকগণের ধ্বজকে ধারণ করিবেন।"[৮] 'জাতকে' ভিক্ষুগণের অধঃপতনের এই

১। জাতক, ঈশানচংদ্র ঘোষের বংগ ভাষাংতর, ২ খং, ১৬২ পৃ

২। থেরগাথা, ৯৩৩ ৩। ঐ, ৯৪২ ৪। থেরগাথা, ৯৩৩- ৫। ঐ ৯৩৪

৬। থেরগাথা, ৯৩৫ ৭। ঐ, ৯৩৯ ৮। থেরগাথা, ৯৫২, ৯৬৫

বর্ণনা পাওয়া যায়, 'ভিক্ষুরা একবিংশতি অবৈধ উপায়ে[১] জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল, তাহারা ভিক্ষুণী সংসর্গে বাস করিয়া পুত্র-কন্যা পরিবৃত হইল, ভিক্ষুরা ভিক্ষুধর্ম, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীধর্ম, উপাসকেরা উপাসক-ধর্ম, উপাসিকারা উপাসিকা-ধর্ম, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ-ধর্ম বিসর্জন করিল; অধিকাংশ লোকে দশবিধ অকুশল-ধর্মের পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং মৃত্যুর পর অপায়-ভোগীদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল।'[২] শ্রমণগণ "কৃষিবৃত্তি" এবং "ভিক্ষালব্ধ ধন দ্বারা ঋণদান-বৃত্তি"ও করিতে লাগিলেন এবং ভিক্ষুণীগণ "গৃহমধ্যে ইংদ্রিয় সেবন করিতে লাগিলেন।"[৩] কথিত হইয়াছে যে পুরাকালে সম্যক্-সংবুদ্ধ কাশ্যপের পরিনির্বাণের দীর্ঘকাল পরে বুদ্ধ-শাসন শিথিল হইয়া পড়ে, তখন ঐ প্রকার ঘটে! গৌতম বুদ্ধের পরেও ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল মনে করিলে অন্যায় হইবে না।

ঐ প্রকারের অধঃপতনের দশায় কোন কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন ভিক্ষু যে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্ব স্ব মতের (বা কুমতের) এবং কৃত্যের (বা কুকৃত্যের) পোষণ করিয়া স্ব স্ব দল গড়িয়া তুলিবেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বুদ্ধ কোন সময়ে বলেন, চারি প্রয়োজন বশত ভিক্ষু সংঘভেদ করে। ভিক্ষু স্বয়ং (১) দুঃশীল, কিংবা (২) মিথ্যা-দৃষ্টিক, কিংবা (৩) মিথ্যা-আজীব হইয়া অপর সত্-প্রকৃতির ভিক্ষুগণের নিংদার পাত্র হয়। উহা হইতে কথংচিত্ বাঁচিবার প্রয়োজনে সে স্বকর্মের সমর্থক ভিক্ষু লইয়া আপনার দল গড়িয়া তুলে। অথবা (৪) "লাভ-কাম, সত্কার-কাম এবং অনবজ্ঞপ্তিকাম হইয়া নিজের দল গড়ে।"[৪]

১। একবিংশতি নিষিদ্ধ উপায় এই,—বেণু-দান, পত্র-দান, পুষ্প-দান, ফল-দান, দন্ত-কাষ্ঠ-দান, পানীয়-দান (=পানার্থ জল-দান), উদক-দান (=হস্ত-পাদাদি প্রক্ষালনার্থ জল-দান), চূর্ণ-দান, মৃত্তিকা-দান, চাটু-কর্ম, 'মুগ্গসূপ্যতা' (=বেশী মিথ্যা ও অল্প সত্য কথন) 'পারিভট্টতা (=ছেলেদিগকে আদর দিয়া মাতা-পিতার মন ভুলান), 'জংঘ-পেসনিকতা (=কাহারও সামান্য কাজের জন্য এখানে ওখানে দৌড়াদৌড়ি করা), বৈদ্যকর্ম, দূত-কর্ম, 'পহেন-গমন' (=দৌত্য-কর্ম), পিংড-প্রতিপিংড, দানানুপ্রদান, বাস্তু-বিদ্যা, নক্ষত্র-বিদ্যা, অংগ-বিদ্যা—এই সকল উপায়ে জীবিকা অর্জন।

২। মহাস্বপ্ন-জাতক (৪৬৮) [বংগ ভাষান্তর, ৪র্থ খং, ১২৬ পৃ]।

৩। মহাস্বপ্নজাতক [বংগ ভাষান্তর, ৪র্থ খং, ১২৮ পৃ]।

৪। অংগুত্তরনি, চতুক্কনিপাত, আপত্তিবগ্গ (২৪১।২) [২ খং, ২৩৯-২৪০ পৃ]।

বুদ্ধের বচন সংবন্ধে মতভেদ নিরাসনার্থ তাঁহার পরিনির্বাণের অনতিকাল পরে তাঁহার একশত প্রধান শিষ্য—যাঁহারা অর্হৎ হইয়াছিলেন—অর্হৎ মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে রাজগৃহে একত্রিত হইয়া ধর্ম এবং বিনয় সংবন্ধে বুদ্ধ-বচনসমূহ সংগ্রহ করেন। অর্হৎ পুরণ,—যিনি রাজগৃহের সন্নিকটে দক্ষিণা-গিরিতে বাস করিতেন এবং যাঁহার বহু শিষ্য ছিল—ঐ সংগীতিতে সম্মিলিত ছিলেন না। ঐ সংগ্রহকে যথাযথ 'বুদ্ধবচন' বলিয়া তিনি গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলেন, "ধর্ম এবং বিনয়কে স্থবিরগণ সুন্দররূপেই সংগায়ন করিয়াছেন; তথাপি আমি নিজে যেমন ভগবানের মুখ হইতে শুনিয়াছি, গ্রহণ করিয়াছি তেমনই আমি ধারণ করিব।[১] সুতরাং বুদ্ধের ধর্ম ও বিনয়কে তিনি ঐ স্থবিরগণ কর্তৃক সংগৃহীত ধর্ম ও বিনয় হইতে ভিন্ন মনে করিতেন।

বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম ও বিনয় সংবন্ধে, উহাদের গূঢ়তত্ত্ব সংবন্ধে ভিক্ষুগণের মতভেদ ক্রমে এত বাড়িতে থাকে যে উহা সমাধানের জন্য বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করা হয়। বৈশালী-নিবাসী কতিপয় ভিক্ষু তাহাতে যোগ দেন নাই। উঁহারা জন্মত বজ্জী-বংশীয়; সেইহেতু "বজ্জী পুত্রগণ" বা বজ্জী পুত্রীয়গণ" নামে অভিহিত হইতেন।[২] উঁহার পাটলীপুত্রে এক পৃথক সংঘ আহ্বান করেন এবং বুদ্ধবচন সংগ্রহ করেন। ঐ সংঘে দশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। সেই কারণে উহা 'মহাসংঘ' নামে এবং তদনুযায়ীগণ 'মহাসাংঘিক' নামেও অভিহিত হইতে থাকেন। বৈশালী সংগীতির অনুযায়ীগণ 'স্থবিরবাদী' নামে অভিহিত হইতে থাকেন।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি বুদ্ধের দেহাবসানের প্রায় একশত বৎসর পরে মগধের সম্রাট কালাশোকের সময়ে হয়।[৩] বজ্জীপুত্রকগণের মহাসংগীতিও ঐ সময়েই হয়।[৪]

স্থবিরবাদী এবং মহাসাংঘিক উভয় সংপ্রদায়ই কালক্রমে নানা উপসংপ্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। আচার্য ভাব্যের মতে, মহাসাংঘিকগণের ৮ এবং স্থবির-

---

১। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ১১।৩

২। ইহা বলা উচিত্ বোধ হয় যে যে ৫০০ ভিক্ষু বুদ্ধের বিদ্রোহী দেবদত্তের সংগে যোগ দিয়াছিলেন, উঁহারাও "বজ্জীপুত্রক" ছিলেন।

৩। দ্রষ্টব্য—N. Dutt, *Early Monastic Buddhism*, II, p 45

৪। ঐ, p 58

গণের ১০ উপসংপ্রদায় হয়।[১] মহাসাংগিকগণেব ৮ উপসংপ্রদায় এই—(১) মহাসাংগিকগণ, (২) একব্যবহারিকগণ, (৩) লোকোত্তরবাদীগণ, (৪) বহুশ্রুতীয়গণ, (৫) প্রজ্ঞপ্তিবাদীগণ, (৬) চৈত্যকগণ, (৭) পূর্বশৈলগণ এবং (৮) অপরশৈলগণ।[২] উঁহাদের মূলভেদ ছিল তিনটি—মহাসাংগিকগণ, একব্যবহারিকগণ ও লোকোত্তববাদীগণ (বা চৈত্যকগণ)। উঁহাদেব প্রধান কেংদ্র ছিল মগধেব রাজধানী পাটলিপুত্র। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উঁহাদেব এক দল অংধ্রপ্রদেশেব গুংটুর জিলায় কৃষ্ণা নদীর তীবে অমরাবতীতে এবং নাগর্জুনিকোংডাতে বাস করিতে আবংভ কবেন। সিংহলের ইতিবৃত্তকারগণ উঁহাদিগকে 'অংধক' নামে অভিহিত কবিতে থাকেন। মহাসাংগিকগণের পরবর্তী পাঁচ ভেদ ঐ অংধকদিগেবই মধ্যে উত্পন্ন হয়। স্থবিরবাদীগণের ১০ উপসংপ্রদায় এই,—(১) মূল স্থবিরবাদীগণ, যাঁহাবা হৈমবতগণ বলিয়া অভিহিত, (২) সর্বাস্তিবাদীগণ, (৩) বৈভজ্যবাদীগণ, (৪) হেতুবাদীগণ, (৫) বাত্সীপুত্রীয়গণ, (৬) ধর্মোত্তরীয়গণ, (৭) ভদ্রযানিয়গণ, (৮) সম্মিতীয়গণ, (যাঁহারা আবংতকগণ বা কুরুকুল্লকগণ বলিয়া কাহাবও কাহাবও দ্বাবা অভিহিত হন), (৯) মহীশাসকগণ এবং (১০) ধর্মগুপ্তকগণ। এতদ্ব্যতীত উঁহাদেব আরও দুই উপসংপ্রদায় ছিল—সুবর্ষকগণ বা কাশ্যপীবগণ এবং উত্তবীয়গণ বা সংক্রাংতিবাদীগণ। অল্পাধিক ভিন্ন প্রকাবেব ১৮ নিকায়ভেদেরও কথা পাওয়া যায়।

ইহাও বোধ হয় বলা উচিত্ যে ঐ সকল উপসংপ্রদায়সমূহের অধিকাংশ আবার কালক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, বিলুপ্তও হইয়া যায়। চতুর্থ ও পংচম খ্রীষ্টশতকে স্থবিববাদীদিগেব তিনটি কি চারিটি উপসংপ্রদায়ই বাঁচিয়াছিল এবং ভাবতবর্ষের বিভিন্ন ভাগে নিজ নিজ কার্য করিতেছিল, —সর্বাস্তিবাদীগণ, সম্মিতীয়গণ বা বাত্সীপুত্রীয়গণ এবং স্থবিববাদীগণ।

১। কাহাবও কাহারও মতে মহাসাংগিকগণেব ৭, আর স্থবিরবাদীগণের ১১ উপসংপ্রদায় ছিল (ঐ, ৪৪ পৃ)।

২। দ্রষ্টব্য—W W Rockhill, *Life of Buddha*, pp 182-

কেহ কেহ মনে করেন যে 'চৈত্যকগণ' ও 'লোকোত্তরবাদীগণ' অভিন্ন। 'লোকোত্তরবাদীগণ চৈত্যপূজাকে বিশেষ প্রাধান্য দিতেন; সেইকারণে 'চৈত্যকগণ' নামেও অভিহিত হইতেন। (N Dutt, *Early Monastic Buddhism*, p, 51) উঁহাদের মতে মহাসাংগিকগণের উপসংপ্রদায় ৭ হয়।

মহাসাংগিকদিগের শাখাসমূহ ধীরে ধীরে মিলিয়া মিশিয়া মহাযানে পরিণত হইয়া যায়।

প্রাথমিক বৌদ্ধধর্মের উপসংপ্রদায় পরে পরে দ্বিবিধ বলিয়াও মনে করা হইতে থাকে,—(১) বৈভাষিক ও (২) সৌত্রাংতিক। আচার্য যশোমিত্র ঐ সংজ্ঞাদ্বয়ের নিরুক্তি দিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা বিভাষা অনুসারে আচরণ করেন, কিংবা বিভাষাকে বলেন, উঁহারাই 'বৈভাষিক'।[১] 'বিভাষা' আর্যকাত্যায়নীপুত্র (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) কর্তৃক বিরচিত 'জ্ঞানপ্রস্থানে'র (বা 'জ্ঞান-প্রস্থান-শাস্ত্রে'র)[২] এক বিপুলকায় প্রামাণিক টীকার নাম। সম্রাট কণিষ্ক কর্তৃক আহুত চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতে সমুপস্থিত ভিক্ষুগণ কর্তৃক ঐ মহতী টীকা বিরচিত হয়। যাঁহারা ঐ 'বিভাষা'কে প্রধানতয়া, মূল সূত্র-সমূহ হইতেও অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া, অনুসরণ করিতে আরংভ করেন, উঁহারা 'বৈভাষিক' নামে প্রখ্যাত হইতে থাকেন। উঁহারা 'আভিধর্মিক' নামেও অভিহিত হইতেন।[৩] যাঁহারা অভিধর্মশাস্ত্রকে না মানিয়া, সূত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া অনুসরণ করিতেন, উঁহারা 'সৌত্রাংতিক' নামে অভিহিত হইতে থাকেন।[৪]

'সৌত্রাংতিক' মতের প্রবর্তক, চীনা বিদ্বান ও ভারত পর্যটক য়ুআন্ চোয়াংগের মতে আচার্য কুমারলব্ধ বা কুমার লাভ। শ্রীলব্ধ বা শ্রীলাভ (কুমারলাভের শিষ্য), ধর্মত্রাত, বুদ্ধদেব, যশোমিত্র, প্রভৃতি সৌত্রাংতিক আচার্য। আচার্য বসুবংধু প্রথমে বৈভাষিক ছিলেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রংথ

১। "বিভাষয়া দিব্যংতি চরংতি বা বৈভাষিকাঃ। বিভাষাং বা বদংতি বৈভাষিকাঃ।"
—(স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা, ১।৩) (ছার্বৈত্স্কি সং, ১২ পৃ)

২। ইহা বলা যাইতে পারে যে আর্য কাত্যায়নী-পুত্র-বিরচিত 'জ্ঞানপ্রস্থান মূল 'জ্ঞানপ্রস্থানে'র এক 'পাদ' (বা ভাগ) মাত্র। উহার অপর ছয় পাদও ছিল। সে সকলের কর্তাও ভিন্ন ভিন্ন। যথা, (১) 'প্রকরণ-পাদ', স্থবির বসুমিত্রকৃত, (২) 'বিজ্ঞান কায়', স্থবির দেবশর্মাকৃত; (৩) 'ধর্মস্কংধ', আর্যশারিপুত্রকৃত, (৪) 'প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র', আর্য মৌদ্গল্যায়নকৃত; (৫) 'ধাতুকায়', পূর্ণকৃত, এবং (৬) 'সংগীতিপর্যায়', মহাকৌষ্ঠিল-কৃত। (ঐ, ৯-পৃ)।

৩। জ্ঞানপ্রস্থানাদিকে 'অভিধর্মশাস্ত্রসমূহ', সংক্ষেপে 'অভিধর্ম'ও বলা হয। উহাদের অনুযায়ীগণ 'আভিধর্মিকগণ' নামে অভিহিত হন। (ঐ, ১০ ও ১২ পৃ)

৪। যশোমিত্র লিখিয়াছেন,
"কঃ সৌত্রাংতিকার্থঃ। যে সূত্র-প্রামাণিকা, ন তু [অভিধর্ম-] শাস্ত্র-প্রামাণিকাস্তে সৌত্রাংতিকাঃ।" (ঐ, ১২ পৃ)

'অভিধর্ম-কোষ' বৈভাষিক মতের সর্বস্ব। তিনি পরে বিজ্ঞানবাদী হন। বসুবন্ধুর সমকালীন মনোরথ এবং সংঘভদ্রও বৈভাষিক আচার্য। মনোরথ বসুবন্ধুর প্রিয়মিত্র ছিলেন, আর সংঘভদ্র ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। সংঘভদ্র মনে করিতেন যে 'অভিধর্মকোশে'র স্থলে স্থলে, কারিকায় নহে, উহাদের বৃত্তিতে, বসুবন্ধু এমন সিদ্ধান্তও প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে সকল 'বিভাষা'র নিতান্ত প্রতিকূল, সৌত্রান্তিক মতেরই অনুকূল। সেই কারণে তিনি বসুবন্ধুর বিরোধ করেন। ঘোষ, ধর্মোত্তর প্রভৃতিও বৈভাষিক আচার্য।

বেদান্তাচার্য বাচস্পতি মিশ্র (৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন, "বৈভাষিক-গণের ও সৌত্রান্তিকগণের মধ্যে যদ্যপিও অবান্তর মতভেদ আছে, তথাপি সর্বাস্তি-তায় সংপ্রতিপত্তি আছে। তাই (আচার্য শংকর উহাদিগকে) একত্রিত করিয়া (সর্বাস্তিত্ববাদীগণ নামে) উপন্যাস (করিয়াছেন)।"[১] আচার্য ভাস্কর উহা-দিগকে এক করিয়া "বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদীগণ" বলিয়াছেন।[২] বৈভাষিকগণ এবং সৌত্রান্তিকগণের মধ্যে মুখ্য অবান্তর ভেদ এই যে অর্থের সদ্ভাব বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষ গম্য বলিয়া মনে করেন, আর সৌত্রান্তিকগণ অনুমানগম্য।[৩]

দার্শনিক মতভেদ

দার্শনিক সিদ্ধান্ত লইয়াও বুদ্ধের অনুযায়ীগণের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ হয়। পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে যে জীব ও জগৎ সংবন্ধে কতিপয় বিষয় বুদ্ধ ব্যাকৃত

১। "যদ্যপি বৈভাষিকসৌত্রান্তিকয়োরবান্তরমতভেদোঽস্তি তথাপি সর্বাস্তিতায়াম-স্তিসংপ্রতিপত্তিরিত্যেকীকৃত্যোপন্যাসঃ। তথা চ ত্রিত্বমুপপন্নমিতি।"

—(ব্রহ্মসূত্র, ২।২।১৮ ভামতী)

আচার্য শংকরের যে উক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বাচস্পতিমিশ্র ঐ প্রকার বলিয়াছেন, তাহা এই,—

"স [বৌদ্ধসিদ্ধান্ত] চ বহুপ্রকারঃ প্রতিপত্তিভেদাদ্বিনেয়ভেদাদ্বা। তত্রৈতে ত্রয়ো বাদিনো ভবন্তি। কেচিৎ সর্বাস্তিত্ববাদিনঃ, কেচিদ্বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদিনঃ, অন্যে পুনঃ সর্বশূন্যত্ববাদিনঃ। তত্র যে সর্বাস্তিত্ববাদিনো বাহ্যমান্তরং চ বস্ত্বভ্যুপ-গচ্ছন্তি ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তং চ।" —(ঐ, ২।২।১৮ শংকরভাষ্য)

২। "বৌদ্ধসিদ্ধান্তো নিরস্যতে। স চ ত্রেধা ভিদ্যতে। বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনঃ কেচিৎ কেচিৎ বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনঃ, শূন্যবাদিনঃ চান্যে। যে তত্র বাহ্যার্থাস্তিত্ব-বাদিনঃ সৌত্রান্তিকাস্তেষামভিমতাঃ।" —(ঐ, ২।২।১৮ ভাস্করভাষ্য)

৩। "অর্থোঽস্তি ক্ষণিকস্ত্বসাবনুমিতো বুদ্ধ্যেতি সৌত্রান্তিকঃ
প্রত্যক্ষং ক্ষণভঙ্গুরং চ সকলং বৈভাষিকো ভাষতে।"

—(পণ্ডিত বলদেবউপাধ্যায়-প্রণীত 'বৌদ্ধদর্শনে' (হিন্দী) ধৃত, ১২৩ পৃ)।

করিতেন না। তাঁহার অংতেবাসী শিষ্যগণের অনেকেই বোধ হয় তাঁহার অব্যাকৃত বিষয়সমূহ লইয়া কোন আলোচনা করিতেন না, ঐ সকলকে জানিতে চাহিতেন না, উহাদের সংবংধে কোন শংকা উত্থাপন করিতেন না, কিংবা তাঁহার ব্যাকৃত উপদেশসমূহ হইতে উহাদের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে চাহিতেন না। তাই, 'অংগুত্তরনিকায়ে' উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধের অব্যাকৃত বস্তুসমূহে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের কোন শংকা হয় না। জনৈক ভিক্ষু একদা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে। সেই হেতু কি, সেই প্রত্যয় কি, যাহা বশত অব্যাকৃত বস্তুসমূহে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের (কোন) বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

হে ভিক্ষু। দৃষ্টিনিরোধ বশতই অব্যাকৃত বস্তুসমূহে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের (কোন) বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না।"[১]

পরংতু ঐ কথা সংপূর্ণত সত্য নহে। কেননা, পালিনিকায় সমূহে ইহাও দেখা যায় যে—বুদ্ধের অব্যাকৃত বিষয়সমূহের রহস্যোদ্ঘাটন ও তত্ত্বনিরূপণের ইচ্ছা তাঁহার অংতেবাসী শিষ্যগণের কাহারও কাহারও হইত। উহাদের কতিপয়কে, তথাগত মরণের পরে থাকেন কি থাকেন না, তাহা জানিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রধানতম শিষ্যগণের কাহারও কাহারও মনে কখন কখন হইত। তবে উঁহারা, বুদ্ধের প্রতি অত্যধিক এবং নিশ্চল শ্রদ্ধা বশত, এইমাত্র আলোচনা করিয়া সংতুষ্ট থাকিতেন যে, ভগবান ঐ সকলকে অব্যাকৃত রাখিয়াছেন কেন? যথা, 'সংযুত্তনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত কোন সময়ে আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে মৃত্যুর পরে তথাগত থাকেন কি থাকেন না বিষয়ে ঐ চারি প্রশ্ন পর পর করেন। শারিপুত্র প্রতিবারেই উত্তর দেন যে, "(ইহা) ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত।" তখন মহাকোষ্ঠিত জিজ্ঞাসা করেন,

"হে আবুস্। সেই হেতু কি, সেই প্রত্যয় কি, যাহা বশত উহা ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত?" শারিপুত্র উত্তর করেন, উহাদের প্রত্যেকে রূপ-গত, বেদনা-গত, সংজ্ঞা-গত, সংস্কার-গত, তথা বিজ্ঞান-গত, সেইহেতু, প্রত্যয়বশতই "উহা ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত।"[২]

১। অংগুত্তরনি, সত্তনিপাত, অব্যাকৃতবগ্গ (৭।১।১-২) [৪ খং, ৬৭-৭০ পৃ]।

২। সংযুত্তনি, অব্যাকৃতসংযুত্ত, সারিপুত্ত কোট্ঠিক (৪৪।৩।১-১৩) [৪ খং, ৩৮৪-৬ পৃ]।

মহাকোষ্ঠিত কর্তৃক পুনবাব জিজ্ঞাসিত হইযা শাবিপুত্র বলেন যে রূপ, রূপসমুদয়, রূপ নিরোধ, এবং রূপ-নিবোধগামিনী প্রতিপদ—এই চারিটিকে "যে যথাভূত জানে না দেখে না তাহাবই" ঐ চাবি প্রশ্ন হয়, আব ঐ চাবিটিকে "যে যথাভূত জানে, দেখে তাহাব" ঐ চাবি প্রশ্ন হয় না। বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কাব এবং বিজ্ঞান সংবংধেও শাবিপুত্র পব পব সেই প্রকাব বলেন, অনংতব বলেন যে "হে আবুস। ইহাও সেই হেতু, ইহাও সেই প্রত্যয় যাহা বশত ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত।[১] তৃতীয়বারে শাবিপুত্র বলেন রূপাদিতে "অবিগত-রাগেব অবিগত ছংদের, অবিগত-প্রেমেব, অবিগত-পিপাসাব, অবিগত-পরিদাহেব, অবিগত-তৃষ্ণার .... পৃচ্ছা হয়," আব বিগত-রাগেব, বিগত-ছংদের, বিগত-প্রেমের, বিগত-পিপাসাব, বিগত-পবিদাহেব, বিগত-তৃষ্ণাব পৃচ্ছা হয় না।" সেই কারণেও ঐ চাবি প্রশ্ন ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত।[২]

আবাব অন্য সময়ে, ইহা দেখা যায় যে, শারিপুত্র মহাকোষ্ঠিতকে ঐ চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবেন এবং মহাকোষ্ঠিত প্রত্যেকটিব উত্তরে বলেন যে "(ইহা) ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত।" অব্যাকৃত রাখাব হেতু কি, তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাকোষ্ঠিত বলেন যে "রূপাবামের, রূপবতেব, রূপসংমোদিতেবই রূপনিবোধকে যে যথাভূত জানে না, দেখে না, তাহাবই' ঐ চাবি প্রশ্ন মনে উদয় হয়, আর যে "রূপাবাম, রূপবত, রূপসংমোদিত নহে, রূপনিরোধকে যে যথাভূত জানে. দেখে তাহাব" মনে ঐ চাবি প্রশ্ন হয় না। বেদনাদি সংবংধেও তিনি ঠিক ঐ প্রকার বলেন। তাবপব বলেন যে সেই কারণেই ভগবান উহাদিগকে অব্যাকৃত রাখিবাছেন। তখন শাবিপুত্র জিজ্ঞাসা করেন, 'অপর কোন পর্যায়ও কি আছে, যাহা বশত ভগবান ঐ সকলকে অব্যাকৃত বাখিয়াছেন?' মহাকোষ্ঠিত বলেন, 'হাঁ, আছে'। "ভবাবামেব, ভবাবতেব, ভবসংমোদিতেবই, ভবনিবোধকে যে যথাভূত জানে না, দেখে না তাহাবই" ঐ সকল পৃচ্ছা হয়, আব যে "ভবারাম, ভবাবত, ভব-সংমোদিত নহে, ভবনিবোধকে যে যথাভূত জানে, দেখে, তাহাব" ঐ সকল পৃচ্ছা হয় না। সেই কাবণেও ভগবান উহাদিগকে অব্যাকৃত বাখিয়াছেন। তাহাব অপব পর্যায়ও আছে কিনা, জিজ্ঞাসিত

১। সংযুত্তনি, অব্যাকতসংযুত্ত, সারিপুত্ত কোট্ঠিক (৪৪।৪।৮-১৮) [৪ খং ৩৮৬ পৃ]।

২। ঐ, ঐ, ঐ (৪৪।৫।৮-১৮) [৪ খং, ৩৮৭-৮ পৃ]।

হইয়া মহাকোষ্ঠিত পর পর বলেন, "উপাদানারামের, উপাদান-রতের, উপাদান-সংমোদিতেরই উপাদাননিরোধকে যে যথাভূত জানে না, দেখে না তাহারই" ঐ চারিপৃচ্ছা হয়; আর 'যে উপাদানারাম, উপাদানরত, উপাদান-সংমোদিত নহে,—উপাদান-নিরোধকে যে যথাভূত জানে, দেখে তাহার' ঐ চারি পৃচ্ছা হয় না। "তৃষ্ণা-রামের, তৃষ্ণা-রতের, তৃষ্ণা-সংমোদিতেরই,—তৃষ্ণা-নিরোধকে যে যথাভূত জানে না, দেখে না, তাহারই" ঐ চারি পৃচ্ছা হয়, আর 'যে তৃষ্ণারাম, তৃষ্ণা-রত, তৃষ্ণা-সংমোদিত নহে—তৃষ্ণানিরোধকে যে যথাভূত জানে, দেখে, তাহার' ঐ চারি পৃচ্ছা হয় না। এই সকল কারণেও বুদ্ধ উহাদিগকে অব্যাকৃত রাখিয়াছেন, তাহার অপর কোন পর্যায় আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে মহা-কোষ্ঠিত বলেন,

"এখানেই থাকুক, হে আবুস শারিপুত্র। ইহা হইতে উত্তর (=পর) কি ইচ্ছা করিতেছ? হে আবুস্ শারিপুত্র! তৃষ্ণা-বিমুক্ত ভিক্ষুর প্রজ্ঞাপনার্থ বর্ধন নাই।"

তখন শারিপুত্র নিবৃত্ত হন।[১]

শারিপুত্র মহাকাশ্যপকেও ঐ চারি প্রশ্ন করেন। প্রতি প্রশ্নের উত্তরে মহাকাশ্যপ বলেন যে উহা ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত। তখন শারিপুত্র জিজ্ঞাসা করেন, "কোন হেতু বশত ইহা ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত?" মহাকাশ্যপ উত্তর করেন,

"হে আবুস! এই সকল অর্থসংযুক্ত নহে, আদি ব্রহ্মচর্যোপযোগী নহে, উহারা নির্বেদার্থ নহে, বিরাগার্থ নহে, নিরোধার্থ নহে, উপশমার্থ নহে, অভিজ্ঞার্থ নহে, সংবোধার্থ নহে, নির্বাণার্থ নহে। সেই কারণে উহারা ভগবান কর্তৃক অব্যাকৃত।"[২]

বুদ্ধ বলেন, রূপাদি থাকিলে উহাদিগকে উপাদান করত, উহাদিগেতে অভিনিবেশ করতই ঐ চারি দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। রূপাদি অনিত্য, অনিত্য বলিয়া দুঃখ। যাহা কিছু "দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, পর্যেষিত, মন দ্বারা অনুবিচারিত," তত্সমস্তই অনিত্য এবং দুঃখ। বিপরিণামধর্ম দুঃখকে

১। সংযুত্তনি, অব্যাকৃতসংযুত্ত, সারিপুত্ত-কোট্‌ঠিক (৪৪।৬।৪-১৯) [১ খং, ৩৮৮-৩৯১ পৃ]।

২। ঐ, কস্সপসংযুত্ত, পরংমরণং (১৬।১২।১-৭) [২ খং, ২২২-৩ পৃ)

উপাদান করিলেই ঐ চারি দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, অন্যথা, উপাদান না করিলে, হয় না।[১]

শারিপুত্র, বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন, "মহাপ্রজ্ঞ", "পৃথুপ্রজ্ঞ, হাসপ্রজ্ঞ, জবনপ্রজ্ঞ, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ, নির্বেদিকপ্রজ্ঞ", "মহাপ্রজ্ঞদিগের অগ্র", আর মহাবোধ্টিত্ "প্রতিসংবিত্-প্রাপ্তদিগের অগ্র"। তাঁহাদিগেরও যখন জিজ্ঞাসা হয় যে তথাগত মরণের পরে থাকেন কি থাকেন না, তখন অপর বিদ্বান ভিক্ষুদিগের আর কথা কি? তথাপি বুদ্ধের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশত, যেহেতু তিনি উহাদিগকে অব্যাকৃত বলিয়াছেন, তথা যেহেতু তিনি ভয় দেখাইয়াছেন যে ঐ জিজ্ঞাসা থাকিলে দুঃখ হইতে মুক্তি হইতে পারে না, কেননা, দুঃখকে উপাদান করিলেই ঐ জিজ্ঞাসা হয়, তাঁহারা ঐ জিজ্ঞাসাকে সংযত রাখিতেন, উহা হইতে নিবৃত্ত হইতেন।

পরন্তু কোন কোন ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা বশতও, কিংবা তৎকর্তৃক প্রদর্শিত ঐ ভয় বশতও, তাঁহার অব্যাকৃত বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইত না, কিংবা হইতে পারিত না। যথা, ভিক্ষু মালুংক্য-পুত্রের মনে, একদিন একান্তে বসিয়া চিন্তন কালে, এই ভাবনা উপস্থিত হইল যে বুদ্ধ যে "ঐ দৃষ্টিসমূহকে অব্যাকৃত, স্থাপিত ও প্রতিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন",—তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন না, তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। অনন্তর তিনি ভাবিলেন তিনি ঐ সকল বিষয় বুদ্ধকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবেন, উনি যদি উহাদিগকে তাঁহার নিকট ব্যাকৃত করেন, তবে তিনি উঁহার নিকটে ব্রহ্মচর্যবাস করিতে থাকিবেন, অন্যথা তিনি ভিক্ষুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ গৃহস্থ হইবেন। মনে মনে এই সংকল্প করিয়া মালুংক্য-পুত্র বুদ্ধের নিকটে গমন করেন এবং আপন মনোভাব খোলাখুলি প্রকট করেন, এবং উক্ত দশ বিষয়ে বুদ্ধের মত তাঁহার নিকট স্পষ্টত ব্যাখ্যা করিতে প্রার্থনা করেন। তখন বুদ্ধের সহিত তাঁহার এই সংবাদ হয়,

"হে মালুংক্য-পুত্র। আমি কি তোমাকে ইহা বলিয়াছিলাম, "হে মালুংক্য-পুত্র। এস, আমার নিকটে ব্রহ্মচর্যবাস কর, আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করিব (১) লোক শাশ্বত, (২) · · (১০) ·

১। ঐ, দিট্ঠিসংযুত্ত, সোতাপত্তিবগ্গ (২৪।১৫-৮) [৩ খং, ২১২-৬ পৃ]; ঐ, ঐ, পুরিসগামন (২৪।১৯-৩৬) [৩ খং, ২১৭-৮ পৃ]।

"না, ভন্তে।"

"তুমি কি আমাকে ইহা বলিয়াছিলে যে 'ভন্তে! আমি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য-বাস করিব, যদি ভগবান আমাকে ব্যাখ্যা করেন, (১) লোক শাশ্বত, (২)

"না, ভন্তে!"

ইত্যাদি। তারপর বুদ্ধ মালুংক্য-পুত্রকে "মোঘ-পুরুষ" বলিয়া ভর্ৎসনা করেন,[১] এবং বলেন, কেহ যদি তাঁহাকে বলে যে যতক্ষণ তিনি ঐ সকল ব্যাখ্যা না করেন, সেই পর্যন্ত সে তাঁহার ভিক্ষু হইবে না, তথাপিও তিনি ঐ সকল ব্যাকৃত করিবেন না। কেননা, তিনি উহাদিগকে "অব্যাকৃত' রাখিয়াছেন, সুতরাং সে দুঃখ পাইতেই থাকিবে। অনন্তর তিনি বলেন, ব্রহ্মচর্যবাস উহাদের কোনটাকে আমার উপর নির্ভর করে না।

"হে মালুংক্য-পুত্র! 'লোক শাশ্বত'—এই দৃষ্টি হইলেই কি ব্রহ্মচর্যবাস হইবে? না, তেমন নহে। 'লোক অশাশ্বত' এই দৃষ্টি কি ব্রহ্মচর্যবাস হইবে? না, তেমনও নহে। হে মালুংক্য-পুত্র! চাহে 'লোক শাশ্বত'—এই দৃষ্টি থাকুক, চাহে "লোক অশাশ্বত'—এই দৃষ্টি থাকুক, জন্ম আছেই, জরা আছেই, মরণ আছেই, শোক-পরিদেবনা আছেই, দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস আছেই। উহাদিগকে এই জন্মেই বিনাশের উপায় আমি ব্যাকৃত করিয়াছি" ইত্যাদি।

"সেই কারণে, হে মালুংক্য-পুত্র! আমার অব্যাকৃতকে অব্যাকৃত বলিয়া ধারণ কর, আর আমার ব্যাকৃতকে ব্যাকৃত বলিয়া ধারণা কর।[২]

অপর এক ভিক্ষুর চিত্তে কোন সময়ে এই "পরিবিতর্ক" উৎপন্ন হয়,— "আচ্ছা, রূপ যদি অনাত্মা (অর্থাৎ আত্মা নহে), যদি বেদনা অনাত্মা, সংজ্ঞা অনাত্মা, সংস্কার অনাত্মা এবং বিজ্ঞানও অনাত্মা, তবে অনাত্মা-

---

১। স্থবির নাগসেন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নত্থি মহারাজ বুদ্ধানং ভগবন্তানং ইমস্মিং অত্ত-ভাবে চতুসচ্চাভিসমযো ন হোতি, তস্স পুরিসস্স তস্স লোকং, অজ্ঝত্তং কতিপযানং অপ্পকেন সংভবতি, তেন বুচ্চতি মোঘপুরিসোতি।" (মিলিন্দপ্রশ্ন, ট্রেঙ্কনের সং, ১০২ পৃ)

২। মজ্ঝিমনিকায় চুলমালুংক্যসুত্ত (৬৩) [১ খ, ৪২৮-পৃ]; আরও দ্রষ্টব্য— সংযুত্তনিকায় [২য় খ, ৫১ পৃ]

স্থবির নাগসেন বলেন, মালুংক্য-পুত্র যে সকল প্রশ্ন বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "উহাদের দীপনার্থ কোন হেতুও ছিল না, কোন কারণও ছিল না। সুতরাং ঐ সকল প্রশ্ন স্থাপনীয়। বুদ্ধ-ভগবানগণের অকারণ অহেতু বাক্-উদীরণ নাই।"
(মিলিন্দপ্রশ্ন, ট্রেঙ্কনের সং, ১৪৫ পৃ)

কৃত কর্মসমূহ কোন আত্মাকে স্পর্শ করে? অর্থাৎ যদি নিত্য আত্মা না থাকে, তবে অনাত্মা শরীরাদি কৃত কর্ম কাহাকে ভোগ করিতে হয়? এই শংকা অতি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। পরংতু বুদ্ধ এই প্রশ্নের সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়া উহাকে নিংদাই করিতেন। ঐ ভিক্ষুর চিত্তের পরিবিতর্ক তিনি জানিতে পারেন এবং তাহাকে ডাকাইয়া "মোঘপুরুষ, অবিদ্বান ও অবিদ্যাগত" বলিয়া, তথা "তৃষ্ণাধিপত্য চিত্তেই (সে) শাস্তার শাসনকে অতিধাবন কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছে" বলিয়া, তীব্র ভর্ত্সনা করেন। তারপর তিনি ঐ ভিক্ষুর মনকে অন্য বিষয়ে চালিত করেন, এবং বুঝান যে অনাত্মা শরীরের কিংবা মনের আত্মা হওয়া সংভব নহে।[১]

এইরূপে দেখা যায়, যে সকল বিষয়কে বুদ্ধ অব্যাকৃত রাখিয়াছেন, সেই-গুলিকে ব্যাকৃত করিতে কেহ যদি তাঁহাকে অনুরোধ, উপরোধ বা পীড়াপীড়ি করিত, কিংবা ব্যাকৃত না করিলে, তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন,—তাঁহার ধর্ম পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া অথবা অন্য কোন প্রকার ভয় দেখাইত, তাহাকে বুদ্ধ তীব্র ভর্ত্সনা করিতেন। কেহ যদি নিজের মনে মনেও ঐ সকলের আলোচনা করিত,—রহস্যোদ্ঘাটন এবং তত্ত্বনিরূপণ করিতে প্রবর্তন করিত, তাহাকেও বুদ্ধ তীব্র ভর্ত্সনা করিতেন। তাঁহার আদেশ, ভিক্ষুগণকে শাস্তার শাসনে বিনীত থাকিতে হইবে, তিনি যাহাকে যেই প্রকারে রাখিবেন, তাহাকে সেই প্রকারেই থাকিতে হইবে,[২] তাঁহার অব্যাকৃতকে অব্যাকৃত বলিয়া, আর ব্যাকৃতকে ব্যাকৃত বলিয়া ধারণা করিতে হইবে; যাহার সংবংধে তিনি যেই প্রকারে যতটা বলিয়াছেন, তাহার সংবংধে সেই প্রকারেই ততটাই অবধারণ করিতে হইবে। অন্যথা, বুদ্ধ কখন কখন এই ভয় দেখাইয়াছেন যে, উহার ভীষণ অধোগতি হইবে, বহু অপুণ্য হইবে, যাহা চিরকাল পর্যংত উহার অহিত ও দুঃখের জন্য হইবে।[৩]

পরংতু বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস চর্চা করিলে দেখা যায়, বুদ্ধের এত কড়াকড়ি

১। মজ্ঝিমনি, মহাপুণ্ণমসুত্ত (১০৯) [৩ খং, ১৯-২০ পৃ]; সংযুত্তনি, খংদ-সংযুত্ত, খজ্জনীয়বগ্গ, পুণ্ণমা (২২।৮২।১৪-৫) [৩ খং, ১০৩-৪ পৃ]।

২। "বিনিতা খো মে তুম্হে ভিক্খবে তত্র তত্র তেসু ধম্মেসু।"

—(সংযুত্তনি, [৩ খং, ১০৪ পৃ]

৩। মজ ঝিমনি, অলগদ্দূপমসুত্ত (২২) [১ খং]; মহাতণ্হা-সংখয়সুত্ত (৩৮)

নিষেধ, এত তীব্র ভর্ৎসনা, এবং এত ভীষণ প্রদর্শনও তাঁহার অনুবর্তীগণকে ঐসকল চরম তত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, তত্ত্বানুসংধিৎসা মানুষের, আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, তাহার মন ও বুদ্ধির, স্বাভাবিক ধর্ম। উহাই বিজ্ঞানের বা জড়বিজ্ঞানের মূল। তত্ত্ববিচার না করিলে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, মানুষ মানুষ-নামের যোগ্য থাকে না। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের ভাষায় বলিতে, "দর্শন [অর্থাৎ তত্ত্ববিচার] মানুষের মনের এক স্বাভাবিক প্রয়োজন, এবং এমন কি বুদ্ধও তাঁহার শ্রাবক-গণকে চরম প্রশ্নসমূহ বিষয়ে বিচার স্থগিত রাখার মনোভাব আশ্রয় করিতে বাধ্য করিতে সমর্থ হন নাই। শিক্ষক হইতে নিশ্চিত পরিনির্দেশের অভাবে বৌদ্ধ ধর্মের জীবন-গতির প্রারম্ভেই তাঁহার উপর অতিবিজ্ঞানসংবংধীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ নিবদ্ধ করা হইয়াছিল[১]।" তিনি অপর এক স্থলে আরও বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন, "চরম সমস্যাসমূহকে পরিব্রাজকভাবে (দূরে) পরিহার করিয়া চলিবার প্রবণতা সংবংধে আমরা না বলিয়া পারি না যে উহা দুর্ভাগ্যপূর্ণ হইয়াছিল। মানুষ দার্শনিক তত্ত্ব বিচার না করিয়া পারে না। যখন বুদ্ধ বলেন যে যাহা দেওয়া হইল, তাহা অবস্থাগত (বা সহেতু-প্রত্যয়), (তখন) এই প্রশ্ন স্বভাবতই উদয় হয়,—অনবস্থাগত (বা অহেতু-প্রত্যয়) কিছু আছে কি? ঐ অনবস্থাগত (বা অহেতু-প্রত্যয়) কি কেবল অবস্থা-সমূহের (বা হেতু-প্রত্যয়সমূহের) সমুদয়, না এক পরম প্রথম? জগতের প্রারম্ভ আছে কিনা, আত্মা অমর কিনা, মানুষ স্বতংত্র কর্তা কিনা, জগতের পরম কারণ আছে কিনা,—এই সমস্যাসমূহ মনুষ্যজাতির উচ্চতম আকাঙ্ক্ষাসমূহের সহিত সংপর্ক রাখে, এবং এক পার্শ্বে প্রতিক্ষিপ্ত হইতে অস্বীকার করে। উহাদিগকে সমাধান করা যদিও আমাদের নিকট খোলা নহে, উহাদিগকে উত্থাপন করিতে বিরত হওয়াও আমাদের পক্ষে সংভব নহে। যদি বস্তু-সমূহের তথ্য জানিতে সমর্থ না হয়, তবে মানুষের সংভ্রমের হানি হয় না, পরংতু তথাপি ঐ সংভ্রম দাবী করে যে সে উহার প্রতি উদাসীন হইবে না। বুদ্ধ আমাদিগকে বলেন যে গহনসমূহের তলদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রলোভন হইতে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে; কেননা, গহন-গহ্বরের গভীরতা

১। S Radhakrishnan, *Gautama the Buddha* p 67

পরিমাপ করিতে (সামর্থ্য) আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। পরন্তু অভিজ্ঞতা-ন্তর্ধ-বহির্ভূত জিজ্ঞাসাসমূহের ব্যর্থতার যুক্তি-বিচার-বিরহিত তীব্র নিন্দা উহার উদ্দেশ্য লাভ করে নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রের ইতিহাস অতিবিজ্ঞানের অপরিহার্যতার প্রতি নির্দেশ করে। উহা এই সত্যের জীবন্ত প্রমাণ যে আমরা অতিবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি কেবল উহাতে নিপতিত হইবার জন্য। অস্পষ্টতার সর্বদা গুণ থাকে না। কেননা, বুদ্ধের অতিবিজ্ঞানের অনির্দিষ্টতা তাঁহার শিষ্যগণকে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ নিবদ্ধ করিতে সক্ষম করিয়াছিল। তাহার সাবধানী এবং সতর্ক মনোভাব নকারাত্মক সিদ্ধান্তসমূহ বিকশিত করিয়াছিল, এবং তাঁহার শিক্ষা সেই যুক্তি-বিচার-বিরহিততার শিকার হইয়া পড়িয়াছিল, যাহাকে পরিহার করিতে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন[১]।" পরে পরে ইহা দেখা যায় যে, বুদ্ধের অনুযায়ীগণের কেহ কেহ,—টীকাকার বুদ্ধঘোষের মতে, অন্ধকগণ এবং উত্তরাপথকগণ[২] তত্কর্তৃক ব্যবহৃত 'অব্যাকৃত'

১। ঐ, *Ind Phil* I, pp 468-9

২। অন্ধকগণ কাহারা, তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (পূর্বে ৩৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। 'কথাবত্থু-অট্ঠকথা'তে যাঁহাদিগকে 'উত্তরাপথকগণ' বলা হইয়াছে উঁহাদিগকে ভাব্য 'উত্তরীয়গণ', বসুমিত্র 'সংক্রান্তিবাদীগণ' এবং বসুবন্ধু 'দার্ষ্টান্তিকগণ' বলিয়াছেন। উঁহারাই পালি শাস্ত্রের 'সংক্রান্তিকগণ' উঁহারা 'তাম্রশাটীয়গণ' নামেও অভিহিত হইতেন। (দ্রষ্টব্য—N Dutt, *Early Mon Bud*, II pp. 48-9, 166-7)

'উত্তরাপথকগণ' নাম ভৌগোলিক। পৃথুদকের (=বর্তমান পেহোয়া, থানেশ্বরের প্রায় ১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া আফগানিস্থানের সমগ্র পূর্বাংশ পর্যন্ত ভূভাগকে বৌদ্ধসাহিত্যে 'উত্তরাপথ' বলা হইত। (ঐ, p 171) তথাকার অধিবাসী বৌদ্ধগণ 'উত্তরাপথকগণ' নামে খ্যাত হন। উঁহারা মানিতেন যে সূক্ষ্মতন্মাত্রার জন্মজন্মান্তরে সংক্রান্তি হয়। তাহা হইতে উঁহারা 'সংক্রান্তিবাদীগণ' বা 'সংক্রান্তিকগণ' নামেও অভিহিত হইতেন। উঁহারা বোধ হয় তাম্রবর্ণের বস্ত্র ধারণ করিতেন। সেই কারণে 'তাম্রশাটীয়গণ' নামে খ্যাত হন। উঁহাদের হইতেই 'সৌত্রান্তিকগণের উত্পত্তি হয়। (ঐ, pp 49, 167)। উঁহাদের মতের প্রতিষ্ঠাতার নাম উত্তর। (Rockhill, *Life of Buddha* p 193)। তাহা হইতে উঁহারা 'উত্তরীয়গণ' নামে খ্যাত হন। আচার্য উত্তর মহাবাদী আচার্য আর্যদেবের (নাগার্জুনের শিষ্য) সমকালীন ছিলেন। সৌত্রান্তিকমতের অপর প্রতিষ্ঠাতা কুমারলাভ বা কুমারলব্ধ। উনি আর্যদেবের, তথা উত্তরের, পরাক্-কালীন।

আচার্য যশোমিত্র "তাম্রপর্ণীয়দিগে'র উল্লেখ করিয়াছেন এবং উঁহাদের মতের কিংচিৎ পরিচয় দিয়াছেন। (স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা, হার্দ্বেত্সকি সং, ৪০ পৃ)। উঁহাদের মূলস্থান তাম্রপর্ণি দেশে ছিল এবং তাহাতে উঁহারা ঐ নামে অভিহিত হইতে থাকেন বোধ হয়।

সংজ্ঞাব অন্য অর্থ করিতে আবংভ করেন। তাঁহাবা বলিতে লাগিলেন, বুদ্ধ যে বলিযাছেন "সস্সতো লোকো তি খো বচ্ছ অব্যাকতং এতং, অসস্সতো লোকো তি খো বচ্ছ অব্যাকতং এতং" ইত্যাদি, ঐখানে 'অব্যাকত' অর্থ 'কুশল' কিংবা অকুশল কিছুই নহে,'[১] সুতবাং লোক শাশ্বত কিংবা অশাশ্বত, অংতবান কিংবা অনংত, ইত্যাদি কোন দৃষ্টি বাখিলে কুশল কিংবা অকুশল কিছুই হয না,—ইহাই বুদ্ধ কর্তৃক ঐ বচনে উক্ত হইয়াছে। সেই কাবণে তাঁহাবা মনে কবিতেন যে "দিট্ঠিগতং অব্যাকতং তি" (অর্থাত্ জগত্ ও জীব বিষয়ে কোন এক নিশ্চিত দৃষ্টি ধারণ কবিলে কুশল কিংবা অকুশল কিছুই হয় না)। অপরে,—টীকাকারের মতে, সৃথবিববাদীগণ—উহাব প্রতিবাদে বলিতেন, "ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে" যে "হে বত্স। মিথ্যাদৃষটি অকুশল, সম্যক দৃষ্টি কুশল", "হে পূর্ণ। মিথ্যাদৃষ্টি ব্যকৃতিব দুই গতিব অন্যতব গতি (হয় বলিয়া) আমি বলি,—নিবয় কিংবা তির্যশ্চন যোনি", ইত্যাদি, "সেই কাবণে ইহা বলা নিশ্চয় উচিত নহে যে 'দৃষ্টিগত অব্যাকৃত'।"[২]

কবি মাতৃচেটকৃত বুদ্ধ স্তুতিতে আছে

"পৃষ্টেনাপি ক্বচিত্ নোকৃতমুপেত্যাপি কৃতা কথা।
তর্ষযিত্বা বচো বিকৃতং কালাশয়-বিদা ত্বয়া॥"[৩]

অর্থাত্ বুদ্ধ জানিতেন যে কোন কথা কাহাকে কখন বলা উচিত্, তিনি কোন বিষয়ে প্রশ্নকর্তার চিত্তেব অধিকাব ('আশয়'), তথা তাহাকে তদ্বিষয়ে কিছু বলাব উপযুক্ত কাল, না বুঝিয়া বলিতেন না। সেই কাবণে তিনি যে কখন কখন কাহাবও প্রশ্নের উত্তর দিতেন না, তাহা আশয় ও কাল বিচাব কবিযাই। আবাব অন্য সময়ে অপরকে তিনি, আশয় ও কাল বিচাব কবিয়া সংতুষ্ট হইয়া, তাহার জিজ্ঞাস্য বিষয়েব সদুত্তর প্রদান কবিয়া তৃপ্ত কবিতেন। এইরূপে মাতৃচেট বলিয়াছেন যে তথাকথিত অব্যাকৃত বিষয়সমূহ সকলের জন্য,

---

১। "কুসলা ধম্মা অকুসলা ধম্মা অব্যাকতা ধম্মা তি ইমেসু তীসু পদেসু পক্খিপিত্বা" ইত্যাদি। (মিলিংদপ্রশ্ন, ট্রেংকনের সং, ১২ ও ১৩ পৃ) আরও দ্রষ্টব্য—

"কুশলাকুশলভাবেন অব্যাকবণাদব্যাকৃতঃ। যে কুশলাকুশলব্যতিরিক্তাস্ত এবাব্যাকৃতা ইহাভিপ্রেতঃ।" —(স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা, ১।২৯ (৬২ পৃ)

২। কথাবত্থু, ১৪।৮।১-৫

৩। শতপংচাশতিক-স্তোত্র, ১২৯ (A F. R Hoernle, *Manuscript Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkistan*, vol I, p 72

তথা সর্বকালের জন্য অব্যাকৃত নহে। ব্যক্তিবিশেষকেই তিনি সময়বিশেষে ঐ সকল ব্যাকৃত করিতেন না,—'অব্যাকৃত' বলিতেন। অপর কথায় বলিতে, ঐ সকল বিষয় জানিতে কেহ অতীব আগ্রহ করিলেও, বুদ্ধ যখন বুঝিতেন যে প্রশ্নকর্তার চিত্তের অবস্থা তখন এমন নহে যে তাঁহার ব্যাখ্যা যথার্থত,—উহার গূঢ় তাৎপর্য যথাযথ হৃদয়ংগম করিতে পারিবে, তখন তিনি ব্যাখ্যা করিতেন না। ইহাই মাতৃচেটের মত। অব্যবহিত পরে তিনি বলিয়াছেন, "প্রথমে দান-কথাদির দ্বারা চিত্তের সৌষ্ঠব উৎপাদন করত, অনংতর, গত-মল বস্ত্রে রংএর ন্যায় ধর্ম আহিত (করিয়া) থাকেন।"[১] তাহাতেও এই রহিয়াছে যে বুদ্ধ, পাত্র এবং কাল বুঝিয়া, ঐ সকল বিষয় ব্যাকৃত করিতেন।

যে সকল বিষয় বুদ্ধ ব্যাকৃত করিয়াছিলেন তৎসংবংধেও তাঁহার অনুযায়ী-দিগের মধ্যে স্বল্প বিস্তর মতভেদ হইতে থাকে। যথা, কেহ কেহ মানিতে লাগিলেন যে বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মানুষই,—তিনি "অপ্রতিপুদ্গল" বটে, "আশ্চর্য-মনুষ্য" বটে, পরংতু মানুষই। অপর কেহ কেহ মানিতে লাগিলেন যে বুদ্ধ মানুষ নহেন।

"ন হি কিংচিৎ সম্যক্‌সংবুদ্ধানাং লোকেন সমং। অথ খলু সর্বমেব মহর্ষিণাং লোকোত্তরং। তথাহি সম্যক্‌সংবুদ্ধানাং সমুদাগমঃ সোঽপি লোকোত্তরঃ।"[২] "সম্যক্‌সংবুদ্ধের কিছুই লোকের (কাহারও) সহিত সমান নহে। সুতরাং মহর্ষির সমস্ত কিছুই অবশ্যই লোকোত্তর। সম্যক্‌সংবুদ্ধে যে (লোকে) সমুদাগম, তাহাও লোকোত্তর।"[৩] কেহ কেহ মনে করিতে লাগিল যে বুদ্ধ ভগবান এই মনুষ্যলোকে আসেনও না, তিনি সততই তুষিত স্বর্গে থাকেন। যে বুদ্ধ এই মনুষ্যলোকে আসিয়াছিলেন এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে কথিত হইয়া থাকে, তিনি উঁহার,—তুষিত স্বর্গস্থ প্রকৃত বুদ্ধের, নির্মিত রূপই। সমস্ত বুদ্ধগণ গুণে সমান, না তাঁহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক্যতা আছে, তাহা লইয়াও বৌদ্ধগণের মধ্যে মতভেদ হইতে লাগিল। 'কথাবত্থু'তে তাহার বিচার আছে।

১। শতপংচাশতিক-স্তোত্র, ১৩০

২। মহাবস্তু, [১ খং, ১৫৯ পৃ]

৩। কেহ কেহ মানিত যে "বুদ্ধস্স ভগবতো উচ্চারপস্সাবো অতিবিয় অঞ্‌ঞে গংধজাতে অধিগণ্হাতীতি।" (কথাবত্থু, ১৮।৪)

"অত্থি বুদ্ধানাং বুদ্ধেহি হীনাতিরেকতা তি ?"[১]

কেহ কেহ মানিতেন যে শরীর, আয়ু এবং প্রভাব ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে বুদ্ধদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আর অপর কেহ কেহ মানিতে লাগিলেন যে স্মৃতিপ্রস্থান, সম্যক্‌প্রধান, প্রভৃতি ব্যতীত অপর কোন কোন গুণে বুদ্ধগণের মধ্যে হীনাতিরেকতা আছে।[২] 'মিলিন্দপ্রশ্নে' উক্ত হইয়াছে যে কুল, অধ্বান, আয়ু এবং প্রমাণ—এই চারি বিষয়ে বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে "বৈমত্যতা' আছে, পরন্তু হে মহারাজ। সমস্তই বুদ্ধগণের রূপে, শীলে, সমাধিতে, প্রজ্ঞায়, বিমুক্তিতে, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে, চতুর্বৈশারদ্যে দশ তথাগতবলে, ছয় অসাধারণ জ্ঞানে, চতুর্দশ বুদ্ধজ্ঞানে, আঠার বুদ্ধধর্মে এবং কেবল বুদ্ধধর্মে বৈমত্যতা নাই। 'সব্বে পি বুদ্ধা বুদ্ধধম্মেহি সমসমা তি' (সর্ববুদ্ধগণই বুদ্ধধর্মে সমসম)।[৩]

পাটলিপুত্রের ভিক্ষুসংঘের প্রধান মহাদেব।[৪] তাঁহার শিষ্য নাগ এবং প্রশিষ্য স্থিরমতি, প্রচার করেন যে (১) অর্হতেরও রাগ থাকে, (২) অর্হতেরও অজ্ঞান থাকে, এবং (৩) অর্হতেও কোন কোন বিষয়ে শংকা থাকিতে পারে।[৫]

১। কথাবত্থু, ২১।২

২। দ্রষ্টব্য—N Dutt, *Early Mon Bud* II, p 76

৩। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ২৮৫ পৃ]

৪। কথিত হয় যে এই মহাদেব মথুরার জনৈক ব্রাহ্মণ ব্যাপারীর পুত্র ছিলেন। তিনি মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে গিয়া কুক্কুটারামে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন, এবং অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে তথাকার ভিক্ষুসংঘের প্রধান হন। তিনি মগধের সম্রাট শূরসেনের কিংবা উঁহার পুত্র সম্রাট নন্দের, সময়ে বর্তমান ছিলেন, এবং আপন মত প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্য নাগ সম্রাট নন্দের সময়ে বর্তমান ছিলেন।

(দ্রষ্টব্য—N Dutt, *Early Mon Bud*, II pp. 23-5, 41-2)

৫। 'কথাবত্থু'তে (২।১-৩) এই সকলের বিচার আছে। উহাতে আছে যে অপর সর্ববিষয়ের জ্ঞান থাকিলেও "অর্হত্ সমস্ত স্ত্রী পুরুষের নাম ও গোত্র না জানিতে পারেন, সমস্ত মার্গামার্গকে না জানিতে পারেন ; সেইকারণে ইহা বলা হইতে পারে যে 'অর্হতের অজ্ঞান আছে।' (কথাবত্থু, ২।২।২২) অপর কোন বিষয়ে শংকা না থাকিলেও, ঐ-সকল বিষয়ে তাঁহার শংকা থাকিতে পারে ; সেইকারণে ইহা বলা যায় যে অর্হতের শংকা থাকে। (২।৩।২১) পরে আছে, "অর্হত্ সব বুদ্ধ-বিষয়কে জানেন না", "সেইকারণেই, (বলা যায় যে) কিংচিত্ সংযোজন আছে, যাহা প্রহাণ না করিয়াও অর্হত্ব প্রাপ্তি হয়," (২১।৩।৩) "সেইকারণেই (বলা যায় যে) কিংচিত্ করিয়াও পরিনির্বাণ (হইতে পারে।)" (২২।১।৩)

মহাসাংঘিকদিগেব কতিপয় উপসংপ্রদায়ে ঐ মত পরিগৃহীত হয়।[১] উহাদিগেতে, সেইকাবণে, মনে করা হইতে থাকে যে অর্হত্ সম্যক্ মুক্ত নহেন, তাঁহার অর্হত্ব হইতে পতন হইতে পারে। অপরে মনে কবিত যে অর্হত্ সম্যক্ মুক্ত; তাঁহাব অর্হত্ব হইতে পতন হইতে পাবে না। 'কথাবত্থু'তে ঐ বিষয়ে বিচাব আছে। কেহ কেহ মানিত যে

"পবিহাবতি অরহা অরহত্তা"

অপরে তাহা মানিত না।[২] যাহাবা অর্হতের পতন হইতে পাবে মানিত, তাহাবা স্বীকাব কবিত যে অর্হতেব বাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রহীন হয়, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা প্রভৃতি প্রহীন হয়। তথাপি তাহারা মনে কবে যে, অর্হতের পতন হইতে পারে।[৩]

(১) অর্হতের বাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রহীন হয়, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা প্রভৃতি প্রহীন হয়। "উচ্ছিন্নমূলং তালাবত্থুকতং অনভাবংকতং অনুপ্পাদধম্মং তি।"

(২) অর্হত্ বীতবাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, কৃতকরণীয, প্রহিতভাব, অনুপ্রাপ্তসদর্থ, পবিক্ষীণভবসংযোজন, সম্যক্-আজ্ঞা-বিমুক্ত, উত্ক্ষিপ্তপবিঘ" ইত্যাদি, তাঁহার দুঃখ পবিজ্ঞাত হইয়াছে, সমুদয় প্রহীন হইয়াছে, নিবোধ সাক্ষাত্কৃত হইয়াছে, মার্গ ভাবিত হইয়াছে, অভিজ্ঞেব অভিজ্ঞাত হইয়াছে, পরিজ্ঞেয় পরিজ্ঞাত হইয়াছে, প্রহাতব্য প্রহীন হইয়াছে, ভাবিতব্য ভাবিত হইয়াছে, সাক্ষাত্কর্তব্য সাক্ষাত্কৃত হইয়াছে।" উভয় বাদী তাহা মানে। একে তত্সত্ত্বেও মানে যে "অর্হত্ অর্হত্ব হইতে পরিহীন হয়", আব অপবে মানে যে, সেই কারণে ইহা বলা উচিত নহে যে অর্হত্ অর্হত্ব হইতে পবিহীন হন।[৪]

যাহাবা অর্হতেব পতন মানে তাহাবা বলেন যে সময়বিমুক্ত অর্হতেবই পতন হইতে পাবে, অসময়-বিমুক্তেব পতন হয় না।[৫] উভয়বিধ অর্হতেবই বাগাদি প্রহীন হয়, উভয়বিধ অর্হত্ "বীতবাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, ইত্যাদি।

১। হৈমবতগণও ঐ মত পবিগ্রহণ করেন। বোধ হয় সেইকাবণেই কেহ কেহ উঁহাদিগকে মহাসাংঘিকগণের উপসংপ্রদায় মনে করেন। অপবে উঁহাদিগকে স্থবিরবাদীগণের বা সর্বাস্তিবাদীগণের উপসংপ্রদায় বিশেষ করিয়া মনে করেন।

২। কথাবত্থু, ১।২।১-

৩। ঐ, ১।২।৫৩-৫

৪। ঐ, ১।২।৪৭, ৪৬

৫। ঐ, ১।২।৪৮

যেহেতু "এই সুত্তংত নিশ্চয় আছে" তাহা তোমরা স্বীকার কর, সেইহেতু ইহা বলা নিশ্চয় উচিত নহে যে "ছিন্নের ছেদ্য আছে"।[১] "ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে" যে

"সেই সম্যক্-বিমুক্ত শাংতচিত্ত ভিক্ষুর কৃতের পরিচয় হয় না, করণীয় বিদ্যমান থাকে না। যেমন একঘন শৈল বায়ুদ্বারা সংচালিত হয় না, তেমন কেবল রূপ, রস, শব্দ, গংধ ও স্পর্শ, তথা ইষ্ট ও অনিষ্ট ধর্মসমূহ তাঁহার স্থিত এবং বিপ্রমুক্ত চিত্তকে প্রতিবিদ্ধ করে না। (তাঁহার ঐ অবস্থার) ব্যয়ও দেখা যায় না।[২] যেহেতু "এই সুত্তংত নিশ্চয় আছে" তাহা তোমরাও স্বীকার কর, "সেইহেতু উহা বলা উচিত নহে যে 'কৃতের প্রতিচয় হয়'।"[৩]

পতনবাদী মনে করে যে ছিন্নের ছেদ্য প্রকারবিশেষে থাকে এবং কৃতের প্রতিচয় প্রকার বিশেষে হইতে পারে।

স্থবির নাগসেন এবং বুদ্ধঘোষ মানিতেন না যে অর্হতের কখনও পতন হইতে পারে। নাগসেন বলিয়াছেন

"হে মহারাজ। অর্হতের সর্বগতি উচ্ছিন্ন হইয়াছে, যোনি বিধ্বংসিত হইয়াছে, প্রতিসংধি উপহত হইয়াছে, স্পর্শসমূহ ভংগ হইয়াছে, সর্বভবালয়-সমূহ সমূহত হইয়াছে, সর্বসংস্কারসমূহ সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে, কুশলাকুশল হত হইয়াছে, অবিদ্যা বিহত হইয়াছে, বিজ্ঞান নির্বীজ কৃত হইয়াছে, সর্বক্লেশসমূহ দগ্ধ হইয়াছে, এবং লোকধর্মসমূহ অতিবর্তিত হইয়াছে। সেই কারণে অর্হত্ সর্বভয় হইতে সংত্রাস প্রাপ্ত হন না।"[৪] তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে অর্হত্ সর্বজ্ঞ না হইতেও পারেন, সর্বকে জানিতে উঁহার বল না থাকিতেও পারে। যথা, কোন কোন স্ত্রীপুরুষগণের নাম ও গোত্র উঁহার অজ্ঞাত থাকিতে পারে, পৃথিবীস্থ কোন কোন মার্গও উঁহার অজ্ঞাত থাকিতে পারে।[৫] পরংতু, অর্হত্, নাগসেন মনে করেন যে, বিমুক্তিকে একাংতরূপে জানেন,

---

১। কথাবত্থু, ১।২।৫৭

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩। কথাবত্থু, ১।২।৫৮

৪। মিলিংদপ্রশ্ন, [ট্রেংকনের সং, ১৪৬ পৃ]

৫। ঐ সকল বিষয়ে অর্হতের অজ্ঞান থাকিতে পারে বলিয়া 'কথাবত্থু'তেও উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বে ৩৭২ পৃষ্ঠার ৫নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ষড়ভিজ্ঞ, স্ববিষয়কে জানেন।[১] সুতরাং অর্হত্ মুক্ত, উঁহার পতন হইতে পারে না।

বুদ্ধঘোষ পালিনিকায় মূলে বলিয়াছেন যে অর্হত্ "খীণাসবো অংতিমদেহধারী ওহিতভাবো অনুপ্পত্ত সদত্থো পরিকৃখীণভবসংযোজনো সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তো।"[২] তিনি স্বয়ং অর্হত্ শব্দের চারি নিরুক্তি করিয়াছেন,—(১) যিনি সর্বক্লেশ হইতে 'আরে' (বা সুবিদূরে) স্থিত বলিয়া 'আরক', 'আরকত্ব' (অর্থাত্ সর্বক্লেশের, বাসনা সহ, বিধ্বংসিত্ব) হেতু, তিনি 'অর্হত্'। (২) (রাগাদি) অরিসমূহ যত্কর্তৃক (প্রজ্ঞাশস্ত্রদ্বারা) হত হইয়াছে, তিনি 'অর্হত্'। (৩) (সংসারচক্রের) অরসমূহ যত্কর্তৃক (জ্ঞানাসি দ্বারা) হত হইয়াছে, তিনি 'অর্হত্। (৪) যাঁহার পাপ করণে লোকলজ্জা বশত 'রহ' নাই, অর্থাত্ যিনি একান্তেও পাপ করেন না, তিনি 'অর্হত্'।[৩] সুতরাং অর্হত্ তাঁহার মতে, সম্যক্ বিমুক্ত ; এতএব তাঁহার পতন হইতে পারে না।

'কথাবত্থু'তে দেখা যায়, যাহারা অর্হতের অর্হত্ব হইতে পতন হইতে পারে বলিয়া মানিত, তাহারা অনাগামীর এবং সকৃদাগামীর ও অনাগামী ফল এবং সকৃদাগামী-ফল হইতে পতন হইতে পারে বলিয়া মানিত, পরন্তু স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল হইতে পতন হইতে পারে বলিয়া মানিত না।[৪] তাহারা মনে করে যে অর্হত্ অর্হত্ব হইতে চ্যুত হইয়া অনাগামীত্বে সংস্থিত হয়, অনাগামী অনাগামীত্ব হইতে স্রোতাপন্নত্বে সংস্থিত হয়, পরন্তু স্রোতাপন্ন স্রোতাপন্নত্ব হইতে চ্যুত হয় না। অর্হত্ অর্হত্ব হইতে চ্যুত হইতে হইতে স্রোতাপন্নত্ব পর্যন্ত আসিতে পারে।[৫]

'কথাবত্থু'তে আরও দেখা যায় কেহ কেহ অর্হতের উত্পত্তি, পুনর্ভবও হইতে পারে বলিয়া মানিত।

"অর্হতের উত্পত্তি আছে কি ?

"না, এই প্রকার বলা নিশ্চয় উচিত্ নহে।

১। মিলিংদপ্রশ্ন, [ট্রেংকনের সং, ২৬৭ পৃ]

২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২২ পরি [৬৭৮ পৃ] উদ্ধৃত বচন 'সংযুত্তনিকায়ে'র [৪ খং, ১২ পৃ] (পূর্বে ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৩। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৭ পরি [১৯৮-২০১ পৃ]

৪। কথাবত্থু, ১।২।৬ ৫। ঐ, ১।২।৭

"অর্হতেব উত্‌পত্‌তি আছে কি ?

"হ্যাঁ।

"অর্হতের পুনর্ভব আছে কি ?

"না, এই প্রকার বলা নিশ্‌চয় উচিত্‌ নহে।

"অর্হতের পুনর্ভব আছে কি ?

"হ্যাঁ।"[১]

একই প্রশ্‌নেব এইরূপে দুইবাবে দুই প্রকাব উত্‌তরেব,—একবাবে 'না', অন্যবাবে 'হাঁ', অর্থাত্‌ একবারে 'অর্হতের পুনর্ভব হয় না', অন্যবারে 'অর্হতেব উত্‌পত্‌তি, পুনর্ভব হয়'—সমন্বয় এই বুঝিতে হইবে যে কোন কোন অর্হতেবই উত্‌পত্‌তি পুনর্ভব হয়, সকলেব নহে, আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, সাধারণত অর্হতেব পুনর্ভব হয় না, তবে কোন কোন অর্হতের, কোন বিশেষ কারণে পুনর্ভব হয়।

কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানীব, বর্তমান দেহের পাতেব পর অপব দেহের উত্‌পত্‌তি অর্থাত্‌ দেহাংতর গ্রহণ, পুনর্ভব, হইতে পারে বলিয়া ভাগবতধর্মেও মানা হয়। তাহাব হেতু এই যে ভাগবতশাস্ত্রে, ইতিহাস পুবাণাদিতে উহাব একাধিক দৃষ্‌টাংত পাওয়া যায়। পবংতু ঐ সকল দৃষ্‌টাংত দেখিয়া তাহা মানিলে এই দোব আপতিত হয় যে, এই শংকা করা যায় যে—'ব্রহ্মবিদ্যাব মোক্ষহেতুত্ব পাক্ষিক (অর্থাত্‌ ব্রহ্মবিদ্যা কাহাবও কাহারও মাত্র মোক্ষেব হেতু হয়, কাহারও কাহাবও হয় না), অথবা, ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের হেতু নহে।'(শংকব) ঐ শংকা নিরাসার্থ ভগবান বাদরায়ণ বলেন,

"যাবদধিকারমবস্‌থিতিরাধিকারিকাণাম্‌।"[২]

'আধিকাবিকদিগেব যাবত্‌ অধিকাব (থাকে, তাবত্‌) অবস্‌থিতি (থাকে)।' তাত্‌পর্য এই যে—ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষেব অব্যভিচাবী হেতু, উহার দ্বারা সকলেব মোক্ষলাভ হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পবংতু দেখা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েব সংগে সংগেই দেহেব পতন হয় না, উহাব প্রাবব্‌ধ সংস্‌কাব যাবত্‌ পর্যংত ক্ষয় না হয়, তাব্‌ত পর্যংত উহা থাকে; সুতবাং ব্রহ্মজ্ঞানীও তাবত্‌ থাকেন, অনংতব

১। কথাবত্‌থু, ১।৩।১৯

২। ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৩২, উহার আচার্য শংকর-কৃত ভাষ্যও দ্রষ্টব্য।

কর্মক্ষয় হইলে দেহের পতন হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই প্রকার ইহা বলা যায় যে, যাহারা ভগবান কর্তৃক লোক-স্থিতির হেতুভূত বিশেষ বিশেষ অধিকারসমূহে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্যক্ উদয় সত্ত্বেও, অধিকার শেষ হওয়া পর্যন্ত, অধিকৃত কর্ম ক্ষয় হওয়া পর্যন্ত, অবস্থান করিতে হয়। ঐ অধিকৃত কর্ম ক্ষয় করিতে তাঁহাদিগকে দেহান্তরও গ্রহণ করিতে হয়। তারপর ঐ কর্ম ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহারা আর দেহান্তর গ্রহণ করেন না, ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। অপর কথায় বলিতে, বর্তমান স্থূল দেহের পাতের সংগে সংগে যে সকল ব্রহ্মজ্ঞানীর সূক্ষ্মদেহেরও বিনাশ হয়, তাঁহাদের পুনর্ভব হয় না; আর যাঁহাদের, অধিকার কর্মের ক্ষয় না হওয়ার কারণে, সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ হয় না, তাঁহাদিগকে আবার স্থূল দেহ গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহাদের পুনর্ভব হয়।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাঁহারা মানিতেন যে কোন কোন অর্হতের পুনর্ভব হয়, তাঁহারা উহার হেতু কি মনে করিতেন জানি না। তারপর ঐ অর্হদ্‌গণকে কি বরাবর দেহান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, না কোন পরিচ্ছিন্ন কালের জন্য?—এই বিষয়েও তাহারা কি মনে করিতেন, বলিতে পারি না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধ অনিত্যবাদী ছিলেন; তিনি বলিতেন যে রূপাদি পংচ উপাদান স্কংধ অনিত্য, সর্ব সংস্কার অনিত্য।[১]

"সব্বে সংখারা অনিচ্চা সব্বে ধম্মা অনত্তা তি।"[২]

'সর্ব সংস্কারসমূহ অনিত্য, সর্ব ধর্মসমূহ অনাত্মা।'

"সর্বং দুঃখং"।

"সর্বমনিত্যং", "সর্বমনাত্মা"[২.১]

'সব অনিত্য', 'সর্ব দুঃখ', 'সর্ব অনাত্মা'। বুদ্ধের মতে, "যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ, যাহা দুঃখ তাহা অনাত্মা"।[২.২] সুতরাং অনিত্য বলিয়াই সর্ব দুঃখ এবং অনাত্মা।

কালক্রমে কেহ কেহ মানিতে আরংভ করেন যে সর্ব বাহিরে অনিত্য হইলেও, অভ্যংতরে বা সারত নিত্য,—সর্বের সার নিত্য। উহারা মনে করেন যে

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত (২২।৯০।৩) [৩ খং, ১৩২ পৃ]

২.১। ঐ, ষড়ায়তন-সংযুত্ত, (৩৫।৪৩-৫) [৪ খং, ২৮ পৃ]

২.২। ঐ, ঐ, (৩৫।১।৩-) [৪ খং, ১- পৃ]

নামরূপাত্মক সর্বজগত্ ৭৫ মূল ধাতুদ্বারা নির্মিত,—যেগুলি নিত্য বিদ্যমান থাকে। নামরূপের সতত পরিবর্তন হইতে থাকিলেও,—ঐ রূপে সর্বকে অনিত্য বলা গেলেও, ঐ মূল ধাতুসমূহরূপে সর্ব সতত বিদ্যমান থাকে ('সর্বমস্তি')। সেই কারণে উঁহারা 'সর্বাস্তিবাদী' (অর্থাত্ যাহারা বলে যে "সর্বং অস্তি') নামে পরিচিত।[১] সোগেন বলিয়াছেন উঁহাদের মতে,

"The substratum of everything is eternal and permanent. What changes every moment is merely a phase of it"[২]

'প্রত্যেক বস্তুর অধিষ্ঠান (বা সার) নিত্য এবং স্থির। যাহা প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হয়, তাহা উহার কেবল এক দিকই।'[৩]

স্বমতের সমর্থনে সোগেন মহাযানী আচার্য আর্যদেবের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আচার্য নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক কারিকা'র স্বকৃত বৃত্তিতে আর্যদেব সর্বাস্তিবাদীগণের মত এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন,

"নিরুদ্ধে চেত্ ফলং হেতৌ হেতোঃ সংক্রমণং ভবেত্।
পূর্বজাতস্য হেতোশ্চ পূর্বজন্ম প্রসজ্যেত॥"[৪]

অর্থাত্, সোগেন, তথা হরিনাথ দে, মনে করেন,[৫] কারণ (দ্রব্য) কখনও বিনাশ পায় না, পরংতু, যখন উহা কার্য হয়, তখন অবস্থাংতর প্রাপ্ত হইয়া, নিজের নাম পরিবর্তন করে মাত্র। যথা, মৃত্তিকা অবস্থাংতর প্রাপ্ত হইয়া ঘট হয়, এবং তখন উহার 'মৃত্তিকা' নাম বিনষ্ট হয়, আর ঘট নাম উত্পন্ন হয়।

১। আচার্য বসুবংধু লিখিয়াছেন, "এবং ধর্মাণাং ত্রিকালাস্তিত্বম্। তেষাং ত্রৈকাল্যেঽস্তিত্বং বদতি, তেন হি সর্বাস্তিবাদী ইত্যুচ্যতে।" (অভিধর্মকোশ, ৫।২৫ বৃত্তি।)

২। Y Sogen, *Syst Bud Thou*, p 134

৩। আরও দ্রষ্টব্য,—

"The Sarvastivadins who believe that the substratum of everything is permanent, though its phases are constantly changing" (ঐ, p 186)

But the Sarvastivadins do admit the permanence of the respective substratum of things while maintaining the momentary character of their various phases The very name of this school points out this fact " (ঐ, p 137)

৪। এই বচন চংদ্রকীর্তির 'মাধ্যমিক-বৃত্তি' তেও (২০।২ বৃত্তি) ধৃত হইয়াছে।

৫। Y Sogen, *Syst Bud Thou*, p 140

পরংতু ছারবেত্স্কি মনে করেন যে সর্বাস্তিবাদীগণ বস্তুর সারকে ত্রিকাল-স্থায়ী মানিলেও, নিত্য মানেন না। তিনি লিখিয়াছেন

"As stated above, the Sarvastivadins maintain that all elements exist in two diffeient planes, the ieal essence of the element (*dharmasvabhūba*) and its momentaiy manifestation (*dharmalaksana*). The first exists always, in past, present and future It is not eternal (*nitya*) because eternality means the absence of change, but it represents the potential appearances of the element into phenomenal existance, and its past appearances as well The potentiality is existing for ever (*sarvadā asti*)" etc[১]. 'যেমন উপরে উক্ত হইযাছে, সর্বাস্তিবাদীগণ মনে করেন যে সর্বধর্ম দুই ভিন্ন স্তরে থাকে, ধর্মের প্রকৃত সার ("ধর্মস্বভাব"), এবং উহার ক্ষণিক অভিব্যক্তি ("ধর্ম-লক্ষণ")। প্রথমটি সততই,—অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে থাকে। পরংতু উহা নিত্য নহে, কেননা, নিত্যতা পরিবর্তনের অভাব বুঝায় , কিন্তু উহা ধর্মের পরিদৃশ্যমান সদ্ভাবের বীজ-ব্যক্তির, তথা উহার অতীত ব্যক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। বীজত্ব সততই থাকে ("সর্বদা অস্তি")।' ইত্যাদি। কূটবত্ নির্বিকারভাবে স্থিতিকেই ছারবেত্স্কি নিত্যতা মনে করিয়াছেন। পরংতু বৌদ্ধগণ পরিণামী নিত্যতাও মানিতেন। যথা যে সকল বৌদ্ধ ('স্বযূথ্যা') বলেন যে 'ভাবসমূহের স্বলক্ষণত্ব অভ্যুপগম হেতু উহারা কালত্রয়ে থাকে', 'অনিষ্টস্বভাব ভাবসমূহই হেতুপ্রত্যয়সামগ্রী দ্বারা সেই সেই অবস্থায় থাকে', উহাদিগকে লক্ষ্য করিযা আচার্য আর্যদেব বলিয়াছেন,

"সর্বকালাস্তিতা যস্য তস্যাস্ত্যনিত্যতা কুতঃ।"

'যাহারা সর্বকালে অস্তিতা মানে, তাহাদের অনিত্যতা কোথায় থাকে?' সুতরাং তিনি প্রকারাংতরে বলিয়াছেন যে সর্বকালে অস্তিতা নিত্যতাই, সুতরাং ঐ বৌদ্ধগণ ভাবের নিত্যতা মানিতেন। তাঁহার বৃত্তিকার আচার্য চংদ্রকীর্তি বলিয়াছেন, ঐ বৌদ্ধগণের মত এই দাঁড়ায় যে "তস্মদ্ভাবাঃ স্বভাবান্-নিত্যত্বেন নিত্যা এব" (সুতরাং ভাবসমূহ স্বভাবে নিত্যত্বহেতু নিত্যই')। চংদ্রকীর্তি আরও

১। Stcherbatsky, *The Central Conception of Buddhism*, etc p 42

বলিয়াছেন যে 'নিত্য' শব্দ 'স্বভাব', 'সত্য', 'সার', 'বস্তু' ও 'দ্রব্য' শব্দের পর্যায়বাচী।[১] আচার্য শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন, স্বভাবে সদা অবস্থিতিই নিত্যতা, তদ্ভিন্ন অপর কোন নিত্য-লক্ষণ নাই।[২] একটা প্রাচীন বচনে আছে,

"নিত্যং তমাহুর্বিদ্বাংসো যঃ স্বভাবো ন নশ্যতি।"[৩]

'যে স্বভাব বিনষ্ট হয় না, উহাকেই বিদ্বানগণ নিত্য বলেন।' ঐ সংজ্ঞা অনুসারে বলিতে হয় যে যেহেতু সর্বাস্তিবাদীগণ ধর্মের স্বভাবের সদা-স্থিতি মানিতেন, ছাবরেতস্কিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্মের নিত্যতা মানিতেন।

চন্দ্রকীর্তি বলিয়াছেন যে, বৈভাষিকগণ সর্বাস্তিবাদী এবং সাংখ্যদিগের ন্যায় সৎকার্যবাদীই, 'তাঁহারা বস্তুর স্বভাবকে কালত্রয়ে সৎ বলিয়া মানেন[৪], "সৎকার্যবাদীর পক্ষ কার্যকারণের একত্ব। তাঁহার (মতে) কার্যকারণরূপে ব্যবস্থিত থাকিয়াই কার্যরূপে বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়।'[৫]

কোন কোন সর্বাস্তিবাদী আচার্য ঐ বিষয়ে সুবর্ণের দৃষ্টান্ত দিতেন। উঁহাদের মত সম্বন্ধে আচার্য শান্তরক্ষিত লিখিয়াছেন,

"ভাব (=দ্রব্য) অবস্থাভেদবান বলিয়া কোন কোন বৌদ্ধগণ কর্তৃকও স্বীকৃত হইয়া থাকে। তখন সুবর্ণের অনুগম-সাম্য দ্বারা স্থিরতা মানা হইয়া থাকে। যেমন সুবর্ণের দৃষ্টান্তে অবস্থাভেদভাব সত্ত্বেও (সুবর্ণ) সুবর্ণত্বকে পরিত্যাগ করে না, তেমন এইভাব (অবস্থাভেদ সত্ত্বেও) দ্রব্যত্ব পরিত্যাগ করে না।"[৬]

তাঁহার শিষ্য এবং টীকাকার কমলশীল বলিয়াছেন যে কালত্রয়াবস্থিতি-বাদী আচার্য এই চারিজন (১) ভদন্ত ধর্মত্রাত, (২) ভদন্ত ঘোষক, (৩) ভদন্ত বসুমিত্র, এবং (৪) ভদন্ত বুদ্ধদেব। উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা বস্তুর

১। চতুঃশতক-বৃত্তি, ৯।১ (৫২ পৃ) ২। তত্ত্বসংগ্রহ, ১৭৯৬ (৫০৭ পৃ) কমলশীল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ন চ সদাসত্ত্বব্যতিরেকেণ নিত্যলক্ষণমস্তি।"

৩। কমলশীলকর্তৃক ধৃত। (তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা, ৫০৭ পৃ)

৪। "যো বৈভাষিকঃ সর্বদাসদ্ভাবং বস্তুনঃ সর্বাস্তিবাদেনেব প্রশংসতি " (চতুঃশতক ১১।৬ সংবন্ধবৃত্তি, ১১০ পৃ), "অস্তীতি ভাবসদ্ভাবকল্পনানতাং জৈমিনীয়-কাণাদ-কপিলাদীনাং বৈভাষিকপর্যন্তানাং", (মাধ্যমিক-বৃত্তি, ২২২ পৃ)

"সাংখ্য-বৈভাষিকৌ সৎকার্যবাদিনাবেব। বৈভাষিকোঽপি স্বভাবানন্দভূতাদ্ভবপ্রাপ্তিভিন্না কালত্রয়েঽপি সদেব কল্পয়তি।" (চতুঃশতক ১১।১৫ বৃত্তি (১২০ পৃ))।

৫। ঐ, ১৪।২১ বৃত্তি (২১২ পৃ) ৬। তত্ত্বসংগ্রহ, ১৭৮৬-৭, (৫০৩ পৃ)

মুত্পন্থতে' (স্থান-বিশেষ-সংবন্ধ বশত সংখ্যাভিদ্যোতক সংক্রান্তব উত্পন্ন হয়)।"[১]

বুদ্ধদেব বলেন, "অধ্বসমূহে বর্তমান ধর্ম পূর্বপর অপেক্ষায় অন্য অন্য বলিয়া উক্ত হয়। যেমন একই স্ত্রী মাতা বলিয়াও উক্ত হয়, দুহিতাও। উহা ব্যবহাব পূর্বাপব অপেক্ষাতেই। যাহাব পূর্বই আছে, অপর নাই, তাহা অনাগত, যাহাব পূর্বও আছে, অপরও আছে, তাহা বর্তমান, যাহাব অপরই আছে, পূর্ব নাই, তাহা অতীত।"

উঁহাদেব মতেব এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের পর কমলশীল লিখিয়াছেন, "এই চাবিজন সকলেই অস্তিবাদী, ভাবলক্ষণাবস্থান্যথান্যথিক-সংজ্ঞিত। তন্মধ্যে প্রথম পরিণামবাদীত্ব হেতু সাংখ্যমত হইতে ভিন্ন নহে।"

উহাদেব মতেব সংক্ষিপ্ত পবিচয় এবং সমালোচনা আচার্য বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোশে,[২] এবং আচার্য ভাব্যের 'কাবভেত্রবিভংগে'ও[৩] পাওয়া যায়। বসুবন্ধু বলিযাছেন যে সর্বাস্তিবাদীগণ চতুর্বিধ,—(১) ভাবান্যথিক, (২) লক্ষণান্যথিক, (৩) অবস্থান্যথিক, এবং (৪) অন্যথান্যথিক, তন্মধ্যে ভদংত বসুমিত্রের অবস্থান্যথাত্ব-বাদ 'শোভন', 'সুংদব'। অপব তিন বাদকে তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। শাংতরক্ষিত চাবই বাদকে খণ্ডন করিয়াছেন।

যশোমিত্র লিখিয়াছেন, ভাবান্যথাত্ব-বাদী ভদংত ধর্মত্রাত "সৌত্রাংতিক-দর্শনাবলংবী" ছিলেন, 'বিভাষা'য় তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে।[৪] 'বিভাষা' সম্রাট কনিষ্ক কর্তৃক আহুত চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতে সমুপস্থিত ভিক্ষুগণ কর্তৃক বিরচিত হয়। সুতরাং ধর্মত্রাত তদপেক্ষাও প্রাক্‌কালীন। বসুমিত্র, ঘোষ এবং বুদ্ধঘোষেবও নামোল্লেখ 'বিভাষা'য় আছে। সুতরাং উঁহাবাও তত্প্রাক্।

সর্বানিত্যবাদেব সহিত নিত্যবাদেব সমন্বয় কেহ কেহ অন্য প্রকারে করিতেন। উঁহাবা বস্তুসমূহকে অনিত্য ও নিত্য এই কোটিতে বিভক্ত করেন। আচার্য শাংতরক্ষিত লিখিয়াছেন, অপরে মনে করেন যে বস্তুসমূহ ক্ষণিক ও অক্ষণিক—

১। বসুমিত্রের মতের অধিক পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য—'তত্ত্বসংগ্রহপংজিকা', ৫০৪ পৃ।

২। অভিধর্মকোশ, ৫।২৫-৭

৩। স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা, ৯।২০ (ছারবেত্স্কি, ৪৬ পৃ); Rockhill, *Life of Buddha* pp 195-6

৪। ঐ

চক্ষু-সংস্পর্শ প্রহাতব্য। আরও এই যাহা চক্ষু-সংস্পর্শ-প্রত্যয় বশত উত্পন্ন হয়,—বেদয়িত সুখ, কিংবা দুঃখ, কিংবা অদুঃখ-অসুখ, তাহাও প্রহাতব্য।"

শ্রোত্রাদি মন পর্যংত অপর ইংদ্রিয়সমূহের প্রত্যেকের বিষয়েও বুদ্ধ ঠিক সেইরূপ বলেন।[১] এইরূপে দেখা যায়, 'সর্ব' শব্দে বুদ্ধ ইংদ্রিয়সমূহকে, উহাদের বিষয়সমূহকে, তথা বিজ্ঞান, সংস্পর্শ ও সংস্পর্শ প্রত্যয় বেদনাকে,— এক কথায়, লৌকিক বস্তুসমূহকে বুঝিতেন।[২] তাহাতে বলা যায়, সর্বানিত্য-বাদ লৌকিক বস্তুসমুহ বিষয়কই।[৩] সুতরাং লোকোত্তর বস্তুকে নিত্য মনে করিলে ঐ বাদের সংগে বিরোধ হয় না।

ধর্মসমূহের লৌকিক এবং 'লোকোত্তর' ভেদ পালিনিকায়েও পাওয়া যায়। যথা 'মজ্ঝিমনিকায়ে' নির্বাণকে 'লোকুত্তর ধম্ম' ('লোকোত্তর ধর্ম) বলা হইয়াছে।[৪] 'সংযুত্তনিকায়ে' তাহা প্রকারাংতরে নির্দেশিত হইয়াছে। যথা, উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে বুদ্ধ সময় সময় পর ভিক্ষুগণকে বলেন,

"সর্ব আদীপ্ত। ··কিসের দ্বারা আদীপ্ত? রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি দ্বারা আদীপ্ত; জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য, ও উপায়াস দ্বারা আদীপ্ত।"[৫]

"সর্ব অংধভূত। ··কিসের দ্বারা অংধভূত? জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস দ্বারা অংধভূত।"[৬]

১। সংযুত্তনি, সড়ায়তন-সংযুত্ত, সব্বরগ্গ, (৩৫।২৪।২-৯) [৪ খং, ১৫-৬ পৃ]।

২। দ্রষ্টব্য—ঐ, ঐ, (৩৫।৬৮।৩-) [৪ খং, ৩৯-৪০ পৃ], (৩৫।৮২।২-) [৪ খং, ৫২ পৃ], (৩৫।১০৭।২-) [৪ খং, ৫২ পৃ]।

৩। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"যংপি দিট্ঠং সুতং মুতং বিঞ্ঞাতং পত্তং পরিয়েসিতং অনুবিচারিতং মনসা তং পি অনিচ্চং।"

—(ঐ, দিট্ঠিসংযুত্ত, সোতাপত্তিবগ্গ, (২৪।৮।৪১-৬) [৩ খং, ২১৩ পৃ]

স্থবির বংগীশ বলিয়াছেন,

"যং ইধ পথবিং চ বিহাসং রূপগতং জগতোগধং কিংচি,
পরিজিয্যতি সব্বং অনিচ্চং এবং সমেচ্চ চরংতি মুত্তংতা।
—(থেরগাথা, ১২১৫)

৪। মজ্ঝিমনি [২ খং, ১৮১ পৃ]

৫। সংযুত্তনি, সড়ায়তন-সংযুত্ত, (৩৫।২৮।২-) [৪ খং, ১৯-২০ পৃ]

৬। ঐ, ঐ, (৩৫।২৯।২-) [৪ খং, ২০-১ পৃ]

"সর্ব জাতি-ধর্মা, জরা-ধর্মা, ব্যাধি-ধর্মা, মরণ-ধর্মা, শোক-ধর্মা, সংক্লেশ-ধর্মা, ক্ষয়-ধর্মা, ব্যয়-ধর্মা, সমুদয়-ধর্মা ও নিরোধ-ধর্মা।"[১]

সর্ব (অর্থাত্ সর্বের এই স্বরূপ) অভিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞেয়, সাক্ষাত্-কর্তব্য।'[২] অনংতর সর্ব প্রহাতব্য।"[৩] বুদ্ধ সর্বপ্রহাণার্থই ধর্ম উপদেশ করেন।'[৪]

"হে ভিক্ষুগণ! সর্বকে অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞা ও প্রহানের জন্যই আমি তোমাদিগকে ধর্ম দেশনা করিব।"[৫]

তাহার হেতু এই যে তিনি বলিয়াছেন

"সব্বং ভিক্খবে অনভিজানং অপরিজানং অবিরাজয়ং অপ্পজহং অভব্বো দুক্খ-ক্খয়ায়।"[৬]

'হে ভিক্ষুগণ। সর্বকে অভিজ্ঞাত না হইলে, পরিজ্ঞাত না হইলে, বিরাজিত না করিলে, প্রহান না করিলে (কেহ) দুঃখ-ক্ষয়ে যোগ্য হয় না।' পক্ষাংতরে

"হে ভিক্ষুগণ! সর্বকে অভিজ্ঞাত হইলে, পরিজ্ঞাত হইলে, বিরাজিত করিলে, প্রহান করিলে, দুঃখ-ক্ষয়ে যোগ্য হয়।"[৭]

নির্বাণ সর্বের বিপরীত, কেননা, উহা ধ্রুব, দুঃখ-ক্ষয়, রাগ-দ্বেষ-মোহ-ক্ষয়, জাতি-জরাদি-রহিত।[৮] সর্ব লোক (বা লৌকিক)। সুতরাং নির্বাণ অলোক, লোকাতীত বা লোকোত্তর।

'পটিসংভিদামগ্গে' আছে, পংচস্কংধ অনিত্য, অধ্রুব, চল, অনাত্মা, অসার, জাতি-ধর্মা, মরণ-ধর্মা, সংস্কৃত, ইত্যাদি, আর নির্বাণ তদ্বিপরীতে, যথাক্রমে নিত্য, ধ্রুব, অচল, পরমার্থ, সার, অজাত, অমৃত, অসংস্কৃত, প্রভৃতি।[৯] কথাবত্থুতে আছে,

---

১। সংযুত্তনি, সলায়তন-সংযুত্ত, (৩৫।৩৩-৪২) [৪ খং, ২৬-৮ পৃ]।

২। ঐ, ঐ, (৩৫।৪৬, ৪৭, ৪৯) [৪ খং, ২৯ পৃ]

৩। ঐ, ঐ, (৩৫।৪৮) [৪ খং, ২৯ পৃ]

৪। ঐ, ঐ, (৩৫।২৪।২-) [৪ খং, ১৫-৬ পৃ]

৫। ঐ, ঐ, (৩৫।২৫।২-) [৪ খং, ১৬-৭ পৃ]

৬। ঐ, ঐ, (৩৫।২৬।২-১০) [৪ খং, ১৭ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—(৩৫।২৭।২-১১) [৪ খং, ১৮-৯ পৃ]

৭। ঐ, ঐ, (৩৫।২৬।১১-৯) [৪ খং, ১৭-৮ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—(৩৫।২৭।)

৮। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৯। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

"নির্বাণ আছে। নির্বাণ-ভাবকে পরিত্যাগ করে না। (সুতরাং) নির্বাণ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত—অবিপরিণাম-ধর্মী।"[১]

এইরূপে লৌকিক ধর্মসমূহকে অনিত্য মনে করিলেও, লোকোত্তর ধর্মকে নিত্য মনে করা হইত।

এইরূপে দেখা যায়, যেমন ভাগবতধর্মে, তেমন রূপাংতরিত বৌদ্ধধর্মের কোন কোন শাখায় ও অনিত্যতাবাদের সংগে সংগে নিত্যতাবাদও একপ্রকারে মানা হইতে থাকে। ভাগবতধর্মের মতে জগত্ অনিত্য ও দুঃখময়, আর আত্মা বা ব্রহ্ম নিত্য ও আনংদময়। প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে, নিত্য আত্মা অনিত্য জগতের উপাদান বা অধিষ্ঠান, সুতরাং একই বস্তুর একদিক বা পিঠ নিত্য, আর অপর দিক বা পিঠ অনিত্য, অথবা একই বস্তু এক দৃষ্টিতে নিত্য, অন্য দৃষ্টিতে অনিত্য। পরংতু রূপাংতরিত ভাগবতধর্মের কোন কোন শাখার মতে নিত্য আত্মা অনিত্য জগত্ হইতে বস্তুত ভিন্ন। বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদীগণের মতে, নিত্য বস্তু একাধিক, এবং উহারা অনিত্য সর্বের উপাদান, আর বাত্সীপুত্রীয়াদির মতে নিত্য ও অনিত্য বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন।

সর্বাস্তিবাদীগণের উল্লেখ এবং স্থবিরবাদীগণ কর্তৃক উঁহাদের মতের খংডন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্যসম্রাট অশোকের সময়ে বিরচিত 'কথাবত্থু'তে আছে। ধর্মত্রাতাদির মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং খংডন আচার্য বসুবংধুর 'অভিধর্মকোষে' আছে। সুতরাং উঁহারা তাঁহার প্রাক্‌কালীন। উঁহারা সম্রাট কণিষ্কের সময়ে (৭৫ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) বর্তমান ছিলেন এবং তত্কর্তৃক সংঘটিত বৌদ্ধ সংগীতিতে উপস্থিত ছিলেন। ভাবান্যথাত্বের উল্লেখ কথাবত্থুতে আছে। সুতরাং নিত্যতা-বাদ বৌদ্ধধর্মে উহার প্রথম অবস্থাতেই প্রবেশ করে।

যোগমতের সহিত ধর্মত্রাতাদির মতের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে দেখা যায়। যোগ-শাস্ত্রে চিত্তের ত্রিবিধ পরিণামের কথা আছে,—(১) নিরোধ-পরিণাম, (২) সমাধি-পরিণাম, এবং (৩) একাগ্রতা-পরিণাম। উহাদিগকে ব্যাখ্যা করিবার[২] পর, মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন।

"এতেন ভূতেংদ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ ব্যাখ্যাতাঃ[৩]।

১। কথাবত্থু, ১।৬।১২, ১৬, ২৪ (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
২। যোগদর্শন, ৩।৯-১২ ৩। ঐ, ৩।১৩

'ইহাব দ্বাবা (অর্থাত্ "চিত্তেব পূর্বোক্ত ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পবিণাম দ্বারা" (ব্যাস)) ভূতেংদ্রিয় সমূহে ধর্ম-পবিণাম, লক্ষণ-পবিণাম এবং অবস্থা-পবিণাম ব্যাখ্যাত হইয়াছে।' ভাষ্যকাব ব্যাস ব্যাখ্যা কবিযাছেন, "একই চিত্তেব সংস্কাবেব প্রতিক্ষণ অন্যথাত্ব (বা পবিণাম) নিবোধ-পবিণাম।"[১] সংস্কাব চিত্তেব ধর্ম, চিত্ত ধর্মী। সুতবাং সংস্কাবেব পবিণাম ধর্মপরিণামই। "ধর্মীব ধর্মসমূহ দ্বারা পবিণাম হব, ধর্মসমূহেব লক্ষণসমূহ দ্বাবা পবিণাম, আব লক্ষণ-সমূহেব অবস্থাসমূহেব দ্বাবা পবিণাম।"[২]

"ইহাব দ্বাবা ভূতেংদ্রিয়সমূহে পবিণাম ধর্মধর্মীভেদনিমিত্ত ত্রিবিধ বলিবা বেদিতব্য। পবংতু, পবিণাম একই। কেননা, ধর্ম ধর্মীস্বরূপ মাত্র, আব ধর্মীব এই পরিণাম ধর্মেব দ্বাবা প্রপংচিত হয়। ধর্মীতে বর্তমান ধর্মেরই অতীত, অনাগত এবং বর্তমান অধ্বসমূহে ভাবান্যথাত্ব হব, দ্রব্যান্যথাত্ব নহে, যেমন ভাংগিবা অন্যথা ক্রিবমান সুবর্ণ পাত্রেব ভাবান্যথাত্ব হয়, সুবর্ণান্যথাত্ব নহে। .....

"লক্ষণ পবিণাম। ধর্ম অধ্বসমূহে বর্তমান। অতীত (ধর্ম) অতীত লক্ষন-যুক্ত (হইলেও) অনাগত ও বর্তমান লক্ষণদ্বব হইতে বিযুক্ত নহে। তথা অনাগত (ধর্ম) অনাগতলক্ষণযুক্ত (হইলেও), বর্তমান এবং অতীত লক্ষণদ্বয় হইতে বিযুক্ত নহে। তথা বর্তমান (ধর্ম) বর্তমান-লক্ষণ-যুক্ত (হইলেও), অতীত এবং অনাগত লক্ষণদ্বয় হইতে বিযুক্ত নহে। যেমন পুরুষ এক স্ত্রীতে বক্ত (হইলে), অপব সকলে বিবক্ত হয় না, (তেমনই)।"[৩]

"ধর্মী ত্রধ্বা নহে, পরংতু ধর্মসমূহই ত্র্যধ্বা। উহাবা লক্ষিত (=ব্যক্ত, বর্তমান) এবং অলক্ষিত (=অব্যক্ত, অতীত ও অনাগত), সেই সেই অবস্থাকে প্রাপ্তবান হইবা অন্যত্বরূপে প্রতিনির্দেশিত হইয়া থাকে, অবস্থাংতবতই, দ্রব্যাংতবত নহে। যেমন একই বেখা শত-স্থানে শত, দশ-স্থানে দশ, এক-স্থানে এক, এবং যেমন (কোন) স্ত্রী একত্ব সত্ত্বেও মাতাও কথিত হয়, দুহিতাও, স্বসাও, (তেমনই)।"[৪]

"এই পবিণাম বিষয়ে উদাহবণ এই,—মৃত্তিকা (রূপ) ধর্মী পিংডাকাব ধর্ম হইতে ধর্মাংতব উপসংপদ্যমান হইবা 'ঘটাকাব'—এইরূপে ধর্মত পবিণামপ্রাপ্ত

১। যোগদর্শন, ৩।৯ (ব্যাস-ভাষ্য) ২। ঐ, ৩।১৩ (ভাষ্য)
৩। ঐ
৪। ঐ, ৩।১৩ (ব্যাস-ভাষ্য); আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ৩।১৫ (ভাষ্য)।

হয়। ঘটাকার অনাগতলক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানলক্ষণ প্রতিপ্রাপ্ত হয়,—এইরূপে লক্ষণত পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ঘট প্রতিক্ষণ নবীনতা ও পুরাণতা অনুভব করিয়া অবস্থা পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ধর্মীর ধর্মান্তর ও অবস্থা, ধর্মের লক্ষণান্তর ও অবস্থা, এইরূপে একই দ্রব্য পরিণাম ভেদদ্বারা উপদর্শিত হইয়াছে। পদার্থান্তরসমূহেও এই প্রকার যোজনা কর্তব্য। এই ধর্ম লক্ষণ ও অবস্থা পরিণামসমূহ ধর্মীর স্বরূপ অতিক্রম করে না বলিয়া একই পরিণাম এই সকল বিশেষসমূহকে ব্যাপ্ত করে। এ (এক) পরিণাম কি? অবস্থিত দ্রব্যের পূর্বধর্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্মান্তরের উৎপত্তি (রূপ) পরিণাম।"[১]

লক্ষণপরিণামের বর্ণনায় ব্যাসের ভাষা ও ঘোষকের ভাষা প্রায় অভিন্ন। ব্যাস অবস্থা-পরিণামের যে দুই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সেই দুইটিকে বসুমিত্র এবং বুদ্ধদেব কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থসূচক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাতে তাঁহারা ভিন্নবাদী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন,—বসুমিত্র অবস্থান্যথাবাদী আর, বুদ্ধদেব অন্যথান্যথা-বাদী।

যোগমতের এবং সর্বাস্তিবাদীগণের মতের এই ঘনিষ্ট সাদৃশ্য ছারবেৎস্কিও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"If you turn to the Sarvāstibadin view, which admitted some transcendental everlasting reality or the elements along with their passing manifestations, the similarity becomes still more striking, and the difference is often restricted to the wording. A *Dharma*, says Vyāsa, exists in all three times."[২]

বুদ্ধ কোন সময়ে বলেন যে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারকরণার্থ যেই সকল ধর্মের উপদেশ তিনি দিয়াছেন,—যথা, ৪ স্মৃতি-প্রস্থান, ৪ সম্যক্-প্রধান, ৪ ঋদ্ধিপাদ, ৫ ইন্দ্রিয়, ৫ বল, ৭ বোধ্যঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, তদ্বিষয়ে তাহার ভিক্ষুগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় না, কেবল আজীব এবং প্রতিমোক্ষের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র নিয়ম বিষয়েই মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।[৩] পরন্তু বর্তমান বৌদ্ধ-শাস্ত্রে দেখা যায় যে, নির্বাণের সাধন বিষয়েও ভিক্ষুগণের মধ্যে স্বল্পবিস্তর

১। যোগের ও বৌদ্ধ ধর্মের

২। Stcherbatsky, *The Central Concept of Buddhism* etc, p 45

৩। মজ্ঝিমনি, সামগামসুত্ত (১০৪)

মতভেদ উৎপন্ন হয়। যথা, ভিক্ষু অরিষ্ট ঐ বিষয়েই বুদ্ধের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার এই দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে বুদ্ধ যেগুলিকে নির্বাণ-সাধনার অংতরায় বলিয়াছেন, এবং সেই কারণে উহাদের সেবন নিষেধ করিয়াছেন, সেইগুলি সেবন করিলে প্রকৃতপক্ষে অংতরায় করিতে পারে না,—তিনি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বুঝিয়াছেন। অপরাপর ভিক্ষুগণ অরিষ্টকে এই বলিয়া ঐ দৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে বলেন যে, তাহাতে বুদ্ধে কলংক লাগান হয়। উঁহারা অনেক বুঝাইলেও অরিষ্ট আপন দৃষ্টি পরিত্যাগ করিলেন না। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক ভর্ত্সনা করেন, এবং তাহাতে তাঁহার বহু অকল্যাণ হইবে বলিয়া ভয়ও দেখান। তথাপি অরিষ্ট আপন মত পরিত্যাগ করিলেন না। তাহাতে সংঘ অরিষ্টকে "উৎক্ষেপনীয়-কর্ম" দংড দেন। অরিষ্ট সংঘ হইতে পৃথক হইয়া যান। অপর ভিক্ষুগণকে ও ভিক্ষুণীগণকে তাঁহার সংগে মেলামেশা করিতে নিষেধ করা হয়। তথাপি কোন কোন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী অরিষ্টের সংগে মেলামেশা করিতেন।[১]

নির্বাণের স্বরূপ সংবংধেও বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁহার অনুযায়ীদিগের মধ্যে মতভেদ এবং বিরোধ আরংভ হইয়াছিল, দেখা যায়। 'সুত্তনিপাতে' আছে, বুদ্ধ বলেন,

"ইহাই তথ্য—আমি এরূপ কহি না, যেরূপ বালগণ পরস্পর পরস্পরকে কহিয়া থাকে। স্ব স্ব দৃষ্টিকে তাহারা সত্য আখ্যা দেয়; সেইহেতু অপরকে 'বাল' কহিয়া দগ্ধ করে।

"একে যাহাকে সত্য তথ্য কহিয়া থাকে, অন্যে তাহাকে তুচ্ছ, মিথ্যা কহে। এইরূপে কলহ করিয়া তাহারা বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। কেন শ্রমণদিগের মধ্যে বাক্যের ঐক্য নাই?

'সত্য একই, দ্বিতীয় নাই যাহার জন্য প্রজ্ঞাবান একজন প্রজ্ঞাবান অপর একজনের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তাহারা স্বয়ং নানাবিধ সত্যের প্রশংসা কীর্তন করে। সেইহেতু শ্রমণদিগের মধ্যে মতৈক্য নাই।"[২]

১। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ, ১।৭।১- আরও দ্রষ্টব্য—ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ, পাচিত্তিয়, ৬৮-৭০, ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ, পাচিত্তিয়, ১৪৬-৮

২। সুত্তনিপাত, ৮৮২-৪ (চূলবিয়ূহসুত্ত, ৫-৭)

বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, ঐখানে "সত্য এক, দ্বিতীয় নাই" ইত্যাদি বাক্যে যেই সত্যের উল্লেখ হইয়াছে, উহা "পরমার্থ সত্য নির্বাণ, তথা মার্গ।[১]

'মজ্ঝিমনিকায়ে' আছে, বুদ্ধ বলেন, কেহ কেহ,

"নিব্বানং নিব্বানতো সঞ্জানাতি, নিব্বানং নিব্বানতো সঞ্ঞত্বা, নিব্বানং মঞ্ঞতি, নিব্বানস্মিং মঞ্ঞতি, নিব্বানতো মঞ্ঞতি, নিব্বানং মে তি মঞ্ঞতি, নিব্বানং অভিনংদতী তি।"[২]

"নির্বাণকে নির্বাণরূপে সংজ্ঞাত হয়, নির্বাণকে নির্বাণরূপে সংজ্ঞাত হইয়া নির্বাণকে মনন করে, (নিজেকে) নির্বাণ মনে করে, অথবা নির্বাণ হইতে দূরে মনে করে, 'নির্বাণ আমার বলিয়া মনে করে, এবং নির্বাণকে অভিনংদন করে।' তিনি বলিয়াছেন যে যেমন "আর্যগণের দর্শন হইতে বংচিত, আর্যধর্মে অপরিচিত, আর্যধর্মে অবিনীত, সত্পুরুষের দর্শন হইতে বংচিত, সত্পুরুষধর্মে অপরিচিত, সত্পুরুষধর্মে অবিনীত, অশ্রুতবান" পৃথগজন, তেমন শৈক্ষ্য ও (অর্থাত্ যে আর্যগণের দর্শন প্রাপ্ত, আর্যধর্মে সুপরিচিত, আর্যধর্মে সুবিনীত, সত্পুরুষের দর্শনপ্রাপ্ত, সত্পুরুষধর্মে সুপরিচিত, সত্পুরুষধর্মে সুবিনীত, শ্রুতবান, পরংতু এখনও ঐ ধর্মের চরমভূমি অর্হত্ব উপস্থিত হয় নাই, চরমফল নির্বাণ লাভ করে নাই, সুতরাং যাহার এখনও শিখিবার আছে, যে শিক্ষা-পরায়ণ) ঐ প্রকার মনে করে। তাহার হেতু তিনি এই বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, "উহারা ঠিক ঠিক জানে না।" বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন, যাহারা অশৈক্ষ্য (অর্থাত্ যে ধর্মের চরমভূমি অর্হত্বে উপনীত হইয়াছে, চরমফল নির্বাণ লাভ করিয়াছে, সুতরাং যাহার শিখিবার কিছু বাকী নাই) তাহারা ঐ প্রকার মনে করে না। এইরূপেও দেখা যায়, বুদ্ধের নিজের সময়ে, নির্বাণের স্বরূপ সংবংধে মতভেদ ছিল। তাঁহার পরে, 'কথাবত্থু'তে দেখা যায়[৩] বৌদ্ধদিগের কেহ কেহ,—টীকাকারের মতে, পূর্ব-শৈলীয়গণ—ঐ বচনের আধারে, মানিতে আরংভ করেন, যে "অমতারম্মণং সঞ্ঞোজনং তি' (অমৃত সংযোজনের আলংবন বা হেতু হইতে পারে')। উঁহারা মনে করেন যে অমৃতকে লইয়া রাগ, দ্বেষ এবং মোহ উত্পন্ন

১। "একং হি সচ্চং ন দুতীয়ং' তি আদিসু পরমত্থসচ্চে নিব্বানে চেব মগ্গে চ।"
—(বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৬ পরি (সচ্চাদি) [৪৯৭ পৃ]।

২। মজ্ঝিমনি, মূলপরিয়ায় সুত্ত (১) [১ খং, ৪ পৃ]

৩। কথাবত্থু, ৯।২ ('অমতারম্মণ-কথা')।

হইতে পারে, সুতরাং সংযোজনও হইতে পারে, যদিও অনুত্ত স্বয়ং "সংযোজনীয়, গ্রংথনীয়" ইত্যাদি নহে, রাগাদি-স্থানীয় নহে, "অজ্ঞান-করণ, অচক্ষু-করণ, প্রজ্ঞা নিরোধীয়, বিগাত-পক্ষীয়, অনির্বাণ-সংবতনীক" নহে। অপরে—টীকাকারের মতে, স্থবিরবাদীগণ,—তাহা মানিতেন না।[১]

সর্বশূন্যবাদ বা সত্যসিদ্ধিমত

ইহা বোধহয় এখানে বলা উচিত্ হইবে যে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের আর এক শাখা ছিল, যাহা পূর্বে উক্ত স্থবিরবাদী এবং মহাসাংঘিক—এই দুই শাখা হইতে ভিন্ন। ঐ শাখার অনুযায়ীগণ স্থবিরবাদী শাখার সর্বাস্তিবাদী উপশাখার প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষী ছিলেন। উঁহাদের মুখ্য সিদ্ধাংত এই যে সর্ব কিংবা কোন কিছুই পরমার্থত নাই, যদিও ব্যবহারত আছে মানা হয়।[২] সেই কারণে উহা সর্বশূন্যবাদ নামে অভিহিত হয়।

সর্বশূন্যবাদের প্রবর্তক আচার্য হরিবর্মা। তিনি মধ্যভারতের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রংথের নাম 'সত্যসিদ্ধি'। উঁহার সংস্কৃত মূল অধুনা উপলব্ধ নহে। তবে উহার চীনভাষাংতর বর্তমান আছে। উঁহার তিব্বতী ভাষাংতরও হইয়াছিল। চীনা বৌদ্ধগণের মধ্যে উহা এত জনপ্রিয় হয় যে লিয়াঙ্বংশের রাজত্বকালে (৫০২-৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) উহার আধারে 'সত্যসিদ্ধি-মত' নামে একটা নূতন ধর্মমত প্রবর্তিত হয়।

হরিবর্মন এবং তত্ প্রণীত 'সত্যসিদ্ধি'র নাম হিন্দুস্থানের বিদ্বানগণ ক্রমে বিস্মৃত হইয়াছেন। সেইহেতু কোথাও উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ-ধর্মের চীনা ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে প্রায় নিশ্চিতরূপে জানা যায় হরিবর্মা

১। দ্রষ্টব্য—Dutt, *Aspects Mahā Bud* 166 p,

২। য়ামাকামী সোগেন লিখিয়াছেন

The former (সর্বশূন্যতাবাদীগণ) take up a negative standpoint with regard to everything, strenuously denying the absolute existence of any thing in the transcendental sense, ascribing to it a provisional existence in the conventional sense; while the latter (সর্বাস্তিবাদীগণ), as their name indicates, emphatically lay down that everything exists in the noumenal state, though it does not in the phenomenal'.

(—*Sys Bud Thought*, p 172)

প্রথমে সাংখ্যবাদী ছিলেন,—তিনি সাংখ্য শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিদ্বান ছিলেন, এবং পরে বৌদ্ধ আচার্য কুমারলাভের[১] নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু হন এবং সর্বাস্তিবাদী হন। পরে তিনি এক নূতন মত প্রচার করেন, যাহা সর্বাস্তিবাদের সংপূর্ণ প্রতিপক্ষভূত-সর্বশূন্যবাদ। হরিবর্মা তৃতীয় খৃষ্ট শতকের প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন বোধ হয়।[২]

তাঁহার গ্রংথের অবতরণিকায় হরিবর্মা লিখিয়াছেন, (বৌদ্ধ) শাস্ত্রের সত্য অর্থ প্রদর্শনার্থই তিনি উহা রচনা করিয়াছেন। সেই কারণে তিনি উহার নাম রাখেন 'সত্য-সিদ্ধি'।[৩] তিনি বলেন, বুদ্ধ যে কেবল অনাত্মা বা 'পুদ্গল-শূন্যতা' খ্যাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে, ধর্মসমূহেরও শূন্যতা, 'সর্ব-ধর্ম-শূন্যতা'ও খ্যাপন করিয়াছিলেন। ইহাই 'পরমার্থিক সত্য'। ব্যবহারে হরিবর্মন সর্বের সত্যতা অভ্যুপগম করেন, এবং বলেন যে নামরূপাত্মক সর্বজগৎ ৮৫ মূল ধাতু-দ্বারা নির্মিত।

পুদ্গলের এবং ধর্মসমূহের শূন্যতা উপলব্ধির পরে, হরিবর্মা বলেন, সাধকের মনে ঐ শূন্যতার জ্ঞান অবশেষ থাকিবে, এবং মনে হইতে পারে যে ঐ শূন্যতা যেন সৎ কোন কিছু। পরংতু ঐ শূন্যতা-জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে, অন্যথা 'সর্বশূন্যতা' পূর্ণ হইবে না।

১। চীনা বিদ্বানগণ ইঁহাকে 'কুমারলব্ধ' বলিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য—Sogen ঐ, p. 175) পরংতু ইঁহার প্রকৃত নাম 'কুমারলাভ'।

২। হরিবর্মার 'সত্যসিদ্ধি-শাস্ত্র' চীনা বিদ্বানগণের কাহারও কাহারও মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় ৮৯০ বৎসর পরে, আর কাহারও কাহারও মতে প্রায় ৯০০ বৎসর পরে বিরচিত হয়। (ঐ, ১৭৫ পৃ) বুদ্ধের মৃত্যুকাল সংবংধে মতভেদ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিদ্বানগণের কেহ কেহ মনে করেন যে বুদ্ধ ৫ম খ্রীষ্টপূর্ব শতকের প্রথম পাদে (৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) দেহত্যাগ করেন। তাহাতে হরিবর্মার সময় ৫ম খ্রীষ্টশতকের প্রথমপাদ হয়। সোগেন বলেন যে উহা সত্য হইতে পারে না। কেননা চীনা ইতিবৃত্তের মতে, হরিবর্মার গ্রংথের চীন-ভাষাংতরকারী কুমার জীব ৩৯৯-৪১৫ খ্রীষ্টাব্দকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিবর্মা তাঁহার অংততঃ একশত বছর প্রাক্‌কালীন হইবেন। তাহা সোগেন অনুমান করেন যে হরিবর্মা ২৫০ খ্রীষ্টাব্দের অর্বাক কালীন হইতে পারেন না (Sogen *Sys Bud Thought*, p 176)

৩। J Takakusu, *The Essentials of Bud Phil* 1956, p 77

অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েংগারের লেখা হইতে জানা যায় যে হরিবর্মন এক 'সার্বজনীন আত্মা'র বা 'সামান্য আত্মা'র সদ্ভাব মানিতেন।[১]

ব্রহ্ম

ব্রহ্মবাদ

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এবং আত্মা আছে কি নাই, তাহা বুদ্ধ পরিষ্কার বলিতেন না, নির্বাণ আছে বলিয়া, উহা সত্য বলিয়া, তিনি স্পষ্ট বলিতেন, পরন্তু উহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেন না,—উহা ভাব কি অভাব, বস্তু কি অবস্তু, তাহা বলিতেন না। পরে পরে তাঁহার অনুবর্তীগণ উহাদের প্রত্যেকটির বিষয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টি পোষণ করিতে লাগিলেন। তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব।

পরে পরে বুদ্ধ ভক্তগণের অন্তত কেহ কেহ বুদ্ধকে 'দেবদেব', 'অতিদেবদেব', 'দেবাতিদেব', 'ব্রহ্মা', প্রভৃতি মনে করিতে থাকেন। আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, ভগবান বুদ্ধ "দেবদেবো সক্কানং অতিসক্কো ব্রহ্মানং অতিব্রহ্মা" (দেবদেব, শক্রগণের অতি শক্র, ব্রহ্মাগণের অতিব্রহ্মা)।[২] এইরূপে বুদ্ধ ক্রমে ক্রমে প্রায় সেই পদে আরূঢ় হইলেন, যেই পদ ভাগবতধর্মে ব্রহ্ম বা ভগবানের আছে, যাহার সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং কিছু বলিতেন না।

অধ্যাপক ছারবেৎস্কি লিখিয়াছেন, "বুদ্ধকে এক অতিমানুষিক, নিত্য

১। অধ্যাপক আয়েংগার লিখিয়াছেন,

"...in referring to the soul, the reference in book XXV seems clearly to be to the individual soul, not to the Universal Soul, which seems to be a development of the so-called Satyasiddhi School which came a little later"

"Here the Statement *anatmakam* seems to imply the negative of individual souls in things existing and not in its further development of a common soul which is believed to be a refinement introduced by Harivarman (A D cir 250), the chief disciple of Kumaralabdha, the founder of the Satyasiddhi School."

আরও দ্রষ্টব্য—p 228 পাদটীকা। (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১ম অধ্যায়, [২ পৃ]

সঞ্জীবিত, তত্ত্বরূপে পরিণত করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার অনুযায়ীদিগের মধ্যে স্বল্প দিনেরই মধ্যে প্রকাশ পায়, এবং সংঘ ভেদ সৃষ্টি করে। ঐ প্রবৃত্তি, ক্রমে প্রবর্ধিত হইতে থাকে, যাবত্ ১ম খ্রীষ্ট-শতকে এক নবীন ধার্মিক সাহিত্যের সুসমৃদ্ধ কুঞ্জ সৃষ্টিতে পরিসমাপ্ত হয়। তখন উহা, সংভবত কোন ঔপনিষদ্ সংপ্রদায় হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া, এক আধ্যাত্মিক এবং একীভূত স্বভাবের সর্বাত্মক পরমতত্ত্বের ব্রাহ্মণ সিদ্ধাংত পরিগ্রহণ করে। বৌদ্ধগণ কর্তৃক বেদাংতের এই পরিগ্রহণের পরে, বুদ্ধ পূর্ণবিকশিত ব্রহ্মে পরিণত হইলেন, এবং উহার পৌরুষরূপ ধর্মকায়, সমংতভদ্র, বিরোচন এবং অপরাপর নামে উপাসিত হইতে লাগিল।"[১]

অনীশ্বর-বাদ

এইমাত্র পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আচার্য বুদ্ধঘোষ ভগবান বুদ্ধকে "দেবদেব, শক্রগণের অতিশক্র, ব্রহ্মাগণের অতিব্রহ্মা" বলিয়া মানিতেন। পরংতু ঐ দেব-দেবকে, অতিশক্রকে কিংবা অতিব্রহ্মাকে জগতের সৃষ্টাদি কর্তা ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন না। তিনি বলিয়াছেন,

"সা সোকাদীহি অবিজ্জা সিদ্ধা, ভবচক্কং অবিদিতাদীনি ইদং।
কারকবেদকরহিতং দ্বাদশবিধ সুঞ্ঞতা সুঞ্ঞম্।
সততং সমিতং পবত্ততী তি বেদিতব্বং।"[২]

'সেই অবিদ্যা শোকাদি হইতে সিদ্ধ হয়। এই ভবচক্র অবিদ্যাদি হইতে (সিদ্ধ হয়)। উহা কারক-বেদক-রহিত এবং দ্বাদশশূন্যতা-শূন্য। উহা সতত সমভাবে প্রবর্তিত হইতেছে বলিয়া বেদিতব্য'। তিনি অতঃপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,—অবিদ্যাকে গ্রহণ করিয়াই জীব বদ্ধ হয়, এবং অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইলেই মুক্ত হয়। সুতরাং ভবচক্র অবিদ্যাজ বলিয়াই সিদ্ধ হয়।[৩] যেহেতু অবিদ্যাদি কারণ হইতেই ভবচক্র প্রবর্তিত হয়, সেইহেতু সংসারের অপর কারক,—যথা ব্রহ্মাদি—নাই, উহাতে সুখদুঃখাদির বেদকও নাই। অতএব ভবচক্র কারক-বেদক-রহিত।[৪]

১। Th Stcherbatsky, *The Conception of Buddhist Nirvana*, p 61
২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৭ পরি, [৩৭৬ পৃ]
৩। ঐ, [৩৭৭ পৃ] ৪। ঐ, [৩৭৮ পৃ]

বুদ্ধঘোষ পরে লিখিয়াছেন, যেমন কুশল বৈদ্য রোগ দেখিয়া উহার সমুত্থান পর্যেষণ করে ; অথবা, যেমন অনুকম্পক পুরুষ কোন শিশুকে রাস্তায় নিপতিত দেখিয়া উহার মাতা পিতাকে সংধান করে , তেমনই ভিক্ষু এই নামরূপের হেতু, প্রত্যয়, পর্যেষণ করে। তিনি প্রথমেই ইহা প্রতিসংচিক্ষণ করেন যে,—এই নামরূপ অহেতুক নহে ; কেননা, সর্বত্র সর্বদা সর্বের একসদৃশভাবাপত্তি (দেখা যায়)। উহা ঈশ্বরাদিহেতুকও নহে , কেননা, নামরূপের ঊর্ধ্বে ঈশ্বরাদির অভাব। যাহারা নামরূপমাত্রকেই ঈশ্বরাদি বলিয়া বলে, তাঁহাদের ঈশ্বরাদি-সংখ্যাত-নামরূপের অহেতুকভাব প্রাপ্তি হয়। সেই কারণে ইহার (অপর) হেতুপ্রত্যয় ভাবিতব্য।" ইত্যাদি।[১]

বুদ্ধঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত "পোরাণদিগে'র একটি বচনেও ঠিক সেই কথা আছে।

"কম্মস্স কারকো নত্থি বিপাকস্স চ বেদকো।
সুদ্ধধম্মা পবত্তংতি এবেতং সম্মদস্সনং॥
... ...
ন হেত্থ দেবো ব্রহ্মা বা সংসারস্স অত্থি কারকো।
সুদ্ধধম্মা পবত্তংতি হেতুসংভারপচ্চয়া তি॥"[২]

'কর্মের কারক নাই এবং বিপাকের বেদক নাই, শুদ্ধধর্মসমূহই প্রবর্তিত হইতেছে, —ইহাই সম্যক্ দর্শন। · এখানে ব্রহ্মা কিংবা (অপর কোন) দেব (নামে) সংসারের কারক নাই। শুদ্ধধর্মসমূহই হেতুপ্রত্যয়সংভার প্রবর্তিত হইতেছে।'

এইরূপে দেখা যায় অনীশ্বরবাদ তথা অনাত্মবাদ অনেক প্রাচীন। শ্রীমতী রীজ ডেভিড্স্ লিখিয়াছেন, "(পরবর্তী বৌদ্ধগণ) প্রতিষ্ঠাতার প্রচ্ছন্ন নীরবতার তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট অনীশ্বর স্থিতি (গ্রহণ করিয়াছিলেন)। জগতের সংসারের ঈশ্বরকারণত্ব বিষয়ে গৌতম কিছুই স্বীকার করেন নাই , তিনি কেবল যাহারা করিত তাহাদিগকে প্রতিপ্রশ্ন করিতেন। পোরাণগণ স্বীকার করেন যে, 'আমাদের বিজ্ঞানের এবং আমাদের কর্মসমূহের পশ্চাতে কোন বেদক, কোন কারক নাই , কোন দেব কিংবা ব্রহ্মা প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের প্রবাহকে (সংসারকে) প্রবর্তিত করেন নাই , প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ কেবল হেতু সংভার দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াই বহিয়া চলিয়াছে।'

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, , ১৯ পরি, [৫৯৮ পৃ] ২। ঐ, [৬০২-৩ পৃ]

'কম্মস্স কারকো নত্থি · হেতু সংভাবপচ্চয়া তি।'

(উপরে উদ্ধৃত বচন)

. গৌতম ইহা বলেন নাই। হয়ত ইহা কল্পনা করা যায় যে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় মুদ্রাবদ্ধ ছিল। আমরা বলিতে পারি না। পরবর্তী লোকগণ ঐ মহান নীরবতাকে প্রত্যাখ্যান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[১]

আচার্য বসুবংধু লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরাদির জগত্কর্তৃত্ব স্বীকার শাশ্বতবাদ ও আত্মবাদ সংবংধী মিথ্যাজ্ঞান হইতে জাত হয়। ঐ অভিনিবেশ দুঃখদৃষ্টিদ্বারা প্রহাতব্য।"[২] ঐ সময়ে তিনি বৈভাষিক ছিলেন। সুতরাং উহা বৈভাষিকদিগের অভিমত।

আত্মা

পুদ্গলবাদ

বুদ্ধের অনুযায়ীদিগের কেহ কেহ মানিতে আরংভ করেন যে পুদ্গল বা আত্মা আছেই। (পুগ্গলো উপলব্ভতি সচ্চিকট্ঠপরমট্ঠেনাতি")।[৩] উহারা পুদ্গলবাদী নামে খ্যাত হন। পুদ্গলবাদীগণ মনে করেন ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং পুদ্গলের সদ্ভাব উপদেশ করিয়াছেন। স্বমতের সমর্থনে তাঁহারা বুদ্ধের নিম্নলিখিত বচন উপস্থিত করেন,

(১) "হে ভিক্ষুগণ। আমি তোমাদিগকে ভার, ভার-হার (=ভার-সংগ্রহী), ভার-গ্রহণ, এবং ভার-নিক্ষেপ (এই কয়েকটি বিষয়ে) উপদেশ দিতেছি। তাহা শুন।

"হে ভিক্ষুগণ। ভার কাহাকে বলে ? রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, এবং বিজ্ঞান,—এই পাঁচ স্কংধমূলক উপাদানকে "ভার" বলা হয়।

"হে ভিক্ষুগণ। ভার-হার কে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য 'পুদ্গল',

১। *Visuddhi-magga of Buddhaghosa*, ad by C A. F Rhys Davids, London—1920, Afterword, p 768

২। অভিধর্মকোশ (সাংকৃত্যায়ন সং), ৭।৮ বৃত্তি।

৩। কথাবত্থু, ১।১।১, ৭, ইত্যাদি।

যাহাকে বলি এই আয়ুষ্মান, এই যাহার নাম, এই যাহার গোত্র,—ইহাকেই হে ভিক্ষুগণ। বলা হয় 'ভার-হার'।

"হে ভিক্ষুগণ। ভারগ্রহণ কি? এই যে তৃষ্ণা, যাহা পুনর্জন্ম আনয়ন করে, যাহা নংদী-রাগ-সহগত, তত্র তত্র অভিনংদিনী,—(অর্থাত্) এই যে কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা ও বিভব-তৃষ্ণা, ইহাকেই বলে 'ভার-গ্রহণ'।

"হে ভিক্ষুগণ! ভার-নিক্ষেপ কি? যাহা ঐ তৃষ্ণার অশেষ বিরাম, নিরোধ. ত্যাগ, প্রতি-নিঃসর্গ, মুক্তি, অনবস্থান,—ইহাকেই বলা হয়. 'ভার-নিক্ষেপ'।

'ভারা হবে পংচক্খংধা ভার-হারো চ পুগ্গলো।
ভারাদানং দুঃখং লোকে ভার-নিক্খেপনং সুখং॥
নিক্খিপিত্বা গুরুং ভারং অঞ্ঞং ভারং অনাদীয়।
সমূলং তণ্হং অব্ভুহ্য নিচ্ছাতো পরিনিব্বুতো তি॥'

'পংচস্কংধই ভার এবং পুদ্গল ভার-হার। ইহলোকে ভারগ্রহণ দুঃখ এবং ভার-নিক্ষেপ সুখ। (ভার-হার বা পুদ্গল) ঐ গুরু ভারকে নিক্ষেপ করিয়া অন্য ভার উপাদান না করিয়া—(অর্থাত্) তৃষ্ণাকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়া, নিস্পৃহ হইয়া, পরিনির্বাণ লাভ করে।"[১]

(২) "হে ভিক্ষুগণ। এক পুদ্গল লোকে উত্পন্ন হইলে বহুজন-হিতার্থ, বহুজন-সুখার্থ এবং লোকানুকংপার্থ, তথা দেবমনুষ্যগণের অর্থ, হিত, ও সুখের জন্য, উত্পন্ন হয়। কোন এক পুদ্গল? তথাগত অর্হত্ সম্যক্সংবুদ্ধ।"

"হে ভিক্ষুগণ। এক পুদ্গলের এই লোকে প্রাদুর্ভাব দুর্লভ। কোন এক পুদ্গলের? তথাগত অর্হত্ সম্যক্সংবুদ্ধের।"

"হে ভিক্ষুগণ। এক পুদ্গল লোকে উত্পন্ন হইলে আশ্চর্য-মানুষ উত্পন্ন হয়। কোন এক পুদ্গল? তথাগত অর্হত্ সম্যক্সংবুদ্ধ।

"হে ভিক্ষুগণ। এক পুদ্গলের কাল-ক্রিয়া বহুজনের অনুতাপের হয়। কোন এক পুদ্গলের? তথাগত অর্হত্ সম্যক্সংবুদ্ধের।

"হে ভিক্ষুগণ। এক পুদ্গল লোকে উত্পন্ন হইলে উত্পন্ন হয় অদ্বিতীয়, অসহায়, অপ্রতিম, অপ্রতিসম, অপ্রতিপুদ্গল, অসম, অসমসম, দ্বিপদগণের অগ্র।

১। সংযুত্তনি, খংদসংযুত্ত, ভারবগ্গ (২২।২২।৩-) [৩ খং, ২৫-৬ পৃ]

কোন্ এক পুদ্গল? তথাগত অর্হত্ সম্যক্সংবুদ্ধ।" ইত্যাদি।[১] এই সকল বচনে বলা হইয়াছে যে পুদ্গল উত্পন্ন হয়। তাহাতে স্কন্ধ হইতে ভিন্ন পুদ্গলের সদ্ভাব সিদ্ধ হয়।

(৩) "আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্গল আছে"[২]

পুদ্গলবাদীগণ বলেন অন্যপ্রকার কারণবশতও বলিতে হয় যে "পুগ্গলো উপলব্ভতি সচ্চিকট্ঠ পরমট্ঠেনাতি" ('পরমার্থত সাক্ষাত্কৃত পুদ্গল উপলব্ধ হয়')। যথা (১) ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে ('বুত্তং ভগবতা')—

"হে ভিক্ষুগণ। আমি দিব্য চক্ষু দ্বারা—বিশুদ্ধ, অতিক্রান্তমানুষর (চক্ষু দ্বারা) সত্ত্বগণকে চ্যবমান ও উত্পদ্যমান হইতে দেখিতেছি। যথাকর্মোপগত হীন ও প্রণীত, সুবর্ণ ও দুর্বর্ণ, সুগত ও দুর্গত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানি।"

এই সুত্তন্তে আছে, "সেই কারণেই পরমার্থত সাক্ষাত্কৃত পুদ্গল উপলব্ধ হয়।"[৩]

(২) নানাবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শনকারী আছে, যে দিব্য শ্রোত্র দ্বারা শুনে, দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখে, পরচিত্ত জানে ইত্যাদি। এমনও কেহ কেহ আছে যে

১। অংগুত্তরনি, একনিপাত, একপুগ্গলবগ্গ (১।১৩।১-) [১ খং, ২২-৩ পৃ] (দ্রষ্টব্য কথাবত্থু, ১।১।২৩৭)

বুদ্ধ আবার বলিয়াছেন,

হে ভিক্ষুগণ! এক পুদ্গল লোকে উত্পন্ন হইলে বহুজন-অহিতার্থ, বহুজন-অসুখার্থ, এবং বহুজনের অনর্থের জন্য তথা দেবমনুষ্যগণের অহিত ও দুঃখের জন্য, উত্পন্ন হয়। কোন এক পুদ্গল? যে মিথ্যাদৃষ্টিক, বিপরীতদর্শন (শীল) হয় যে বহুজনকে সদ্ধর্ম হইতে উত্থাপন করত অসদ্ধর্মে প্রতিস্থাপন করে; তিনিই হে ভিক্ষুগণ! সেই এক পুদ্গল, যে লোকে উত্পন্ন হইলে উত্পন্ন হয়।

"হে ভিক্ষুগণ! এক পুদ্গল লোকে উত্পন্ন হইলে বহুজন হিতার্থ, বহুজন সুখার্থ, এবং বহুজনের অর্থের জন্য, তথা দেবমনুষ্যগণের হিত ও সুখের জন্য উত্পন্ন হয়। কোন ক পুদ্গল? যে সম্যক্দৃষ্টিক, অবিপরীত দর্শন (শীল) হয়, যে বহুজনকে অসদ্ধর্ম হইতে উত্থাপন করত সদ্ধর্মে প্রতিস্থাপন করে; তিনি হে ভিক্ষুগণ! সেই এক পুদ্গল যে লোকে উত্পন্ন হইলে বহুজনহিতার্থ উত্পন্ন হয়।"

—(ঐ, ঐ, মদ্দকনিবগ্গ (১।১৮।১-২) [১ খং, ৩৩ পৃ]

২। দীঘনি [৩ খং, ২৩২ পৃ]; মজ্ঝিমনি [১ খং, ৩৪১ পৃ], অংগুত্তরনি [২ খং, ৯৫ পৃ]; 'কথাবত্থু'তে ধৃত (১।১।৭৪, ১৩৭, ১৪৭ ইত্যাদি)। এই বচন মূলে পুদ্গলবাদীগণ বলেন "সেই কারণে নিশ্চয় পরমার্থত সাক্ষাত্কৃত পুদ্গল উপলব্ধ হয়।" (ঐ, ১।১।২৩৬)।

৩। 'কথাবত্থু' (১।১।১৯৮)

কালাশোকের সময়ে যাঁহাব।সমযে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি হয়,—বর্তমান ছিলেন। সম্মিতিয় উপসংপ্রদায়ের প্রবর্তক নাকি অবংতি নিবাসী স্থবির মহাকাত্যায়ন,[১] যিনি বুদ্ধেব অংতেবাসী শিষ্যগণেব অন্যতম এবং যাঁহাকে বুদ্ধ •

এইরূপে দেখা যায়, পুদ্গলবাদ অতি প্রাচীন। উহা ক্রমে অতি লোকপ্রিয় হয়, সুতবাং বহু প্রচারিত হয়। সাবনাথে প্রাপ্ত গুপ্তদিগেব এক শিলালেখ হইতে জানা যায়, ৩০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে পুদ্গলবাদী সম্মিতিয়গণ অনাত্ম-বাদী সর্বাস্তিবাদীগণকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং নিজেদেব প্রভাব তথায় প্রতিষ্ঠিত কবেন। হিংদুস্থানে পুদ্গলবাদীগণের বহু লোকপ্রিয়তাব উল্লেখ চীনা বৌদ্ধ পর্যটকগণও কবিয়াছেন।[২] য়ুয়ান চোআং এব পবিগণনা মতে তাঁহার সময়ে সম্মিতিয় উপসংপ্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধেব সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

আচার্য ভাব্য লিখিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন যে মহীশাসক দিগের মূল সিদ্ধাংত-সমূহেব একটি এই যে "পুদ্গল মস্তক এবং শবীবেব অবশিষ্ট অংশেব সমান," অর্থাত্ "পুদ্গল ব্যক্তিকে সমগ্রত ব্যাপ্ত করে" (ভাব্য), "পুদ্গল শিবেব সহিত সমান" (বসুমিত্র)।[৩] ইহা জৈনসিদ্ধাংতের অনুরূপ, কেননা, জৈনগণও মানেন যে আত্মা দেহ পবিমাণ।[৪] যাহা হউক তাহাতে জানা যায় যে মহীশাসকগণও পুদ্গলবাদ মানিতেন। ভাব্যেব আর এক উক্তি হইতে জানা যায় যে হৈমবতগণও পুদ্গলেব সদ্ভাব মানিতেন।[৫] আচার্য ভাববিবেকেব মতে সৌত্রাংতিকগণ বা সংক্রাংতিকগণও পুদ্গল-বাদ মানিতেন।[৬]

১। ঐ, p 175 তিব্বতেব কিংবদংতী মতে, মহাকাত্যায়ন স্থবিববাদের প্রবর্তক। (দ্রষ্টব্য—ঐ, p 201)

২। N. Dutt, *Early Mon Bud*, II, pp 174-5

৩। Rockhill, *Life of Buddha*, p 192 এবং footnote 2

৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহা স্মবণ কবাইয়া দেওয়া উচিত্ যে 'পুদ্গল' (বা 'পুগ্গল') সংজ্ঞা বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, বৌদ্ধধর্মে 'পুদ্গল', জীব, আত্মা প্রভৃতি শব্দেব পর্যায় বাচক, আর জৈনধর্মে 'পুদ্গল' জীবাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, উহা এক অজীব বা অচেতন দ্রব্য, উহাব লক্ষণ শব্দস্পর্শাদি।
(দ্রষ্টব্য—উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ২৮।১২)

৫। Rockhill, *Life of Buddha*, p 190

৬। N Dutt, *Early Mon Bud*, II, p 167, 193 footnote
সৌত্রাংতিকদিগেব কোন সূত্র হইতে এই বচন "ষড্দর্শনসমুচ্চয়ে" উদ্ধৃত হইয়াছে,—

অনাত্ম বাদ

অপর কেহ কেহ মনে করেন যে পুদ্গল বা আত্মা প্রকৃতপক্ষে নাই। 'কথাবত্থু'র ভাষায় বলিতে, তাঁহারা বলেন যে

"তেন হি ন বক্তব্যং 'পুগ্গলো উপলব্ভতি সচ্চিকট্‌ঠপরমট্‌ঠেনে' তি।"[১] 'সেই কারণে, ইহা বলা নিশ্চয় উচিত্ নহে যে 'পরমার্থত সাক্ষাত্কৃত পুদ্গল উপলব্ধ হয়।' ঐ 'কারণ' এই যে পালিনিকায়ে পুদ্গল নাই বলিয়া কতিপয় সাক্ষাত্ উক্তি আছে। এক উক্তি ভিক্ষুণী বজিরার। 'সংযুত্তনিকায়ে, বিবৃত হইয়াছে যে কোন সময়ে মার ভিক্ষুণী বজিরাকে জিজ্ঞাসা করেন,

> "কেনায়ং পকতো সত্তো ক্বং সত্তস্স কারকো।
> ক্বং সত্তো সমুপ্পন্নো ক্বং সত্তো নিরুজ্ঝতী তি॥"

'এই সমস্ত কাহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে কৃত হইয়াছে? সত্ত্বের কারক কে? সত্ত্ব কোথা হইতে সমুত্পন্ন হইয়াছে? এবং সত্ত্ব কোথায় নিরুদ্ধ হয়?' বজিরা উত্তর করেন,—

> "কিং নু সত্তো তি পচ্চেসি মার দিট্‌ঠিগতং নু তে?
> সুদ্ধসংখারপুংজো যং নয়িধ সত্তুপলব্ভতি॥
> যথা হি অংগসংভারা হোতি সদ্দো রথো ইতি।
> এবং খংধেসু সংতেসু হোতি সত্তোতি সম্মুতি॥
> দুক্খং এব হি সংভোতি দুক্খং তিট্‌ঠতি বেতি চ।
> নাঞ্ঞত্র দুক্খা সংভোতি নাঞ্ঞত্র দুক্খা নিরুজ্ঝতী তি॥"[২]

'পংচেমানি ভিক্ষবঃ সংজ্ঞামাত্রং প্রতিজ্ঞামাত্রং সংবৃতিমাত্রং ব্যবহারমাত্রং। কতমানি পংচ? অতীতোঽধ্বা, অনাগতোঽধ্বা, সহেতুকো বিনাশঃ, আকাশং, পুদ্গল ইতি।"
—(দ্রষ্টব্য—ঐ, p. 162 footnote 2)

১। কথাবত্থু, আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ১।১।২, ৬
'কথাবত্থু'র মতে, পুদ্গলবাদীগণ বলেন যে
"পুগ্গলো উপলব্ভতি সচ্চিকট্‌ঠপরমট্‌ঠেনে তি।" —(১।১।১, ৭, ১১- উহারই প্রতিবাদ করিয়া অপুদ্গলবাদীগণ বলিতেন যে "তেন হি ন বক্তব্যং" ইত্যাদি।

২। সংযুত্তনি, ভিক্খুনী-সংযুত্ত, বজিরা, (৫।১০।৬) [১ খং, ১৩৫ পৃ], কথাবত্থু, ১।১।২৪০

'হে মার! কাহাকে তুমি সত্ত্ব বলিয়া প্রত্যয় করিতেছ? তোমার দৃষ্টিগত কি? ইহা কেবল সংস্কারপুঞ্জই। ইহাতে সত্ত্ব (বলিয়া কিছু) উপলব্ধ হইতেছে না। যেমন কতিপয় অংগের সমবায় 'রথ' নামে অভিহিত হয়, তেমন স্কংধসমূহ থাকিলেই 'সত্ত্ব' বলিয়া সম্মতি হয়। (প্রকৃতপক্ষে) দুঃখই সংভূত হয়, দুঃখই স্থিত থাকে এবং বিগত হয়। দুঃখ অপর কোথাও সংভূত হয় না, এবং দুঃখ অপর কোথাও নিরুদ্ধ হয় না।'

অপর উক্তিসমূহ ভগবান বুদ্ধের ("বুত্তং ভগবতা")। বুদ্ধ বলিয়াছেন,

(১) "তয়ো মে সেনিয় সত্থারো সংতো সংবিজ্জমানা লোকস্মিং। কতমে তয়ো? ইধ সেনিয় একচ্চো সত্থা দিট্ঠে এব ধম্মে অত্তানং সচ্চতো থেততো পঞ্ঞাপেতি, অভিসংপরায়ং চ অত্তানং সচ্চতো থেততো পঞ্ঞাপেতি। ইধ পন সেনিয় একচ্চো সত্থা দিট্ঠে এব হি খো ধম্মে অত্তানং সচ্চতো থেততো পঞ্ঞাপেতি, নো চ খো অভিসংপরায়ং অত্তানং সচ্চতো থেততো পঞ্ঞাপেতি। ইধ পন সেনিয় একচ্চো সত্থা দিট্ঠে চৈব ধম্মে অত্তানং সচ্চতো থেততো ন পঞ্ঞাপেতি, অভিসংপরায়ং চ অত্তানং সচ্চতো থেততো ন পঞ্ঞাপেতি। তত্র সেনিয় যবায়ং সত্থা দিট্ঠে চৈব ধম্মে অত্তানং সচ্চতো থেততো পঞ্ঞাপেতি, অভিসংপরায়ং চ অত্তানং সচ্চতো থেত্তো পঞ্ঞাপেতি, অবং বুচ্চতি সত্থা সস্সত-বাদো। তত্র সেনিয় য্বায়ং সত্থা দিট্ঠে এব হি খো ধম্মে অত্তানং সচ্চতো থেততো পঞ্ঞাপেতি নো চ খো অভিসংপরায়ং অত্তানং সচ্চতো থেততো পঞ্ঞাপেতি, অয়ং বুচ্চতি সেনিয় সত্থা উচ্ছেদবাদী। তত্র

'সংযুত্তনিকায়ে' (ভিক্খুনী—সংযুত্ত, সেলা (৫।৯।২, ৫) [১ খং, ১৩৪ পৃ]) বিবৃত হইয়াছে যে মার ভিক্খুনী সেলাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"এই বিংব কাহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে কৃত হইয়াছে? বিংবের কারক কে? বিংব কোথা হইতে সমুত্পন্ন হইয়াছে? এবং বিংব কোথায় নিরুদ্ধ হয়?"

সেলা উত্তর করেন,

"এই বিংব আত্মকৃত নহে। এই অঘ পরকৃত নহে। ইহা হেতু প্রত্যয় করিয়া সংভূত হইয়াছে, এবং হেতু ভংগ হইলে নিরুদ্ধ হইবে। যেমন অন্যতর বীজ ক্ষেত্রে বপিত হইলে পৃথিবীরস এবং স্নেহ—এই উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া বিরুহন করে, তেমন এই স্কংধসমূহ, ধাতুসমূহ এবং ছয় আয়তনসমূহ হেতু প্রত্যয় করিয়া সংভূত হইয়াছে, এবং হেতু ভংগ হইলে নিরুদ্ধ হইবে।"

সেনিয় য্বায়ং সত্থা দিট্ঠে চৈব ধম্মে অত্তানং সচ্চতো থেততো ন পঞ্ঞাপেতি, অভিসংপরায়ং চ অত্তান সচ্চতো থেততো ন পঞ্ঞাপেতি, অয়ং বুচ্চতি সত্থা সম্মাসংবুদ্ধো। ইমে খো সেনিয় তয়ো সত্থারো সংতো সংবিজ্জমানা লোকস্মিন্।"[১]

'হে সেনিয়। এই লোকে এই তিন প্রকারের শাস্তা আছে। কোন তিন প্রকারের? হে সেনিয়! এখানে এক প্রকারের শাস্তা আত্মাকে দৃষ্ট ধর্মেও সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন, এবং আত্মার অভিসংপরায়কে ও সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন। হে সেনিয়। এখানে আর এক প্রকারের শাস্তা আত্মাকে কেবল দৃষ্টধর্মেই সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন, পরংতু আত্মার অভিসংপরায় সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন না। আবার এখানে, হে সেনিয়! এক প্রকারের শাস্তা আত্মাকে দৃষ্ট ধর্মেও সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন না, এবং আত্মার অভিসংপরায়কেও সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন না। তন্মধ্যে, হে সেনিয়। যে শাস্তা আত্মাকে দৃষ্ট ধর্মেও সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন, এবং আত্মার অভিসংপরাবকেও সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন, তাঁহাকে বলা হয়, হে সেনিয়! শাশ্বতবাদী শাস্তা। তন্মধ্যে, হে সেনিয়। যে শাস্তা আত্মাকে কেবল দৃষ্টধর্মেই সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন, পরংতু আত্মার অভিসংপরায়কে সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন না, তাঁহাকে বলা হয়, হে সেনিয়। উচ্ছেদবাদী শাস্তা। তন্মধ্যে, হে সেনিয। যে শাস্তা আত্মাকে দৃষ্টধর্মেও সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন না, এবং আত্মার অভিসংপরাবকেও সত্য, স্থিত বলিয়া প্রজ্ঞাপন করেন না, তাঁহাকে বলা হয়, হে সেনিয়! সম্যক্সংবুদ্ধ শাস্তা। হে সেনিয়। এই লোকে এই তিন প্রকারের শাস্তা আছে।'

(২) "হে মোঘরাজ। সদা জাগ্রতচিত্ত হইয়া জগত্কে শূন্যময় নিরীক্ষণ কর। এই প্রকারে আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু উত্তীর্ণ হইবে। যে জগত্কে এইরূপে নিরীক্ষণ করে মৃত্যুরাজা তাহাকে দেখে না।"[২]

১। এই বচন 'কথাবত্থু'তে (১।১।২৪৩) ধৃত হইয়াছে।
২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কথাবত্থু ১।১।২৩৪

(৩) "হে আনন্দ। যেহেতু আত্মা কিংবা আত্মীয় শূন্য, সেই হেতুবলে, 'লোক শূন্য'। হে আনন্দ। কি আত্মা কিংবা আত্মীয় শূন্য? হে আনন্দ! চক্ষু আত্মা কিংবা আত্মীয় শূন্য, রূপ আত্মা কিংবা আত্মীয় শূন্য, চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ-প্রত্যয় হইতে এই যাহা কিছু বেদয়িত উত্পন্ন হয়,—সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ, তাহাও আত্মা কিংবা আত্মীয় শূন্য। শ্রোত্র, শব্দ শূন্য, ঘ্রাণ শূন্য, গন্ধ শূন্য, জিহ্বা শূন্য, রস শূন্য, কায় শূন্য, স্পর্শব্য শূন্য, মন আত্মা কিংবা আত্মীয় শূন্য, ধর্মসমূহ আত্মা কিংবা আত্মীয় শূন্য, মনোবিজ্ঞান, মনো-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ-প্রত্যয় হইতে এই যাহা কিছু বেদয়িত উত্পন্ন হয়,—সুখ বা দুঃখ, বা অদুঃখ-অসুখ, তাহা আত্মা এবং আত্মীয় শূন্য, হে আনন্দ। যেহেতু আত্মা কিংবা আত্মীয় শূন্য, সেইহেতু বলে, 'লোক শূন্য'।"[১]

(৪) "সব্বে ধম্মা অনত্তা তি"[২]

এই সকল "সুত্তংতে" বুদ্ধ সাক্ষাত্ভাবে বলিয়াছেন যে আত্মা নাই। তিনি পরোক্ষভাবেও সেই কথা বলিয়াছেন। যথা, "ভগবান কর্তৃক উদ্বৃত হইয়াছে যে, এই "সুত্তংত আছে" যে

"দুঃখং এব উপ্পজ্জমানং উপ্পজ্জতি, দুক্খং এব নিরুজ্ঝমানং নিরুজ্ঝতি ন কংখতি ন বিচিকিচ্ছতি, অপরপ্পচ্চয়ঞাণং এব অস্স এত্থ হোতি, এত্তা খো কচ্চান সম্মদিট্ঠি হোতীতি।"

"সেই কারণে, ইহা বলা নিশ্চয় উচিত নহে যে 'পরমার্থত সাক্ষাত্কৃত পুদ্গল উপলব্ধ হয়।[৩]

তারপর বুদ্ধ আত্মবাদকে এই বলিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াছেন যে উহা স্বীকার করা মূর্খতা; আত্মাকে মানিলে অশোক হওয়া যায় না, নির্বাণ লাভ করা যায় না। কেননা, তিনি বলেন, আত্মা থাকিলে আত্মীয়ও থাকিবে, এবং আত্মা ও আত্মীয় থাকিলে শাশ্বতবাদ আসিয়া পড়ে।

"হে ভিক্ষুগণ। আত্মা এবং আত্মীয় সত্যত, স্থিতত উপলব্ধ হইলে

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, 'কথাবত্থুতে (১।১।২৪১) ঈষত পাঠান্তরে ধৃত।
২। কথাবত্থু, ১।১।২৩৮
৩। কথাবত্থু, ১।১।২৩৯

পরে, এই দৃষ্টিস্থানও থাকিবে,—সেই লোক আছে; সেই আত্মা আছে, আমি মরিবা সেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, নির্বিকার হইব, এবং শাশ্বতী সমা তেমনই থাকিব।' ইহা হে ভিক্ষুগণ। কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম ভিন্ন অন্য নহে।"[১]

"সেই কারণে ইহা বলা নিশ্চয় উচিত্ নহে" ইত্যাদি।[২] আত্মীয় থাকিতে জীব অশোক হইতে পারে না। আত্মা থাকিলে আত্মীয়ও থাকিবে। সুতরাং আত্মা থাকিতে অশোক হওয়া যায় না। তাই বুদ্ধ বলেন যে

"হে ভিক্ষুগণ। আমিও এমন আত্মবাদ স্বীকার দেখি না, যেই আত্ম-বাদ-স্বীকারকে স্বীকার করিলে শোক-পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস উত্পন্ন হয় না।"[৩]

আচার্য ভাব্য লিখিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, মহাসাংঘিকদিগের সমস্ত উপ-সংপ্রদায়েরই অনুযায়ীগণ এবং স্থবিরবাদীদিগের দশ উপসংপ্রদায়ের পাঁচটির অনুযায়ীগণ, যথা, (১) স্থবিরবাদীগণ, (৩) সর্বাস্তিবাদীগণ, (৩) মহী-শাসকগণ,[৪] (৪) ধর্মোত্তরীয়গণ এবং (৫) কাশ্যপীয়গণ, অনাত্মবাদী, উহারা মনে করেন যে যাহারা আত্মবাদ মানে, তাহারা তীর্থিকমতের অনুযায়ী।[৫]

নাগসেনের মত

'মিলিন্দপ্রশ্নে'র ভিক্ষু নাগসেন স্থবিরবাদী ছিলেন। সুতরাং তিনি মানিতেন যে আত্মা পরমার্থত নাই। রাজা মিলিন্দকে তিনি বলেন,

"অপি চ খো মহারাজ সংখা সমঞ্ঞা পঞ্ঞত্তি বোহারো নামমত্তং যদ্ ইদং নাগসেনো তি, ন হ এত্থ পুগ্গলো উপলব্ভতী তি।"[৬]

'অপিচ হে মহারাজ। এই যাহা 'নাগসেন', তাহা সংখ্যা, সমজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি,

---

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য   ২। কথাবত্থু, ১।১।২৪২
৩। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য   ৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
৫। দ্রষ্টব্য—Rockhill, *Life of Buddha*, p 185
৬। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং ২৫ পৃ]।

ব্যবহার, নাম মাত্র, এখানে পুদ্গল উপলব্ধ হয় না।' মিলিংদ তাহাতে এই শংকা করেন,

'হে ভংতে নাগসেন। পুদ্গল যদি উপলব্ধ না হয়, তবে কে তোমাদিগকে সেবা করে,—চীবর, পিংডপাত, শয়নাসন, রোগার্থ ঔষধ, পরিষ্কার দান করে? কে ঐ সকলকে পরিভোগ করে? কে শীল পালন করে? কে ধ্যান করে? কে মার্গফল ও নির্বাণ সাক্ষাত্কার করে? কে প্রাণীকে বধ করে? কে অদত্ত আদান করে? কে কামসমূহে মিথ্যা বিচরণ করে? কে মিথ্যা বলে? কে মদ্য পান করে? কে পংচ অংতরায-কর্ম করে? সুতরাং কুশল নাই, অকুশল নাই, কুশলাকুশল কর্মসমূহের কর্তা কিংবা কারয়িতা নাই, সুকৃত দুষ্কৃত কর্মসমূহের ফল বিপাক নাই," ইত্যাদি।[১]

নাগসেন ভিক্ষুণী বজিরার রথের দৃষ্টাংতের বচন,

"যথা হি অংগসংভারা হোতি সদ্দো রথো ইতি।

এবং খংধেসু সংতেসু হোতি সত্তো তি সম্মুতি॥"[২]

উদ্ধৃত করিয়া এবং উহার বিস্তার করিয়া বিশদভাবে বুঝান যে[৩]

"সেই প্রকারে, হে মহারাজ। আমাতেও কেশকেও প্রত্যয় করিয়া, লোমকেও প্রত্যয় করিয়া, · রূপকেও প্রত্যয় করিয়া, বেদনাকেও প্রত্যয় করিয়া, সংজ্ঞাকেও প্রত্যয় করিয়া, সংস্কারকেও প্রত্যয় করিয়া, বিজ্ঞানকেও প্রত্যয় করিয়া 'নাগসেন' এই সংখ্যা, সমজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহার, নাম মাত্র প্রবর্তিত হইতেছে, আর পরমার্থত এখানে পুদ্গল উপলব্ধ হয় না।"[৪]

রাজা মিলিংদ বলেন,

"ভংতে নাগসেন। বেদক ('বেদগু') উপলব্ধ হয়।"

স্থবির নাগসেন জিজ্ঞাসা করেন,

"হে মহারাজ! বেদক নামক সে কে?"

মিলিংদ উত্তর করেন,

১। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং, ২৫-৬ পৃ]।

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 'সংযুত্তনিকায়ে' আছে, এই বচন বজিরা মারকে বলিয়াছিলেন। 'মিলিংদপ্রশ্নে আছে, উহা বজিরা ভগবান বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন। ("ভাসিতং পি এতং মহারাজ বজিরায় ভিক্খুনিয়া ভগবতো সম্মুখা" (২৮ পৃ))

৩। ঐ, ২৬ পৃষ্ঠা ৪। ঐ, ২৮ পৃষ্ঠা

"ভংতে! যে অভ্যংতরে জীব চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে, ঘ্রান দ্বারা গংধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্ষ্টব্যকে স্পর্শ করে, মন দ্বারা ধর্মকে বিজ্ঞাত হয়। যেমন আমি এই প্রাসাদে বসিয়া যেই যেই বাতায়ন দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করি, সেই সেই বাতায়ন দ্বারা দেখি, —পূর্বেরও বাতায়ন দ্বারা দেখি, পশ্চিমেরও বাতায়ন দ্বারা দেখি, এবং দক্ষিণেরও বাতায়ন দ্বারা দেখি, সে প্রকারই, হে ভংতে। এই অভ্যংতরে জীব যেই যেই (ইংদ্রিয়) দ্বার দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই দ্বার দ্বারা দেখে।[১]

নাগসেন তাহা খণ্ডন করিয়া বলেন যে

"হে মহারাজ। এখানে চক্ষুকে এবং রূপকে প্রত্যয় করিয়া উত্পন্ন হয় চক্ষু বিজ্ঞান, তত্সহজাত স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা একগত হইয়া জীবিতেংদ্রিয় মনসিকার, এই প্রকারে এই ধর্মসমূহ প্রত্যয়ত জাত হয়, এখানে বেদক উপলব্ধ হয় না। শ্রোত্র এবং শব্দকে। মনকে এবং ধর্মকে প্রত্যয় করিয়া উত্পন্ন হয় মনোবিজ্ঞান, তত্সহজাত স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা একগত হইয়া জীবিতেংদ্রিয় মনসিকার, এই প্রকারে এই ধর্মসমূহ প্রত্যয়ত জাত হয়, এখানে বেদক উপলব্ধ হয় না।[২]

রাজা মিলিংদ প্রকারাংতরে জিজ্ঞাসা করেন,

"ভংতে নাগসেন। 'বিজ্ঞান', 'প্রজ্ঞা', এবং 'ভূতে জীব'—এই সকল ধর্ম কি নানার্থক এবং নানা ব্যঞ্জন? না একার্থক, কেবল ব্যঞ্জনই নানা?"

নাগসেন উত্তর করেন,

"হে মহারাজ! বিজ্ঞান বিজানন-লক্ষণ, আর প্রজ্ঞা প্রজানন-লক্ষণ, ভূতে জীব উপলব্ধ হয় না।"

তখন মিলিংদ শংকা করেন,

"যদি জীব উপলব্ধ না হয়, তবে কে চলে, চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে, ঘ্রাণ দ্বারা গংধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্ষ্টব্যকে স্পর্শ করে, এবং মন দ্বারা ধর্মকে বিজ্ঞাত হয়?"

১। ঐ, ৫৪ পৃ

২। মিলিংদপ্রশ্ন [৫৬-৭ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—

"রাজা বলেন, 'ভংতে নাগসেন। বেদক উপলব্ধ হয় কি?' স্থবির বলেন, 'হে মহারাজ। পরমার্থত বেদক উপলব্ধ হয় না।" [ঐ, ৭১ পৃ]

নাগসেন প্রদর্শন করেন যে ঐ শংকা অমূলক,—বিচারসহ নহে। প্রকৃতপক্ষে "ভূতস্মিং জীবো ন উপলব্ভতী তি" ("ভূতে জীব উপলব্ধ হয় না")।[১]

ইহা বিশেষভাবে পুনরুল্লেখ করা উচিত্ বোধহয় যে স্থবির নাগসেন জীবের পারমার্থিক সদ্ভাবই অস্বীকার করিতেন, ব্যবহারিক সদ্ভাব নহে। রাজা মিলিন্দ বলেন,

"ভন্তে নাগসেন! লোকে বুদ্ধগণ দৃষ্ট হন, প্রত্যেকবুদ্ধগণ দৃষ্ট হন, তথাগত শ্রাবকগণ দৃষ্ট হন ; চক্রবর্তী রাজাগণ দৃষ্ট হন, প্রদেশ-রাজাগণ দৃষ্ট হন, দেবমনুষ্যগণ দৃষ্ট হন, সধনগণ দৃষ্ট হয়, অধনগণ দৃষ্ট হয়, সুগতগণ দৃষ্ট হয়, দুর্গতগণ দৃষ্ট হয়, পুরুষের স্ত্রীলিংগ প্রাদুর্ভূত হয়, দেখা যায়, স্ত্রীর পুরুষলিংগ প্রাদুর্ভূত হয় দেখা যায়, সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম দৃষ্ট হয় এবং কল্যাণ-পাপ কর্মসমূহের বিপাকোপভোগী সত্ত্বগণ দৃষ্ট হয়। লোকে অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও ঔপপাতিক সত্ত্বগণ আছে, অপাদ, দ্বিপাদ, চতুষ্পাদ ও বহুপাদ সত্ত্বগণ আছে। লোকে যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, কুম্ভণ্ডগণ, অসুরগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ আছে।" ইত্যাদি। "লোকে সর্বই আছে। যাহা হে ভন্তে! লোকে নাই, তাহা আমাকে বলুন।"[২]

নাগসেন বলেন,

"এই তিনটি, হে মহারাজ। লোকে নাই। কোন তিনটি? (১) সচেতন কিংবা অচেতন অজরামর (কিছু) লোকে নাই, (২) সংস্কারসমূহের নিত্যতা নাই, এবং (৩) পরমার্থত সত্ত্বোপলব্ধি নাই। এই তিনটি, হে মহারাজ! লোকে নাই।"[৩]

তাহাতে পরিষ্কার সিদ্ধ হয় যে ব্যবহারত সত্ত্বোপলব্ধি আছে বলিয়া স্থবির নাগসেন মানিতেন।

বুদ্ধঘোষের মত

আচার্য বুদ্ধঘোষ নামরূপকে যথাবত্-দর্শন ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

---

১। ঐ, [৮৬-৭ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য—
"পরমত্থেন সত্তূপলদ্ধি নত্থি।"—(ঐ, ২৬৮ পৃ)

২। মিলিন্দপ্রশ্ন, [ট্রেংক্নের সং, ২৬৭-৮ পৃ]

৩। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং, ২৬৮ পৃ]

"ইতি আঠার ধাতু, বার আয়তন এবং পাঁচ স্কন্ধকে,—ত্রিভুবনের সমস্ত ধর্মকে, সমুদ্গকে খড়্গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করার ন্যায় তথা তাল-স্কন্ধকে দুইভাগে বিভক্ত করার ন্যায়, নাম এবং রূপ—এই দ্বেধা ব্যবস্থাপিত করে। নামরূপ-মাত্রের ঊর্ধ্বে অন্য, সত্ত্ব কিংবা পুদ্গল, কিংবা দেব, কিংবা ব্রহ্মা, নাই বলিয়া নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়। সে এই প্রকারে নামরূপকে যথাবত্ স্বরসত ব্যবস্থাপিত করিবা, সত্ত্ব, পুদ্গল—এই লোক-সমজ্ঞাকে সুষ্ঠুতররূপে প্রহানার্থ, সত্ত্ব-সংমোহকে সমতিক্রমনার্থ এবং অসংমোহ-ভূমিতে চিত্তকে স্থাপনার্থ, সংবহুল সুত্রাংত বশে, 'ইহা (এই পবিদৃশ্যমান জগত্) নামরূপমাত্রই, সত্ত্ব নাই, পুদ্গল নাই'—এই অর্থ সংসংদিত করিয়া ব্যবস্থাপিত করে। তাহা উক্তও হইয়াছে,—

'যথা পি অংগসংভাবা হোতি সদ্দো রথো ইতি।
এবং খংদেসু সংতেসু হোতি সততো তি সম্মুতি॥" ইতি[১]

আবও উক্ত হইযাছে,

'সেয্যথা পি আবুসো কট্ঠঞ্চ পটিচ্চ বল্লিংচ পটিচ্চ মত্তিকংচ পটিচ্চ তিণংচ পটিচ্চ আকাসো পবিবাবিতো অগাবং ত্বেব সংখং গচ্ছতি, এবং এব খো আবুসো অট্ঠিং চ পটিচ্চ নহাকংচ পটিচ্চ মংসংচ পটিচ্চ চম্মংচ পটিচ্চ আকাসো পবিবারিতো রূপং ত্বেব সংখং গচ্ছতী তি।'[২]

'যেমন হে আবুস। কাষ্ঠকেও প্রত্যয় করিয়া, বল্লীকেও প্রত্যয় করিয়া, মাটিকেও প্রত্যয় করিবা এবং তৃণকেও প্রত্যয় করিয়া পবিবাবিত আকাশ 'আগাব' বলিয়াই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয, তেমনই, হে আবুস। অস্থিকেও প্রত্যয় করিবা, নাড়ীকেও প্রত্যয় করিয়া, মাংসকেও প্রত্যয় করিয়া, এবং চর্মকেও প্রত্যয় করিয়া পবিবাবিত আকাশ 'রূপ' বলিবাই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয।'

আবও উক্ত হইবাছে

"দুক্খং এব তি সংভোতি দুক্খং তিট্ঠতি বেতি চ।
নাঞ্ঞত্র দুক্খা সংভোতি নাঞ্ঞং দুক্খা নিরুজ্ঝতি॥" ইতি।[৩]

১। এই বচন ভিক্ষুনী বজিরাব। (পূর্বে পৃষ্ঠা)

২। মজ্ঝিমনি [১ খং, ১৯০ পৃ]

৩। এই বচনও বজিরার

দুঃখই সংভূত হয় ; দুঃখই স্থিত থাকে এবং বিগত হয়। দুঃখ অন্যত্র সংভূত হব না, এবং দুঃখ অন্যত্র নিরুদ্ধ হয় না।

"এই প্রকারে অনেক শত সুত্রাংতে নামরূপই দীপিত হইয়াছে, সত্ত্ব নহে, পুদ্গল নহে। সেই হেতু যেমন অক্ষ, চক্র, পংজর, ঈসা, প্রভৃতি অংগসংভার সমূহে, এক আকারে সংস্থিত হইলে, 'রথ'—এই ব্যবহারমাত্র হয়, পরমার্থত এক এক অংগকে উপপরীক্ষা করিলে রথ নাম নাই, যেমন কাষ্ঠাদি গৃহ-সংভারসমূহ, এক আকারে আকাশকে পরিবারিত করিয়া স্থিত হইলে, 'গৃহ' এই ব্যবহারমাত্র হয়, পরমার্থত গৃহ নাম নাই, এবং যথা এক আকারে স্থিত হইলে অংগুলি অংগুষ্ঠাদিতে 'মুষ্ঠি' বলিয়া ব্যবহারমাত্র হয়, দ্রোনী-আদিতে 'বীনা' বলিয়া, হস্তীঅশ্বাদিতে 'সেনা' বলিয়া, প্রাকার-গেহ-গোপুরাদিতে 'নগর' বলিয়া, স্কংধ-শাখা-পলাশাদিতে, এক আকারে স্থিত, 'বৃক্ষ' বলিয়া ব্যবহারমাত্র হয়, পরমার্থত এক এক অবয়বকে উপপরীক্ষা করিলে, বৃক্ষ নাম নাই, তেমন পাঁচ উপাদান স্কংধসমূহ থাকিলে সত্ত্ব, পুদ্গল বলিয়া ব্যবহার-মাত্র হয়—পরমার্থত এক এক ধর্মকে উপপরীক্ষা করিলে 'অস্মি' বলিয়া, কিংবা অহং বলিয়া গ্রাহের বস্তুভূত সত্ত্ব নামক (কিছু) নাই। আর পরমার্থত নামরূপ মাত্রই আছে। এই প্রকার দর্শন করিলেই দর্শন যথাভূতদর্শন নামক হয়।

"আর যে এই যথাভূতদর্শনকে পরিত্যাগ করিয়া 'সত্ত্ব আছে' বলিয়া গ্রহণ করে, সে উহার বিনাশ কিংবা অবিনাশ অনুজ্ঞাত হয়। অবিনাশ অনুজ্ঞাত হইলে শাশ্বতে নিপতিত হয়, আর বিনাশকে অনুজ্ঞাত হইলে উচ্ছেদে নিপতিত হয়। কোন হেতুতে? ক্ষীরান্বয়ের দধির ন্যায় তদন্বয়ের অন্যের অভাব হেতু। সে 'সত্ত্ব শাশ্বত' ইহা গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় অবলীন হয়, 'সত্ত্ব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়'—ইহা গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় অতিধাবন করে।

কেননা, ভগবান বলিয়াছেন,—

'হে ভিক্ষুগণ! দুই দৃষ্টিগতে পরিজুষ্টিত দেবমনুষ্যগণের, কেহ কেহ অবলীন হয়, কেহ কেহ অতিধাবন করে, অথবা চক্ষুষ্মান হইয়া দর্শন করে। কি প্রকারে হে ভিক্ষুগণ! কে কে অবলীন হয়? হে ভিক্ষুগণ! যে সকল দেব মনুষ্য ভবারাম, ভবরত ও ভবসংমুদিত, (তাহাদিগকে) ভব-নিরোধার্থ ধর্ম উপদেশ করা হইলে, তাহাদিগের চিত্ত প্রস্কংদিত হয় না, প্রসাদিত হয় না, সংস্থিত হয়

না, অধিমুক্ত হয় না। এই প্রকারে হে ভিক্ষুগণ! কেহ কেহ অবলীন হয়। কি প্রকারে, হে ভিক্ষুগণ। কে কে অতিধাবন করে? আর কেহ কেহ ভবেরই দ্বারা অস্থিতমান, হার্যমান, জুগুপ্সমান হইয়া বিভবকে অভিনন্দন করে, যাহাতে নিশ্চয়ই এই আত্মা কায়ের ভেদে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মরণের পরে থাকে না, ইহাই শান্ত, ইহাই প্রণীত, ইহাই যথাবৎ, বলিয়া (মনে করে)।

এই প্রকারে, হে ভিক্ষুগণ। কেহ কেহ অতিধাবন করে। কি প্রকারে হে ভিক্ষুগণ। চক্ষুষ্মান হইয়া দর্শন করে? হে ভিক্ষুগণ। এখানে ভিক্ষুভূতকে (যথা) ভূতরূপে দর্শন করে। ভূতকে (যথা) ভূতরূপে দর্শন করিয়া উহার নির্বেদার্থ, বিরাগার্থ, নিরোধার্থ প্রতিপন্ন হয়। এই প্রকারেই হে ভিক্ষুগণ। চক্ষুষ্মান হইয়া দর্শন করে।"[১]

"সুতরাং যেমন দারুযন্ত্র শূন্য, নির্জীব এবং নিরীহ, অথচ আবার দারু-রজ্জুক-সমাযোগবশে, গমনও করে, স্থিতও থাকে, স-ঈহ ও সব্যাপারের ন্যায় খ্যাত হয়; তেমনই এই নামরূপও শূন্য, নির্জীব এবং নিরীহ, অথচ আবার অন্যোন্যসমাযোগবশে, গমনও করে, স্থিতও থাকে, স-ঈশ ও সব্যাপারের ন্যায় খ্যাত হয়, বলিয়া দ্রষ্টব্য। তাই পৌরাণগণ বলিয়াছেন,

> 'নামং চ রূপং চ ইধ অত্থি সচ্চতো
> ন হেত্থ সত্তো মনুজো চ বিজ্জতি।
> সুঞ্ঞং ইদং যন্তং ইবাভিসংখতং
> দুক্খস্স পুঞ্জো তিণকট্ঠসাদিসো তি॥[২]

"ইহ সংসারে নাম এবং রূপই সত্যত আছে। এখানে সত্ত্ব, মনুজ নিশ্চয় বিদ্যমান নাই। ইহা (এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) শূন্য, যন্ত্রের ন্যায় অভিসংস্কৃত, দুঃখের পুঞ্জ এবং তৃণকাষ্ঠসদৃশ।"[৩]

বুদ্ধঘোষের এই বচনে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্তব্য যে, তিনি মনে করেন যে অনাত্মবাদ "সংবহুল সূত্রান্ত" সম্মত।

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৫৯৪ পৃষ্ঠা। এই বচন বুদ্ধঘোষ কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

২। ঐ, ৫৯৫ পৃষ্ঠা ৩। ঐ, ১৮ পরি, [৫৯৩-৫ পৃ]

অনাত্মবাদের সমর্থনে বুদ্ধঘোষ আরও একটা প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"নত্থি সত্তো নরো পোসো পুগ্গলো নূপলব্ভতি।
সুঞ্ঞভূতো অয়ং কায়ো তিনকট্ঠসমূপমো॥"

'সত্ত্ব, নর, পোষ বা পুদ্গল নাই; (যেহেতু) উপলব্ধ হয় না। এই কায় শূন্য-ভূত, তৃণকাষ্ঠসমোপম।'

'সুত্তনিপাতে'র এক স্থলে আছে,

"অত্তনা অত্তানং নানুপস্সতি"[১]

বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"ঞান-সংপযুত্তেন চিত্তেন বিপস্সংতো অত্তনো খংধেসু অঞ্ঞং অত্তানং নাম ন পস্সতি খংধমত্তং এব পস্সতি, য্বায়ং 'অত্তনা বা অত্তানং সঞ্জানামি' তি চাস্স সচ্চতো থেততো দিট্ঠি উপ্পজ্জতি, তস্স অভাবা অত্তনা অত্তানং নানুপস্সং অঞ্ঞদত্থু পঞ্ঞায় খংধে পস্সতি।"

[বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন,

"Anything whatever within called soul (āttā) who sees, who moves the limbs, etc., there is not"—সুমংগলবিলাসিনী, i-195)]

অশ্বঘোষের মত

স্বরচিত 'বুদ্ধ-চরিতে' কবি অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন, সুকঠোর তপস্যার পরে, ইষ্টলাভে উহার ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া, বুদ্ধ যখন অন্ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন

"আবৃত্ত ইতি বিজ্ঞায় তং জহুঃ পংচ ভিক্ষবঃ।
মনীষিণমিবাত্মানং নির্মুক্তং পংচধাতবঃ॥"[২]

'পাঁচ ভিক্ষু, (তিনি নিবৃত্তি মার্গ হইতে) আবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া বুঝিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যেমন পাঁচধাতু নির্মুক্ত জ্ঞানী আত্মাকে

১। সুত্তনিপাত, ৪৪৭ (সুন্দরিক-ভারদ্বাজসুত্ত, ২৩)
২। বুদ্ধচরিত, ১২।১১৪

(পরিত্যাগ করে)।' তাহাতে অনায়াসে মনে হয় যে, অশ্বঘোষ আত্মার সদ্ভাব মানিতেন, এবং উহা মোক্ষ-দশারও, পাঁচভৌতিক শরীরের ত্যাগের পরেও, থাকে বলিয়া মনে করিতেন। পরন্তু তাঁহার 'সৌন্দরনন্দ' হইতে মনে হয়, তিনি অনাত্মবাদী ছিলেন। কেননা, নন্দের সাধনা সম্বন্ধে অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন,

"অনন্তর আত্মবান তিনি ধর্মসমূহকে সম্ভাবত, প্রত্যয়ত, স্বভাবত, আস্বাদত, দোষবিশেষত এবং নিঃসরণাত্মত (অর্থাত্ উহাদের হইতে নিঃসরণের দৃষ্টিতে) বিধিবত্ পরীক্ষা করেন। (১৫)

"তিনি সমগ্র কায়কে, রূপী কিংবা অরূপী সার দিদৃক্ষু হইয়া বিচরণ করেন। অনন্তর কায়কে অশুচি, দুঃখ, অনিত্য, অস্ব (=আমার নহে) এবং নিরাত্মক বলিয়া বুঝিলেন। (১৬)

"তিনি লৌকিক মার্গোত্তম অনুসারে তাহাতে (=কারে) অনিত্য, শূন্য, নিরাত্মা এবং দুঃখ ভাবনা দ্বারা ক্লেশ-ক্রমকে সংচালিত করিলেন। (১৭)

"যেহেতু এখানে সর্ব অবশ্যই (পূর্বে) না থাকিয়া (পরে) হয় এবং হইয়া-পুনঃ থাকে না, তথা সহেতুক এবং ক্ষয়ীহেতুমত্ও, সেইহেতু জগত্ অনিত্য বলিয়া বুঝিলেন। (১৮)

* * *

"যেহেতু কারক ও বেদক নাই, (কারক ও বেদক বলিয়া যাহাকে মনে হয়, সে) সংসারগত ও বিবিকৃত, সামগ্রী হইতেই প্রবৃত্তি সম্ভূত হয়, তাহাতে তিনি এই লোককে শূন্য বলিয়া দেখিলেন। (২০)

"যেহেতু জগত্ নিরীহ এবং অস্বতন্ত্র, (তত্রস্থ) ক্রিয়াসমূহে (কোন) এক ঐশ্বর্য করে না, ভাবসমূহ তত্তত্ প্রত্যয় বশতই প্রভূত হয়, সেই হেতু (তিনি) লোককে নিরাত্মক বলিয়া বিজ্ঞাত হইলেন। (২১)।"[১]

নন্দ বুদ্ধকে বলেন,

"উর্ব্যাদিকান্ জন্মনি বেদ্মি ধাতূন্
নাত্মানমুর্ব্যাদিষু তেষু কিংচিত্।"[২]

১। সৌন্দরনন্দ, ১৭।১৫-৮, ২০-১

২। ঐ, ১৮।১৪ ১

'পৃথিব্যাদি ধাতুসমূহকেই আমি জন্মে (বিদ্যমান বলিয়া) জানি এবং ঐ পৃথিব্যাদিতে কোন আত্মা নাই (বলিয়া জানি)।'

মণিমেখলৈ

'মণিমেখলৈ' নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন তামিল কাব্যে উক্ত হইয়াছে যে বৌদ্ধ সংত অবিরণ অডিগল বলেন, বৌদ্ধ আত্মার (বা প্রত্যগাত্মার) সদ্ভাব মানে না।[১] তিনি আরও বলেন যে, নির্বাণের স্বরূপ ইহা বুঝিতে পারা যে কোন বিদ্যমান বস্তুতে ('সত্ত্বে') আত্মার ন্যায় কিছুই নাই।[২] ডক্টর কৃষ্ণস্বামী আয়েংগার মনে করেন যে 'মণিমেখলৈ'তে যে বৌদ্ধমতের পরিচয় পাওয়া যায়, উহা সৌত্রাংতিক মতই।[৩] তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সৌত্রাংতিক মত অনাত্মবাদী ছিল।

সমন্বয়

আত্মা সংবংধে বুদ্ধের ঐ সকল পরস্পর বিরোধী উক্তিসমূহের সমন্বয় করিতেও কোন কোন পরবর্তী আচার্য প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে বুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন, কখন কাহাকেও বলিয়াছিলেন যে 'আত্মা আছে', আবার কখন কাহাকেও বলিয়াছেন যে 'আত্মা নাই'। যথা সৌত্রাংতিক মতের প্রবর্তক আচার্য কুমারলাভ বলিয়াছেন

'দৃষ্টি-দ্রংষ্টাবভেদং চ ভ্রংশং চাবেক্ষ্য কর্মণাম্।
দেশয়ংতি জিনা ধর্মং ব্যাঘ্রী-পোতাপহারবত্ ॥'[৪]

'অর্থাত্ ব্যাঘ্রী আপন শাবককে দাঁত দ্বারা কামড়াইয়া ধরিয়াই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। তখন ব্যাঘ্রী শাবককে দাঁত দ্বারা এমনভাবে ধরে, যাহাতে উহা দাঁত দ্বারা বিদ্ধও না হয়, আবার দাঁত হইতে খসিয়াও না পড়ে। বুদ্ধগণও সেই প্রকারে শিষ্যগণকে সংসার দুঃখ ভোগ হইতে নির্বাণে

১। মণিমেখলৈ, ২০৯ পৃ ২। ঐ, ২২৮ পৃ ৩। ঐ, ৮২ পৃ

৪। এই বচন কুমারলাভের কোন গ্রংথের জানি না। পরংতু দেখা যায় যে কোন কোন মহাযানাচার্য আত্মা বিষয়ে বুদ্ধের পরস্পর বিরোধী উক্তিসমূহের সমন্বয়ের প্রমাণ-রূপে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা দ্রষ্টব্য—তত্ত্বসংগ্রহ-পংজিকা, ১২৯ পৃ; অভিধর্মকোশ-ব্যাখ্যা, ৭০৮ পৃ।

লইয়া যাইতে ধর্মকে এমনভাবে উপদেশ করেন যাহাতে উহারা দৃষ্টিরূপ দ্রংষ্ট্রা দ্বারা বিদ্ধ না হয়, এবং কর্মের ফলভোগ বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া অধঃপতিত না হয়। তাৎপর্য এই যে,—'আত্মা আছে' বলিলে শিষ্য দৃষ্টি-বিশেষ বা মিথ্যা-দৃষ্টি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়িবে, তাহাতে তাহার উর্দ্ধগতি হইবে না, নির্বাণ লাভ হইবে না, আর 'আত্মা নাই' বলিলে সে কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে না মনে করিয়া ধর্মাচরণে বিরত হইবে, অধিকন্তু কুকর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে অধঃপতিত হইবে।

জীব শরীর হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন তাহা বুদ্ধ বলিতেন না। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহা বলিতেন না। কুমারলাভ বলেন, যেহেতু জীব নামে কোন স্বতন্ত্র-বস্তু প্রকৃতপক্ষে নাই, সেইহেতু বুদ্ধ বলিতেন না যে উহা শরীর হইতে ভিন্ন কিংবা অভিন্ন; পাছে লোকে আত্মার ব্যবহারিক সদ্ভাবও নাই বলিয়া মনে করে এবং সেই কারণে কর্মবাদ অস্বীকার করে, সেইহেতু বুদ্ধ বলিতেন না যে আত্মা নাই।

এইরূপে দেখা যায় আচার্য কুমারলাভ মনে করিতেন যে বুদ্ধ লৌকিক ব্যবহারে 'আত্মা আছে' বলিতেন, পরন্তু পরমার্থত উহা নাই বলিয়া মানিতেন।

হীনযানী বৌদ্ধাচার্যদিগের অপর কেহ এই বিষয়ে কোন প্রচেষ্টা করিয়াছেন কিনা, যদি করিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বিশেষভাবে পুদ্গলবাদী কোন বৌদ্ধাচার্য ঐ বিষয়ে কিছু বলিয়াছেন কিনা, তাহা জানি না। তবে, কুমারলাভের ঐ সমন্বয় সংবন্ধে একটা কথা বলা যায় মনে হয়। ইহা বলা যায় যে,—কুমার লাভ অনাত্মবাদী ছিলেন, সেই কারণেই তিনি মীমাংসা করিয়াছেন যে, বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে অনাত্মবাদীই ছিলেন, —তাঁহার পরম সিদ্ধান্ত এই যে 'আত্মা নাই', তবে তিনি বিশেষ অভিপ্রায়েই নিম্ন অধিকারীরই জন্য বলিতেন যে 'আত্মা আছে'। আত্মবাদী পক্ষান্তরে ইহা বলিতে পারে যে বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আত্মবাদীই ছিলেন,—তাঁহার পরম সিদ্ধান্ত এই যে 'আত্মা আছে', তবে তিনি বিশেষ অভিপ্রায়েই, ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন পৃথক্-জনগণের বৈরাগ্য উৎপাদনার্থই বিষয়ের অভিমুখে প্রবৃত্ত চিত্ত-বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই, কখন কখন বলিতেন যে 'আত্মা নাই'। যথা, তিনি বলিয়াছেন,

"চক্ষুকে আত্মা কিংবা আত্মীয়, কিংবা নিত্য, কিংবা ধ্রুব, কিংবা শাশ্বত,

কিংবা অবিপরিণামধর্ম শূন্য বলিয়া যথাভূত জানিলে, দেখিলে চক্ষু-অভিনিবেশ হইতে জ্ঞান বিবর্তিত হয়।"

শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় (বা ত্বক্) এবং মন সংবংধেও তিনি পর পর ঠিক সেই প্রকার বলিয়াছেন।[১]

"'সব্বে ধম্মা অনত্তা' তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।
অথ নিব্বিংদতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া॥"[২]

'যখন প্রজ্ঞা দ্বারা ইহা দর্শন করে যে 'সর্বধর্ম অনাত্মা' তখন দুঃখে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই বিশুদ্ধির (বা নির্বাণের) মার্গ।'

বুদ্ধ বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম চক্ষুরাদি-মন পর্যংত ছয় ইংদ্রিয় এবং বাহ্য রূপাদি-ধর্ম পর্যংত উহাদের ছয় বিষয় অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মা। "যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ, যাহা দুঃখ, তাহা অনাত্মা।"

"যদ্ অনত্তা তং 'নেতং মম নেসো'হমস্মি ন মেসো অত্তা'তি। এবমেতং যথাভূতং সম্মপ্পঞ্ঞায় দট্ঠব্বং।"[৩]

'যাহা অনাত্মা তাহাকে 'ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে'—এই প্রকারে যথাভূত সম্যক্-প্রজ্ঞা দ্বারা দ্রষ্টব্য।' "এই প্রকার দর্শন করিলে, হে ভিক্ষুগণ। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক" চক্ষুরাদি এবং রূপাদি হইতে "নিব্বিংদতি। নিব্বিংদং বিরজ্জতি। বিরাগা বিমুচ্চতি" (নির্বিন্ন হয় নির্বিন্ন হইয়া বিরক্ত হয়। বিরাগ হইলে বিমুক্ত হয়।)[৪] কেবল প্রত্যুত্পন্ন চক্ষুরাদি এবং রূপাদিই যে অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মা তাহা নহে, অতীত ও অনাগত চক্ষুরাদি এবং রূপাদিও অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মা। "এই প্রকার দর্শন করিলে, হে ভিক্ষুগণ। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক" অতীত চক্ষুরাদি এবং রূপাদিতে "অনপেক্ষ হয়", অনাগতকে "অভিনংদন করে না", এবং প্রত্যুত্পন্নের "নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়।"[৫]

১। পটিসংভিদামগ্গ, (১৷৩৯) [১ খং, ১০৯ পৃ]

২। 'কথাবত্থু'তে (১৬৷৪৷৬) বুদ্ধবচন, ধম্মপদ, ২৭৯ (২০৷৭), থেরগাথা, ৬৭৮

৩। সংযুত্তনি, সড়ায়তন সংযুত্ত, (৩৫৷১৷৩-৮ ; ২৷৩-৮, ৩৷৩-৮, ৪৷৩-৮ ; ইত্যাদি, [৪ খং, ১-৩ পৃ]

৪। ঐ, ঐ, (৩৫৷১৷৯, ২৷৯ ; ইত্যাদি) [৪ খং, ১-৩ পৃ]

৫। ঐ, ঐ, (৩৫৷৭-) [৪ খং, ৪-৬ পৃ]

অন্য সময়ে, জনৈক ভিক্ষুর প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন, চক্ষুরাদিকে, উহাদের বিষয় রূপাদিকে, বিজ্ঞানকে, সংস্পর্শকে এবং সংস্পর্শপ্রত্যয় বশত যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকেও, "অনিচ্চতো জানতো পস্সতো" ('অনিত্য বলিয়া জানিলে, দর্শন করিলে') "অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়", "সংযোজনসমূহ প্রহীন হয়।"[১] উহাদিগকে "অনত্ততো জানতো পস্সতো" ('অনাত্মা বলিয়া জানিলে, দর্শন করিলে') "সংযোজনসমূহ সমুদ্‌ঘাত প্রাপ্ত হয়," "আস্রবসমূহ সমুদ্‌ঘাত প্রাপ্ত হয়," "অনুশয়সমূহ সমুদ্‌ঘাত প্রাপ্ত হয়।"[২]

বুদ্ধ "রাগ-বিরাগার্থ" এবং "অনুপাদান পরিনির্বাণার্থ" ধর্ম উপদেশ করিতেন। অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-বাদ, তাঁহার মতে, রাগ-বিরাগের উপায়।[৩] সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে রাগবিরাগার্থই তিনি ঐ বাদ খ্যাপন করিয়াছেন।

পুদ্‌গলবাদের সমালোচনা

অনাত্মবাদীগণ পুদ্‌গলবাদের তীব্র সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করিতেন। মগধের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট, অশোকের সময়ে, তৃতীয় (? চতুর্থ) বৌদ্ধ সংগীতির অধ্যক্ষ, মহাস্থবির মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্য কর্তৃক, স্থবিরবাদীগণের বিরোধী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ীগণের মতবাদ সমূহকে নিরাকরণার্থ বিরচিত 'কথাবত্থু'তে সর্বপ্রথমে প্রধানমল্ল নিপাতন ন্যায়ে, পুদ্‌গলবাদকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। আচার্য-বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোশে'ও—উহার রচনার সময়ে বসুবন্ধু সর্বাস্তিবাদী ছিলেন—পুদ্‌গলবাদের তীব্র সমালোচনা আছে।[৪] নাগার্জুন প্রভৃতি মহাযান বৌদ্ধাচার্যগণও পুদ্‌গলবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন।

পুদ্‌গলবাদীগণ বলেন যে 'আত্মা সত্যত, স্থিতিত নাই'—ইহা মিথ্যা দৃষ্টি, ইহাতে পরোক্ষভাবে পুদ্‌গলের সদ্ভাব অভিপ্রায়িত হইয়াছে।[৫] 'অভিধর্মকোশ-ব্যাখ্যা' হইতে জানা যায়, পুদ্‌গলবাদী বাৎসীপুত্রীয়গণ বলিতেন যে পুদ্‌গল

১। সংযুত্তনি, সড়ায়তনসংযুত্ত, (৩৫।৫৩-৪) [৪ খং, ৩০-১ পৃ]।

২। ঐ, ঐ, (৩৫।৫৫-৯) [৪ খং, ৩১-২ পৃ]

৩। ঐ, ঐ, (৩৫।৭৪।১১-; ৭৫।১১-) [৪ খং, ৪৭-৪ পৃ]

৪। 'কথাবত্থু'তে এবং 'অভিধর্মকোশে' লিপিবদ্ধ অনাত্মবাদীর এবং পুদ্‌গলবাদীর বাদ-প্রতিবাদের সংক্ষিপ্তসারের জন্য অধ্যাপক শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত বিরচিত *Early Monastic Buddhism*, II, pp 177—193 দ্রষ্টব্য।

৫। ঐ, ১৮২ পৃষ্ঠা।

যদি সত্যই না থাকিত, তবে "স জীবস্তচ্ছরীবং অন্যো বেতি ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ কেন সোজাসুজি বলেন নাই যে পুদ্গল "নাস্তি এবেতি" ('নিশ্চয়ই নাই')। পুদ্গল যদি স্কংধসমূহে উপচার মাত্রই হয়, তবে "কস্মাচ্ছরীরমেব জীব ইতি নোক্তমিতি" (কেন উক্ত হয় নাই যে, 'শরীরই জীব')। সুতরাং, বুদ্ধের মতে, পুদ্গল অবশ্যই আছে, উহা শরীর হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে।[১]

নিংদা ও উপহাস

অনাত্মবাদীগণ পুদ্গলবাদীগণকে কেবল তীব্র সমালোচনা করিয়া বিরত থাকেন নাই, তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে নিংদা এবং উপহাসও করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেও সংকোচ করিতেন,—অবৌদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত্ মনে করিতেন। অপরে তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেন বটে, পরংতু মনে করিতেন যে ঐ পুদ্গলবাদ হেতু, যাহা সত্কায় দৃষ্টিরই রূপবিশেষ, তাঁহারা নির্বাণ লাভ করিতে পারিবেন না।[২] আচার্য শাংতরক্ষিত (৭০২-৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ) পুদ্গলবাদীগণকে, যাঁহারা "পুদ্গল-ব্যাপদেশে তত্ত্বান্যত্বাদিবর্জিত আত্মাকে প্রচলন করেন" তাঁহাদিগকে "সৌগতং-মন্যগণ" বলিয়াছেন।[৩] তাঁহার শিষ্য এবং টীকাকার কমলশীল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তাঁহারা নিজেকে সুগত-সুত মানিলেও পুদ্গল-ব্যাজে স্কংধ-সমূহ হইতে তত্ত্বান্যত্ব রূপে অবাচ্য আত্মাকে কল্পনা করেন। যাঁহারা নিশ্চয় নৈরাত্ম-বাদী ভগবান সুগতের সুতত্ব অভ্যুপগম করিয়াছেন, তাঁহারা কি প্রকারে বিতথ-আত্মদৃষ্টিতে অভিনিবিষ্ট হইবেন ?—ইহা দর্শন করাইতে উপহাস-পদ বলিয়াছেন 'সৌগতংমন্যগণও' ইতি।" কেহ কেহ উঁহাদিগকে "অংতশ্চরতীর্থিক" বলিয়াছেন।[৪] যশোমিত্র বলিয়াছেন, "বাত্সীপুত্রীয়াণাং তীর্থিক-দৃষ্টিঃ প্রসজ্যতে।"[৫]

১। স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা, ৭০৮ পৃ

২। দ্রষ্টব্য—N Dutt, *Early Mon Bud*, II, p 177

৩। তত্ত্বসংগ্রহ, ৩-৬ (১২৫ পৃ)

৪। বোধিচর্যাবতারপংজিকা, ৯।৬০ (৪২৫ পৃ) [পরে দ্রষ্টব্য]।

৫। স্ফুটার্থাভিধর্মকোশ-ব্যাখ্যা

বুদ্ধবচনের অপার্থ

ইহা দেখা যায় যে আত্মবাদী এবং অনাত্মবাদী উভয়বিধ বৌদ্ধগণই স্ব স্ব মতের সমর্থনে ভগবান বুদ্ধের বচন প্রমাণরূপে উপস্থিত করেন; অথবা, অপর কথার বলিতে, ভগবান বুদ্ধের বচন মূলেই স্ব স্ব মতবাদ প্রপংচিত করেন। অনাত্মবাদীগণ মনে করেন যে আত্মবাদীগণ যে সকল বুদ্ধবচনকে আত্মবাদের সমর্থক বলিয়া মনে করেন, সেই সকল বচনের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে, উঁহারা অজ্ঞান বশতই ঐ সকল বচনের ঐ প্রকার অপার্থ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আরও মনে করেন যে তীর্থকরদিগের মত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই পুদ্গলবাদীগণ ঐ সকল বুদ্ধ বচনের ঐ প্রকার অপার্থ করিয়া থাকেন। যথা, আচার্য নাগার্জুন (প্রথম) বলিয়াছেন,

"আত্মনশ্চ সতত্ত্বং যে ভাবানাং চ পৃথক্ পৃথক্।
নির্দিশংতি ন তান্ মন্যে শাসনস্যার্থকোবিদান্॥"[১]

'যাহারা আত্মার এবং ভাবসমূহের সতত্ত্ব (বা একত্ব) ও পৃথকত্ব নির্দেশ করে, তাহাদিগকে (বুদ্ধের) শাসনের অর্থে বিদ্বান বলিয়া আমি মানি না।' তাঁহার টীকাকার আচার্য চংদ্রকীর্তি লিখিয়াছেন, উঁহারা "তথাগতবচনাবিপরীতার্থাববোধাভিমানিতয়া তীর্থ্যমতোপকল্পিতপদার্থব্যবস্থা সৌগতপ্রবচনার্থত্বেনোপনীয়াতিমূঢতয়া" (তথাগতের বচনের অবিপরীত অর্থ অববোধের অভিমান বশত তীর্থ্যমতে উপকল্পিত পদার্থ-ব্যবস্থা সৌগত বচনের অর্থত্বে উপনয়ন করিয়া অতিমূঢতা বশত') ঐ প্রকার নির্দেশ করেন।[২]

'তথাগতগুহ্যপবিবর্তে' আছে,

"তদিমে ভগবন মোহপুরুষা যে স্বাখ্যাতে ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্য তীর্থিকদৃষ্টৌ নিপতিতা নির্বাণং ভাবতঃ পর্যেষংতে তদ্যথা তিলেভ্যস্তৈলং ক্ষীরাত্ সর্পিঃ। অত্যংতপরিনির্বৃতেষু ভগবন সর্বধর্মেষু যে নির্বাণং মার্গংতি তানহমভিমানিকান্ তীর্থিকানিতি বদামি।"[৩]

১। মাধ্যমিক-কারিকা, ৯।১৬

২। মাধ্যমিক-কারিকা-বৃত্তি, ২১৪ পৃ

৩। মাধ্যমিক-কারিকা-বৃত্তিতে ধৃত, ৫৪১ পৃ

'হে ভগবান। তাহারা মোঘপুরুষই, যাহারা (আপনার) স্বাখ্যাত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তীর্থিক দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া নির্বাণকে আত্মত্ব পর্যেষণ করে, যেমন তিল হইতে তৈলকে, ক্ষীর হইতে সর্পিঃ (লোকে বাহির করে)। সর্বধর্মই যখন অত্যন্ত পরিনির্বৃত তখন যাহারা নির্বাণকে (আত্মত্ব) বর্ণন করে, তাহাদিগকে আমি (বৌদ্ধ) অভিমানিক তীর্থিক বলি।'

বুদ্ধবচনের অপার্থ অনাত্ম-বাদীগণও কখন কখন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যথা, তাঁহারা মনে করেন যে,

"সব্বে ধম্মা অনত্তা"

এই বচনে বুদ্ধ সাক্ষাদ্ভাবে বলিয়াছেন যে আত্মা নাই।[১] পরন্তু ঐ বচনের প্রকৃত অর্থ তাহা বলিয়া মনে হয় না। এই বচন 'সংযুত্তনিকায়ে'র।[২] উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে

"যদ্ অনিচ্চং তং দুক্খং", "যং দুক্খং তদ্ অনত্তা"[৩]

'যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ', 'যাহা দুঃখ, তাহা অনাত্মা'। 'পটিসংভিদামগ্গে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে,

"রূপং অতীতানাগতপচ্চুপন্নং অনিচ্চং খযট্ঠেন, দুক্খং ভযট্ঠেন অনত্তা অসারকট্ঠেন তি।'[৪]

'রূপ,—অতীত, অনাগত ও বর্তমান, অনিত্য ক্ষয় হেতু, দুঃখ ভয় হেতু, এবং অনাত্মা অসারকত্ব হেতু।' সুতরাং "সর্বধর্মসমূহ অনাত্মা"—এই বচনের তাৎপর্য, উহার মতে 'সর্বধর্ম অসার'। অতএব 'আত্মা নাই' বলা উহার তাৎপর্য নহে। তাই অনাত্মবাদী আচার্য বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

'অসারকট্ঠেনা তি। অত্তা নিবাসী কারকো বেদকো সযংবসী তি এবং পরিকপ্পিতস্স অত্তসারস্স অভাবেন।[৫]

'অসারত্ব হেতু' অর্থ 'আত্মা, নিবাসী, কারক, বেদক, স্বয়ংবশী—এই প্রকার পরিকল্পিত আত্মসারের অভাব হেতু।' এই ব্যাখ্যা সকলের স্বীকার্য না

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য
২। সংযুত্তনিকায়, ২,ধম্মসুত্ত (২২।২০,৩-) [৩ খং, ২২- পৃ]।
৩। ঐ, [৪ খং, ১- পৃ]   ৪। পটিসংভিদামগ্গ, [১ খং, ৫৩ পৃ]
৫। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২০ পরি, ৬৩০ পৃ। অনুরূপ দ্রষ্টব্য ঐ, ২১ পরি, ৬৫০ পৃ।

হইতেও পারে। কেননা, প্রকরণের সংগে উহার সমন্বয় হয় না। তারপর 'সর্বধর্ম আত্মা নহে'—এই অর্থ গ্রহণ করিলেও ইহা সিদ্ধ হয় না যে আত্মা নাই।

তৈর্থিক মতের প্রভাব

এইমাত্র পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কোন কোন মহাযানী আচার্য মনে করেন যে তীর্থিকরদিগের মত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই কেহ কেহ বুদ্ধবচনের অপার্থ করেন,—পুদ্গলবাদীগণ বুদ্ধবচনকে আত্মবাদের সপক্ষে ব্যাখ্যা করেন, আর কেহ কেহ নির্বাণকে ভাবত পর্যেষণ করেন। তাঁহারা এইরূপে স্বীকার করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে তৈর্থিক মত দ্বারা স্বল্প-বিস্তর প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। হীনযানী আচার্য বুদ্ধঘোষও তাহা প্রকারাংতরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, মগধের সম্রাট ধর্মাশোক বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধালু হইয়া বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে বহু সত্কার করিতে লাগিলেন। ঐ সত্কার লাভের লোভে তৈর্থিকগণ বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজিত হইতে লাগিলেন, এবং নিজ নিজ মত প্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ প্রকারে বৌদ্ধধর্মে বহু মল উত্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণের মধ্যে বহু বাদবিবাদ হইতে লাগিল। ঐ বিবাদ ক্রমে এত বাড়িয়া পড়ে যে উহা মিটাইতে সম্রাট অশোককে, তাঁহার গুরু স্থবির মৌদগলিপুত্র তিষ্যের পরামর্শে, হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তিনি এক সময়ে সমস্ত ভিক্ষুগণকে অশোকারামে একত্রিত করিয়া উহাদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদীগণকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করেন। অনংতর এক এক দলের ভিক্ষুগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "সম্যক্সংবুদ্ধ কোন বাদী ছিলেন?" শাশ্বতবাদী ভিক্ষুগণ উত্তর করেন, তিনি শাশ্বতবাদী ছিলেন। আত্মানংতিকবাদীগণ বলেন, তিনি আত্মানংতিকবাদী ছিলেন। অমরাবিক্ষেপবাদীগণ বলেন, তিনি অমরাবিক্ষেপবাদী ছিলেন।[১] 'দীঘনিকায়ে'র 'ব্রহ্মজালসুত্তে' আছে, বুদ্ধ ঐ সকল বাদকে খণ্ডন করেন। তাহাতে দেখা যায়, বুদ্ধ যেই সকল বাদকে খণ্ডন করেন, পরে পরে তাঁহার অনুযায়ীদিগের কেহ কেহ উহাদিগের কোন কোনটিকে

১। সমংতপাসাদিকা, পারাজিকা—অট্ঠকথা, ততিয সংগীতি। (শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রণীত 'বুদ্ধচর্যা'য় ধৃত, ৫৭২ পৃ)।

গ্রহণ করেন এবং মণ্ডন করিতে থাকেন, এবং বুদ্ধকেও সেই সেই বাদী ছিলেন বলিয়া মনে করিতে থাকেন। বিপর্যয়॥।

পুদ্‌গলবাদ ও আত্মবাদ

একটা প্রাচীন বচন আছে, "পুদ্‌গলদৃষ্টিগণ' বুদ্ধের মতে, 'নির্বিশিষ্টো ভবতি তীর্থিকৈঃ" ('তীর্থিকগণের সহিত নির্বিশিষ্ট হন')।[১] আচার্য ভাব্য লিখিয়াছেন, অনাত্মবাদীগণ মনে করেন যে, "যাঁহারা পুদ্‌গলের উপদেশ করেন, তাঁহারা তীর্থিকগণের দৃষ্টির সহিত সহমত।"[২] আচার্য কমলশীলও এক স্থলে লিখিয়াছেন, পুদ্‌গল ও আত্মা অভিন্ন।

"তথাহি আত্মার লক্ষণ এই,—যে নিশ্চয় শুভাশুভ কর্মভেদসমূহের কর্তা, এবং স্বকৃত ইষ্টানিষ্ট কর্মসমূহের ফলের ভোক্তা; তথা যে পূর্ব স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অপর স্কন্ধান্তর উপাদান করিয়া সংসরণ করে এবং ভোক্তা, সেই আত্মা। এই সমস্তই পুদ্‌গলেও ইষ্ট। কেবল নামেতেই বিবাদ।'[৩]

তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে অপর কোন কোন বিষয়ে পুদ্‌গল ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য আছে।

আচার্য শান্তরক্ষিত লিখিয়াছেন, পুদ্‌গলবাদীগণ কর্তৃক পুদ্‌গলব্যপদেশে প্রকল্পিত আত্মা "তত্ত্বান্যত্বাদি-বর্জিত।[৪] অর্থাৎ উহাকে স্কন্ধসমূহ হইতে অন্য বা ভিন্নও বলা যায় না, অনন্য বা অভিন্নও বলা যায় না। তাহার হেতু তিনি এই বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,

"পুদ্‌গল স্কন্ধসমূহ হইতে অন্য নহে, যেহেতু (তাহা হইলে) তীর্থ-দৃষ্টির প্রশংসা হইবে, অনন্যও নহে, যেহেতু (তাহা হইলে) অনেকতাদি আপত্তি হইবে। সুতরাং অবাচ্যতাই সাধু।"[৫]

কমলশীল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পুদ্‌গল যদি স্কন্ধসমূহ হইতে অন্য হয়, তখন তৈর্থিক পরিকল্পিত আত্মদৃষ্টি হইবে, তাহাতে শাশ্বতাত্মা-প্রসংগ হইবে।

১। মধ্যান্তবিভাগ, ১।২২-৩ টীকায় ধৃত (২৮ পৃ)
২। Rockhill, *Life of Buddha*, p 185
৩। তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা, ৩২৬ (১২১ পৃ)
৪। ঐ, ৩৩৬ (১২১ পৃ)
৫। ঐ, ৩৩৭ (১২১ পৃ)

তীর্থিকদিগের আত্মবাদ হইতে ভিন্ন। উভয়বাদের মধ্যে যে কতিপয় অংশে ঐক্য আছে, তাহা কমলশীল প্রদর্শন করিয়াছেন।

পুদ্গলের স্বরূপ

'কথাবত্থু'তে দেখা যায়, পুদ্গলবাদীগণ পুদ্গলকে পরমার্থত সাক্ষাত্কৃত, উপলব্ধ বলিয়া মানিলেও সর্বত্র, সর্বদা, কিংবা সর্বে পরমার্থত উপলব্ধ হয় বলিয়া মনে করিতেন না।[১] তাহাতে পুদ্গল দেশত, কালত এবং বস্তুত পরিচ্ছিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হয়। তাহাদের মতে,

(১) পুদ্গল রূপাদি নহে, রূপাদি হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে; রূপাদিতে পুদ্গল নাই, পুদ্গলেও রূপাদি নাই।[২]

(২) পুদ্গল (রূপাদির ন্যায়) সপ্রত্যয়ও নহে, (নির্বাণের ন্যায় অপ্রত্যয়ও নহে, সংস্কৃতও নহে, অসংস্কৃতও নহে, অশাশ্বতও নহে, শাশ্বতও নহে, এবং সনিমিত্তও নহে, অনিমিত্তও নহে।[৩]

(৩) রূপাদিকে উপাদান করিয়াই পুদ্গলের প্রজ্ঞপ্তি হয়। রূপাদি অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মা, ব্যয়ধর্মা, বিরাগ-ধর্মা, নিরোধ-ধর্মা এবং বিপরিণাম-ধর্মা।" তাহা বলিয়া উহা বলা যায় না যে "পুদ্গল ও অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মা, ব্যয়ধর্মা, বিরাগ-ধর্মা, নিরোধ-ধর্মা এবং বিপরিণামধর্মা।"[৪]

(৪) স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইংন্দ্রিয় এবং চিত্তকে উপাদান করিয়াই পুদ্গলের প্রজ্ঞপ্তি হয়। পরন্তু উহাদের সমস্ত গুণাদি উপাদান করিয়াই যে পুদ্গলের প্রজ্ঞপ্তি হয়, তাহা সব সময়ে বলা যায় না। চক্ষুরাদি কোন ইংন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইলেই যে পুদ্গলও নিরুদ্ধ হইবে তাহা বলা হয় না।[৫]

এইরূপে দেখা যায়, পুদ্গলবাদীগণ পুদ্গলের এবং শরীরের ভিন্নতাও স্বীকার করিতেন না, অভিন্নতাও না। শরীর এবং জীব ভিন্ন ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা বুদ্ধ ব্যাকৃত করিতেন না। পুদ্গলবাদীগণও তাহা বলিতেন না।[৬] উহার কারণ এই যে, শরীর নাশবান। উহার বিনাশ একদিন ন

১। কথাবত্থু, ১।১।১১-৩ ২। ঐ, ১।১।১০-, আরও দ্রষ্টব্য—১।১।১৯০-১।
৩। ঐ, ১।১।১৪৭ ৪। ঐ, ১।১।১৭১-২; আরও দ্রষ্টব্য—১।১।১০৬, ১৭৯, ১৮৯।
৫। ঐ, ১।১।১৭৩ ৬। ঐ, ১।১।১৫৭, ১৬৬-৭ (পরে দ্রষ্টব্য)

একদিন অবশ্যই হইবে। শরীরকে ও পুদ্‌গলকে অভিন্ন মনে করিলে, শরীরের বিনাশের সংগে সংগে পুদ্‌গলেরও বিনাশ হইবে মনে করিতে হইবে, আর শরীরকে এবং পুদ্‌গলকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করিলে শরীরের বিনাশের পরও পুদ্‌গল থাকিয়া যাইবে মনে করিতে হইবে। পুদ্‌গলবাদী বলেন,

"খংধেসু ভিজ্‌জমানেসু সো চে ভিজ্‌জতি পুগ্‌গলো।
উচ্‌ছেদা ভবতি দিট্‌ঠি যা বুদ্ধেন বিবজ্‌জিতা॥
খংধেসু ভিজ্‌জমানেসু নো চে ভিজ্‌জতি পুগ্‌গলো।
পুগ্‌গলো সস্‌সতো হোতি নিব্‌বানেন সমসমো তি॥"[১]

'স্কংধসমূহ ভিন্ন (=বিনষ্ট) হইলে, যদি পুদ্‌গলও ভিন্ন হয়, তবে উচ্‌ছেদ দৃষ্‌টি হয়, যাহা বুদ্ধ কর্তৃক বিবর্জিত হইয়াছে। স্কংধসমূহ ভিন্ন হইলে, পুদ্‌গল যদি ভিন্ন না হয়, তবে পুদ্‌গল শাশ্বত হয়, নির্বাণের সমসম হয়।' উচ্‌ছেদ-দৃষ্‌টির ন্যায় শাশ্বত দৃষ্‌টিও বুদ্ধ কর্তৃক বিবর্জিত। সেইকারণে পুদ্‌গলকে এবং শরীরকে ভিন্ন ভিন্নও বলা যায় না, অভিন্নও নহে। তবে পুদ্‌গল-বাদীগণ আবার কখন কখন স্বীকার করিতেন যে

"অঞ্‌ঞো কায়ো অঞ্‌ঞো পুগ্‌গলো তি।"

'কায় অন্য, পুদ্‌গল অন্য', যদিও তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিতেন যে 'কায়' এবং 'শরীর' তথা 'পুদ্‌গল' এবং 'জীব', পর্যায়বাচী শব্‌দ।[২] আবার কখন কখন বলিতেন, ইহা বলা যায় না যে 'কায় অন্য, পুদ্‌গল অন্য'।[৩] কায়ে কায়ানুপশ্যী বিহারকারী আছে। পরন্তু, তাহা বলিয়া ইহা বলা যায় না যে "কায় অন্য, কায়ে কায়ানুপশ্যী বিহারকারী অন্য।"[৪]

উপরে উক্ত হইয়াছে যে পুদ্‌গলবাদীর মতে, পুদ্‌গল রূপাদির ন্যায় সংস্কৃতও নহে এবং নির্বাণের ন্যায় অসংস্কৃতও নহে। তাহাতে অনাত্‌মবাদী জিজ্ঞাসা করেন,

"পুদ্‌গল সংস্কৃতও নহে, অসংস্কৃতও নহে কি?

"(পুদ্‌গল) সংস্কৃতকে এবং অসংস্কৃতকে ছাড়িয়া অন্য তৃতীয় কোটি কি? এই প্রশ্‌নদ্বয়ের প্রত্যেকের উত্‌তরে পুদ্‌গলবাদী প্রথমে বলেন, "না", পরে

১। কথাবত্‌থু, ১।১।১৭০
২। ঐ, ১।১।১৫৬
৩। ঐ, ১।১।১৫৭
৪। ঐ, ১।১।২৩২

বলেন, "হাঁ।"[১] তাহার মতে এক দৃষ্টিতে বলা যায় যে "পুদ্গলের উৎপাদ প্রজ্ঞাত হয়, ব্যয় প্রজ্ঞাত হয়, এবং স্থিতির অন্যথাত্ব প্রজ্ঞাত হয়", আবার অন্য দৃষ্টিতে বলা যায় যে "পুদ্গলের উৎপাদ প্রজ্ঞাত হয় না, ব্যয় প্রজ্ঞাত হয় না, এবং স্থিতির অন্যথাত্ব প্রজ্ঞাত হয় না।' উৎপাদাদি প্রজ্ঞাত হয় বলিয়া, পুদ্গলকে যেমন বুদ্ধ কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃতের লক্ষণ অনুসারে সংস্কৃত বলা যায়, তেমন অন্য দৃষ্টিতে সংস্কৃত বলা যায় না। আবার উৎপাদাদি প্রজ্ঞাত হয় না বলিয়া পুদ্গলকে যেমন বুদ্ধ কর্তৃক উক্ত অসংস্কৃতের লক্ষণ অনুসারে অসংস্কৃত বলা যায় তেমন অন্য দৃষ্টিতে অসংস্কৃত বলা যায় না।[২]

'পুদ্গল সংস্কৃত ও অসংস্কৃতও নহে" বলিয়া ইহা বলা যায় না যে সংস্কৃত অন্য, অসংস্কৃত অন্য, পুদ্গল অন্য।" রূপাদি ও স্কন্ধ সংস্কৃত, নির্বাণ অসংস্কৃত এবং পুদ্গল সংস্কৃতও নহে, অসংস্কৃতও নহে। তাহা বলিয়া সেই হেতুতে ইহা বলা যায় না যে, রূপাদি ও স্কন্ধ অন্য, নির্বাণ অন্য এবং পুদ্গল অন্য।[৩]

আচার্য বসুমিত্র বলিয়াছেন, পুদ্গলবাদীগণের পুদ্গল স্কন্ধ হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। আচার্য বসুবন্ধু ঐ বিষয়ে কাষ্ঠ ও অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন অগ্নি কাষ্ঠ হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, তেমন পুদ্গল স্কন্ধ হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। যতক্ষণ কাষ্ঠ থাকে ততক্ষণই অগ্নি থাকে। সেই প্রকার যতক্ষণ স্কন্ধ থাকে, ততক্ষণই পুদ্গল থাকে। অন্যথা পুদ্গল হয়ত অসংস্কৃত ও শাশ্বত হইবে, অথবা সংস্কৃত ও অশাশ্বত হইবে। অগ্নির দাহ ও প্রকাশ শক্তি আছে, কাষ্ঠের নাই। সুতরাং অগ্নি কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন।[৪] এই দৃষ্টান্ত আচার্য নাগার্জুন (প্রথম)ও দিয়াছেন.

> 'ইংধনং পুনরগ্নির্ন নাগ্নিরন্যত্র চেংধনাত্।
> নাগ্নিরিংধনবান্নাগ্নাবিংধনানি ন তেষু সঃ॥
> অগ্নীংধনাভ্যাং ব্যাখ্যাত আত্মোপাদানয়োঃ ক্রমঃ।[৫]

১। কথাবত্থু, ১।১।২২৫ ২। ঐ, ১।১।২২৭
৩। ঐ, ১।১।২২৬ ৪। N Dutt, *Early Mon Bud*, II, pp 178-9
৫। মাধ্যমিক-কারিকা, ১০।১৪-১৫ ১

"সকংধতঃ স্পষ্টমন্যত্বং প্রতিজ্ঞায়তে বাতসীপুত্রীয়ৈঃ"[১]

আচার্য ভাব্য লিখিয়াছেন, হৈমবতশাখার এক মুখ্য সিদ্ধাংত এই যে,—পুদ্গল সকংধসমূহ হইতে ভিন্ন, কারণ, নির্বাণে, যখন স্কংধসমূহ নিরুদ্ধ হয়, পুদ্গল থাকে।[২] হৈমবতগণ সংবংধে পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। উহাদের আধারে শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত অনুমান করেন যে হৈমবতগণ হয়ত সর্বাস্তিবাদিগণ কিংবা স্থবিরবাদীগণের মধ্য হইতে নির্গত হয়, পরংতু দার্শনিক সিদধাংতে সর্বাস্তিবাদীগণের অপেক্ষা মহাসাংঘিকগণেরই সমধিক অনুযায়ী হয়।[৩]

অনাত্মবাদ ও কর্মবাদ

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধ কর্মবাদ মানিতেন। অর্থাত্ তিনি মানিতেন যে জীবকে আপন কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, ভোগ ব্যতীত কর্ম কখনও নাশ হয় না, ভাল কিংবা মংদ কর্ম অনুসারেই জীব দেহাংতে স্বর্গে কিংবা নরকে গমন করে, এবং সুখ কিংবা দুঃখ পায়।[৪] তাহাতে এই বুঝা যায় যে তিনি মানিতেন যে যে কর্ম করে সেই ফল ভোগ করে। তিনি স্পষ্টতও তাহা কখন কখন বলিয়াছেন। যথা, তিনি একদা বলিয়াছেন যে যাহারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক "সুচরিত সমন্বাগত, আর্যগণের অনুপবাদক, সম্যক্দৃষ্টিক এবং সম্যক্দৃষটিক-কর্ম-সমাদানী" তাহারা কায়ের ভেদে, মরণের পরে সুগতি স্বর্গলোকে উত্পন্ন হয়, অথবা মনুষ্যদিগের মধ্যে উত্পন্ন হয়, আর যাহারা কায়িক বাচিক ও মানসিক "দুশ্চরিত সমন্বাগত, আর্যগণের উপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টিক, এবং মিথ্যাদৃষ্টিক-কর্ম-সমাদানী" তাহারা কায়ের ভেদে, মরণের পরে প্রেতলোকে উত্পন্ন হয়, অথবা তির্যকযোনিতে উত্পন্ন হয়, অথবা "অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে" উত্পন্ন হয়। অন্যসময়ে বুদ্ধ বলেন,

"চোর যদি সিঁদের মুখে ধৃত হয়, সেই পাপধর্মী স্বকর্মের জন্য ('সকম্মুনা')

১। N Dutt, *Early Mon Bud*, II, p 179, পাদটীকা ২ (পরে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। Rockhill, *Life of Buddha*, p 190

৩। N Dutt, *Early Mon Bud* II, pp 169-170

৪। পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

যেমন শাস্তি পায়, মানবগণও তেমনি। যাহারা পাপধর্মী তাহারা মৃত্যুর পরে স্বকর্মের জন্য ('সকম্মুনা') শাস্তি ভোগ করে।'[১]

নরকে গত এক পাপী পুরুষকে, নরকযন্ত্রণা প্রদানের পূর্বে, যমরাজ বলেন,

এই পাপকর্ম নিশ্চয় তোমার মাতার দ্বারা কৃত নহে, পিতার দ্বারা কৃত নহে, ভ্রাতার দ্বারা কৃত নহে, ভগিনী দ্বারা কৃত নহে, মিত্রামাত্য দ্বারা কৃত নহে জ্ঞাতিস্বজন দ্বারা কৃত নহে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃত নহে, দেবতা দ্বারা কৃত নহে। এই পাপ কর্ম তোমারই দ্বারা কৃত, তুমিই ইহার ফল ভোগ করিবে।'[২]

'অত্তনা ব কতং পাপং অত্তনা সংকিলিস্সতি।
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনা ব বিসুজ্ঝতি।
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাঞ্ঞো অঞ্ঞং বিসোধয়ে॥'[৩]

'নিজের দ্বারা কৃত পাপ নিজেকে সংক্লেশ প্রদান করে, নিজের দ্বারা অকৃত পাপ নিজেকে বিশুদ্ধ করে। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি প্রত্যেকের নিজের নিজেরই। অন্য অন্যকে বিশুদ্ধ করে না।'

তাঁহার দ্বিতীয় বিস্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেন, "আমি অমানুষ, বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু দ্বারা ভাল ও মন্দ, সুবর্ণ ও দুর্বর্ণ, সুগতিবান ও দুর্গতিবান প্রাণীদিগকে মরিতে ও উৎপত্তি হইতে দেখিতে লাগিলাম, কর্মানুসারে

১। মজ্ঝিমনি., রট্ঠপালসুত্ত, [২ খং, ৭৪ পৃ]।

২। মজ্ঝিমনি., দেবদূতসুত্ত (১৩০) [৩ খং, ১৭৯ পৃ]। আরও দ্রষ্টব্য—অঙ্গুত্তরনি., (৩।৩৫) [১ খং, ১৩৮-১৪০ পৃ]

"নত্থি লোকে রহো নাম পাপকম্মং পকুব্বতো।
অত্তা তে পুরিস জানাতি সচ্চং বা যদি বা মুসা।
কল্যাণং বত ভো সক্খি অত্তানং অতিমঞ্ঞসি।
যো সন্তং অত্তনি পাপং অত্তানং পরিগূহসি।"
—(অঙ্গুত্তরনি., (৩।৪০।৪) [১ খং, ১৪৯ পৃ])

৩। ধম্মপদ, ১৬৫ (অত্তবগ্গ (১২।৯)), কথাবত্থুতে (১৬।১।৩, ১৬।১।৪) ধৃত ভগবদ্ বচন ("বুত্তং ভগবতা")। আরও দ্রষ্টব্য—

"অত্তনাব কতং পাপং অত্তজং অত্তসম্ভবং।
অভিমত্থতি দুম্মেধং বজিরং ব ম্হময়ং মণিং।"
—(ধম্মপদ, ১৬১ (১২।৫))

গতি প্রাপ্ত হইতে প্রাণীগণকে চিনিতে লাগিলাম।" ইত্যাদি।[১] তাহাতেও স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে কর্ম করে, সেই ফল ভোগ করে।

'কথাবত্থু' আছে, ইহা বলা উচিত্ নহে যে "অন্য অন্যের কারক, সুখ ও দুঃখ পর-কৃত, অন্যে করে, অন্যে প্রতিসংবেদন করে।" ঐ সংপর্কে "অত্তনা ব কতং পাপং" ইত্যাদি ভগবদ্বচনের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে আবার ইহাও দেখা যায় যে বুদ্ধ কখন কখন ঐ মতকে অস্বীকার করিতেন। কর্মবাদ অনুসারে, কর্ম ফল অবশ্যই প্রসব করিবে,—ফল প্রসব ব্যতীত কর্মের ক্ষয় কখনও হয় না। ঐ ফল কর্তা ভোগ করে না মানিলে, মানিতে হইবে যে অন্যে করে। পরন্তু বুদ্ধ তখন তাহাও অস্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন যে,—"যে কর্ম করে, উহার ফল সেই ভোগ করে', 'যে কর্ম করে উহার ফল সে ভোগ করে না, অন্যে করে'—এই দুই মতের কোনটিতে উপগমন না করিয়া তিনি মধ্যে থাকিয়া ধর্মোপদেশ করেন; যথা, কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

"ভো গৌতম। যে (কর্ম) করে, সেই (উহার ফল) প্রতিসংবেদন করে কি?" বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে ব্রাহ্মণ। যে (কর্ম) করে, সেই (উহার ফল) প্রতিসংবেদন করে', —ইহা এক অংত। তখন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন,

"হে গৌতম। একে (কর্ম) করে, অন্যে (উহার ফল) প্রতিসংবেদন করে কি?" বুদ্ধ উত্তর করেন,

"হে ব্রাহ্মণ। একে (কর্ম) করে, অন্যে (উহার ফল) প্রতিসংবেদন করে, —ইহা দ্বিতীয় অংত'। অনংতর তিনি বলেন,

"হে ব্রাহ্মণ। এই দুই অংতে উপগমন না করিয়া তথাগত মধ্যেই ধর্ম উপদেশ করেন।—অবিদ্যাপ্রত্যয় সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় বিজ্ঞান", ইত্যাদি।[২]

পরিব্রাজক অচেল-কাশ্যপ বুদ্ধকে পর পর জিজ্ঞাসা করেন,

(১) হে গৌতম। দুঃখ কি স্বকৃত?"

(২) "হে গৌতম। দুঃখ কি পরকৃত?"

১। পূর্বে পৃষ্ঠা

২। সংযুত্তনি, নিদানসংযুত্ত, গহপতিবগ্গ (১২।৫৬।২-৫) [২ খং, ৭৫-৬ পৃ]।

(৩) "হে গৌতম! দুঃখ কি স্বকৃত এবং পরকৃত উভয়ই?"

(৪) "হে গৌতম! দুঃখ কি স্বকৃতও নহে, পরকৃতও নহে?"

বুদ্ধ প্রত্যেক বারেই উত্তর দেন, 'না কাশ্যপ! এই প্রকার নহে।" তখন কাশ্যপ জিজ্ঞাসা করেন,

"ভো গৌতম! দুঃখ কি নাই?"

বুদ্ধ উত্তর করেন,

হে কাশ্যপ! 'দুঃখ নাই'—ইহা নহে। হে কাশ্যপ! দুঃখ (নিশ্চয়ই) আছে।" কাশ্যপ বলেন,

"সুতরাং আপনি গৌতম দুঃখকে জানেন না, দেখেন না।"

বুদ্ধ বলেন,

"হে কাশ্যপ! আমি যে দুঃখকে জানি না, দেখি না, তাহা নহে। হে কাশ্যপ! আমি দুঃখকে জানি। হে কাশ্যপ! আমি দুঃখকে দেখি।"

তখন কাশ্যপ বলেন, 'আপনি যদি দুঃখকে জানেন, দেখেন, তবে আমার নিকট উহা ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন।' তাহাতে বুদ্ধ বলেন,

"হে কাশ্যপ! 'যে (কর্ম) করে, সেই (উহার ফল) প্রতিসংবেদন করে' —ইহা (=এইমত) আদিত (প্রচলিত) আছে। (পরন্তু) 'দুঃখ স্বকৃত',— ইহা মানিলে, উহা (=স্ব আত্মা) শাশ্বত হইয়া পড়িবে।

"হে কাশ্যপ! 'একে কর্ম করে, অন্যে (উহার ফল) প্রতিসংবেদন করে', ইহা বেদনাভিভূতের হয়। (পরন্তু) 'দুঃখ পরকৃত'—ইহা মানিলে, উহা (=স্ব, আত্মা) উচ্ছেদ (প্রাপ্ত) হইয়া পড়িবে।

"হে কাশ্যপ! ঐ দুই অংতে উপগমন না করিয়া, তথাগত মধ্যেই ধর্ম উপদেশ করেন।"[১]

পরিব্রাজক তিংবরুক বুদ্ধকে প্রায় সেই প্রকার প্রশ্ন করেন,—

(১) "হে গৌতম! সুখ-দুঃখ কি স্বকৃত?"

(২) "হে গৌতম! সুখ-দুঃখ কি পরকৃত?"

(৩) "হে গৌতম! সুখ-দুঃখ কি স্বকৃত এবং পরকৃত উভয়ই?"

(৪) "হে গৌতম! সুখ-দুঃখ কি স্বকৃতও নহে, পরকৃতও নহে?"

১। সংযুত্তনি, নিদানসংযুত্ত, আহারবগ্গ (১২।১৭।৮-১০) [২২২, ১৯-২১ পৃ] (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তাঁহারও সহিত বুদ্ধের সেই প্রকার প্রশ্ন—প্রতিবচন হইতে থাকে, যেমন পরিব্রাজক অচেল কাশ্যপের সহিত হইয়াছিল। উপসংহারে বুদ্ধ তিংবরুককে বলেন, "সুখ-দুঃখ স্বকৃত—এই প্রকার আমি বলি না", "সুখ-দুঃখ পরকৃত,—এই-প্রকারও আমি বলি না", "হে তিংবরুক! এই দুই অংতে গমন না করিয়া তথাগত মধ্যেই ধর্ম উপদেশ করেন।"[১] 'যে কর্ম করে উহার ফল, সেই ভোগ করে',—ইহা মানিলে স্থির আত্মার সদ্ভাব অনিবার্যত স্বীকৃত হইয়া পড়ে। বুদ্ধ নিজে তাহা বুঝিতেন এবং স্পষ্ট বাক্যে স্বীকারও করিয়াছেন, "'দুঃখ স্ব কৃত'—ইহা মানিলে, উহা (=স্ব, আত্মা) শাশ্বত হইয়া পড়িবে।" বুদ্ধের মনে কখন কখন এই আশংকা হইত বোধ হয় যে আত্মাকে শাশ্বত মানিলে, তিনি যাহাকে 'শাশ্বত-দৃষ্টি' বলেন[২] তাহাও স্বীকৃত হইবে, অথবা তাহার অনুযায়ীগণ পরে পরে তাহা মনে করিবে। ঐ আশংকা মনে উদয় হইলেই বুদ্ধ ইহা মানিতে অস্বীকার করিতেন যে 'কর্মের ফল কর্তাই ভোগ করে'। 'কর্মের কর্তা এক, ফলভোক্তা অন্য'—ইহা মানিলে, যেমন বুদ্ধ বলিয়াছেন, আত্মার উচ্ছেদ হয়, তিনি যাহাকে উচ্ছেদ-দৃষ্টি বলেন, তাহা হয়, মানিতে হয়, উচ্ছেদ-দৃষ্টি মানিলে কর্মবাদ থাকিতে পারে না।[৩] তাই বুদ্ধ ইহাও মানিতে অস্বীকার করিতেন যে "কর্মের ফল কর্তা ভোগ করে না, অন্যে করে।"

'কথাবত্থু'তে দেখা যায়, পুদ্গলবাদী এবং অনাত্মবাদী উভয়বিধ বৌদ্ধগণ মানেন যে

(১) পুণ্য-পাপকর্ম উপলব্ধ হয়,

(২) কর্মের বিপাক উপলব্ধ হয়,[৪]

১। সংযুত্তনি, নিদানসংযুত্ত, আহারবগ্গ, (১২।১৮।২-১৪) [২ খং, ২২-৩ পৃ (পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩। 'মহাভারতে' আছে,

"অথাপি চ সহোত্পত্তিঃ সত্ত্বস্য প্রলয়স্তথা।
নষ্টে শরীরে নষ্ট স্যাদ্ বৃথা চ স্যাত্ ক্রিয়াপথঃ॥

—(মহাভা, ১২।১৩।৭ (সহদেব))

৪। ইহা বলা উচিত যে সর্ব কর্মের বিপাক আছে কিনা, তত্সংবংধে পরবর্তী বৌদ্ধ-গণের মধ্যে মতভেদ ছিল। কেহ কেহ মনে করিতেন যে "ইহা বলা যায় না 'সর্ব কর্মই সবিপাক'" আর অপরে মনে করিতেন "সর্ব কর্মই সবিপাক"। (কথাবত্থু, ১২।২) তাঁহারা স্বমতের সমর্থনে বুদ্ধের এই বচন উদ্ধৃত করেন,

"হে ভিক্ষুগণ। আমি কৃত এবং উপচিত সংচেতনিক কর্মসমূহের (বিপাক) প্রতি-

এবং (৩) দিব্য ও মানুষ সুখ, তথা আপায়িক ও নৈরয়িক দুঃখ, উপলব্ধ হয়। পুদ্গলবাদীগণ আরও মানেন যে

(১'১) কর্মসমূহের কর্তা ও কারয়িতা উপলব্ধ হয় ;

(২ ১) বিপাক প্রতিসংবেদী উপলব্ধ হয় ;

এবং (৩ ১) দিব্য ও মানুষ সুখের প্রতিসংবেদী, তথা আপায়িক ও নৈরয়িক দুঃখের প্রতিসংবেদী উপলব্ধ হয়।

পরংতু অনাত্মবাদীগণ তাহা মানেন না, উঁহারা মনে করেন যে তাহা বলা যায় না।[১] অনাত্মবাদীগণের মতে

(১) কর্ম আছে, কিংতু কর্মকারক আছে বলা যায় না।[২]

(২) বিপাক আছে, কিংতু বিপাক-প্রতিসংবেদী আছে বলা যায় না।[৩]

আর পুদ্গলবাদীগণের মতে,

(১) কর্ম আছে, কর্মকারকও আছে।[৪]

(২) বিপাক আছে, বিপাক প্রতিসংবেদীও আছে।[৫]

পুদ্গলবাদীগণ মনে করেন যে, ইহা বলা যায় না যে

(১) কল্যাণ-পাপক কর্মসমূহ অন্য, উহাদের কর্তা কারয়িতা অন্য।[৬]

(২) কল্যাণ-পাপক কর্মসমূহের বিপাক অন্য, উহাদের বিপাক-প্রতিসংবেদী অন্য।[৭]

(৩) দিব্যসুখ অন্য, উহার প্রতিসংবেদী অন্য।[৮]

(৪) মানুষসুখ অন্য, উহার প্রতিসংবেদী অন্য।[৯]

(৫) আপায়িক দুঃখ অন্য, উহার প্রতিসংবেদী অন্য।[১০]

(৬) নৈরয়িক দুঃখ অন্য, উহার প্রতিসংবেদী অন্য।[১১]

সংবেদন না করিয়া ব্যংতিভাব বলি না। তাহা ইহজীবনেই ('দিট্ঠই এব ধম্মে') কিংবা অপর পর্যায়ে উত্পন্ন হইবেই।"

তাহারা বলেন, যেহেতু "এই সূত্তংত আছেই", তাহা তোমরাও স্বীকার কর, "সেই হেতুই সর্ব কর্ম সবিপাক।" (ঐ, ১২।২।৩)

১। কথাবত্থু, ১।১।২০০-১১ ২। ঐ, ১।১।২১৩ ৩। ঐ, ১।১।২১২
৪। কথাবত্থু, ১।১।২১৪ ৫। ঐ, ১।১।২১৬ ৬। ঐ, ১।১।২০১
৭। কথাবত্থু, ১।১।২০৩ ৮। ঐ, ১।১।২০৫ ৯। ঐ, ১।১।২০৭
১০। কথাবত্থু, ১।১।২০৯ ১১। ঐ, ১।১।২১১

অথবা, "কর্ম অন্য, কর্ম-কারক অন্য," [১] "বিপাক অন্য, বিপাক-প্রতিসংবেদী অন্য।" [২]

অনাত্মবাদী পুদ্গলবাদীকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যে কর্মের কর্তা এবং উহার বিপাকের প্রতিসংবেদী আছে বলিয়া মানেন, তাহারা কি অভিন্ন না ভিন্ন ভিন্ন। বৌদ্ধশাস্ত্রের সাধারণ শৈলী অনুসারে, অনাত্মবাদী পর পর প্রশ্ন করেন,

(১) "সে করে, সে প্রতিসংবেদন করে কি?"

(২) "অন্যে করে, অন্যে প্রতিসংবেদন করে কি?"

(৩) "সেও করে, অন্যেও করে; সেও, অন্যেও প্রতিসংবেদন করে কি?"

(৪) "ন সে করে, ন সে প্রতিসংবেদন করে; ন অন্যে করে; ন অন্যে প্রতিসংবেদন করে কি?"

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে পুদ্গলবাদী প্রথমে বলেন, "না, এই প্রকার বলা যায় না;" পরে আবার বলেন, 'হাঁ'। 'হাঁ' বলিলে অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিলে, ইহা নিশ্চয় আনুষংগিক হয় যে সুখ-দুঃখ স্ব-কৃত, কিংবা পর-কৃত ইত্যাদি। তাই অনাত্মবাদী তখন এই চারি প্রশ্ন যথাক্রমে করেন,

(১·১) "তবে সুখ-দুঃখ কি স্বয়ং-কৃত?"

(২·১) "তবে সুখ-দুঃখ কি পর-কৃত?"

(৩·১) "তবে সুখ-দুঃখ কি স্বয়ং-কৃত ও পর-কৃতও?"

(৪·১) "তবে সুখ-দুঃখ কি অস্বয়ংকর, অপরংকর, অধীতসমুৎপন্ন?"

ইহাদের কোনটা বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না; ঐ প্রকার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্টত না বলিতেন, তাহা এইমাত্র পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই পুদ্গলবাদী এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের উত্তরে বলেন, "না; এই প্রকার বলা যায় না।" [৩]

যাহা হউক, পুদ্গলবাদী এইরূপে বলিয়াছেন যে কর্মের কারক এবং উহার

১। ঐ, ১।১।২১৪ ২। ঐ, ১।১।২১৬

৩। 'কথাবত্থু', ১।১।২১২, আরও দ্রষ্টব্য।

"অন্যে অন্যের কারক; সুখ ও দুঃখ পর-কৃত; অন্যে করে, অন্যে প্রতিসংবেদন করে. —ইহা কি?।

"না; এই প্রকার বলা যায় না।"—(ঐ, ১৬।১।২; ১৬।২।২)।

বিপাকের প্রতি সংবেদক অভিন্নও নহে, ভিন্ন ভিন্নও নহে, অভিন্ন এবং ভিন্ন—উভয় নহে ; ন অভিন্ন এবং ন ভিন্ন ভিন্ন—এমনও নহে। পরন্তু অনাত্মবাদীর প্রথম প্রশ্ন-চতুষ্টয়ের তাঁহার 'না' এবং 'হাঁ'—এই পরস্পর বিরোধী উত্তরের, তথা উহাদের 'হাঁ' উত্তরের সহিত দ্বিতীয় প্রশ্ন-চতুষ্টয়ের 'না' উত্তরের, সমন্বয় কি প্রকারে হয়, তাহা অনাত্মবাদীও জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং তিনিও ব্যাকৃত করেন নাই।

'কথাবত্থু'তে দেখা যায়, কেহ কেহ বোধ হয় মানিতেন যে নিজের কর্মের ফল নিজেকেই ভোগ করিতে হয়। উঁহারা স্বমতের সমর্থনে বুদ্ধের এই বচনের প্রমাণ দিতেন,—"নিজের দ্বারা কৃত পাপ নিজেকে সংক্লেশ প্রদান করে।" ইত্যাদি।[১]

'দিব্যাবদানে' বিবৃত আছে যে সম্রাট অশোক যখন তাঁহার পুত্র কুণালকে জিজ্ঞাসা করেন, উঁহার নয়নদ্বয় কে উত্পাটিত করিয়াছে, উঁহাকে কে অন্ধ করিয়াছে? তখন কুণাল উত্তর করেন,

"স্বয়ংকৃতানামিহ কর্মণাং ফলং
কথং তু বক্ষ্যামি পরৈরিদং কৃতম্ ॥"[২]

'(ইহা) ইহসংসারে স্বয়ংকৃত কর্মসমূহেরই ফল, আমি কি প্রকারে বলিব যে ইহা অপরের দ্বারা কৃত?' ভিক্ষুগণ স্থবির উপগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করেন,

"কুণাল কর্তৃক (এমন) কোন কর্ম কৃত হইয়াছে যেই কর্মের বিপাকে (তাঁহার) নয়নদ্বয় উত্পাটিত হইয়াছে?"[৩]

উপগুপ্ত বলেন, বহুকাল পূর্বে বারাণসীতে এক লুব্ধক ছিল, সে হিমালয় পর্বতে গিয়া বহু মৃগ মারিত। এক সময়ে হিমালয়ে যাওয়ার পর, তথায় অশনিপাত হয়। লুব্ধক এক গুহায় আশ্রয় নেয়। বহু মৃগও ঐ সময়ে ঐ গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। লুব্ধক বাগুরা দ্বারা সকলকে ধরিয়া ফেলে এবং যাহাতে উহারা পলাইতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে বহু শত মৃগের নয়ন উত্পাটিত করে। "যে ঐ লুব্ধক সেই এই কুণাল। সে তাহার ঐ ক্রূর কর্মের জন্য বহু শতসহস্র বত্সর নরকে দুঃখ ভোগ করে; "তাহার পর, কর্মাবশেষ

১। ঐ, ১৬।১।৩ ; ১৬।২।৩ (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
২। দিব্যাবদান, কুনালাবদান (২৭) [৪১৩ পৃ]।

ভোগ করিতে হয়? বুদ্ধের জনৈক শিষ্যের মনে ঐ প্রশ্ন কোন সময়ে বস্তুতই জাগিয়াছিল। উহা অতি যুক্তি যুক্ত হইলেও বুদ্ধ উহার কোন প্রকার সমাধান না করিয়া ঐ ভিক্ষুকে উহার আলোচনার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং তাহার মনকে অন্য বিষয়ে চালিত করেন।[১]

পরবর্তীকালে অনাত্মবাদী আচার্য নাগসেন বলেন, এই নাম-রূপ দ্বারা যে সকল কর্ম, কুশল কিংবা অকুশল, কৃত হয়, সেই সকল উহাতে অনুবংধ হয়, "ছায়ার ন্যায় অনপায়িনী;"[২] পরংতু সেই সকল কর্মকে, এখানে কিংবা ঐখানে স্থিত থাকে বলিয়া, দর্শন করাইতে পারা যায় না। যেমন অনির্বর্তফল বৃক্ষসমূহের ফলসমূহকে, এখানে কিংবা ঐখানে আছে বলিয়া, দর্শন করাইতে পারা যায় না, "সেই প্রকারই হে মহারাজ। অব্যুচ্ছিন্ন সংততি বশতঃ সেই সকল কর্মকে দর্শন করাইতে পারি না,—এখানে কিংবা ঐখানে সেই সকল কর্ম থাকে বলিয়া।"[৩]

"ভংতে নাগসেন। যাহাকে তুমি 'নামরূপ' বলিতেছ, তাহাতে নাম কি? রূপ কি?

"তাহাতে হে মহারাজ। যাহা স্থূল তাহা 'রূপ', আর তাহাতে যে চিত্তচৈতনিক ধর্মসমূহ ঐ সকল 'নাম'।[৪]

"ইমিনা পন মহারাজ নামরূপেন কম্মং করোতি সোভনং বা পাপকং বা তেন কম্মেন অক্ক্এং নামরূপং পটিসংহতীতি।'[৫]

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। নাগসেন এইখানে বুদ্ধের এই বচনকে লক্ষ্য করিয়াছেন বোধ হয়,—

"অংতক কর্তৃক আক্রাংত হইয়া মানুষ যখন জীবন পরিত্যাগ করে, তখন কি তাহার আপনার হয় ('সকং হোতি')? সে কি লইয়া গমন করে? অনপায়িনী ছায়ার ন্যায় কি তাহার অনুগমন করে?

"মর্ত্য এই পৃথিবীতে পাপ এবং পুণ্য যাহা কিছু করে, উভয়ই তাহার আপনার হয়। তাহাই লইয়া সে গমন করে। তাহাই অনপায়িনী ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগমন করে।"

—(সংযুত্তনি, [১ সং, ৭২ ও ৯৩ পৃ])

৩। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ৭২পৃ]

৪। ঐ, [৪৯ পৃ], বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"যং কিংচি ভিক্খবে রূপং চত্তারি মহাভূতানি চতুন্নং চ মহাভূতানং উপাদায় রূপং তি"।

—(কংাদত্থুত্ত (১৪।৪।৩) ক্ত)

৫। মিলিংদপ্রশ্ন; [৪৬ পৃ]

ছিলাম না। আমি নিশ্চয় এখন মহানও নহি। এই শরীরকে আশ্রয় করিয়াই সেইসকল (অবস্থা) এক-সংগৃহীত হইয়াছে।"[১]

নাগসেন দৃষ্টাংত দিয়া বুঝান। এক ব্যক্তি এক প্রদীপ প্রজ্বলিত করে এবং সারা রাত্রি উহা জ্বলে। উহার অর্চি যাহা পূর্ব যামে ছিল, তাহা মধ্য যামে ছিল না, যাহা মধ্য যামে ছিল তাহা শেষ যামে ছিল না। পরংতু তিনিই যামের প্রদীপ ভিন্ন ভিন্ন নহে। একই প্রদীপকে আশ্রয় করিয়াই অর্চিসমূহ সারা রাত্রি থাকে।

"এবমেব খো মহারাজ ধম্মসংততি সংদহতি, অঞ্ঞো উপ্পজ্জতি অঞ্ঞো নিরুজ্জতি, অপূববং অচরিমং বিয় সংদহতি, তেন ন চ সো ন চ অঞ্ঞো পচ্ছিমবিঞ্ঞাণসংগহং গচ্ছতীতি।"

'সেই প্রকারই হে মহারাজ। ধর্মসংততি স্যংদান করে, অন্য উৎপন্ন হয়, অন্য নিরুদ্ধ হয়; অপূর্ব ও অচরমের ন্যায় স্যংদন করে। সেইহেতু সেও নহে, অন্যও নহে বলিয়া পশ্চিম-বিজ্ঞান-সংগ্রহ প্রাপ্ত হয়।' ঐ বিষয়ে অপর দৃষ্টাংত দুধ এবং উহার বিকার। দুধ কালাংতরে দধিতে পরিবর্তিত হয়, দধি হইতে নবনীত হয়; এবং নবনীত হইতে ঘৃত হয়। ইহা বলা ঠিক হইবে না যে যাহাই দুধ, তাহাই দধি, তাহাই নবনীত; এবং তাহাই ঘৃত। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে দুধকে আশ্রয় করিয়াই দধি প্রভৃতি সংভূত হইয়াছে। "এই প্রকারই হে মহারাজ। ধর্মসংততি প্রাপ্ত হয়।"[২]

এক অবস্থায় কৃত কোন কর্মের ফল যদি অপর এক অবস্থায় লাভ হয়, যেহেতু এই শেষের অবস্থা উপরের যুক্তি অনুসারে, পূর্বের অবস্থাও নহে এবং উহা হইতে ভিন্নও নহে, সেইহেতু ইহা বলা যায় না যে, যে কর্ম করিয়াছে সেই ফল ভোগ করিয়াছে, কিংবা যে কর্ম করিয়াছে সে ফল ভোগ করে নাই, অন্যে করিয়াছে। অন্য দৃষ্টিতে বলা যায়, ঐ

১। আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন,

"তেন তেন অবত্থাভেদেন পন অসুসা অয়ং ভেদো.—একস্সা পি সতো সত্তস্স কুমার-যুবা-থের-সেনাপতি-রাজাদিবসেন ভেদো বিয়···"

—(বিসুদ্ধিমগ্গ, ৪ পরি, ১৬১ পৃ)

২। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ৪০-১ পৃ]।

অবস্থান্তরে যাহার সেই কর্ম করিয়াছে, সেই ফল ভোগ করিয়াছে। একটি কারিকায় আছে,

> 'যস্মিন্নেব হি সন্তানে আহিতা কর্মবাসনা।
> ফলং তত্রৈব সংধত্তে কার্পাসে রক্ততা যথা।।'[১]

'যেই সংতানে কর্মবাসনা আহিত, ফল উহাতেই গমন করে, যেমন কার্পাসে রক্ততা।'

নাগসেনের আর একটা দৃষ্টান্ত এই,—এক ব্যক্তি প্রদীপ জ্বালাইয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া ভাত খাইতেছিল। ঐ প্রদীপে লাগিয়া কতিপয় তৃণ জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহাতে সারা ঘরে আগুন লাগিল। ঐ ঘরের আগুনে উহার পার্শ্ববর্তী ঘরসমূহেও আগুন লাগিল। ক্রমে সারা গ্রাম আগুনে জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া গেল। তখন গ্রামবাসী জনগণ ঐ ব্যক্তিকে এই দোষ দিতে লাগিল যে সে সারা গ্রামকে আগুনে জ্বালাইয়াছে; আর সে বলিতে লাগিল যে সে গ্রামকে জ্বালায় নাই; কেননা, যে আগুন গ্রামকে জ্বালাইয়াছে, উহা তাহার প্রদীপের অগ্নি হইতে ভিন্ন। তাহার কথা, এক প্রকারে সত্য হইলেও, যেহেতু গ্রামদাহক অগ্নি তাহার প্রদীপের অগ্নি হইতে উৎপন্ন, সেইহেতু গ্রামবাসীদের কথাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।[২]

বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন, যে বুঝিতে পারে যে নামরূপের প্রবৃত্তি প্রত্যয়বতই হয়,—যেমন বর্তমানে প্রত্যয়বশ প্রবৃত্তি হইতেছে, তেমন অতীতেও প্রত্যয়বশ হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যয়বশ হইবে, তাহার পূর্বান্ত বিষয়ে পঞ্চবিধ বিচিকিৎসা, অপরান্ত বিষয়ে পঞ্চবিধ বিচিকিৎসা, এবং প্রত্যুৎপন্ন বিষয়ে ষড়্বিধা বিচিকিৎসা[৩] সমস্ত প্রহীণ হয়।[৪]

"..... (সে) এক কর্মবর্ত-বিপাকবর্তবশেই নাম রূপের প্রত্যয় পরিগ্রহ করে। সে এইপ্রকারে কর্মবর্ত-বিপাকবর্তবশে প্রত্যয়বশ নামরূপের প্রবৃত্তি দেখিয়া, যেমন ইহা এখন, তেমন অতীতকালেও কর্মবর্ত-বিপাকবর্তবশে

১। 'স্যাদ্বাদমঞ্জরীতে ধৃত (৫৫০ পৃ) 'হি সন্তানে' স্থলে 'তু বিজ্ঞানে' এবং 'সংধত্তে' স্থলে 'সন্তানে' পাঠান্তরে এই বচন 'বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা' (৯।৭২ (১৫০১ প)) ধৃত হইয়াছে।

২। মিলিন্দপ্রশ্ন [৪৮ পৃ]   ৩। পূর্বে দ্রষ্টব্য

৪। বিসুদ্ধিমগ্গ- ১৯ পরি [৫৯৯, ৬০০ পৃ]।

প্রত্যয়ত প্রবর্তিত হইবে (বলিয়া দেখে)। ইহাই কর্ম ও কর্মবিপাক, কর্মবর্ত ও বিপাকবর্ত, কর্মপ্রবৃত্তি ও বিপাকপ্রবৃত্তি, কর্মসংততি ও বিপাক সংততি, ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল।

'কম্মা বিপাকা বত্তংতি বিপাকো কম্মসংভবো।
কম্মা পুনব্ভবো হোতি এবং লোকো পবত্ততী তি॥'

'কর্মসমূহ এবং বিপাকসমূহ আছে ; বিপাক কর্মসংভব , কর্ম হইতে পুনর্ভব হয় ; এই প্রকারেই লোক প্রবর্তিত হইতেছে, বলিয়া সমনুদর্শন করে। এইপ্রকার সমনুদর্শনকারী তাহার পূর্বাংতাদি আরংভ করিয়া, 'আমি কি ছিলাম' ইত্যাদি নয় দ্বারা যে ষোড়শবিধ বিচিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই প্রহীন হয়। সর্ব-ভব-যোনি-গতি-স্থিতি-নিবাসসমূহে হেতু-ফল-সংবংধবশে প্রবৃত্তমান নামরূপ মাত্রই খ্যাত হইতেছে। সে নিশ্চয়ই কারণের ঊর্ধ্বে কারককে দেখে না, বিপাক-প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে বিপাক-প্রতি-সংবেদককে (দেখে) না। আর কারণ থাকিলেই কারক বলিয়া, বিপাক-প্রবৃত্তি থাকিলেই (বিপাক-) প্রতিসংবেদক বলিয়া সমজ্ঞামাত্রেই পংডিতগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন,'—ইহাই তাহার সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট হয়। সেইকারণে পৌরাণগণ বলিয়াছেন,—

'কম্মস্স কারকো নত্থি বিপাকস্স চ বেদকো।
সুদ্ধধম্মা পবত্তংতি এবেতং সম্মদস্সনং॥
এবং কম্মে বিপাকে চ বত্তমানে সহেতুকে।
বীজরুক্খাদিকানং ব পুব্বা কোটি ন ঞায়তি॥
অনাগতে পি সংসারে অপ্পবত্তং ন দিস্সতি।
এবং অত্থং অনঞ্ঞায় তিত্থিয়া অসবং বশী॥
সত্তসঞ্ঞং গহেত্বা ন সস্সতুচ্ছেদদস্সিনো।
দ্বাসট্ঠি দিট্ঠিং গণ্হংতি অঞ্ঞমঞ্ঞবিরোধিতা॥
দিট্ঠিবংধনবংধা তে তণ্হাসোতেন বুয্হরে।
তণ্হাসোতেন বুয্হংতা ন তে দুক্খা পমুচ্চরে॥
এবং এতং অভিঞ্ঞায় ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো।
গংভীরং নিপুণং সুঞ্ঞং পচ্চয়ং পটিবিজ্ঝতি॥

> কম্মং নত্থি বিপাকম্হি পাকো কম্মে ন বিজ্জতি।
> অঞ্ঞমঞ্ঞং উভো সুঞ্ঞা, ন চ কম্মং বিনা ফলং॥
> যথা ন সুরিযে অগ্গি ন মণিম্হি ন গোমযে।
> ন তেসং বহি সো অত্থি সংভাবেহি চ জাযতে॥
> তথা ন অংতো কম্মস্স বিপাকো উপলব্ভতি।
> বহিদ্ধা পি ন কম্মস্স ন কম্মং তত্থ বিজ্জতি॥
> ফলেন সুঞ্ঞং তং কম্মং ফলং কম্মেন বিজ্জতি।
> কম্মং চ খো উপাদায ততো নিব্বত্ততে ফলং॥
> ন হেত্থ দেবো ব্রহ্মা বা সংসারস্স অত্থি কারকো।
> সুদ্ধধম্মা পবত্তংতি হেতুসংভার পচ্চযা তি॥'

কর্মের কারক এবং বিপাকের বেদক নাই; কেবল ধর্মসমূহই প্রবর্তিত হইতেছে—ইহাই সম্যক্ দর্শন। এইপ্রকারে কর্ম এবং বিপাক সহেতুক (অর্থাৎ পরস্পরের হেতু) রূপে বর্তমান থাকাতে, বীজবৃক্ষাদির ন্যায় পূর্ব কোটি জানা যায় না। অনাগত সংসারেও অপ্রবর্তন দেখা যায় না। এইপ্রকার অর্থকে জ্ঞাত না হইয়া অন্যবশী তির্থিকগণ সত্ত্ব-সংজ্ঞা গ্রহণ করতঃ শাশ্বতোচ্ছেদদর্শী হয়; দ্বাষট্টি দৃষ্টি গ্রহণ করে; এবং পরস্পরের বিরোধী হয়। দৃষ্টিবংধন দ্বারা বদ্ধ উহারা তৃষ্ণা-স্রোত দ্বারা বাহিত হয়। তৃষ্ণা স্রোত দ্বারা বাহিত হইতে থাকিয়া উহারা দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হয় না। এইপ্রকার ইহাকে অভিজ্ঞাত হইয়া বুদ্ধের শ্রাবক ভিক্ষু গংভী ও নিপুণ শূন্য প্রত্যযকে প্রতিবুদ্ধ হয়,—বিপাকে কর্ম নাই, বিপাক কর্মে নাই, উভয়েই অন্যোন্য শূন্য, আবার কর্ম বিনা ফল নাই। যেমন অগ্নি সূর্যে নাই, মণিতে নাই, গোময়েও নাই; তাহাদের বাহিরেও উহা নাই; তাহাদের সংভার হইতেই উহা উৎপন্ন হয়। সেইপ্রকার বিপাক কর্মের অভ্যংতরে উপলব্ধ হয় না, কর্মের বাহিরেও নহে, কর্মও তাহাতে (বিপাকে) বিদ্যমান নাই। ঐ কর্ম ফল দ্বারা শূন্য; (পরংতু) ফল কর্ম হেতুই বিদ্যমান হয়,—কর্মকে উপাদান করতঃ তাহা হইতে ফল নির্বর্তিত হয়। এখানে ব্রহ্মা কিংবা (অপর কোন) দেব (নামে) সংসারের কারক নাই। কেবল ধর্মসমূহই হেতু সংভার প্রত্যয প্রবর্তিত হইতেছে।"[১]

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৯ পরি (৬০২-৩ পৃ)

পুনর্জন্মবাদ

কর্মবাদের এক অপরিহার্য আনুষংগিক সিদ্ধাংত পুনর্জন্ম। সমস্ত কর্মের ফলভোগ এই জন্মেই শেষ হইয়া যাইবে তাহা মনে করা যায় না, তাই, মানিতে হয় যে, যে সকল কর্মের ফল ভোগ এই জন্মে হয় নাই, উহাদের ফল ভোগার্থ জীবকে দেহত্যাগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বুদ্ধ পুনর্জন্মবাদ মানিতেন। তিনি মানিতেন যে—পূর্ব পূর্ব জন্মের ভাল মন্দ কর্ম অনুসারেই জীব ইহসংসারে উচ্চ নীচাদি তথা মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি, নানা যোনিতে সুখী-দুঃখী প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এবং বর্তমান দেহ পাত হইলে জীব অভুক্ত-ফল কর্মসমূহ সংগে লইয়া গমন করিবে এবং স্বর্গে কিংবা নরকে উৎপন্ন হইয়া সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ করিবে; অথবা এই পৃথিবীতে উচ্চ-নীচাদি, তথা মনুষ্য পশুপক্ষ্যাদি, নানা যোনিতে, সুখ-দুঃখী প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে; স্বর্গ-নরক হইতেও অল্পাধিক কাল পরে, চ্যুত হইয়া পুনঃ এই পৃথিবীতে আসিয়া ঐ প্রকারে জন্মগ্রহণ করিবে।[১]

পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের প্রায় সমস্ত সংপ্রদায়ে এবং উপসংপ্রদায়ে এই পুনর্জন্মবাদ মান্য হইতে থাকে। কেবল আদিম মহীশাসকগণই মনে করিতেন যে, গর্ভে প্রবেশই মনুষ্যজীবনের প্রারংভ এবং মৃত্যু উহার অংত, সুতরাং ইহলোক হইতে পরলোকে গমনের কিংবা পুনঃ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করার কিছুই থাকে না।[২] পুনঃ প্রাসংগিক অনুসিদ্ধাংতসমূহের কোন কোনটি বিষয়ে পুনর্জন্মবাদীগণের মধ্যে স্বল্পাধিক মতভেদ উৎপন্ন হয়।

'কথাবত্থু'তে দেখা যায়, পুদ্গলবাদীগণ বলিতেন যে "পুদ্গল ইহলোক হইতে পরলোকে এবং পরলোক হইতে ইহলোকে সংধাবন করে;'[৩] যার অপরে, স্থবিরবাদীগণ, বলিতেন যে "ইহা বলা যায় না যে 'পুদ্গল ইহলোক হইতে পরলোকে এবং পরলোক হইতে ইহলোকে সংধাবন করে'।"[৪] উঁহাদের মতের খংডনার্থ এবং নিজেদের মতের মংডনার্থ পুদ্গলবাদীগণ বলিতেন, "ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে" যে,—

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। দ্রষ্টব্য—N Dutt, *Early Mon Bud*, II, pp 114-116

৩। কথাবত্থু, ১।১।২৮ ৪। ঐ, ১।১।২৯

(১) "স সত্তক্খত্তু পরমং সংধাবিত্বান পুগ্গলো।
দুক্খস্সংতকরো হোতি সব্বসঞ্ঞোজনক্খয়া তি॥"[১]

"সেই পুদ্গল সাতবার জন্মজন্মাংতরে সংধাবন করতঃ চরমে, সর্ব সংযোজনের ক্ষয়ে দুঃখের অংতকর হয়।"[২]

(২) অনমতগ্গায়ং ভিক্খবে সংসারো পুব্বা কোটি ন পঞ্ঞায়তি অবিজ্জানীবরণানং সত্তানং তণ্হাসঞ্ঞোজনানং সংধাবংতং সংসরতং তি।"[৩]

'হে ভিক্ষুগণ। অনমতাগ্র (অর্থাত্ উহার অগ্র (বা আদি) বিবেচনা (দ্বারা নিরূপণ) করা যায় না)। অবিদ্যা-নীবরণ এবং তৃষ্ণাসংযোজন (যুক্ত) সত্তগণের সংধাবিত হইতে হইতে,—সংসরণ করিতে করিতে (কত কাল ব্যতীত হইয়াছে, তাহার) পূর্ব সীমা প্রজ্ঞাত হয় না।"

যেহেতু 'এই সকল সুত্তংত আছেই',—তাহা তোমরাও স্বীকার কর, "সেইহেতু নিশ্চয়ই পুদ্গল ইহলোক হইতে পরলোকে এবং পর্বলোক হইতে ইহলোকে সংধাবন্ন করে।"[৪]

অনাত্মবাদীগণ কি প্রকারে স্বমত মংডন করিতেন এবং পুদ্গলবাদীগণের মত খংডন করিতেন, তাঁহারা তদর্থে বুদ্ধের কিংবা তাঁহার প্রধান প্রধান

১। সংযুত্তনি, (১৫।১০।৬) [২ খং, ১৮৫-৬ পৃ]; ইতিবুত্তক, ২৪।

২। আরও দ্রষ্টব্য—
'তণ্হা সংযোজনেন সংযুত্তা সত্তা দীঘরত্তং সংধাবংতি সংসরংতি।"
—(ইতিবুত্তক, ৮)

৩। এই বচন 'সংযুত্তনিকায়ে'র। (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); আরও দ্রষ্টব্য—অংগুত্তরনি, [১ খং, ২২৩ পৃ]।

৪। 'কথাবত্থু, ১।১।১৫৯
ঐ সকল বচন যে আত্মার, তথা উহার সংসরণের, সদ্ভাব নির্দেশ করে, তাহা অনাত্মবাদী মহাযানাচর্য নাগার্জুন ও পূর্বপক্ষে উল্লেখ করিয়াছেন। (মাধ্যমিককারিকা, ১১।১) চংদ্রকীর্তির মতে, পূর্বপক্ষ বলেন,
"বিদ্যত এবাত্মা সংসার-সদ্ভাবাত্। যদি হ্যাত্মা ন স্যাত্ কস্য পাংচগতিকে সংসার আজবংজবীভাবেন; জননমরণপরংপরয়া সংসরণং স্যাত্। উক্তং হি ভগবতা,—"অনবরাগ্রো হি ভিক্ষবো জাতিজরামরণসংসার ইতি। অবিদ্যা-নীবরণানাং সত্ত্বানাং তৃষ্ণা-সংযোজনানাং তৃষ্ণাগংভুরবদ্ধানাং সংসরতাং পূর্বা কোটির্ন প্রজ্ঞায়ত ইতি।'
যদা চ ভগবদুপদেশাত্ সংসারোঽস্তি তদা সংসর্তাপ্যস্তি স চাত্মেত্যত ইতি।'
—(মাধ্যমিক-বৃত্তি, ২১৮ পৃ)

শিষ্যগণের কাহারও কোন বচনের—কোন সূত্তংতের. প্রমাণ দিতেন কিনা, সেই সকল 'কথাবত্থু'তে দেখা যায় না। উহাতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে অনাত্মবাদীগণ পুদ্গলবাদীগণকে পুদ্গলের ইহ-পরলোকে গতাগতি বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধাংত সংবংধে নানাপ্রকারের প্রশ্নসমূহ করিতেন। উঁহারা প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন.

(১) "সেই পুদ্গল ইহলোক হইতে পরলোকে এবং পরলোক হইতে ইহলোকে সংধাবন করে কি?

(২) "অন্য পুদ্গল ইহলোক?

(৩) "সেও এবং অন্যও পুদ্গল ইহলোক?

(৪) "ইহলোক হইতে পরলোকে এবং পরলোক হইতে ইহলোকে ন সে সংধাবন করে, ন অন্য সংধাবন করে কি?

এইসকল প্রশ্নের প্রত্যেকটির উত্তরে পুদ্গলবাদী বলেন. "না, এই প্রকার বলা যায় না।"[১] তাহাতে তাঁহাদের সিদ্ধাংত এই দাঁড়ায় যে.—যেই পুদ্গল ইহপরলোকে গমনাগমন করে সে যেই পুদ্গল দেহ ত্যাগ করিয়াছে উহার সহিত অভিন্নও নহে, উহা হইতে ভিন্নও নহে।

অনাত্মবাদী অনংতর জিজ্ঞাসা করেন,

'স্ব এব পুগ্গলো সংধাবতি অস্মা লোকা পরং লোকং পরস্মা লোকা ইমং লোকং তি?

'পুদ্গল স্ব (রূপেই) ইহলোক হইতে পরলোকে এবং পরলোক হইতে ইহলোকে সংধাবন করে কি? অর্থাত্ পুদ্গল কোনরূপে ইহ-পরলোকে গমনাগমন করে? যেইরূপে মরে—মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি যেইরূপে মরে, সেই রূপেই গমনাগমন করে. না অন্য কোন রূপে? পুদ্গলবাদী প্রথমবারে উত্তর করেন. 'না. এই প্রকার বলা যায় না।" দ্বিতীয়বারে উত্তর করেন "হাঁ'। একই প্রশ্নের এই পরস্পর-বিরোধী উত্তরের রহস্য পরের প্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে বোধগম্য হয়। অনাত্মবাদী জিজ্ঞাসা করেন.

কেহ মানুষ হইয়া দেব হয় কি?

পুদ্গলবাদী উত্তর করেন, "হাঁ"। তাহাতে অনাত্মবাদী জিজ্ঞাসা করেন.

১। কথাবত্থু, ১।১।২৮

ভিন্ন যোনিতে জন্ম আছে; সুতরাং) ইহা (এই পুদ্গল) স্ব (রূপেই) সংধাবন করে, তাহা মিথ্যা।"[১]

তারপর জন্মান্তরে যোনি পরিবর্তন না হইতেও পারে। মানুষ মরিয়া পরজন্মেও মানুষ হইতে পারে। পরন্তু তাহার বর্ণ পরিবর্তন হইতে পারে,—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের কোন এক বর্ণের লোক জন্মান্তরে অন্যবর্ণের হইতে পারে। কোন অংগহীন পুদ্গল পরজন্মেও যে সেই অংগ হইবে, তাহা নহে। কোন রোগগ্রস্ত পুদ্গল পরজন্মেও যে সেই রোগগ্রস্ত হইবে তাহা নহে। এইসকল যেমন অনাত্মবাদীর, তেমন পুদ্গলবাদীরও মান্য। অনাত্মবাদী বলেন, "(সুতরাং) ইহা (এই পুদ্গল) স্ব (রূপেই) সংধাবন করে, তাহা মিথ্যা।"[২]

'পুদ্গল স্ব (রূপেই) ইহপরলোকে গমনাগমন করে কি?'—অনাত্ম-বাদীর এই প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' বলিলে এক দৃষ্টিতে ঐ প্রকার আপত্তি হইতে পারে বলিয়া বুঝিয়াই পুদ্গলবাদী প্রথমে উত্তর করেন যে "না এই প্রকার বলা যায় না।" পরন্তু অন্য এক দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি পুনরায় উত্তর করেন, 'হাঁ'। ঐ দৃষ্টি এই—তিনি অনাত্মবাদীকে জিজ্ঞাসা করেন,

"স্রোতাপন্ন পুদ্গল মনুষ্যলোক হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায়ও স্রোতাপন্ন হয় কি?

অনাত্মবাদী উত্তর করেন 'হাঁ'। তখন পুদ্গলবাদী বলেন, সেই কারণে ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে 'পুদ্গল স্ব (রূপেই) ইহপরলোকে সংধাবন করে।' আর অনাত্মবাদী বলেন, 'স্রোতাপন্ন পুদ্গল মনুষ্যলোক হইতে চ্যুত দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া স্রোতাপন্ন থাকিলেও মনুষ্য থাকে না। সেই কারণে ইহা বলা যায় না যে 'পুদ্গল স্ব (রূপেই) ইহপরলোকে সংধাবন করে'।[৩]

ফল কথা এই যে—ইহপরলোকে গমনাগমনে জন্মজন্মান্তরে পুদ্গলের স্বরূপের কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়, আর কিছু কিছু অপরিবর্তিত থাকে।

১। কথাবত্থু, ১।১।১৬১ ২। ঐ, ১।১।১৬২-৩

৩। কথাবত্থু, ১।১।১৬৪

এবারও পুদ্গলবাদী প্রথমে উত্তর করেন, "না, এই প্রকার বলা যায় না. পরে আবার বলেন, "হাঁ"। 'হাঁ' বলাতে, এই মনে হয় যে পুদ্গল ও স্কন্দ ভিন্ন ভিন্ন। তাহা পরিষ্কার ভাবে নির্দ্ধারণার্থ অনাত্মবাদী জিজ্ঞাসা করেন, তবে

"অঞ্ঞং জীবং অঞ্ঞং শরীরং তি?"

'জীব অন্য, শরীর অন্য কি?' বুদ্ধ তাহা ব্যাকৃত করিতেন না। তাই পুদ্গলবাদী উত্তর করেন, " না, এইপ্রকার বলা যায় না।'[১]

অনন্তর অনাত্মবাদী কিংচিত্ ভিন্ন প্রকারে জিজ্ঞাসা করেন, রূপাদি সংধারন করে কি, করে না। পুদ্গলবাদী একবার বলেন 'না', আবার বলেন 'হাঁ'। তাহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় এই প্রশ্ন উদয় হয়, "যেই জীব, সেই শরীর কি?" 'জীব অন্য, শরীর অন্য কি?' পুদ্গলবাদী পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর করেন, "না এই প্রকার বলা যায় না"।[২]

আচার্য ভাব্য, তথা বসুমিত্র এবং বিনীতদেব, লিখিয়াছেন, বাত্সীপুত্রীয়গণের মতে, একমাত্র পুদ্গলই জন্মান্তরে সংক্রমণ করে, অপর কিছুই করে না।[৩]

অনাত্মবাদীগণের মধ্যে কেহ কেহ সংক্রান্তি মানেন. অন্য কেহ

১। কথাবত্থু, ১।১।১৬৭

২। ঐ, ১।১।১৬৮-৯

৩। Rockhill, Life of Buddha, p 193 এবং উহার পাদটীকা।

আচার্য চংদ্রকীর্তি লিখিয়াছেন,

"অত্রৈকে বর্ণয়ংতি। সত্যং সংস্কারা ন সংসরংতি, উত্পত্তিবিধ্বংসিত্বাত্। কিং-তর্হি। সত্ত্বং সংসরতি। তস্য হি স্কংধেভ্যস্তত্ত্বাস্তত্বাবক্তব্যতাবত্ নিত্যত্বান-নিত্যত্বেনাপ্যবক্তব্যতা ব্যবস্থাপ্যতে। তস্মাত্তস্যৈব সংসরতি।"

—(মাধ্যমিককারিকাবৃত্তি, ২৮৩-৪ পৃ)

নাগার্জুন ঐ মতের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন

"পুদ্গলঃ সংসরতি চেত্ স্কংধায়তনধাতুষু।
পংচধা মৃগ্যমাণোঽসৌ নাস্তিকঃ সংসরিষ্যতি॥"

—(মাধ্যমিক-কারিকা, ১৬২)

চংদ্রকীর্তি লিখিয়াছেন,

"পাংচগতিকসংসারে পুনঃ পুনর্জায়ন্ত ইতি জন্তবঃ। সত্ত্বঃ পুদ্গলঃ প্রাণীতি জন্তোঃ পর্যায়াঃ।"

—(মাধ্যমিক-কারিকা বৃত্তি, ৫২৮ পৃ)

কেহ মানেন না, অধিকংতু সংক্রাংতির প্রতিবাদ করেন।[১] সংক্রাংতিবাদীগণ মনে করেন যে, আচার্য ভাব্য এবং বসুমিত্র লিখিয়াছেন[২], স্কংধমাত্রারই সংক্রাংতি হয়, স্কংধসমূহ উহাদের "মূলাংতিক" রূপেই—স্থূলরূপে নহে—জন্মজন্মাংতরে সংক্রমণ করে। সৌত্রাংতিকগণ স্কংধমাত্রার সংক্রাংতি মানিতেন। সেইকারণে তাহারা "সংক্রাংতিবাদী" বা 'সংক্রাংতিক নামেও অভিহিত হইতেন।

আচার্য নাগসেন পুনর্জন্ম মানিতেন, অথচ ইহা মানিতেন না যে কোন কিছু এক জন্ম হইতে অন্য জন্মে সংক্রমণ করে। রাজা মিলিংদ জিজ্ঞাসা করেন,

"ভংতে নাগসেন। সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে,—ইহা কি?"

স্থবির নাগসেন উত্তর করেন,

"হাঁ মহারাজ। সংক্রমণ করে না, অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।"

তিনি প্রদীপের ও শ্লোকের দৃষ্টাংত দিয়া তাহা বিশেষ করিয়া বুঝান। (১) যখন এক প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ জ্বালান হয়, তখন প্রথম প্রদীপ দ্বিতীয় প্রদীপে সংক্রাংত হয় না; (২) যখন কোন বিদ্যার্থী শিষ্য আচার্য হইতে কোন শ্লোক শিক্ষা করে, তখন সেই শ্লোক আচার্য হইতে শিষ্যে সংক্রাংত হয় না; সেই প্রকারই হে মহারাজ। সংক্রমণ করে না। অথচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।"[৩]

১। আচার্য কমল শীল লিখিয়াছেন,

"যথাহুরেকে সংক্রাংতিবাদিনঃ সর্বাস্তিবাদাঃ।"

—(তত্ত্বসংগ্রহ-পংজিকা, ১৩ পৃ)

তাহাতে মনে হইতে পারে যে (১) সমস্ত সর্বাস্তিবাদীগণ সংক্রাংতিবাদী, অথবা (২) সর্বাস্তিবাদীগণের কেহ কেহ সংক্রাংতিবাদী। যাহা হউক আচার্য শাংতরক্ষিত সংক্রাংতির প্রতিবাদ করিয়া অসংক্রাংতি খ্যাপন করিয়াছেন। (তত্ত্বসংগ্রহ, ৪) কমলশীল ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"যদি তু সংক্রাংতিঃ স্যাত্তদা সর্বাত্মনা সত্ত্বানুন কিংচিজ্জন্মমস্তীতি প্রতীত্য-সমুত্পাদস্যৈবাযোগ ইতি ভাবঃ।

২। দ্রষ্টব্য—Rockhil, Life of Buddha, pp. 185, 193; N Dutt, Early Mon. Bud. II pp 166-7

৩। মিলিংদপ্রশ্ন, ৩।৫।৫ [ট্রেং নের সং, ৭১ পৃ]।

তত্সত্ত্বেও রাজা মিলিন্দ তাহাকে সম্যক্ হৃদয়ংগম করিতে পারিলেন না। তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন,

"ভংতে নাগসেন। কোন সত্ত্ব আছে কি, যে এই কায় হইতে অন্য কায়ে সংক্রমণ করে?" নাগসেন বলেন 'না মহারাজ।' তখন মিলিন্দ বলেন,

"ভংতে নাগসেন। যদি এই কায় হইতে অন্য কায়ে সংক্রমণকারী না থাকে, তবে কি পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে না?"

নাগসেন উত্তর করেন,

"হাঁ মহারাজ। যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ না করে, তবে পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইবে, (পরংতু) যেহেতু, হে মহারাজ। পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, সেইহেতু পাপকর্ম হইতে পরিমুক্ত হয় না।'

অনংতর একটা দৃষ্টাংত দিয়া তিনি বলেন,

"এবমেব খো মহারাজ ইমিনা নামরূপেন কম্মং করোতি সোভনং বা অসোভনং বা তেন কম্মেন অঞ্ঞং নামরূপং পটিসংদহতি, তস্মা ন পরিমুত্তো পাপকেহি কম্মেহী তি।"

'সেই প্রকারেই হে মহারাজ। এই নামরূপ দ্বারা, শোভন কিংবা অশোভন কর্ম করে, সেই কর্ম বশতঃ অন্য নামরূপ প্রতিসংধি করে; সেই হেতু পাপকর্ম হইতে পরিমুক্ত হয় না।[১]

এইখানে এই শেষাংশে এমন কিছুর সদ্ভাব স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে যে এই নামরূপ দ্বারা কর্ম করে এবং তাহার ফলে এই নামরূপ পরিত্যাগ করিবার পর অন্য নামরূপ প্রতিসংধি করে, পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। ভাষার শৈলী হইতে তাহা মনে হয়। পরংতু নাগসেন তাহা সুস্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করে না। তিনি কখন কখন বলিয়াছেন নামরূপই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

রাজা মিলিংদ জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে নাগসেন। কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?"

স্থবির নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ? নামরূপ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।"

১। মিলিংদপ্রশ্ন, ৩।৪।৭ [ট্রেংক্নের সং, ৭২ পৃ]।

"যেমন হে মহারাজ। কুক্কুটীর (যদি) কলল না হইত, (তবে) অণ্ডও হইত না; উহাতে যাহা কলল এবং যাহা অণ্ড, তদুভয়েই অন্যোন্য-মিশ্রিত; উহাদের একত্র উৎপত্তি হয় না। সেই প্রকারই, হে মহারাজ। যদি তাহাতে নাম না হইত, রূপও হইত না, তাহাতে যাহা নাম এবং যাহা রূপ, তদুভয়েই অন্যোন্য-মিশ্রিত; উহাদের একত্র উৎপত্তি হয় না। এই প্রকারেই এই দীর্ঘ অদ্ধা সংভাবিত হইয়াছে।'[১]

'অদ্ধা' অর্থ সংসারযাত্রা বা সংসৃতি।[২]

নাগসেন কখন কখন বলেন, ধর্মসংততি পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

সেই প্রকারই, হে মহারাজ। ধর্ম সংততি সংদহন করে; অন্য উৎপন্ন হয়, অন্য নিরুদ্ধ হয়, অপূর্ব ও অচরমের ন্যায় স্যংদন করে। সেই হেতু সেও নহে, অন্যও নহে বলিয়া পশ্চিম-বিজ্ঞান-সংগ্রহ প্রাপ্ত হয়।[৩]

বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন,

"যে সকল স্কন্ধ অতীতে কর্মপ্রত্যয় হইতে নির্বর্ত হইয়াছিল, সেই সকল তথায় নিশ্চয় নিরুদ্ধ হইয়াছে। অতীত কর্ম প্রত্যয় হইতে পুনঃ এই ভবে অন্য স্কন্ধসমূহ নির্বর্ত হইয়াছে। অতীত ভব হইতে এই ভবে আগত একটিও ধর্ম নাই। এই ভবেও কর্মপ্রত্যয় বশতঃ নির্বর্ত স্কন্ধ সমূহ (এই খানেই) নিরুদ্ধ হইবে। পুনর্ভবে অন্য (স্কন্ধসমূহ) নির্বর্ত হইবে। একটিও ধর্ম এই ভব হইতে পুনর্ভবে যাইবে না।

"অপি চ—যেমন স্বাধ্যায় আচার্যের মুখ হইতে অন্তেবাসীর মুখে প্রবেশ করে না, অথচ স্বাধ্যায় যে তৎপ্রত্যয় বশতঃ তাহার মুখে বর্তিত হয় না, তাহা নহে। দূতকর্তৃক পীত মন্ত্রোদক রোগীর উদরে প্রবেশ করে না, অথচ তাহার রোগ যে তৎপ্রত্যয় বশতঃ উপশম প্রাপ্ত হয় না তাহা নহে। মুখে মণ্ডনবিধান মুখনিমিত্ত আদর্শতলাদিতে গমন করে না, অথচ মণ্ডনবিধান যে তৎপ্রত্যয় বশতঃ তথায় প্রজ্ঞাত হয় না তাহা নহে; দীপশিখা এক বর্তি হইতে অন্য বর্তিতে সংক্রমণ করে না অথচ দীপশিখা

১। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ৪৯ পৃ]।
২। দ্রষ্টব্য—ঐ [৪৯-৫০ ও ৭৭ পৃ] বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন "অদ্ধানং তি দীর্ঘকালং" (বিসুদ্ধিমগ্গ, ৯৪ পৃ)।
৩। পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে তত্প্রত্যয় বশতঃ তথায় নির্বর্ত হয় না, তাহা নহে। এই প্রকারই অতীত ভব হইতে এই ভবে, কিংবা এখান হইতে পুনর্ভবে কিংচিত্মাত্রও ধর্ম সংক্রমণ করে, অথচ অতীত ভবে স্কংধায়তন ধাতু প্রত্যয় বশতঃ এখানে, কিংবা এখানে স্কংধায়তনধাতুপ্রত্যয় বশতঃ পুনর্ভবে, স্কংধায়তনধাতুসমূহ যে নির্বর্ত হয় না, তাহা নহে।

"যেমন চক্ষুবিজ্ঞান মনোধাতুর অনংতরই হয়; উহা কোথাও হইতে আগতও নহে, (মনোধাতুর) অনংতর যে নির্বর্ত হয় নাই তাহাও নহে। তেমনই প্রতিসংধিতে চিত্তসংততি বর্তমান থাকে; পূর্বিম চিত্ত ভিন্ন হয়, উহা হইতে পশ্চিম চিত্ত উত্পন্ন হয়. উহাদের অংতর নাই; উহাদের অসংগতিও নাই; চিত্ত কিংচিন্মাত্রও গমন করে না, অথচ প্রতিসংধি উত্পন্ন হয়।'[১]

যাহারা মনে করে যে সত্ত্বই জন্মজন্মাংতরে সংক্রমণ করে, তাহাদিগকে বুদ্ধঘোষ অবিদ্যা বশতঃ মোহগ্রস্ত বলিয়া নিংদা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে লোক অবিদ্যা বশতঃই চ্যুতি, উত্পত্তি, সংসার, সংস্কার-সমূহের লক্ষণ এবং প্রতীত্যসমুত্পন্ন-ধর্মসমূহ বিষয়ে বিমোহগ্রস্ত হয়।[২]

"চ্যুতিতে বিমূঢ় সর্বত্র 'সংকংধসমূহের ভেদই মরণ'—ইহাকে চ্যুতি বলিয়া গ্রহণ না করিয়া 'সত্ত্ব মরে', 'সত্ত্বের দেহাংতর-সংক্রমণ হয়', ইত্যাদি, বিকল্পনা করে। উত্পত্তিতে বিমূঢ় সর্বত্র 'স্কংধসমূহের প্রাদুর্ভাবই জাতি'—ইহাকে উত্পত্তি বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, 'সত্ত্ব উত্পন্ন হয়,' 'সত্ত্বের নবশরীর-প্রাদুর্ভাব হয়' ইত্যাদি বিকল্পনা করে। সংসার এই প্রকার বলিয়া বর্ণিত হয়,—

"স্কংধসমূহের ধাতুসমূহের ও আয়তনসমূহের পরিপাটীর অব্যুচ্ছিন্ন বর্তমান (থাকাই) সংসার বলিয়া প্রোক্ত হয়।'[৩]

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৯ পরি, ৬০৩-৪ পৃ ২। ঐ, ১৭ পরি, ৫৪৩-৪ পৃ

৩। এই বচন কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে জানি না; 'মিলিংদপ্রশ্নে' (৭৭ পৃ) স্থবির নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ। এইখানেই জাত, এইখানেই মরে, এইখানে মৃত অন্যত্র উত্পন্ন হয়, তথায় জাত তথায়ই মরে; তথায় মৃত অন্যত্র উত্পন্ন হয়। এইপ্রকারে হে মহারাজ! সংসার হয়।"

যে সংসারে বিমূঢ় সে উহাকে ঐ প্রকার বলিয়া গ্রহণ না করিয়া 'এই সত্ত্ব ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে এবং পরলোক হইতে ইহলোকে আগমন করে' ইত্যাদি বিকল্পনা করে। সংস্কারসমূহের লক্ষণে বিমূঢ় সংস্কারসমূহের স্বভাবলক্ষণকে এবং সামান্যলক্ষণকে গ্রহণ না করিয়া সংস্কারে আত্মাত, আত্মীয়ত, ধ্রুবত, সুখত ও শুভত বিকল্পনা করে। প্রতীত্যসমুত্পন্ন ধর্মসমূহে বিমূঢ় অবিদ্যাদি হইতেই সংস্কারাদির প্রবৃত্তি (হয় বলিয়া) গ্রহণ না করিয়া 'আত্মা জানে, কিংবা জানে না, সেই করে এবং করে নাও, সে প্রতিসংধিতে উত্পন্ন হয়, অণু-ঈশ্বরাদি কললাদিভাব দ্বারা তাহার শরীর সংস্থাপন করতঃ ইন্দ্রিয়সমূহ সংপাদন করে, ইন্দ্রিয়সংপন্ন সে স্পর্শ করে, বেদন করে, তৃষ্ণা করে, উপাদান করে, ঘটিত করে, সে পুনঃ ভবান্তরে হয়' বলিয়া অথবা 'সর্বসত্ত্ব নিয়তি-সংগতি-ভাব-পরিণতা' বলিয়া বিকল্পনা করে। সে অবিদ্যা দ্বারা অংধীকৃত হইয়াই ঐ প্রকার বিকল্পনা করে। যেমন কোন অংধ এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে করিতে মার্গে ও অমার্গেও, স্থলে ও নিম্নেও, সমে ও বিষমেও প্রতিগমন করে তেমন সে পুণ্য ও অপুণ্যও, অনেঞ্জাভি-সংস্কার ও অভিসংস্কার করে।"[১]

প্রকৃত তত্ত্ব, তিনি আবার বলিয়াছেন, এই যে

"লদ্ধপচ্চযং ইতি ধম্মমত্তং এতং ভবান্তরং উপেতি।
নাস্স ততো সংকংতি ন ততো হেতুং বিনা হোতি॥"

ইহার তাত্পর্য তিনি এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ইতি এই লব্ধ প্রত্যয় (রূপরূপ) ধম্মমত্ত উত্পদ্যমানকে 'ভবান্তরে গমন করে' বলিয়া বলা হয়। সত্ত্ব নাই, জীব নাই। উহার অতীত ভব হইতে এখানে (=এই ভবে) সংক্রান্তিও নাই, তথা হইতে বিনা হেতুতে, এখানে প্রাদুর্ভাবও নাই।"[২]

মহাযান বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন বলিয়াছেন,

"পুদ্গলঃ সংসরতি চেত্ স্কংধায়তনধাতুষু।
পংচধা মৃগ্যমাণোঽসৌ নাস্তি কঃ সংসরিষ্যতি"[৩]

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৭ পরি, ৫৪৪ পৃ   ২। ঐ, ১৭ পরি, ২১৩
৩। মাধ্যমিক-কারিকা, ১৬২

অর্থাৎ পুদ্গল যদি থাকিত তবে সংসরণ করার কথা হইতে পারিত। পরন্তু স্কন্ধ-আয়তন-ধাতুসমূহে পাঁচ প্রকারে খোঁজ করিলেও পুদ্গলকে পাওয়া যায় না। সুতরাং উহার সংসরণের কথাও হইতে পারে না। পাঁচ প্রকার খোঁজ এই প্রকার,—আত্মা (১) স্কন্ধায়তনধাতু-স্বভাব নহে, (২) স্কন্ধায়তনধাতু-ব্যতিরিক্তও নহে; (৩) স্কন্ধায়তনধাতুবানও নহে; (৪) স্কন্ধায়তনধাতুসমূহে আত্মা নাই, এবং (৫) আত্মায় স্কন্ধায়তন-ধাতুসমূহ নাই। অগ্নি এবং ইন্ধনের দৃষ্টান্ত দিয়া নাগার্জুন তাহা বুঝাইয়াছেন।[১]

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পুদ্গল যে ইহপরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে, তাহার সমর্থনে পুদ্গলবাদীগণ দুইটি বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করেন। ঐ প্রকার বচন পালি-নিকায়ে আরও আছে। যথা, সংযুত্তনিকায়ের 'অনমতগ্গ-সংযুত্তে' আছে, বুদ্ধ বলেন,

(১) হে ভিক্ষুগণ। (জন্মজন্মান্তরে) সংধাবনশীল সংসরণশীল এক পুদ্গলের ('এক পুগ্গলস্স') এক কল্পে যত অস্থি-কংকাল হইয়াছে, সেসকল যদি ধ্বংস প্রাপ্ত না হইত এবং যদি কেহ সংগ্রহ করিতে ও স্তূপীকৃত করিতে পারিত, তবে সেই মহান অস্থিপুঞ্জ, অস্থিরাশি এই বৈপুল্য পর্বতের ন্যায় (বৃহৎ) হইত।"[২]

(২) হে ভিক্ষুগণ। তোমরা দীর্ঘকাল জন্মজন্মান্তরে অপ্রিয়ের সংযোগ

১। "ইন্ধনং পুনরগ্নির্ন নাগ্নিরন্যত্র চেন্ধনাৎ।
নাগ্নিরিন্ধনবান্নাগ্নাবিন্ধনানি ন তেষু সঃ।
অগ্নীন্ধনাভ্যাং ব্যাখ্যাত আত্মোপাদানয়োঃ ক্রমঃ।
—(ঐ, ১০।১৪-১৬.১)

২। সংযুত্তনিকায়, [২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃ]; এই বচন 'ইতিবুত্তক' (২৪)ও অনূদিত হইয়াছে। তথায় আরও বর্ণিত হইয়াছে যে

"একস্সেকেন কপ্পেন পুগ্গলস্স অট্ঠি-সঞ্চযো।
সিয়া পব্বতসমো রাসি ইতি বুত্তং মহেসিনা।"

জৈনাচার্য কুন্দকুন্দও সেই প্রকার বলিয়াছেন,

"অনন্ত ভবসাগরে (তোমার দ্বারা) ছিন্ন এবং পরিত্যক্ত কেশ, নখ, নাল ও অস্থি যদি কোন দেব পুঞ্জীকৃত করে, তবে ঐ রাশি (মেরু) পর্বত হইতেও অধিক হইবে।"
—(ভাবপ্রাভৃত, ২০)

ও প্রিয়ের বিয়োগ—মাতৃমরণ, পুত্রমরণ, দুহিতামরণ, জ্ঞাতিগণের বিপদ, অর্থ-হানি ও রোগ এই সমুদয়ের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া যত অশ্রু বিসর্জন করিয়াছ, তাহা চারি সমুদ্রের জল অপেক্ষাও অধিক। [১]

(৩) হে ভিক্ষুগণ। তোমরা দীর্ঘকাল নানা জন্মে মাতৃস্তন্যের যত দুগ্ধ পান করিয়াছ, তাহা চারি সমুদ্রের জল অপেক্ষাও অধিক। [২]

(৪) হে ভিক্ষুগণ। সেই সত্ত্ব সুলভ রূপ নহে, যে ভূতপূর্ব মাতা নহে, যে ভূতপূর্ব পিতা নহে, যে ভূতপূর্ব ভ্রাতা নহে, যে ভূতপূর্ব ভগিনী নহে, যে ভূতপূর্ব পুত্র নহে, যে ভূতপূর্ব কন্যা নহে।"[৩]

মানুষ যে জন্মজন্মান্তরে বরাবর মানুষই থাকে, তাহা নহে। সে কর্মানুসারে পশু-পক্ষ্যাদি যোনিতেও জন্মগ্রহণ করে। তাই বুদ্ধ এ প্রসংগে বলিয়াছেন,

(৫) হে ভিক্ষুগণ। দীর্ঘকাল তোমরা গো, মহিষ, মেষ, অজা, মৃগ, কুক্কুট, শূকর, রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, এবং তোমাদের মস্তক ছেদন করা হইয়াছিল,—তোমাদিগকে চোর, গ্রামলুণ্ঠক, পরিপন্থী দস্যু, কিংবা পরদারিকরূপে ধৃত করিয়া তোমাদিগের শির ছেদন করা হইয়াছিল। প্রতি-

---

১। সংযুত্তনি, [২ খং, ১৮০ পৃ]

কুন্দকুন্দ বলিয়াছেন, "তোমার মৃত্যুতে দুঃখে রোদনকারী অন্য অন্য অনন্তজননী-দিগের নয়ননীর (একত্রে) সাগরসলিল হইতেও অধিকতর।" (ভাবপ্রাভৃত, ১৯)

(২) সংযুত্তনি [২ খং, ১৮০-১ পৃ]

কুন্দকুন্দ লিখিয়াছেন, "হে মহাযশ। তুমি অনন্ত জন্মজন্মান্তরে অন্য অন্য জননীদিগের যত দুগ্ধ পান করিয়াছ, (ঐ সকল একত্রে) সাগর সলিল হইতেও অধিকতর।"

—(ভাবপ্রাভৃত, ১৮)

স্থবিরা সুমেধা বলিয়াছেন,

দীঘো বালানং সংসারো পুনপ্পুনং চ রোদতং।
অনমতগ্গে পিতুমরণে ভাতু বধে অত্তনো চ বধে ॥৪৯৭॥
অস্সু থঞ্ঞং রুধিরং সংসারং অনমতগ্গতো সরথ।
সত্তানং সংসরিতং, সরাহি অট্ঠীনঞ্চ সন্নিচযং ॥৪৯৮॥
সর চতুরোদধী উপনীতে অস্সু-থঞ্ঞ-রুধিরম্হি।
সর এককপ্পমট্ঠীনং সঞ্চযং বিপুলেন সমং ॥৪৯৯॥"

—(থেরীগা., ৪৯৭-৯)

৩। সংযুত্তনি, [২ খং, ১৮৯-১৯০ পৃ]।

রূপে তোমাদিগের যে রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা (একত্রে) চারি সমুদ্রের জল অপেক্ষাও অধিক।”[১]

এই সকল বচনের প্রত্যেকটি হইতে বুঝা যায় যে বুদ্ধের মতে একই ব্যক্তি বারবার জন্মগ্রহণ করে। প্রথম বচনে বিশেষ করিয়া ‘এক পুদ্-গলের” শব্দ থাকাতে উহাতে সংদেহ করিবার কোন অবকাশই থাকে না। ‘অব্যাকৃত সংযুত্তে’ বিবৃত আছে যে বত্সগোত্র পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

“যস্মিন চ পন ভো গোতম সময়ে ইমং চ কাযং নিক্খিপতি সত্তো চ অঞ্ঞতরং কাযং অনুপ্পন্নো হোতি। ইমস্স পন ভো গোতমো কিং উপাদানস্মিং পঞ্ঞাপেতি?”

‘হে গৌতম’। সত্ত্ব যেই সময়ে এই কায়কে নিক্ষেপ করে এবং অন্যতর কায় অনুত্পন্ন থাকে, (সেই সময়ে) উহার, হে গৌতম। কোন উপাদানে প্রজ্ঞপ্তি হয়?”

বুদ্ধ উত্তর করেন,

“যস্মিন খো বচ্ছ সময়ে ইমং চ কাযং নিক্খিপতি সত্তো চ অঞ্ঞ-তরং কাযং অনুপ্পন্নো হোতি। তমহং তণ্হুপাদানং বদামি। তণ্হা হি অস্স বচ্ছ তস্মিং সময়ে উপাদানং হোতি।”[২]

‘হে বত্স। সত্ত্ব যেই সময়ে এই কায়কে নিক্ষেপ করে এবং অন্যতর কায় অনুত্পন্ন থাকে,—তাহাকে আমি তৃষ্ণোপাদান বলি। তৃষ্ণাই, হে বত্স। উহার সেই সময়ে উপাদান হয়।’

আয়ুষ্মান ছন্ন কঠিন রোগের যন্ত্রণা সহন করিতে অসমর্থ হইয়া শস্ত্রাঘাতে দেহ ত্যাগ করিলে, আয়ুষ্মান শারিপুত্র বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন,

“তস্স কা গতি কো অভিসংপরায়ো তি?”

‘তাঁহার কি গতি, কি অভিসংপরায় (হইয়াছে)? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন,

“যো খো শারিপুত্ত তং চ কাযং নিক্খিপতি অঞ্ঞঞ্চ কাযং উপাদিযতি তং অহং স-উপবজ্জো তি বদামি। তং ছন্নস্স ভিক্খুনো

১। সংযুত্তানি, [২ খং, ১৮০ পৃ] (পূর্বে পৃষ্ঠা)।

২। সংযুত্তনি, অব্যাকৃতসংযুত্ত, কুতূহলশালা, (৪৪।৯।১৫) [৪ খং ৪০০ পৃ]।

নত্থি। অনুপবজ্জং ছন্নেন ভিক্খুনা সত্থং আহরিতন্তি এবং এতং সারিপুত্ত ধারেহীতি।"[১]

"হে শারিপুত্র। যে সেই কায়কে নিক্ষেপ করে এবং অন্য কায়কে উপাদান করে তাহাকে আমি 'স-উপবজ্জ' বলিয়া বলি। উহা ভিক্ষু ছন্নের ছিল না। ভিক্ষু ছন্ন 'অনুপবজ্জ' হইয়াই শস্ত্রদ্বারা আত্মহত্যা করে। তাহাকে সেই প্রকারই বলিয়া, হে শারিপুত্র। অবধারণ কর।'

এইসকল প্রশ্ন প্রতিবচন হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে বুদ্ধ মানিতেন যে সত্ত্ব এক দেহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহকে গ্রহণ করে. সুতরাং এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমণ করে।

পালিনিকায়ে দেখা যায় বুদ্ধ বলিতেন যে. তিনি তাঁহার সমস্ত পূর্ব-জন্মের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ করিতে পারেন।

হে ভিক্ষুগণ। আমি ইচ্ছা করিলেই আমার সর্ববিধ পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারি। এক জন্ম কি দুই জন্ম. কি তিন জন্ম. কি চারি জন্ম. কি পাঁচ জন্ম, কি দশ জন্ম. কি বিশ জন্ম, কি ত্রিশ জন্ম. কি চল্লিশ জন্ম. কি পঞ্চাশ জন্ম, কি শত জন্ম. কি সহস্র জন্ম. কি শত-সহস্র জন্ম : সংবর্ত-কল্পে, বিবর্ত-কল্পে, সংবর্ত-বিবর্ত-কল্পে আমার এই নাম ছিল, এই গোত্র ছিল, এই বর্ণ ছিল. এই প্রকার আহার ছিল. এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম. এতদিন আমার আয়ু ছিল এই অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বিস্তারিত ঘটনা এবং বিবরণসহ আমার সর্ববিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করিতে পারি।"[২]

তিনি আরও বলিয়াছেন যে অপরেও সাধন বলে ঐ ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত কথা স্মরণ করিতে পারে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাহার বহু দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। যথা, স্থবিরা সোণা বলিয়াছেন যে তাঁহার "দিব্ব-চক্খুং বিসোধিতং' ('দিব্যচক্ষু বিশোধিত হয়) অর্থাৎ বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ হয়। তাহাতে তিনি পূর্ব-নিবাসসমূহ জানিতে পারেন. "যত্থ মে বুসিতং পুরে" (অর্থাৎ যে সকল

১। ঐ, সড়ায়তন-সংযুত্ত (৩৫।৮৭।২৮ -) [৪ খণ্ড, ৫৯-৬০ পৃ], মজ্ঝিমনি, ছন্নোবাদসুত্তং (১৪৪)।

২। ঐ, [২ খণ্ড, ২১৩ পৃ], পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূৰ্বে তিনি নিবাস করিয়াছিলেন)।[১] অপর কোন কোন স্থবির ও স্থবিরাও সেইপ্রকার বলিয়াছেন।[২] বুদ্ধ কিংবা যে কোন অর্হত্ যেমন নিজের সমস্ত পূর্বজন্মের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তেমন অপর প্রাণী-গণেরও পূর্ব এবং ভাবী জন্মসমূহেরও জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রবাদ মতে

"ভগবান নিজের এবং অপরের অতীতও আদেশ করেন, অনাগতও আদেশ করেন, প্রত্যুত্পন্নও আদেশ করেন।

"কি প্রকারে ভগবান নিজের অতীত আদেশ করেন? ভগবান নিজের এক জন্ম জাতিও আদেশ করেন; দুই জন্মও (—তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পংচাশ জন্মও); শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (জন্ম); অনেক ও সংবর্তকল্পে, অনেক ও বিবর্তকল্পে, অনেক ও সংবর্ত-বিবর্ত-কল্পে (জন্মসমূহ) আদেশ করেন। আমি অমুক স্থলে ছিলাম এবং নাম, এবং গোত্র (-বর্ণ, আহার, সুখ-দুঃখ-প্রতিসংবেদী, আয়ু-পর্যংত)। সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থলে উত্পন্ন হই। তথায়ও আমি ছিলাম এবং নাম০। সেই আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উত্পন্ন হইয়াছি। এইপ্রকারে সাকার, স-উদ্দেশ অনেক বিহিত পূর্বনিবাস আদেশ করেন। এইপ্রকারে ভগবান নিজের অতীত আদেশ করেন।

"কি প্রকারে ভগবান অপরের অতীত আদেশ করেন? ভগবান অপরের এক জনমও আদেশ করেন, দুই জনমও০। এই প্রকারে ভগবান অপরের অতীত আদেশ করেন।

"ভগবান পাঁচশত জাতক ভাষণ করতঃ নিজের এবং অপরের অতীত

১। "তস্সা মে নিক্খমানায় দিব্ব-চক্খুং বিসোধিতং।
পূব্বে-নিবাসং জানামি যত্থ মে বুসিতং পুবে॥"
—(থেরীগাথা, ১০৪)

২। যথা দ্রষ্টব্য—
"সিক্খমানায় মে অয্যে দিব্ব চক্খুং বিসোধিতং।
পূব্বে-নিবাসং জানামি যত্থ মে বুসিতং পুবে॥"
—(ঐ, ৩৩০ (সুংদরী))
"পূব্বে-নিবাসং জানামি যত্থ মে বুসিতং পুবে"
—(থেরগাথা, ৯১৩ ১ (অনিরুদ্ধ)

আদেশ করেন ; 'মহাপদনীর-সুত্‌তংত' ভাষণ করতঃ নিজের এবং অপরের অতীত আদেশ করেন। 'মহা-সুদস্‌সনীর-সুত্‌তংত ০; 'মহা-গোবিংদ-সুত্‌তংত' ০; 'মহাদেব-সুত্‌তংত' ভাষণ করতঃ নিজের এবং অপরের অতীত আদেশ করেন।

ইত্যাদি।[১] ঐ পূর্বানুস্মৃতি এবং প্রাণীচ্যুতি-উত্‌পত্‌তি-জ্ঞান বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিদ্যার প্রথম দুই বিদ্যা,—অভিজ্ঞাসমূহের দুইটি।[২] ঐসকল হইতে মনে হয়, বুদ্ধ মানিতেন যে একই ব্যক্তির বহু জন্ম হয়। বহু স্থবিরা এবং স্থবির পরিষ্কার বলিয়াছেন যে তাঁহারা বহুবার জন্ম হইতে জন্মাংতরে সংসরণ করিয়াছেন। যথা, স্থবির মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলেন,

"যথাভুচ্চং অজানংতী সংসরীংহং অবিন্দসু।[৩]

'যথাভূত্যকে বিজ্ঞাত না হইয়া,—অবিদিত থাকিয়া আমি (জন্ম-জন্মাংতরে) সংসরণ করিয়াছিলাম।' স্থবিরা গুপ্‌তা বলিয়াছেন,

"অবিদ্বান সত্বগণ চিত্‌ত দ্বারা বংচিত হইয়া, মারের বিষয়ে রত হইয়া অনেক-জাতি-সংসারে সংধাবন করে।"[৪]

স্থবিরা অর্ধকাশী বলিয়াছেন

"না পুন জাতিসংসারং সংধাবেয়্য পুনপুনং।'[৫]

'আর আমাকে জাতি-সংসারে পুনঃ পুনঃ সংধাবন করিতে হইবে না।' স্থবিরা পটাচারা তাঁহার পুত্রশোককাতর শিষ্যগণকে সাংত্বনা দিতে বলেন,

তথা হইতে অযাচিত (ভাবে এখানে) আসিয়াছিল, তার এখান হইতে, অনুজ্ঞাত না হইয়াই গত হইয়াছে। কোথাও হইতে (এখানে) আগমন করিয়া, কতিপয় দিন বাস করিয়াছিল। আবার এখান হইতেও অন্যত্র গমন করিয়াছে। তথা হইতে (আবার) অপরত্র গমন করিবে।

১। চুল্লনিদ্দেশ, ৭৯-৮০ পৃ

২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"চুতিং যো বেদি সত্‌তানং উপপত্‌তিং চ সব্‌বসো।
অসত্‌তং সুগতং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।"
—(ধম্মপদ, ৪১৯ (২৬।৩৭))

৩। থেরীগাথা, ১৫৯ ৪। ঐ, ১৮৪ ৫। ঐ, ২৬

পরলোকে মনুষ্যরূপে সংসরণ করতঃ গমন করে। যথা আগত তথা গত হয়। তাহাতে পরিদেবনা কি?"[১]

স্থবির সেংড শিব বলেন,

"অনেক-জাতি-সংসারং সংধবিস্থাং অনিব্বিসং।

তস্স মে দুক্খ-জাতস্স দুক্খ-ক্খংধো অপরদ্ধো তি॥"[২]

'আমি অবিদিত থাকিয়া অনেক-জাতি-সংসারে সংধাবন করিয়াছি। দুঃখ-জাত সেই আমার দুঃখ-স্কংধ (এখন) অবরুদ্ধ হইয়াছে।' স্থবির গৌতম বলেন,

"আমি সংসরণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ নিরয়ে গমন করিয়াছি, প্রেতলোকে গমন করিয়াছি। আমি অনেকবারই তির্যক যোনিসমূহে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছি এবং দুঃখ-ভোগ করিয়াছি; মনুষ্য-ভবও লাভ করিয়াছি; কখন কখন স্বর্গেও গমন করিয়াছি।" ইত্যাদি।[৩]

স্থবির মহাকপ্পিন বলেন,

"জাতা জাতা মরংতীধ এবংধম্মা হি পাণিনো।"

'ইহসংসারে প্রাণীগণ নিশ্চয় এবংধর্মী—বার বার জন্মে এবং মরে।'

এখানেও দেখা যায়, একই সত্ব জন্ম-জন্মাংতরে সংধাবন, সংসরণ করে। ঐ বিষয়ে গর্ভ হইতে গর্ভাংতরে গমনের উল্লেখ ও বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা কথিত হইয়াছে যে বুদ্ধ কোন সময়ে তাহার নিজের সংবংধে বলেন,

"আমি বৃষভের ন্যায় বংধনসমূহকে ছিন্ন করিয়াছি; হস্তির ন্যায় পূতিলতাকে দলিত করিয়াছি। (সুতরাং) আমি পুনঃ গর্ভশয্যায় উপস্থিত হইব না।"[৪]

কলহাভিরত এবং মোহাবিষ্ট ভিক্ষু সংবংধে তিনি বলেন,

"বিনিপাতং সমাপন্নো গব্ভা গব্ভং তমা তমং।

স বে তাদিসকো ভিক্খু পেচ্চ দুক্খং নিগচ্ছতি॥"[৫]

১। থেরীগাথা, ১২৯-১৩০ ২। থেরগাথা, ৭৮ ৩। ঐ, ২৫৮-

৪। ঐ, ৫৫৩২

৫। সুত্তনিপাত, ২৭৮ (ধম্মচরিয-সুত্ত, ৫); আরও দ্রষ্টব্য ঐ, ৩৭৮-৮২ (সল্ল-সুত্ত, ৫-৯)।

তাদৃশ সেই ভিক্ষু প্রেত্য নিশ্চয় বিনিপাত সমাপন্ন হইয়া, গর্ভ হইতে গর্ভান্তরে, অন্ধকার হইতে অন্ধকারে (প্রবেশ করিয়া) দুঃখ প্রাপ্ত হয়।' রাষ্ট্রপাল স্থবির বলিয়াছেন,

উপেতি গব্ভং চ পরং চ লোকং
সংসারমাপজ্জ পরংপরায়।
তস্স অপ্প-পঞ্ঞো অভিসদ্দহংতো
উপেতি গব্ভং চ পরং চ লোকং।।' ১

'পরংপরায় সংসারকে আপন্ন হইয়া (ইহলোক হইতে) পরলোকে গমন করে এবং (পরলোক হইতে ইহলোকে) গর্ভে আগমন করে। সেই অল্প প্রজ্ঞ (ভিক্ষু) অভিসংধাবন করতঃ (ইহলোক হইতে) পরলোকে গমন করে, এবং (পরলোক হইতে ইহলোকে) গর্ভে আগমন করে।' স্থবির বেলট্‌ঠ-কানি বলেন,

"পুনপ্পুনং গব্ভমুপেতি মংদো তি' ২
'মংদ পুনঃ পুনঃ গর্ভে গমন করে।'

বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিবৃত হয় যে দেবদত্তের এবং বোধিসত্ত্বের বহু পূর্ব-জন্মজন্মান্তরে সমাগম হয়। মিলিন্দ তাহার উল্লেখ করেন। তখন নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ। বোধিসত্ত্বের কেবল দেবদত্ত্বেরই সহিত সমাগম হইয়াছিল, এমন নহে। স্থবির শারিপুত্রও, হে মহারাজ। অনেক শত-সহস্র জন্মসমূহে বোধিসত্ত্বের পিতা ছিলেন মহাপিতা ছিলেন, চুল্লপিতা ছিলেন, ভ্রাতা ছিলেন, পুত্র ছিলেন, ভাগিনেয় ছিলেন, মিত্র ছিলেন। হে মহারাজ। সত্ত্বকায়-পর্যাপন্ন সকলেই সংসার-স্রোতের অনুগত, সংসার-স্রোত দ্বারা বাহিত হইয়া অপ্রিয়েরও সহিত, প্রিয়েরও সহিত, সমাগত হয়। হে মহারাজ। যেমন উদক-স্রোত দ্বারা বাহিতমান হইয়া শুচি ও অশুচির, কল্যাণ ও পাপের সহিত সমাগম হয়, তেমনই, হে মহারাজ। সত্ত্বকায়-পর্যাপন্ন সকলেই সংসার-স্রোতের অনুগত, সংসার-স্রোত দ্বারা বাহিত হইয়া অপ্রিয়েরও সহিত প্রিয়েরও সহিত সমাগত হয়। হে মহারাজ। যক্ষ দেবদত্ত

১। থেরগাথা, ৭৮২ ২। থেরগাথা, ১০১

নিজেকে সমভাবে অধর্মের পর অধর্মে নিযোজিত করিয়া সপ্তপংচাশ বর্ষ-কোটি এবং ষষ্টি বর্ষশত-সহস্র মহানিরয়ে পঁচিয়াছিলেন। আর যক্ষ বোধি-সত্ত্ব নিজেকে সমভাবে ধর্মে নিযোজিত করিয়া সপ্ত-পঁচাশ বর্ষকোটি এবং ষষ্টিবর্ষ-শত-সহস্র স্বর্গে সর্বকাম-সমংগী হইয়া মুদিত হইয়াছিলেন। আরও হে মহারাজ। এই ভবে দেবদত্ত অনাসাদনীয় বুদ্ধকে আসাদন করিয়া সমগ্র সংঘকে ভেদ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করেন; (আর) তথাগত সর্বধর্মকে বুঝিয়া উপাধি সংক্ষয়ে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।"[১]

বুদ্ধ বলেন তাঁহার এই জ্ঞান, দর্শন উত্পন্ন হয় যে "ইহা (আমার) অংতিম জন্ম, এখন পুনর্ভব হইবে না।" তাহা হইতে তিনি বলেন যে তিনি "অংতিমদেহধারী"।[২] অপর কোন কোন ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীও নিজের সংবংধে এই প্রকার বলিয়াছেন। যথা, ভিক্ষু কুমারকাশ্যপ বলেন,

"অসংখ্য কল্পসমূহে সত্-কায়াদিগত আছি এই সমুচ্ছ্রয় (=দেহ) উহাদের পশ্চিমক, চরম। ইদানীং জাতি-মরণ সংসার নাই, পুনর্ভব নাই।"[৩]

ভিক্ষু বট্ট বলেন,

"দুঃখ পর্যংতকৃত হইয়াছে। এই সমুচ্ছ্রয় অংতিম। ইদানীং জাতি-মরণ-সংসার নাই, পুনর্ভব নাই।"[৪]

ভিক্ষুণী জংতি এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলেন,

"সেই ভগবান আমার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। এই সমুচ্ছ্রয় অংতিম। জাতি-মরণ-সংসার বিক্ষীণ হইয়াছে। পুনর্ভব ইদানীং নাই।"[৫]

অপর কোন কোন ভিক্ষুনী বলিয়াছেন,

"ধারেহি অংতিমং দেহং জেত্বা মারং সবাহনং।"[৬]

১। মিলিংপ্রশ্ন, [ট্রেংকনের সং, ২০৪-৫ পৃ]।

২। "অহমস্মি ভিক্খো ব্রাহ্মণো...অংতিম-দেহ-ধারো ।"

—(ইতিবুত্তক, ১০০)

কোন কোন জাতকেও তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা দ্রষ্টব্য তিত্থ-জাতক (২৫), লোসক জাতক (৪১), ইত্যাদি।

৩। থেরগাথা, ২০২ (পূর্বে.. পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৪। থেরগাথা, ৩৩৯

৫। থেরীগাথা, ২২ (জংতি), ১৬০ (মহাপ্রজাপতি গৌতমী)।

৬। থেরীগাথা, ৭-২ (অন্যতরা ধীরা), ১০.২ (উপশমা), ৫৬.২ (শুক্রা)।

-সমাহৃত ধাতুকে জয় করিয়া আমি অংতিম দেহ ধারণ করিতেছি।' 'সংযুত্ত-নিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে বুদ্ধ বলেন যে অর্হৎমাত্রেই,

"স্কন্ধ-পর্যন্তে স্থিত, ধাতু-পর্যন্তে স্থিত, আয়তন-পর্যন্তে স্থিত, গতি-পর্যন্তে স্থিত, উৎপত্তি-পর্যন্তে স্থিত, প্রতিসন্ধি-পর্যন্তে স্থিত, ভব-পর্যন্তে স্থিত, সংসার-পর্যন্তে স্থিত, বর্ত-পর্যন্তে স্থিত, অংতিম-ভবে স্থিত, অংতিম-সমুচ্ছ্রয়ে স্থিত; অংতিম-দেহ-ধর।"[১]

'ধম্মপদে' আছে,

"যে নিষ্ঠাগত, অসংত্রাসী, বীততৃষ্ণ, এবং অনিংগণ, সে ভব-শল্য-সমূহকে উচ্ছেদকারী। ইহা (তাহার) অংতিম সমুচ্ছ্রয়।

"যে বীততৃষ্ণ, অনাদান, নিরুক্তি-পদ-কোবিদ, এবং অক্ষর সমূহের পূর্বাপর সন্নিপাত জানে, সে নিশ্চয় অংতিম শরীর, মহাপ্রাজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়।"[২]

একই জীবের বহুভবের এবং অংতিম জন্মের, বহু গর্ভ-শয়নের এবং অংতিম গর্ভ-শয়নের তথা অংতিম দেহের উল্লেখ হইতে অনায়াসে পরিষ্কার বুঝা যায় যে একই সত্ত্ব জন্মজন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন শরীরসমূহ ধারণ করে। "প্রতিসন্ধি-পর্যন্তে"র উল্লেখ তাহাকে আরও দৃঢ় করে।

একই জীবের বহু কল্প পর্যন্ত বহু বহু জন্মের এবং "অংতিম ভব, অংতিম নিকেত, অংতিম সমুচ্ছ্রয়, অংতিম আত্ম-ভাব-প্রতিলাভে"র উল্লেখ 'দিব্যাবদানে'ও আছে।[৩] কুমার রূপাবত সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে তিনি উৎপলাবতী রাজধানীতে রাজা নির্বাচিত হন। অনন্তর তিনি ৩০ বৎসর রাজ্য করেন। ধর্মানুসারে রাজ্য করতঃ কালগত হন।

"রাজ্য ভেদাৎ তস্যামেবোৎপলাবত্যাং রাজধান্যামন্যতমস্য শ্রেষ্ঠিনো গৃহপতেরগ্রমহীষ্যা কুক্ষাবুপপন্নঃ। সা পূর্ণানামষ্টানাং বা নবানাং বা মাসানামত্যয়াদ্দারকং জনয়তি ..."

সেই নাশ হইলে ঐ উৎপলাবতী রাজধানীতেই অন্যতম শ্রেষ্ঠী গৃহপতির

১। সংযুত্তনিকায় [৪ খং, ১৭২ পৃঃ]; মহানিদ্দেশ, ১১৬ [১ খং, ২১-২ পৃঃ]।
২। ধম্মপদ, ৩৫১-২ (২৪।১৮-৯)
৩। যথা দ্রষ্টব্য—দিব্যাবদান, রূপাবত্যবদান (৩২) [৪৭০ পৃ] (পরে দ্রষ্টব্য), চন্দ্রপ্রভবোধিসত্ত্বাবদান (২২ [৩০০ পৃঃ] (পরে দ্রষ্টব্য); ইত্যাদি।

অগ্রমহিষীর গর্ভে উত্পন্ন হন। উনি পূর্ণ আট কিংবা নয় মাস ব্যতীত হইলে পুত্র প্রসব করেন।·· ১। ঐ পুত্রের নাম চংদ্রপ্রভ রাখা হয়। ঐ চংদ্রপ্রভ কালগত হইয়া ঐ উত্পলাবতী রাজধানীতে "এক ব্রাহ্মণ মহাশালের অগ্রমহিষীর কুক্ষিতে উত্পন্ন হয়।" ইত্যাদি।[২]

'নাগসেন অবদানে' বিবৃত আছে যে কোন সময়ে পক্ষীরাজ সুপর্ণ এক নাগকুমারকে লইয়া সুমেরু পর্বতের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। ঐ পর্বতে কতিপয় ভিক্ষু ধ্যানাধ্যয়নযোগমনসিকার-যুক্ত হইয়া বিহার করিতেছিলেন। উঁহাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া নাগকুমারের "চিত্ত অতি প্রসন্ন হইল। (সে) প্রসাদজাত হইয়া সংলক্ষণ করিল যে 'এই আর্যগণ এবংবিধ দুঃখ হইতে নিশ্চয় মুক্ত।' (সে তথা হইতে) চ্যুতও কালগত হইয়া বারাণসীতে ষট্কর্মনিরত ব্রাহ্মণকুলে জাত·· হয়।" অনংতর কাশ্যপ সম্যক্-সংবুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া অর্হত্ব সাক্ষাত্কার করে। "তিনি (একদিন) সংলক্ষণ করিলেন,—আমি কোথা হইতে চ্যুত? তির্যকদিগের মধ্য হইতে। কোথায় উত্পন্ন? মনুষ্যদিগের মধ্যে। আমার মাতাপিতা কোথায়? দেখিলেন যে তাহারা নাগভবনে কাঁদিতে কাঁদিতে অবস্থিত আছেন।" তিনি উহাদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহারা কেন কাঁদিতেছে? উহারা উত্তর করিল যে উঁহাদের পুত্র পক্ষীরাজ সুপর্ণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে "অহমেবাসৌ" (অর্থাত্ 'আপনাদের ঐ পুত্র আমিই')।[৩]

১। দিব্যাবদান, রূপাবতী-অবদান (৩২) [৪৭৪ পৃঃ] ২। ঐ, ঐ, [৪৭৬ পৃঃ]

৩। দিব্যাবদান, নাগকুমারাবদান (২৪) [৩৪৪-পৃঃ]।

'পাংশুপ্রদানাবদনে' (২৬) বিবৃত আছে যে জনৈক ভিক্ষু, মুক্তিলাভের পূর্বে মৃত্যুকে আসিতে দেখিয়া, ভীষণ রোদন করিতে থাকেন। তাঁর ঐ অবস্থা দেখিয়া "শোকার্ত ও বাষ্পকংটক সংবৃত্ত" হইয়া অপর এক ভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতেছেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করেন, 'শরীরের বিনাশ হইতেছে বলিয়া আমি শোক করিতেছি না। পরংতু তাহাতে মোক্ষধর্মের অংতরায় হইতেছে বলিয়াই আমি শোক করিতেছি।' সাতদিন পরে অর্হত্ব লাভ করিয়া তিনি বলেন;

"ইদমালংবনং প্রাপ্তং চারকে বসতা ময়া।
যমাশ্রিত্য তরিষ্যামি পারং অদ্য ভবোদধেঃ॥" [৩৭৭ পৃঃ]

'চারকে নিবাসকারী মত্কর্তৃক এই (শরীররূপ) আলংবন প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করতঃ আমি অদ্য ভবসাগরের পারে উত্তীর্ণ হইব।' ইহা হইতেও সিদ্ধ হয় যে একই ব্যক্তি জন্মজন্মাংতর পরিগ্রহণ করে এবং জন্মে জন্মে ভিন্ন শরীর ধারণ করে।

'জাতকে' বিবৃত আছে যে সাকেত নগরের এক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেন যে উনি অতীতকালে পর পর ৫০০ জন্ম ধরিয়া তাঁহার পিতা, ৫০০ জন্ম তাঁহার কাকা এবং ৫০০ জন্ম তাঁহার পিতামহ ছিলেন, ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রী পর পর ৫০০ জন্মে তাঁহার মাতা, ৫০০ জন্মে তাঁহার কাকী এবং ৫০০ জন্মে তাঁহার পিতামহী ছিলেন। এইরূপে তিনি ১৫০০ জন্ম ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা এবং ১৫০০ জন্ম ঐ ব্রাহ্মণী দ্বারা পালিত-পোষিত হইয়াছিলেন।[১] অপর এক জাতকে আছে, শ্রাবস্তীনিবাসী এক অতি ধনীর ছোট পুত্র তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, 'স্বর্গের দ্বার' কি? শ্রেষ্ঠী বালককে লইয়া বুদ্ধের নিকটে গিয়া ঐ কথা নিবেদন করেন। বুদ্ধ বলেন যে ঐ কুমার পূর্বজন্মেও তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিল এবং তিনি উহাকে তাহা বলিয়াছিলেন। সুতরাং সে পূর্বজন্মেই ঐ প্রশ্নের উত্তর জানিত, পরন্তু সে জন্মান্তরে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।[২] এই সকল হইতে বুঝা যায় যে 'জাতকে'রও সিদ্ধান্ত এই যে একই ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ করে।

'মিলিন্দপ্রশ্নে' ইহাও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে জীবমাত্রই যে মৃত্যুর পর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে তাহা নহে। মৃত্যুর সময়ে যে সোপাদান থাকে, সক্লেশ থাকে তাহাকেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; আর যে অনুপাদান থাকে, নিষ্ক্লেশ থাকে, তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।[৩]

'মণিমেখলৈ' নামক সুপ্রসিদ্ধ তামিল কাব্যে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায়,[৪] তাহাতে বোধ হয় যে উহাতে জীবের জন্মান্তর হয় বলিয়া মানা হইত। যথা, উহার এক স্থলে আছে

"দেবী পুনর্বার বলেন, কাহারও প্রাণ যখন শরীর হইতে নির্গত হয়,

১। সাকেত-জাতক (৬৮) 	২। অতুল্যসম্ভার-জাতক (৮৪)

৩। মিলিন্দপ্রশ্ন (ট্রেংকনের সং, ৩২ ও ৪৮-৯ পৃঃ]।

৪। Dr S Krishnaswami Iyangar, *Manimekhalai in its Historical Setting*. ডক্টর আয়েংগারের মতে উহা বৌদ্ধ ধর্মের সৌত্রান্তিক রূপই, মহাযান বৌদ্ধধর্ম,—শূন্যবাদ কিংবা বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক মত, কিংবা যোগাচার মত, নিশ্চয় নহে। (দ্রষ্টব্য—p 85; আরও দ্রষ্টব্য—Introd p xxvii, pp 79, 101); এমন কি সর্বাসিদ্ধি মতও নহে। (p 83)

তখন উহার কর্মসমূহের গতি অনুসরণ করে এবং ক্ষিপ্রই অপরদেহে গমন করে। এই বিষয়ে ক্বচিত্ কোন সংদেহ হইতে পারে।"[১]

অন্যত্র আছে,

"তুমি এই সত্যকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে পার যে কর্মসমূহের ফল অনিবার্য এবং যাহারা মরে, তাহারা অবশ্যই অপরিহার্যরূপে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিবে।"[২]

বৌদ্ধাচার্য অররণ অডিগল ঐ বিষয়ে নাটকের অভিনেতার এক বেশ পরিবর্তন করিয়া অন্য বেশে রংগভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টাংত দেন। মারবী এবং সুতমতীকে তিনি বলেন যে উহারা পূর্বজন্মে বিরৈ এবং তিরৈ নামে দুই বোন ছিল; মৃত্যুর পর "তোমরা দুইজনে পুনরায় ইহলোকে আসিয়াছ, যেমন নাটকের অভিনেতাগণ নূতন বেশে (রংগভূমিতে পুনঃ আসে)"[৩] তিনি ঐ বিষয়ে সূর্যের অস্ত গমনের এবং পুনরুদয়ের দৃষ্টাংতও দেন। কেননা, তিনি বলেন যে, প্রাণত্যাগের পরে, "অপুত্র সারকম্-ভূমিতে দেশের রাজার গাভী হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, ঠিক যেমন সূর্য পূর্বদিকে উদয় হইয়া অংধকারকে বিনাশ করে এবং পশ্চিম দিকে গিয়া আপন আলোক পরিত্যাগ করে, কেবলমাত্র পূর্বদিকে পুনঃ উদয় হইবার জন্য।"[৪]

মৃত্যু এবং পুনর্জন্মকে সাধুরন জাগ্রত্ এবং নিদ্রার, তথা গৃহ পরিবর্তনের, সংগে তুলনা করিয়াছেন।

"... .যাহারা জন্মে, তাহাদের মৃত্যু এবং যাহারা মরে, তাহাদের জন্ম প্রকৃতপক্ষে জাগ্রত্ এবং নিদ্রার ন্যায় ঘটনা..... ।" (তাহা শুনিয়া নাগরাজ ক্রোধে হাসিয়া ওঠেন এবং ঘৃণাপূর্ণভাবে বলেন, 'আপনি আমাদিগকে বলিতেছেন যে, যে প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করে, উহা অন্যরূপ গ্রহণ করে এবং অপর দেহে প্রবেশ করে। প্রাণ কি প্রকারে এক দেহ হইতে অপর

১। ঐ, p 127   ২। ঐ, p 165

৩। ঐ, p. 141   ৪। ঐ, pp. 147-8; আরও দ্রষ্টব্য

"..... he appeared again on earth, as the Rishi predicted, he came into existence like the very Buddha himself on the full moon of the month of Vaisāka...due to the appearance of Aputra in another birth and directed them to the sage Aravana for further details of his history". (ঐ)।

(দেহে) গমন করে, তাহা আপনি ব্যাখ্যা করিবেন কি? তাহাতে কিংচিত্‌মাত্রও বিচলিত না হইয়া সাধুবন উত্তর করেন, 'প্রাণ যখন শরীরে থাকে, তখন উহা (শরীর) যাহা ঘটে তাহা অনুভব করে; (আর) প্রাণ যখন শরীরকে পরিত্যাগ করে, তখন সেই একই শরীর কোন বেদনা, এমনকি যখন উহাতে অগ্নি সংযোগও করা হয় তখনও, অনুভব করে না। ইহাতে তুমি জান যে এক বস্তু, যাহা শরীরে ছিল, উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রত্যেকেই জানে যে কেহ যখন তাহার (নিবাস-) স্থান ছাড়িয়া যায়, তখন সে অত্যাবশ্যকই অপর কোথাও থাকিবে। তুমি স্বপ্নে অনুভব কর যে প্রাণ শরীরকে এখানে ছাড়িয়া বহু যোজন দূরে গমন করিতে পারে। তাহাতে তুমি বুঝিতে পার যে প্রাণ যখন শরীরকে এখানে ছাড়ে, উহা অপর একটিতে, এমন কি বহুদূরে গমন করে।"[১]

এক স্থলে আছে,

'Felt herself as strangely placed as a soul in a new birth.'[২] 'নিজেকে তেমন অপরিচিতরূপে স্থাপিত অনুভব করিতে লাগিল, যেমন আত্মা নূতন জন্মে।'

১। *Manimekhalai*, pp 151-2
২। ঐ, p 131

ধার্মিক সিদ্ধাংত

চৈত্য পূজা

রূপাংতরিত ভাগবতধর্মের পাংচরাত্রাদি কোন কোন শাখায ধার্মিক অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে মূর্তিপূজাকে,—ভগবানের মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, উঁহার জন্য মংদির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, এবং উঁহার নিত্যনৈমিত্তিক পূজাকে মুখ্যতা দেওযা হয।

রূপাংতরিত বৌদ্ধধর্মের কোন কোন শাখাযও বুদ্ধের চৈত্য কিংবা মূর্তি নির্মাণকে এবং উঁহার পূজাকে সেইপ্রকার মুখ্যতা দেওযা হইতে থাকে। যথা, 'দিব্যাবদানে' বিবৃত হইযাছে যে মগধের সম্রাট অশোক তাঁহার "প্রজাগণের হিতার্থ" তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র বুদ্ধের ধাতুগর্ভচৈত্য,—যাহা 'ধর্মরাজিকা' নামে অভিহিত হয, স্থাপন করেন। তিনি সর্বসমেত চুরাশী হাজার ধর্ম-রাজিকা স্থাপন করেন।[১] যে যে স্থান বুদ্ধ কর্তৃক অধ্যুষিত হইযাছিল, সেই সেই স্থলকে তিনি "অর্চনা করেন". এবং পরাক্কালীন জনগণকে "অনুগ্রহার্থ", "অনুকংপার্থ" তথায স্মৃতি চিন্হসমূহ স্থাপন করেন।[২] বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যগণেরও "শরীর পূজা" তিনি করেন, উঁহাদিগের স্তূপে গিযা উঁহাদিগকে "অর্চনা করেন"।[৩]

"বোধি (বৃক্ষের) প্রতি তাঁহার 'এখানে ভগবান কর্তৃক অনুত্তর সম্যক্ সংবোধি অভিসংবুদ্ধ হইযাছিলেন' ভাবিযা বিশেষ শ্রদ্ধা উত্পন্ন হয।"[৪] উঁহাকে দর্শন করিযা তিনি বুদ্ধানুস্মৃতি দ্বারা এত আবিষ্ট হইতেন যে তিনি মনে করিতেন যে তাঁহার স্বযং বুদ্ধেরই দর্শন হইল।

"দৃষ্টবানহং তং দ্রুমরাজমূলং
জানামি দৃষ্টোঽহস্তু মযা স্বযংভূঃ॥"[৫]

১। দিব্যাবদান, ৩৭৯ পৃঃ   ২। ঐ, ৩৮৯ পৃঃ

৩। ঐ, ৩৯৪ পৃঃ। আরও দ্রষ্টব্য—
"অথ রাজা স্থবিরাণাং স্তূপার্চনং কৃত্বা" (ঐ, ৩৯৭ পৃঃ)।

৪। দিব্যাবদান, ৩৯৭ পৃঃ

৫। ঐ, ৩৯৮ পৃঃ। অতিবৃদ্ধ স্থবির পিংডোলভরদ্বাজকে,—যিনি বুদ্ধকে প্রত্যক্ষ

বোধিবৃক্ষের প্রতি অশোকের ঐ অত্যধিক রতি তাঁহার অগ্রমহিষী তিষ্য-রক্ষিতার মনে ঈর্ষা উদ্রিক্ত করে, এবং তাহাতে তিনি উহাকে ধ্বংস করিতে প্রচেষ্টা করেন। উহা শুকাইতে আরম্ভ করে। তাহা শুনিয়া অশোক মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে রাজা রোদন করিতে করিতে বলেন,

"নাগক্রমে চৈব গতে প্রণাশং
প্রাণাঃ প্রযাস্যন্তি মমাপি নাশম্।"[১]

'নাগক্রম প্রণাশ প্রাপ্ত হইলে প্রাণও নিশ্চয় নাশ প্রাপ্ত হইবে।'

অশোক এক পংচবার্ষিক উৎসব প্রচলিত করেন। প্রতি পংচম বর্ষে উহা সংপন্ন হইত। উহাতে তিনি "উভয় সৎকারদ্বয়" করিতেন—(১) সহস্র কলশ গংধোদকদ্বারা বোধিবৃক্ষকে স্নপন এবং (২) ভিক্ষুসংঘকে সৎকার। তিনি সুবর্ণ, রৌপ্য, বৈদূর্য এবং স্ফটিক দ্বারা এক সহস্র কলস নির্মাণ করান। তিনি সমস্ত ভিক্ষুগণকে নিমংত্রিত করিয়া একত্রিত করিতেন। অনংতর অশোক 'বুদ্ধ স্মৃতি প্রতিবোধিত' হইয়া সহস্র কলস গংধোদক দ্বারা বোধি-বৃক্ষকে স্নপন করাইতেন। স্নপনের পর তিনি গংধ, পুষ্প, প্রভৃতির দ্বারা উঁহাকে পূজা করিতেন। অনংতর তিনি ভিক্ষুসংঘকে অন্নপানাদির দ্বারা সৎকার করিতেন।[২]

'মহাবস্তু'তে নৃত্য, গীত, বাদিত্র, মাল্য, প্রভৃতির দ্বারা বুদ্ধের স্তূপের পূজার এবং তাহার সুমহান ফলের উল্লেখ আছে। কথিত হইয়াছে যে, স্তূপে রত্নখচিত ছত্রদান করিলে বহু কল্প পর্যংত দুর্গতি লাভ হয় না।[৩] সর্বপ্রাণীর হিতের জন্য বোধিলাভার্থ প্রণিধান করিয়া যে বুদ্ধের স্তূপের প্রদক্ষিণা করে, সে অতি পুণ্যবান, স্মৃতিমান ও যশস্বী হয়, সর্বত্র পূজিত হয়। স্তূপের প্রদক্ষিণ করিয়া মনুষ্য ইহলোকে রাজা, রাজচক্রবর্তীও হইতে পারে, আর পরলোকে যে কোন দেবতা—যথা দেবরাজ ইংদ্র, সুযামদেব, তুষিতদেব,

দর্শন করিয়াছিলেন এবং উঁহার সংগে সংগে কিছুকাল বিহারও করিয়াছিলেন—দর্শন করিয়াও অশোক বলেন,

"বুদ্ধদর্শনাদ্ভবতি দৃষ্টোঽস্য ভগবান্" (দিব্যাবদান, ৪০০ পৃঃ)।

১। দিব্যাবদান, ৩৯৮ পৃঃ। ২। দিব্যাবদান, ৩৯৮-, ৪০৩ দ্রষ্টব্য।

৩। মহাবস্তু, সেনার্ট সংপাদিত, ১ খণ্ড, ২৬৭-৮ পৃঃ।

ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে পারে। স্তূপকে মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিলেও সেই ফল লাভ হয়।[১]

উহার মতে, স্তূপ পূজার ফলে মানুষ এমনকি নির্বাণও লাভ করিতে পারে। যথা, কথিত হইয়াছে যে পরিনির্বৃত বুদ্ধের স্তূপে শ্বেত ছত্র দানের ফলে, মনুষ্য

"দেবানামুত্তমঃ ভূত্বা মনুষ্যাণাং চ উত্তমো।
তং ভবং চ বিজহিত্বান আগত্বা পশ্চিমং ভবং।
সংবুদ্ধো পি প্রজায়াসি ঋষি ক্ষীণপুনর্ভবো॥"[২]

'দেবগণের শ্রেষ্ঠ কিংবা মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ হইয়া, সেই জন্ম পরিত্যাগ করতঃ পরের জন্মে আসিয়া ক্ষীণপুনর্ভব (অর্থাৎ) যাহার পুনর্ভব ক্ষয় হইয়াছে, (তেমন) ঋষি, সংবুদ্ধও প্রজাত হয়।'

এষা চান্যা চ যা পূজা বুদ্ধমুদ্দিশ্য ক্রিয়তে।
সর্বা অবংধ্যা সকলা ভবতি অমৃতোপগা॥"[৩]

'ইহা (শ্বেতছত্রদান), তথা অপর যে সমস্ত পূজা বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া কৃত হয়, তৎসমস্তই, অবংধ্য, সফল হয়;—অমৃতোপগামী হয়।' 'জিনচৈত্য-সমূহে ধূপগংধ প্রদান করিয়া"

"বিশুদ্ধচিত্ত, বিমল, বিধূতপাপ, শাংত, প্রশাংত ও পরমশমযুক্ত হয়। অযুত শতকোটি কল্প বিচরণ করতঃ অদীনচিত্ত হইয়া অতুল্য বোধি লাভ করে। (অনংতর) সর্বলোকে নানারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অযুত সহস্র কোটি প্রাণীগণকে অশোক পরমমার্গে স্থাপন করতঃ পশ্চাৎ ইতরজ এবং নিষ্ক্লেশ হইয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়।"[৪]

"স্তূপে গংধানুলেপন দানকারী রাজা হয়,—শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্তী হয়; কিংবা পুণ্যবান শ্রেষ্ঠী, অমাত্য বা গৃহপতি হয়; প্রভংকর ধর্মস্বামী বুদ্ধও হয়,"।[৫]

"যে চৈত্য হইতে জীর্ণ পুষ্প অপনয়ন করে, সে বুদ্ধ হয়; সহসার্থবাহ, অনংত-তেজস্বী ও বহু পূজনীয় হয়; অলংকৃত ও বিশুদ্ধকায় হয়।"[৬]

১। ঐ, ২ খং, ৩৬২- পৃঃ
২। ঐ, ১ খং, ২৬৮-৯ পৃঃ
৩। ঐ, ১ খং, ২৬৯ পৃঃ
৪। মহাবস্তু, সেনার্ট সংপাদিত, ২ খং, ৩৭৫ পৃঃ।
৫। ঐ, ২ খং, ৩৮৯ পৃঃ
৬। ঐ, ২ খং, ৩৯৩ পৃঃ

'মহাবস্তু', ২৬৩ খ্রীষ্টাব্দোপকালে সম্রাট অশোকের সময়ে সংকলিত হয়। উহা লোকোত্তর বাদীদিগের গ্রন্থ,—উঁহাদের বিনয়পিটকের প্রথম ভাগ। চৈত্য পূজাকে বিশেষ প্রাধান্য দিতেন বলিয়া লোকোত্তরবাদীগণ 'চৈত্যক' বলিয়াও খ্যাত হন।[১]

ধাতুগর্ভ স্তূপ কিংবা প্রতিমা নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে নির্বাণ লাভ হইতে পারে—এই বিশ্বাস বৌদ্ধধর্মে, কিংবা উহার কোন কোন রূপান্তরিত শাখায়, পরে পরেও প্রচলিত ছিল, দেখা যায়। যথা, মথুরায় প্রাপ্ত এক খণ্ডিত প্রস্তর মূর্তির পাদপীঠের লেখে (মহারাজ দেব-পুত্র কনিষ্কের রাজ্যকালের ১৪শ বৎসরে উৎকীর্ণ) আছে,[২]

"ভগবতো পিতামহস্য সম্মা-সংবুদ্ধস্য স্বমতস্য দেবস্য পূজার্থং প্রতিমাং প্রতিষ্ঠাপয়তি সর্বদুঃখপ্রহাণার্থং"

'সর্ব দুঃখের প্রহাণের অভিপ্রায়ে স্বমতের দেবতা ভগবান পিতামহ সম্যক্ সংবুদ্ধের পূজার জন্য প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছে।' তক্ষশিলার সন্নিকটে কলবানে প্রাপ্ত, ১৩৪ বিক্রমসংবতের (=৭৭ খ্রীষ্টাব্দের) এক তাম্রলিপিতে দেখা যায়, সর্বজন যাহাতে পূজা করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে স্তূপে (বুদ্ধের) শরীর রক্ষা করিয়া, অর্থাৎ ধাতুগর্ভ স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাণ লাভের আশা করিয়াছেন ("নিব্বাণস্স প্রতেযে হোতু")।[৩] অপর এক লেখে দেখা যায়[৪] স্তূপে শরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিষ্ঠাতা এই কামনা করিয়াছেন যে, উহা

"সর্বসত্ত্বন নির্বাণ-সংভারে ভবতু বনস্য অগ্রি প্রচয়"

সর্বসত্ত্বগণের নির্বাণ-সংভারার্থক হউক, (এবং) তাদের অগ্রিম প্রচয় (হউক)।'

১। N Dutt, Early Mon Bud II, pp 51, 105

২। R D Sahni, "Mathura Pedestal Inscription of the Kushāna year 14" *Epi Ind xix* pp 96-7

৩। Sten Konow, 'Kalawan Copper-plate Inscription of the year 134" *Epi Ind*, *XXI* (1931-2) pp 251-9

৪। Sten Konow, "Hidda Inscription of the year 28", *Epi Ind*, *XXIII* (1935-6), pp 35-42.

পালি নিকাযের মতে, চৈত্যর শরণ কিংবা পূজা দ্বারা দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হয়।[১] 'ধম্মপদে'ও তাহার উল্লেখ আছে।[২]

পূর্বে প্রদর্শিত হইযাছে যে চৈত্য-পূজা প্রথম প্রথম বিশেষভাবে ভক্ত গৃহীদিগেরই মধ্যে প্রচলিত ছিল, নির্বাণকামী ভিক্ষুদিগের মধ্যে নহে। পরংতু পরে পরে ভিক্ষুগণও প্রত্যহ চৈত্য-পূজা করিতে আরংভ করেন। যথা, 'মিলিংদপ্রশ্নে' উক্ত হইযাছে যে "অর্হত্বকে সাক্ষাত্কার করিতে" যোগীকে যে সকল গুণ সমন্বাগত হইতে হইবে, উহাদের একটি এই,—

"এবমেব খো মহারাজ যোগিনা যোগাবচরেণ কালেন সমযেন এব চেতিযগণং সম্মাজ্জিত্বা পানীযং পরিভোজনীযং উপট্ঠাপেত্বা শরীরং পটিজগ্গিত্বা নহাযিত্বা চেতিযং বংদিত্বা বুদ্ধানং ভিক্খুনং দস্সনায গংত্বা কালেন সমযেন সুঞ্ঞাগারং প্রবিসিবরং।"[৩]

অর্থাত্ প্রত্যহ চৈত্যকে সংমার্জন এবং বংদনা করিতে হইবে। 'জাতকে' বিবৃত হইযাছে যে শারিপুত্রের পরিনির্বাণের পরে তাঁহার শংখবর্ণ ধাতুসমূহকে হাতে লইযা বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সংবোধন করিযা বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ। মহাপ্রজ্ঞের ধাতুসমূহকে .... ঐ বীতরাগ জিতেংদ্রিয, নির্বাণপ্রাপ্ত শারিপুত্রকে বংদনা কর। ঐ অনুকংপক, জিতেংদ্রিয কারুণিক, নির্বাণগত, নির্বাণপ্রাপ্ত শারিপুত্রকে বংদনা কর।" ইত্যাদি।

বুদ্ধ শারিপুত্রের ধাতুসমূহকে গর্ভে রাখিযা এক চৈত্য নির্মাণ করান। ঐ ধাতুসমূহকে লক্ষ্য করিযা ভিক্ষুগণ ঐ চৈত্যকে বংদনা করিতেন বোধ হয। এইরূপে মনে হয যে চৈত্যের পূজা ভিক্ষুগণেরও কর্তব্য বলিযা 'জাতকে' স্বীকৃত হইযাছে।

১। সংযুত্তনি, মহাসমযসুত্ত; 'দীঘনিকাযে' আছে, বুদ্ধ বলেন,
"যে কেহ হে আনংদ। চৈত্যকে প্রদক্ষিণা করতঃ প্রসন্ন চিত্ত হইযা কাল (যাপন) করিবে, তাহারা সকলেই কাযের ভেদ হইলেই, মরণের পরে সুগতি স্বর্গলোকে উত্পন্ন হইবে।" —(মহাপরিনিব্বান সুত্ত (১৬) [২ খং])

২। ধম্মপদ, ১৮৮-৯ (১৪।১০-১)

৩। মিলিংদপ্রশ্ন (ট্রেংকনের সং, ৩৬৬ পৃঃ] আরও দ্রষ্টব্য—
"এবমেব খো মহারাজ যোগিনা যোগাবচরেন কালেন সমযেন এব কুট্ঠাহিব্বা চেতিয-গণং সম্মাজ্জিত্বা পানীযং পরিভোজনীযং উপট্ঠাপেত্বা শরীরং পটিজগ্গিত্বা চেতিযং বংদিত্বা পুনঃ দেব সুঞ্ঞাগারং পবিসিতব্বং।" (ঐ, ৩৬৬ পৃঃ)

যাঁহারা অর্হত হইয়াছেন, নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং কৃতকৃত্য হইয়াছেন, যাঁহাদের কোন কিছু করণীয় অবশেষ থাকে না, তাঁহারাও, অপর সকলের ন্যায় গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা চৈত্যকে পূজা করিতেন। যথা, 'কথাবত্থু'তে আছে,

"অরহা চেতিযং বন্দেয্য, চেতিযে মালং আরোপেয্য, গন্ধং আরোপেয্য, বিলেপনং আরোপেয্য, চেতিযং অভিদক্খিণং করেয্যা তি।"[1]

"অর্হত চৈত্যকে বন্দনা করিবেক, চৈত্যে মালা আরোপণ করিবেক, গন্ধ আরোপণ করিবেক, বিলেপন আরোপণ করিবেক, চৈত্যকে প্রদক্ষিণ করিবেক।"

ইহাও বোধ হয় বলা উচিত হইবে যে চৈত্যে প্রথম প্রথম বুদ্ধের (কিংবা তাঁহার কোন প্রধান শিষ্যের) ধাতুই থাকিত, তাঁহার মূর্তি নহে। আধুনিক বিদ্বানগণ মনে করেন যে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ ১ম খ্রীষ্ট শতকে, গ্রীক্ ভাস্কর্যের প্রভাবে, গান্ধার প্রান্তে প্রারম্ভ হয়। বুদ্ধ ভক্তগণ অতীব শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধমূর্তিকে অঙ্গীকার করেন এবং তখন হইতে বুদ্ধের মূর্তির পূজা প্রচলিত হয়।

উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, জাতকের মতে, বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্য শারিপুত্রের ধাতুগর্ভ চৈত্য নির্মাণ করান এবং উহাকে বন্দনা করিতে ভিক্ষুগণকে বলেন। 'দিব্যাবদানে'র মতে, সম্রাট অশোক বুদ্ধের অন্য প্রধান প্রধান শিষ্যগণেরও 'শরীরপূজা' করেন,—উঁহাদিগের স্তূপে গিয়া উঁহাদিগকে "অর্চনা করেন"। তখন বুদ্ধের শিষ্যগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না, বোধ হয়, সকল ভিক্ষুগণ সকল শিষ্যকে সমভাবে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিতেন বোধ হয়। পরন্তু পরে পরে দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠির ভিক্ষুগণ বিশেষ বিশেষ বুদ্ধ-শিষ্যের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন এবং উঁহাদের পূজা করিতেন। যথা ৭ম খ্রীষ্ট শতকে চীন পর্যটক য়ুয়ান চোয়াং দেখেন যে পর্বদিনসমূহে অভিধর্মিকগণ শারিপুত্রের, বিনয়বাদীগণ উপালির, শ্রামণেরগণ রাহুলের, সূত্রবাদীগণ পূর্ণ মৈত্রায়ণীপুত্রের, সমাধিলাভীগণ মহামৌদ্গল্যায়নের এবং ভিক্ষুণীগণ আনন্দের পূজা করিতেন।[2]

১। 'কথাবত্থু', ১৭।১৪ ২। Walters, *Yuan Chwang*, I, p 302

ভাব-ভক্তি

রূপাংতরিত ভাগবতধর্মের কোন কোন শাখায় ভাব-ভক্তিকে মুখ্যতা প্রদান করা হয়; কথিত হয় যে ভক্তির আবেগে ভক্তের শরীর পুলকিত ও রোমাংচিত হয়, বাণী গদ্গদ্ হয়, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়; ভক্ত আত্ম-বিস্মৃত হয়, উন্মত্তবত্ হয়; ভক্তিবারি দ্বারা তাহার চিত্তের সমস্ত মল বিধৌত হয়, চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ হয়। রূপাংতরিত বৌদ্ধধর্মের কোন কোন শাখায়ও সেই সকল মানা হয় দেখা যায়। যথা, 'দিব্যাবদানে' আছে, ভিক্ষু উপগুপ্ত, যিনি বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে মথুরায় প্রাদুর্ভূত হন এবং 'বুদ্ধকার্য' করেন এবং সেই কারণে যিনি 'বুদ্ধ' বলিয়া প্রখ্যাত হন,[১] তিনি বলেন যে "যাহার হৃদয়ে (বুদ্ধের প্রতি) ভক্তি উত্পন্ন হয়," তাহার চিত্তের সমস্ত পাপরাশি, সে যদি এমনকি মারও হয়, ঐ "শ্রদ্ধাংবুরাশি দ্বারা" সম্যক্ প্রক্ষালিত হইয়া যায়; তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয়।

"স্বল্পানি হ্যত্র ভক্তির্ভবতি মতিমতাং নির্বাণফলদা"[২]

'এখানে বুদ্ধে স্বল্পমাত্রও ভক্তি মতিমানদিগের নিশ্চয় নির্বাণফলদ হয়।' ঐ ভক্তি বশতঃ মার "কদংবপুষ্পবত্ আহৃষ্টরোমকূপ" হয়।

বুদ্ধের ভক্ত, এমন কি অর্হত্বলাভের পরেও, তাহার স্থূলরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করে। যথা, 'দিব্যাবদানে' বিবৃত হইয়াছে যে স্থবির উপগুপ্ত, "সর্বক্লেশপ্রহাণ হেতু' অর্হত্বকে সাক্ষাত্কার করিবার"[৩] পরে, একদিন মারকে, যাহাকে তিনি "বিনীত" করিয়াছিলেন, বলেন,

"অহং বর্ষশতপরিনির্বৃতে ভগবতি প্রব্রজিতস্তদ্ধর্মকায়ো ময়া তস্য দৃষ্টঃ ত্রৈলোক্যনাথস্য কাংচনাদ্রিনিভস্তস্য ন দৃষ্টো রূপকায়ো মে। তদনুগ্রহমনু-গ্রহমপ্রতিমমিহ বিদর্শয় বুদ্ধবিগ্রহং। প্রিয়মধিকমতো হি নাস্তি মে দশবল রূপকুতূহলো হ্যহম্।"[১]

১। দিব্যাবদান, পাংশুপ্রদানাবদান (২৬), পৃঃ ৩৪৮-৯, ৩৫০, ৩৫৬, ইত্যাদি। মূলে আছে উপগুপ্ত "অলক্ষণকবুদ্ধ" বলিয়া প্রখ্যাত হন। তাঁহার বুদ্ধের ন্যায় ৩২ 'মহাপুরুষ লক্ষণ' ছিল না, বোধ হয়। সেই কারণে তিনি বিশেষভাবে "অলক্ষণক বুদ্ধ" বলিয়া খ্যাত হন।

২। দিব্যাবদান, পাংশুপ্রদানাবদান (২৬), ৩৬০ পৃঃ। ৩। ঐ, ৩৫৬ পৃঃ

'আমি ভগবানের পরিনির্বাণের শতবর্ষ পরে প্রব্রজিত। তাঁহার সেই ত্রৈলোক্যনাথের ধর্মকায মত্‌কর্তৃক দৃষ্‌ট হইযাছে। (পরংতু) তাঁহার কাংচনাদ্রিনিভ রূপকায আমার দৃষ্‌ট হয নাই। সেই অপ্রতিম বুদ্‌ধবিগ্রহ (আমাকে) বিদর্শন করাও,—এই অনুগ্রহ ইহসংসারে আমাকে কর। উহা হইতে অধিকতর প্রিয আমার নিশ্‌চয নাই। আমি নিশ্‌চয দশবলের রূপ (দর্শন করিতে) কুতূহলী।' মার বলেন, উপগুপ্‌ত যদি এই প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি (উপগুপ্‌ত) "বুদ্‌ধনেপথ্যধারী" তাহাকে (মারকে) "সর্বজ্ঞগুণগৌরব বশতঃ" প্রণাম করিবেন না, "বুদ্‌ধানুস্মৃতি-পেশল মন দ্বারা পূজা" "স্বল্প ও উপদর্শন" করিবেন না, তবে সে তাঁহাকে বুদ্‌ধরূপ দর্শন করাইবেন। উপগুপ্‌ত সেই প্রতিজ্ঞা করেন, এবং "তথাগতরূপ-দর্শনোত্‌সুখ হইযা অবস্থিত" থাকেন। তখন মার বনে প্রবেশ করিযা "ব্যামপ্রভমংডলমণ্ডিত অসেচনক দর্শন" বুদ্‌ধরূপ ধারণ করতঃ ("অভিনির্মায") উপগুপ্‌তের সন্মুখে আগমন করেন,—তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থবির শারীপুত্র, বাম পার্শ্বে স্থবির মৌদগল্যাযন, এবং পশ্‌চাতে আনংদ, মহাকাশ্যপ, অনিরুদ্‌ধ, সুভূতি, প্রভৃতি স্থবিরগণ ছিলেন। 'ভগবানের রূপ ইহা, ঈদৃশ' বলিযা (ভাবিযা) স্থবির উপগুপ্‌তের প্রামোদ্য উত্‌পন্ন হইল। প্রমুদিতমনা তিনি ত্বড়িতবেগে আসন হইতে উত্‌থিত হইয়া নিরীক্ষণ করতঃ বলিলেন,

> 'ধিগস্‌তু তাং নিষ্‌করুণামনিত্যতাং
> ভিনত্‌তি রূপাণি যদীদৃশান্যপি।
> শরীরমীদৃক্ কিল তন্মহামুনে—
> রনিত্যতাং প্রাপ্য বিনাশমাগতম্‌॥'[২]

'ধিক্ সেই নিষ্‌করুণা অনিত্যতাকে যাহা ঈদৃশ রূপসমূহকেও বিনষ্‌ট করে। সেই মহামুনির ঈদৃশ শরীরও অনিত্যতাকে প্রাপ্‌ত হইযা বিনাশ প্রাপ্‌ত হইযাছে।

"তিনি বুদ্‌ধাবলংবনপরাযণ স্মৃতি দ্বারা তথা আসক্ত্‌মনা সম্যক্ হইলেন, যথা 'ভগবান বুদ্‌ধকে আমি দেখিতেছি' বলিযা ব্যাকৃতভাবে উপগত হইলেন।

ধরিয়াও পাপকর্ম করে, সে যদি মরণকালেও একবারও বুদ্ধগত স্মৃতি প্রতিলাভ করে, তবে সে (দেহান্তে) দেবগণের মধ্যে উত্পন্ন হইবে।'

মিলিন্দ তাহাতে সংশয় করেন। নাগসেন তাঁহার ঐ সংশয় অপনোদন করেন। তিনি বলেন,

"কোন মনুষ্যের সমস্ত আয়ুও যদি দুরাচরণে ব্যতীত হয়, পরন্তু মৃত্যুর সময় যদি সে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে, তবে সে অবশ্যই স্বর্গে উত্পন্ন হইবে।"[১]

বৌদ্ধগণ আরও মানেন যে এমন কি তির্যকপ্রাণীও যদি বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, তবে দেবত্ব লাভ করে। তাঁহারা ঐ বিষয়ে এক মণ্ডূকের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে কোন সময়ে বুদ্ধ চম্পা নগরীতে এক পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া নগরবাসীগণকে ধর্মোপদেশ করিতেছিলেন। ঐ পুষ্করিণীতে নিবাসী এক মণ্ডূকও ঐ সময়ে বুদ্ধের বাণী শুনিতেছিল। জনৈক বত্সপালক আপন দণ্ডে ভর দিয়া দাঁড়াইতে গিয়া তাঁহার দণ্ডাগ্র না জানিয়া ঐ ভেকের মাথায় স্থাপন করে। তাহাতে ঐ ভেক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পরন্তু সে মুহূর্তমধ্যে ত্রায়স্ত্রিংশ ভবনে দ্বাদশ-যোজনিক কনক বিমানে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্পন্ন হয় এবং নিজেকে অপ্সরাগণ পরিবৃত দেখে। তাহাতে আশ্চর্য হইয়া সে ভাবিতে লাগিল সে এখানে কি প্রকারে উত্পন্ন হইয়াছে, কোন কর্মের ফলে তাহার ঐ দেবত্ব লাভ হইয়াছে। বুদ্ধের বাণী শ্রবণ ব্যতীত অপর কোন কর্ম সে খুঁজিয়া পাইল না। সে তত্ক্ষণাত্ বিমানে চড়িয়া বুদ্ধের সমনিকটে আসিয়া অতিভক্তি সহকারে তাঁহার পাদদ্বয় বন্দনা করে। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, "ঋদ্ধি এবং যশ দ্বারা জাজ্বল্যমান, (নিজের) অভিক্রান্ত বর্ণদ্বারা সর্বদিকসমূহকে উদ্ভাসনকারী, কে আমার পাদদ্বয়কে বন্দনা করিতেছে? সে উত্তর করিল, আমি পূর্বে এই পুষ্করিণীতে জলচর মণ্ডূক ছিলাম। আপনার ধর্ম শ্রবণ করিবার সময়ে বত্সপাল আমাকে বধ করে।" তখন বুদ্ধ তাহাকে ধর্মোপদেশ করেন, এবং সে স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] এই ঘটনার আধারে আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন

যে, এমন কি তির্যকপ্রাণীগণও বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণদ্বারা উপনিশ্রয়-সংপত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্বশতঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় আত্ম-ভাবে মার্গফল-ভাগী হয়।[১]

পুণ্য-দান

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে দ্বিবিধ দানের কথা আছে,—আমিষ-দান (=দ্রব্যদান) এবং ধর্ম-দান (=ধর্মোপদেশ প্রদান)। পরের সাহিত্যে আর এক প্রকার দানেরও কথা পাওয়া যায়,—পুণ্য-দান। অর্থাৎ কোন ধর্মকর্ম করিলে যে পুণ্য উপার্জিত হয়, তাহা অপরকে দান। এই পুণ্য-দানের উল্লেখ 'জাতক', 'মিলিংদ-প্রশ্ন, প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। 'জাতকে' বিবৃত হইয়াছে যে এক স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবক ও এক নাপিত সমুদ্রযাত্রায় নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে ভাসিতে ভাসিতে এক দ্বীপে উপনীত হন। তথায়, অপর কোন খাদ্য-দ্রব্য না পাইয়া, নাপিত পাখী মারিয়া উহা রান্না করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকে। সে তাহার সাথী আর্যশ্রাবককেও মাংস খাইতে দিত। পরংতু শ্রাবক তাহা গ্রহণ করিত না। সে ত্রিরত্নকে একাংতভাবে স্মরণ করিতে থাকে। তখন সমুদ্র দেবতা নৌকা লইয়া তাহার সন্মুখে উপস্থিত হয় এবং শ্রাবককে নৌকায় চড়িতে বলেন। শ্রাবক সাথী নাবিককেও নৌকায় চড়িতে আহ্বান করে। পরংতু দেবতা উহাকে, শীলবান নহে বলিয়া, নৌকায় তুলিতে আপত্তি করেন। তখন শ্রাবক নাপিতকে আপনার সমস্ত পুণ্যের ভাগী করেন। তাহাতে দেবতা উভয়কেই নৌকায় তুলিয়া সমুদ্র পার করিয়া দেন। 'মিলিংদপ্রশ্নে' বিবৃত আছে যে রাজা মিলিংদ জিজ্ঞাসা করেন, 'লোকে দান দিয়া বলে যে 'ইহার ফল পূর্বপ্রেতগণ প্রাপ্ত হউক।' প্রেতগণ উহা প্রাপ্ত হয় কি? বিপাক প্রতিলাভ করে কি? স্থবির নাগসেন উত্তর করেন 'কোন কোন প্রেতগণ করে, কোন কোন প্রেতগণ করে না।' তিনি আরও বলেন, দানের ফল যদি প্রেতগণ লাভ না করে, তবে দাতা স্বয়ং লাভ করে। সুতরাং দান নিষ্ফল হয় না। আবার পুণ্যই দান করা যায়, পাপ দান করা যায় না; পাপের ফল কর্তাকেই ভোগ

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৭ পরি [বংগ-ভাষাংতর ৯৪-৫ পৃঃ]।

করিতে হয়।[১] পুণ্যদানের উল্লেখ নাগার্জুনিকোণ্ডার শিলালেখেও আছে। উহাতে দাতা সেই পুণ্যার্জনের আশা করিয়াছেন, যাহার অংতত কতেকাংশ তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণকে এবং বংধুবাংধবগণকে দান করিতে ("পরিণামেতু") পারিবেন, সুতরাং যাহা তাঁহার এবং উঁহাদিগেরও ইহলৌকিক ও পারলৌকিক হিতসুখলাভার্থ (উভয়-লোক-হিত-সুখাবহননায") হইবে, তথা তাঁহার নিজের "নির্বাণ সংপত্তি" হইবে।[২] কোন কোন শিলালেখে সর্বলোকের হিতসুখ-কামনাও আছে।[৩] দান দ্বারা যে "নির্বাণ সংপত্তি'ও লাভ হয়—অর্হত্ব এবং বুদ্ধত্বও লাভ হয় 'খুদ্দকপাঠে' তথা 'মিলিংদপ্রশ্নে'ও আছে।[৪] ঐ শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, গ্রহীতা ইহপরলোকে হিত ও সুখ লাভ করে মাত্র, নির্বাণ নহে।

পুণ্যদানের কথা ভাগবতধর্মের শাস্ত্রেও আছে। যথা, ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়, মৃত পিতার কিংবা মাতার শ্রাদ্ধে পুত্রদ্বারা কৃত দানাদি কর্মসমূহের ফল পিতাকে কিংবা মাতাকে দেওয়া হয়। তাহারই উল্লেখ 'মিলিংদপ্রশ্নে' করা হইয়াছে। পুরাণে পুণ্য দানের উল্লেখ বহু পাওয়া যায়। 'স্কংদ-পুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি আপস্তংব বলেন,

"কো নু মে স্যাদুপায়ো হি যেনাহং দুঃখিতাত্মনাম্।
অংতঃ প্রবিশ্য ভূতানাং ভবেয়ং সর্বদুঃখভাক্॥
যন্মমাস্তি শুভং কিংচিত্তদ্দীনানুপগচ্ছতু।
যত্কৃতং দুষ্কৃতং তৈশ্চ তদশেষমুপৈতু মাম্।"[৫]

"আমার কোন উপায় আছে, যাহাতে আমি দুঃখিতাত্মা প্রাণীগণের অংতরে প্রবেশ করিয়া (উহাদের) সর্বদুঃখের ভাগী হইব? আমার যাহা কিছু পুণ্য আছে, তত্সমস্ত দীনগণের নিকট গমন করুক, আর উহাদের দ্বারা যাহা কিছু দুষ্কৃত কৃত হইয়াছে, তত্সমস্তই আমার নিকট আগমন করুক।

১। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ২৯৪-৭ পৃঃ]।

২। Ep Ind. XX, pp 16, 18, 19 etc ; দ্রষ্টব্য—N Dutt, *Early Mon Bud*, II, p 106

৩। "সর্বলোক-হিত-সুখ-আবহননায়" (Ep Ind, XX, p 16)
"সর্বসত্ত্বানাং হিত-সুখার্থং" (ঐ, p 24)।

৪। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৫। স্কংদপু, রেবাখংড, ১৩।৩৭-৮।

"প্রাণিনাং প্রীতিমুত্‌পাদ্য নিংদিতেনাপি কর্মণা।
"নরকং যদি পশ্যামি বত্‌স্যামি স্বর্গ এব বা॥
যন্ময়া সুকৃতং কিংচিন্মনোবাক্‌কায়কর্মভিঃ।
কৃতং তেনাপি দুঃখার্তাঃ সর্বে যাংতু শুভাং গতিম্‌॥"[১]

'এমন কি নিংদিত কর্মদ্বারাও প্রাণীগণের প্রীতি উত্‌পাদন করতঃ আমি (নিজে) নরক দর্শন করি, কিংবা স্বর্গেই বাস করি, (তাহার চিংতা করি না)। আমার দ্বারা, মানসিক, বাচিক এবং কায়িক কর্মসমূহ দ্বারা, যাহা কিছু সুকৃত কৃত হইয়াছে, তাহার দ্বারা সর্ব দুঃখার্ত প্রাণীগণ শুভ গতি প্রাপ্‌ত হউক।' ভগবান বাসুদেবের পরম ভক্‌ত ঐতরেয় ভক্‌তি গদ্‌গদ কংঠে ভগবানকে স্‌তুতি করিয়া অংতে বলেন,

"আমার দ্বারা অদ্য, আপন শক্‌তি অনুসারে, প্রভু ও পরমেশ্বর জগদ্‌-ধাতা বাসুদেব স্‌তুত হওয়াতে অখিল জগতের কল্যাণসমূহ হউক, সমস্‌ত দোষ বিনষ্‌ট হউক। ভূতলে, দ্যুলোকে, অংতরিক্ষে এবং রসাতলে যে সকল প্রাণীসমূহ আছে, তাহারা সকলেই, অদ্য আমার দ্বারা জগদ্‌ধাতা বাসুদেব স্‌তুত হওয়াতে, সিদ্‌ধিযুক্‌ত হউক। এই স্‌তুতি পাঠ করিবার সময় যাহারা শুনিয়াছে, তথা অপর যাহারা ইহা পাঠ করিতে আমাকে দেখিয়াছে, তাহারা দেব, অসুর, প্রভৃতি, অথবা মনুষ্য কিংবা তির্যকপ্রাণী যাহাই হউক না কেন, তাহারা অচ্যুতজ্ঞানভাক্‌ হউক। অপর যাহারা মূক অথবা বিকলেংদ্রিয়,—যাহারা শুনে না, কিংবা দেখে না, তাহারাও, তথা পশ্বাদি এবং কীট-পিপীলিকাদিও অচ্যুতযোগভাক্‌ হউক।" ইত্যাদি।[২]

'মার্কংডেয় পুরাণে' বিবৃত আছে যে, মহাত্‌মা জনক নরকে জীবগণের ভীষণ যাতনা দেখিয়া বিগলিত হইয়া, তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে সমাগত দেবরাজ ইংদ্রকে বলেন,

---

১। ঐ, ১৩।৭৭-৮;

২। "ভবংতু ভদ্রানি সমস্‌তদোষাঃ প্রযাংতু নাশং জগতোঽখিলস্য।
ময়াদ্য শক্‌ত্যা পরমেশ্বরে প্রভৌ স্‌তুতে জগদ্‌ধাতরি বাসুদেবে॥
যে ভূতলে যে দিবি যেঽংতরিক্ষে রসাতলে প্রাণিগণাশ্‌চ কেচিত্‌।
ভবংতু তে সিদ্‌ধিযুজো ময়াদ্য স্‌তুতে জগদ্‌ধাতরি বাসুদেবে॥" ইত্যাদি।

"তস্মাদ্‌যত্ সুকৃতং কিংচিন্মমাস্তি ত্রিদশাধিপ।
মুচ্যংতাং তেন নরকাত্ পাপিনো যাতনাগতাঃ॥"[১]

'সুতরাং হে ত্রিদশাধিপতি। আমার যাহা কিছু সুকৃত আছে, তাহার দ্বারা যাতনাগত পাপীগণ নরক হইতে মুক্ত হউক।'

মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে পুণ্য দানের বহু মহিমা আছে।[২] ইহা কর্মবাদের সাধারণ নিয়মের কিংচিত্ ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়। কেননা, তদনুসারে কর্ম করে একে, আর ফল ভোগে অন্যে।[৩]

আত্ম-দান

রূপাংতরিত ভাগবতধর্মের মতে, ভগবানে শরণাগতির অংতিম অংগ "আত্ম-নিক্ষেপ" বা আত্ম-সমর্পণ। শরণাগত ভক্ত ভগবানকে কিংবা তাঁহার অবতারকে আপনাকে দান করে।[৪] রূপাংতরিত বৌদ্ধ ধর্মেও ভক্ত ঠিক সেই প্রকারে ভগবান বুদ্ধকে কিংবা আচার্যকে আত্ম-দান করে।

১। মার্কণ্ডেয় পু, ১৫।৭৭, উহার অন্যত্র (৮।২৬৭) আছে, মহারাজ হরিশ্চংদ্র দেবরাজ ইংদ্রকে বলেন,

"তস্মাদ্ যন্মম দেবেশ কিংচিদস্তি সুচেষ্টিতম্।
দত্তনিষ্টমথো জপ্তং সামান্যং তৈস্তদস্তু নঃ॥"

সেই হেতু (যেহেতু আমার প্রজাগণেরই প্রভাবে সেই সমস্ত আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে,) হে দেবেশ। আমার যাহা কিছু সুচেষ্টিত (বা পুণ্যকর্ম) আছে,—যে যে দান, যজ্ঞ, কিংবা জপ আমার দ্বারা সংপন্ন হইয়াছে, সেই সমস্ত উহাদের সহিত আমার সামান্য হউক।'

২। পরে দ্রষ্টব্য

৩। অধ্যাপক শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলেন,

"It reminds one of the doctrine of vicarious atonement, which proceeds on the view of the one-ness of life No man lives to himself alone The good or evil of one affects the whole

—(Radhakrishnan, *Ind Phil* I, p 603)

৪। পূর্বে ··পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আত্মদান করিলে পর ভক্ত আর তাহার নিজের থাকে না, ভগবানেরই হইয়া যায়। কথিত হয় যে, সে ভগবানের দাস হয়। 'মহাভারতে' দেখা যায়, ভগবান কৃষ্ণের পরম-ভক্ত মহাবীর ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তাঁহাকে যথার্থ কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া কিংচিত্মাত্রও ভীত না হইয়া বলেন,

"হে পুণ্ডরীক। আস, আস। হে দেবদেব। তোমাকে নমস্কার। হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ।

হইতে বিবিধ সংগ্রহ লাভ করতঃ শাসনে বৃদ্ধি, বিরূঢ়ি, বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়। ..
সেই কারণে উক্ত হইয়াছে,

"বুদ্ধস্স বা ভগবতো আচরিয়স্স বা অত্তানং নিয্যাতেত্বা তি"
বুদ্ধ ভগবানকে কিংবা আচার্যকে আত্মাকে (বা আপনাকে) নির্যাতন (=দান) করত।'[১] বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে আচার্যকে আত্ম নির্যাতনের ফলে অর্হত্বও প্রাপ্তি হয়।[২]

ভিক্ষুণী সুমেধা বলিয়াছেন, "বুদ্ধশাসনে আত্মসমর্পণই উহার হেতু, উহার উৎস, উহার মূল। ঐ আত্মসমর্পণই প্রধান সংযোজন। উহাতেই ধর্মানুরাগীর নির্বাণ। যাঁহারা সেই অপরিমিত প্রজ্ঞার অধিকারীর বচনে শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা এইরূপ কহেন, এবং জীবনের তৃষ্ণায় বীতরাগ হইয়া সর্বপ্রকার আসক্তি বর্জিত হইয়া থাকেন।[৩]

আত্মবলিদান

ঐ আত্মদানের আর এক রূপ পরের উপকারার্থ নিজেকে বলিদান—নিজের প্রাণ দান। ভাগবতধর্মের শাস্ত্রে উহার বহু প্রশংসা আছে। যথা 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে,

"ত্যাগং শ্রেষ্ঠং মুনয়ো বৈ বদংতি
সর্বশ্রেষ্ঠং যচ্ছরীরং ত্যজংতঃ।"[৪]

'মুনিগণ ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলেন; শরীরকে ত্যাগ করাকে সর্বশ্রেষ্ঠ (বলেন)'।

"ন হি প্রাণসমং দানং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।"[৫]

'প্রাণদানের সমান দান ত্রিলোকে নিশ্চয় নাই।'

উহার বহু দৃষ্টাংতও আছে। যথা, 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে,

১। বিসুদ্ধিমগ্গ [১১২-৩ পৃ]

২। "তেতস্স ওবাদে ঠত্বা (?) ভব্বো পি অরহত্তং পাপুণিতুং তি অবং অনিস্সরো অত্তনিয্যাতনে।" —(ঐ, [১১৬ পৃ])।

৩। থেরীগাথা, ৫২১-২

৪। মহাভা, ১২।৬৭।৩১ ৫। মহাভা, ১২।৭২।২০.১।

—"মহাব্রত (রাজা) সত্যসন্ধ যথাকালে অনুসরণ করতঃ স্বীয় প্রাণ দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করেন।"[১] "(রাজা) উশীনরের পুত্র শিবি (নিজের) অংগসমূহকে এবং ঔরস প্রিয় পুত্রকে ব্রাহ্মণার্থ দান করতঃ ইহলোক হইতে (দেহান্তে) স্বর্গলোকে গমন করেন। কাশীরাজ প্রতর্দন ব্রাহ্মণকে আপন নয়নদ্বয় প্রদান করতঃ ইহলোকে তথা পরলোকে অতুল কীর্তি লাভ করেন।'[২] "(রাজা) জনমেজয় ব্রাহ্মণার্থে শরীর পরিত্যাগ করতঃ উত্তম লোকে গমন করেন।"[৩] 'মহাযশা রাজর্ষি সহস্রজিৎ ব্রাহ্মণার্থে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করতঃ উত্তম লোকে গমন করেন।'[৪]

উদারচিত্ত মহৎ ব্যক্তিগণ যে কেবল ব্রাহ্মণার্থই প্রাণদান করিতেন তাহা নহে, দেশের ও দশের,—তথা জগতের কল্যাণার্থও প্রাণদান করেন। উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মহর্ষি দধীচি। 'মহাভারতে' বিবৃত আছে যে পুরাকালে সত্যযুগে কালকেয় দানবগণ মহাবল অসুর বৃত্রকে রাজা বানাইয়া জগতে নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে থাকে। তখন দেবগণ জগতের কল্যাণার্থ বৃত্রকে বধ করিতে সংকল্প করেন, এবং তাহার উপায় যাচিয়া করিবার জন্য পরামর্শ করিতে ভগবান ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হন। উঁহার পরামর্শে দেবগণ মহর্ষি দধীচির নিকটে গিয়া এই প্রার্থনা করেন,

"অস্থীনি সম্প্রযচ্ছেতি ত্রৈলোক্যস্য হিতায় বৈ।'[৫]

'ত্রৈলোক্যের হিতার্থ আপনার অস্থিসমূহ প্রদান করুন।' দেবগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া মহর্ষি দধীচি "পরম প্রীত" হইয়া বলেন, "হে দেবগণ। যাহা (ত্রিলোকের) হিত, তাহা আমি অদ্য নিশ্চয় করিব, নিজের দেহকে আমি নিজেই উৎসর্গ করিব,'[৬] এবং তৎক্ষণেই প্রাণত্যাগ করেন। দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করাইয়া দেবগণ বৃত্রাসুরকে বধ করতঃ জগতে

১। মহাভা, ১২।২৩৪।১৩

২। মহাভা, ১২।২৩৪।১৯-২০, ১৩।১৩৭।৪৫ (উদ্ধৃত পাঠান্তরে); জনৈক ব্রাহ্মণ অতিথির ভোজনার্থ রাজা শিবি কর্তৃক নিজ পুত্রকে দানের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মহাভা, ৩।১৯৮।১৬-।

৩। মহাভা, ১২।২৩৪।২৪

৪। মহাভা, ১২।২৩৪।৩১; ১৩।১৩৭।২০ ('সহস্রচিত্য' পাঠান্তরে)।

৫। মহাভা, ৩।১০০।৯২ ৬। মহাভা, ৩।১০০।২১.১।

শান্তি সংস্থাপিত করেন। ইন্দ্র যে দধীচির অস্থি দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন, তাহার উল্লেখ 'ঋগ্বেদে ও আছে।[১]

'মহাভারতে' বিবৃত আছে যে দেবগণ এবং দৈত্যদানবগণ মিলিয়া অমৃত লাভার্থ সমুদ্রকে মন্থন করেন।[২] তাহাতে ক্রমে সোম, শ্রী, অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ মণি, হস্তী রত্ন ঐরাবত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পরে অমৃতও উৎপন্ন হয়। পরন্তু দেবগণ এবং দৈত্যদানবগণ তাহাতেও নিবৃত্ত হইলেন না; তাঁহারা সমুদ্রকে আরও মন্থন করিতে লাগিলেন। তখন "অতি-নির্মন্থন হেতু" কালকূট নামক মহাবিষ নির্গত হয়। উহা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সহসা সারা জগৎকে আবৃত করিয়া ফেলে। উহার গন্ধে লোক মোহগ্রস্থ হইতে লাগিল, লোকের প্রাণ যাইতে লাগিল। তখন ভগবান শিব ভগবান ব্রহ্মার প্রার্থনায় "লোকরক্ষার্থ" সেই মহাবিষকে গ্রাস করেন এবং নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন।[৩]

পুরাণে ঐ ঘটনার অনেক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। '(বিষ্ণু) ভাগবত পুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান শিব সর্বভূতের সুহৃদ; কালকূট মহাবিষ হইতে জগতের প্রাণীগণের ঐ মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি কৃপাবশতঃ অতীব দুঃখিত হন[৪] এবং তাঁহার স্ত্রী ভগবতী সতীকে বলেন, 'প্রাণরক্ষার্থ কাতর ইহাদিগকে অভয় আমাকে নিশ্চয় প্রদান করিতে হইবে। কেননা সমর্থ ব্যক্তির অর্থ এতাবন্মাত্রই যে দীনগণকে পরিপালন। সাধুগণ ক্ষণভংগুর নিজ প্রাণ দ্বারাও প্রাণীগণকে পালন করেন। প্রাণীগণ আত্ম মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া (পরস্পরের প্রতি) বদ্ধ-বৈর। যে পুরুষ উহাদিগকে কৃপা করে, তাহার উপর হে ভদ্রে! সর্বাত্মা হরি প্রীত হন। ভগবান হরি প্রীত হইলে আমি, চরাচর সকলের সহিত, প্রীত হই। সেই

১। ইংদ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।"

—(ঋক্‌সং, ১।৮৪।১৩; অথর্বসং, ২০।৪১।১, সামসং)।

২। মহাভা, ১।১৭।৪- ৩। মহাভা, ১।১৮।৪২-৫

৪। (বিষ্ণু) ভাগপু, ৮।৭।২৬

উহাতে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান শিব ভূতপ্রেতাদিগণকে শিক্ষা-দাতা, সেই কারণেই তিনি কাম, দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুর, প্রভৃতিকে নিগৃহীত করেন (৮।৭।৩২), "বৃত্তং হি লোকস্য ব্যাবৃত্তিস্তেঽব্যাকৃতকর্মণঃ" ('অব্যাকৃতকর্মা তাঁহার ব্যাবৃত্তি লোকের কল্যাণার্থই (৩৮)। (৮।৭।৩০.২)

কারণে আমি এই বিষকে ভক্ষণ করিব; আমার প্রজাগণের স্বস্তি হউক।"[১] এই বলিয়া ভূতভাবন মহাদেব কৃপাবশতঃ (জগতের সর্বত্র) ব্যাপী হলাহল বিষকে (আপন) করতলে লইয়া ভক্ষণ করিলেন।"[২]

জগতের কল্যাণার্থ আত্মবলিদানের প্রথা সেই হইতে ভগবান শিবেরই আদর্শে প্রচলিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। উহার অপর প্রকৃষ্ট দৃষ্টাংত মহর্ষি দধীচি ভগবান শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। যাহা হউক তাহার ফলে, এই মত প্রচলিত হয় যে দেশের এবং দশের রক্ষার্থ ধর্মযুদ্ধে প্রাণদান ক্ষত্রিয়দিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। "সর্বভূতকে অনুকংপা,—লোকগণের (সুখদুঃখাদির) জ্ঞান, (উহাদিগকে) পালন ও মোক্ষণ, (বিশেষতঃ) দুঃখিতগণের ও পীড়িতগণের মোক্ষণ, এবং (তাহার জন্য প্রয়োজন হয়ত) আত্মত্যাগ, —(এই সকল) পার্থিবগণের ক্ষাত্রধর্মেই বিদ্যমান।[৩] সর্ব-ভূতানুকংপী রাজা যুদ্ধে দেহত্যাগকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জানিবেক।"[৪] মনে করা হইতে লাগিল যে, ধর্মযুদ্ধ অভিমুখে হত ব্যক্তি কৃতকৃত্য যোগীর সমান,—উভয়েই দেবযান মার্গে সূর্যমংডলকে ভেদ করিয়া গমন করেন।"[৫]

একটি অতি সাধারণ প্রাণীর প্রাণ রক্ষার্থও কোন কোন মহদ্ব্যক্তি আত্মদান করিয়াছেন, ভাগবত শাস্ত্রে এমন দৃষ্টাংতও পাওয়া যায়।

রাজা শিবি রাজা উশীনরের পুত্র এবং সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট যযাতির দৌহিত্র। কথিত আছে যে তিনি "বাণী দ্বারা (এমন কি) মন দ্বারাও (কখনও কোন সাধু যাচককে অপমান অর্থাত্ প্রত্যাখ্যান করেন নাই।'[৬] কোন সময়ে এক শ্যেন এক কপোতকে খাইতে উদ্যত হয়। কপোত প্রাণভয়ে অতীব ভীত এবং ব্যাকুল হইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে রাজা শিবির নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। শ্যেন শিবির নিকট উহার স্বাভাবিক খাদ্য ঐ কপোতকে যাচনা করে, এবং বলে যে সে অতীব ক্ষুধার্ত; ঐ কপোতকে না পাইলে ক্ষুধায় তাহার প্রাণ যাইবে; সে মরিলে

১। ঐ, ৮।৭।৩৮-৪০ ২। ঐ, ৮।৭।৪২

৩। মহাভা, ১২।৬৪।২৭ ৪। মহাভা, ১২।৬৫।২.২

৫। "দ্বাবিমে পুরুষৌ লোকে সূর্যমংডলভেদিনৌ।
যোগিন কৃতকৃত্যশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥" —(মহাভা,)।

৬। মহাভা, ১।৯৩।৭.১, আরও দ্রষ্টব্য—১।৯৩।১৮, ১২।২৯।৪১-।

তাহার স্ত্রী পুত্রাদিও মরিবে, সুতরাং রাজা এক প্রাণীকে রক্ষা করিতে গিয়া অপর বহু প্রাণীর মৃত্যুর হেতু হইবেন। তাহাতেও শিবি শরণাগত কপোতকে পরিত্যাগ করিলেন না; অন্য মাংস খাইয়া প্রাণধারণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন শ্যেন বলিল, রাজা যদি কপোতের সমপরিমাণ নিজের মাংস দেন, তবে সে উহাকে ছাড়িয়া দিবে। শিবি সানন্দচিত্তে তাহাতে রাজী হন। অনন্তর তুলা আনাইয়া একদিকে কপোতকে রাখিয়া অন্যদিকে নিজের মাংস নিজ হাতে কাটিয়া কাটিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন।

"ন বিদ্যতে যদা মাংসং কপোতেন সমং ধৃতম্।
তত উৎকৃত্ত-মাংসোঽসাবারুরোহ স্বয়ং তুলাম্।"[১]

পরন্তু তাঁহার মাংস কিছুতেই কপোতের সমান হইল না। যখন মাংস আর রহিল না, তখন মাংসহীন শিবি স্বয়ং তুলাতে আরোহণ করেন। বর্ণিত আছে যে ঐ শ্যেন দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন এবং ঐ কপোত অগ্নি দেবতা ছিলেন। শিবির পরীক্ষা লইতেই ইন্দ্র এবং অগ্নি শ্যেন ও কপোতের ছদ্মবেশে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন। শিবি স্বয়ং যখন তুলাতে আরোহণ করেন, তখন ইন্দ্র ও অগ্নি স্বরূপ ধারণ করিয়া শিবিকে বর দেন। শিবির শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।[২]

কাশীর রাজা বৃষদর্ভও ঠিক ঐ প্রকারে বাজের ভয়ে তাঁহার শরণে আগত এক কপোতকে বাঁচাইতে নিজের মাংস কাটিয়া দেন। সমস্ত মাংস কাটিয়া দিলেও যখন ওজনে কপোতের সমান হইল না, তখন নির্মাংস, অস্থিভূত রাজা স্বয়ং তুলাতে সমারোহণ করেন।[৩]

'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' বিপুলবান নামে এক মুনিসত্তমের কথা আছে, যিনি

১। মহাভা, ৩।১৩১।২৮

২। মহাভা, ৩।১৩১ ও ১৯৭ অধ্যায়।

৩। মহাভা, ১৩।৩২ অধ্যায়, "উত্তাহত্যোৎকৃত্য মাংসানি তুলয়া সমতোলয়ৎ" (মহাভা, ১২।৩২।২৪)

"তথাপি ন সমস্তেন কপোতেন বভূব হ।
অস্থিভূতো যদা রাজা নির্মাংসো রুধিরস্রবঃ।
তুলাং ততঃ সমারোহৎ স্বং মাংসমনুদ্ধৃতম্।"
—(মহাভা ১৩।৩২।২৮-৩১)।

শরণাগত এক ক্ষুধার্ত পক্ষীকে ভক্ষণার্থ নিজ শরীর দান করেন।[১] কথিত হইয়াছে যে কোন সময়ে অতি জরাজীর্ণ ভগ্ন-পক্ষ এক পক্ষী ক্ষুধায় কাতর হইয়া ঐ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়, এবং প্রাণযাত্রারক্ষণ ভক্ষ্য প্রার্থনা করেন। উহার দশা দেখিয়া মুনি দয়ার অভিভূত হন, এবং উহাকে, প্রাণসংধারণার্থ উহার অভীপ্সিত ভক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার দ্বারা পৃষ্ঠ হইয়া পক্ষী বলে যে নর মাংস দ্বারাই উহার পরা তৃপ্তি হয়। তখন ঋষি তাঁহার পৌত্র চতুষ্টয়কে ঐ পক্ষীর ভোজন হইতে বলেন। প্রাণের প্রতি অত্যধিক মমতা বশতঃ উঁহারা তাহাতে রাজী হইলেন না। তখন মুনি তাঁহার নিজেকে খাইবার জন্য ঐ পক্ষীকে বলেন,—

"ভক্ষয়স্ব সুবিশ্রব্ধো মামত্র দ্বিজসত্তম।
আহারীকৃতমেতত্তে ময়া দেহমিহাত্মনঃ ॥"[২]

'মহাভারতে' এক কপোতের প্রাচীন কথা আছে, যে নিজের পরম শত্রু এক নিষাদকে ক্ষুধায় পীড়িত দেখিয়া উহার ভোজনের জন্য নিজেকে বলিদান করে।[৩] ঐ নিষাদ অতীব ক্রূর এবং ভয়ংকর প্রকৃতির ছিল,—এত ভয়ংকর যে উহার স্ত্রী ব্যতীত অপর সকল আত্মীয় স্বজন উহাকে পরিত্যাগ করে। সে স্ত্রীকে লইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং পক্ষী মারিয়া মাংস বেচিয়া জীবন নির্বাহ করিত। কোন সময়ে বনে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি উঠে; এদিকে ওদিকে গাছপালা ভাংগিয়া পড়িল; বহু পশুপক্ষী মরিল; এবং বনভূমি জলে পরিপূর্ণ হইল। যেখানে একটু জলহীন উচু স্থান ছিল, সেখানে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি আশ্রয় লইয়াছিল। শীতে এবং ভয়ে বিকল ঐ নিষাদ কোথাও একটু নিরাপদ আশ্রয় পাইল না। ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে ঝংঝাবাত্যা দ্বারা আহত হইয়া শীতে বিহ্বল এক কপোতীকে মাটিতে নিপতিত দেখিয়া সে উহাকে উঠাইয়া নিজের পিংজরায় বদ্ধ করিল। ঐ দুঃখাভিভূত অবস্থায়ও তাহার মনে কোন করুণার উদ্রেক হইল না। ক্রমে ঝড়বৃষ্টি বংধ হইল, আকাশ নির্মল হইল। নিষাদ এক বড় বৃক্ষের নীচে আশ্রয় লইল এবং শুইয়া পড়িল। ঐ বৃক্ষের উপর একটি কপোত বহুদিন হইতে বাস করিতেছিল। উহারই স্ত্রীকে ঐ ব্যাধ ইতিপূর্বে পিংজরাবদ্ধ করিয়াছিল। কপোতী পিংজরার মধ্য

১। মার্কংডেয় পু, ৩।১৫- ২। ঐ, ৩।৪৬ ৩। মহাভা, ১২।১৪৩-৯ অধ্যায়।

হইতে কপোতকে বলে, "হে কান্ত। তোমার (যাহাতে) শ্রেয় (হইবে তাহা) আমি বলিতেছি, তাহা শুনিয়া তুমি তথা কর। তুমি শরণাগতের বিশেষভাবে সংত্রাতা হও। এই শাকুনিক তোমার বাসকে সমাশ্রয় করতঃ শয়ন করিয়াছে। সে শীতে এবং ক্ষুধায় আর্ত, ইহাকে সম্যক্‌ভাবে পূজা কর।"[1] "তুমি স্বদেহে দয়া পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম এবং অর্থ প্রতিগ্রহ কর, তুমি ইহাকে প্রকৃষ্টরূপে পূজা কর, যাহাতে ইহার মন প্রীত হয়।"[2] পত্নীর ঐ ধর্মযুক্ত পরামর্শে ঐ কপোত অতীব হর্ষিত হইল এবং ঐ পক্ষীজীবিকে যত্ন সহকারে পূজা করিল।[3] সে কতকগুলি শুষ্ক পত্র একত্রিত করিল অনন্তর এক অগ্নি-শালায় গিয়া অগ্নি আনিয়া ঐ পত্ররাশিকে প্রজ্জ্বলিত করিল। তাহাতে অতীব হর্ষিত হইয়া নিষাদ নিজের শরীরকে গরম করিল। তখন উহার ভক্ষণের জন্য কপোত অগ্নিতে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া ঐ নিষাদের মন অনুতাপে পূর্ণ হইল। সে নিষাদবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিরত হইল।

ঐ প্রকার আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত পরবর্তী বৌদ্ধশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। 'দিব্যাবদানে' বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্মপ্রভ নামক এক ব্রাহ্মণ বালক 'আমি সর্বসত্ত্বগণের অর্থে তপস্যা করিতে, দুষ্কর চর্যা করিতে ইচ্ছা করি'— এই সংকল্প করিয়া নিজের মাতা-পিতার আজ্ঞা লইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করে, এবং এক কুটীর বাঁধিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে এক গর্ভিণী ব্যাঘ্রী আসিয়া তাহার কুটীরের অনতিদূরে বাস করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে ঐ ব্যাঘ্রী দুইটি শাবক প্রসব করে। সে ক্ষুধায় অতীব কাতর হইয়া নিজের শাবককে খাইতে ইচ্ছা করিতেছিল পরন্তু খাইতে পারিতেছিল না। এক একবার একটিকে মুখে লইতে লাগিল, আবার ছাড়িয়া দিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মপ্রভ ঐ ব্যাঘ্রীর সম্মুখে নিজেকে বিসর্জন করিল। তিনি মৈত্রীবিহারী ছিলেন। সেই কারণে ব্যাঘ্রী তাঁহাকে হিংসা করিতে পারিল না। তখন ব্রহ্মপ্রভ নিজে নিজেকে বধ করিতে ইচ্ছা করিল। তিনি বাঁশের অতীব তীক্ষ্ণধার এক খণ্ড সংগ্রহ করেন। অনন্তর সকল দেবতাদিগকে নম্য

১। মহাভা, ১২।১৪৪।৬২-৮ ১   ২। ঐ, ১২।১৪৫।১২

৩। মহাভা, ১২।১৪৬।২-

দান-পারমিতাও পূর্ণ করিতে হইবে; দান-পারমিতার পূর্ণতার জন্য যেমন নিজের ধন, যশ, পুত্র, দারা, প্রভৃতি দান করিতে হয়, তেমন অংগ-প্রত্যংগও দান করিতে হয়। সংক্ষেপে, যে যাচক যাহা যাচনা করে, তাহাকে তাহাই দিতে হইবে। দানপারমিতার পরাকাষ্ঠা আত্মদানে।

কবি মাতৃচেট,—যিনি শক সম্রাট কনিষ্কের সমকালীন, পরন্তু বয়সে তাঁহা অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন—বুদ্ধকে এই বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন যে

"অব্যাপারিত-সাধুস্ত্বং ত্বমকারণ-বৎসলঃ।
অসংস্তুত-সখশ্চ ত্বমনব (? ন) স্বকৃত-বান্ধবঃ॥"[১]

কেননা,

"স্বমাংসসমূহও (ত্বৎকর্তৃক) দত্ত হইয়াছিল। অপর বস্তুসমূহের আর কথাই বা কি? হে সাধু! প্রণয়ী জন ত্বৎকর্তৃক এমন কি প্রাণসমূহ দ্বারাও মানিত হইয়াছিল।"

"হিংস্রকের কবল গ্রস্থ প্রাণীগণের শরীরসমূহ নিজ শরীরসমূহ দ্বারা, এবং প্রাণসমূহ নিজ প্রাণসমূহ দ্বারা, ত্বৎকর্তৃক শত শত বার ক্রীত হইয়াছিল।[২]

"পরার্থে ত্যজতঃ প্রাণান্ যা প্রীতিরভবত্তব।
ন সা নষ্টোপলব্ধেষু প্রাণীষু প্রাণীনাং ভবেৎ॥"[৩]

'পরার্থে প্রাণসমূহ ত্যাগ করিতে তোমার যে প্রীতি হইত, (অপর) প্রাণিগণের, হারাণ প্রাণীসমূহ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেও সেই প্রীতি হয় না।'

"য হন্তা (?) নিরপেক্ষস্য চ্ছিন্নমানস্য তে সদ্বৃত্ত।
বধকেষ্বপি সক্তেষু কারুণ্যমভবৎ প্রভো॥'[৪]

১। অধ্যর্ধশতক-স্তোত্র, হেতুস্তব, ২ (*JRORS XXIII*) ২। ঐ, ৩-৫
৩। ঐ, ৮ ৪। ঐ, ৯

নির্বাণ

পূর্বে প্রদর্শিত হইযাছে যে নির্বাণেব স্বরূপ সংবংধে বুদ্ধেব অনুযাযীদিগেব মধ্যে তাহাব জীবিতকালেই মতভেদ এবং বিবোধ আবংভ হইযাছিল। ঐ মতভেদ এবং বিবোধ তাঁহাব পরিনির্বাণেব পবে ক্রমে বাড়িতে থাকে।

নির্বাণ আছে কি নাই

কালাংতবে নির্বাণ প্রকৃতপক্ষে আছে কি নাই—তাহা লইয়াও বৌদ্ধদিগেব মধ্যে মতাংতব হইতে লাগিল। কেহ কেহ মনে করিতে লাগিলেন যে নির্বাণ শশবিষাণেব ন্যায বস্তুত নাই, অভাব-মাত্র। আচার্য বুদ্ধঘোষ উহাদেব মত খংডন কবিয়াছেন। তাঁহাব মতে, "নিব্বানং নত্থী তি ন বত্তব্বং" ('নির্বাণ নাই' ইহা বলা উচিত নহে)।[১] তাহাব হেতু এই যে (১) উহা লোকেব অধিগত হয, এবং (২) বুদ্ধও বলিযাছেন যে উহা আছে।

"অশিথিল-পবাক্রম-সিদ্ধ জ্ঞান বিশেষ দ্বাবা অধিগমনীয বলিযা, তথা সর্বজ্ঞ-বচন (থাকা) হেতু নির্বাণ পবমার্থ-স্বভাবে অবিদ্যমান নহে (উহা আছেই)। ইহা উক্তও হইযাছে, 'হে ভিক্ষুগণ। অজাত, অভূত, অকৃত, অসংস্কৃত আছেই।"[২]

'মিলিংদপ্রশ্নে' দেখা যায, বাজা মিলিংদ, একাধিক কাবণে, এই শংকা কবেন যে, "নির্বাণ নিশ্চয নাই; সেই নির্বাণ যাহাদেব সাক্ষাত্কৃত হইযাছে (বলা হয), তাহাদেব সাক্ষাত্কাবও মিথ্যা।"[৩] স্থবিব নাগসেন তাঁহাব ঐ শঙ্কা নিবাস কবতঃ ইহা প্রতিপাদন কবেন যে "এই নির্বাণ আছেই; সম্যক্ প্রতিপন্ন, যোনিশ মনসিকাব দ্বাবা, নির্বাণকে সাক্ষাত্কাব কবে।"[৪] তিনি বাবংবাব অতীব স্পষ্ট বাক্যে বলিযাছেন যে "অত্থি নিব্বানং"

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৬ পরি, দুক্খনিরোধ নিদ্দেশ, ৫০৭-৮ পৃ। বিশেষ বিবরণেব জন্য দ্রষ্টব্য—N. Dutt, *Aspects Maha Bud*, pp. 172-।

২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৬ পরি, ৫০৯ পৃ। (পূর্বে...পৃষ্ঠার...পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

৩। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংকনেব সং, ৩২৬, ৩২৭ পৃ] (পরে দ্রষ্টব্য)।

৪। ঐ, [৩২৭ পৃ] (পরে দ্রষ্টব্য)।

(‘নির্বাণ আছেই’)।[১] তাই তিনি কখন কখন নির্বাণকে “অস্তিধর্ম” বিশেষণ দিয়াছেন।[২]

‘কথাবত্থু’তে উল্লিখিত আছে যে কেহ কেহ মানিত যে নির্বাণ আছে। অপরে মানিত যে তাহা মিথ্যা।’[৩] যশোমিত্র লিখিয়াছেন,

“দ্রব্য-সত্ প্রতিসংখ্যা-নিরোধ, সত্যচতুষ্টয়-নির্দেশ-নির্দিষ্টত্বাত্, মার্গ-সত্যবত্ ইতি বৈভাষিকাঃ।’[৪]

সুতরাং বৈভাষিকগণ (=সর্বাস্তিবাদীগণ) প্রতিসংখ্যানিরোধকে (=নির্বাণকে[৫]) সত্য দ্রব্য জানিতেন।

অদ্যাপিও লভ্য

নির্বাণ সম্বন্ধে আরও একটি শঙ্কা এই হইতে পারে যে নির্বাণ সত্যসত্যই বিদ্যমান থাকিলেও, অতীব দুর্লভ, কেননা, অতীব কঠোর সাধনার ফলেই উহাকে লাভ করা যায়। ঐ প্রকার কঠোর তপস্যা করিবার সামর্থ্য সেকালের সৎপুরুষগণের ছিল; তাই তাঁহারা উহাকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পরন্তু আধুনিক কালের লোক হীনবীর্য, ঐ প্রকার কঠোর তপস্যা করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই; সেই কারণে তাহারা উহাকে লাভ করিতে পারে না। সুতরাং নির্বাণ অধুনা লভ্য নহে। স্থবিরা সুমেধার লেখায় ঐ শঙ্কার সমাধান পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, নির্বাণ নিশ্চয় বিদ্যমান আছে (“অভবম্হি বিজ্জমানে”)।[৬]

“অধিগতমিদং বহূহি অমতং
অজ্জাপি চ লভনীয়মিদং

১। যথা দ্রষ্টব্য—“অত্থি মহারাজ নিব্বানং” (২৫০ পৃ); “মহারাজ অত্থি নিব্বানং” (২৭১ পৃ); “অত্থ এসা নিব্বানধাতু” (৩২৫ পৃ)।

২। যথা দ্রষ্টব্য—“অত্থি ধম্মম্ নিব্বানম্” (৩১৬ পৃ), “অত্থি-ধম্মম্ এব নিব্বানম্” (৩১৬, ৩১৭ পৃ)।

৩। কথাবত্থু, ১৯।১৮, আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ১।৬।১২, ১৬, ২০।

৪। যশোমিত্র, স্ফুটার্থা অভিধর্মকোশ-ব্যাখ্যা, ১৭ পৃ।

৫। “প্রতিসংখ্যানমনাস্রবা এব প্রজ্ঞা গৃহ্যতে। তেন প্রজ্ঞাবিশেষেণ প্রাপ্যো নিরোধঃ ইতি প্রতিসংখ্যা-নিরোধঃ।” (ঐ, ১৬ পৃ)।

৬। থেরীগাথা, ৫১১

"নিব্বানং অভিপস্সতি"[১]

নির্বাণকে অভিদর্শন করে।'

"অহং সাবকানং ধম্মং দেসেমি সত্তানং বিসুদ্ধিয়া নিব্বানস্স সচ্ছিকিরিয়ায।'[২] সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য...নির্বাণের সাক্ষাৎকারের জন্য আমি শ্রাবকদিগকে ধর্ম উপদেশ করি।' এই ধর্মকে আচরণ করিয়া

"ভিক্খু পনিহিতেন চিত্তেন অবিজ্জং ভেচ্ছতি বিজ্জং উপ্পাদেস্সতি নিব্বানং সচ্ছিকরিস্সতি।"[৩]

'ভিক্ষু প্রণিহিত চিত্ত দ্বারা অবিদ্যাকে ভেদ (=বিনাশ) করিবে, বিদ্যাকে উৎপাদন করিবে, নির্বাণকে সাক্ষাৎকার করিবে।'

"একাযনো অযং মগ্গো সত্তানং বিসুদ্ধিযা· ·নিব্বানস্স সচ্ছি-কিরিযায।"[৪] 'সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য নির্বাণের সাক্ষাৎকারের জন্য এই মার্গ একায়ন।' সংযুত্তনিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে, বুদ্ধ বলেন,

"হে ভিক্ষুগণ। সর্বকে সাক্ষাৎকার কর্তব্য। হে ভিক্ষুগণ। কি সর্বকে সাক্ষাৎকার কর্তব্য? চক্ষুকে, হে ভিক্ষুগণ। সাক্ষাৎকার কর্তব্য" ইত্যাদি। অনন্তর তিনি বলেন,

"রূপং পস্সংতো সচ্ছিকরোতি, বেদনং ০ বিঞ্ঞানং পস্সংতো সচ্ছিকরোতি। চক্খুং ০· ·জরামরণং অমতোগধং নিব্বানং পস্সংতো সচ্ছিকরোতি।"[৫]

অর্থাৎ যেমন রূপাদিকে, তথা চক্ষুরাদিকে, "দর্শন করতঃ সাক্ষাৎকার করে", তেমন "অমৃত-গাধ নির্বাণকে দর্শন করতঃ সাক্ষাৎকার করে।" 'স্থবিরা কৃশা গৌতমী বলিয়াছেন, "অমৃতগামী আর্য অষ্টাংগিক মার্গ মৎ-কর্তৃক ভাবিত হইয়াছে; নির্বাণ সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে", ইত্যাদি।[৬]

'মিলিংদপ্রশ্নে' উক্ত হইয়াছে যে, "নির্বাণ মনো-বিজ্ঞেয়'; সম্যক্-প্রতিপন্ন আর্যশ্রাবক "বিশুদ্ধ মানস দ্বারা", "বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা", "নির্বাণকে

১। অংগুত্তরনি, [১ খং, ১৪৭ পৃ]
২। ঐ, [৫ খং, ১৯৪ পৃ]   ৩। ঐ, [১ খং, ৮ পৃ]
৪। দীঘনি, [২ খং, ২৯০ পৃ], সংযুত্তনি [৫ খং, ১৬৭ ও ১৮৫ পৃ]।
৫। সংযুত্তনি, [৪ খং, ২৯ পৃ]। পটিসংভিদামগ্গ [১ খং, ৩০ পৃ]।
৬। থেরীগাথা, ২২২

দর্শন করে" ;[১] "সম্যক্-প্রতিপন্ন্ নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করে" ;[২] "পরমসুখ নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করে" ;[৩] ইত্যাদি।[৪] নির্বাণকে দর্শন এবং সাক্ষাত্কার-করণের কথা আচার্য বুদ্ধঘোষও বলিয়াছেন।[৫]

ভাগবতশাস্ত্রে ব্রহ্মকে দর্শন করার উল্লেখ বহুত্র পাওয়া যায়। যথা উপনিষদে আছে,

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যংতি ধীরা
আনংদরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'[৬]

'উহার বিজ্ঞান দ্বারা ধীরগণ আনংদরূপ অমৃতকে (=ব্রহ্মকে), যাহা বিভাত হইতেছে, পরিদর্শন করে।'

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।"[৭]

'(তত্ত্ব) দ্রষ্টা যখন রুক্মবর্ণ (="স্বয়ং-জ্যোতি-স্বভাব"), (জগতের) কর্তা ও ঈশ্বর, এবং পুরুষ (=জগত্কে পূর্ণ করিয়া স্থিত) ব্রহ্মযোনিকে (=জগতের যোনি ব্রহ্মকে, অথবা জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মার ও যোনি ব্রহ্মকে) দর্শন করে।'

"এই আত্মা...যাহাকে ক্ষীণ-দোষ যতিগণ দর্শন করে।"[৮] ইত্যাদি।[৯] 'গীতা'য় আছে, "আত্মানং পশ্যন্" ('আত্মাকে দর্শন করতঃ')[১০], "যো মাং পশ্যতি সর্বত্র" ('যে আমাকে সর্বত্র দর্শন করে'),[১১] ইত্যাদি।[১২]

১। "মনোবিঞ্ঞাণেন নিব্বানং বিসুদ্ধেন মানসেন...সম্মা পটিপন্নো অরিয়সাবকো নিব্বানং পস্সতীতি।"—(মিলিংদপ্রশ্ন, ২৭০ পৃ) "মনোবিঞ্ঞাণেন নিব্বানং যং সো সম্মা পটিপন্নো অরিয়সাবকো বিসুদ্ধেন ঞাণেন পস্সতীতি।"
—(মিলিংদপ্রশ্ন, ২৭১ পৃ)।

২। ঐ, ৩২৩ পৃষ্ঠা ৩। ঐ, ৩২৪ পৃষ্ঠা

৪। আরও দ্রষ্টব্য
"কো মগ্গ-ফল-নিব্বানানি সচ্ছিকরোতি" (ঐ, ২৫ পৃ)
"সাবকানং নিব্বানস্স সচ্ছিকিরিয়ায় মগ্গো অক্খাতো"
—(ঐ, ২৬৮ পৃ) ইত্যাদি।

৫। যথা দ্রষ্টব্য—বিসুদ্ধিমগ্গ, পৃ ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৯৬, ৬৯৭ ইত্যাদি।

৬। মুংডক উ, ২।২।৭ ৭। মুংডক উ, ৩।১।৩.১ ৮। ঐ, ৩।১।৫

৯। আরও দ্রষ্টব্য—কঠ উ, ২।১।১, ৬; ২।২।১২, ১৩; মুংডক উ, ১।১।৬; ২।২।৮, ৩।১।৮; শ্বেত উ, ১।৩, ১৪, ১৫; ৩।২০; ৬।১২।

১০। গীতা, ৬।২০ ১১। ঐ, ৬।৩০ ১২। আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ১৩।২৭, ২৮।

স্পর্শন

'সংযুত্তনিকায়ে' উক্ত হইয়াছে যে

"যে যে ধম্মা সচ্ছিকতা হোংতি তে তে ধম্মা ফুসিতা হোংতি।"[১]

'যে যে ধর্মসমূহ সাক্ষাত্‌কৃত হয়, সে সে ধর্মসমূহ স্পর্শিত হয়।' সুতরাং 'নির্বাণকে সাক্ষাত্‌কার'কে 'নির্বাণকে স্পর্শন'ও বলা যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে কখন কখন তাহা বস্তুতই বলা হইয়াছে দেখা যায়। যথা, 'দীঘনিকায়ে' আছে, "নিরোধকে স্পর্শ করে।"[২] স্থবিরা সুজাতা লিখিয়াছেন,

"মহর্ষির (উপদিষ্ট) সত্য শ্রবণ করিয়া আমি সংপ্রতিবিদ্ধ হইলাম; তত্রই বিরজ ধর্মকে,—অমৃত-পদকে স্পর্শ করিলাম।"[৩]

'থেরগাথায়'ও আছে,

"সেই পংডিতগণ সুগতের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া, বোধ্যংগসমূহ এবং বলসমূহকে ভাবনা করিয়া উদগ্রচিত্ত, সুমনা ও হৃতেংদ্রিয় হইয়া অসংস্কৃত নির্বাণপদকে স্পর্শ করেন।"[৪] "অমৃত-পদকে স্পর্শ করিবে";[৫] "অমৃত-পদকে স্পর্শ করে।"[৬]

"সম্যক্‌-সংবুদ্ধকায় দ্বারা নিরুপধি অমৃতধাতুকে স্পর্শ করিয়া, উপধি-প্রতিনিসর্গকে সাক্ষাত্‌কার করিয়া' ইত্যাদি।[৭]

'মিলিংদপ্রশ্নে' আছে, "অমৃতকে স্পর্শ করে।'[৮]

'গীতা'তে "ব্রহ্মসংস্পর্শ" লাভের এবং তদ্ধেতু 'অত্যংত সুখ' প্রাপ্তির উল্লেখ আছে।[৯]

গমন

যেহেতু নির্বাণকে পদ বা স্থান বিশেষরূপে কল্পনা করা হয়, সেইহেতু উহাতে গমনেরও কথা বলা হয়। যথা, বৌদ্ধ শাস্ত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে যে,

---

১। সংযুত্তনি, [৪ খং, ২৯ পৃ]; পটিসংভিদামগ্গ, [১ খং, ৫৫ পৃ]।
২। দীঘনি, [১ খং, ১৮৪ পৃ]   ৩। থেরীগাথা, ১৬৯ (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
৪। থেরগাথা, ৭২৫   ৫। ঐ, ৯৪৭   ৬। থেরগাথা, ৯৮০
৭। পূর্বে ..পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য   ৮। মিলিংদপ্রশ্ন, ৩৩৮ পৃ।
৯। "যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ-মত্যংতং সুখমশ্নুতে॥" —(গীতা, ৬।২৮)।

"তাহারা (সেই) অচ্যুত স্থানে গমন করে, যথায় গমন করিয়া শোক করে না।"[১]

"তাহারা (সেই) অচল স্থান প্রাপ্ত (হইল), যথায় গমন করিয়া শোক করে না।"[২]

"সংস্কারোপশম এবং সুখরূপ শান্তপদে অধিগমন করে।"[৩]

পালিনিকায়ে 'বুদ্ধকে 'সুগত' বলা হইয়াছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ ঐ সংজ্ঞার কতিপয় নিরুক্তি দিয়াছেন। উহাদের একটি এই যে—অমৃত বা নির্বাণ রূপ "সুন্দর স্থানে গত" বলিয়া তিনি সুগত নামে খ্যাত হন।[৪]

নির্বাণে গমনের কথা ভাগবতশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। যথা, উপনিষদে আছে, "অমৃতত্বং চ গচ্ছতি" ('অমৃতত্বে গমন করে')।[৫] 'গীতা'য় আছে "ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি" ('ব্রহ্মনির্বাণে গমন করে')।[৬]

"স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ;"[৭]

'সেই যোগী ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণে অধিগমন করে।'

"জন্মবন্ধ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অনাময় পদে গমন করে।[৮]

"যাতি পরাং গতিং" ('পরাগতিতে গমন করে')।[৯]

'গীতা'তে ব্রহ্মেও গমনের কথা আছে। যথা, "যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং" ('সনাতন ব্রহ্মে গমন করে')।[১০] "পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি" ('দিব্য পরম পুরুষে গমন করে')[১১]; 'যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্মে অধিগমন করে ;"[১২] ইত্যাদি।[১৩]

নির্বাণে গমনের কথা থাকাতে উহার পথের বা মার্গেরও,—যাহা দিয়া উহাতে যাওয়া যায়, কথা আছে। যথা "নির্বাণ-গমন মার্গ,"[১৪] "নির্বাণ-গামিনী প্রতিপদ",[১৫] ইত্যাদি।

১। পূর্ব-পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য   ২। ঐ   ৩। ঐ

৪। "সুন্দরংঠানং সুগতো।· সুন্দরং এব ঠানংগতো অমতং নিব্বানং তি। সুন্দরং ঠানং গতত্তা পি সুগতো।" —(বিসুদ্ধিমগ্গ, ৭ পরি, ২০৩ পৃ)।

৫। কঠ উ, ২।৩।৮.২   ৬। গীতা, ২।৭২.২   ৭। ঐ, ৫।২৪.২   ৮। ঐ, ২।৫১২

৯। গীতা, ৬।৪৫ ; ১৩।২৮ , ১৬।২২.২   ১০। ঐ, ৪।৩১.১   ১১। ঐ, ৮।৮২।

১২। ঐ, ৫।৬২   ১৩। আরও দ্রষ্টব্য—গীতা, ৭।২৩ ১ ; ৯।২৫.২ ; ১৩।৩৪.২।

১৪। যথা দ্রষ্টব্য—দীঘনি [২ খং, ২২৩ পৃ], সংযুত্তনি [১ খং, ১৮৬, ২১৭ পৃ]।

১৫। অংগুত্তরনি, [৪ খং, ৮৩ পৃ]।

নগর-বিশেষ

যেমন প্রাথমিক বৌদ্ধশাস্ত্র নির্বাণকে স্থানবিশেষরূপে কল্পনা করিয়া উহাতে গমনের, তথা গমনের পথের, কথা আছে, তেমন পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-শাস্ত্রে নির্বাণকে নগর বিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়া উহাতে প্রবেশের, তথা উহার অধিবাসীর কথা আছে। যথা, 'দিব্যাবদানে' উক্ত হইয়াছে যে স্থবির উপগুপ্ত "মোক্ষপুরের প্রণেতা"।[১] 'জাতকে' আছে "কাশ্যপ-সম্যক্‌সংবুদ্ধ চতুঃসত্য-দেশন দ্বারা বহু ব্যক্তিকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এইসকল লোকে নির্বাণ নগর পূর্ণ করিয়াছিলেন।"[২] 'মিলিন্দপ্রশ্নে' স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন, লোক রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, এবং দৃষ্টি বিমোচন করতঃ "সংসারকে উত্তীর্ণ হয়; তৃষ্ণাস্রোতকে নিবারণ করে, ত্রিবিধ মলকে বিশোধন করে; এবং সর্বক্লেশকে উপহনন করতঃ অমল, বিরজ, শুদ্ধ, পাণ্ডর, অজাতি, অজর, অমর, সুখ, শীতিভূত এবং অভয় নগরোত্তম নির্বাণ নগরে প্রবেশ করতঃ অর্হত্বে চিত্তকে বিমোচন করে।[৩] বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, "স্বর্গারোহণের সোপান, কিংবা নির্বাণ-নগরে প্রবেশের দ্বার, শীল-সম অন্য কি?"[৪]

কথিত হয় যে ঐ নির্বাণ-নগরে অর্হদ্‌গণ বাস করেন। নাগসেন লিখিয়াছেন, "আরও, মহারাজ। মহাসমুদ্র মহান ভূতগণের আবাস। তেমনই, হে মহারাজ। নির্বাণ মহান অর্হদ্‌গণের,—বিমল, ক্ষীণাস্রব, বল প্রাপ্ত ও বশীভূত মহাভূতগণের আবাস।"[৫] বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, "নির্বাণ-পুর", "অনেক-শত-সহস্র বুদ্ধগণের প্রবেশ-স্থান।"[৬]

কোথাও অবস্থিত নহে

নির্বাণকে স্থান বিশেষ কিংবা নগর বিশেষ বলাতে তথা উহাতে গমনের কিংবা প্রবেশের কথা বলাতে, মনে হইতে পারে যে উহা কোন একদিকে কোন একদেশে অবস্থিত। তাই ইহা জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ঐ নির্বাণ-

---

১। দিব্যাবদান, (২৭) [৩৮২ পৃ]।
২। মহারথপালজাতক (৫৩৮) [ঈশানচন্দ্রঘোষের সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, ১২৪ পৃ]।
৩। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ৩১২-৩ পৃ]।
৪। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১ পরি, ১০ পৃ।
৫। মিলিন্দপ্রশ্ন, [৩১৯ পৃ] ৬। পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্থান বা নির্বাণ-নগর কোথায় অবস্থিত? রাজা মিলিংদ বস্তুতই স্থবির নাগসেনকে তাই জিজ্ঞাসা করেন।

"হে ভংতে নাগসেন। পূর্বদিকে, কিংবা দক্ষিণদিকে, কিংবা পশ্চিম দিকে, কিংবা উত্তর দিকে; উর্ধ্বে কিংবা অধে কিংবা তির্যক (দিকে); সেই প্রদেশ কি আছে, যথায় নির্বাণ সন্নিহিত?

নাগসেন উত্তর করেন,

"না মহারাজ। পূর্বদিকে, ০; সেই প্রদেশ নাই, যথায় নির্বাণ সন্নিহিত।" তখন মিলিংদ এই শংকা করেন,

"হে ভংতে নাগসেন। নির্বাণের সন্নিহিত-স্থান যদি না থাকে, তবে নির্বাণ নিশ্চয় নাই; নির্বাণ যাহাদের সাক্ষাত্কৃত হইয়াছে (বলা হয়), তাহাদের ঐ সাক্ষাত্কারও মিথ্যা। তাহার কারণ বলিতেছি। হে ভংতে নাগসেন। যেমন পৃথিবীতে ধান্যোত্থান ক্ষেত্র আছে, গংধোত্থান পুষ্প আছে, পুষ্পোত্থান গুল্ম আছে, ফলোত্থান বৃক্ষ আছে, রত্নোত্থান আকর আছে,—উহাদের যাহাকে যাহাকে (পাইতে) যে ইচ্ছা করে, সে তথায় গমন করতঃ তাহাকে তাহাকে আহরণ করে; তেমনই, হে ভংতে নাগসেন। যদি নির্বাণ আছে, তবে সেই নির্বাণের উত্থান স্থানও (আছে বলিয়া) ইচ্ছা (অর্থাত্ মনে) করিতে হইবে। আর যেহেতু হে ভংতে নাগসেন। নির্বাণের উত্থান-স্থান নাই, সেইহেতু আমি বলি নির্বাণ নাই; নির্বাণ যাহাদের সাক্ষাত্কার হইয়াছে (বলা হয), তাহাদের ঐ সাক্ষাত্কারও মিথ্যা।"

নাগসেন তাহা এই প্রকারে সমাধান করেন,

"হে মহারাজ। নির্বাণের সন্নিহিত স্থান নাই; পরংতু এই নির্বাণ আছেই; (কেননা,) সম্যক্ প্রতিপন্ন যোনিশ মনসিকার দ্বারা নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করে। যেমন, হে মহারাজ। অগ্নি নামে বস্তু আছে; পরংতু উহার সন্নিহিত স্থান নাই; দুই কাষ্ঠকে সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নিকে অধিপ্রাপ্ত হয়; তেমনই হে মহারাজ। নির্বাণ আছেই; (পরংতু) উহার সন্নিহিত স্থান নাই; সম্যক্ প্রতিপন্ন যোনিশ মনসিকার দ্বারা নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করে।"[১]

১। মিলিংদপ্রশ্ন, [৩২৬-৭ পৃ]।

'কথাবত্থু'তে প্রকারান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে যে নির্বাণধাতু "অনারম্মণা" (অর্থাৎ উহার কোন আলম্বন বা আশ্রয় নাই)।১ সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে না যে উহা কোথাও অবস্থিত আছে। 'মিলিন্দপ্রশ্নে' আছে, নির্বাণ "অনিশ্রিত"।২

সর্বত্র প্রাপ্য

ইহাও বলা যায় না যে কোন স্থান-বিশেষে থাকিয়াই নির্বাণ লাভ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে থাকিয়া নির্বাণ লাভ করা যায়। স্থবির নাগসেন বলেন,

"শীলে প্রতিষ্ঠিত, যোনিশ মনসিকার-কারী, সম্যক্ প্রতিপন্ন শক-যবনেও চীন-চিলাতে (=কিরাতে)ও, অলসন্দেও, নিকুম্ভেও, কাশী-কোশলেও, কাশ্মীরেও, গান্ধারেও, পর্বত-মূর্ধায়ও, ব্রহ্মলোকেও—যত্র-কুত্র-চিৎ স্থিত থাকিয়াও নির্বাণকে সাক্ষাৎকার করে। যেমন হে মহারাজ। কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ শক-যবনেও যত্র-কুত্র-চিৎ স্থিত থাকিয়াও আকাশকে দেখে, তেমনই হে মহারাজ। শীলে প্রতিষ্ঠিত, যোনিশ মনসিকার-কারী, সম্যক্ প্রতিপন্ন শক যবনেও, যত্র-কুত্র-চিৎ স্থিত থাকিয়াও নির্বাণকে সাক্ষাৎকার করে।"৩

সর্বগত

আকাশের দৃষ্টান্ত হইতে বোধ হয় যে স্থবির নাগসেন নির্বাণকে আকাশের ন্যায় সর্বগত,—সর্বত্র অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অন্যত্র স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন,—যেমন আকাশ 'অনিশ্রিত, নিরালম্ব, এবং অনন্ত'।৪ কিন্তু এবং অনন্ত' তেমন নির্বাণও 'অনিশ্রিত, নিরালম্ব, বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই নাগসেন লিখিয়াছেন, ইহা বলা যায় না যে, নির্বাণ কোন দিক্-বিশেষে কোন দেশ-বিশেষে অবস্থিত কিংবা কোন

১। কথাবত্থু, ১১।৬।১, ২
'ধম্মসংগণী'তেও আছে
"রূপং চ নিব্বানং চ অনারম্মণা"।
২। মিলিন্দপ্রশ্ন [৩২১ পৃ]
৩। মিলিন্দপ্রশ্ন [বঙ্গানুবাদ ?, ৫২০-৮ পৃ]।
৪। পরে দ্রষ্টব্য

স্থান-বিশেষে থাকিয়াই উহাকে লাভ করা যায়। যেহেতু নির্বাণ সর্বত্র আছে, সেইহেতু উহা সর্বত্র প্রাপ্য।

প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে, ব্রহ্মে লয় বা ব্রহ্ম-ভবনই মুক্তি বা নির্বাণ; ব্রহ্ম আকাশবত্ সর্বগত, সর্বত্রই আছে;[১] সেই কারণে মুক্তির জন্য কোথাও যাইতে হয় না।

কোন নির্বাণ?

পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে কখন কখন দ্বিবিধ নির্বাণের কথা পাওয়া যায়,—এক সোপধিশেষ নির্বাণ, অপর অনুপধিশেষ নির্বাণ। প্রথম নির্বাণে 'উপধি' বা পংচস্কংধাত্মক দেহ অবশেষ থাকে, সুতরাং উহা দৃষ্ট-ধর্মেই ("দিট্ঠের ধম্মে") অর্থাত্ ইহদেহেই লাভ হয়; সেই কারণে 'দৃষ্ট-ধর্মিক' বিশেষণও দেওয়া হয়। অপর নির্বাণে উপধি অবশেষ থাকে না, সুতরাং উহা দেহাংতেই বা সাংপরায়েই লাভ হয়। সেই কারণে উহাকে 'সাংপরায়িক' বিশেষণও দেওয়া হয়।[২] তাহাতে এই প্রশ্ন করা যায়,—যাহাকে দর্শনাদির কথা বলা হইয়া থাকে, যাহাকে স্থান-বিশেষ বা নগর-বিশেষ বলা হইয়া থাকে, এবং যাহাতে গমনের বা প্রবেশের কথা বলা হইয়া থাকে, সেই নির্বাণ কোনটি? দৃষ্ট-ধর্মিক বা সোপধিশেষ নির্বাণ, না সাংপরায়িক বা অনুপধিশেষ নির্বাণ?

বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখা যায়, বুদ্ধ দৃষ্টধর্মিক নির্বাণ সংবংধে সাক্ষাত্কার কথা বলিতেন। যথা,

"হে শারিপুত্র। আমি নির্বাণকে প্রকৃষ্টরূপে জানি; নির্বাণগামিনী মার্গকেও (প্রকৃষ্টরূপে জানি)। নির্বাণগামিনী প্রতিপদে যে প্রকারে আরূঢ় হইলে আস্রব সমূহের ক্ষয়ে, অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাত্কার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করে, তাহাও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি।"

"আমি অনুশাসন করিব, আমি সেই ধর্ম উপদেশ করিব, যথানুশিষ্ট প্রতিপদ্যমান হইয়া (তোমরা) অচিরেই,·· সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য-পর্যবসানকে

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ২। পূর্বে·· পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দৃষ্ট-ধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাত্কার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিবে।” ইত্যাদি।[১]

অনুপধিশেষ-নির্বাণকে দর্শনাদির কথা কোথাও বলা হইয়াছে দেখা যায় না। অনুপধিশেষ-নির্বাণপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির “পরলোকে কি গতি হইয়াছে?” জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ প্রায়ই এতাবত্মাত্র বলিতেন যে উনি, উপধি শেষ থাকিতে “দৃষ্টধর্মে” কি করিতেন।

“আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাত্কার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করিত।”

“অমৃতদর্শী হইয়া অমৃতকে সাক্ষাত্কার করিয়া বিহার করিত।” ইত্যাদি। তাহাতে অনুমান হয় যে উহা দৃষ্টধর্মিক বা সোপধিশেষ নির্বাণই। তারপর ঐ নির্বাণকে সাক্ষাত্কারাদির পরে বর্তমান থাকার, বিহার করার উল্লেখ থাকাতে, তথা ঐ নির্বাণপুরে অর্হদ্গণের নিবাসের কথা থাকাতে, ঐ অনুমান আরও সমর্থিত হয়। কেননা, অনুপধিশেষনির্বাণ-প্রাপ্তের ব্যক্তিত্ব থাকে বলিয়া প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে মানা হইত না।

প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে কখন কখন বলা হইয়াছে, দেখা যায়, নির্বাণ প্রকৃতপক্ষে একবিধই, দ্বিবিধ নহে; সাংপরায়িক বা অনুপধিশেষ নির্বাণই প্রকৃত নির্বাণ। যাহাকে সোপধিশেষ নির্বাণ বলা হয়, উহা ঐ নির্বাণের পক্ষে উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী, এক অবস্থা বিশেষ মাত্র, পরন্তু পরমার্থ নির্বাণ নহে। অপর কথায় বলিতে, উহা আংশিক নির্বাণ মাত্র, সম্যক্ নির্বাণ নহে। দর্শনাদি যদি ঐ অনুপধিশেষ নির্বাণ সংবন্ধেই কথিত হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, বৌদ্ধধর্মে পরে পরে, অন্তত উহার কোন কোন শাখায়, মানা হইতে থাকে যে, পরিনির্বৃতের ব্যক্তিত্ব থাকে। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

অনুত্পত্তি ও অনিরোধ

নির্বাণ যে কেবল বর্তমানেই আছে, অতীতে কোন কালে ছিল না, কিংবা ভবিষ্যতে কোন কালে থাকিবে না, তাহা নহে। অপর কথায় বলিতে, উহার যে উত্পত্তি হইয়াছে, অতএব নিরোধ বা উচ্ছেদও হইবে, তাহা

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নহে। উহা প্রকৃতপক্ষে উত্পন্ন হয় নাই, এবং নিরুদ্ধও কখনও হইবে না,—উহা অনুত্পাদ এবং অনুচ্ছেদ। তাই স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন, নির্বাণ-নগর "অজাতি, অজর, অমর।" 'মিলিন্দপ্রশ্নে' উহার বিস্তারিত আলোচনাও আছে। মিলিন্দ জিজ্ঞাসা করেন,

'ভন্তে নাগসেন। তোমরা বল,—'নির্বাণ অতীত নহে, অনাগত নহে, প্রত্যুত্পন্নও নহে; উত্পন্নও নহে, অনুত্পন্নও নহে, উত্পাদনীয়ও নহে'।[১] ইহসংসারে হে ভন্তে নাগসেন। যে কেহ সম্যক্ প্রতিপন্ন হইয়া নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করে সে কি উত্পন্নকে সাক্ষাত্কার করে, না উত্পন্ন করিয়া সাক্ষাত্কার করে?" নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ। যে কেহ সম্যক্ প্রতিপন্ন হইয়া নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করে, সে ন উত্পন্নকে সাক্ষাত্কার করে, ন উত্পাদন করিয়া সাক্ষাত্কার করে। অপি চ, মহারাজ। এই নির্বাণধাতু আছেই ('অত্থং এব নিব্বান ধাতু'), যাহাকে সেই সম্যক্ প্রতিপন্ন সাক্ষাত্কার করে।"

এই উক্তির প্রকৃত তাত্পর্য মিলিন্দ বুঝিতে পারিলেন না। তাই তিনি বলেন,

"হে ভন্তে নাগসেন। এই প্রশ্নকে প্রতিচ্ছন্ন করিয়া দীপ্ত করিও না; বিবর্ত প্রকট করিয়া দীপ্ত কর। যাহা কিছু তোমার দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছে, তত্সমস্তই ছন্দজাত, উত্সাহজাত এখানেই আকীর্ণ করিয়া দেও। এই বিষয়ে এইজন সংমূঢ়, বিমতিজাত সংশয়-প্রক্ষণ্ণ হয়। এই অন্তদোষ-শল্যকে ভিন্ন কর।"

তখন নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ। এই শান্ত, সুখ ও প্রণীত নির্বাণধাতু আছেই। উহাকে সম্যক্ প্রতিপন্ন, জিনানুশিষ্ট প্রজ্ঞা দ্বারা সংস্কার সম্যক্ শান্ত হইলে, সাক্ষাত্কার করে। যেমন, হে মহারাজ। অন্তেবাসী আচার্যানুশিষ্ট প্রজ্ঞা দ্বারা বিদ্যাকে সাক্ষাত্কার করে, তেমনই হে মহারাজ। সম্যক্ প্রতিপন্ন জিনানুশিষ্ট প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণকে সাক্ষাত্কার করে।[২]

১। "নিব্বানং ন বত্তব্বং উপ্পন্নং তি পি অনুপ্পন্নং তি।" —(কথাবত্থু)

২। ঐ [ঐ, ৩২৩-৪ পৃ]

'কথাবত্থুতে', আছে

'নিব্বানং অত্থীতি, নিব্বানস্স কারকো নত্থি'[১]

'নির্বাণ আছে, নির্বাণের কারক নাই।' আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন,

"নিব্বানং ন উপ্পজ্জতি ন ভিজ্জতি"[২]

'নির্বাণ উত্পন্নও হয় না, ভিন্ন (বা বিনষ্ট)ও হয় না।'

অনিমিত্ত

নির্বাণ যে কেবল অনুত্পন্ন এবং অনুত্পাদনীয়, তাহা নহে; উহার উত্পত্তির কিংবা উহাকে উত্পাদনের কোন হেতু বা নিমিত্ত নাই। স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন,

"হে মহারাজ! লোকে এই দুইটি কর্মজ, হেতুজ, ঋতুজ নহে। কোন দুইটি? আকাশ, মহারাজ! কর্মজ নহে, হেতুজ নহে, ঋতুজ নহে। নির্বাণ, মহারাজ! কর্মজ নহে, হেতুজ নহে, ঋতুজ নহে।'

সেই কারণে নির্বাণকে সাক্ষাত্কারের হেতু ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক আখ্যাত হইয়াছে, পরন্তু নির্বাণের উত্পাদনের হেতু তত্কর্তৃক আখ্যাত হয় নাই।

"সত্যই মহারাজ! ভগবান কর্তৃক অনেক শত কারণে শ্রাবকদিগের নির্বাণের সাক্ষাত্কার ক্রিয়ার্থ মার্গ আখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু নির্বাণের উত্পাদার্থ হেতু আখ্যাত হয় নাই।"

মিলিন্দ বুঝিতে পারিলেন না যে, যেই "নির্বাণের সাক্ষাৎকার-ক্রিয়ার্থ হেতু আছে, সেই ধর্মের উত্পাদার্থ হেতু নাই।" কেননা, তাহার মনে হইতে লাগিল যে যাহার সাক্ষাত্কার-ক্রিয়ার্থ হেতু আছে, তাহার উত্পাদার্থও হেতু থাকা উচিত্। নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ! নির্বাণ অনুত্পাদনীয়, সেই কারণে নির্বাণের উত্পাদার্থ হেতু আখ্যাত হয় নাই।"

অনন্তর দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি বুঝান যে "নির্বাণের সাক্ষাত্কার-ক্রিয়ার্থ মার্গ আখ্যান করিতে পারা যায়, নির্বাণের উত্পাদার্থ হেতু নির্দেশ

১। কথাবত্থু, ১।১।২১৪

২। কথাবত্থু, ১।১।১৭০ বুদ্ধঘোষের টীকা।

করাইতে পারা যায় না।" তারপর তিনি বলেন, নির্বাণ অসংস্কৃত বলিয়া উহার উৎপাদার্থ হেতু দর্শন করাইতে পারা যায় না।[১]

এইরূপে দেখা যায় নাগসেন প্রতিপাদন করিয়াছেন যে নির্বাণ অহেতু, অনিমিত্ত। বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, নির্বাণ অনিমিত্ত-প্রত্যুপস্থান।"[২]

কূটস্থ নিত্য

যেহেতু নির্বাণ উৎপন্নও হয় না এবং নিরুদ্ধও হয় না,—উহা 'অজাতি, অজর এবং অমর', সেইহেতু উহা নিত্য। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাহা অতি সুস্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন,

"পভব-জরা-মরণং অভাবতো নিচ্চং"[৩]

'প্রভব, জরা এবং মরণের অভাব হেতু (নির্বাণ) নিত্য।' তিনি আরও বলিয়াছেন যে, একমাত্র নির্বাণই নিত্য, অণু-আদি অপর কিছুই নিত্য নহে।[৪] 'কথাবত্থু'তে আছে,

"নিব্বানং অত্থি, নিব্বানং নিব্বানভাবং ন জহতীতি; নিব্বানং নিচ্চং ধুবং সস্সতং অবিপরিণামধম্মং তি।"[৫]

'নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণভাবকে পরিত্যাগ করে না। (সুতরাং) নির্বাণ নিত্য, ধ্রুব ও শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী।' উহাতে ধৃত একটা বচনে আছে, "স্কংধসমূহ ভিন্ন হইলে, পুদ্গল যদি ভিন্ন না হয়, তবে পুদ্গল শাশ্বত হয়,—নির্বাণের সমসম হয়।[৬] তাহাতে বুঝা যায় যে নির্বাণ শাশ্বত।

অসংস্কৃত

'কথাবত্থু'তে বারং বার উক্ত হইয়াছে যে "নির্বাণ অসংস্কৃত।'[৭] "অসংস্কৃতের অসংস্কৃতলক্ষণসমূহ" বুদ্ধ এই তিন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,—"অসংস্কৃত ধর্মসমূহের উৎপাদ প্রজ্ঞাত হয় না, ব্যয় প্রজ্ঞাত

১। মিলিংদপ্রশ্ন, ট্রেংক্নের সং, ২৬৮-২৭০ পৃ]। ২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৫০৭ পৃষ্ঠা।
৩। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৬ পরি, ৫০৮ পৃ। ৪। ঐ, ৫০৯ পৃ
৫। কথাবত্থু, ১।৬।১২, ১৬, ২০। ৬। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৭। যথা দ্রষ্টব্য—কথাবত্থু ১।১।২২৬, ৬।১।১, ৪, ৬।৬।১; আরও দ্রষ্টব্য—ঐ ৬।২।১, ৬।৪; ৫।১।

হয় না এবং স্থিতিের অন্যথাত্ব প্রজ্ঞাত হয় না।"[১] সুতরাং অসংস্কৃত= অনুত্পাদ, অনিরোধ এবং অবিপরিণামধর্মী। স্থবির ভূত বলিয়াছেন, নির্বাণ "সর্ব-কৃলেশ-শোধন এবং সংযোজন-বংধনচ্ছিদ অশোক, বিরজ, অসংস্কৃত, শাংত পদ।"[২] নাগসেনও বলিয়াছেন, নির্বাণ অসংস্কৃত।

"হে ভংতে নাগসেন। নির্বাণ কি অসংস্কৃত?

"হাঁ মহারাজ। নির্বাণ অসংস্কৃত,—কাহারও দ্বারা কৃত নহে।'[৩]

বাত্সী পুত্রীয়গণ মনে করিতেন যে একমাত্র নির্বাণই অসংস্কৃত।[৪]

স্বরূপ অনির্বচনীয়

নির্বাণের স্বরূপ বাণী দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ করা যায় না। রাজা মিলিংদ জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে নাগসেন। 'নির্বাণ' 'নির্বাণ'—এই যাহাকে বল সে নির্বাণের রূপকে, কিংবা সংস্থানকে, কিংবা বয়কে, কিংবা প্রমাণকে উপমা দ্বারা, কিংবা কারণ দ্বারা, কিংবা হেতু দ্বারা, কিংবা নয় দ্বারা উপদর্শন করাইতে পার কি?"

স্থবির নাগসেন উত্তর করেন,

"হে মহারাজ। নির্বাণ অপ্রতিভাগ। নির্বাণের রূপকে, কিংবা সংস্থাকে, উপদর্শন করাইতে কেহ সমর্থ নহে।"

যাহা আছেই ("অস্তি ধর্ম"), সেই নির্বাণকে কেহ কোন প্রকারে প্রজ্ঞাপন করিতে পারে না, তাহা মিলিংদ বুঝিতে পারিলেন না। তাহা যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে "সংজ্ঞাপন করাইতে" তিনি নাগসেনকে প্রার্থনা করেন। নাগসেন দুইটি দৃষ্টাংত দ্বারা তাহা বুঝান।

(১) মহাসমুদ্র আছেই ("অত্থি")। পরংতু ঐ মহাসমুদ্রে কত জল আছে, কিংবা কত সত্ত্ব নিবাস করে, তাহা কেহই ব্যাকরণ করিতে পারে না। মিলিংদ তাহা স্বীকার করেন। তখন নাগসেন বলেন,

---

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২। থেরগাথা, ৫২১ ৩। মিলিংদপ্রশ্ন [২০৭ পৃ]।
৪। যশোমিত্র লিখিয়াছেন,
"সংতি কি কেচিদেকমেবাসংস্কৃতং নির্বাণমিত্যাহুর্যথা বাত্সীপুত্রীয়াঃ।"
—(স্ফুটার্থাভিধর্মকোশ ব্যাখ্যা, ১৫ (ছার্বেত্স্কি সং, ১৫ পৃ)।

"যেমন হে মহারাজ! অস্তিধর্ম হইলেও মহাসমুদ্রে উদক (কত আছে), তথা যে সকল সত্ত্ব উহাতে নিবাস করে তাহাদিগকে, পরিগণনা করিতে কেহই সমর্থ নহে; সেই প্রকারই হে মহারাজ। অস্তিধর্ম হইলেও, নির্বাণের রূপকে, কিংবা সংস্থানকে, কিংবা বয়সকে, কিংবা প্রমাণকে উপমা দ্বারা, কিংবা কারণ দ্বারা, কিংবা হেতু দ্বারা, কিংবা নয় দ্বারা উপদর্শন করাইতে কেহই সমর্থ নহে। (তৎপর) হে মহারাজ! কোন ঋদ্ধিমান চিত্তবশী-প্রাপ্ত ব্যক্তি মহাসমুদ্রের উদককে এবং তদাশ্রয়ী সত্ত্বগণকে বিগণনা করিলেও করিতে পারে, পরন্তু ঐ ঋদ্ধিমান চিত্তবশী-প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাণের রূপকে উপদর্শন করাইতে নিশ্চয় সমর্থ হইবে না।"

(১) দেবগণের মধ্যে "অরূপকায়িক" নামক দেবগণ আছে। সেই অরূপ-কায়িক দেবগণের রূপকে উপদর্শন করাইতে কেহই সমর্থ নহে। তাহা বলিয়া ঐ অরূপকায়িক দেবগণ যে নাই তাহা নহে। মিলিন্দ তাহা স্বীকার করেন। তখন নাগসেন বলেন,

"যেমন হে মহারাজ। অস্তি-সত্তা হইলেও অরূপকায়িক দেবগণের রূপকে, উপদর্শন করাইতে কেহই সমর্থ নহে, সেই প্রকারই হে মহারাজ! অস্তি-ধর্ম হইলেও, নির্বাণের রূপকে উপদর্শন করাইতে কেহই সমর্থ নহে।"[১]

অন্য সময়ে উঁহাদের মধ্যে এই সংবাদ হয়,—

"হে মহারাজ! নির্বাণ উৎপন্ন, কিংবা অনুৎপন্ন, কিংবা উৎপাদনীয়; কিংবা অতীত, কিংবা অনাগত, কিংবা প্রত্যুৎপন্ন; কিংবা চক্ষু-বিজ্ঞেয়, কিংবা শ্রোত্রবিজ্ঞেয়, কিংবা ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয়, কিংবা জিহ্বা-বিজ্ঞেয়, কিংবা কায়-বিজ্ঞেয়, বলিয়া বক্তব্য নহে।

"হে ভন্তে নাগসেন! নির্বাণ যদি উৎপন্নও নহে, অনুৎপন্নও নহে, উৎপাদনীয়ও নহে; অতীত নহে, অনাগত নহে, প্রত্যুৎপন্নও নহে; চক্ষু-বিজ্ঞেয় নহে, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় নহে, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় নহে, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় নহে, কায়-বিজ্ঞেয়ও নহে; তবে, হে ভন্তে নাগসেন! নির্বাণকে নাস্তি-ধর্ম বলিয়া,—'নির্বাণ নাই'—এই উপদেশ করিতেছ।

১। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংক্‌নের সং ৩১৫-৭ পৃ]।

"হে মহারাজ! নির্বাণ আছেই। নির্বাণ মনোবিজ্ঞেয়; বিশুদ্ধ, প্রণীত, ঋজুক, অনাবরণ, নিরামিষ মন দ্বারা সম্যক্ প্রতিপন্ন আর্যশ্রাবক নির্বাণকে দেখে ('নির্বাণং পস্সতীতি')।

"ভংতে! সেই নির্বাণ কীদৃশ, তাহা উপমা দ্বারা আদীপ্ত কর, কারণ (=যুক্তি) দ্বারা আমাকে সংজ্ঞাপিত কর, যেমন অস্তি-ধর্মকে উপমা দ্বারা আদীপ্ত করিয়াছিলে।

"হে মহারাজ! বাত-নামক (বস্তু) আছে কি?

"হাঁ ভংতে।

"তুমি কি মহারাজ! বাতকে বর্ণত, কিংবা সংস্থানত, কিংবা (আকারত) অণু কিংবা স্থূল, কিংবা দীর্ঘ, কিংবা হ্রস্ব বলিয়া দর্শন করাইতে পার?

"না ভংতে নাগসেন! বাতকে উপদর্শন করাইতে পারি না। সেই বাতকে হাত দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কিংবা নির্মর্দন করা যাইতে পারে না। অথচ সেই বাত আছেই।

"হে মহারাজ! যদি বাতকে উপদর্শন করাইতে না পার, তবে বাত নিশ্চয়ই নাই।

"হে ভংতে নাগসেন! আমি জানি বাত আছেই; (উহা) আমার হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট; অথচ আমি বাতকে উপদর্শন করাইতে সমর্থ নহি।

"সেই প্রকারই, হে মহারাজ! নির্বাণ আছেই; অথচ নির্বাণকে বর্ণ, কিংবা সংস্থান দ্বারা উপদর্শন করাইতে সমর্থ নহি।[১]

"হে মহারাজ! যে সকল সত্ত্ব সচেতন, উহারা সকলেই কর্মজ; অগ্নি এবং সমস্ত বীজ-জাতসমূহ হেতুজ; পৃথিবী, পর্বত, জল ও বায়ু—ইহারা সকলেই ঋতুজ; আর আকাশ এবং নির্বাণ—এই দুইটি কর্মজও নহে, হেতুজও নহে, এবং ঋতুজও নহে। হে মহারাজ! নির্বাণকে কর্মজ, কিংবা হেতুজ, কিংবা ঋতুজ, কিংবা উৎপন্ন, কিংবা অনুৎপন্ন, কিংবা উৎপাদনীয়; কিংবা অতীত, কিংবা অনাগত, কিংবা প্রত্যুৎপন্ন; কিংবা চক্ষু-বিজ্ঞেয়, কিংবা শ্রোত্র-বিজ্ঞেয়, কিংবা ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয়, কিংবা জিহ্বা-বিজ্ঞেয়, কিংবা কায়-বিজ্ঞেয়; বলিয়া বক্তব্য নহে। অপি চ মহারাজ! নির্বাণ মনো-

---

১। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংক্‌নের সং ২৭০-১ পৃ]।

বিজ্ঞেয়, সেই সম্যক্ প্রতিপন্ন আর্যশ্রাবক বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা উহাকে দর্শন করে।"[১]

আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন,

"যদি (ইহা জিজ্ঞাসা কর ; 'নির্বাণ যদি আছে, তবে) স্বরূপে উক্ত হয় নাই কেন? (আমি বলি) অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু। উহার অতি-সূক্ষ্মত্ব এই দুই হেতুতে সিদ্ধ হয়,—(১) ভগবান (বুদ্ধ) উহাকে প্রচার করিতে প্রথমে অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং (২) উহা আর্য-চক্ষুরই দ্বারা দ্রষ্টব্য।"[২]

কি প্রকারে দ্রষ্টব্য

উপনিষদেও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে আত্মা বা ব্রহ্ম স্বরূপত মনের কিংবা বাণীর গোচর নহে, অপর কোন ইন্দ্রিয়েরও গোচর নহে। তাই উহাতে কথিত হয় যে মনাদির দ্বারা যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করা যায়, তাহা ঠিক ব্রহ্ম নহে। তথাপি আবার ইহাও কথিত হয় যে ঐ আত্মা মুমুক্ষুর "দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য।" বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণ সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রকার মনে করা হয়,

"নির্বাণ কি প্রকারে দ্রষ্টব্য?"[৩]

স্থবির নাগসেন এই প্রশ্ন করিয়াছেন। অনন্তর উহার উত্তরও তিনি দিয়াছেন ;—

"অনীতিত, নিরুপদ্রবত্, অভয়ত, ক্ষেমত, শান্তত, সুখত, সাতত, প্রণীতত, শুচিত, শীতলত দ্রষ্টব্য।"[৪]

তারপর তাহাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিয়াছেন।

(১) "হে মহারাজ! যেমন বহুকাষ্ঠপুঞ্জ দ্বারা জ্বলিত-কঠিত অগ্নি দ্বারা দহ্যমান পুরুষ, প্রযত্ন দ্বারা তথা হইতে মুক্ত হইয়া নিরগ্নিক গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় পরম সুখ লাভ করে ; তেমনই হে মহারাজ! যে সম্যক্-প্রতিপন্ন, সে যোনিশ মনসিকার দ্বারা ব্যপগত-ত্রিবিধাগ্নি-সংতাপ হইয়া পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎকার করে। হে মহারাজ! যেমন অগ্নি, তেমন

১। ঐ, [ঐ, ২৭১ পৃ]
২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৬ পরি, ৫০৮ পৃ ৩। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং, ৩২৩-৫ পৃ]।
৪। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং ৩২৩-৩২৫ পৃ]।

ত্রিবিধাগ্নি দ্রষ্টব্য, যেমন অগ্নিগত পুরুষ, তেমন সম্যক্-প্রতিপন্ন দ্রষ্টব্য ; যেমন নিরগ্নিক গৃহ তেমন নির্বাণ দ্রষ্টব্য।

(২) "হে মহারাজ! যেমন অহি-কুক্কুর-মনুষ্য-কুণপ-শরীর-বড়ঞ্জ কোষ্ঠসবসি-গত পুরুষ কুণপ-জটাজটি-তংত্রে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ প্রযত্ন দ্বারা তথা হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কুণপ-গৃহে প্রবেশ করিয়া পরম সুখ লাভ করে ; তেমনই হে মহারাজ! যে সম্যক্-প্রতিপন্ন, সে যোনিশ মনসিকার দ্বারা ব্যপগত-ক্লেশকুণপ হইয়া পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাত্কার করে। হে মহারাজ! যেমন কুণপ, তেমন পংচ-কাম-গুণ দ্রষ্টব্য ; যেমন কুণপ-গত পুরুষ তেমন সম্যক্-প্রতিপন্ন দ্রষ্টব্য, যেমন নিষ্কুণপ গৃহ, তেমন নির্বাণ দ্রষ্টব্য।

(৩) "হে মহারাজ! যেমন ভীত, ত্রসিত, কংপিত, বিপরীত-বিভ্রাংত চিত্ত পুরুষ প্রযত্ন দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়, স্থির, অভয় স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় পরম সুখ লাভ করে, তেমনই হে মহারাজ! যে সম্যক্-প্রতিপন্ন, সে যোনিশ মনসিকার দ্বারা ব্যপগত-ভয় সংত্রাস হইয়া পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাত্কার করে। হে মহারাজ! যেমন ভয়, তেমনই জাতি-জরা ব্যাধি-মরণ প্রতীত অপরাপর প্রবর্ত ভয় দ্রষ্টব্য ; যথা ভীত পুরুষ, তেমন সম্যক্-প্রতিপন্ন দ্রষ্টব্য ; যেমন অভয় স্থান, তেমন নির্বাণ দ্রষ্টব্য।

(৪) "হে মহারাজ! যেমন ক্লিষ্ট-মলিন-কলল-কর্দম-দেশে নিপতিত পুরুষ প্রযত্ন দ্বারা সেই কলল কর্দমকে অপবাহিত করিয়া পরিশুদ্ধ বিমল-দেশে উপগমন করতঃ তথায় পরম সুখ লাভ করে ; তেমনই, হে মহারাজ! যে সম্যক্-প্রতিপন্ন, সে যোনিশ মনসিকার দ্বারা ব্যপগত-ক্লেশ-মল-কর্দম হইয়া পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাত্কার করে। হে মহারাজ! যেমন কলল, তেমনই লাভ-সত্কার-শ্লোক দ্রষ্টব্য ; যেমন কললগত পুরুষ, তেমন সম্যক্-প্রতিপন্ন দ্রষ্টব্য ; যেমন পরিশুদ্ধ নির্মল দেশ, তেমনই নির্বাণ দ্রষ্টব্য।"[১]

আকাশ-সম

আকাশের সংগে নির্বাণের অনেকাংশে সমতা আছে বলিয়া বলা হয়।[২] যথা, স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন,

১। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং, ৩২৩-৫ পৃ]।
২। দ্রষ্টব্য—N. Dutt, *Aspects Maha Bud* pp, 164-।

(১) 'লোকে এই দুইটিই কর্মজও নহে, হেতুজও নহে, ঋতুজও নহে, —আকাশ ও নির্বাণ।'১

(২) "আকাসস্স দস গুণা নিব্বানং অনুপবিট্ঠা।...যথা, মহারাজ আকাসো ন জায়তি ন জীয়তি ন মীয়তি ন চবতি ন উপ্পজ্জতি দুপ্পসহো অচোরাহরণো অনিস্সিতো বিহগগমনো নিরাবরণো অনন্তো এবমেব খো মহারাজ নিব্বানং ন জায়তি অনিস্সিতো অরিয়গমনং নিরাবরণং অনন্তং।"২

'আকাশের দশগুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট।...যেমন, হে মহারাজ! আকাশ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, দুষ্প্রসহ, অচোরাহরণ, অনিশ্রিত, বিহগগমন, নিরাবরণ, অনন্ত; সেই প্রকারেই, হে মহারাজ! নির্বাণ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না; চ্যুত হয় না; উৎপন্ন হয় না; দুষ্প্রসহ, অচোরাহরণ, অনিশ্রিত, আর্যগমন, নিরাবরণ, অনন্ত।'

(৩) "যেমন, মহারাজ! কোন চক্ষুষ্মান শক-যবনেও, চীন-বিলাতেও, অলসন্দেও, নিকুম্ভেও, কাশী-কোশলেও, কাশ্মীরেও, গান্ধারেও, পর্বতমূর্ধায়ও, ব্রহ্মলোকেও,—যত্র-কুত্র-চিৎ স্থিত থাকিয়াও আকাশকে দেখে, তেমনই হে মহারাজ! শীলে প্রতিষ্ঠিত, যোনিশ-মনসিকার-কারী সম্যক্-প্রতিপন্ন শক-যবনেও যত্র-কুত্র-চিৎ স্থিত থাকিয়াও নির্বাণকে সাক্ষাৎকার করে।"৩

(৪) আকাশ ও নির্বাণ অসংস্কৃত।৪

উপনিষদে ব্রহ্মের আকাশের সহিত সাম্যের কথা আছে। তথায় সেইহেতু ব্রহ্মকে কখন কখন 'আকাশ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।৫

শূন্যতা

নির্বাণকে কখন 'শূন্যতা' বলা হইয়াছে; যথা, স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন,

"হে মহারাজ! ভগবান কর্তৃক বলসমূহ আখ্যাত হইয়াছে। যথা, এই

১। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং, ২৬৮, ২৭১ পৃ]। ২। ঐ, [ঐ, ৩২০-১ পৃ]।
৩। ঐ, ৩২৮ পৃ ৪। কথাবত্থু, ৬।৬।১
৫। পূর্বে... পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল অর্হত্ব-ফল, শূন্যতা-ফল-সমাপত্তি, অনিমিত্ত-ফল-সমাপত্তি, অপ্রণিহিত-ফল-সমাপত্তি। উহাদের যে ফল যে কেহ (পাইতে) ইচ্ছা করে. সে কর্মমূল্য দিয়া (আপন) প্রার্থিত ফল ক্রয় করে,—যদি স্রোতাপত্তি-ফল, যদি সকৃদাগামী-ফল, যদি অনাগামী-ফল, যদি অর্হত্ব-ফল, যদি শূন্যতা-ফল-সমাপত্তি, যদি অনিমিত্ত-ফল-সমাপত্তি। এই প্রকারই, হে মহারাজ। যে যেফল (পাইতে) ইচ্ছা করে, সে কর্মমূল্য দিয়া (আপন) প্রার্থিত ফল গ্রহণ করে.—যদি স্রোতাপত্তি-ফল, অপ্রণিহিত-ফল-সমাপত্তি।

'কম্মমূলং জনা দত্বা গণ্হংতি অমতং ফলং।
তেন তে সুখিতা হোংতি যে কীতা অমতং ফলং তি।'

জনগণ কর্মমূল্য দিয়া অমৃতফল গ্রহণ করে। যাহারা অমৃতফল ক্রয় করে. তাহারা সেইহেতু সুখী হয়।"[১]

এই বচনে উক্ত শূন্যতা নির্বাণই। যেহেতু নির্বাণ সর্বক্লেশশূন্য[২]. সেইহেতু উহাকে শূন্য বলা হয়। তাহার অপর হেতুও আছে। নাগসেন বলিয়াছেন, তক্ষকের দুই গুণ ভিক্ষুর গ্রহণ কর্তব্য। দ্বিতীয় গুণ এই.—

"পুনশ্চ, হে মহারাজ। তক্ষক ফল্গুকে (=নিঃসার অংশকে) অপহরণ করিয়া সারকে গ্রহণ করে। সেই প্রকারই, হে মহারাজ। যোগী. যোগাবচর কর্তৃক শাশ্বত, উচ্ছেদ, সে জীব, সে শরীর. অন্য জীব অন্য শরীর. তদুত্তম অন্যদুত্তম, অকৃত, অভব্য, অপুরুষকার, অব্রহ্মচর্যবাস, সত্ত্ববিনাশ. নবসত্ত্ব প্রাদুর্ভাব, সংস্কার-শাশ্বত-ভাব, যে করে সেই প্রতিসংবেদন করে. অন্য করে অন্য প্রতিসংবেদন করে, কর্মফলদর্শন এবং ক্রিয়াফলদৃষ্টি,—ইত্যাদি রূপ, তথা অপরাপর বিবাদপথসমূহ অপনীত করতঃ সংস্কারসমূহের স্বভাব পরমশূন্যতা, নিরীহ-নির্জীবতা, অত্যংতশূন্যতা আদান কর্তব্য।"[৩]

এই বচন হইতে জানা যায় সর্বদৃষ্টি-শূন্য হইয়া পরমশূন্যতা, অত্যংত-শূন্যতাকে গ্রহণ করিলেই যোগী নির্বাণ লাভ করিতে পারে। সুতরাং নির্বাণ শূন্যতারূপই। 'পটিসংভিদামগ্গে' আছে

১। 'মিলিংদপ্রশ্ন' [ট্রেংকনের সং, ৩৩৩-৪ পৃ]।
২। ঐ, [ঐ, ৩১৯ পৃ] (পরে দ্রষ্টব্য)
৩। ঐ [ঐ, ৪১৩ পৃ]

"পঞ্চানং খংধানং নিরোধো পরমসুঞ্ঞ নিব্বানং"[১]
পংচস্কংধের নিরোধই পরমশূন্য নির্বাণ।' সুতরাং পংচস্কংধ-শূন্য বলিয়াই নির্বাণ পরমশূন্য। 'মহাবস্তু'তে বিবৃত হইয়াছে যে, বোধিসত্ত্ব শাক্যসিংহ বলেন যে তিনি "মোক্ষার্থ অভিনিষ্ক্রাংত";

"যত্র সর্ব ন ভবতে যত্র সর্বং নিরুধ্যতে।
যত্রোপশাম্যতে সর্বং তত্পদং প্রার্থযাম্যহম্॥"[২]

'যাহাতে সর্ব থাকে না, যাহাতে সর্ব নিরুদ্ধ হয়, যাহাতে সর্ব উপশাংত হয়, সেই পদকেই আমি প্রার্থনা করি।' সুতরাং লোকোত্তরবাদীগণের মতে নির্বাণ সর্বাতীত বা সর্বশূন্য। তাহা সিদ্ধও করা যায়। সর্ব সংস্কৃত, অনিত্য ও দুঃখ; আর নির্বাণ অসংস্কৃত, নিত্য ও পরমসুখ। সুতরাং নির্বাণে সর্ব থাকিতে পারে না। নির্বাণ সর্বশূন্য। সর্বশূন্য বলিয়া নির্বাণ পরম-শূন্য।

জগত্ শূন্য

ঐ প্রকার দৃষ্টিতে বুদ্ধ জগত্কে শূন্য বলিতেন,—যেহেতু জগত্ আত্মা এবং আত্মীয় শূন্য, সেইহেতু তিনি বলিতেন, উহা শূন্য।[৩] 'চুল্লনিদ্দেসে'র অনুসরণে বুদ্ধঘোষ বলেন যে উহা "দ্বিকোটিক শূন্যতা"। উঁহাদের মতে, অপরাপর-কোটিক শূন্যতাও আছে; যথা, "চতুষ্কোটিক শূন্যতা". "ছয় আকারে শূন্যতা", "অষ্ট আকারে শূন্যতা". "দশ আকারে শূন্যতা" "দ্বাদশ আকারে শূন্যতা" এবং "দ্বিচত্বারিংশত্ আকারে" শূন্যতা। তিনি উহাদিগকে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, ঐ শূন্যতাসমূহ পর পর পরিগ্রহণ করিতে হইবে।

"সো এবং নেব অত্তানং ন পরং কিংচি অত্তনো পরিক্খারভাবে ঠিতং দিস্বা, পুনঃ, -নাহং ক্বচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং, ন চ মম ক্বচনি কিস্মিংচি কিংচনত্ অত্থি তি যা চতুষ্কোটিকা সুঞ্ঞতা কথিতা তং পরিগ্গণ্হাতি।"[৪]

'সে এই প্রকারে (অর্থাত্ দ্বিকোটিক শূন্যতা পরিগ্রহণ করতঃ). 'আত্মা

১। পটিসংভিদামগ্গ [২ খং, ২৪০ পৃ]। ২। মহাবস্তু, ২ খং, ১৯৭ পৃ
৩। পূর্বে......পৃষ্ঠা ৪। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২১ পরি, ৬৫৩-৪ পৃষ্ঠা।

নাই, অপব কিছু আত্মাব নাই'—ইহা পরিষ্কারভাবে সৃথিত দেখিযা, পুনঃ আমি কোথাও কাহাবও কিংচিত্ও নহি, আমারও কোথাও কাহাতেও কিংচিতও নাই'—এই যাহা চতুষ্কোটিক শূন্যতা বলিযা কথিত হয, তাহা পরিগ্রহণ কবে।'[১]

চক্ষু, মন, রূপ, ধর্ম, চক্ষুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চক্ষুসংস্পর্শ, ইত্যাদি জরা মরণ যাবত প্রত্যেকটিকে "সুঞ্ঞ অত্তেন বা অত্তনীযেন বা নিচ্চেন বা ধুবেন বা স সস্সতেন বা অবিপবিণামধম্মেন বা" ('আত্মা, আত্মীয, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অবিপবিণামধর্ম (এই ছয প্রকারে) শূন্য') বলিযা ভাবনা করাই "ছয আকাবে শূন্যতা" পরিগ্রহণ।[২] 'অষ্টআকারে শূন্যতা' পবিগ্রহণ এই প্রকাবে করিতে হয।

"রূপং অসাবং নিস্সাবং সাবাপগতং নিচ্চসারসাবেন বা ধুবসাবসারেন বা সুখ-সার-সাবেন বা অত্ত-সাবসাবেন বা নিচ্চেন বা ধুবেন বা সস্সতেন বা অবিপরিণামধম্মেন বা ; বেদনা ; সঞ্ঞারা, বিঞ্ঞানং।"[৩]

চক্খু জবা-মরণং অসারং নিস্সাবং সাবাপগতং নিচ্চ-সাবসাবেন বা ধুব-সারসারেন বা সুখসাবসারেন বা অত্তসাবসাবেন বা নিচ্চেন বা ধুবেন বা সস্সতেন বা অবিপবিণামধম্মেন বা।

'যথা নলো অসারো নিস্সাবো সারাপগতো, যথা এবংডো, যথা উর্দুংবরো, যথা সেতবচ্ছো, যথা পাডিভদ্দকো, যথা ফেনপিংডো, যথা উদকবুব্বুলং,

---

১। ''কথং? অয়ং হি—'নাহং ক্বচনী' তি ক্বচি অত্তানং ন পস্সতি। 'কস্সচি কিংচন তস্মিং' তি অত্তনো অত্তানং কস্সচি পরস্স কিংচনভাবে উপনেতব্বং ন পস্সতি ; ভাতিট্ঠানে ভাতরং, সহায়ট্ঠানে বা সহায়ং, পরিক্খারট্ঠানে বা পরিক্খার মঞ্ঞিত্বা উপনেতব্বং ন পস্সতী তি অত্থো। 'ন চ মম ক্বচনী' তি এত্থ, মম সদ্দং তাবঠাপেত্বা, ন চ ক্বচনি পরস্স চ অত্তানং ক্বচি পস্সতী তি অয়ং অত্থো। ইদানি মম সদ্দং আহরিত্বা মম কিস্মিংচি কিংচনত্ অত্থী তি, সো পরস্স অত্তা মম কিসমিংচি কিংচনভাবে অত্থী তি ন পস্সতী তি অত্তনো ভাতিট্ঠানে বা ভাতরং, সহায়ট্ঠানে বা সহায়ং, পরিক্খাবট্ঠানে বা পরিক্খারং তি কিসমিংচিঠানে পরস্স অত্তানং ইমিনা কিংচনভাবেন উপনেতব্বং ন পস্সতী তি অত্থো। এবং অয়ং, যস্মা নেব কত্থচি অত্তান পস্সতি, ন তং পরস্স কিংচনভাবে উপনেতব্বং পস্সতি, ন পরস্স অত্তানং অত্তনো কিংচনভাবে উপনেতব্বং পস্সতি, তস্মা অনেন চতুকোটিকা সুঞ্ঞতা পরিগ্গহীতা হোতি।"—(ঐ, ৬৫৪ পৃ)

২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৬৫৪ পৃ

৩। চুল্লনিদ্দেশ, ২৭৮

যথা মরীচি, যথা কদলিক্খংধো, যথা মায়া অসারা নিস্সারা সারাপগতা, এবং রূপং......।"১

জরা-মরণং অসারং নিস্সারং সারাপগতং নিচ্চসারসারেন বা ধুব-সারসারেণ বা সুখ-সারসারেন বা অত্তসার সারেন বা নিচ্চেন বা ধুবেন বা সস্সতেন বা অবিপরিণামধম্মেন বা তি।"২

দশ ও দ্বাদশ আকারে শূন্যতা পরিগ্রহণ বুদ্ধঘোষ 'চুল্লনিদ্দেশে'র এই বচন দ্বারা বুঝাইয়াছেন,

"রূপং রিত্ততো পস্সতি তুচ্ছতো, সুঞ্ঞতো, অনত্ততো, অনিস্সরিযতো, আকামকারিযতো, অলব্ভনীযতো, অবসবত্তকতো, পরতো, বিবিত্ততো, পস্সতি , বেদনং . . বিঞ্ঞাণং রিত্ততে পস্সতি, তুচ্ছতো, সুঞ্ঞতো, অনত্ততো, অনিস্সরিযতো, আকামকারিযতো, অলব্ভনীযতো, অবসবত্তকতো, পরতো৹ বিবিত্ততো পস্সতি।'৩

"রূপং ন সত্তো, ন জীব, ন নরো, ন মানবো, ন ইত্থী, ন পুরিসে, ন অত্তা, ন অত্তনীযং, নাহং, ন মম, ন অঞ্ঞস্স, ন কস্সচি ; বেদনা . বিঞ্ঞাণং ন সত্তো, ন জীব, ন নরো, ন মানবো, ন ইত্থী, ন পুরিসো, ন অত্তা, ন অত্তনীযং, নাহং, ন মম, ন অঞ্ঞস্স, ন কস্সতী তি।"৪

"দ্বিচত্বারিংশত্ আকারে শূন্যতা' পরিগ্রহণ এই প্রকার,—

"রূপং অনিচ্চতো, দুক্খতো, রোগতো, গংডতো, সল্লতো, অঘতো, আবাধতো, পরতো, পলোকতো, ঈতিতো, উপদ্দবতো, ভয়তো, উপসগ্গতো, চলতো ; পভংগুতো, অদ্ধুবতো, অতাণতো. অলেণতো, অসরণতো, অসরণী-ভূততো, রিত্ততো, তুচ্চতো, সুঞ্ঞতো, অনত্ততো, অনস্সাদতো, আদীনবতো, বিপরিণামধম্মতো, অসারকতো, অঘমূলতো, 'অবধকতো, বিভবতো, সাসবতো, সংখততো, মারামিসতো, জাতিধম্মতো, জরাধম্মতো, ব্যাধিধম্মতো, মরণধম্মতো, সোকপরিদেবদুক্খদোমনস্স-উপাযাস-ধম্মতো, সুমুদযতো, অতথংগমতো, নিস্সরণতো পস্সতি ; বেদনং.. বিঞ্ঞাণং অনিচ্চতো নিস্সরণতো পস্সতি।"

১। চুল্লনিদ্দেশ, ২৭৮ ২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২১ পরি, ৬৫৪-৫ পৃ।

৩। চুল্লনিদ্দেশ, ২৭৯ (মুদ্রিত গ্রংথের পাঠ ঈষৎ ভিন্ন)।

৪। চুল্লনিদ্দেশ, ২৮০ (ঈষত্ পাঠাংতরে)।

বুদ্ধঘোষ বলিযাছেন যে, ইহা উক্ত হইযাছে যে রূপাদিকে এই প্রকারে দেখিলেই মানুষ

"সুঞ্ঞতো লোকং অবেক্খতি।"[১]

এবং লোককে শূন্যত দেখিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে।[২]

বুদ্ধঘোষ আবাব বলিযাছেন, "ভবচক্র·· দ্বাদশ-বিধ-শূন্যতা-শূন্য।"[৩] তাহা এই প্রকারে বলিযা ব্যাখ্যা কবিযাছেন,

"যস্মা পন এত্থ অবিজ্জা উদযব্বযধম্মকত্তা ধুব-ভাবেন, সংকিলিট্ঠত্তা সংকিলেসি কত্তা চ সুভ-ভাবেন, উদযব্বযপীডীতত্তা সুখভাবেন চ সুঞ্ঞা, তথা সংখারাদীনি পি অংগানি। যস্মা বা অবিজ্জা ন অততা, ন অত্তনো, ন অত্তানি, ন অত্তবতী, তথা সংখারাদীনি পি অংগানি, তস্মা "দ্বাদশবিধসুঞ্ঞতা সুঞ্ঞং এতং ভবচক্কং' তি বেদিতব্যম্।"[৪]

'পটিসংভিদামগ্গে' আছে পংচস্কংধকে "সুঞ্ঞতো অনত্ততো" ও দর্শন করিতে হইবে।[৫] বুদ্ধঘোষ ব্যাখ্যা কবিযাছেন,

"সামি-নিবাসী-কারক-বেদকাধিট্ঠাযক-বিরহিততায 'সুঞ্ঞতো', সবং চ অস্সামিকভাবদিতায 'অনত্তো'।"[৬]

আর্যসত্যচতুষ্টয় শূন্য

আচার্য বুদ্ধঘোষ বলিযাছেন, আর্যসত্যচতুষ্টযেব 'শূন্যত বিনিশ্চযও জানিতে, তথা অনুভব কবিতে হইবে।'[৭] তাবপব ব্যাখ্যা কবিযাছেন,

"শূন্যত তাবত্-পবমার্থত সমস্ত সত্যসমূহই বেদক-কাবক-নির্বৃত-গমকা-ভাব হেতু শূন্য বলিযা বেদিতব্য। সেই কাবণে ইহা উক্ত হয,

১। পটিসংভিদামগ্গ, ২৭৮- ২। সুত্তনিপাত, ১১১৯ (পূর্বে ·পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
৩। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৭ পবি, ৫৭৬ পৃ ৪। ঐ, ঐ, ৫৭৮ পৃ
৫। পটিসংভিদামগ্গ [২ খং, ২৩৮ পৃ]।
৬। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২০ পবি, ৬১২ পৃ।
৭। বিসুদ্ধিমগ্গ, ১৬ পরি, ৪৯৪ পৃ।
'শূন্যতা' অর্থ, বুদ্ধঘোবেব মতে 'অভাব', 'বিবিক্তাকার'। কেননা তিনি লিখিয়াছেন, 'অভাবো সুঞ্ঞতা বিবিত্তাকারো মনসিকাতব্বো। কথং? নত্থি নত্থি তি বা, সুঞ্ঞং সুঞ্ঞং তি বা, বিবিত্তং বিবিত্তং তি বা, পুনপ্পুনং অবজ্জিত্ব্বং মনসিকাতব্বং ইত্যাদি (ঐ, ৩৩৩ পৃ)। "সুঞ্ঞং বিবিত্ত-নত্থি ভাবে।"

'দুক্খং এব হি ন কোচি দুক্খিতো
কারকো ন কিরিয়া বা বিজ্জতি।
অত্থি নিব্বুতি ন নিব্বুতো পুমা
মগ্গং অত্থি গমকো ন বিজ্জতী তি॥

'দুঃখ নিশ্চয় আছে, (পরংতু) দুঃখিত কেহ নিশ্চয় নাই। কারক কিংবা ক্রিয়াও নিশ্চয় নাই। নির্বৃতি নিশ্চয় আছে; (পরংতু) নির্বৃত পুরুষ নিশ্চয় নাই। নির্বাণের মার্গ নিশ্চয় আছে; (পরংতু উহাতে) গমনকারী নিশ্চয় নাই।' অথবা

'ধ্রুব-শুভ-সুখত্ত-সুঞ্ঞং পুরিম
দ্বয়মত্তসুঞ্ঞং অমতপদং।
ধুব-সুখ-অত্তবিরহিতো
মগ্গো ইতি সুঞ্ঞতা তেসু॥'

'পূর্বের দুইটি (অর্থাত্ দুঃখ-সত্য ও সমুদয়-সত্য), ধ্রুবত্ব, সুখত্ব ও শুভত্ব শূন্য; অমৃতপদ (বা নিরোধ-সত্য) আত্মা শূন্য; এবং মার্গ (-সত্য) ধ্রুবত্ব, সুখ ও আত্মা শূন্য। ইহাই উহাদিগেতে শূন্যতা।' সুতরাং আত্মা-শূন্য, নির্বাণ-গামী এবং নির্বাণ-প্রাপ্ত পুরুষ শূন্য বলিয়া নির্বাণ শূন্যতা।"

আচার্য অনুরুদ্ধ (১১শ খৃষ্টশতক) লিখিয়াছেন, "সেই ইহা (নির্বাণ) স্বভাবত একবিধ হইলেও কারণ-পর্যায়ে দ্বিবিধ হয়,—সোপাধিশেষ-নির্বাণ-ধাতু এবং অনুপাধিশেষ-নির্বাণ-ধাতু; তথা আকারভেদে ত্রিবিধ হয়,—শূন্যতা, অনিমিত্ত এবং অপ্রণিহিত।"[১]

গুণ

পরবর্তী বৌদ্ধ গ্রংথে নির্বাণের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, 'মিলিংদ-প্রশ্নে' স্থবির নাগসেন বলিয়াছেন যে (১) পদ্মের ১ গুণ, (২) উদকের ২ গুণ, (৩) অগদের ৩ গুণ, (৪) মহাসমুদ্রের ৪ গুণ, (৫) ভোজনের ৫ গুণ, (৬) আকাশের ১০ গুণ, (৭) মণি-রত্নের ৩ গুণ, (৮) লোহিতচংদ্রণের ৩ গুণ, (৯) সর্পিমংডের ৩ গুণ, এবং (১০) গিরি-শিখরের

১। অভিধম্মত্থসংগহ, ৬।৩০.২

৭ গুণ "নির্বাণে-অনুপ্রবিষ্ট"[১] অনংতব তিনি ঐসকল বিশেষভাবে ব্যাখ্যা কবিযাছেন। আকাশেব কোন ১০ গুণকে তিনি নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট বলিযা মনে কবেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইযাছে।[২] মহাসমুদ্রেব গুণসমূহ এই

(৪.১) মহাসমুদ্র যেমন সর্বকুণপ-শূন্য, তেমনই নির্বাণ সর্বক্লেশকুণপ-শূন্য।

(৪.২) মহাসমুদ্র যেমন মহান, অনোবপাব, সর্ব স্রবংতী দ্বারা পূর্ণ হয না; তেমনই নির্বাণ মহান্, অনোবপাব, সর্বসত্ত্ব দ্বারা পূর্ণ হয না।

(৪.৩) মহাসমুদ্র যেমন মহান ভূতগণেব আবাস, তেমনই নির্বাণ মহান্ অর্হতগণেব, বিমল-ক্ষীণাস্রব-বল-প্রাপ্ত-বশীভূত মহাভূতগণের আবাস।

(৪.৪) মহাসমুদ্র যেমন অপরিমিত-বিবিধ-বিপুল-বীচিপুষ্প-সংকুসুমিত, তেমনই নির্বাণ অপরিমিত-বিবিধ-বিপুল-পরিশুদ্ধ-বিদ্যাবিমুক্তপুষ্পসং-কুসুমিত।[৩]

ভোজনাদিব ও নির্বাণেব গুণসাম্য নাগসেন এই প্রকারে ব্যাখ্যা কবিযাছেন,

(৫) যেমন ভোজন সর্বসত্ত্বগণেব (১) আয়ুধারণ, (২) বলবর্ধন, (৩) বর্ণজনন, (৪) দবথোপশমন, এবং (৫) জিঘিৎসা-দৌর্বল্য-প্রতিবিনোদন, তেমন সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সর্বসত্ত্বগণেব (১) জরামবণ-নাশত আয়ুধারণ, (২) ঋদ্ধিবল-বর্ধন, (৩) গুণ-বর্ণ-জনন, (৪) সর্বক্লেশদরথোপশমন, এবং (৫) সব দুঃখ-জিঘিৎসা দৌর্বল্য-প্রতিবিনোদন।[৪]

(৭) যেমন মণিবত্ন-কামদদ, হাসকর, উদ্যোতর্থকর, তেমন নির্বাণ কামদদ, হাসকব, উদ্যোতর্থকব।[৫]

(৮) যেমন লোহিতচংদন দুর্লভ, অসমসুগংধ, সজ্জন-প্রশস্থ, তেমন নির্বাণও দুর্লভ, অসমসুগংধ, সজ্জন প্রশস্থ।[৬]

(৯) যেমন সর্পিমংড বর্ণ-সংপন্ন, গংধ-সংপন্ন, বস-সংপন্ন, তেমন নির্বাণ গুণ-বর্ণ-সংপন্ন, শীল-গন্ধ-সংপন্ন, এবং বস-সংপন্ন।[৭]

নির্বাণেব এইসকল গুণেব প্রতি পাঠকেব বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ কবা উচিত্ মনে কবি—ঋদ্ধিবল-বর্ধন, গুণ-জনন ও গুণ-সংপন্ন; কামদদ, হাসকব ও উদ্যোতর্থকব; কেননা, এইসকল ভাবাত্মক বা বিধেযক বিশেষণ।

১। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ৩১৮ পৃ] ২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৩। মিলিংদপ্রশ্ন [৩১৯ পৃ] ৪। ঐ, [৩২০ পৃ] ৫। ঐ, [৩২১ পৃ]
৬। ঐ, [৩২২ পৃ] ৭। মিলিংদপ্রশ্ন [৩২২ পৃ]।

নির্বাণের অপর যে সকল গুণের কথা নাগসেন বলিয়াছেন, উহাদের প্রায় সকলেই অভাবাত্মক বা নিষেধাত্মক।

নির্বাণের বা উপশমের গুণের উল্লেখ আচার্য বুদ্ধঘোষও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে "সর্বদুঃখোপশম-সংখ্যাত নির্বাণের গুণসমূহ এই প্রকার বলিয়া অনুস্মর্তব্য"।[১] বুদ্ধ বলিয়াছেন,

"হে ভিক্ষুগণ। সংস্কৃত কিংবা অসংস্কৃত যে সকল ধর্ম আছে, বিরাগ সেইসকল ধর্মের অগ্র, যাহা এই মদ-নির্মর্দন, পিপাসা-বিনয়, আলয়-সমুদ্ঘাত, বর্তোপচ্ছেদ, তৃষ্ণা-ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ।"[২]

বুদ্ধঘোষ বলেন,

"ঐ 'বিরাগ' রাগাভাবমাত্রই নহে,... যাহা মদনির্মদনাদি 'অসংস্কৃত-ধর্ম লাভ করে, তাহাই 'বিরাগ' বলিয়া প্রত্যেতব্য।

"যেহেতু উহাতে আগমন করিলে মানমদ-পুরুষমদাদি সমস্ত মদ নির্মদ; অমদ হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু উহা 'মদ-নির্মদন' বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু উহাতে আগমন করিলে সমস্ত কাম-পিপাসা বিনয়, অভ্যস্ত প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু উহা 'পিপাসা-বিনয়' বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু উহাতে আগমন করিলে ত্রৈভূমিক বর্ত উপচ্ছিন্ন হয়, সেইহেতু উহা 'বর্তোপচ্ছেদ' কথিত হয়। যেহেতু তথায় আগমন করিলে সর্বশ তৃষ্ণা-ক্ষয় হয়, বিরক্ত হয়, নিরুদ্ধ হয়, সেইহেতু উহা তৃষ্ণা-ক্ষয়, 'বিরাগ' ও 'নিরোধ' বলিয়া উক্ত হয়। যেহেতু (উহাতে আগমন করিলে) চারি যোনি, পংচ গতি, সাত বিজ্ঞান-স্থিতি এবং নব সত্ত্বাবাসে অপরাপরভাব বিনন, আবংধন, সংসীবন হেতু 'বান' বলিয়া লব্ধ-ব্যবহার তৃষ্ণা নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত, বিসংযুক্ত হয়, সেইহেতু উহাকে নির্বাণ বলা হয়। এই প্রকারেই ঐ মদনির্মদনতাদি গুণসমূহবশতঃ নির্বাণ বলিয়া সংখ্যাত উপশম অনুস্মর্তব্য।"[৩]

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৮ পরি, ২৯৩ পৃ।

২। অংগুত্তরনি, [২ খং, ৩৪ পৃ]; ইতিবুত্তক, ৮৮।

৩। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৮ পরি, ২৯৩-৪ পৃ।

বুদ্ধঘোষ নির্বাণের এই প্রকার নিরুক্তিও দিয়াছেন,

"পংচন্নং খংধানং নিরোধো নিচ্চং নিব্বানং তি॥"

—(ঐ, ২০ পরি, ৬১১ পৃ)

"অন্য যাহা যাহাও ভগবান কর্তৃক উক্ত হইযাছে,

'হে ভিক্ষুগণ। তোমাদিগকে অসংস্কৃত উপদেশ করিব।.. সত্য. পাব. সুদর্দশ, অজর, ধ্রুব, নিষ্প্রপঞ্চ, অমৃত, শিব, ক্ষেম, অদ্ভুত, অনীতিক, অব্যাপাত্ত, বিশুদ্ধি, দ্বীপ (বা দীপ) তান ও লেন, হে ভিক্ষুগণ। তোমাদিগকে উপদেশ কবিব।'[১] ইত্যাদি সূত্রসমূহে সে সকল উপশমগুণ উক্ত হইযাছে উহাদেবও বশে নিশ্চয অনুস্মরণ কর্তব্য।"[২]

বুদ্ধঘোষ আবও বলিযাছেন, নির্বাণ "শাংতি-লক্ষণ, অচ্যুতি-রস বা আশ্বাসকবণ-রস, অনিমিত্ত-প্রত্যুপস্থান বা নিষ্প্রপংচ-প্রত্যুপস্থান।"[৩]

পরিনির্বৃত থাকে

পরিনির্বাণে বা অনুপধিশেষ নির্বাণে শরীব বা পংচস্কংধ রূপ উপধি অবশ্যই থাকে না। তাহাতে কোন সংশয নাই। সুতবাং যাহাবা শরীব হইতে ভিন্ন,—কোন না কোন প্রকাবে কিংচিৎ বা ভিন্ন আত্মাব বা পুদ্গলেব সদ্ভাব মানে না, সেই অনাত্মবাদীগণেব নিকট পবিনির্বৃত আত্মা থাকে কি থাকে না? এই প্রশ্নই হইতে পাবে না। অতএব ঐ প্রশ্ন পুদ্গলবাদীগণেবই জন্য।

যেমন প্রাচীন ভাগবতগণ, তেমন পুদ্গলবাদীগণও, মানেন যে নির্বাণ প্রাপ্ত জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। ভাগবতগণ আরও বলেন যে জীব তখন ব্রহ্ম হইযা যায, বা ব্রহ্মে লয পায়; ব্রহ্মভবন বশতঃই জীবভাবের নির্বাণ হয। সেই কারণে তাঁহাবা নির্বাণকে বিশেষভাবে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলেন। পুদ্গলবাদীগণ ঐ প্রকার বলিতে পাবে না, কেননা, তাঁহাবা ব্রহ্মের কথা বলেন না। তাঁহাবা কেবল এইমাত্র বলেন যে পরিনির্বৃত পুদ্গল থাকে না।[৪]

"ততিয় সচ্চং পন যস্মা 'নি'-সদ্দো অভাবং, 'বোধ'-সদ্দো চ চারকং দীপেতি, তস্মা অভাবো এত্থ সংসার-চারক-সংখাতস্স দুক্খরোধস্স সব্ব-গতি-সুঞ্ঞত্তা, সমধিগতে বা তস্মিং সংসার-চারক-সংখাতস্স দুক্খরোধস্স অভাবো হোতি তপ্পটিপক্খত্তা তি পি দুক্খ-নিরোধং তি বুচ্চতি।" —(ঐ, ১৬ পরি, ৪৯৫ পৃ)

১। সংযুত্তনি [৪ খং, পৃ ৩৬২, ৩৬৯, ইত্যাদি]।

২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৮ পরি, ২৯৪ পৃ।

৩। ঐ, ১৬ পরি, ৫০৭ পৃ।

৪। ছারবেত্স্কি লিখিয়াছেন, মহাসাংঘিকদিগের আদ্য কোন কোন সংপ্রদায়ে, যথা

'মিলিংদপ্রশ্নে' বিবৃত হইয়াছে যে রাজা মিলিংদ এবং ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে এই সংবাদ হয়,—

"হে ভদংত নাগসেন! বুদ্ধ আছে কি" ('বুদ্ধো অত্থী তি')?

"হাঁ মহারাজ! ভগবান আছেন।

"হে ভদংত নাগসেন! আপনি কি বুদ্ধকে এখানে কিংবা ঐখানে (অর্থাত্ কোন স্থান বিশেষে) আছেন বলিয়া নির্দেশ করিতে সমর্থ?

"হে মহারাজ! ভগবান অনুপধিশেষ-নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। (সেইহেতু) ভগবানকে এখানে কিংবা ঐখানে আছেন বলিয়া নির্দেশ করিতে (কেহ) সমর্থ নহে।

"উপমা (প্রদান) করুন।

"হে মহারাজ! আপনি তাঁহাকে কি মনে করেন? মহান্ প্রজ্বলিত অগ্নি স্কংধের যে শিখা অস্তগত হইয়াছে, সেই অর্চিকে এখানে কিংবা ঐখানে (গিয়াছে) বলিয়া নির্দেশ করিতে (কেহ) সমর্থ কি?

"না ভদংত! সেই অর্চি নিরুদ্ধ হইয়াছে, অপ্রজ্ঞপ্তিতে গত হইয়াছে।

"সেই প্রকারই, হে মহারাজ! ভগবান অনুপধিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তিনি অস্তগত হইয়াছেন। তাই ভগবানকে এখানে কিংবা ঐখানে আছেন বলিয়া নির্দেশ করিতে (কেহ) সমর্থ নহে। তবে হে মহারাজ! ধর্মকায় দ্বারা ভগবানকে নির্দেশ করিতে সমর্থ, কেননা, ধর্ম, মহারাজ! ভগবান দ্বারা দেশিত।"[১]

এই সংবাদ হইতে বুঝা যায় যে বুদ্ধ পরিনির্বাণের পরেও আছেন। তবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিলীন হইয়াছে; সেই কারণে কোন স্থান বিশেষে আছেন বলিয়া নির্দেশ করা যায় না।

'মণিমেখলৈ' নামক সুপ্রসিদ্ধ তামিল কাব্যে (১ম খ্রীষ্টশতকে রচিত) বিবৃত আছে যে মণিপল্লব নগরে এক অদ্ভূত "বুদ্ধ-পীঠ" ছিল। উহা নাকি ঐখানে ইংদ্র কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং নাকি এক সময়ে ঐ পীঠের উপর বসিয়া ধর্মোপদেশ করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে উহার এই অদ্ভূত শক্তি হয় যে যে উহাকে আরাধনা করিত, সে নিজের

১। মিলিংদপ্রশ্ন, ৩৫।১০ [ট্রেংক্নের সং৽ ৭৩ পৃ]।

পূর্বজন্মের কথা জানিতে পারিত। কোন সময়ে দুই নাগরাজ,—যাহারা পরস্পরের আত্মীয় ছিল, ঐ পীঠের জন্য যুদ্ধ করিতে আরংভ করে। ঐ যুদ্ধ যখন ভীষণ এবং নাশকর হইয়া উঠে তখন বুদ্ধ উহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং ঐ পীঠে বসিয়া ধর্মোপদেশ দিয়া উহাদিগকে শাংত করেন।[১] তাহাতে জানা যায় যে ঐ সময়ের বৌদ্ধগণ, অংতত তামিল-দেশের বৌদ্ধগণ, ইহা মানিত যে বুদ্ধ পরিনির্বাণের পরেও আছেন।

অবতারবাদ

তখন প্রশ্ন হয়, বুদ্ধ যদি পরিনির্বাণের পরেও থাকেন, তবে তিনি কি কোথায় থাকেন? তিনি কি সততই তথায় থাকেন, না কখনও কখনও ইহজগতেও আছেন? ইত্যাদি।

পালিনিকায়ে দেখা যায়, বুদ্ধ ইহসংসারে জন্মের পূর্বে তুষিত-স্বর্গে ছিলেন। যথা, 'দীঘনিকায়ে' আছে যে পরিনির্বাণের তিন মাস পূর্বে বুদ্ধ বলেন, "বোধিসত্ত্ব (=তিনি) স্মৃতি-সংপ্রজন্যের সহিত তুষিতকায় হইতে চ্যুত হইয়া মাতার কুক্ষিতে অবক্রমণ করেন", পরে "স্মৃতি-সংপ্রজন্যের সহিত মাতার কুক্ষি হইতে নিষ্ক্রমণ করেন।"[২] 'অংগুত্তরনিকায়ে'ও সেই কথা আছে।[৩] তারপর আরও দেখা যায় যে বুদ্ধ তুষিত স্বর্গের স্থায়ী অধিবাসী নহেন,—সেখানে সতত নিবাস করেন না, তিনি সেখানে উৎপন্ন হন মাত্র। যথা, মজ্ঝিমনিকায়ে' আছে যে "বোধিসত্ত্বের তুষিত স্বর্গে উৎপত্তি হইতে আরংভ করিয়া সমস্ত জন্মব্যাপারই আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম। তিনি স্মৃতি-সংপ্রজন্যবান হইয়াই তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন এবং থাকেন। অতঃপর তিনি স্মৃতি-সংপ্রজন্যবান থাকিয়াই তুষিত স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া মাতার কুক্ষিতে প্রবেশ করেন।' ইত্যাদি।[৪] পালিনিকায়ে বিবৃত বুদ্ধের পূর্বজন্মানুস্মৃতি, তথা 'জাতকে' বর্ণিত তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা হইতেও জানা যায় যে, তিনি তুষিত স্বর্গের স্থায়ী অধিবাসী নহেন। চরম-ভবের, এই পৃথিবীতে অংতিম

১। A Krishnaswami Aiyengar, *Manimekhalai*, p 132।

২। দীঘনি, মহাপরিনিব্বান সুত্ত (১৬) [২ খং, ১০৮ পৃ]।

৩। পূর্বে… .. পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। পূর্বে…পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

জন্ম গ্রহণের, পূর্বে তিনি তুষিত স্বর্গে ছিলেন এবং তথা হইতে এখানে আসেন।[১]

পরে পরে বৌদ্ধদিগের কেহ কেহ, রূপাংতরিত বৌদ্ধধর্মের কোন কোন উপশাখার অনুযায়ীগণ, মানিতে আরংভ করেন যে বুদ্ধ সতত তুষিত স্বর্গেই থাকেন। উহাদের কেহ কেহ আরও মানিতে থাকেন যে তিনি কখনও মনুষ্য-লোকে আসেন না; যিনি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, সাধন করিয়া বুদ্ধ হন, ধর্ম প্রচার করেন এবং পরিনির্বাণ লাভ করেন তিনি প্রকৃত বুদ্ধের এক "অভিনির্মিত"-রূপই; অপর কেহ কেহ মানিতে থাকেন যে বুদ্ধ বস্তুতই জগতের হিতার্থ এখানে আসেন। যথা, 'কথাবত্থু'তে দেখা যায়, বেতুল্যকগণ মনে করিতে লাগিলেন যে বুদ্ধ কখনও মনুষ্যলোকে আসেন না। আচার্য বুদ্ধঘোষের লেখা হইতে আরও জানা যায় যে উঁহারা মানিতেন যে বুদ্ধ সতত তুষিত স্বর্গে, উহার অধিপতিরূপে বাস করেন; তথা হইতে তিনি অপর কোথাও যান না; সেই কারণে মনুষ্যলোকেও আসেন না। তাঁহার অভিনির্মিত রূপ জগতে আসে এবং ধর্মোপদেশ করেন। স্থবিরবাদীগণ তাহা মানিতেন না; তাঁহারা বেতুল্যকগণের ঐ মতবাদ খংডন করিতেন।[২]

'মণিমেখলৈ' নামক সুপ্রসিদ্ধ তামিল কাব্যে আছে, বৌদ্ধাচার্য অরবণ অডিগল মণিমেখলৈকে বলেন, "পরংতু এই ব্রহ্মাংড মংডলের মধ্যে দেবগণ উহাকে (ধর্মকে) বুঝেন; এবং উঁহাদের অনুরোধে (পরম) দেব, ১৬১৬ অব্দে তুষিত স্বর্গ হইতে পুনরায় ইহজগতে অবতরণ করিবেন।"[৩] সেই সময়ে, যখন জগত্ মংদ-বুদ্ধিজনগণ-পূর্ণ হইয়াছিল, বুদ্ধ তুষিত-লোকের সমস্ত জনগণের, পর পর প্রত্যেকের, সনির্বংধ প্রার্থনায়, আনংদের স্বর্গকে শূন্য রাখিয়া (ইহজগতে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; তখন তিনি বোধিবৃক্ষের পাদ-মূলে বসিয়াছিলেন, এবং শত্রু মারকে জয় করিয়া বীর হইয়াছিলেন। চতুঃ-সত্যের সদুপদেশ, যাহা সেই মনোহর বীর, তিন দোষের মূলকে উত্পাটিত করিবার পরে, দিয়াছিলেন, অতীতে অসংখ্য অপর বুদ্ধগণ কর্তৃক, অকথনীয় উপকারসহ, উপদিষ্ট হইয়াছিল।'[৪]

১। মহাবস্তু (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ২। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩। Krishnaswami Aiyengar, *Manimekhalai*, p 142। ৪। ঐ, p. 221

'মণিমেখলৈ'র এই দুই বচন হইতে নিঃসংদিগ্ধরূপে জানা যায় যে উহার রচনার সময়ে, ১ম খ্রীষ্টশতকে, অংতত কোন কোন বৌদ্ধ ইহা মানিতেন যে বুদ্ধ তুষিত স্বর্গে, তথাকার পরম দেবতা বা অধিপতিরূপে থাকেন ; এবং কখন কখন, জগতের অবস্থা মংদ হইলে উহার কল্যাণার্থ তুষিত স্বর্গের দেবগণের সনির্বংধ প্রার্থনায়, ইহ জগতে অবতরণ করেন এবং মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬১৬ অব্দ সংবংধে আধুনিক বিদ্বানগণের মধ্যে স্বল্পবিস্তর মতভেদ আছে। পরংতু এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই যে 'মণিমেখলৈ'র রচনার সময়ে কোন কোন বৌদ্ধ ইহা মানিতেন যে বুদ্ধ ঐ অব্দে অবতার গ্রহণ করিবেন। ঐ সময়ের মহান কবি এবং দার্শনিক অশ্বঘোষও বুদ্ধকে অবতার মনে করিতেন।

আচার্য বুদ্ধঘোষও অবতারবাদ মানিতেন বোধ হয়। কেননা, তিনি লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় সংগীতিতে ধর্ম এবং বিনয় সংগায়নের পর স্থবিরগণ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে ১১৮ বৎসর পরে পাটলিপুত্রে ধর্মাশোক নামে এক রাজা হইবেন। তিনি বুদ্ধধর্মে শ্রদ্ধালু হইয়া বহু লাভ-সৎকার করিবেন। তখন তৈর্থিকগণ লাভ-সৎকারের কামনায়, বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজিত হইবেন এবং নিজ নিজ মত প্রচার করিবেন। ঐরূপে ধর্মে বহু মল উৎপন্ন হইবে। ঐ বিবাদকে কে শাংত করিতে পারিবে, স্থবিরগণ তাহার অনুসংধান করিতে লাগিলেন। মনুষ্যলোকে কাহাকেও না পাইয়া তাঁহারা দেবলোকে অন্বেষণ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে ব্রহ্ম-লোক নিবাসী তিষ্যনামক মহাব্রহ্মা যদি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধ ধর্মে প্রব্রজিত হন, তবে তিনি তৈর্থিকগণকে মর্দন করিয়া, ঐ বিবাদের সমাধান করিয়া ধর্মকে দৃঢ় করিতে পারিবেন। তাহা বুঝিতে পারিয়া স্থবিরগণ ব্রহ্মলোকে গিয়া তিষ্য মহাব্রহ্মাকে প্রার্থনা করেন এবং তিষ্য তাহাতে সম্মত হন। তিষ্য মহাব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া মৌদ্গলি নামক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মৌর্য-সম্রাট অশোকের গুরু স্থবির মৌদ্গলি-পুত্র তিষ্য এবং তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির অধিপতি।[১]

ইহা হইতে জানা যায় যে অবতারবাদে বিশ্বাস বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধীরে

১। সমংত-পাসাদিকা, পারাজিকা অট্ঠকথা, ততিয়-সংগীতি। (রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রণীত 'বুদ্ধ-চর্যা'য় ধৃত, ৫৬৭ পৃ)।

ধীরে আরও অধিক প্রচলিত হইতে থাকে ; স্থবিরবাদীগণও ক্রমে ক্রমে উহা মানিতে আরংভ করেন। ৪র্থ খ্রীষ্টশতকে উঁহারা মৌর্য সম্রাট অশোকের গুরু এবং তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির অধিপতি স্থবির মৌদ্গলি-পুত্র তিষ্যকেও অবতার মানিতে আরংভ করেন তবে উনি (তিষ্য) মহাব্রহ্মার অবতার, বুদ্ধের নহে।

৩

নির্বাণের অধিকার

পূর্বে প্রদর্শিত হইযাছে যে বুদ্ধ মনে কবিতেন যে একমাত্র ভিক্ষুই কিংবা ভিক্ষুণী অর্হত হইতে পাবে এবং নির্বাণ লাভ কবিতে পাবে, গৃহস্থ নহে। যদিও গৃহস্থেব অর্হত্ব লাভেব কতিপয দৃষ্টাংত পালিনিকায়ে পাওয়া যায়, তথাপি সাধাবণত ইহা মনে কবা হইত যে গৃহস্থ অনাগামী পর্যংত হইতে পাবে, কিংতু অর্হত্ নহে। প্রথম প্রথম জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকেই ভিক্ষু কবা হইত। সুতবাং তখন জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেবই নির্বাণ লাভেব অধিকাব ছিল। বুদ্ধ প্রথম প্রথম অতি দুবাচাবী ব্যক্তিকে, মহাপাপীকেও প্রব্রজ্যা দিতেন। যথা, তাঁহাব ভিক্ষুণীদিগেব মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে গণিকা ছিল। অংগুলিমালেব ন্যায় অতীব ভীষণ ডাকাতকে এবং সুপ্রবুদ্ধেব ন্যায কুষ্ঠীকেও তিনি ভিক্ষু কবেন[১]। মগধেব কুষ্ঠ, মৃগী, প্রভৃতি কঠিন বোগগ্রস্ত অনেক ব্যক্তি, তথা অনেক ডাকাত এবং অপবাধী ব্যক্তিও ভিক্ষু হন।[২] সুতবাং অতি মহাপাপীবও প্রথমে নির্বাণ লাভেব অধিকাব ছিল। পবংতু পবে পবে বুদ্ধ এই নিযম কবেন যে নিন্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ভিক্ষু কবা হইবে না,—

(১) অংগহীন ব্যক্তি.

(২) ক্ষয, কুষ্ঠ, মৃগী, প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যকৃতি,

(৩) চোব ডাকাত প্রভৃতি অপবাধী ব্যক্তি,

(৪) বাজ-ভৃত্য, বাজ-সৈন্য প্রভৃতি.

(৫) ঋণী, দাস প্রভৃতি,

(৬) পিতা, মাতা, অর্হত্ প্রভৃতিকে হনন-কাবী।[৩]

সুতবাং উহাদেব নির্বাণ লাভেব অধিকাব আব বহিল না।

১। উদান, ৫।৬ ২। বিনযপিটক, মহাবগ্গ, ১।৩।৪ (১)।

৩। ঐ, ১।৩।৪ ; ১।৪।৫ ।

নির্বাণ হয় না

স্থবির নাগসেন বলেন "সকলেই নির্বাণ লাভ করে না। যে সম্যক্-প্রতিপন্ন-অভিজ্ঞেয় ধর্মকে অভিজ্ঞাত হয়, পরিজ্ঞেয় ধর্মকে পরিজ্ঞাত হয়, প্রহাতব্য ধর্মকে প্রহান করে, ভাবিতব্য ধর্মকে ভাবনা করে, এবং সাক্ষাত্-কর্তব্য ধর্মকে সাক্ষাত্ করে, সেই নির্বাণ লাভ করে।[১] পরন্তু তিরশ্চনগত, প্রেতবিষয়োপপন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিক, কুহক, মাতৃঘাতক, পিতৃঘাতক, অর্হত্-ঘাতক, সংঘ-ভেদক, লোহিতোত্পাদক, স্তেয্য-সংবাসক, তীর্থিক-প্রক্রংতক, ভিক্ষুণীদূষক, তের গুরুকাপত্তির অন্যতরকে প্রাপ্ত হইয়া অব্যুত্থিত, পংডক, উভতো-ব্যঞ্জক—ইহাদের, সুপ্রতিপন্ন হইলেও, ধর্মাভিসময় হয় না। সাতবছরের কমবয়স্ক বালকের, সম্যক্-প্রতিপন্ন বা সুপ্রতিপন্ন হইলেও, ধর্মাভিসময় হয় না।[২] ইহার হেতু, নাগসেন এই বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,—

(১) ঊনসপ্তবর্ষিকের চিত্ত অবল, দুর্বল, পরীত্ত, অল্প, স্তোক, মংদ, অবিভূত; (আর) অসংস্কৃত নির্বাণ গুরুক, ভারীক, বিপুল, মহতী।"[৩]

(২) ঊনসপ্তবর্ষিকের চিত্ত অবল, দুর্বল, পরীত্ত, অল্প, স্তোক, মংদ, অবিভূত; (আর) অসংসকৃত নির্বাণধাতু (পৃথিবীর ন্যায়) দীর্ঘ-আয়ত, পৃথুল, বিস্তৃত, বিশাল, বিস্তীর্ণ, বিপুল, মহান।"[৪]

কোন গৃহস্থ যদি 'পারাজিক' অপরাধ করে, তবে সে পরে শ্রমণ হইলেও তাহার ধর্মাভিসময় হইবে না।[৫]

'পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি'তে উক্ত হইয়াছে, 'আনংতরিক' (বা 'অনংতরীয়') কর্মকারীর নির্বাণ লাভের সংভাবনা নাই।[৬] আনংতরিক কর্ম এই পাঁচটি—(১) মাতৃ-বধ, (২) পিতৃ-বধ, (৩) অর্হত্-বধ (৪) দুষ্ট চিত্ত বশত তথাগতের রুধিরোত্পাদ এবং সংঘভেদ।[৭] কোথাও কোথাও তথাগতের রুধিরোত্পাদের পরিবর্তে অপরধর্মশাস্তার অনুসরণকে আনংতরিক কর্ম বলা হইয়াছে।

১। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং, ৬৯ পৃ]। ২। ঐ, [ঐ, ৩১০ পৃ]।
৩। মিলিংদপ্রশ্ন (ট্রেংক্নের সং, ৩১১ পৃ)। ৪। ঐ, [ঐ, ৩১২ পৃ]।
৫। ঐ, [ঐ, ২৫৫-৬ পৃ]।
৬। দ্রষ্টব্য—N Dutt, *Aspects Maha Bud*, p 79।
৭। যথা দ্রষ্টব্য—কথাবত্থু, ১৩।৩।২, ধর্মসংগ্রহ, ৬০।

পরন্তু আনন্তর্যিক কর্মকারীরও নির্বাণ লাভের দৃষ্টান্ত বৌদ্ধশাস্ত্রে ক্বচিত্ ক্বচিত্ পাওয়া যায়।[১]

গৃহীর নির্বাণ

গৃহী নির্বাণ লাভ করিতে পারে কি পারে না, তাহা লইয়াও পরবর্তী বৌদ্ধদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ মানিত যে গৃহস্থও নির্বাণ লাভ করিতে পারে, অপর কেহ কেহ তাহা মানিত না।

ঐ মতভেদের উল্লেখ 'কথাবত্থুতে'ও আছে।[২] উহাতে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে,

"গৃহী অর্হত্ হইতে পারে কি?"

কেহ কেহ—স্থবিরবাদীগণ—তাহা মানিতেন না। অপর কেহ কেহ—উত্তরাপথকগণ—তাহা মানিতেন। উত্তরাপথকগণ স্বমতের সমর্থনে যশ কুলপুত্র, উত্তীয় গৃহপতি এবং সেতু মানবের দৃষ্টান্ত দিতেন। উঁহারা যে গৃহীর বেশভূষায় থাকিয়া ("গিহিস্স ব্যঞ্জনেন") অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্থবিরবাদীগণও স্বীকার করেন। উত্তরাপথকগণ বলেন, 'সেই কারণে ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে 'গৃহী অর্হত্ হইতে পারে'।"[৩] তবে স্থবিরবাদীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহারা স্বীকার করেন যে,

(১) "অর্হতের গৃহী সংযোজন থাকে না।"[৪] অর্হত্ মৈথুনাদি সেবা করেন না, পুত্রাদি উত্পাদন করেন না, মালাচন্দনাদি ভোগবিলাসের দ্রব্যসমূহ ধারণ করেন না, ইত্যাদি।[৫] "অর্হতের গৃহী-সংযোজন প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল-তালবস্তু-কৃত হয়, অনভাব কৃত হয়, এবং ভবিষ্যতে অনুত্পাদধর্ম হয়।"[৬]

(২) "কোন গৃহী গৃহী-সংযোজন প্রহান না করিয়া দৃষ্টধর্মে দুঃখের অন্ত করিতে পারে না।"[৭]

১। দ্রষ্টব্য—দিব্যাবদান, p 261। ২। কথাবত্থু, ৪।১।
৩। ঐ, ৪।১।৬। ৪। ঐ, ৪।১।১। ৫। ঐ, ৪।১।৫।
৬। ঐ, ৪।১।২। ৭। ঐ, ৪।১।৩।

(৩) "এমন কোন গৃহী নাই যে গৃহী-সংযোজন প্রহান না করিয়া কায়ের ভেদে দুঃখের অংত করিতে পারে"—যেমন বুদ্ধ বৎসগোত্র পরিব্রাজককে বলেন।[১]

পরে পরে স্থবিরবাদীগণও মানিতে আরংভ করেন যে গৃহী অর্হত্ হইতে পারে। যথা, 'মিলিংদপ্রশ্নে' দেখা যায়, গৃহী সমস্ত গার্হস্থ্যধর্ম যথাযথ পালন করিতে থাকিয়া কামোপভোগাদি সেবন করিতে থাকিয়াও, অর্হত্ব লাভ করিতে পারে। রাজা মিলিংদ জিজ্ঞাসা করেন,

'হে ভংতে নাগসেন। এমন কোন গৃহী আছে কি, যে আগারিক, কামভোগী, পুত্র-দারা-সংবাধ-শয্যায়-শয়নকারী, কাশিক-চংদন-প্রত্যনুভোগী, মালা-গংধবিলেপন-ধারণকারী, সোণারূপা-গ্রহণকারী, এবং মণিমুক্তা-কাংচন-বিচিত্র মৌলিবদ্ধ, অথচ যাহার দ্বারা শাংত পরমার্থ নির্বাণ সাক্ষাত্-কৃত হইয়াছে?"[২]

স্থবির নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ। কেবল একই নহে, একশতও নহে. দুইশতও নহে, তিন, চার, কি পাঁচশত নহে, সহস্র নহে, শতসহস্র নহে, (কোটি নহে), শত-কোটি নহে, সহস্র-কোটি নহে, শত-সহস্র-কোটিও নহে। হে মহারাজ! দশ, বিশ, শত, সহস্রের অভিসময়ের কথা থাকুক। (কত জনের অভিসময় হইয়াছে) কি প্রকারে তাহার পরিচয় দিব তাহা আপনিই বলুন। সেই প্রকারেই, হে মহারাজ। আমি আপনাকে তাহা বলিব, শত দ্বারা, কিংবা সহস্র দ্বারা, কিংবা শত-সহস্র দ্বারা, কিংবা কোটি দ্বারা, কিংবা শত কোটি দ্বারা, কিংবা সহস্র কোটি দ্বারা কিংবা শত-সহস্র কোটি (দ্বারা বলিব কিনা বলুন)।"[৩]

তাহার কতিপয় দৃষ্টাংত প্রদর্শন করিয়া উপসংহারে নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ। ভগবান যাবত্ লোকে অবস্থিত ছিলেন, তাবত্ তিন মংডলে ষোডশ মহাজনপদের যেখানে যেখানে ভগবান বিহার করিয়াছেন, সেইখানে সেইখানে, বাহুল্যভাবে (না বলিলেও) দুই, তিন, চার, পাঁচ, শত, সহস্র, শত-সহস্র দেবগণ এবং মনুষ্যগণ শাংত, পরমার্থ, নির্বাণকে

১। 'কথাবত্থু', ৪।১।৪। ২। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংক্নের সং, ৩৪৮ পৃ]।
৩। ঐ, ঐ।

সাক্ষাত্‌কার করিয়াছিলেন। হে মহারাজ। ঐ যে দেবগণ। তাঁহারা গৃহীই ছিলেন, প্রব্রজিত নহে। ঐ সংখ্যক, হে মহারাজ। তথা আরও অনেক শত-সহস্র-কোটি দেবগণ গৃহী, আগারিক এবং কামভোগী, (থাকিয়াও) শাংত, পরমার্থ নির্বাণকে সাক্ষাত্‌কার করিয়াছিলেন।"[১]

তখন মিলিংদ এই শংকা উত্‌থাপন করেন যে যদি আগারিক এবং কামোপভোগী থাকিয়াও নির্বাণ লাভ করা যায়, তবে কঠোর তপস্যা, ধুতাংগ-সমূহের আচরণ, ব্যর্থ বলিতে হইবে।

'ভংতে নাগসেন। গৃহী,—আগারিক এবং কামভোগীও যদি শাংত পরমার্থ নির্বাণকে সাক্ষাত্‌কার করে, তবে এই ধুতাংগসমূহ কোন অর্থে সাধন করে? সেই কারণে ধুতাংগসমূহ অকৃত্যকরই হয় না কি?" ইত্যাদি।[২]

ধুতাংগসমূহের নানাগুণসমূহ এবং প্রয়োজন প্রদর্শনের পরে নাগসেন বলেন,

"হে মহারাজ। যে সমস্ত গৃহী,—আগারিক এবং কামভোগী; শাংত পরমার্থ, নির্বাণকে সাক্ষাত্‌কার করে, তাহারা সকলেই পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহে তের ধুতাংগে কৃতোপাসনা, কৃতভূমিকর্মা। তাহারা তত্র তত্র আচরণ করত, এবং প্রতিপত্তি শোধন করত, এখন (বর্তমান জন্মে) গৃহী থাকিয়াও শাংত পরমার্থ নির্বাণকে সাক্ষাত্‌কার করে।'[৩]

তিনি নানা দৃষ্টাংত দ্বারা তাহা পরিষ্কার করেন।[৪] অনংতর আরও বলেন,

"হে মহারাজ। ধুতাংগসমূহের পূর্বাসেবন বিনা একই জন্মে অর্হত্ব সাক্ষাৎকার হয় না। উত্তম বীর্য এবং উত্তম প্রতিপত্তি দ্বারাই, তথারূপ আচার্য, কল্যাণমিত্র দ্বারাই, অর্হত্ব সাক্ষাত্‌কার হয়।'[৪]

স্থবিরবাদী আচার্য বুদ্ধঘোষও মানিতেন যে গৃহস্থ অর্হত্ব লাভ করিতে পারে। তিনি উহার কতিপয় দৃষ্টাংত দিয়াছেন।

১। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ৩৫০ পৃ];
কথিত হইয়াছে যে স্থবির নাগসেনের পূর্বে আয়ুষ্মান আয়ুপাল ও রাজা মিলিংদকে সেই প্রকার বলেন। (ঐ, ১৯-২০ পৃ)।

২। মিলিংদপ্রশ্ন, [ট্রেংক্‌নের সং, ৩৫০-১ পৃ]; ৩। ঐ, [ঐ, ৩৫২ পৃ]।

৪। ঐ, [ঐ, ৩৫৩ পৃ]।

(১) উজ্জয়িনীর রাজা চংড-প্রদ্যোতের পুরোহিতের পুত্র মহাকাত্যায়ন রাজার আদেশে বুদ্ধকে আনিতে কাশী যান। তিনি অপর সাত ব্যক্তিকে সংগে লইয়া যান। উঁহারা যখন বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হন, তখন বুদ্ধ উঁহাদিগকে ধর্ম উপদেশ করেন। ঐ উপদেশের অংতে মহাকাত্যায়ন এবং তাঁহার সাত সংগী প্রতিসংবিত্ লাভ করেন এবং অর্হত্ হন। বুদ্ধ "এস ভিক্ষুগণ" বলিয়া উঁহাদিগের দিকে হস্তপ্রসারণ করেন। তাঁহার ঋদ্ধিবলে উঁহাদের কেশ ও দাঁড়ী বিলুপ্ত হয়, উঁহারা পাত্র-চীবর-ধারী স্থবির হন।[১]

(২) রাজা শুদ্ধোদন, নিজের এক অমাত্যকে, এক হাজার ব্যক্তি সহ, বুদ্ধকে কপিলাবস্তুতে আনয়নার্থ রাজগৃহে প্রেরণ করেন। উঁহারা যখন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি ধর্মোপদেশ করিতেছিলেন। উঁহারা একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। তাহা শুনিতে শুনিতে উঁহারা সকলেই অর্হত্ব পদ লাভ করেন। উপদেশ শেষ হইলে উঁহারা বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ "এস ভিক্ষুগণ" বলিয়া উঁহাদের দিকে হাত বাড়াইলেন। তাঁহার ঋদ্ধি বলে উঁহারা সকলেই ভিক্ষু হইয়া গেলেন। শুদ্ধোদনের সংবাদ বুদ্ধকে বলিলেন না।

ঐ অমাত্য প্রত্যাবর্তন করিতেছেন না দেখিয়া শুদ্ধোদন অপর এক অমাত্যকে, এক হাজার লোকসহ বুদ্ধের নিকটে প্রেরণ করেন। উঁহারা সকলেও ঐ প্রকারে বুদ্ধের মুখে ধর্মোপদেশ শুনিয়া অর্হত্ব লাভ করেন এবং পরে ভিক্ষু হন।

রাজা শুদ্ধোদন ঐ প্রকারে পর পর এক এক করিয়া আরও সাত অমাত্যকে, হাজার লোকসহ, বুদ্ধের নিকটে প্রেরণ করেন এবং সকলেই ঐ প্রকারে অর্হত্ হইয়া যান এবং পরে ভিক্ষু হইয়া যান। তখন তিনি কাল উদাসীকে বুদ্ধকে আনয়নার্থ প্রেরণ করেন। তিনি ঐ প্রকারে বুদ্ধের মুখে ধর্মোপদেশ শুনিয়া অর্হত্ হন এবং পরে ভিক্ষু হন।[২]

'কথাবত্থু'তে উল্লিখিত যশ, উত্তীয় এবং সেতুর দৃষ্টাংতও বুদ্ধঘোষ

১। অংগুত্তরনিকায়-অট্ঠকথা, ১।১।১০, থেরগাথা অট্ঠকথা ১ খং, ৪৮৫ পৃ; রাহুল-সাংকৃত্যায়ন-প্রণীত 'বুদ্ধচর্যা'য় (৪৮ পৃ) ধৃত। দ্রষ্টব্য—মহাবস্তু, ২ খং, ৩০ পৃ; ৩ খং ৩৮২ পৃ।

২। জাতকনিদানকথা, মহাবগ্গঅট্ঠকথা; 'বুদ্ধচর্যা'য় (৫৪ পৃ) ধৃত।

উল্লেখ করিয়াছেন। উঁহারা যে গৃহস্থ অবস্থাতেই অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে সন্ততী, সংততি, শ্রেষ্ঠী, উগ্রসেন এবং বালক বীতশোকও গৃহস্থ থাকিতে অর্হত্ব লাভ করেন। তবে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে উঁহারা নামে মাত্র গৃহস্থ ছিলেন, বাহিরের বেশভূষায় গৃহস্থ ছিলেন, পরন্তু আধ্যাত্মিকতায় নহে; উঁহারা সাংসারিক সমস্ত সংযোজন হইতে মুক্ত ছিলেন, যদিও গৃহস্থের শ্বেতবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না।[১]

"অলংকৃত থাকিলেও যদি শান্ত, দান্ত, নিরত এবং ব্রহ্মচারী হয়, তথা সর্বভূতে, দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, সম আচরণ করে, তবে সে ব্রাহ্মণ, সে শ্রমণ, সে ভিক্ষু।"[২] ধম্মপদের এই বচন মূলে, বুদ্ধঘোষ বলেন যে বাহিরের বেশভূষায় গৃহস্থ হইলেও লোক প্রকৃত পক্ষে ভিক্ষু হইতে পারে।[৩]

বুদ্ধের মুখ হইতে ধর্মোপদেশ শুনিয়া গৃহস্থের অর্হত্বলাভের কথা 'দিব্যাবদানে'ও আছে। উহাতে একাধিক স্থলে উক্ত হইয়াছে, একাধিক স্থানে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া গৃহীদিগের কেহ কেহ স্রোতাপত্তি ফল, কেহ কেহ সকৃদাগামী-ফল, কেহ কেহ অনাগামী-ফল সাক্ষাৎকার করে। "কৈশ্চিত্ সর্বক্লেশ প্রহণাদ্ অর্হত্বং সাক্ষাত্কৃতং" ('কাহারও কাহারও দ্বারা সর্বক্লেশের প্রহাণে অর্হত্ব সাক্ষাত্কৃত হয়')।[৪] 'জাতকে'ও দেখা যায় যে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে অনেকে, যেমন শ্রমণ, তেমন গৃহীও, অর্হত্ব লাভ করিতেন। যথা, কথিত হইয়াছে যে মংগল বুদ্ধের ভাই আনন্দকুমার, ৯০ কোটি লোক সংগে লইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম শ্রবণার্থ গমন করেন। ধর্ম শ্রবণ করিতে করিতে তিনি, এবং তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গ, অর্হত্ব পদ প্রাপ্ত হন। তখন বুদ্ধ উঁহাদিগকে "এস ভিক্ষুগণ" বলিয়া আহ্বান করেন। তাঁহার যোগবল প্রভাবে উঁহারা সকলেই তত্ক্ষণাত্ ভিক্ষু হইয়া যান।[৫] ভদ্রিকনগরের অনৈক মহাধনীর পুত্র

১। পপংচসূদনি, ৩ খং, ১৯৬ পৃ। ২। ধম্মপদ, ১৪২ (দংডবগ্গ, ১৪)।

৩। কথাবত্থু, ৪।১ অট্‌ঠকথা।

৪। যথা দ্রষ্টব্য—দিব্যাবদান, (২) [২০ পৃ]; (৬) [১০ পৃ]; (১৭) [২৩১ পৃ]; ইত্যাদি।

৫। জাতক [১ খং, ৩০ পৃ]।

ভদ্রিককুমাব বুদ্ধেব উপদেশ শুনিযা সর্বক্লেশ হইতে মুক্ত হইষা অর্হত্ব লাভ কবে।[১]

অর্হত্ গৃহী থাকেন না

'কথাবত্থু'তে বিবৃত হইযাছে যে স্থবিববাদীগণ উত্তরাপথকগণকে জিজ্ঞাসা কবেন, তোমরা যে মান 'গৃহী অর্হত্ হইতে পারে',

"(সেই) অর্হত্ কি মৈথুন ধর্ম প্রতিসেবন কবিবেন, মৈথুনধর্ম উত্পাদন কবিবেন, পুত্র-সংবাধ-শয্যায অধিশযন কবিবেন, কাশিকচংদন প্রত্যনুভব কবিবেন, মালা-গংধবিলেপন ধাবণ কবিবেন, সোনারুপা প্রতিগ্রহণ করিবেন" ইত্যাদি, "যাবজ্জীবং অগাবিযভূতো অস্সাতি' ('যাবজ্জীবন আগাবিক-ভূত থাকিবেন'?)"

উত্তবাপথকগণ বলেন, "না, এই প্রকাব বলা যায না।"[২] তাহাতে উত্তবাপথকগণেব সিদ্ধাংত এই দাঁডায যে,—গৃহস্থ অর্হত্ হইতে পাবেন বটে; কিন্তু অর্হত্ হইবাব পরেও তিনি যে ববাবব যাবজ্জীবন গৃহস্থ থাকিবেন, তাহা বলা যায না।

'থেরীগাথা'য দেখা যায, অনেকে অর্হত্ব লাভেব পরেই ভিক্ষুণী হইযাছিলেন। যথা, কোশলবাজেব ভগিনী গৃহস্থ থাকিতে অর্হত্ হইযাছিলেন।

"বুদ্ধেব উপদেশ শ্রবণাংতে তিনি অনাগামীত্ব প্রাপ্ত হইযা অভিষেকের বাসনা কবিলেন; ভগবান তাঁহার জ্ঞানেব পূর্ণতা উপলব্ধি কবিযা কহিলেন,

'বৃদ্ধা তুমি সুখে বিশ্রাম কব। স্বকৃত চীবরাচ্ছাদিত হইযা বিরাম লাভ কর। অভ্যংতব আলোডনকাবী বাগাদি নিষ্ক্রিয হইযাছে। তুমি এখন শাংত, নির্বাণের শাংতি তোমাব জ্ঞাত।'

ভগবানের বাক্য শেষ হইলে অর্হত্বলাভপূর্বক ধর্মেব সম্যক্ জ্ঞান লাভ কবিলে উল্লাসের আধিক্যে উপবি উক্ত শ্লোক আবৃত্তি কবিলেন।...অনতিবিলংবে তিনি সংসাব ত্যাগ কবিযা সংঘভুক্ত হইলেন।"[৩]

১। জাতক, মহাপণাদ-জাতক (২৬৪)। ২। কথাবত্থু, ৪।১।৫।
৩। থেরীগাথা ১৬ (শীলভদ্রের বাংলা ভাষাংতর; ১২-৩ পৃ)।

কোশলরাজের মহিষী উর্বিরী গৃহস্থ থাকিতে বুদ্ধের উ; অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।[১] সুজাতা লিখিয়াছেন,

"জগজ্জ্যোতির দর্শন লাভান্তে বন্দনাপূর্বক উপবেশন করিলাম। চক্ষুষ্মান অনুকম্পা পরবশ হইয়া আমাকে ধর্মোপদেশ দিলেন।

"মহর্ষির উপদিষ্ট সত্য আমার মর্ম স্পর্শ করিল; তদনন্তরেই অমৃত-পথপ্রদর্শী ধর্মের পূর্ণানুভূতি হইল।

"এইরূপে সদ্ধর্মের জ্ঞানলাভ করিয়া আমি গৃহত্যাগ করিলাম।'[২]

ক্রমে এই মত প্রবল হইতে থাকে যে অর্হৎ গৃহী থাকিতেই পারেন না। সুতরাং গৃহী যেইদিন অর্হত্ব লাভ করে, সেইদিনই তাঁহাকে ভিক্ষু হইতে হইবে, নতুবা তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই মতের উল্লেখ জাতকে পাওয়া যায়। জাতকে আছে, ভদ্দিয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর অতিবিলাসী পুত্র বুদ্ধের মুখে ধর্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করত অর্হত্ব লাভ করে। তখন বুদ্ধ ভদ্দিয়শ্রেষ্ঠীকে ডাকাইয়া বলেন,

"মহাশেঠ! তোমার বিলাসী পুত্র অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই কারণে আজই উহার প্রব্রজ্যা হইয়া যাইতে হইবে, নতুবা সে নির্বাণকে প্রাপ্ত হইয়া যাইবে।"

মহাশেঠ চাহিল না যে তাহার পুত্র সেইদিনই নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। তাই সে উহাকে প্রব্রজিত করিতে বুদ্ধকে অনুমতি দেন। বুদ্ধ উহাকে প্রব্রজ্যা দেন।[৩]

স্থবির নাগসেন বলেন,

"যে গৃহী অর্হত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার দুই বা গতি (অর্থাৎ দুই গতির কোন এক গতি) হয়, অনন্যা (অর্থাৎ অপর কোন গতি হয় না): সেই দিবসেই প্রব্রজ্যা করে, অথবা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়। সে সেই দিবস অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।'[৪]

১। থেরীগাথা ২২ (শীলভদ্রের বাংলা ভাষান্তর, ২৪ পৃ)।

২। ঐ, ১৪৮-১৭০ (ঐ, ৮১ পৃ)।

৩। মহাপণাদ-জাতক, ২৬৪ আরও দ্রষ্টব্য—থেরীগাথা, ১৪২।

৪। মিলিন্দপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ২৬৪-৫ পৃ] আরও দ্রষ্টব্য

"হে মহারাজ! স্রোতাপন্ন উপাসক যদি অর্হত্ব সাক্ষাৎকার করে, তবে তাহার

রাজা মিলিংদ জিজ্ঞাসা করেন,

"হে ভংতে নাগসেন। তিনি যদি সেই দিন আচার্য, কিংবা উপাধ্যায, কিংবা পাত্র-চীবর লাভ না করেন, তবে কি সেই অর্হত্ স্বযং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেক? অথবা সেই দিন অতিক্রম করিবেক? অথবা অপর কোন ঋদ্ধিমান অর্হত্ আসিয়া তাঁহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইবেন? কিংবা তাঁহাকে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইতে হইবে?"

নাগসেন উত্তর করেন,

"হে মহারাজ? সেই অর্হত্ স্বযং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেক না। (কেন না,) স্বযং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে (স্তেয্য) দোষ আপন্ন হইবে॥ সেই দিবসও অতিক্রম করিবেক না। অন্য অর্হতের আগমন হইতে পারে, না হইতেও পারে। সেই দিবসেই (তাঁহার) পরিনির্বাণ হইবে।"[১]

আচার্য বুদ্ধঘোষও সেই প্রকারে বলিযাছেন যে, গৃহস্থ যেই দিন অর্হত্ব লাভ করে সেইদিনই হযত মৃত্যুগ্রস্থ হইবে, নতুবা ভিক্ষু হইবে।[২]

'(বিষ্ণু) ভাগবত পুরাণে' বিবৃত হইযাছে যে পরমভাগবত পরীক্ষিত্ মহাত্মা শুকদেবকে ভাগবত প্রিযব্রত সংবংধে জিজ্ঞাসা করেন,

'হে মুনি। প্রিযব্রত ভাগবত এবং আত্মারাম হইযাও কি প্রকারে গৃহে রমন করিলেন যাহা কর্মবংধের, (সুতরাং) পরাভবের মূল? হে দ্বিজর্ষভ। তাঁহার সদৃশ মুক্তসংগ পুরুষদিগের গৃহাদিতে অভিনিবেশ হওযা নিশ্চয উচিত নহে।" ইত্যাদি।[৩] তাহাতে এই ধারণা অংতর্নিহিত আছে যে প্রকৃত ভাগবত গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

দেবতার অধিকার

ভাগবতধর্মের মতে মুক্তিলাভের অধিকার দেবতারও আছে। 'ব্রহ্মসূত্রে' সিদ্ধাংতিত হইযাছে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে দেবতারও অধিকার আছে।[৪] সুতরাং মুক্তিলাভের অধিকারও দেবতার আছে। ঐ বিষযে সাক্ষাৎ বচনও শ্রুতিতে আছে। যথা,

দুই বা গতি থাকে, অনন্যা, সেই দিবসেই পরিনির্বাণ লাভ করিবে, অথবা ভিক্ষুভাব উপগত হইবে।" —(ঐ, [ঐ, ১৬৪ পৃ]

১। ঐ, ঐ, ২। পপংচসূদনি, ৩ খং, ১৯৬ পৃ।

৩। (বিষ্ণু) ভাগপু, ৫।১।১- । ৪। ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।২৬-৩৩।

"তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং।"[১] 'দেবগণেব তথা ঋষিগণেব, তথা মনুষ্যগণের, যে যে তাহা (অর্থাৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি' ('আমি ব্রহ্মই') ইহা) প্রতিবুদ্ধ হন, সে নিশ্চযই উহা (ব্রহ্ম) হন।' ভাগবতধর্মে তাহা মানা হয।

পবংতু জৈনধর্মমতে একমাত্র মনুষ্যই মুক্তি-লাভেব অধিকাবী, কোন মনুষ্যেতব জীব, তথা দেবতা নহে। যথা 'সূত্রকৃতাংগসূত্রে' আছে,

"ধীব ব্যক্তিগণ অংতসমূহ (অর্থাৎ অংতকাবী বস্তুসমূহ বা উপাযসমূহ) সেবন কবেন; সেইকাবণে ইহসংসাবে অংতকব হন। এই মানুষ্যক স্থানে নবগণই ধর্মকে আবাধনা কবিতে (সমর্থ; সুতবাং উহাবাই) নিষ্ঠিতার্থ কিংবা দেবতা (হয়), ইহা আমি উত্তবীযে শুনিযাছি। ইহাও আমি কাহাবও কাহাবও নিকট শুনিযাছি যে অমনুষ্য (যোনি) সমূহে তথা (অর্থাৎ মুক্তিলাভ কিংবা দেবতা ভবন) হয না।"[২]

"ইহা (অর্থাৎ মনুষ্যভব) হইতে ভ্রষ্টেব পুনঃ সংবোধি (লাভ) দুর্লভ; (কেন না;) অর্চা (বা সম্যক্‌দর্শন-প্রাপ্তি-যোগ্য হৃদয) অন্যত্র দুর্লভ" ইত্যাদি।[৩]

বৌদ্ধদিগেব মধ্যে কেহ কেহ, যথা সর্বাস্তিবাদীগণ মানেন যে দেবতাও অর্হত্‌ হইতে পাবেন, আব অপব কেহ, যথা সম্মিতীযগণ, তাহা মানেন না। সম্মীতিযগণ বলেন যে ব্রহ্মচর্যবাস না কবিলে নির্বাণলাভ হয না। দেবগণ ব্রহ্মচর্যবাস কবিতে পাবে না; সুতবাং নির্বাণও লাভ কবিতে পাবে না। সর্বাস্তিবাদীগণ এবং স্থবিববাদীগণ বলেন যে দেবতা ব্রহ্মচর্যবাস কবিতে পাবে; কেন না, ব্রহ্মচর্যবাস কেবল প্রব্রজ্যা ও মৌংড্যকে বুঝায না, যেমন সম্মিতীযগণ মনে কবেন, মার্গভাবনা দ্বাবাও ব্রহ্মচর্যবাস হয; দেবতা মার্গ-ভাবনা কবিতে পাবে, সুতবাং নির্বাণও লাভ কবিতে পাবে। অনাগামীগণ

১। বৃহউ, ১।৪।১০। ২। সূত্রকৃতাংগসূত্র, ১।১৫।১৫-৬।

টীকাকাব শীলাংক লিখিয়াছেন, "এতেন যচ্ছাক্যৈরভিহিতং, তদ্‌যথা, 'দেব এবাশেষ-কর্মপ্রহাণং কৃত্বা মোক্ষভাগ্‌ভবতি, তদপাস্তং ভবতি, ন হ্যমনুষ্যেষু গতিত্রয়বর্তিষু সচ্চাবিত্রপরিণামাভাবাদ্‌যথা মনুষ্যাণাং তথা মোক্ষাবাপ্তিবিতি।" (১।১৫।১৬ টীকা)

'ভগবতীসূত্রে' (১।২।১০৮) আছে, পশু দেবতা হইতে পাবে।

৩। সূত্রকৃতাংগসূত্র, ১।১৫।১৮।

দেহান্তে ঔপপাতিক দেবতা হয এবং তথায, মার্গভাবনাদ্বাবাই, পরিনির্বাণ লাভ কবে। 'কথাবত্থু'তেও তাহাব বিচাব আছে।[১]

স্থবিব নাগসেন মানিতেন যে দেবতাও নির্বাণ লাভ করিতে পাবেন। বাজা মিলিংদকে তিনি বলেন, "হে মহাবাজ। ভগবান যাবত্ লোকে অবস্থিত ছিলেন, তাবত্ তিন মংডলে ষোল জনপদের যথায যথায় ভগবান বাস কবিতেন, তথায তথায় বাহুল্যভাবে (না বলিলেও) দুই, তিন, চাব. পাঁচ, শত, সহস্র, শত-সহস্র দেবগণ এবং মনুষ্যগণ শান্ত পবমার্থ নির্বাণ সাক্ষাত্কার কবিযাছিলেন। হে মহারাজ। সেই যে দেবগণ, তাঁহাবা গৃহীই, তাঁহারা প্রব্রজিত নহেন। ঐ সংখ্যক, হে মহারাজ। তথা আবও অনেক শত-সহস্র কোটি দেবগণ গৃহী, আগারিক কামভোগী শান্ত পবমার্থ নির্বাণ সাক্ষাত্কার কবিযাছিলেন।[২]"

'মহাবস্তু'তে বিবৃত হইযাছে যে বোধিসত্ত্ব শাক্যসিংহ যখন গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ কবেন, তখন সমস্ত দিক, সমস্ত লোক "পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত" হয। ঐ প্রসঙ্গে আছে যে "শুদ্ধাবাস দেবগণের ভবনসমূহ পরিশুদ্ধ ও পর্যবদাত হইল; এবং এই প্রকারে সেই শুদ্ধাবাস দেবগণের মধ্যে পবীত্তাভ সম্যক্সংবুদ্ধগণেব যে অধিষ্ঠিতসমূহ, চংক্রমসমূহ, নিষণ্ণ-সমূহ, শয্যাসমূহ আছে, সেইগুলিও অতীব পবিশুদ্ধ ও পর্যবদাত হইল। শুদ্ধাবাস দেবগণ অতীব হৃষ্ট, উদগ্র, প্রমুদিত প্রীতিসৌমনস্যজাত হইল।"[৩]

১। কথাবত্থু, ১।৩, দ্রষ্টব্য—N Dutt, *Early Mon Bud*, II, pp 152-4

২। মিলিংদপ্রশ্ন, [ট্রেংকুনের সং, ৩৫০ পৃ]।

উহার প্রারংভে (১৯-২০ পৃষ্ঠায়) আছে, আয়ুষ্মান আয়ুপাল রাজা মিলিংদকে বলেন—

"হাঁ মহারাজ। ধর্মচারী সমচারী গৃহীও আছে। হে মহারাজ। ভগবান (বুদ্ধ) যখন বারানসীতে ঋষিপত্তন মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তখন আঠার কোটি ব্রহ্মার ধর্মাভিসময় হয়। আর কত দেবগণের ধর্মাভিসময় হয়, তাহা গণনাপথের অতীত। উঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহে। পুনরায়, হে মহারাজ। যখন ভগবান কর্তৃক মহাসময়সুত্তংত উপদিষ্ট হয়, মহামংগলসুত্তংত উপদিষ্ট হয়, সমচিত্তংত-পরিয়ায়সুত্তংত উপদিষ্ট হয়, রাহুলোবাদসুত্তংত উপদিষ্ট হয়, পরাভবসুত্তংত উপদিষ্ট হয়, তখন গণনাপথের অতীত দেবগণেব ধর্মাভিসময় হয়। উঁহারা সকলেই গৃহী ছিলেন, প্রব্রজিত নহেন।"

আরও দ্রষ্টব্য— ৭ পৃ।

৩। মহাবস্তু, ২ খং, ১৬৩ পৃ।

পরে শুদ্ধাবাসে "পরিনির্বাণী"গণের উল্লেখ আছে।[১] তাহাতে দেখা যায়, দেবগণেরও মধ্যে 'সম্যক্‌সংবুদ্ধ' এবং 'পরিনির্বাণী' আছেন। 'দিব্যাবদানে' স্থবির উপগুপ্ত সংবংধে কথিত হইয়াছে যে,

"সর্বজ্ঞলীলো হি স শুদ্ধসত্ত্বো ধর্মং প্রণীতং বদতে গণাগ্রে।

দেবাসুরেংদ্রোরগমানুষাংশ্চ সহস্রশো মোক্ষপুরং প্রণেতা॥"[২]

অর্থাত্ তিনি ধর্মোপদেশ দ্বারা দেবতা, অসুর, নাগ ও মনুষ্যকে সহস্রশ মোক্ষপুরে প্রকৃষ্টরূপে লইয়া যান। তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছে যে দেবতারও মোক্ষলাভ হয়।

১। "শীলেন পরিশুদ্ধেন শুদ্ধাবাসং পি পস্সতি॥
যে তত্র পরিনির্বায়ি বাবিসিকৃতো যথাঽনলো।
তেপি তাং ভিক্খু পস্সংতি শীল রক্খিত্ব শোভনং॥"—(ঐ, ২ খং, ৩৬১ পৃ)

২। দিব্যাবদান (২০) [৩৮৫ পৃ]।

নির্বাণের সাধন

রূপাংতবিত বৌদ্ধধর্মে অনেক নূতন নূতন এবং অতি সবল সাধনাব কথা পাওযা যায। উহাদেব কতিপযের উল্লেখ আমবা এখানে সংক্ষেপে করিব।

শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মবিহার

কখন কখন বলা হইযাছে যে মানুষ শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মবিহার ভাবনা দ্বারা নির্বাণলাভ করে। যে ক্ষত্রিয-কুল, ব্রাহ্মণ-কুল, বৈশ্য-কুল, কিংবা শূদ্র-কুল অথবা,

"যে কোন কুল হইতেও আগার হইতে অনাগাবে প্রব্রজিত, সে তথাগত-প্রবেদিত ধর্মবিনযে আসিযা এই প্রকাবে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা ভাবনা কবিযা অধ্যাত্ম উপশম লাভ কবে, শ্রমণ-সামীচি-প্রতিপদ প্রতিপন্ন হয,—ইহা আমি বলি।"[১]

'মজ্ঝিম নিকাযে'ব 'বত্থুপমসুত্তে' উহাব ক্রম এই প্রকাব বলিযা নির্দিষ্ট হইযাছে।[২]

(১) ভিক্ষু প্রথমে চিত্তেব অভিধ্যা (=বিষম লোভ), ব্যাপাদ (=দ্রোহ), ক্রোধ, মদ, প্রমাদ, ঈর্ষা, মাত্সর্য, মান, অভিমান, মায়া, শাঠ্য, প্রভৃতি উপক্লেশসমূহ বিদূরিত করে, যাহাতে উহা সম্যক্ নির্মল হয।

(২) চিত্তকে ঐ প্রকারে সম্যক্ নির্মল কবিবাব পর বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘে নিশ্চল শ্রদ্ধা উত্পন্ন করিতে হয।

(৩) বুদ্ধাদিতে নিশ্চল শ্রদ্ধা সংপন্ন হইলে "সে অর্থবেদ ও ধর্মবেদকে প্রাপ্ত হয, (তথা) ধর্মোপসংহিত প্রামোদ্য প্রাপ্ত হয। প্রমুদিতেব প্রীতি উত্পন্ন হয। প্রীতিমানেব কায প্রশ্রব্ধ হয। প্রশ্রব্ধ-কায (ব্যক্তি) সুখ অনুভব করে। সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়।"

১। মজ্ঝিমনি, চূলঅস্সপুরসুত্ত (৪০) [১ খং, ২৮৪ পৃ]।

২। ঐ, বত্থুপমসুত্ত (৭) [১ খং, ৩৬-৯ পৃ], আরও দ্রষ্টব্য—N. Dutt, *Early Mon Bud* II pp 20-

(৪) একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুকে অনন্তর মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা —এই চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিতে হয়।

(৫) ব্রহ্ম-বিহার-ভাবনায় সিদ্ধ হইলে ভিক্ষু উচ্চ-নীচাদি ব্যবহারিক সংজ্ঞাসমূহের ঊর্ধ্বে উঠে; অনন্তর তাহার চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব—এই ত্রিবিধ আস্রবসমূহ হইতে মুক্ত হয়। "(আস্রবসমূহ হইতে) মুক্ত হইয়া গেলে পরে, 'আমি মুক্ত হইয়াছি'—এই জ্ঞান হয়; এবং প্রকৃষ্টরূপে জানে যে,—জন্ম ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে; ব্রহ্মচর্যবাস সমাপ্ত হইয়াছে, যাহা করণীয় ছিল, তাহা কৃত হইয়াছে; এখন আর কিছু করিবার অবশেষ এখানে নাই।"

আয়ুষ্মান নন্দক মিগার-নপ্তা সাল্হকে বলেন, যে স্বয়ং বুজিয়া সুজিয়া বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করে, সেই আর্যশ্রাবক বিগতাভিধ্যা, বিগতব্যাপদ, অসংমূঢ়, সংপ্রজ্ঞাত ও প্রতিস্মৃতিযুক্ত হইয়া মৈত্রী, করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা সহগত চিত্তে বারংবার সর্বদিকে স্পর্শ করিয়া বিহার করে। "সে এই প্রকারে প্রকৃষ্টরূপে জানে যে—ইহা আছে, হীন আছে, প্রণীত আছে, এবং এই সংজ্ঞাগতের ঊর্ধ্বে নিঃসরণও আছে।' এই প্রকার জ্ঞানপরায়ণ এবং এই প্রকার দর্শনপরায়ণ তাহার কামাস্রব হইতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাস্রব হইতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়, এবং অবিদ্যাস্রব হইতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়। বিমুক্ত হইয়া গেলে পর '(আমি) বিমুক্ত'—এই জ্ঞান হয়; এবং প্রকৃষ্টরূপে জানে যে জন্ম ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মচর্যবাস সমাপ্ত হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে; এখন আর কিছু করিবার অবশেষ এখানে নাই। সে দৃষ্ট ধর্মেই নিষ্পাত, নির্বৃত, শীতিভূত ও সুখ প্রতিসংবেদী হইয়া ব্রহ্মভূত আত্মাসহ বিহার করে।"[১]

চিত্ত সম্যক্ নির্মল না হইলে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘে শ্রদ্ধা প্রকৃত এবং নিশ্চল,—অব্যভিচারী হয় না। বুদ্ধ বস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন।[২] বস্ত্র মলিন থাকিলে উহাকে নীল পীতাদি যে কোন রংএ রাখা যাউক না কেন, ঐ রং যথাযথ শুদ্ধ রূপে লাগে না; এবং যাহা কিছু

১। অংগুত্তরনি, তিকনিপাত, মহাবগ্গ (৩৬৬।১৩) [১ খং, ১৯৬-৭ পৃ]।
২। সেইকারণেই ঐ সূত্র 'বস্ত্রোপম-সূত্র' নামে অভিহিত হইয়াছে।

লাগেওবা, তাহা পাকা, সুস্থায়ী হয় না ; আব বস্ত্র নির্মল হইলে উহাতে রং যথাযথ শুদ্ধরূপে লাগে, তথা সুস্থায়ীও হয়। সেই প্রকাব চিত্ত নির্মল হইলেই বুদ্ধাদিতে শ্রদ্ধা প্রকৃত তথা নিশ্চল হয়।[১] তাই বলা হইয়াছে যে সাধনার প্রাবংভে চিত্তেব সমস্ত উপক্লেশকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত কবিযা উহাকে সম্যক্ নির্মল কবিতে হইবে।

চিত্ত সম্যক্ নির্মল হইলে পব বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘে নিশ্চলা শ্রদ্ধা সংপন্ন হইযা অর্থবেদ ও ধর্মবেদ প্রাপ্ত হয এবং ক্রমে সমাহিত হয। ঐ সমাহিত-চিত্ত ভিক্ষু সংবংধে বুদ্ধ বলেন যে.

"হে ভিক্ষুগণ। সে, এমন শীলবান, এমন ধর্মবান, এমন প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু, যদি চাহে, কালী (ভূষী প্রভৃতি) বাছিযা ফেলিযা শালীব দ্বাবা প্রস্তুত ভাত, অনেক সূপ এবং ব্যঞ্জন সহকারে খায, তবুও তাহাব অংতবায হয না। ভিক্ষুগণ। যেমন মলিন বস্ত্র স্বচ্ছ জলে পডিযা শুদ্ধ সাফ্ হয, (মলিন) সোনা উল্কামুখে পডিয়া শুদ্ধ সাফ হয, তেমনই, হে ভিক্ষুগণ। এমন শীলবান, এমন ধর্মবান, এমন প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু যদি চাহে অংতবায হয না।[২]

অর্থাত্ আচাব ব্যবহাবেব শাস্ত্রীয বিধিবিধানসমূহ তিনি যদি আব পূর্বেব ন্যায পালন নাও করেন, অধিকংতু উহাদের কিছু ব্যতিক্রমও কবেন, ধনী গৃহস্থেব মত কিছু আবাম-আযাস-প্রিয, ভোগোপভোগবানও হইযা পডেন, তাহাব পরম পদে নির্বাণে উপনীত হইতে কোন অংতবায হইবে না।

ব্রহ্মবিহার

কথিত হয যে মৈত্রাদি ব্রহ্মবিহার চতুষ্টযেব এক একটি দ্বাবা ও শ্রদ্ধাবান মানুষ নির্বাণ লাভ কবিতে পাবে। যথা, 'ধম্মপদে' আছে,

"মেত্তাবিহাবী যো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধ-সাসনে।
অধিগচ্ছে পদং সংতং সংখারূপসমং সুখং ॥"[৩]

'যে ভিক্ষু বুদ্ধ শাসনে প্রসন্ন (=শ্রদ্ধাবান্) এবং মৈত্রীবিহারী, সে সংস্কাবোপশম সুখ ও শাংতি পদে অধিগমন কবে।'

১। মজ্ঝিমনি, বত্থুপম-সুত্ত (৭) [১ খং, পৃ]।
২। ঐ, ঐ [১ খং, ৩৮ পৃ]।
৩। ধম্মপদ, ৩৬৮ (২৫।৯)।

"পামোজ্জবহুলো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধ শাসনে।
অধিগচ্ছে পদং সংতং সংখারুপসমং সুখং ॥'[১]

'যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন এবং প্রামোদ্য-বহুল. সে সংস্কারোপশম সুখ ও শাংতি পদে অধিগমন করে।'

বুদ্ধ কখন কখন বলিতেন যে ভোগের প্রতি সম্যক্ উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা ও মানুষ তিন বিদ্যা এবং নির্বাণ লাভ করে।

"আর্যশ্রাবক ভাবে ··ভোগসমূহকে ভগবান বহু দুঃখপ্রদ, বহু পীড়া-প্রদ বলিয়াছেন : উহাদিগেতে বহু দোষ আছে (বলিয়াছেন)। অতএব ইহাকে যথার্থত উত্তনরূপে প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিয়া এই যে অনেকতাবান, অনেকে সংযুক্ত উপেক্ষা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই যে একাংতবান, একাংতে সংযুক্ত উপেক্ষা, যাহাতে লোকামিষোপাদান সর্বথা ছিন্ন হয় : সেই উপেক্ষার ভাবনা করে।"

তনংতর তিনি বলেন যে "আর্যশ্রাবক এই উপেক্ষা স্মৃতি-পরিশুদ্ধিকে পাইয়া' পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি, প্রাণী-চ্যুতি-উত্পাদ-জ্ঞান এবং আস্রব-ক্ষয়-জ্ঞান —এই তিন বিদ্যা লাভ করে।

"এই অনুপম উপেক্ষা স্মৃতি-পরিশুদ্ধিকে পাইয়া আর্য-শ্রাবক দৃষ্টধর্মেই আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তিকে অভিজ্ঞাত হইয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে।'

তাহাতে আর্য-শ্রাবকের সর্ববাবহার সর্বপ্রকারে সদাকে লিয়ে উচ্ছিন্ন হয়।[২]

শ্রদ্ধা

বুদ্ধ কখন কখন বলিয়াছেন যে মানুষ কেবল শ্রদ্ধা দ্বারাও নির্বাণ লাভ করিতে পারে। যথা. কথিত হইয়াছে যে যক্ষ আলবক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে,

"(মানুষ) কি প্রকারে (সংসার) প্রবাহ উত্তীর্ণ হয়?" বুদ্ধ উত্তর করেন.

১। ধম্মপদ, ৩৮১ (২৫।২২)।
২। মজ্ঝিমনি, পোতলিয়সুত্ত (৫৪) [১ খং,......], আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, সখসুত্ত (৫৩) [১ খং,·]।

"শ্রদ্ধা দ্বারা প্রবাহ উত্তীর্ণ হয়।"[১]

বুদ্ধ মহানামকে বলেন, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে "নিশ্চলা শ্রদ্ধা ('অবেচ্চ-প্পসাদ') সমন্বাগত হইয়া

(১) (কেহ কেহ) হাস-প্রজ্ঞ ও জবন-প্রজ্ঞ হয়, তথা বিমুক্তি-সমন্বাগত হয়। সে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তিকে দৃষ্টধর্মেই স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাত্কার করিয়া, উপসংপন্ন হইয়া বিহার করে।"(৭)

(২) (কেহ কেহ) হাস-প্রজ্ঞ ও জবন-প্রজ্ঞ হয়, পরংতু বিমুক্তি-সমন্বাগত হয় না। সে পংচ অবরভাগীয় সংযোজনের পরিক্ষয়ে ঔপপাতিক হয়, তথায় পরিনির্বাণপ্রাপ্তিকারী হয়, ইহলোকে অনাবৃত্তি-ধর্মী হয়।" (৮)

(৩) কেহ কেহ হাস-প্রজ্ঞও হয় না, জবন-প্রজ্ঞও হয় না, এবং বিমুক্তি-সমন্বাগতও হয় না। সে রাগ-দ্বেষ-মোহের তনুতায় তিন সংযোজনের পরিক্ষয়ে সকৃদাগামী হয়; ইহলোকে সকৃত্মাত্রই আগমন করিয়া দুঃখের অংত করে।"[২](৯)

এইরূপে দেখা যায় বুদ্ধের মতে মনুষ্য বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে নিশ্চলা শ্রদ্ধা দ্বারা নির্বাণের ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর সমীপবর্তী হয়। তাই তিনি পরে ঐ মহানামকে বলেন, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে নিশ্চলা শ্রদ্ধা এবং শীল—"এই চারি ধর্ম সমন্বাগত আর্য-শ্রাবক নির্বাণ-নিম্ন, নির্বাণ-প্রবণ, নির্বাণ-প্রাগ্ভাব।"[৩]

ভিক্ষু পিংগিয়কে বুদ্ধ বলেন,

"যথা অহু বক্কলি মুত্তসদ্ধো
ভদ্রাযুধো আলবি-গোতমো চ।
এবমেব ত্বমপি প্রমুঞ্চস্সু সদ্ধং
গমিস্সসি ত্বং পিংগিয় মচ্চুধেয্যপারং॥"[৪]

১। সংযুত্তনি, যক্খ সংযুত্ত, ১২ (আলবক-সুত্ত); সুত্তনিপাত, ১৮৩-৪ (আলবক-সুত্ত, ৩-৪)। এই বচন 'মিলিংদপ্রশ্নে'ও (২।১।১০) ধৃত হইয়াছে।

২। সংযুত্তনি, সোতাপত্তি-সংযুত্ত, (৫৫।৭-৯) [৫ খং, ৩৭৬ পৃ]।

৩। ঐ, ঐ (৫৫।২২) [৫ খং, ৩৮১ পৃ]।

৪। সুত্তনিপাত, ১১৪৬ (পারায়ণবগ্গ, ২৩)।

'যেরূপ বক্কলি, ভদ্রায়ুধ, এবং আলবিগৌতম শ্রদ্ধা দ্বারা মুক্ত হইয়াছিল, সেইরূপ তুমিও শ্রদ্ধাপূর্ণ হও ; তাহা হইলে হে পিংগিয় । তুমি ও মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিবে।' তাহাতে জানা যায় যে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগের কাহাকেও নির্বাণ লাভার্থ শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করিতে, শ্রদ্ধাপরায়ণ হইতে উপদেশ দিতেন। এবং কোন কোন ভিক্ষু বস্তুতই "শ্রদ্ধামাত্রে, প্রেমমাত্রে" থাকিতেন।[১]

বুদ্ধ বলিতেন, ইহসংসারে সাতপ্রকার পুদ্গল আছে,—(১) উভতোভাগ-বিমুক্ত, (২) প্রজ্ঞা-বিমুক্ত, (৩) কায়-সাক্ষী, (৪) দৃষ্টি-প্রাপ্ত, (৫) শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, (৬) ধর্মানুসারী, এবং (৭) শ্রদ্ধানুসারী।[২] তিনি ব্যাখ্যা করেন যে যাহার তথাগতে শ্রদ্ধা-মাত্র, প্রেম-মাত্র হয় এবং সেইহেতু যাহার এই ধর্মলাভ হয়, যেমন কি শ্রদ্ধা-ইংদ্রিয়, বীর্য-ইংদ্রিয়, সমাধি-ইংদ্রিয়, এবং প্রজ্ঞ-ইংদ্রিয়, সেই পুদ্গল 'শ্রদ্ধানুসারী' ; আর যাহার তথাগতে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত, দৃঢমূল, নিবিষ্ট হয়, এবং প্রজ্ঞা দ্বারা কোন কোন আস্রব ক্ষয় হয়, সেই পুদ্গল 'শ্রদ্ধা-বিমুক্ত।'[৩] বুদ্ধ অন্যত্র বলিয়াছেন,

"সদ্ধহংতো বিমুত্তো তি সদ্ধা-বিমুত্তো·· সদ্ধহংতো বিমুচ্চতী তি সদ্ধা-বিমুত্তো·· ।"[৪]

শ্রদ্ধা দ্বারা যাহারা মার্গমাত্র লাভ করে, তাহারা শ্রদ্ধানুসারী ; আর যাহারা কোন কোন মার্গফলও লাভ করিয়াছে, তাহারা 'শ্রদ্ধা-বিমুক্ত।'[৫]

বুদ্ধ বলিতেন যে তাঁহার শ্রাবক ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা "শ্রদ্ধা-বিমুক্ত" বক্কলি উঁহাদিগের অগ্র ; আর তাঁহার শ্রাবিকা ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে যাঁহারা 'শ্রদ্ধা-বিমুক্ত' সিগালমাতা উঁহাদিগের অগ্র।[৬]

১। মজ্ঝিমনি, ভদ্দালি-সুত্ত (৬৫)।
২। ঐ, কীটাগিরি-সুত্ত (৭০) ; আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ভদ্দালি-সুত্ত (৬৫)।
৩। মজ্ঝিমনি, কীটাগিরি-সুত্ত (৭০)
৪। পটিসংভিদামগ্গ [২ খং, ৫২ পৃ]
৫। বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন,
"সদ্ধং অনুসরতি, সদ্ধয়া বা অনুসরতি গচ্ছতী তি 'সদ্ধানুসারী'।"
—(বিসুদ্ধিমগ্গ, ৬৫৯-৬৬০ পৃ)
৬। অংগুত্তরনি, একনিপাত, এতদগ্গ-বগ্গ [১ খং, ২৪ ও ২৫ পৃ]।

যেমন শ্রদ্ধানুসারী মার্গে চলিতে থাকিয়া ক্রমে শ্রদ্ধা-বিমুক্ত হয়, তেমন শ্রদ্ধা-বিমুক্ত অর্হত্ হয়।

"বিজ্‌জতি য্‌বায়ং পুগ্‌গলো সদ্ধাবিমুত্‌তো সূবায়ং অবহা বা অবহত্‌তায় পটিপন্‌নো।[১]

'দিব্যাবদানে' আছে, স্থবির উপগুপ্ত বলেন,

"স্বল্পাপি হ্যত্র ভক্তির্ভবতি মতিমতাং নির্বাণফলদা"[২]

'এখানে (বুদ্ধে) স্বল্পমাত্রও ভক্তি মতিমানদিগের নিশ্চয় নির্বাণ-ফলদ হয়।'

ইহা বোধ হয় বিশেষভাবে বলা উচিত যে বুদ্ধে শ্রদ্ধা দ্বারা গৃহস্থ ও স্রোতা পত্‌ত্যাদি লাভ করিতে পারে। 'উদানে' বিবৃত হইয়াছে যে কোন সময়ে কোশাংবীর রাজা উদয়ন যখন উদ্যানে গমন করেন, তাঁহার অংতপুরে অগ্নি লাগে এবং তাহাতে তাঁহার ৫০০ স্ত্রী জলিয়া ভস্মীভূত হয়। তখন কতিপয় ভিক্ষু বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভংতে? সেই উপাসিকাগণের পরকালে কি গতি হইয়াছে?' বুদ্ধ উত্তর করেন, "সেই উপাসিকাগণের (কেহ কেহ) স্রোতাপন্ন ছিলেন, (কেহ কেহ) সকৃদাগামী ছিলেন, এবং (কেহ কেহ) অনাগামী ছিলেন। হে ভিক্ষুগণ। সেই উপাসিকাগণ শ্রদ্ধাবতী ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যু নিষ্ফল হয় নাই।'[৩]

অধ্যাপক কীথ লিখিয়াছেন, "অধিকংতু আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যতই অনিচ্ছাসত্বে হউক না কেন,—এশিয়ার জনগণ যে বুদ্ধে জগতের জ্যোতি দেখিয়াছে, তাহা তাঁহার যুক্তিময় সিদ্ধাংত সমূহের, তাঁহার প্রতীত্যসমুত্পাদের জন্য নহে ঐগুলিকে উহারা তেমনই কম বুঝিয়াছে যেমন আমরা। উহারা তাঁহাকে দেবগণের দেব বলিয়াই উপাসনা করিয়াছে, এবং বিশ্বাস করিয়াছে যে তাঁহাকে ভক্তি দ্বারা উহারা শাশ্বত সুখ নিত্যমুক্তি লাভ করিবে।"[৪]

১। অংগুত্তরনি, তিকনিপাত, পুগ্‌গল-বগ্‌গ (৩।২১) [১ খং, ১২০ পৃ]
২। দিব্যাবদান, [৩৬০ পৃ]।
৩। উদান, ৭।১০ (উদেনসুত্ত)।
৪। A. B Keith, *Bud. Phil*, pp 14-5।

অনুস্মৃতি বা স্মরণ-ভক্তি

বুদ্ধে নিশ্চলা শ্রদ্ধা তাঁহার অনুস্মৃতি-বিশেষই,—তাঁহার গুণ অনুস্মরণই। ভাগবতধর্মের পরিভাষায় উহা একপ্রকার স্মরণ-ভক্তি। বুদ্ধ বলিতেন, একমাত্র ঐ অনুস্মৃতি বা স্মরণ-ভক্তি দ্বারাও লোক নির্বাণ লাভ করিতে পারে।

"হে ভিক্ষুগণ। এক ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে একান্ত-নির্বেদার্থ, বিরাগার্থ, নিরোধার্থ, উপশমার্থ, অভিজ্ঞার্থ, সংবোধার্থ, নির্বাণার্থ সম্যক্ হয়। ঐ এক ধর্ম কোনটি? বুদ্ধানুস্মৃতি ইহাই, হে ভিক্ষুগণ। সেই এক ধর্ম যাহা ভাবিত, বহুলীকৃত হইলে, একান্ত-নির্বেদার্থ, বিরাগার্থ, নিরোধার্থ, উপশমার্থ, অভিজ্ঞার্থ, সংবোধার্থ নির্বাণার্থ সম্যক্ হয়।"[১]

তিনি পর পর ধর্ম, সংঘ, শীল, ত্যাগ, দেবতা, আনাপান, মরণ, কায়গত, এবং উপশমের অনুস্মৃতি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,

"হে মহানাম। আর্যশ্রাবক যে সময় তথাগতকে অনুস্মরণ করে, তাহার চিত্ত সেই সময়ে নিশ্চয় রাগ পর্যুসিত হয় না, দ্বেষ পর্যুসিত হয় না এবং মোহ পর্যুসিত হয় না; তাহার চিত্ত সেই সময়ে তথাগত স্পর্শ (বা গ্রহণ) করিয়া নিশ্চয় ঋজুগত হয়। হে মহানাম। ঋজুগত-চিত্ত আর্যশ্রাবক অর্থবেদ লাভ করে, ধর্মবেদ লাভ করে, (এবং) ধর্মোপসংহিত প্রামোদ্য লাভ করে। প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি-মনার (বা প্রীতিমানের) কায় প্রশ্রব্ধ হয়। প্রশ্রব্ধকায় সুখ অনুভব করে। সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়।"[২]

বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, "বুদ্ধাদির গুণসমূহ অনুস্মরণকারীর চিত্ত নিশ্চয় প্রসাদ প্রাপ্ত হয়, যাহার অনুভাব দ্বারা নীবরণসমূহ বিষ্কম্ভিত করিয়া বহু প্রমোদ, বিপশ্যন আরম্ভ করিয়া অর্হত্বকেই সাক্ষাৎকার করে, কটকন্ধকার-বাসী ফুস্‌সদেব স্থবিরের ন্যায়। সেই আয়ুষ্মান মার কর্তৃক নির্মিত বুদ্ধ-রূপ দর্শন করিয়া 'ইনি সরাগ-দ্বেষ-মোহ রূপে এই প্রকার শোভা

১। অংগুত্তরণি, একনিপাত, একধম্ম-বগ্গ, (১১৬) [১ খং, ৩০ পৃ]।
২। পূর্বে…পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাইতেছেন। সর্বপ্রকারে বীত-রাগ-দ্বেষ-মোহ রূপে ভগবান কি প্রকার শোভা পাইয়া থাকেন ?'—এই প্রকারে বুদ্ধালংবনা প্রীতি প্রতিলাভ করিয়া বিপশ্যনা বৃদ্ধি করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।"[১]

শ্রদ্ধা ও প্রণিধান

ঐ গুণানুস্মরণ রূপ শ্রদ্ধা মনুষ্যই করিতে পারে। আর এক প্রকার শ্রদ্ধারও উল্লেখ পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে পাওয়া যায়, যাহা সংপূর্ণত ভাবাবেগময় এবং যাহা তির্যক প্রাণীও করিতে পারে। 'দিব্যাবদানে' বিবৃত হইয়াছে যে[২], কোন সময়ে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষার্থ বৈশালীনগরীতে যাইতেছিলেন। ঐ সময়ে এক গোঘাতক এক বড় বৃষকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইতেছিল। ঐ বৃষ দূর হইতে বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার অংতিকে চিত্তকে অভিপ্রসন্ন করিল এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া (তাঁহাকে) সংদর্শন করিতে লাগিল। বুদ্ধ বুঝিতে পারিলেন যে ঐ বৃষ গোঘাতক হইতে উহাকে পরিত্রাণার্থই তাঁহাকে দেখিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি উহার নিকটে গেলেন। তখন বৃষ তাঁহাকে শরণ বুঝিয়া জোর করিয়া নিজের বংধন ছিড়িয়া দৌড়িয়া গিয়া বুদ্ধের সন্মুখে উপস্থিত হয় এবং হাঁটু পাতিয়া নত হইয়া জিহ্বা দ্বারা তাঁহার পা চাটিতে লাগিল। বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে অর্থ আনাইয়া গোঘাতককে দিয়া তুষ্ট করিয়া বৃষকে ছাড়াইয়া লইল। তাহাতে বৃষ বুদ্ধের প্রতি আরও অধিক অভিপ্রসন্ন হইল, এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার "মুখ ব্যবলোকয়মান হইয়া স্থিত রহিল।" বুদ্ধ বলেন, "হে আনন্দ। তথাগতের অংতিকে প্রসন্নচিত্ত এই গোবৃষ সপ্তম দিবসে কাল করিয়া চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে উত্পন্ন হইবে; বৈশ্রানর মহারাজের পুত্র হইবে। তথা হইতে চ্যুত হইয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের মধ্যে উত্পন্ন হইবে, দেবেংদ্র শক্রের পুত্র হইবে। অনংতর এই প্রকারে পর পর যাম্যদেবগণ, তুষিতদেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ এবং পরিনির্মিত বশবর্তী দেবগণের মধ্যে উত্পন্ন হইবে। এই সংততি বশত নবনবতি সহস্র কল্প পর্যংত বিনিপাত হইবে না। তদনংতর

১। বিসুদ্ধিমগ্গ, ৭ পরি, ২২৭-৮ পৃ।
২। দিব্যাবদান, অশোকবর্ণাবদান (১১), ১৩৬ পৃ।

কামাবচর দেবগণের মধ্যে দিব্য সুখ অনুভব করত অংতিম ভবে, অংতিম নিকেতে, (অংতিম) সমুচ্ছ্রয়ে অংতিম আত্‌মভাব প্রতিলংভে মনুষ্যত্ব প্রতিলাভ করিয়া অশোকবর্ণ নামে রাজা হইবে, চক্রবর্তী, চতুর্বর্ণবিজেতা, ধার্মিক, ধর্মরাজ, সপ্‌তরত্‌ন সমন্বাগতা...সে শেষ বয়সে চক্রবর্তী-রাজ্য দান করত, পরিত্যাগ করত, কেশশ্‌মশ্রু ছাড়াইয়া কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া সম্যক্ শ্রদ্‌ধা সহকারে আগার হইতে অনাগারিকে প্রব্রজ্যা করত প্রত্যেক্-বোধি সাক্ষাত্‌কার করিবে, অশোকবর্ণ নামে প্রত্যেক্‌বুদ্‌ধ হইবে।"[১] তখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করেন,

"ভদংত। গোবৃষ কর্তৃক কি কর্ম কৃত হইয়াছে, যাহা হেতু,—তির্যক যোনিতে উত্‌পন্‌ন (ইহার দ্বারা) কি কর্ম কৃত হইয়াছে, যাহা হেতু, ইহা দিব্য ও মানুষ সুখ অনুভব করত প্রত্যেক্ বোধি অধিপ্রাপ্‌ত হইবে।"[২]

বুদ্‌ধ ঐ গোবৃষের পূর্বজন্‌মের পাপ কর্মের কথা বর্ণনা করেন, যাহার হেতু উহাকে বহুবার নরকে এবং তির্যক যোনিতে জন্‌মগ্রহণ করিয়া বহু দুঃখ পাইতে হয় এবং বর্তমান জন্‌মে গোবৃষ হইতে হইয়াছে। অনংতর বলেন,

'পুনঃ যেহেতু ইদানীং আমার অংতিকে চিত্‌তকে প্রসাদিত করিয়াছে, সেই কর্মের বিপাকে দিব্য ও মানুষ সুখ অনুভব করত প্রত্যেক বোধি অতিপ্রাপ্‌ত হইবে।"[৩]

তিনি আরও বলেন,

"হে আনংদ। এই প্রকারে তথাগতগণের প্রতি চিত্‌তপ্রসাদও নিশ্‌চয় অচিংতবিপাক (-প্রসূ), প্রণিধানের কথা আর কি? সেই কারণে, হে আনংদ। এই প্রকার শিক্ষিতব্য যে 'স্‌তোক-স্‌তোক, মুহূর্ত-মুহূর্ত, অংতত অচ্‌ছটাসংঘাত মাত্রও তথাগতকে আকারত সমনুস্‌মরণ করিব'। হে আনংদ। তোমাদিগের এই প্রকার শিক্ষিতব্য।"[৪]

বুদ্‌ধের অংতিকে চিত্‌তকে অভিপ্রসাদিত করিয়া পশুও যে দেহাংতে দেবগণের মধ্যে উত্‌পন্‌ন হয়, তাহার দৃষ্‌টাংত 'দিব্যাবদানে' আরও আছে।[৫]

১। দিব্যাবদান, অশোকবর্ণাবদান (১১), ১৪০-১ পৃ। ২। ঐ, ১৪১ পৃ।
৩। ঐ, ১৪১ পৃ। ৪। ঐ, ১৪২ পৃ।
৫। যথা দ্রষ্টব্য—ঐ, পৃষ্‌ঠা ৪৬৪, ৪৬৫।

স্তুতি

'দিব্যাবদানে' বিবৃত হইযাছে যে হস্তিনাপুবেব এক ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধকে এক গাথা দ্বাবা স্তুতি কবেন। বুদ্ধ আনন্দকে বলেন,

"এই কুশলমূল হেতু সে বিংশতিকল্প বিনিপাতে গমন কবিবে না, কিন্তু দেবগণেব এবং মনুষ্যগণেব মধ্যে গমন কবত, সংসবণ কবত পশ্চিম দিকেতে পশ্চিম সমুচ্ছ্রযে পশ্চিম আত্মভাব-প্রতিলংভে স্তবার্হ নামে প্রত্যেক বুদ্ধ হইবে।"১

তিনি পবে ভিক্ষুগণকে বলেন,

"অনেনৈব গাথাযা স্তুতো ময়াপি চাযং প্রত্যেকবোধৌ ব্যাকৃত ইতি।"২ 'এই এক গাথা দ্বাবা স্তুত হইযা সে মত্কর্তৃক প্রত্যেকবোধিতে ব্যাকৃত হয।'

ধর্মশ্রবণ

রূপাংতবিত বৌদ্ধধর্মে ক্রমে ইহা মানা হইতে থাকে যে ধর্মেব শ্রবণ মাত্র দ্বাবাও মহাফল লাভ হয,—দিব্য এবং মানুষ সুখ, তথা অংতে বোধি লাভ হয। 'দিব্যাবদানে' তাহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টাংত আছে।৩ কথিত হইযাছে যে বুদ্ধেব পবমভক্ত গৃহপতি অনাথপিংডক দুইটি শুকশাবক পালন কবিযাছিলেন। উহাবা মানুষেব মতন কথা বলিতে শিখিযাছিল। আযুষ্মান আনংদ বাব বাব আসিযা উহাদিগকে "চতুবার্যসত্য-সংপ্রতিবোধিকী ধর্মদেশনা কবিতেন,—'ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখসমুদয, এই দুঃখ-নিবোধ, এবং ইহা দুঃখ-নিবোধগামিনী প্রতিপদ।' উহারা ভিক্ষুদিগেব নাম শিখিযাছিলেন। কোন ভিক্ষুকে অনাথপিংডকেব গৃহে আসিতে দেখিযা উহাবা গৃহের অভ্যংতবস্থ লোকজনকে জ্ঞাপন কবিত 'অমুক ভিক্ষু আসিতেছেন, তাঁহাকে বসিবার আসন দাও'। একবাব ভগবান বুদ্ধ আসেন। তাঁহাব আগমনবার্তা শুকদ্বয সেই প্রকারে জ্ঞাপন কবেন। তিনিও উহাদিগকে অনুগ্রহার্থ 'চতুরার্য-সত্য-সংপ্রতিবোধিকী ধর্মদেশনা দ্বাবা শবণ-গমন-শিক্ষপদসমূহে প্রতিষ্ঠাপিত করেন।"

১। দিব্যাবদান, ৫ [৭৩ পৃ]। ২। ঐ [৭৪ পৃ]।
৩। দিব্যাবদান, শুকপোতকাবদান (১৬), ১৯৮-২০০ পৃ।

তাহার স্বল্পকাল পরে উহারা এক বিড়াল কর্তৃক নিহত হয়। শুকদ্বয় "নমো বুদ্ধায়, নমো ধর্মায়, নমো সংঘায়' বলিয়া প্রাণত্যাগ করে এবং চাতুর্মহারাজ কায়িক দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়।'[১]

'হে ভিক্ষুগণ। ঐ শুকশাবকদ্বয় সেই শরণগমনের বিপাকে ৩৬ বার চাতুর্মহারাজকায়িক দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হইবে; ৩৬ বার করিয়া ত্রায়স্ত্রিংশ, যাম্য, তুষিত, নির্মাণরতি এবং পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হইবে। অনন্তর তাবৎ ছয় কামাবচর দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া অন্তিম ভবে, অন্তিম নিকেতে, অন্তিম আত্মভাব-প্রতিলম্ভে মনুষ্য প্রতিলাভ লাভ করিয়া প্রত্যেক-বোধি-অভিসংবুদ্ধ হইবে,—ধর্ম এবং সুধর্ম নামে প্রত্যেক বুদ্ধ হইবে।

"এই প্রকারে হে ভিক্ষুগণ। ধর্ম-শ্রবণ মহাফল, মহানুশংসক। ধর্মদেশনার কিংবা ধর্মাভিসময়ের আর কথাই কি? সেই কারণে, হে ভিক্ষুগণ। এই প্রকার শিক্ষিতব্য যে,—'আমরা ধর্মশ্রবণাভিরত হইব।' হে ভিক্ষুগণ। তোমাদিগের এই প্রকার শিক্ষিতব্য।'[২]

বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে জ্ঞানোদয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পালি নিকায়েও আছে। উহাদের কতিপয় ইতিপূর্বে যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই কারণে এখানে পুনরুল্লেখ করা হইল না। 'সংযুত্ত-নিকায়ে' আছে,

'ইমস্মিন চ পন বেয্যাকরণস্মিন্ ভঞ্ঞমানে সট্ঠি-মত্তানং থেরানং ভিক্খূনং অনুপাদায় আসবেহি চিত্তানি মুচ্চিংসু আয়স্মতো খেমকস্স চা তি।'[৩]

'এই (ধর্ম-) ব্যাকরণ ভণিত হইলে ষষ্টিমাত্র স্থবির ভিক্ষুর এবং আয়ুষ্মান খেমকের, চিত্ত, আস্রবসমূহ উপাদান না করিয়া মুক্ত হইল।

ধ্যান ও কর্মস্থান

নির্বাণলাভের এক উপায় অবশ্যই ভাবনা বা ধ্যান। 'জাতকে' দেখা যায়, বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে ধ্যান করিয়া নির্বাণ লাভ করা যায়। যথা,

১। দিব্যাবদান, ১৯৯ পৃ। ২। ঐ, ২০০ পৃ।
৩। সংযুত্তনি, খন্ধসংযুত্ত, থেরবগ্গ, খেমো, (২২।৮৯।৩১) [৩ খং ১৩২ পৃ]।

'কিংশুকোপম জাতকে' (২৪৮) আছে যে এক ব্যক্তি ছয় স্পর্শায়তন অবলংবনে ধ্যান করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়, অপরে পংচ-স্কংধ, অপরে চারি মহাভূত, এবং অপরে আঠার ধাতু।

যে বিষয় অবলংবনে ভাবনা বা ধ্যান করিয়া অর্হত্ব বা নির্বাণ লাভ করা যায়, তাহাকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'কর্মস্থান' বলা হয়,—(ভাবনা বা ধ্যান) কর্মের স্থান (বা বিষয়)। যথা, 'জাতকে' উক্ত হইয়াছে যে 'শ্রাবস্তী নগরের কোন সংভ্রাংতবংশীয় যুবক শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একাগ্রচিত্তে কর্মস্থান ধ্যান করিয়া অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"[১] 'বরুণজাতকে' (৭১) বিবৃত আছে শ্রাবস্তী নিবাসী ৩০ যুবকবংধু একদা জেতবনে গিয়া বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। উহারা পাঁচ বৎসর ধরিয়া আচার্যগণ ও উপাধ্যায়গণের সেবা করিয়া শাস্ত্র আয়ত্ত করে। অনংতর উহারা একদিন শাস্তার নিকটে গিয়া প্রণামপূর্বক বিনীতভাবে বলে, "ভগবান! আমরা পুনর্জন্মভয়ে ব্যাকুল এবং জরা-ব্যাধি-মরণ-ভয়ে সংত্রস্ত। আমাদিগের জন্য এমন এক একটি কর্মস্থান নির্দেশ করিয়া দিন, যাহা ধ্যান করিয়া আমরা সংসার বংধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি।' শাস্তা মনে মনে অষ্টত্রিংশ কর্মস্থান পর্যালোচনা পূর্বক উহাদের জন্য এক একটি উপযুক্ত কর্মস্থান নির্ধারিত করিলেন এবং তাহার মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।'[২] সুতরাং উহার মতে, কর্মস্থান সংখ্যায় আটত্রিশ। বুদ্ধঘোষের 'বিসুদ্ধিমগ্গে' ৪০টি কর্মস্থানের উল্লেখ আছে,—১০ কৃত্স্ন, ১০ অশুভ, ১০ অনুস্মৃতি, ৪ ব্রহ্মবিহার, ৪ আরূপ্য, ১ সংজ্ঞা এবং ১ ব্যবস্থান। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, আলোক ও পরিচ্ছিন্নাকাশ —এই দশটির প্রত্যেকটি এক কৃত্স্ন',—ক্ষিতি-কৃত্স্ন, অপ্-কৃত্স্ন, ইত্যাদি। শবের দশবিধ অবস্থা (ফুলিয়া উঠা, বিবর্ণ হওয়া, বিগলিত হওয়া, ইত্যাদি) ভাবনা অশুভ কর্মস্থান।

বুদ্ধ বলিয়াছেন, "বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি ও সংঘানুস্মৃতি—এই ত্রিবিধ কর্মস্থান দ্বারা লোকে স্রোতাপত্তি-মার্গ, স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-

---

১। কাশ্যপ-মাংদ্য-জাতক (৩১২) [বংগভাষাংতর, ৩ খং, ২৩ পৃ]।
২। বরুণজাতক (৭১) [বংগভাষাংতর, ১ খং, ১৪৫-৬ পৃ]।

মার্গ, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-মার্গ অনাগামী-ফল, অর্হত্ব-মার্গ ও অর্হত্ব-ফল লাভ করে।"[১]

আটত্রিশ কিংবা চল্লিশ কর্মস্থানের সকলটি সকল সাধকের পক্ষে উপযোগী এবং অভীষ্ট-ফল-প্রদত্ত হয় না। সুতরাং কোন সাধকের পক্ষে কোন কর্মস্থান উপযোগী এবং ফলপ্রদ হইবে তাহা নির্বাচন করা কঠিন ব্যাপার। সাধারণতঃ আচার্য কিংবা বুদ্ধ তাহা নির্বাচন করিয়া দিতেন। যথা, 'কিংশুকোপম জাতকে'র (২৪৮) নিদান কথায় আছে যে "একদা চারি জন ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া স্ব স্ব কর্মস্থান প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা যাহার যে কর্মস্থান তাহা নির্দেশ করিয়া দিলেন। ভিক্ষুরা উহা গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব রাত্রি-যাপনের ও দিবা-যাপনের স্থানে চলিয়া গেলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ষড়্বিধ স্পর্শায়তন, একজন পংচস্কংধ, একজন মহাভূত-চতুষ্টয় ও একজন অষ্টাদশ ধাতু ধ্যান করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহার পর শাস্তার নিকটে গিয়া স্ব স্ব অধিগত গুণ বর্ণনা করিলেন।"[২]

বুদ্ধ কখন কখন ভিক্ষুকে উহার ইচ্ছানুরূপ কর্মস্থানও দিতেন। যথা, 'বণ্ণু-পথ-জাতকে'র (২) নিদান-কথায় আছে যে, শ্রাবস্তীর জনৈক কুলপুত্রের, বুদ্ধের ধর্ম-দেশনা শ্রবণ করিয়া "প্রতীতি জন্মে যে, কামনাই দুঃখের নিদান। অতএব তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন; অভিসংপদা লাভার্থ পংচবর্ষকাল জেতবনে অবস্থিতি করিয়া অকৃলাংত পরিশ্রমে মাতৃকাদ্বয় আয়ত্ত করিলেন, কি কি উপায়ে নির্দেশনা লাভ করা যায় তাহা শুনিলেন এবং শাস্তার নিকট ইচ্ছানুরূপ কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া" ইত্যাদি।[৩]

কোন সাধকের কর্মস্থান তাহার প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে নিরূপিত হইলেই উপকারী হয়,—অভীষ্ট ফলপ্রদ হয়; অন্যথা কঠোর পরিশ্রম করিলেও, তদ্দ্বারা তাহার কোন উপকার লাভ হয় না। লোকের প্রকৃতি তাহার পূর্বের, জন্মজন্মাংতরেরও, কর্ম অনুসারেই হয়। সুতরাং কাহারও জন্য কর্মস্থান নিরূপণ করিতে তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞান থাকিতে হইবে। একমাত্র বুদ্ধেরই পক্ষে তাহা সংভব, অপর কাহারও পক্ষে নহে, কেন না,

১। অপণ্ণকজাতক (১) [বংগভাষাংতর, ১ খং, ৩ পৃ]।
২। কিংশুকোপমজাতক (২৪৮) [বংগভাষাংতর, ২ খং, ১৬৬-৭ পৃ]।
৩। জাতক, [বংগভাষাংতর ১ খং, ৯ পৃ]।

একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞ, অপব কেহ নহে। সুতবাং কোন সাধকেব উপযোগী কর্মস্থান একমাত্র বুদ্ধই ঠিক ঠিক নিরূপণ করিতে পাবেন . অপর কেহ নহে। ‘জাতকে’ দেখা যায, বুদ্ধেব সর্বপ্রধান শিষ্য, তাঁহাব ধর্মসেনাপতি শাবিপুত্রেবও ঐ বিষয়ে ভুল হইযাছিল। সুতবাং অপবেব আব কথা কি? ‘তীর্থজাতকে’ব (২৫) নিদান কথায বিবৃত আছে যে শাবিপুত্র তাঁহাব সার্ধবিহাবিক এক ভিক্ষুকে অশুভ-ভাবনা কবিতে উপদেশ দিযাছিলেন। চাবিমাস কাল অশুভ ধ্যান কবিযাও ঐ ভিক্ষু উহাব মর্ম বুঝিতে পারিল না। সুতবাং উহার দ্বারা তাহার কিছুমাত্র উপকাব হইল না।

অশুভ-ভাবনা তাহাব উপকাবী না হওযাব এই হেতু দেওযা হইযাছে যে ঐ বাকৃতি ভিক্ষু হইবাব পূর্বে স্বর্ণকাবের ব্যবসা কবিত। পূর্ব পূর্ব অনেক জন্মেও সে ঐ ব্যবসায কবিযাছিল। সে একাদিক্রমে পাঁচশত বার স্বর্ণকাবই হইযা জন্মগ্রহণ কবিযাছিল; কাজেই এতই দীর্ঘকাল বিশুদ্ধ স্বর্ণদর্শনেব সংচিতফলে তাহাব পক্ষে অশুভ চিংতা কার্যকবী হইল না।”

যাহা হউক, ঐরূপে নিজেব সার্ধবিহাবিকেব অর্হত্ব সংপাদনে অসমর্থ হইযা শাবিপুত্র একদিন প্রত্যুষে উহাকে সঙ্গে লইয়া ভগবান বুদ্ধেব নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাব দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইযা বলেন, “প্রভু! আমি এই ব্যক্তিকে একটি কর্মস্থান নির্দেশ কবিযা দিযাছিলাম, কিংতু চারিমাসকাল কষ্ট করিযাও তাহাব কিছুমাত্র মর্মোদ্ঘাটন কবিতে পাবিল না। তাই ইহাকে আপনাব নিকট লইযা আসিলাম; কারণ বুদ্ধ ব্যতীত আব কেহই ইহাব শিক্ষা-বিধানে সমর্থ নহে।” তখন বুদ্ধ জিজ্ঞাসা কবিলেন, “ইহাকে তুমি কি কর্মস্থান দিযাছিলে শারিপুত্র।” “আমি ইহাকে অশুভ ভাবিতে বলিযাছিলাম।” “শাবিপুত্র। অপরেব চিত্ত জানিতে ও মনোভাব বুঝিতে তোমার সাধ্য নাই। তুমি একাকী ফিরিযা যাও; সংধ্যার সময আসিযা তোমাব সার্ধবিহাবিকে লইযা যাইও।”

শাবিপুত্রকে বিদায দিযা বুদ্ধ ঐ ভিক্ষুর মনকে সাবাদিন থাকা, পডা, খাওযা ইত্যাদি সর্ববিষযে প্রসন্ন রাখিলেন।[১] তাহাকে মনোজ্ঞ বিশ্রাম স্থান

১। ‘ঘৃতাশন জাতকে’র (১৩৩) নিদান কথায় দেখা যায়, শয়নের এবং আসনের উপযুক্ত স্থানের অভাবেও কর্মস্থান ধ্যান দ্বারা বিন্দুমাত্র ফল লাভ করা যায় ন।

দিলেন, চীবর পরাইলেন, ভিক্ষা-চর্যার সময়ে সংগে লইয়া গেলেন, এবং উত্কৃষ্ট ভোজ্য দেওয়াইলেন। অনন্তর শিষ্যপরিবৃত হইয়া প্রত্যাবর্তন-পূর্বক তিনি দিবা-ভাগ গন্ধ-কুটীরে অতিবাহিত করিলেন।" সায়ংকালে বুদ্ধ ঐ ভিক্ষুকে লইয়া বিচরণ করিতে যান। ঐ সময়ে তিনি স্বীয় প্রভাব-বলে আম্রবনে এক পুষ্করিণীর আবির্ভাব ঘটাইলেন। ঐ পুষ্করিণীর একাংশে পদ্ম-গুচ্ছ; তন্মধ্যে একটি বৃহৎ পদ্ম বিরাজ করিতেছিল। 'তুমি এখানে বসিয়া এই পদ্ম অবলোকন করিতে থাক'—ভিক্ষুকে এই কথা বলিয়া শাস্তা নিজ গন্ধকুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

'ভিক্ষু এক দৃষ্টিতে পদ্ম অবলোকন করিতে লাগিল। কিয়ত্ক্ষণ পরে ভগবান ঐ পদ্মের বিনাশ আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষু দেখিতে পাইল, উহা ক্রমে বিবর্ণ হইয়া গেল, প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে পত্রগুলি ঝরিতে লাগিল, শেষে কেশরগুলিও বিচ্যুত হইল। কর্ণিকটি অবশিষ্ট রহিল। ইহা দেখিয়া ভিক্ষু ভাবিতে লাগিল, 'এইমাত্র এই পদ্মপুষ্পটি কেমন নয়নাভিরাম ছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ইহা বিবর্ণ হইয়া গেল; ইহার না আছে এখন পত্র, না আছে কেশর, অবশিষ্ট রহিয়াছে কেবল কর্ণিকটি। ইহার যেরূপ বিনাশ হইল, আমার শরীরেরই বা সেরূপ হইবে না কেন? জগতে সমস্ত দৃশ্যবস্তুই অনিত্য'। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে অন্তর্দৃষ্টি ('বিপস্সনা') লাভ করিল।

'এই ভিক্ষু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছে জানিতে পারিয়া শাস্তা গন্ধ-কুটীরে থাকিয়াই নিজের দেহ হইতে এক আভাময়ী প্রতিমূর্তি বিনির্মিত করিয়া নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিলেন।

শরতের শতদল জলে করে টলমল,
চয়ন তাহারে কর হস্ত হতে ছিঁড়িয়া;
সেইরূপ যতনে ওহে জীব, এক মনে
আত্ম-স্নেহ ফেল দূরে মন হতে টানিয়া।
শান্তিমার্গ এই সার, ইহা ভিন্ন নাহি আর,
এই পথে যাবে সদা, অন্য পথে যেও না;
নির্বাণ লাভের হেতু এই একমাত্র সেতু
দেখা যায় নাহি দিলে, বিনা বুদ্ধ-করুণা।

"এই গাথা শুনিয়া উক্ত ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এখন আমি মুক্ত হইলাম, আর জন্মগ্রহণরূপ বিড়ংবনা ভোগ করিতে হইবে না', এই বিশ্বাসে তিনি অতিমাত্র আহ্লাদে মন খুলিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন,—

জীবনের অবসানে নির্মলহৃদয়,
পরিক্ষীণ হয় যার কুপ্রবৃত্তিচয়,
আর না জন্মিবে যেবা সংসার মাঝারে
জরাদি অশেষ দুঃখ ভোগ করিবারে ;
শুদ্ধশীল জিতেংদ্রিয় সেই নরবর
শোভে যথা রাহুমুক্ত দেবশশধর
ভীষণ পাপের পংকে হইয়া মগন
মোহ-অংধকারাচ্ছন্ন ছিল এই মন ;
ভেদি সে অবিদ্যা-জাল জ্ঞান প্রভাকর
আলোকিত করে মম মানস-অংতর।

হর্ষভরে এইরূপ পাঠ করিতে করিতে তিনি ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহার চরণ বংদনা করিলেন।'[১]

তখন ভিক্ষুগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন,

"দেখ লোকের চিত্ত ও প্রবৃত্তি জানিবার ক্ষমতা না থাকায় শারিপুত্র তাঁহার শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই ; কিংতু শাস্তার কি মহীয়সী ক্ষমতা। তাঁহার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই ; তাই তিনি ইহাকে এক-দিনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান ও অর্হত্ব দান করিলেন।"[২]

আবার ইহাও বলা উচিত্ যে, কর্মস্থান, এমন কি স্বয়ং বুদ্ধ কর্তৃকই, ঠিক ঠিক নির্ণীত হইলেও, সাধকের উত্সাহে বা বীর্যের অভাবে সাধনায় শৈথিল্য বশত অভীষ্ট ফল প্রসব করে না। যথা, জাতকে দেখা যায় বুদ্ধ কোন সময়ে ৩০ জন ভিক্ষুকে, উঁহাদের প্রার্থনায় এক একটি কর্মস্থান নির্ণয় করিয়া দেন এবং তাহার মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া দেন। উঁহাদের ২৯ জন কঠোর তপস্যা করিয়া,—অরণ্যে বাস করিয়া এবং ভিক্ষাদ্বারা জীবন

১। জাতক [বংগভাষাংতর, ১ খং, ৫৫-৬ পৃ]। ২। ঐ, [ঐ, ৫৬ পৃ]।

ধারণ করিয়া, পূর্ণ উৎসাহে পুনঃ পুনঃ তীব্র চেষ্টা করিয়া অংতদৃষ্টি লাভ করেন এবং অর্হত্ হন। অপর জন অতি অলস, হীনবীর্য ও বিলাসপরায়ণ ছিলেন। সেই কারণে তিনি আশ্রমেই পড়িয়া রহিলেন, কোন প্রচেষ্টা করিলেন না। তাই তিনি কোন ফলও লাভ করিলেন না।[১] 'বণ্ণপথ-জাতকে'র নিদান কথায় বিবৃত হইয়াছে যে জনৈক ভিক্ষু শাস্তার নিকট ইচ্ছানুরূপ কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান পূর্বক বর্ষাকাল অতি-বাহিত করিলেন। কিংতু সেখানে তিন মাস পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ধ্যানফল দূরে থাকুক, তিনি তাহার আভাস বা লক্ষণ মাত্রও লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'শাস্তা চতুর্বিধ মনুষ্যের কথা বলিয়াছেন; আমি বোধ হয় তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম। সংভবতঃ এজনমে আমার ভাগ্যে মার্গ-প্রাপ্তি ও ফল-প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব অরণ্যে বাস করিয়া কি লাভ? আমি শাস্তার নিকট ফিরিয়া যাই; তাঁহার অলৌকিক তেজোবিশিষ্ট বুদ্ধদেহ অবলোকন করিয়া নয়ন সার্থক হইবে; মধুর ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া কর্ণ তৃপ্ত হইবে।' এই সংকল্প করিয়া উক্ত ভিক্ষু তেজবনে প্রতিগমন করিলেন।"[২] ভিক্ষুগণ তাঁহাকে শাস্তার নিকটে লইয়া যান এবং তাঁহার নিরুদ্যমের কথা বলেন। বুদ্ধ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে "হাঁ ভদংত। আমি সত্যসত্যই ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি।" তখন বুদ্ধ বলেন, "সে কি কথা? কোথায় ঈদৃশ শাসনে প্রব্রজ্যা লইয়া নিষ্কাম, সংতুষ্ট, নির্জনবাসী ও দৃঢ়োৎসাহী হইবে, না তুমি হীনবীর্য হইয়া পড়িলে। তুমি পূর্বে বিলক্ষণ বীর্যবান ছিলে। তোমারই বীর্যপ্রভাবে একদা মরুকান্তারে পংচশত শকটের গো ও মনুষ্যগণ পানীয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তবে এখন তোমার এদশা ঘটিল কেন?" শাস্তার ঐ কথা শুনিবামাত্র উক্ত ভিক্ষুর হৃদয়ে আবার উৎসাহের সংচার হইল।[৩] অনংতর শাস্তা আর্যসত্য-চতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই হীনবীর্য ভিক্ষু চরমফল অর্হত্ব লাভ করিলেন।"[৪] 'সংবরজাতকে' ও (৪৬২) সেই প্রকার কথা আছে।

১। জাতক [বংগভাষাংতর, ১ খং, ১৪৫- পৃ]।
২। জাতক [বংগভাষাংতর, ১ খং ৯ পৃ]। ৩। ঐ, [ঐ, ১০ পৃ]।
৪। ঐ, [ঐ, ১১ পৃ]।

জনৈক ভিক্ষু "একাদিক্রমে তিনমাস কর্মস্থান ভাবনা কবিযা ধ্যান-বল-লাভের জন্য কত উদ্যোগ, কত চেষ্টা কবিলেন, কত প্রযাস স্বীকার কবিলেন; কিংতু তাহার আভাস পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, শাস্তা যে চতুর্বিধ লোককে ধর্মোপদেশ দেন, আমি তাহাদেব মধ্যে নিশ্চয সর্বাপেক্ষা অধিক বিষযাসক্ত। অতএব বনে বাস করিযা কি ফল? জেতবনে গিযা তথাগতেব রূপবাশি দর্শন এবং মধুব ধর্মকথা শ্রবণ করিযা জীবন যাপন কবা যাউক।" ইহা স্থিব কবিযা তিনি নিতাংত নিরুত্সাহ হইযা সে স্থান হইতে যাত্রা কবিলেন এবং যথাকালে জেতবনে উপস্থিত হইলেন।" "তুমি নিবত্সাহ হইলে কেন? এই শাসনে যে কাপুরুষ ও উত্সাহশূন্য সে অর্হত্ব রূপ অগ্রফলেব অধিকাবী হয না। যাহারা নিযত বীর্যশালী, তাহাবই এই ফল প্রাপ্ত হয,"—এই বলিযা বুদ্ধ তাহাকে উত্সাহিত করেন। তাহাতে ঐ ভিক্ষু শ্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হন।[১]

সরল উপায়ের অন্বেষণ

নির্বাণেব সাধন সংবংধে এই পর্যংত যাহা বলা হইযাছে, সেই সকলেব মনোযোগ সহকাবে পর্যালোচনা কবিলে ইহা অতি পরিষ্কার ভাবে বোধগম্য হয যে নির্বাণেব এক সবল উপাযের অণ্বেষণ বৌদ্ধধর্মে পবে পবে প্রগাঢ় ভাবে এবং অতি আগ্রহেব সহিত কবা হইযাছিল। শ্রদ্ধা ও ও চাবি ব্রহ্মবিহাব দ্বাবা, কিংবা শ্রদ্ধা এবং কোন এক ব্রহ্ম বিহাব দ্বাবা, কিংবা কেবল শ্রদ্ধা দ্বাবা, নির্বাণ লাভেব বাদ বৌদ্ধধর্মে অবশ্যই পরে পবে অবতাবিত হইযাছিল। শ্রদ্ধাব কথা প্রথম হইতেই ছিল। যথা, বুদ্ধত্ব লাভেব অব্যবহিত পবে গৌতম ব্রহ্মা সহংপতিকে বলেন যে "উহার জন্য অমৃতেব দ্বার বংধ হইযা গিযাছে, যে কাণবান হইযাও শ্রদ্ধাকে ছাড়িযা দেয।" তিনি আবার কখন বলিযাছেন যে, শ্রদ্ধা তত্নকৃত অমৃত ফলেব বীজ। ঐ সকল উক্তিব তাত্পর্য এতাবত্ মাত্র ছিল যে বুদ্ধে, তথা তদুপদিষ্ট ধর্মে, শ্রদ্ধা না থাকিলে লোক তাঁহাব উপদেশ গ্রহণ কবিবে না এবং তাঁহাব ধর্ম আচবণ কবিবে না; সুতরাং নির্বাণও লাভ

১। জাতক, [৪ খং, ৯১-২ পৃ]।

করিবে না।[১] শ্রদ্ধাকে ততোধিক মূল্য তখন দেওয়া হইত না। মৈত্র্যাদি ভাবনার কথা বুদ্ধ-প্রোক্ত মূল ধর্মে, আর্য অষ্টাংগিক মার্গে, কিংবা সাইত্রিশ বোধি-পাক্ষিক ধর্মসমূহে নাই। শেষবয়সেও বুদ্ধ কখন উহাদের কথা বলেন নাই। মৈত্র্যাদি চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের ভাবনাকে বুদ্ধ কখন কখন "ব্রহ্ম-সহব্যতার মার্গ" বলিয়াছেন। সেই কারণে উহারা 'ব্রহ্মবিহার' নামে অভিহিত হইতে থাকে। পরংতু ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম-সহব্যতার লাভকে বুদ্ধ নির্বাণ বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্মলোক "সকরনীয" (অর্থাৎ উহাতে গমনের পরও করনীয় অবশেষ থাকে)।[২] নির্বাণকামীকে ব্রহ্মলোকাদি "সর্বক্ষেত্রের মূলবংধন হইতে মুক্ত" হইতে হইবে।[৩] সেই কারণে ব্রহ্মবিহারসমূহ বুদ্ধের মূলধর্মের,—যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নির্বাণ লাভ—অংগীভূত ছিল না। তবে কেহ যদি ব্রহ্মলোকে শ্রদ্ধালু হইত, তাহাকেই উহা লাভের মার্গ বুদ্ধ উপদেশ করিতেন; নির্বাণকামীকে নহে।[৪] তাহাতে ইহা মনে হয় যে শ্রদ্ধা এবং ব্রহ্মবিহার-চতুষ্টয়ের দ্বারা নির্বাণ লাভের বাদ বুদ্ধের ধর্মে তাঁহার পরিনির্বাণের পরে প্রবেশ করে। নির্বাণ লাভার্থ আর্য অষ্টাংগিক মার্গ, কিংবা সাইত্রিশ বোধিপাক্ষিক ধর্মসমূহ হইতে সরল উপায় অন্বেষণের ফলেই এই নূতন বাদের অবতারণা করা হয়।

চারি ব্রহ্মবিহারের অভ্যাসকেও লোক কালক্রমে কঠিন মনে করিতে লাগিল। সেই কারণে তখন নির্বাণ লাভের তদপেক্ষাও সরল উপায়ের সংধান করিতে লাগিল। ফলে এই মতবাদ প্রচারিত হয় যে শ্রদ্ধাবান হইয়া কোন এক ব্রহ্মবিহারের সম্যক্ অভ্যাস করিলেও নির্বাণ লাভ হয়। তারপর এক ব্রহ্মবিহারের সম্যক্ অভ্যাসকে যখন লোকে কঠিন মনে করিতে লাগিল, তখন এই বাদ প্রচারিত হয় যে কেবল শ্রদ্ধারই দ্বারা নির্বাণ লাভ করিতে পারা যায়। বুদ্ধ বলিতেন যে তাঁহাতে শ্রদ্ধামাত্র, প্রেমমাত্র দ্বারা লোক

১। বুদ্ধ বলিয়াছেন, যে ভিক্ষু বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে প্রসন্ন (=শ্রদ্ধাবান) নহে, যাহার চিত্তে উহাদিগেতে কাঙ্ক্ষা, বিচিকিৎসা থাকে, সে নির্বাণ লাভার্থ আতপ্য, অনুযোগ ও সাতত্য (?) পরায়ণ হয় না। —(মজ্ঝিমনি, চেতোখিলসুত্ত (১৬) [১ খং]।

২। মজ্ঝিমনি, ধানংজানিসুত্ত (৯৭)।

৩। সুত্তনিপাত, ৫২৪ (সভিযসুত্ত, ১৫) [বাংলাভাষাংতর, ১০৩-৪ পৃ]।

৪। মজ্ঝিমনি, সুভ-সুত্ত (৯৯) [ ]; আরও দ্রষ্টব্য—ঐ ধানংজানিসুত্ত (৯৭)।

স্বর্গপবাযণ হয। পবে পবে মনে কবা হইতে লাগিল যে তদ্দ্বাবা নির্বাণ লাভ হয।

নির্বাণ লাভার্থ পূর্ব পূর্ব উপাযের কালক্রমে কঠিনতাব অনুভব এবং নব নবতর সরল সবলতব উপাযেব অবতারণাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওযা যায 'দিব্যাবদানে'। উহাতে বিবৃত আছে যে বাজগৃহেব জনৈক গৃহপতি একদা এক বযস্য সহ বেনুবণের বিহাবে গিযা দ্বাব-কোষ্ঠকে মানুষেব পংচগতির চক্রের এক চিত্র দেখেন। উহাতে দেবগণের সুখভোগেব চিত্র দেখিযা তাঁহাব মনে দেবতা হইবাব ইচ্ছা হয। জনৈক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা কবিযা তিনি জানিতে পারিলেন যে যাহারা দশ কুশল কবে, উহাবাই দেহান্তে দেব হইযা জন্মগ্রহণ কবে। তখন ঐ ভিক্ষুব সংগে তাহার এই প্রকার প্রশ্ন প্রতিবচন হয,—

"আর্য। কি প্রকারে এই দশ কুশল কর্মপথ সমাদান কবিযা বর্তিতব্য?

"ভদ্রমুখ। স্বাখ্যাতে ধর্মবিনযে প্রব্রজ্যা করত যদি দৃষ্টধর্মেই আজ্ঞাকে লাভ করিতে পাব তবে তাহা তোমাব দুঃখের অংত হইবে; আর যদি সাবশেষসংযোজন কালগ্রসৃত হও, তবে দেবগণেব মধ্যে উত্পন্ন হইবে। কেন না, ভগবান কর্তৃক উক্ত হইযাছে, প্রব্রজ্যা বুদ্ধগণ এবং বুদ্ধ শ্রাবকগণ কর্তৃক অনেক প্রকাবে প্রশংসিত হইযাছে।

"আর্য। ভালই, প্রব্রজ্যায কি কবিতে হয?

"ভদ্রমুখ। যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য আচবণ কবিতে হয।

"আর্য। তাহা কবিতে পাবিব না। অন্য উপায আছে কি?

"হাঁ, ভদ্রমুখ। আছে। উপাসক হও।

"আর্য। তাহাতে কি করিতে হয?

"ভদ্রমুখ। যাবজ্জীবন প্রাণাতিপাত হইতে প্রতিবিবতি সংরক্ষণ কবিতে হইবে; অদত্তাদান, কামমিথ্যাচার এবং সুরা-মৈরেয-মদ্য-প্রমাদ-স্থান হইতে প্রতিবিবতি সংবক্ষণ করিতে হইবে।

"আর্য। তাহাও পাবিব না। অন্য উপায বলুন।

"ভদ্রমুখ। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করাও।

"আর্য। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে কয কার্ষাপণ দ্বারা ভোজন করান যায?

"ভদ্রমুখ। পাঁচশত কার্ষাপণ দ্বারা।
"আর্য। ইহা পারিব।"[১]

দান

বুদ্ধ দানের বহু প্রশংসা করিতেন; বলিতেন যে দান মহাফলপ্রদ। ঐ মহাফল ইহ-পরলোকে অতুল সুখ এবং ঐশ্বর্য উপভোগই, নির্বাণ নিশ্চয় নহে। কেন, দানযজ্ঞ হইতেও অধিকতর মহাফলপ্রদ যজ্ঞেরও কথা তিনি বলিয়াছেন। দান দ্বারা নির্বাণও লাভ হইতে পারে বলিয়া বুদ্ধ কখনও বলেন নাই। পরন্তু তাঁহার পরে তাঁহার অনুযায়ীগণ ক্রমে মানিতে আরম্ভ করে যে দানেরও দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়। যথা, 'জাতকে' দেখা যায় দান দ্বারা সর্বজ্ঞতা লাভ হয়। 'বিষহ্ন-জাতকে' (৩৪০) বিবৃত হইয়াছে যে, বুদ্ধ পূর্ব এক জন্মে এক অতুল-বিভব-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। "তিনি পঞ্চশীলবান ও দানব্রত ছিলেন; দান করিতে পারিলেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত। তিনি নগরের চতুর্দ্বার, নগরের মধ্যভাগ এবং নিজের বাসগৃহ,—এই ছয় স্থানে ছয়টি, দানশালা নির্মাণ করিয়া দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" একদিন দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারা "তুমি কি উদ্দেশ্যে দান কর?" ইহা পৃষ্ঠ হইয়া বোধিসত্ত্ব বলেন, "আমি শক্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব চাই না? সর্বজ্ঞতা লাভের জন্য দান করি।"[২] 'আদীপ্ত-জাতকে' (৪২৪) দেখা যায়, সাতজন প্রত্যেক-বুদ্ধ রাজার দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন। উঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি দানের মহাফল কীর্তন করিয়া 'মহারাজ অপ্রমত্ত হউন' বলিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন।" অপর পাঁচ প্রত্যেক-বুদ্ধ দানের প্রশংসা করিয়া বলেন,

"দান বহু প্রশংসার্হ, নাহিক সংশয়,
দানাপেক্ষা ধর্মপদ শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
তদূর্ধ্বে নির্বাণ, যাহা দান-প্রজ্ঞা-বলে
লভিলেন সাধুগণ পূর্ব পূর্ব কালে।"

১। দিব্যাবদান, ২১ পরি, ৩০১-৩ পৃষ্ঠা। দ্রষ্টব্য—G. K Narımann, Lit. *Hist Sans. Bud.*, pp. 279-8.

২। বিষহ্ন-জাতক (৩৪০) [ঈশানচন্দ্র ঘোষের বাংলাভাষান্তর, ৩য় খং ৭৭-৯ পৃ]।

সপ্তম্ প্রত্যেক-বুদ্ধ "এইরূপে রাজাকে মহানির্বাণরূপ অমৃতের মাহাত্ম্য শুনাইলেন এবং তাঁহাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ" দিলেন।[১] তাত্পর্য এই মনে হয় যে দানের ফলে প্রজ্ঞা লাভ হয় এবং তাহাতে নির্বাণ লাভ হয়; সেই কারণে দান করিতে প্রমাদ করা উচিত্ নহে।

(১) **ভিক্ষুগণকে ভোজন দান**—বুদ্ধ বলিতেন যে শীলবান ভিক্ষুগণকে নিত্য ভোজন দান "মহাফল-প্রদ; মহানিশংসতর।" তিনি ইহাও বলিতেন যে সংঘের ভিক্ষুগণ যদি শীলবান নাও বা হন তথাপি উঁহাদিগকে নিত্য ভোজন দান অসংখ্যেয়, অপরিমিত ফলপ্রদ হয়; পরলোকে-স্বর্গে, তথা ইহলোকেও অতুল সুখভোগ লাভ হয়। ভিক্ষুগণকে ভোজন দান করিলে নির্বাণও লাভ হইতে পারে, বুদ্ধ কখনও বলেন নাই। 'দিব্যাবদানে'র পূর্বোক্ত সংবাদ হইতে জানা যায় যে উহা নির্বাণ লাভের এক সহজ উপায়।

'দিব্যাবদানে'র অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে, কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ-দারিকা বুদ্ধকে শক্তু ভিক্ষা দেন। তাহার ফল সংবংধে আনংদকে বলেন,

"হে আনংদ। এই ব্রাহ্মণ-দারিকা এই কুশল-মূল হেতু ত্রয়োদশ কল্প বিনিপাতে গমন করিবে না। তবে কি (হইবে)? দেবগণের এবং মনুষ্যগণের মধ্যে সংবাস করত পশ্চিম ভবে, পশ্চিম নিকেতে, পশ্চিম সমুচ্ছ্রয়ে, পশ্চিম-আত্মভাব-প্রতিলংভে সুপ্রণিহিত নামে প্রত্যেক্-বুদ্ধ হইবে।"[২]

(৫) **বিহারদান**—বুদ্ধ বলিতেন যে ভিক্ষু-সংঘকে বিহার দান নিত্য-ভোজন দান অপেক্ষাও অধিকতর মহাফল-প্রদ, মহানিশংসতর। পরে পরে মানা হইতে থাকে যে তাহার দ্বারা নির্বাণও লাভ হয়। যথা, নাগার্জুনী-কোংডার একশিলালেখে (৩য় খ্রীষ্ট-শতকে উত্কীর্ণ) দেখা যায়, রাজা শ্রীশাংতমূলের সহোদরা ভগিনী দেবী শাংতশ্রী "অপনো চ উভয়-হিত-সুখ-নির্বাণার্থায়" ('আপনার (ইহলোকে) হিত ও সুখ এবং (দেহাংতে) নির্বাণ উভয়েরই জন্য') "সম্যক্সংবুদ্ধের ধাতু পরিগৃহীত মহাচৈত্যের

১। আদীপ্ত-জাতক (৪২৪) [ঈষাণচন্দ্র ঘোষের বাংলাভাষাংতর, ৩য় খং, ২৬৯ পৃ]।
২। দিব্যাবদান, ৪ [৬৯-৭০ পৃ]।

পাদমূলে” অপর শৈলসংপ্রদায়ের ভিক্ষুগণের জন্য একটি ‘চতুঃশাল-পরিগৃহীত শৈল মণ্ডপ’ প্রতিস্থাপিত করেন।[১] কোন কোন শিলা লেখে দেখা যায়, ঐ মহাচৈত্যে এক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াও তিনি কিংবা অপরে সেই ফল লাভের আশা করিয়াছেন।[২] ঐ মহাচৈত্যও শান্তশ্রী অপর শৈলসংপ্রদায়ের ভিক্ষুগণের জন্য নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৩] ভিক্ষুণী সুমেধা, নির্বাণ লাভের পর আপন “পূর্বনিবাসচরিত’ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,

“ভগবান কোণাগমন যখন ‘সংঘরাম’ (নামক নব নিবাস)-এ (অবস্থান করিতেছিলেন তখন) আমরা তিনজন সখী বিহার-দান করিয়াছিলাম। (তাহার ফলে আমরা)…(শত সহস্র বৎসর ধরিয়া) দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছিলাম· মনুষ্যগণের মধ্যে আর কথাই বা কি? দেবগণের মধ্যে আমরা মহা ঋদ্ধি-সংপন্ন হইয়াছিলাম; মনুষ্যগণের মধ্যে ঋদ্ধির আর কথাই বা কি? আমি (রাজ চক্রবর্তীর) সপ্তরত্নের (অন্যতম) স্ত্রী-রত্ন মহিষী হইয়াছিলাম।

“সো হেতু সো পভবো তং মূলং সত্থু সাসনে খংতি।
তং পঠমসমোধানং তং ধম্ম-রতায নিব্বানম্॥’[৪]

শাস্তার শাসনে ক্ষান্তি (লাভের) হেতু উহাই, প্রভব উহাই, মূল উহাই। উহাই প্রথম সমাধান; উহাই ধর্মরতের জন্য নির্বাণ।”[৫]

ইহাতে দেখা যায় যে ভিক্ষুগণকে বিহার দানের ফলে নির্বাণও পাওয়া যায়—এই বিশ্বাসের মূল বুদ্ধের অন্তেবাসী শিষ্যগণ এবং শিষ্যগণদিগের কাহারও কাহারও লেখায় ছিল।

(৩) অপরকে দান—ক্রমে ইহা মনে করা হইতে থাকে যে ভিক্ষুগণকে

১। *Ep Ind*, xx, p 21।
তিনি বহুশ্রুতীয় সংপ্রদায়ের আচার্যগণেরও জন্য একটা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। (ঐ, p 24) তাহারও উদ্দেশ্য উহাই ছিল বোধ হয়। শিলালেখের ঐ অংশ খণ্ডিত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

২। “অপনো উভয়-লোক-হিত-সুখ-নির্বাণধনায ইমং সেল-খংভং পতিঠাপিতং” (ঐ, p 18)।
“ইমং সেল-খংভং অপনো হিত-সুখ-নির্বাণ-ধনায পতিঠাপিতং” (ঐ, p 19)।
“অতনো চ নির্বাণ-সংপতি-সংপাদকে ইমং সেল-খংভং-পতিঠাপিতং” (ঐ, p 19)।

৩। ঐ, p. 17। ৪। থেরীগাথা, ৫২১। ৫। ঐ, ৫১৮—৫২১।

ব্যতীত. অপব যোগ্য পাত্রগণকেও ভোজন, তথা অপবাপব বস্তু, দান কবিযাও মানুষ নির্বাণ লাভ কবিতে পাবে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রবাদ আছে যে বাজা বেস্সংতব "সর্বজ্ঞতাজ্ঞানেব হেতু, সর্বজ্ঞতাবত্নেব কাবণে". "বোধিব কারণে" নিজেব সর্বস্ব, সমস্ত ধন-সংপত্তিকে, এমন কি স্ত্রী-পুত্রাদিকেও দান কবেন। 'মিলিংদপ্রশ্নে' বর্ণিত হইযাছে যে, "দান-পতি বেস্সংতব. অধন বলিয়া বুদ্ধ-ধন দ্বাবা সর্বজ্ঞতা-বত্ন-প্রতিলাভার্থ যাচকদিগকে ধন ধান্য, দাস, দাসী. যানবাহন (প্রভৃতি) সকলই দান কবেন। (এমন কি) নিজেব পুত্র-দাবকে. তথা নিজেকেও ত্যাগ কবিয়া তিনি সম্যক্-সংবোধিকে গর্যেষণ কবেন।"[১] তাহাতে তিনি বোধি লাভ কবেন। বোধি লাভেব পব, তিনি এই গাথা গাহিযাছিলেন,

"জালিং কণহাজিন ধীতং দেবীং পতিব্বতং।
চজমানো ন চিংতেসিং বোধিযা যেব কাবণা তি॥'[২]

'বোধি লাভের জন্য (পুত্রদ্বয) জালী ও কৃষ্ণজিনকে এবং পতিব্রতা স্ত্রী মাদ্রীদেবীকেও ত্যাগ কবিতে আমি চিংতা কবি নাই।'[৩]

নালংদায প্রাপ্ত ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দোপকালেব এক শিলালেখে দেখা যায, ভগবান বুদ্ধেব মংদিবে দীপ, ঘৃত, প্রভৃতি অতি ভক্তিসহকারে ("অতি-ভক্ত্যা", "অতিবসেন") দান করিযা দাতা যেমন নিজেব পিতামাতা স্ত্রী, পুত্র. প্রভৃতিব আয়ু ও আবোগ্য কামনা কবিযাছেন. "সমস্ত জন্মবানগণেব ভবভয়জলধিব পারসংতারণার্থ শ্রীমত্সংবোধিকল্পদ্রুম-বিপুল ফল-প্রাপ্তিও কামনা কবিযাছেন।[৪]

'দিব্যাবদানে' বিবৃত হইযাছে যে, বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বলেন, পংডিত ব্যক্তি ৩৭ প্রকাব দান কবে।

১। মিলিংদপ্রশ্ন [ট্রেংকনের সং, ২৮১ পৃ]।
২। ঐ, ১১৭ পৃ, আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ২৭৪- পৃ।
৩। নাগসেন বলিয়াছেন, "হে মহারাজ! ইহা দেবাতিদেব ভগবান কর্তৃক 'চরিয়াপিটকে'-ও ভাষিত হইয়াছে,—

'ন মে দেস্সা উভো পুত্তা
মদ্দী দেবী ন দেস্সিয়া।
সব্বঞ্ঞুতং পিয়ং মহ্যং
তস্মা পিয়ে অদাস অহং তি॥' —[ঐ, ২৮১ পৃ]।

৪। *Ep Ind.* xx, p 44, শ্লোক, ১২।

"ভৈষজ্য-দানং দদাতি অজরা-মরণ-বিশোকাসংক্লিষ্ট-নিরোধ-নির্বাণ-বিপাক-প্রতিলাভ-সংবর্তনীয়ং।"[১]

'সর্বার্থপরিত্যাগং দানং দদাতি অনুত্তর সম্যক্ সংবোধি-বিপাক-প্রতিলাভ সংবর্তনীয়ং।"[২]

সুতরাং উহার মতে ভৈষজ্য দান করিলে নির্বাণ লাভ হয়, এবং সর্বার্থ পরিত্যাগ দান করিলে অনুত্তর সম্যক্ সংবোধি লাভ হয়।

পুণ্য

দান অবশ্যই এক পুণ্য কর্ম। দান দ্বারা নির্বাণ লাভ হয় বলাতে বুঝা যায় যে পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্মের মতে পুণ্য কর্ম দ্বারাও মানুষ নির্বাণ লাভ করিতে পারে। 'খুদ্দক পাঠে' তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যথা, পুণ্যের মহিমা-বর্ণনায় উহাতে কথিত আছে যে,

"মনুষ্যলোকের যে সম্পত্তি, দেব-লোকের যে আনন্দ, এবং যাহা নির্বাণ-সম্পত্তি,—তত্-সমস্তই ইহার (পুণ্যের) দ্বারা লাভ হয়। মৈত্রী-সম্পদকে প্রাপ্ত করত যোনিশ প্রয়োগকারীর বিদ্যা, বিমুক্তি এবং বশীভাব, সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ হয়। প্রতিসংবিদা (=জ্ঞান), বিমোক্ষ, শ্রাবক-পারমিতা, প্রত্যেক-বোধি এবং বুদ্ধভূমি-সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ হয়। এই যাহা পুণ্য-সম্পদ, তাহা এই প্রকারই মহর্দ্ধিমান। সেই কারণে ধীর পণ্ডিতগণ কৃত-পুণ্যতাকে প্রশংসা করেন।'[৩]

অর্চাবতার

রূপান্তরিত ভাগবতধর্মে কথিত হয় যে ভগবান স্বয়ং তাঁহার জন্য নির্মিত অর্চাতে বা প্রতিমাতে আবির্ভূত হন; সুতরাং উহা তাঁহার অবতার বিশেষই,—"অর্চাবতার"। তাহাতে স্বয়ং ভগবানকে পূজা ও প্রতিমাকে পূজা অভিন্ন হয়।

বৌদ্ধধর্মের কোন কোন রূপান্তরেও প্রায় তাহা মনে করা হইতে থাকে। যথা, লোকোত্তরবাদীগণের বিনয়পিটকে আছে,

---

১। দিব্যাবদান, দানাধিকারমহাযানসূত্র (৩৪) [৪৮২ পৃ]।
২। ঐ, [৪৮৩ পৃ]। ৩। খুদ্দকপাঠ।

"যশ্ চ খলু পুনঃ ভিক্ষো তথাগতমেতরহি তিষ্ঠংতং যাপযংতং সংকরেয়া গুরুকরেষা মানেষা পূজেষা পুষ্পেহি গংধেহি মাল্যেহি ছত্রেহি ধ্বজেহি পতাকাহি বাদ্যেহি, ধূপেহি, বিলেপনেহি অন্নপানযানবস্ত্রেহি যশ্ চ পরিনির্বৃতস্য সর্ষপফমাল (? ত্র) মপি ধাতু সংকরেষা ইতোতং সমসমং।"[১]

'হে ভিক্ষু! আবার অধুনা বর্তমান, (কাল) যাপনকারী তথাগতকে পুষ্প, গংধ, মাল্য, ছত্র, ধ্বজা, পতাকা. বাদ্য, ধূপ, বিলেপন, অন্ন, পান, যান ও বস্ত্রদ্বারা সংকার করা, গুরুকার করা, মান্য ও পূজা করা এবং পরিনির্বাণপ্রাপ্ত (তথাগতের) সর্ষপমাত্র পরিমাণ ধাতুকে সংকার করা—এতদ্ (উভয়ই) সমসম।' 'দিব্যাবদানে' আছে,

"তিষ্ঠংতং পূজযেদ্যশ্ চ যশ্ চাপি পরিনির্বৃতং।
সমং চিত্তং প্রসাদ্যেহ নাস্তি পুণ্যবিশেষতা॥"[২]

উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে মথুরার স্থবির উপগুপ্ত মারের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি মারকে প্রণাম করিবেন না। মার বুদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্মুখে প্রাদুর্ভূত হন। উপগুপ্ত বুদ্ধকে দর্শন করিয়া আনংদে উত্ফুল্ল হইয়া, করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং তাঁহার স্তুতি করেন। তখন মার উপগুপ্তকে এই অভিদোষ দেন যে তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভংগ করিয়াছেন। উপগুপ্ত সগদ্গদ্কংঠে বলেন,

"ন খলু ন বিদিতং মে যস্য বাদিপ্রবানো
জলবিহত ইবাগ্নির্নিবৃতিং সংপ্রযাতঃ।
অপি তু নয়নকাংতিং আকৃতিং তস্য দৃষ্ট্বা
তমৃষিমভিনতোঽহং ত্বং তু নাভ্যর্চয়ামি॥"[৩]

তথাপি মার বলে যে তাহাতে তাহাকেই অর্চনা করা হইয়াছে, উপগুপ্তের প্রতিজ্ঞা ভংগ হইয়াছে। তখন উপগুপ্ত বুঝান যে কি প্রকারে তিনি মারকে অভ্যর্চনা করেন না, সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভংগ দোষ হয় নাই.—

১। মহাবস্তু, ২ খং, ৩৬২ পৃ।
২। দিব্যাবদান, (৬) [৭৯ পৃ]; (৩১) [৪৬৯ পৃ] এই বচন এক শিলালেখেও উদ্ধৃত হইয়াছে। (*Ep Ind.* xx, p 44)।
৩। দিব্যাবদান, (২৬) [৩৬২ পৃ]।

"মৃন্ময়ীষু প্রতিকৃতিষ্বমরাণাং যথা জনাঃ।
মৃত্সংজ্ঞামনাদৃত্য নমংত্যমরসংজ্ঞয়া॥
তথাহং ত্বমীহোদ্বীক্ষ্য লোকনাথবপুর্ধরম্।
নাবসংজ্ঞামনাদৃত্য নতঃ সুগতসংজ্ঞয়া॥"[১]

'যেমন জনগণ দেবগণের মৃন্ময়ী প্রতিকৃতিসমূহকে, মৃত্-সংজ্ঞাকে অনাদর করিয়া অমর-সংজ্ঞা (হওয়ার) কারণে, নমস্কার করে, তেমন আমি লোকনাথ-বপুধর তোমাকে এই উদ্বীক্ষণ করিয়া নাবসংজ্ঞাকে অনাদর করত সুগত-সংজ্ঞা (হওয়ার) কারণে নত হইয়াছি।'

নালংদায় প্রাপ্ত ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দোপকালের এক শিলালেখে উল্লিখিত হইয়াছে যে রাজা বালাদিত্য প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তির অভ্যংতরে ভগবান বুদ্ধ সদা বর্তমান আছেন।

"সাক্ষাদ্বজ্রাসনস্থো জিন ইহ ভগবানংতরস্থঃ সদাস্তে।"[২]

প্রভাব

ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে নির্বাণ লাভের আর্যঅষ্টাংগিক মার্গ কিংবা বোধিপাক্ষিক ধর্মসমূহ হইতে সরল উপায়ের অন্বেষণ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে আরংভ হয়; এবং উহারই ফলে এই নূতন বাদের অবতারণা করা হয় যে শ্রদ্ধা এবং ব্রহ্মবিহার-চতুষ্টয়ের সম্যক্ অভ্যাস দ্বারাও নির্বাণ লাভ হয়। নির্বাণ লাভের তদপেক্ষাও সরল উপায়সমূহ,—যেগুলি উপরে বিবৃত হইয়াছে—যে উহারও পরে অবতারিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কেহ কেহ মনে করেন যে নির্বাণ লাভের ঐ নূতন মার্গ বুদ্ধ এবং অশোকের মধ্যবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে।[৩] অপর কেহ কেহ, দিব্যাবদানের পূর্বোক্ত প্রমাণমূলে, অনুমান করেন যে নির্বাণ লাভের সরল মার্গের অন্বেষণ এবং ভিক্ষুগণকে ভোজন দ্বারা নির্বাণ লাভ হওয়ার কথা বুদ্ধের জীবিতকালেই হয়।[৪]

এখন বিচার্য, নির্বাণের ঐ সরল মার্গসমূহ বৌদ্ধাচার্যগণ কি নিজেই

১। দিব্যাবদান, (২৬) [৩৬২ পৃ]। ২। *Ep Ind* xx, p 44 (শ্লোক ১৪)।
৩। N Dutt, *Early Mon Bud*, II, p 287, আরও দ্রষ্টব্য—pp 276, 291-2।
৪। G K. Nariman, Lit *Hist Sans Bud*, pp 297-8।

উদ্ভাবিত করিযাছেন, না অপর কোথাও হইতে গ্রহণ কবিয়াছেন। যোগ-শাসূত্রে দেখা যায, মৈত্র্যাদি ভাবনা দ্বারা চিত্ত নির্মল হইয়া প্রসন্ন হয এবং সুস্থির হয। মহর্ষি পতংজলি বলিযাছেন,

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।"[১]

'সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান ও অপুণ্যবান প্রাণীগণে (যথাক্রমে) মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা হইতে চিত্ত-প্রসাদন হয।' তাঁহার ভাষ্যকার ব্যাস বলিযাছেন, "সর্ব প্রাণীগণের মধ্যে সুখসংভোগাপন্নগণের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করিবে, দুঃখিতগণের প্রতি করুণা, পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি মুদিতা, এবং অপুণ্যাত্মাদিগের প্রতি উপেক্ষা (ভাবনা করিবে)। এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে শুক্লধর্ম উত্পন্ন হয। তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়। প্রসন্ন চিত্ত একাগ্র হইয়া সুস্থিতিপদ লাভ করে।" আচার্য বাচস্পতি মিশ্র আরও বিশেষ করিযা বলিযাছেন যে, সুখীগণের প্রতি মৈত্রী ভাবনা-শীলের চিত্তের ঈর্ষা-মল বিদূরিত হয, দুঃখীগণের প্রতি করুণা ভাবনা-শীলের চিত্তের পরাপকার চিকীর্ষামল বিদূরিত হয; পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি মুদিতা ভাবনা-শীলের চিত্তের অসূযা-মল বিদূরিত হয; এবং অপুণ্যাত্মাদিগের প্রতি উপেক্ষা ভাবনা-শীলের চিত্তের অমর্ষ-মল বিদূরিত হয। ঐরূপে তাহার চিত্তের রাজস এবং তামস ধর্মসমূহ বিদূরিত হইলে সাত্ত্বিক শুক্লধর্ম উত্পন্ন হয। ব্যাস ঐ বিষযে এক প্রাচীন আচার্যের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,

"যে চৈতে মৈত্র্যাদযো ধ্যাযিনাং বিহারাস্তে বাহ্যসাধননিরনুগ্রহাত্মনঃ প্রকৃষ্টং ধর্মমভিনির্বর্তযংতি।"[২]

এই মৈত্র্যাদি ধ্যাযীগণের বিহারসমূহ উহারা ("স্তুতি দানাভিবাদনাদি") বাহ্যসাধন নিরপেক্ষ স্বভাব; (তথাপি) প্রকৃষ্ট ধর্মকে নিষ্পাদিত করে।' চিত্তের সুস্থিতি সংপাদনের আরও কতিপয উপায় 'যোগদর্শনে' বিবৃত হইযাছে।[৩] উহাতে উক্ত হইয়াছে যে লব্ধসুস্থিতিক চিত্তের, শুদ্ধ

১। যোগদর্শন, ১।৩৩।

২। যোগদর্শন, ৪।১০ ব্যাস ভাষ্য। ৩। ঐ, ১।৩৪-৯।

স্ফটিকমণির ন্যায় গ্রাহ্য, গ্রহীত ও গ্রহণে সমাপত্তি অর্থাৎ তৎ-স্থিততা ও তদঞ্জনতা হয়।"[১] উহাকেই সংপ্রজ্ঞাত যোগ বলা হয়।

চিত্ত প্রসন্ন হইলে যে স্থিতি-পদলাভ করে, তাহা 'গীতা'যও উক্ত হইয়াছে।[২]

উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে,

"প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।"[৩]

'প্রসাদ (অর্থাৎ চিত্ত প্রসন্ন) হইলে ইহার (যতির) সর্বদুঃখসমূহের বিনাশ হয়।' সর্বদুঃখের বিনাশই মুক্তি। সুতরাং যোগধর্ম প্রভাবিত ভাগবতধর্মের মতে মৈত্র্যাদি ভাবনা দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। 'গীতা'য় প্রকারাংতরেও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, যে ভক্ত সর্বভূতের প্রতি কেবল যে দ্বেষরহিত, তাহা নহে, অধিকংতু 'মৈত্র' (=মৈত্রী-ভাবাপন্ন) এবং 'করুণ' (=করুণা-পরায়ণ), সেই ভগবানের প্রিয়।[৪] ভগবানের প্রিয় ভক্ত অবশ্যই মুক্তি লাভ করে।[৫] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে ভগবানে ভক্তিপরায়ণ এবং সর্বভূতের প্রতি মৈত্র্যাদি-ভাবনা-পরায়ণ ব্যক্তি ভাগবতধর্মের মতে মুক্তি লাভ করে।

শ্রদ্ধা এবং মৈত্র্যাদি-ভাবনা দ্বারা নির্বাণ লাভের কথা বৌদ্ধধর্মে ভাগবতধর্ম হইতেই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মৈত্র্যাদি দ্বারা মুক্তি লাভ হয় বলিয়া পরবর্তী জৈনধর্মেও কথিত হয়।[৬]

১। "প্রসন্ন-চেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।" —(গীতা, ২।৬৫.২)
'অনুগীতা'য় (মহাভারত, ১৪।৫১।৩৬) আছে
"প্রসাদে চৈব সত্ত্বস্য প্রসাদং সমবাপ্নুয়াত্।
লক্ষণং হি প্রসাদস্য যথা স্যাত্ স্বপ্নদর্শনম্।
ধর্মব্যাধ বলিয়াছেন
"চিত্তস্য হি প্রসাদেন হংতি কর্ম শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমানংত্যমশ্নুতে॥
লক্ষণং তু প্রসাদস্য যথা তৃপ্ত সুখং স্বপেত্।
নিবাতে বা যথা দীপো দীপ্যেত্ কুশল-দীপিতঃ॥"
—(মহাভা, ৩।১১৩।২৪-৫)

২। ঐ, ২।৬৫ ২।

৩। গীতা, ২।৬৫ ১। ৪। গীতা, ১২।১৩ ১।

৫। দ্রষ্টব্য, গীতা. ৭।১৭-৮; ১৮।৫৫, ৬৮। ৬। পূর্বে ·পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভগবানের মংদিব নির্মাণ করিলে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা কবিলে, কিংবা পূজাদি কবিলেও যে মুক্তি লাভ হয, তাহা পববর্তী ভাগবতধর্মেব পাংচরাত্রাদি শাখায আছে।

নির্বাণের সবল উপায অন্বেষণেব, তথা অবতাবণাব, কারণও বোধহয ভাগবতধর্মই। বুদ্ধেব সমযে উত্তব ভাবতেব পূর্বভাগে ভাগবতধর্মেব বহুল প্রচলন এবং প্রভাব ছিল বলিযা জানা যায। ভাগবতধর্মেব মতে নির্বাণ লাভেব জন্য গার্হস্থ্য পবিত্যাগ কবিযা প্রব্রজ্যা আশ্রয কবা, কিংবা কোন কঠোব তপস্যাদি কবা, অত্যাবশ্যক ছিল না। কেন না, কথিত হয যে. মানুষ স্ব স্ব কর্মে অভিরত থাকিযাও সংসিদ্ধি লাভ কবিতে পারে,—স্বকর্ম ভগবানেব অভ্যর্চনারূপে কবিতে থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয।[১] কেবল ভক্তি দ্বাবাও ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ হয।[২] বিষযের অভিধ্যানই মানুষের সর্বঅনর্থেব মূল। বাগ ও দ্বেষ বশতঃই বিষযের প্রতি ইংদ্রিযসমূহেব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইযা থাকে, এবং তাহাতেই অনর্থের আগম হয। পবংতু ইংদ্রিযসমূহকে রাগ দ্বেষ বিমুক্ত এবং নিজেব বশীভূত করিযা, বিষযে বিচবণ করিযাও মানুষ প্রসাদ লাভ কবে। আর প্রসাদ লাভ করিলে সর্বদুঃখের ক্ষয হয।[৩] কৃষ্ণ বলেন, "যে মদব্যপাশ্রয সে সর্বকর্মসমূহও সদা কবিতে থাকিলেও আমাব প্রসাদে শাশ্বত অব্যয পদ প্রাপ্ত হয। সুতবাং চিত্ত দ্বাবা সর্বকর্মসমূহ আমাতে সংন্যস্ত কবত মৎপব হইযা বুদ্ধিযোগকে উপাশ্রয কবত সতত মচ্চিত্ত হও। মচ্চিত্ত হইলে আমার প্রসাদে সর্বদুর্গসমূহ (অর্থাৎ সংসাবেব সমস্ত দুস্তব হেতুসমূহ) অতিক্রম কবিবে।"[৪] এইরূপে ভাগবত-ধর্মে নির্বাণেব সাধন অতীব সরল ও সুকব হয। সেই কাবণে উহা অতি লোকপ্রিয হয,—লোক মধ্যে উহাব বহুল প্রচার হয।

পক্ষাংতরে বৌদ্ধধর্মে, তথা জৈনধর্মে, নির্বাণের সাধন প্রথম প্রথম অতীব কঠিন এবং দুষ্কব ছিল; এত কঠিন ছিল যে উহা সম্যক্‌ভাবে কবা—ইহা মনে কবা হইত যে,—বুদ্ধ স্বযং তাহা স্বীকার কবিযাছেন—গৃহে থাকিযা গার্হস্থ্যধর্ম যথাযথ পালন কবিতে থাকিযা, সংভব নহে; একমাত্র প্রব্রজিতেরই

১। গীতা, ১৮।৪৫-৬। ২। গীতা, ৯।১৪; ১০।৯-১১।
৩। গীতা, ২।৬২-৫। ৪। গীতা, ১৮।৫৬-৫৮-)।

পক্ষে সংভব। তাহা হইতে আরও মনে করা হইতে থাকে যে, গৃহস্থজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের, সুতরাং নির্বাণ লাভের, সম্যক্ বাধা, প্রব্রজ্যাই উহার রাজপথ। অতএব একমাত্র ভিক্ষুই নির্বাণ লাভ করিতে পারে, গৃহস্থ নহে। সেই কারণে যাহাদের বুদ্ধে শ্রদ্ধা হইত এবং যাহারা নির্বাণ লাভার্থ তত্-কর্তৃক প্রোক্ত সাধনা করিতে অভিলাষী হইত তাহাদিগকে গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে হইত। বুদ্ধ নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি তাঁহার মুখ হইতে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধা প্রতিলাভ করে, উহার মনে এই ভাবনা উপস্থিত হয়,—'ঘরাবাস সংবাধা, (আর) প্রব্রজ্যা রাজপথ. মুক্তাকাশ। এই একাংত-পরিপূর্ণ, একাংত-পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করা আগারে অধিবাসকারী দ্বারা সুকর নহে। সুতরাং আমি নিশ্চয়ই কেশ ও শ্মশ্রু ছেদনপূর্বক কাষায় বস্ত্রসমূহ পরিধান করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইব।" সে অনংতর নিজের ধনসংপত্তি, আত্মীয়-স্বজন, প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা করে এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নির্বাণসাধনায় রত হয়। গার্হস্থ্যজীবন সংপূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হওয়া সকলের পক্ষে সহজ নহে, সংভবও নহে। সেই কারণে অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও বুদ্ধের এবং তাঁহার ধর্মের শরণ গ্রহণ করিতে পারিত না।

অধ্যাপক শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত লিখিয়াছেন, অশোক্-প্রাক্দিনের প্রাথমিক বৌদ্ধধর্ম, যদিও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল, জনসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হয় নাই। সাংসারিক জীবন হইতে উপরতির অত্যাবশ্যকত্বে আগ্রহ উহার লোক-প্রিয় হইবার পথে মহাবিঘ্ন ছিল। সুতরাং উহার সদ্ভাবের প্রথম শতকে, উহা বিহারসমূহে এবং ভিক্ষুগণেরই মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, গৃহে গৃহে জনসমাজে পৌঁছে নাই।[১]

বুদ্ধ তথা তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ, যতদিন বর্তমান ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের সদ্গুণসমূহ শুনিয়া ও দেখিয়া, তাঁহাদের মাহাত্ম্য তথা ধর্মোপদেশ দ্বারা প্রভাবিত এবং মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সংপন্ন এবং আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগের শরণ গ্রহণ করে। ধর্মাচরণের

১। N Dutt, *Early Mon Bud*, II, p 275।

কঠিনতা উহাদিগকে ভযভীত কবে নাই, কিংবা বিরত কবে নাই। তাঁহাদিগেব অংতর্ধানের পব ঐ মুগ্ধকবী এবং আকর্ষণী শক্তি ধীবে ধীবে বিলুপ্ত হইতে থাকে। তখন ধর্মাচবণের কঠিনতাই লোকচক্ষে বড হইষা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, এবং লোককে শংকিত কবিতে লাগিল। তারপব যাহারা পূর্বে ভিক্ষু হইযাছিল, তাহাদেব অনেকেব ধর্মাচরণে শিথিলতা দেখিযা,—এমন কি নৈতিক অধঃপতনও দেখিষা, তাহাদিগকে সামান্য সামান্য বিষষ লইষা কলহ-বিবাদ কবিতে দেখিষা লোকে বৌদ্ধধর্মেব প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে লাগিল।[১] যাহারা বৌদ্ধধর্ম অংগীকার কবিযাছিল এবং ভিক্ষু হইযাছিল, তাহাদেব সকলেই যে এইমাত্র পূর্বে উক্ত প্রকাবে নির্বাণেব আকাঙ্ক্ষাষ শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে, হইযাছিল তাহা নহে। বুদ্ধেব সমযে ধনী গৃহস্থগণ তাঁহার এবং তাঁহার ভিক্ষুগণেব খুব আদব সত্কাব কবিত, তাঁহাদিগকে উত্তম ভোজন বস্ত্রাদি দান কবিত এবং তাঁহাদেব বাসেব জন্য সুরম্য বিহার নির্মাণ কবাইষা দিত। তাহাতে ভিক্ষুগণ "সুখশীল এবং সুখ-সমাচাব" (অর্থাত্ আরাম-আযাসী) হয। দেখা যায, অনেকে সেই লোভে ভিক্ষু হয। বৈয্কৃতিক, সামাজিক এবং বাজকীয কর্তব্য এডাইতে, বাজদংড হইতে পবিত্রাণ পাইতে, কিংবা অপবাপর কারণেও কেহ কেহ ভিক্ষু হইত। ঐ প্রকাবেব লোকগণকে প্রব্রজ্যা দিতে বুদ্ধ পরে নিষেধ কবেন।[২] তাহাতে ধর্মেব প্রসাব মংদ হয। ধর্মাচবণে শিথিলতা, নৈতিক অধঃপতন, প্রভৃতি ঐ প্রকাবেব শ্রদ্ধাবিবহিত ভিক্ষুগণেরই মধ্যে আরংভ হইয়াছিল বোধ হয। হেতু যাহাই হউক না কেন, ঐ সকল দোষ যে ভিক্ষুগণেব মধ্যে আসিযাছিল, তাহাতে কোন সংদেহ নাই। এবং সেই কারণে বৌদ্ধধর্ম লোকেব শ্রদ্ধা হাবাইতে লাগিল।

বুদ্ধের পরিনির্বাণেব অনতিকাল পবে তাঁহাব ধর্ম যে লুপ্তপ্রায হইযা

১। গ্রুন্‌বেডেল মনে করেন যে বুদ্ধধর্মেব লোকের অপ্রিয় হইবার কারণ অন্য। তিনি লিখিযাছেন, "Originally, Buddhism was only a philosophy, no religion, but therein consisted the weakness of the Buddha doctrines, which speedily became unpopular on that account" (Gruenwedel, *Buddhist Art in India*, p. 67) *Early Mon Bud*, II, ২৭৫ পৃষ্ঠাব পাদটীকায় দৃত।)

২। বিনয়পিটক, ১।৩।৪ (পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

'দিব্যাবদানে' (৪২০ পৃ) "শ্রমণাঃ শাক্যপুত্রিয়াঃ স্বাস্তীর্ণাসনশয়নোপসেবিনঃ।"

পড়ে, উহার আভাস বর্তমান পালিনিকায়েও পাওয়া যায়। যথা, 'সংযুত্ত-নিকায়ে' বিবৃত হইয়াছে যে, কোন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দর্শন করিতে গমন করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তথাগতের পরিনির্বাণের পরে তাঁহার সদ্ধর্ম যে চিরস্থিত থাকে না, তাহার হেতু প্রত্যয় কি? আর চিরস্থিত যে থাকে, তাহার হেতু প্রত্যয় কি? বুদ্ধ উত্তর করেন, চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত, বহুলীকৃত হইতে থাকিলে তথাগতের পরিনির্বাণের পরেও তাঁহার সদ্ধর্ম চিরস্থিত থাকে, আর ভাবিত, বহুলীকৃত হইতে না থাকিলে, থাকে না।[১] ভিক্ষুভদ্র ও ভিক্ষু আনন্দকে ঠিক ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এবং আনন্দ তাঁহাকে ঠিক ঐ উত্তর দেন।[২]

ঐ অবস্থায় নেতৃস্থানীয় মহদাশয় ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ধর্মের কল্যাণ কামনা করিতেন এবং সেইহেতু উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে ও লোকের পূর্বশ্রদ্ধা ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করিতেন, ততোধিক বৌদ্ধধর্মকে ভাগবত ধর্মেরই মত লোকপ্রিয় করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা উহার অল্পাধিক সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা শাস্ত্রে উক্ত ধার্মিক বিধিনিয়মসমূহের কতিপয়কে একেবারে বাদ দেন; আর কতিপয়ের আচরণকে অল্পাধিক শিথিল করেন; কতিপয়কে এক প্রকারে আরও কড়া করেন: এবং কতিপয় নূতন নিয়মও অবতারণা করেন। বুদ্ধও দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করিয়া ধার্মিক বিধিনিয়মসমূহের কোন কোনটিকে স্বল্পাধিক পরিবর্তিত করিতেন। সুতরাং ঐ বিষয়ে ঐ ভিক্ষুগণ বুদ্ধকেই অনুসরণ করেন মাত্র। গৃহস্থ নির্বাণ লাভ করিতে পারেন বলিয়া বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। পরন্তু পরবর্তী ভিক্ষুগণ তাহা স্বীকার করেন। ধূতাংগসমূহের আচরণকে বুদ্ধ বৈকল্পিক বলিতেন; অত্যাবশ্যক বলিয়া বিধান তিনি দিতেন না। ঐ ভিক্ষুগণ মনে করিতে লাগিলেন যে নির্বাণলাভার্থ ধূতাংগসমূহের অনুশীলন অত্যাবশ্যক, অপরিহার্য। যাহাদিগকে এই জন্মে সেইগুলি আচরণ করিতে দেখা যায় নাই, কিংবা এই জন্মে সেইগুলির আচরণ যাহাদের পক্ষে সংভব নহে; যথা গৃহস্থগণ, অথচ যাহারা তত-সত্ত্বেও নির্বাণ লাভ করিয়াছে, তাহারা

১। সংযুত্তনি [৫ খং ১৭৪ পৃষ্ঠা] আরও দ্রষ্টব্য—Malalasekher, *Dict. Pāli Proper Names* II, p. 341.

২। ঐ, [৫ খং, ১৭২ পৃ]।

সকল পূর্ব পূর্ব জন্মে বৃতাংগসমূহের অনুশীলন সংপূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হইতে লাগিল। নির্বাণের কতিপয় সরল উপায়ও তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করেন।

ঐ সমস্ত ভিক্ষুগণের সকলে একমত ছিলেন না। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বল্পবিস্তর মতভেদ ছিল। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের ঐ সংস্কারসমূহের সবগুলিকে সকলে সমভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাই ঐগুলি লইয়া এবং অপর কতিপয় দার্শনিক এবং ধার্মিক সিদ্ধান্ত লইয়া পরবর্তী বৌদ্ধদিগের মধ্যে সংপ্রদায় ভেদ হইয়া পড়ে। তাহা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু প্রভাবও রূপান্তরিত ভাগবতধর্মের কোন কোন শাখায় পড়ে। যথা, যেমন রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্মে মানা হইতে থাকে যে অর্হত্ গৃহী থাকিতেই পাবেন না, তেমন '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' দেখা যায়, প্রকৃত ভাগবত গার্হস্থ্যধর্মে প্রবৃত্ত হইতে পাবেন না। তাহা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[১] উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের সাক্ষাত্কার লাভ করিতে হইলে, সুতরাং মুক্তি লাভ করিতে হইলে, গৃহত্যাগ করিয়া সংন্যাসী হইতে হইবে। যথা, দেবর্ষি নারদ বলেন নারায়ণীয় সনাতন ধর্ম মতে, "যে চিত্ত-বিজয়ে উদ্যত, সে নিঃসঙ্গ, অপরিগ্রহ, এক, বিবিক্তশরণ এবং ভিক্ষামিতাশন ভিক্ষু হইবে।"[২] মহাভাগবত প্রহ্লাদ দৈত্যগণকে ঐ ধর্মের উপদেশ দিতে গিয়া গৃহের বা গার্হস্থ্যের তীব্র নিন্দা করেন এবং উহাকে ত্যাগ করিতে বলেন। 'গৃহ রজ, রাগ, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য এবং ব্যাধির মূল। উহা সংসৃতিচক্রবাল। সুতরাং উহাকে পরিত্যাগ করত ভগবান নৃসিংহের নির্ভয় চরণকমল ভজন কর।'[৩] তিনি আরও বলেন, দেহীদিগের বুদ্ধি আপন ও পর ভেদরূপ অসদ্গ্রহ বশত সদা সমুদ্বিগ্ন থাকে। তাহাদিগের উচিত্ আত্মার পতনে অন্ধকূপ রূপ গৃহ পরিত্যাগ করত বনে গমন করিয়া শ্রীহরিকে আশ্রয় করে,—ইহাকেই তিনি সাধু মনে করেন।[৪] ঐ বিষয়ে প্রকৃষ্ট উক্তি—ভগবান নারায়ণের। তিনি বলেন ত্রিগুণাত্মক বিষয়সমূহকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১৫।৩০। ৩। ঐ, ৫।১৮।১৪।

৪। ঐ, ৭।৫।৫ ; আরও দ্রষ্টব্য—ঐ, ৭।৫।১১- , ৩০-১।

দৃষ্টিমান ব্যক্তি কৃপণ। সে নিজের শ্রেয় জানে না। যদি কেহ তাহাকে, তাহার ইচ্ছা অনুসারে, ঐ সকল বিষয় প্রদান করে, তবে সেই দাতাও তদ্বত্ গুণ-বস্তু-দৃক্ এবং অজ্ঞ। যে স্বয়ং নিঃশ্রেয়সকে জানে, সে তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্মের বা প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ নিশ্চয় করে না, যেমন শ্রেষ্ঠ বৈদ্য রোগীকে, সে চাহিলেও, অপথ্য খাইতে দেয় না।[১]

কৃপাবাদ

ভাগবতধর্মের এক সিদ্ধাংত এই যে "মুক্তি একমাত্র ভগবত্-প্রসাদ-লভ্য"—ভগবান যাহাকে কৃপা করেন, সেই তাঁহার দর্শন পায় এবং মুক্তি লাভ করে।"[২] রূপাংতরিত ভাগবতধর্মে গুরুকে ভগবানের মূর্তি মানা হইতে থাকে,—মানা হইতে থাকে যে ভগবানই গুরুরূপে প্রকট হইয়া শিষ্যকে উপদেশ করেন।[৩] তাহাতে ভগবানের কৃপা গুরুরই কৃপা হয়; বলা যাইতে পারে যে গুরুর কৃপা ব্যতীত কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।[৪]

এই সিদ্ধাংত বৌদ্ধধর্মেও প্রবেশ করে। মগধের সম্রাট শূরসেনের (কিংবা তাঁহার পুত্র সম্রাট নংদের) সময়ে পাটলিপুত্রের ভিক্ষুসংঘের প্রধান মহাদেব প্রচার করেন যে অর্হত্ অপরের (গুরুর বা কল্যাণমিত্রের) সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করেন।[৫] 'কথাবত্থু'তে ঐ বিষয়ে আলোচনা আছে।

"অত্থি অরহতো পরবিতারণা তি?'[৬]

"অর্হতের পরবিতারণা আছে কি?' অর্থাত্ মনুষ্য কি পরের (বা গুরুর) অনুগ্রহে জ্ঞান লাভ করিয়া অর্হত্ হয়? না নিজের প্রযত্ন দ্বারা

১। (বিষ্ণু) ভাগপু, ৬।৯।৪৯-৫০।

২। পূর্বে··· পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৩। পূর্বে···পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। উপনিষদে আছে ঋষি উদ্দালক আরুণি বলেন,

"আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" —(ছান্দোগ্য উ, ৬।১৪।২)

ব্রহ্মচারী সত্যকাম জাবাল, যদিও অন্য অলৌকিক উপায়ে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুকে বলেন,

"শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যো আচার্যদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি।"

—(ছান্দোগ্য উ, ৪।৯।৩)

৫। N Dutt, *Early Mon Bud*, II p. 41 ৬। 'কথাবত্থু', ২।৪।

জ্ঞান লাভ করিয়া অর্হত্ হয়?[১] উহাতে দেখা যায়, কেহ কেহ মানিতেন, অপর কেহ কেহ মানিতেন না যে. অর্হতের পরবিতারণা আছে। হৈমবতগণও তাহা মানিতেন।[২]

কবি অশ্বঘোষও ঐ পরবিতারণা মানিতেন। কেন না, তিনি দেখাইয়াছেন যে নংদ সংপূর্ণরূপে বুদ্ধেরই কৃপাতে অর্হত্ব লাভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"যাহার তর্কশক্তি প্রবল তাহার পক্ষে আত্মাশ্রয়, ও যাহার বিশ্বাস অধিক তাহার পক্ষে বাহ্যাশ্রয় (পরের আশ্রয়) গ্রহণ কর্তব্য।(১৬)

"যাহার হেতুবল অধিক তাহাকে একটু উদ্বোধ করিয়া দিলেই অনায়াসে তাহার মুক্তি হয়; কিংতু পরের বুদ্ধিতে যাহারা পরিচালিত (অর্থাত্ স্বীয় বিবেক যাহার তেমন প্রবল নহে) তাহারা পরকে আশ্রয় করিয়া অতি প্রযত্নে মুক্তি লাভ করে।(১৭)

"নংদ পরের প্রত্যয়ে প্রত্যয়বান বলিয়া যখন যাহা আশ্রয় করিতেন, তখনই তাহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন; এইজন্য মুনি তাঁহার প্রতি স্নেহ হেতু উদ্ধারের ইচ্ছায় যত্ন করিতে লাগিলেন।(১৮)

* * *

"পরে মুনি বুদ্ধ বসংতমাসের ন্যায় নংদকে স্ত্রীবিহারে বাধা দিয়া জ্ঞানের ভূমি বুদ্ধবিহারে লইয়া গেলেন।"[৩](২০)

১। "যস্মা যেসং তানি বত্থুনি পরে বিতরংতি পকাসেংতি আচিক্খংতি তস্মা তেসং অত্থি পরবিতরণা।" (বুদ্ধঘোষ)

বুদ্ধ ও তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ যে ধর্মানুগ্রহ করিতেন, তাহার উল্লেখ পালিনিকায়ে আছে। যথা 'সংযুত্তনিকায়ে' আছে, বুদ্ধ বলেন সারিপুত্র "সব্রহ্মচারী ভিক্ষুগণের অনুগ্রাহক" [৩ খং, ৫ পৃ], "ধর্মদেশনার্থ সব্রহ্মচারীগণের অনুগ্রাহক" [৫ খং, ১৬২ পৃ]; "সারিপুত্রের ধর্মানুগ্রহ" [৫ খং ১৬২ পৃ]; তাঁহার নিজের সংবংধে বুদ্ধ বলেন,

"যে মে ভিক্খবে অনুগ্গহা, আমিসানুগ্গহো চ ধম্মানুগ্গহো চ, এতদগ্গং ভিক্খবে ইমেসং দ্বিন্নং অনুগ্গহানং যদিদং ধম্মানুগ্গহো।" —ইতিবুত্তক, ১০০)।

আরও দ্রষ্টব্য—সুত্তনিপাত ১০২৪-৫ (ধোতকমাণবপুচ্ছা ৪-৫)

২। N Dutt, *Early Mon Bud* II, p 171

৩। সৌংদরনংদ, ৫।১৬ ৮, ২০ (বিমলাচরণ লাহার বাংলাভাষাংতর)।